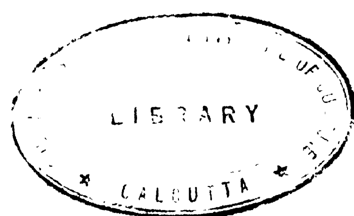


৬ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবাবুলাল চক্রবর্ত্তী

ও

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

সংস্কৃত এম, এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২৯ নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট "সিদ্ধান্ত-যন্ত্রে"

শ্রীরমানাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

দেবদত্তের অন্তর্বত্নী পত্নী তাঁহাকে দেখিয়া, ভয়প্রযুক্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তদীয় স্বামী দেবদত্ত পত্নীবিয়োগবিধুর হইয়া, তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন, হে বিষ্ণো! তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যাবিয়োগে বিধুরিত করিলে, তোমাকে সেইরূপ কিয়ৎকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিদারুণ পত্নীবিয়োগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

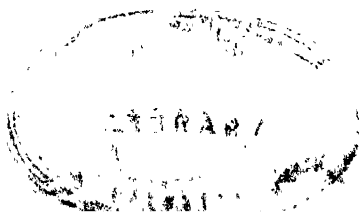
এইরূপে ভৃগু, সনৎকুমার, বৃন্দা ও দেবদত্ত অভিশাপ প্রদান করাতে, ভগবান্ নারায়ণ মনুষ্যরূপে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক, শাপানুযায়ী কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। স্বীয় শক্তিপ্রভাবে শাপমোচনে সবিশেষ সামর্থ্য থাকিলেও, ভক্তবৎসলতাগুণের বশংবদ হইয়া, তাঁহাদের মর্য্যাদারক্ষার অনুরোধে তিনি তত্তৎ কার্য্য সম্পাদন করেন। ভৃগু ও বৃন্দার শাপে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ এবং দেবদত্তের অভিশাপে গর্ভবতীপত্নীবিরহ সংঘটিত হইয়াছিল।

মহারাজ! ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণ যে যে কারণে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। অধুনা, তুমি মুক্তিলাভের উপায়বিষয়ে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তজ্জন্য, দ্বাত্রিংশৎ-সহস্র-শ্লোকপূর্ণ যোগবাশিষ্ঠ নারায়ণ কীর্ত্তন করি, সবিশেষ-মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় সর্গ।

(গুরু-শিষ্য-সংবাদ।)

যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকল অবস্থায় জীবের হৃদয়ে বিরাজমান; যিনি স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও অন্তরীক্ষে এবং আমার অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান; যিনি অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশমান; চন্দ্র ও সূর্য্যপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ সকল যাঁহার সত্তায় সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে এবং যিনি দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টাস্বরূপ, সেই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বপ্রকাশক পরাৎপর পরমেশ্বরকে নমস্কার করি।



…ণ অভিশপ্ত হয়েন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, সমস্ত কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহের পাত্র।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস! পিতামহ কমলযোনির মানস-পুত্র কামক্রোধাদিবির্জ্জিত পরমজ্ঞানী সনৎকুমার একদা ব্রহ্মসদনে আসীন আছেন, এমন সময়ে জগৎপতি জনার্দ্দন বৈকুণ্ঠ হইতে তথায় পদার্পণ করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদায় সত্য-লোকবাসীর সহিত তৎক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার যথাবিধি পূজাবিধি সমাধা করিলেন। কিন্তু সনৎকুমার বাহ্যপূজারহিত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার পূজা করিলেন না। তদ্দর্শনে সর্ব্বপ্রভু নারায়ণ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অতি নির্ব্বোধ। গর্ভযন্ত্রণাভয়ে ভীত ও জ্ঞানলাভে সমুৎসুক হইয়া, সংসারবাসনার সহিত বাহ্য-পূজা পরিহার করিয়াছ এবং তন্নিবন্ধন আমার অবমাননা করিলে। এই কারণে তোমায় শরজন্মা নামে বিখ্যাত ও সংসারবাসনার বশী-ভূত হইতে হইবে। তখন সনৎকুমার অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে প্রতিশপ্ত করিলেন, আপনাকেও, ইতর জীবের ন্যায়, কিয়ৎকাল মর্ত্ত্যলোকে বাস করিতে হইবে। সেই অবস্থায় আপ-নার সর্ব্বজ্ঞত্ব বিনাশ পাইবে।

মহর্ষি ভৃগুও, বিষ্ণুকর্ত্তৃক ভার্য্যাবিয়োগদুঃখে নিপতিত হইয়া, এই বলিয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন, বিষ্ণু! তুমি যেমন আমার পত্নীহত্যা করিলে, সেইরূপ, তোমাকেও স্ত্রীবিয়োগদুঃখে অভিভূত হইতে হইবে।

জলন্ধরের পত্নী বৃন্দা। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ পরিগ্রহ করিয়া, পতিপ্রাণা বৃন্দার মোহসমুৎপাদনপূর্ব্বক, তাঁহার সতীত্ব বিনাশ করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন, পতিব্রতা বৃন্দা তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করেন, বিষ্ণু! তুমি যেরূপ প্রতারণাপূর্ব্বক পাতিব্রত্য-ভঙ্গ করিয়া, আমার সন্তাপ সমুৎপাদিত করিলে, তোমাকে সেইরূপ ভার্য্যাবিয়োগজন্য দারুণ সন্তাপ ভোগ করিতে হইবে।

ভগবান বিষ্ণু যে সময়ে নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তৎকালে

...ত! ... ইচ্ছা নাই। সর্প যেরূপ ... ত্বক্ মোচন করে, আমি তেমনি ঘোরতর তপশ্চরণ সহায়ে ... অশুদ্ধ দেহভার পরিহার করিব। তোমাকে নমস্কার। তুমি ... বিমান লইয়া, স্বর্গে সুরপতির গোচরে প্রত্যাবর্ত্তন কর।

দেবদূত কহিলেন, অনন্তর আমি স্বর্গে প্রতিপ্রস্থানপূর্ব্বক, দেব-...জের গোচরে সমস্ত সাবশেষ ... অরিষ্টনেমির স্বর্গভোগবিতৃষ্ণা শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ...লেন। তদনন্তর তিনি স্নেহগর্ভ মধুর বাক্যে আমারে পুনরায় ...জ্ঞা করিলেন, দূত! তুমি পুনর্ব্বার বিষয়বিমুখ অরিষ্টনেমির ...কাশে গমন ও তাঁহাকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক, মহর্ষি ...ল্মীকির আশ্রমপদে সমাগত হও এবং মহর্ষিকে আমার সাদর ...ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া, ঐ বিষয়বিরক্ত রাজর্ষির আত্মতত্ত্বজ্ঞান-...লাভার্থ নিবেদন কর। মহর্ষিকে কহিবে, ভগবন্! এই ...নীত অরিষ্টনেমি বিবেকপ্রাপ্ত ও স্বর্গভোগে বীতস্পৃহ হইয়াছেন। ...পনি ইহাঁরে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করুন। আপনার উপদেশবলে ...ই সংসারতাপসন্তপ্ত রাজর্ষির মোক্ষপদলাভ হইতে পারিবেক। ...ভ্রে! আমি দেবরাজের আজ্ঞাক্রমে পুনরায় অরিষ্টনে... ...মন ও তাঁহাকে তপো... মহর্ষি বাল্মীকির তপো... ...য়ন-...র্ব্বক, তদীয় মোক্ষ...নার্থ নিবেদন করিলাম।

অনন্তর বাল্মীকি সমাগত রাজর্ষির যথোচি... ...নাদি ...রি।, প্রীতিসহকারে কুশল জিজ্ঞাসা করিলে ... অরিষ্ট-...মি কহিলেন, ভগবন্! আপনি ... বেদ... ...তত্ত্বের ...জ্ঞ। আপনার দর্শনেই ... সমস্ত মঙ্গল। ... আপ-...র কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া, আমি কৃতার্থ ও ধন্য হইলাম।

ভগবন্! পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ দুঃখপরম্পরায় পতিত হইয়া, ...মার নিরতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। কি করিলে, ইহার ...হাত ও মুক্তিলাভ হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমারে উপদেশ ...ন। আপনি ভিন্ন মোক্ষজ্ঞানের উপদেশে অন্য কাহারো

বনবত্তা নাই। ...
ঘটাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রমার নির্ম্মল মূর্ত্তি প্রস্ফুরিত হয় না, তদ্রূপ
মাদৃশ ব্যক্তিগণের লঘীয়সী বুদ্ধিশক্তি মুক্তিমার্গের বোধপকে অব
ও অক্ষম হইয়া থাকে।

বাল্মীকি কহিলেন, রাজন্! তত্ত্ববিদ্‌বরিষ্ঠ বশিষ্ঠদেব শিষ্য-ভাবা
পন্ন ভগবান্ রামচন্দ্রকে যে অখণ্ডিততত্ত্ব রামায়ণ উপদেশ করে
আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্য চিত্তে শ্রব
কর। মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ, পরমশ্রেয়োজনক উল্লিখিত রাম
য়ণ শ্রবণপূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিলে, তুমি নিঃসন্দেহই জীবন্মুক্তি প্রা
হইবে।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই জ্ঞানে
জন্য অন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করে। কিন্তু যিনি নিত্য, জ্ঞান
আনন্দস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্ম, সেই রামরূপী ভগবা
বিষ্ণু বশিষ্ঠের শিষ্য হইয়া, জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূ
সম্ভব হইতে পারে? অতএব আপনি যে রামের কথা উল্লেখ করি
তেছেন, তিনি কে? কিরূপ-লক্ষণযুক্ত এবং কোন্ বিষয়েই বা ব
হইয়া, বশিষ্ঠের নিকট উপদেশগ্রহণান্তে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন
অনুগ্রহপূ ক সমস্ত সবিশে কীর্ত্তন করিয়া, আমারে কৃতা
করিতে জ্ঞা হউক।

মহ হিলেন, বৎস! স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ ভক্তবৎসল ভগবা
বিষ্ণু পপ্রযুক্ত রাজবেশধারী রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়
ছিলেন। তিনি যদিও সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি ভক্তের বাক্য রক্ষা করিবা
জন্য, নরপতিরূপ প্রাকৃত মানবের ন্যায়, ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্! অপরাধ করিলেই, অভিশাপগ্র
হইতে হয়। আবার, যাহাদের কামনা পূর্ণ হয় নাই এবং জ্ঞানে
লেশমাত্র নাই, তাদৃশ ব্যক্তিগণেই অপরাধ সম্ভব। কিন্তু নি
জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ স্বয় ব্রহ্মও অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, ই
নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়, বলিতে হইবে। অতএব তিনি

...ধন, কর্ম্ম বা পুত্রাদি দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। যোগিগণ কর্ম্মপরিহার ও ইন্দ্রিয়বশী-করণপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মযোগসহায়েই মুক্ত হইয়া থাকেন। এই-জন্যই আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি।

কৃষ্ণ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, অগ্নিবেশ্য পুত্রকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, পুনরায় কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া, পরে যথামত ব্যবহার করিও। ঐ উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, সকল সংশয় ও সকল মোহ তিরোহিত হইবে।

হিমালয়পর্ব্বতের যে শিখরদেশে কামসন্তপ্ত কিন্নরমিথুন পরম-সুখে বিহার ও ময়ূর ময়ূরীরা নিরতি আনন্দে ক্রীড়া করে এবং সকল-কলুষনাশিনী ভগবতী জহ্নুনন্দিনী যমুনার সহিত প্রবাহিত হয়েন, সেই পরমপবিত্র মনোরম স্থানে অপ্সরোবরা সুরুচি আসীন আছেন, এমন সময় গগনমণ্ডলবিহারী ইন্দ্রদূত তাঁহার দৃষ্টিবিষয়ে নিপতিত হইলেন। সুরুচি তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া, জ্ঞানোপ-দেশপ্রাপ্তি-কামনা... হইয়া, সবিনয়ে কহিলেন, মহাভাগ! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোন্ স্থানে বা গমন করিবেন, বলুন।

দেবদূত কহিলেন, ...! তুমি আমাকে উত্তম ... করি-য়াছ। আমি আদ্যোপান্ত বলিতেছি, স্থির হইয়া, শ্রব...। অয়ি বরবর্ণিনি! পরমধার্ম্মিক রাজর্ষি অরিষ্টনেমি বিষয়বা... র্জ্জন ও রাগদ্বেষাদিপরিহারপূর্ব্বক পুত্রে... সমস্ত রাজ্য... করিয়া তপশ্চরণকামনায় অরণ্য আশ্রয়... পর্ব্বতে দুশ্চর-তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত... আজ্ঞাক্রমে তথায় গমন করিয়া... করিয়া, তাঁহারই গোচরে প্রত...

সুরুচি কহিলেন, মহাভা... রাজ যে কথোপকথন হইয়া...

ষ হইতেছে। এইজন্য ... সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া, আমারে পরিতৃপ্ত করুন।

দেবদূত কহিলেন, কল্যাণি! শ্রবণ কর, সমুদায় বলিতেছি। রাজর্ষি অরিষ্টনেমি গন্ধমাদনশিখরস্থ মনোরম অরণ্যে দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, দেবরাজ আমাকে আজ্ঞা করিলেন, দূত! অপ্সর, কিন্নর, সিদ্ধ ও যক্ষগণে সুশোভিত এবং বেণু বীণা ও মৃদঙ্গাদির সুমধুর শব্দে প্রতিধ্বনিত এই দিব্য বিমান গ্রহণপূর্ব্বক, শাল, তাল, তমাল ও হিন্তাল প্রভৃতি প্রকৃষ্ট-পাদপ-রাজি-বিরাজিত পরমপবিত্র গন্ধমাদনশেখরে সত্বরে সমাগত হইয়া, স্বর্গভোগের নিমিত্ত রাজর্ষি অরিষ্টনেমিকে উল্লিখিত বিমানযোগে অমরাবতীতে লইয়া আইস।

অয়ি সুচরিতে! আমি দেবরাজের আদেশে সর্ব্বসুলক্ষণবিশিষ্ট দিব্য বিমান ... গিরিশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনশৃঙ্গে সমাগত হইলাম এবং অরিষ্টনেমির ... আশ্রমপদে পদার্পণপূর্ব্বক, ইন্দ্রের আদেশ সমস্ত তাঁহার গোচর করিলাম।

রাজর্ষি ... কথা কর্ণগোচর করিয়া, সন্দিগ্ধ চিত্তে কহিলেন, তোমার কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অগ্রে তাহার উত্তর প্রদান করিলে, পরে যেরূপ বিবেচনা ... করিব। দূত! স্বর্গের ... দোষ সমস্ত কীর্ত্তন কর।

আমি ... হার কথায় উত্তর করিলাম, রাজন্! পুণ্য থাকিলেই, স্বর্গভোগ ... তন্মধ্যে উৎ... পুণ্যসঞ্চয়ে উৎকৃষ্ট স্বর্গভোগ এবং ... ভোগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ... সমকক্ষের প্রতি আত্মশ্লাঘাপ্রকাশ- ... অপেক্ষা অন্যের হীনতা দেখিলে, ... ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে ... দোষ আছে।

... এই কথার উত্তরে কহি-

যিনি পিতারূপে উৎপাদন, জননীরূপে প্রসবন, পৃথিবীরূপে ধারণ, জলরূপে আপ্যায়ন, অগ্নিরূপে উত্তেজন, বায়ুরূপে সঞ্জীবন ও আকাশরূপে আশ্রয় বিধান করেন, সেই প্রাণের প্রাণ ও মনের মন পরমাত্মাকে প্রণিপাত করি।

বাল্মীকি কহিলেন, আমি এই সংসাররূপ কারাগৃহে বিষয়বাসনাশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি, কিরূপে মুক্তিলাভ করিব, এবংবিধ নিশ্চয়জ্ঞান যাঁহাদের অন্তরে সমুদিত হয়, তাঁহাদের পক্ষে এই যোগবাশিষ্ঠ বিশিষ্টরূপ উপকারী। বিচারসহকারে পূর্ব্বখণ্ড সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শ্রবণপূর্ব্বক তদুপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে এবং সেই শুদ্ধিবলে যাঁহারা বেদবেদ্য সনাতন পুরুষ পরমব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞান করিয়াছেন, সেই সমুদায় প্রাজ্ঞ পুরুষই মুক্তিলাভের উপায়ভূত, বেদান্ত-বিচার-সমলঙ্কৃত এই উত্তরকাণ্ড রামায়ণ বিচারে অধিকারী এবং তাঁহারা এই শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা জন্মমরণাদি-ক্লেশপরম্পরা-পরিহার-পূর্ব্বক, পরিণামে পরমপদ নির্ব্বাণ পদে অধিরূঢ় হয়েন।

অরিন্দম অরিষ্টনেমি! পূর্ব্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড, এই দুই খণ্ড রামায়ণে ষট্‌পঞ্চাশৎ সহস্র শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বখণ্ড রামায়ণ মুক্তিলাভের নিদান, বিবিধ প্রবল উপদেশের আধার ও রাগদ্বেষাদি দোষসমূহের উন্মূলনে ক্ষমবান্ এবং দ্বাত্রিংশৎ সহস্র শ্লোকে বিরাজমান। রত্নাকর সমুদ্র যেমন [illegible]কে রত্ন প্রদান করে, আমিও তেমনি উহা প্রস্তুত করিয়া [illegible] প্রীতি-ভাজন ও বিনয়গুণের আধার শিষ্য শ্রীমান্ ভরদ্বাজকে সম্প্রদান করিয়াছিলাম। ধীমান্ ভরদ্বাজ আমার নিকট ইহা প্রাপ্ত হইয়া, কোন সময়ে সুমেরু-পর্ব্বত-গহ্বরে পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে কীর্ত্তন করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়াছি। অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! লোকে আত্মতত্ত্বি, [illegible] করিয়া,

যাহাতে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ দারুণ যন্ত্রণায় পরিহার প্রাপ্ত হয়, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন।

পিতামহ কহিলেন, বৎস! মহর্ষি বাল্মীকি সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, পরমপ্রশংসিত যে উত্তরকাণ্ড রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তুমি তাঁহার সকাশে গমন করিয়া, উহা সমাপ্ত করিবার জন্ম পরম-অনুনয়সহকারে প্রার্থনা কর। অসীম-গুণশালী মহানুভব রামচন্দ্রের সংসাধিত সেতুপথ সহায়ে সকলে যেরূপ বিনা আয়াসেই পারাবার-পার প্রাপ্ত হইয়াছিল, মহর্ষি বাল্মীকির বিরচিত উত্তরকাণ্ড রামায়ণ শ্রবণ করিলে, সেইরূপ মহামোহরূপ মহাসাগর অবলীলায় উত্তরণ করিবে।

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ভরদ্বাজকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মদীয় আশ্রমপদে পদার্পণ করিলেন। সর্ব্বভূত-হিতৈষী দেবাদিদেব পিতামহের দর্শন-মহোৎসবে আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিল। কি বলিব, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তৎক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি প্রদান পুরঃসর তাঁহার যথাবিধি পূজাবিধির সমাধান করিলাম। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে অভ্যর্থনায় অনুগৃহীত করিয়া, কহিতে লাগিলেন, মহাভাগ! এই উত্তরকাণ্ড রামায়ণ [illegible] করিতে যদিও তোমার শ্রম জন্মিয়া থাকে; কিন্তু তুমি কোন [illegible]তেই নিবৃত্ত না হইয়া, সবিশেষ অনুরাগসহকারে ইহার সমাপ্তিবিষয়ে বিশিষ্টরূপ কৃতযত্ন হও। দ্রুতগামী পোত সহায়ে দুর্লঙ্ঘ্য জলনিধি যেরূপ অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তোমার বিরচিত, রামচরিত-পীযূষ-পরিপূরিত, পরমপ্রশংসিত এই উত্তরকাণ্ড রামায়ণ আলোচনা করিয়া, লোক সকল তেমনি বিনাক্লেশেই দারুণ সংসার-সংকটে পার প্রাপ্ত হইবে। তুমি লোকের হিতসাধন-সমুদ্দেশে এই পরমপ্রশস্ত রামায়ণ-সংহিতা প্রচার কর। ইহাই বলিবার নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছি।

রাজন্! কমলযোনি এই কথা বলিয়া, সলিলরাশি হইতে সমু-

ক্ষিপ্ত উত্তাল তরঙ্গের ন্যায়, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার পরমপবিত্র সমাগমে আমি অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। সুতরাং, তিনি আসিয়া, কি বলিয়া গেলেন, আমি তাহা অবধারণ করিতে পারিলাম না। অনন্তর আপতিত মনোবেগের অবসানে কথঞ্চিৎ চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিয়া, আমি ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বৎস! ভগবান্ কমলযোনি মদীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক আমাকে কি আজ্ঞা করিয়া গেলেন, আমি তাহার মর্ম্মপরিগ্রহে সমর্থ হই নাই, অতএব তুমি সবিশেষ নির্দ্দেশ কর।

ভরদ্বাজ কহিলেন, পিতামহ আপনাকে এই কথা বলিলেন, আপনি পূর্ব্বে যেরূপ চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত পূর্ব্ব-রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন, অধুনা সেইরূপ সর্ব্বলোকের হিতার্থে সংসাররূপ সাগর-পারের তরণীস্বরূপ উত্তরখণ্ড রামায়ণ রচনা করুন।

অনন্তর ভরদ্বাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মা রামচন্দ্র, মহাভাগ ভরত, মহামতি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, যশস্বিনী জানকী এবং পরমবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন রামানুচরবর্গ, ইঁহারা সকলে দারুণ সংসারসঙ্কটে কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া, আমার তৃপ্তিবিধানে আজ্ঞা হউক। ঐ সকল পূজনীয় ব্যক্তি প্রথমে সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করতঃ পরে যেরূপ অনুপম সুখ লাভ করেন, আপনার নিকট সেই সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া, আমি সকলের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করতঃ সংসার-সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইব।

ধীমান্ ভরদ্বাজ এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, আমি ভূতভাবন প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশবশংবদ হইয়া, বলিতে লাগিলাম, বৎস! সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করি, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে, সমুদায় মোহ তিরোহিত, ভেদজ্ঞান পরিত্যক্ত, মনোমালিন্য বিদূরিত এবং আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারের উপায়যোগ অধিকৃত হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ! রাজীবলোচন রাম সকল বিষয়েই অনাসক্ত

চিত্তবৃত্তির সন্নিবেশ দ্বারা যেরূপ সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ আসক্তি ত্যাগ কর, তদনুরূপ সুখলাভে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। আসক্তিই বন্ধনের হেতু এবং অনাসক্তিই সাক্ষাৎ মুক্তি। পণ্ডিতগণ অনাসক্তিকে মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মযোগরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহারাজ দশরথ, মহাত্মা ভরত, মহানুভব লক্ষ্মণ, শত্রুদমন শত্রুঘ্ন, পতিব্রতা কৌশল্যা, সাধুশীলা সুমিত্রা, জনকদুহিতা সীতা এবং ধৃষ্টি, জয়ন্ত, ভাস, বিজয়, বিভীষণ, সুষেণ, হনুমান্ ও সত্য, রামচন্দ্রের এই আটজন মহাবুদ্ধি মন্ত্রী, ইঁহারা সকলেই জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত ও জীবন্মুক্ত ছিলেন। বৎস! ইঁহারা যে ভাবে ও যেরূপে দানযজ্ঞহোম, অধ্যয়ন, বাস ও পরমার্থচিন্তনাদি বিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতেন, তুমি যদি সেইরূপ করিতে সমর্থ হও, অনায়াসেই সংসারসঙ্কটে পরিত্রাণপ্রাপ্তিপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশিষ্টরূপ-বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট পুরুষ সংসাররূপ অপার পারাবারে পতিত হইলেও, অনায়াসে পরমমুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। তিনি যে অপরিসীম জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়াছেন, তৎপ্রভাবে ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টসংযোগজনিত শোক, দুঃখ, দৈন্য ও ব্যাকুলতা তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তিনি সংসারে থাকিলেও, যদ্যপি দৈন্য ও দারিদ্র্যজন্য ভগ্ন কুটীরে বাস করিলেও, প্রাসাদবাসী একচ্ছত্রী রাজা এবং তিনি বিগতজ্বর হইয়া, অনুক্ষণ পরমানন্দের সহিত স্বভাবে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

তৃতীয় সর্গ।

(শ্রীরামের তীর্থপরিক্রমা।)

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি মহাত্মা রামচন্দ্রের জীবন্মুক্ত মন্ত্রিগণকে আদর্শরূপে আশ্রয় করিয়া যথাক্রমে আমাকে জীবন্মুক্তি স্থিতির উপদেশ করুন। আমি যাহাতে পরম-সুখানুভব করিব। বাল্মীকি কহিলেন, বৎস! আকাশের স্বাভাবিক যেমন ...

নাই। কিন্তু উহাতে নীল পীতাদি বর্ণ আরোপিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, অজ্ঞানবশতঃ পরব্রহ্মে জগতের আরোপ অর্থাৎ ভ্রম জন্মে। কিন্তু এই দৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে। একমাত্র আত্মাই সত্য। অতএব যে ব্যক্তি জগৎকে একবারেই মিথ্যা জ্ঞান করিয়া, পরব্রহ্মকে সত্যবোধে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, সেই প্রকৃত মুক্ত-পুরুষ। কেননা, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তির লক্ষণ। দৃশ্য বস্তু-মাত্রেই একবারে মিথ্যা, যত দিন না ইত্যাকার জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাবৎ কোন ব্যক্তিরই আত্মজ্ঞানলাভের সামর্থ্য জন্মে না। অতএব যাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পার, তাহারই উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও। বৎস! ঐরূপ আত্মতত্ত্বলাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাও আছে। কেন না, আমি তজ্জন্য এই উত্তরকাণ্ড রচনা করিয়াছি। ইহা শ্রবণ করিলে, তুমি নিঃসন্দেহই তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে। শ্রবণ না করিলে, কোন কালেই তোমার ভ্রম দূর হইবে না। বৎস! এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা। চাক্ষুষ-ভ্রম-বশতই আকাশে নীলপীতাদি বর্ণের ন্যায়, আপাততঃ ইহাকে সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই, তুমি উহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে। চাক্ষুষ-জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি-বন্ধক। ফলতঃ, দৃশ্য পদার্থমাত্রেই অলীক, একমাত্র আত্মাই সত্য ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ব্যতিরেকে আর সকল বস্তুই জড়ভাবাপন্ন, ইত্যাকার জ্ঞানের সহায়তায় অন্তর হইতে দৃশ্যভ্রম পরিহার করিতে সক্ষম হইলেই, পরম নির্ব্বাণও হইয়া থাকে। বৎস! এই যোগবাশিষ্ঠরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা ভিন্ন, ভ্রান্তিসঙ্কুল অনাত্ম-শাস্ত্রের বহুকাল বিলোড়নেও নির্ব্বাণলাভের সম্ভাবনা নাই।

বাসনাই পুনর্জন্মের হেতু। এবং বাসনার সমূলে উৎপাটন-পূর্ব্বক পরিহার করাই উৎকৃষ্ট মোক্ষ। এই বাসনা হইতেই সংসার-বন্ধন সংঘটিত হয়। প্রতিদিন যথাবিধানে পরাৎপর পরমাত্মার স্মরণ, মনন ও উপাসনাদি দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর হইলেই, বাসনা

বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং শীতের অবসানে যেরূপ হিমজাল দূরীভূত হয়, তদ্রূপ বাসনার ক্ষয় হইলে, ইন্দ্রিয়সমূহের আশ্রয় মনও বিগলিত হইয়া যায়। পুনশ্চ, এই পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ একমাত্র বাসনা হইতে উৎপন্ন হইয়া, বাসনাতেই বদ্ধ হইয়া আছে; সুতরাং বাসনার ক্ষয় হইলে, ইহারও ক্ষয় হইয়া থাকে।

বৎস! বাসনা দুইপ্রকার, শুদ্ধ বাসনা ও মলিন বাসনা। তন্মধ্যে শুদ্ধ-বাসনা জন্মনাশের হেতু এবং মলিন-বাসনা উৎপত্তির মূলীভূত। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, যাহা নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানঘন ও ভ্রান্তিমাত্র অহঙ্কারশালিনী এবং তজ্জন্য পুনর্জ্জন্ম বিধান করে, তাহাকে মলিন-বাসনা বলে। ভ্রষ্ট-বীজের যেরূপ পুনরায় অঙ্কুরোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ যাহা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম না হইয়া, প্রাক্তনবশতঃ কেবল শরীরধারণমাত্র প্রয়োজন সমাহিত হয়, তাহারই নাম শুদ্ধ-বাসনা। যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের পবিত্র কলেবরে, এই শুদ্ধ-বাসনা, চক্র-ভ্রমের ন্যায়, নিরত অধিষ্ঠিত আছে। যাঁহারা শরীর-ধারণজন্য নামমাত্র বাসনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই ধীমান্ পুরুষগণই জীবন্মুক্ত। তাঁহারা ইহজন্মে যে যে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, ইহজন্মেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। উত্তরকালে কখন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করেন না।

বৎস ভরদ্বাজ! মহাভাগ রামচন্দ্র যেপ্রকার সাধনাবলে জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি জরা-মরণ-শান্তির নিমিত্ত তোমার নিকট তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। নিরতিশয়-মঙ্গল-জননী রামকথা শ্রবণ করিলে, তোমার তত্ত্বজ্ঞান প্রাদুর্ভূত ও তৎপ্রভাবে মুক্তিমার্গলাভ হইবে।

বৎস! পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র গুরুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, বিবিধ লীলাসহায়ে কিয়ৎকাল অকুতোভয়ে স্বকীয় নিলয়ে অতিবাহন করিলে, পরে পৈতৃক রাজাসনে অধিরূঢ় হইয়া, প্রজাবর্গের পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পালনকালে প্রজালোকের ধনসম্পত্তির অশেষবৃদ্ধি ও রোগশোকের একবারেই নিবৃত্তি হইয়া গেল।

কোন সময়ে পবিত্র আশ্রম ও তীর্থ সমুদায় সন্দর্শনে অন্তঃকরণ একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলে, অপার-গুণগ্রাম-ভূষিত রামচন্দ্র নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ হইয়া, আগ্রহ-সহকারে হংসের ন্যায়, পিতৃদেবের নখ-রূপ-কেশর-রাজি-বিরাজিত অভিমত পাদপদ্ম গ্রহণ করিয়া কহিলেন, হে তাত! হে নাথ! তীর্থ, আয়তন ও দেবস্থানাদি দর্শনিনিমিত্ত মদীয় অন্তঃকরণ একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ করুন। পৃথিবীতে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল হইয়াছে।

তিনি এইপ্রকার প্রার্থনা করিলে, রাজা দশরথ বশিষ্ঠ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহার এই প্রথম প্রার্থনা পূরণে অনুমতি করিলেন। পিতৃদেব তীর্থদর্শনে আজ্ঞা করিলে, দ্বিজাতি-বর্গ তাঁহার উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন-বিধি সমাধা করিলেন। তিনি বিবিধ মঙ্গলে অলঙ্কৃত হইয়া, মাতৃদেবীদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদনানন্তর, তাঁহাদের কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠাদি শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণসমূহ এবং শান্তপ্রকৃতি কতিপয় রাজপুত্রের সমভিব্যাহারে শুভ-নক্ষত্র-যোগ-সমলঙ্কৃত প্রশস্ত দিবসে স্বগৃহ হইতে তীর্থভ্রমণে বহি-র্গত হইলেন। তদ্দর্শনে পুরবাসীরা বিবিধ বাদ্যোদ্যম আরম্ভ করিল এবং নগরবাসিনী রমণীবর্গ বারংবার চঞ্চল নয়নে দৃষ্টিপাত-পুরঃসর কর-কমল-সহযোগে লাজ-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তিনি তাঁহাদের লাজ-বৃষ্টিতে আকীর্ণ হইয়া, হিম-শীকর-সংচ্ছন্ন হিমাচলের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ-দিগকে বিদায় দিয়া, প্রজালোকের অভিমত আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে, ইতস্ততঃ প্রশান্ত দৃষ্টি সঞ্চারণ করত, তীর্থদর্শনার্থ প্রস্থান করিলেন।

এই রূপে, সকলের সম্মান-রক্ষা-কর্ত্তা জানকীবল্লভ স্বীয় নগরী কোশল-মণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া, অনবরত দান, ধ্যান ও তপোনু-ষ্ঠান করত, যথাক্রমে মন্দাকিনী, কালিন্দী, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্র-ভাগা, ইরাবতী, বেণী, কৃষ্ণবেণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বিতস্তা,

বিপাশা ও অন্যান্য বিবিধ নদী; প্রয়াগ, নৈমিষ, ধর্ম্মারণ্য, গয়া, বারাণসী, শ্রীশৈল, কেদার, পুষ্কর, মানস-সরোবর, ক্রমপ্রাপ্ত সরোবর, উত্তর মানস, হয়গ্রীব-তীর্থ সাগর, জ্বালামুখী, বিন্ধ্যাচল, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর, মহাতীর্থ, শালগ্রাম ও রুদ্রহ্রদ প্রভৃতি নানাবিধ পুণ্য তীর্থ, হরিহরের চতুঃষষ্টি স্থান, বহুবিধ অদ্ভুত দেশ, পৃথিবী ও সাগরের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী তীর্থ সকল, বিদ্যমান ও হরকুণ্ড এবং সুমেরু, কৈলাস, হিমালয়, মলয়, উদয়াদ্রি, অস্তগিরি, সুবেল ও গন্ধমাদন এই আট কুলপর্ব্বত এবং রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণের সমস্ত পবিত্র আশ্রম বারংবার দর্শন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ ও নিরীক্ষণ করত, অমরবন্দিত স্বর্লোকগামী মহাদেবের ন্যায়, সকলের অর্চনালাভান্তে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

চতুর্থ সর্গ।

(শ্রীরামের গৃহচর্য্যা।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস! ভগবান্ জানকীবল্লভ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, পুরবাসী প্রজাবর্গ পরমপ্রফুল্লচিত্তে মঙ্গলাচরণ-মানসে লাজ, অক্ষত ও পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর রাম, দেবগণবেষ্টিত ইন্দ্রাত্মজ জয়ন্তের ন্যায়, সুহৃজ্জনে পরিবৃত হইয়া, হৃষ্ট চিত্তে অমরাবতীসদৃশ নিজ বিচিত্র ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক, পিতৃদেব, বশিষ্ঠ মহাশয়, ব্রাহ্মণবর্গ, সুহৃদ্গণ ও মাতৃসমূহ, সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও সম্ভাষণাদি করিয়া, তাঁহাদের আলিঙ্গন ও অভিনন্দনাদি লাভে পরমপুলকিত হইলেন। যে সকল লোক তদীয়-দর্শন-লালসা-বশংবদ হইয়া, তথায় সমবেত হইয়াছিল, তিনি সুমধুর বচনপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিরতিশয় মনঃপ্রীতি সমাধান করিলেন। তাহারা সাগরের পৌর্ণমাসী-শশধরের ন্যায়, রামকে সন্দর্শন করিয়া, পরম

আনন্দভরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে লোক-মাত্রেই তদীয়-সমাগম-জনিত মহামহোৎসবে একান্ত প্রমত্ত হওয়াতে, তাহাদের আনন্দকোলাহলে সমুদায় পুরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাম তীর্থপর্য্যটনসময়ে যে সকল দেশ দর্শন করিয়াছিলেন, সুহৃদ্গণসকাশে তাহাদের আচারপরম্পরা বর্ণন করত, পরমসুখে গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধি সন্ধ্যা-বন্দনান্তে, সভায় সমাগত হইয়া, পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণবর্গ বিবিধ-জ্ঞানগর্ভ-সদুপদেশ-প্রদান-পুরঃসর তাঁহার সবিশেষ সংবর্দ্ধনা করিলেন। এইরূপে তথায় দিবসের প্রায় চতুর্থ ভাগ অতিবাহিত হইলে, তিনি মৃগয়ার নিমিত্ত পিতৃদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, সুবিশাল-বাহিনী-পরিবৃত হইয়া, বরাহ-মহিষাদি-নানাজাতীয়-ভয়ঙ্কর-জন্তুপূর্ণ নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে লাগিলেন। মৃগয়া শেষ হইলে, গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, স্নানাহ্নিক সমাধান করিয়া, সুহৃদ্গণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত পরমসুখে যামিনী যাপন করিলেন। এইরূপে কখনো মৃগয়া ও কখনো বা নিরবচ্ছিন্ন আমোদে প্রমোদে তাঁহার সুখময় সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। অনঘ! তিনি রাজোপযুক্ত অভিমত ব্যবহার দ্বারা ব্যক্তিমাত্রেরই আন্তরিক প্রীতি বিধান করিয়া, পরম আনন্দে জীবনযাত্রানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহার সমান পক্ষপাতী হইয়া উঠিল।

পঞ্চম সর্গ।

(শ্রীরামের বৈরাগ্য।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! প্রিয়তম পুত্রগণ পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে, সমগ্র মেদিনীমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধিপতি মহারাজ দশরথ পরমপ্রীতিমান্ হইয়া, তাঁহাদের পরিণয়জন্য মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এদিকে, মহাভাগ রাম তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি স্বস্থ চিত্তে নিজ ভবনেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু শরৎকালীন সুনির্ম্মল সরোবরের ন্যায়, তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিলেন। মধুকর নিকর-করম্বিত বিকসিত শ্বেতোৎপলদল যেরূপ পরিণামে পাণ্ডুবর্ণ প্রাপ্ত হয়, রাজকুমার রামচন্দ্রের বিশাল-লোচন-বিলসিত পরমপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল সেইরূপ ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক, করতল-সুবিন্যস্ত কপোলে, চিন্তাক্রান্ত চিত্তে চিত্রপুত্তলির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া, কালযাপন করেন, কাহারো কথায় উত্তর করেন না পরিজনবর্গের বারংবার অনুরোধে কেবল নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে যথাকালে প্রবৃত্ত হয়েন; তদ্ব্যতীত তাঁহার আর অন্যবিধ চেষ্টার নামমাত্র নাই। অশেষ-গুণগ্রাম-ভূষিত লোকাভিরাম রামচন্দ্রের ঈদৃশী দশা সহসা সন্দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নও তদনুরূপ-অবস্থাপন্ন হইলেন। পত্নীগণের সহিত মহারাজ দশরথ পুত্রদিগকে কৃশদেহ ও একান্ত চিন্তাক্রান্ত অবলোকন করিয়া, অপার চিন্তাসাগরে অবগাহন করিলেন।

অনন্তর বৃদ্ধ রাজা দশরথ একদা পরম প্রীতিভরে প্রিয়তম রামচন্দ্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া, সুস্নিগ্ধ সম্ভাষণে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বৎস। কিকারণে তোমার ঈদৃশী দারুণ চিন্তার আবির্ভাব হইল, সবিশেষ নির্দ্দেশ কর।

রাজীবলোচন রাম পিতৃবাক্যশ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আন্তরিক প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিলে, সিদ্ধিলাভ হইবে না; সুতরাং পিতাকে অনর্থক দুঃখিত করা উচিত নহে। এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, তাত! আমার কিছুমাত্র দুঃখ বা চিন্তা জন্মে নাই।

দশরথ এই কথায় ক্ষান্ত না হইয়া, সর্ব্বকার্য্যনিপুণ বশিষ্ঠ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব! প্রিয়তম রাম কিজন্য খিন্ন হইতেছেন?

বশিষ্ঠ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! রামের খিন্ন হইবার বিশিষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনি তজ্জন্য ক্ষুণ্ন হইবেন না। ধীর ব্যক্তিরা অল্প কারণে কখনো হৃষ্ট, বিষণ্ন বা কোপাবিষ্ট হয়েন না। তথাহি, সৃষ্টিসময় ভিন্ন, আর কোন কালেই পৃথিব্যাদি মহাভূতগণের কোনরূপ বিকারের আবির্ভাব হয় না।

ষষ্ঠ সর্গ।

(বিশ্বামিত্রসমাগম।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ পুত্রের অবস্থাদর্শনে নিতান্ত খিন্ন ও সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন। মুনিনাথ মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া, মৌনাবলম্বন করিলেন। রাজার মহিষীগণ সকলেই এই ব্যাপার দর্শনে একান্ত কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহারা সতত সাবধান হইয়া, রাম কখন্ কি করেন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ পরমসিদ্ধ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মায়া, বীর্য্য ও বলমদে অভিভূত যজ্ঞবিঘ্নকারী নিশাচরগণের উৎপীড়ন-প্রযুক্ত নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাহাদের সংহারপূর্ব্বক যজ্ঞসম্পাদন-কামনায় রাজদর্শনে অভিলাষী হইয়া, অযোধ্যানগরে সমাগত হইলেন। তিনি রাজদ্বারে পদার্পণপূর্ব্বক দ্বারাধ্যক্ষ পুরুষদিগকে কহিলেন, আমি কুশিক-বংশাবতংস রাজা গাধির পুত্র; নাম বিশ্বামিত্র। রাজাকে দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছি। তোমরা সত্বর এই সংবাদ নরপতিগোচরে উপনীত কর।

তাহারা মহর্ষির বাক্যশ্রবণমাত্র শাপভয়ে ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ নরপতিগোচরে সমাগত হইল এবং ক্ষত্রিয়-মণ্ডলী-মণ্ডিত রাজাসনাধিষ্ঠিত মহারাজ দশরথকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেব! বিশ্বামিত্র নামে এক মহাপুরুষ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

তাঁহার জটাজূট অরুণবর্ণ, মূর্ত্তি তরুণাদিত্যসন্নিভ, তেজ ও রূপের সীমা নাই এবং তাঁহার অপরিসীম তেজঃপ্রভাবে দ্বারদেশ হইতে ঊর্দ্ধে পতাকাপর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ এবং হস্তী, অশ্ব ও আয়ুধপ্রভৃতি সমুদায় পদার্থই, কাঞ্চনের ন্যায়, একান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রাজর্ষি দশরথ দ্বারবানের প্রমুখাৎ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন-সংবাদশ্রবণমাত্র, অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া, ক্ষণবিলম্ব-ব্যতিরেকেই সিংহাসন হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং মহর্ষি যেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সত্বর পদে তথায় গমন করিলেন। দেখিলেন, ক্ষত্রতেজের সহিত ব্রহ্মতেজে সমাবিষ্ট, মুনি-বরিষ্ঠ বিশ্বামিত্র দ্বার-দেশে ভূমিতলে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেখিলে, বোধ হয়, যেন ভগবান্ ভাস্কর কোন কারণ বশতঃ আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। তদীয় শরীরে জরার সম্পূর্ণ আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তপঃপ্রভাববশতঃ তাহা লক্ষিত হয় না। সন্ধ্যাকালীন-অরুণবর্ণ-জলদ-সদৃশ জটাভারে তদীয় স্কন্ধদেশ আবৃত। প্রসন্ন চিত্ত, অনন্ত পরমায়ু, বিনয়গুণে অলঙ্কৃত মনোরম স্বভাব, দ্বিতীয়-সূর্য্যসদৃশ-দীপ্তিবিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট কলেবর, তেজোময় রূপ ও পরমশান্ত মূর্ত্তি, এই সকলে তাঁহার শোভার সীমা নাই। তাঁহার হস্তে সুপরিষ্কৃত কমণ্ডলু, স্কন্ধে অতীব-শুভ্রবর্ণ যজ্ঞোপবীত এবং ভ্রূযুগলে শ্বেতবর্ণ সমুন্নত লোমাবলী বিরাজমান। শরীর-বিনিঃসৃত ভয়ঙ্কর ও গাম্ভীর্য্য-বিশিষ্ট তেজঃপুঞ্জের সহায়তায় তিনি যার পর নাই রঞ্জিত ও লোকমাত্রেরই নয়নমনের অভিরাম হইয়াছেন।

ঈদৃশ-তেজোরাশি মহর্ষিকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই, রাজর্ষি দশরথ মণিরাজি-বিরাজিত কিরীটমণ্ডিত মস্তক ভূমিতলে ন্যস্ত করিয়া, প্রণাম করিলেন। তখন ভাস্করসম মহর্ষি মহেন্দ্রসম রাজর্ষিকে সাদর সম্ভাষণ-সহকারে সমুচিত আশীর্ব্বাদ করিলে, বশিষ্ঠ-প্রমুখ দ্বিজাতিবর্গ সবিশেষ-সমাদর-পুরঃসর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার পূজাবিধি সমাধা করিলেন।

অনন্তর মহারথ দশরথ প্রীতিভরে কহিলেন, ভগবন্! সহস্র-

কিরণ যেরূপ কিরণ বিকিরণ করিয়া, কমল-বন সমুদ্ভাসিত করেন, সেইরূপ আপনার অসম্ভাবনীয় আগমনে আমাদের অন্তরাত্মা অতি-মাত্র প্রফুল্ল এবং আপনার তেজোময়ী শান্তমূর্ত্তি সন্দর্শনে আমাদের নয়নের সার্থকতা ও নিতান্ত অনুগ্রহবোধ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ব্রহ্মন্! ভবদীয় দর্শনলাভে অদ্য আমি যে আনন্দ অনুভব করিলাম, তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই ও পার নাই। বলিতে কি, আমাকেই লক্ষ্য করিয়া, যখন আপনার পদার্পণ হই-য়াছে, তখন সংসারে আমিই ধন্য এবং আমিই ধার্ম্মিক, সন্দেহ নাই।

এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বয়ং রাজা দশরথ ও অন্যান্য নরপতি-বর্গ এবং মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া, সভায় প্রবিষ্ট ও মহার্হ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহামনা দশরথ তাঁহার অসামান্য তপঃ-শোভা সন্দর্শনে যুগপৎ ভয় ও হর্ষের পরতন্ত্র হইয়া, যথাবিধানে অর্ঘ্য আহরণ ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। মহর্ষি রাজদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া, বহুমান-সহকারে তাঁহার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হই-লেন। তদীয় সৎকারলাভে সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, মহারাজ দশরথ পরমপ্রসন্ন চিত্তে তাঁহারে শারীরিক ও বৈষয়িক সর্ব্বপ্রকার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদরসহকারে বশিষ্ঠ মহাশয়কে কুশলপ্রশ্ন করিলেন এবং পরস্পর সম্ভাষণাদি দ্বারা কিয়ৎক্ষণ-যাপনানন্তর উভয়ে সুখাসীন হইলে, সভাস্থ অন্যান্য ব্যক্তি সমস্ত যথাযোগ্য বিধানে পরমসমাদরে মহর্ষিকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, রাজপুরবাসী ব্যক্তিমাত্রেই প্রীতিমান্ হইলেন।

অনন্তর ধীমান্ বিশ্বামিত্র সুখাসীন হইলে, মহারাজ দশরথ বারংবার বস্ত্র, অলঙ্কার, অর্ঘ্য ও গোপ্রদান পুরঃসর তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতচিত্তে কহিলেন, ভগবন্! দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর বারিপাত হইলে, কৃষকের; মৃতব্যক্তি পুনরায় জীবন-

প্রাপ্ত হইলে, তদীয় আত্মীয়বর্গের এবং দৃষ্টিশক্তিলাভ হইলে, অন্ধলোকের যেরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্ভূত হয়, আপনার শুভ-সমাগমে আমারও তেমনি অপার আহ্লাদ সঞ্চরিত হইয়াছে। অধিক কি, অপুত্রের পুত্র হইলে, দরিদ্রের স্বপ্নযোগে প্রচুর বিত্তলাভ হইলে, বহুদিনের পর প্রিয়জনের সমাগম বা প্রনষ্ট বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হইলে, যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ অনুভূত হয়, ভবদীয় পবিত্র পদার্পণে আমারও তদ্রূপ অপরিসীম আনন্দপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়াছে। আপনি প্রথমে রাজর্ষি নামে সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন, পরে অসীম তপোবলে ব্রহ্মর্ষি হইয়া, সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ ধারণ করিয়াছেন; অতএব আপনি আমার পরমপূজনীয়। গঙ্গাসলিল-স্পর্শমাত্রে যেরূপ সকল সন্তাপ দূর ও শরীর শীতল হয়, ভবদীয় দর্শনলাভেও তদ্রূপ আমার সন্তাপ বিগলিত ও শরীর আপ্যায়িত হইল। আপনার ভয়, ক্রোধ, ইচ্ছা বা বিষয়স্পৃহার লেশমাত্র নাই। সুতরাং আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা নিরতিশয় বিস্ময়াবহ, সন্দেহ নাই। আপনি বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। আপনার পদার্পণে আপার গৃহ পবিত্র হইল এবং আমিও নিষ্পাপ ও অমৃতময় চন্দ্রমণ্ডলে মগ্ন হইলাম। ভগবন্! আপনার সমাগম জনিত পুণ্যযোগপ্রভাবে আমার রাজাতিশয্য সংঘটিত ও জীবন সার্থক হইল। শশধর-সন্দর্শনে সরিৎ-পতির সলিলরাশি যেরূপ সমুচ্ছ্বসিত হয়, আপনার দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিয়া, আমার আনন্দপ্রবাহও তদ্রূপ উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। আপনি ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য ও বিশিষ্টরূপ সৎপাত্র, কিজন্য আসিয়াছেন এবং আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করিলে, পরম অনুগৃহীত ও কৃতার্থ বোধ করিব। আপনি যেজন্য আসিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, বোধ করিবেন। যেহেতু, আমার যাহা কিছু, সমস্তই আপনার, আপনাকে আমার অদেয় কি আছে? এক্ষণে কি করিতে হইবে, অসঙ্কুচিত চিত্তে, আজ্ঞা করিয়া, এ অনুগত ভৃত্যকে কৃতার্থ ও অনুগৃহীত করুন। ভবাদৃশ মহামনাগণের কার্য্যভারবহন নিমিত্তই

রঘুবংশীয়গণের জীবন ও রাজ্যসম্পত্তি। সুতরাং, ধর্ম্মপ্রমাণ ভবদীয় পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছি. আমিই আপনার সকল কার্য্য সম্পাদন করিব।

তত্ত্ববিদ্‌বরিষ্ঠ মহাতপা বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথের এইপ্রকার শ্রবণ-সুখ-সংসাধন সবিনয় বাগ্‌বিন্যাসে সবিশেষ প্রীতি অনুভব করিলেন।

সপ্তম সর্গ।

(বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস! রাজসিংহ দশরথের উক্তপূর্ব্ব অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া, মুনিসিংহ বিশ্বামিত্রের কলেবর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রীত বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি উচ্চবংশে জন্মিয়াছেন এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের মতানুবর্ত্তী। সুতরাং, আপনি যে এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিবেন, বিচিত্র কি? অধুনা, আমি যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া, তাহা পালন ও ধর্ম্ম রক্ষা করুন। আমি ধর্ম্মসিদ্ধি-কামনায় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেই, রাক্ষসেরা আসিয়া বিঘ্ন করিয়া থাকে। যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, দেবতাদিগকে আহ্বান করিবার সমকালেই, তাহারা ঐ রূপে বিঘ্ন সাধন করে। তাহারা আমার যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে তৎক্ষণে যজ্ঞক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, মাংস-রুধির-বর্ষণপূর্ব্বক যজ্ঞায়তন পূর্ণ করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রূর নিশাচরবর্গ বারংবার যজ্ঞবিঘ্ন সম্পাদন করাতে, যজ্ঞানুষ্ঠানে আর প্রবৃত্তি হয় না। কোনরূপে শাপ দিয়া, তাহাদিগকে নিরস্ত করাও যুক্তিসিদ্ধ বোধ করি না। কেননা, ক্রোধাদি রিপুদিগকে সর্ব্বথা সংযত করিয়াই, যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু ক্রোধের বশীভূত না হইলেও, শাপদান কোনমতেই সম্ভব হয় না। ফলতঃ, প্রাণিহিংসা করিয়া, ধর্ম্মকার্য্যের

অনুষ্ঠান, হস্তিস্নানের ন্যায়, পণ্ড-শ্রম-মাত্র। অতএব রাজন্ ! ভবদীয় অনুগ্রহে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া, পরমফল লাভ করিব, এই অভিলাষেই যজ্ঞভূমি-পরিহার-পূর্ব্বক আপনার সকাশে সমাগত হইয়াছি। আর্ত্ত ব্যক্তির রক্ষা করা আপনাদের ধর্ম্ম। আমি সর্ব্বথা আর্ত্ত হইয়াই, আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি। আমাকে রক্ষা করুন। বিশেষতঃ, অর্থীকে প্রত্যাখ্যান করা তিরস্কারমধ্যে গণ্য। অতএব অর্থীকে নিরাশ করিবেন না।

অয়ি রাজশার্দ্দূল ! আপনার কাক-পক্ষ-ধর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম শার্দ্দূল-সদৃশ-বিক্রান্ত ও মহেন্দ্র-সদৃশ-বীর্য্যবিশিষ্ট এবং ইহাঁর পরাক্রম কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। ইনি রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে সর্ব্বথা-শক্তি-সম্পন্ন। ইহাঁকে আমার হস্তে সম্প্রদান করুন। এ বিষয়ে কোন আশঙ্কা করিবেন না। রাম নিজের ও আমার দিব্য-তেজে সর্ব্বথা রক্ষিত হইয়া, বিনা আয়াসে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবেন। বিশেষতঃ, আমি অক্ষয়-প্রভাববিশিষ্ট বহুবিধ অস্ত্র ও বিদ্যা দান করিয়া, ইহাঁর কল্যাণ বিধান ও প্রভাব সন্ধুক্ষণ করিব। কুপিত কেশরীর অভিমুখ অবস্থানে মৃগগণের যেরূপ সাধ্য হয় না, রাক্ষসেরা রণস্থলে রামের সম্মুখে সেরূপ কখনই তিষ্ঠিতে পারিবে না। যেরূপ রোষবশে সিংহ ভিন্ন আর কেহই মদমত্ত মাতঙ্গের নিগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ রাম ভিন্ন খরদূষণ-ভৃত্য নিশাচরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অন্যের ক্ষমতা নাই। ঐ সকল রাক্ষস সাক্ষাৎ-কুপিত-কৃতান্ত-সদৃশ, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, প্রভুবলে গর্ব্বিত, সর্ব্বদা পাপাচারে প্রবৃত্ত ও কালকূটোপম। রাজন্ ! সলিলপাতে যেরূপ ধূলিপটল তিরোহিত হয়, রামের শরবৃষ্টির পথবর্ত্তী হইলে, সেইরূপ নিশাচরেরা এককালেই নিরাকৃত হইবে। আমি দিব্যজ্ঞান-যোগে নিশ্চয় জানিয়াছি এবং আপনিও আমার কথাপ্রমাণ নিশ্চয় জানিবেন, রাম নিঃসন্দেহই রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিবেন। আমার ন্যায় জ্ঞানশালী পুরুষগণ কখনও সন্দিগ্ধ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। অতএব আপনি প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় পুত্রস্নেহের পরবশ না হইয়া,

রামকে আমায় প্রদান করুন। সংসারে মহাত্মাগণের অদেয় কিছুই নাই। শিবি ও অলর্ক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পরের উপকারনিমিত্ত আপনার মাংস ও চক্ষু প্রভৃতিও প্রদান করিয়াছেন। আপনার পদ্মপলাশলোচন রাম মানুষরূপী স্বয়ং ঈশ্বর। আমি, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য দীর্ঘদর্শী যোগসিদ্ধ মহর্ষি, আমরা সকলেই এ বিষয় বিশিষ্টরূপ বিদিত আছি। ধর্ম্ম, মহত্ত্ব ও যশ, এই সকল লাভে অভিলাষ থাকিলে, মদীয় অভিপ্রেত সাধন জন্য পুত্র রামকে আমার হস্তে ন্যস্ত করুন। আমি দশদিনমাত্র যজ্ঞ করিব। অতএব আপনি বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, রামকে আমায় প্রদান করুন। আপনি কালজ্ঞ, যজ্ঞের অঙ্গভূত বসন্তকাল অতীত না হইতেই, আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন; আপনার মঙ্গল হউক। অনর্থক শোক করিবেন না; উপযুক্ত কালে স্বল্পমাত্র উপকারও মহোপকার বলিয়া প্রতীত হয়; আবার, কাল অতীত হইলে বহু-বিত্ত-ব্যয় ও বহু-যত্ন-পুরঃসর বিশিষ্টরূপ উপকারের কার্য্য করিলেও, তাহা উপকার বলিয়াই বোধ হয় না। একমাত্র স্বার্থসিদ্ধিই উপকার রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

পরমধার্ম্মিক ও পরমতেজস্বী মুনীশ্বর মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই-প্রকার ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়া, নিবৃত্ত হইলে, মহারাজ দশরথ তদীয় মনোরথ অবগত হইয়া, সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান নিমিত্ত কিয়ৎক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন। তথাহি, যুক্তিযুক্ত কথা ভিন্ন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কথনও সন্তোষ সম্পাদন বা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।

অষ্টম সর্গ।

(দশরথের করুণোক্তি।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মহাভাগ বিশ্বামিত্রের এবংবিধ বাক্য আকর্ণন করিয়া, রাজর্ষি দশরথ ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট

হইয়া রহিলেন। অনন্তর নিতান্ত ব্যাকুল বচনে কহিলেন, ভগবন্! রাজীবলোচন রামের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্রে উপনীত হইয়াছে। রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, অদ্যাপি তাঁহার এপ্রকার ক্ষমতার আবির্ভাব হয় নাই। অতএব আমিই স্বয়ং অক্ষৌহিণীসেনায় পরিবৃত হইয়া, রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। সিংহ যেরূপ মদ-মত্ত মাতঙ্গের সহিত, আমি তেমনি সশর-শরাসন হস্তে এই সকল সমর-বিশারদ মহাবল-পরাক্রম মদীয় ভৃত্যদিগকে রণস্থলে রক্ষা করত, রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি এই সকল বীরের সহিত মিলিত হইয়া, দেবগণ-পরিবৃত মহেন্দ্রকেও পরাজয় করিতে পারি। রাম বালক, যুদ্ধের কিছুই জানেন না, সৈন্যগণের বলাবলও কিছুই বুঝেন না, অন্তঃপুরস্থ ক্রীড়াকল্পিত যুদ্ধ ভিন্ন প্রকৃত যুদ্ধও ইহাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ইনি যেমন সুকুমার, তেমনি সর্ব্বদা কুসুম-ভূষিত নগরীয় উপবনে, উদ্যান-কুঞ্জে ও পুষ্পরাজি-বিরাজিত স্বকীয় চত্বর-ভূমিতে সমবয়স্ক কুমারগণের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও ক্রীড়া করেন।

ব্রহ্মন্! পদ্ম যেমন শিশির-শীকর-সম্পর্কে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া থাকে, রাম তেমনি অধুনা আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়-বশে অনুদিন কৃশ ও মলিন হইতেছেন। পান ভোজনেও গৃহান্তর-গমনে আর তাঁহার সে অনুরাগ নাই; মনের খেদে ও অনুতাপে অনবরত কেবল চিন্তা করিয়াই, কাল যাপন করেন; কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। কিজন্য সহসা এরূপ বিসদৃশী দশার আবির্ভাব হইল, বলিতে পারি না। ব্রহ্মন্! এই ঘটনায় সমুদায় পরিজনের সহিত আমায় নিতান্ত ব্যাকুল হইতে হইয়াছে। রাম একে বালক, তাহাতে, এই-প্রকার পীড়াগ্রস্ত। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধনিপুণ কুটযোধী রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করা কিরূপে তাঁহার সাধ্য হইবে? পুত্রকে স্নেহ করিলে, যে সুখ হয়, সংসারের আর কোন সুখই তাহার তুল্য হইতে পারে না। দেখুন, বহুবিধ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা পুত্ররূপ-পরম-ফল-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সাধুগণ সন্তান-কামনায় বিবিধ আয়াস-সহকারে

দুশ্চর তপস্যা ও তদনুরূপ বহুবিধ যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। সন্তান-স্নেহ জীবের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। এইজন্য লোকে বিত্ত, কলত্র ও প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারে, পুত্রত্যাগে সমর্থ হয় না। পুত্রের দ্বারা উত্তর কালে ভরণ পোষণাদির প্রত্যাশা না থাকিলেও, ইতর প্রাণিরা সন্তান-স্নেহে এরূপ মুগ্ধ হয়, যে, পুত্রের জন্য সময়-বিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। অতএব রামকে আমি কিরূপে আপনার করে সমর্পণ করিব, ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিতেছি না। বৃদ্ধবয়সে অতি ক্লেশে এই রামরূপ সর্ব্ব-লোকাভিরাম পরম রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। কিরূপে সহসা অন্যের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারি? আপনাকে আমার অণুমাত্র অবিশ্বাস নাই; প্রাণ চাহেন, এই মুহূর্ত্তে গ্রহণ করুন, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা অনুতপ্ত হইব না। তথাপি, রামকে দিতে পারিব না। রাম আমার বালক, কিছুই জানেন না, সুতরাং ক্রূর ও কূট-যুদ্ধ-বিশারদ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহাঁর ক্ষমতা হইবে, ইহা কিরূপে যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে?

অদ্যাপি আমার বাঁচিয়া থাকিবার বাসনারও শেষ হয় নাই। কিন্তু রামের বিয়োগ-শোক সংঘটিত হইলেই, এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণত্যাগ উপস্থিত হইবে। অতএব রামকে লইয়া যাইবেন না। আমি পুত্র-কামনায় পুত্রযোগ ও অশ্বমেধাদি বহুল-কৃচ্ছ্র-সাধ্য বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, নবসহস্র বর্ষ বয়সে অতিক্লেশে সন্তান-চতুষ্টয় লাভ করিয়াছি। শরীরের মধ্যে প্রাণ যেমন শ্রেষ্ঠ ও গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ যেমন উৎকৃষ্ট, কমল-লোচন রাম তেমনি আমার সকল পুত্রের শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ। বলিতে কি, রামের বিরহে অন্য তিনটি পুত্রও প্রাণ-ধারণে সমর্থ হইবে না। সুতরাং আপিনি রামকে রাক্ষস-হস্তে অর্পণ করিলে, আমাকে নিশ্চয়ই পুত্রহীন ও তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ প্রাণহীন হইতে হইবে, স্থির অবধারণ করিবেন। রাম যেমন বয়সে পুত্রগণের জ্যেষ্ঠ, গুণে ও ধর্ম্মেও তেমনি সকলের শ্রেষ্ঠ। যেরূপ পূর্ণচন্দ্র লোকমাত্রেরই মনোহর, আমার রাম তেমনি সকলেরই

অভিরাম। রামের কেহ শত্রু নাই, সকলেই ইহাঁর মিত্রপক্ষ। বলিতে কি, রামকে পাইয়া অবধি, আমিও শত্রুশূন্য ও মিত্রপূর্ণ হইয়াছি। ইত্যাদি নানাকারণে সর্ব্বাপেক্ষা রামেই আমার ঐকান্তিক প্রীতি। তাঁহাকে লইয়া যাইবেন না। রাম হইতে আপনার অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। যদি রাক্ষস-কুল-ক্ষয়ে আপনার একান্ত অভিলাষ থাকে, আমিই অশ্ব-গজ-রথ-পদাতি-সঙ্কুল চতুরঙ্গিণী বাহিনী লইয়া, তথায় গমন ও তাহাদের সংহার করিব।

ব্রহ্মন্! যে সকল রাক্ষস আপনার যজ্ঞ-বিঘ্ন-সংসাধনে সমুদ্যত হইয়াছে, তাহাদের নাম কি, বল বীর্য্য কিরূপ, আকার প্রকার কীদৃশ এবং কাহারই বা ঔরসে তাহাদের জন্ম হইয়াছে? আমি কিংবা রাম, অথবা অন্যান্য বালকগণ, তাহাদের প্রতীকারে সমর্থ হইব কি না? আর, সেই পর-বল-সমুত্তেজিত নিশাচরগণের সম্মুখে রণস্থলে কিরূপে অবস্থান করিতে হইবে, সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। ভগবন্! শুনিয়াছি, রাবণ নামে এক নিশাচর আছে। অপার বলবিক্রম অধিকার করিয়া, যক্ষপতি কুবেরের অনুজরূপে বিশ্রবার ঔরসে উহার জন্ম হইয়াছে। সেই দুরাত্মা যদি আপনার যজ্ঞ-বিঘ্ন-সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় মার্জ্জনা করিতে হইবে। কেননা, তাহার সহিত যুদ্ধ করা আমাদের কাহারই সাধ্য হইবে না।

ভগবন্! কাল-সহকারে জীবমাত্রেরই বল, বীর্য্য, আয়ু ও ঐশ্বর্য্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মহাভাগ মান্ধাতা যে কালে রাবণাদিকে পরাস্ত করেন, সে কাল এখন অতীত হইয়াছে। কালের এই নিয়ম লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই নিয়মবশেই আমাদের বলবীর্য্যের ক্রমশঃ ন্যূনতা ঘটিয়া উঠিয়াছে। এখন, যেরূপ কাল, তাহাতে, সজ্জন ব্যক্তিকেও নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে হইয়াছে; সুতরাং এখন রাবণাদি প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করি, আমাদের এরূপ ক্ষমতা কোথায়? অয়ি ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি আমার পরমদেবতা; কিন্তু আমি অতি হতভাগ্য। অতএব অনুগ্রহ

করিয়া, নিজগুণে আমার বালক পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার অভিলষিত-সম্পাদনে আমি একান্তই অসমর্থ হইলাম। না বুঝিয়া ও না ভাবিয়া, দুর্ব্বুদ্ধি ও দুরদৃষ্ট বশতই আপনার প্রার্থনা-পূরণে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। স্বল্পবীর্য্য মনুষ্যের কথা কি, দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণও রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। রাক্ষস-কুল-ধুরন্ধর অতি-বীর্য্য দশ-কন্ধর যুদ্ধে লোকের তেজ হরণ করিয়া থাকে। তাহার সহিত যুদ্ধ করা কোন মতেই আমাদের সাধ্য হইবে না। অধিক কি, তাহার পুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেও আমাদের শক্তি নাই। দেখুন, জরা আমায় একবারে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

ব্রহ্মন্! মধুদৈত্যের পুত্র লবণ যদি আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন-সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও, রামকে তাহার প্রতিকূলে পাঠাইতে পারি না। কেননা। লবণ রাবণের ভাগিনেয়, শিবশূল ধারণ করিয়া থাকে, তাহার নিকট কাহারই পরিত্রাণ নাই। মহাবল মান্ধাতাও তাহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সুন্দোপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহুও আপনার যজ্ঞবিঘ্নে অভ্যুত্থিত হইলে, রামকে পাঠাইতে পারিব না। কেননা, তাহারা মায়াবলে অনায়াসেই যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের মায়া ভেদ করা সহজ নহে। ব্রহ্মন্! যদি তপোবলে রামকে লইয়া যান, নিশ্চয়ই আমি প্রাণত্যাগ করিব।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! তেজোরাশি বিশ্বামিত্রের অভিপ্রেত-সিদ্ধিবিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বৃদ্ধ রাজা দশরথ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাস-পুরঃসর কিয়ৎক্ষণ অপার চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়া রহিলেন।

———

নবম সর্গ।

(বিশ্বামিত্রের ক্রোধ।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! অপার পুত্রস্নেহের দুষ্পরিহর বন্ধনপ্রযুক্ত রাজা দশরথ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া. বাষ্পাকুল বিষণ্ণ লোচনে এইপ্রকার-বাক্য-প্রয়োগপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র জাত-ক্রোধ হইয়া, কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার অভিপ্রেত-সাধনে অঙ্গীকার করিয়া, এক্ষণে তাহাতে বিমুখ হইতেছেন। ইহা কিন্তু রঘুবংশীয়ের সমুচিত নহে। বিশেষতঃ, আপনি ক্ষত্রিয়; সুতরাং সিংহ হইয়া, শৃগালের ব্যবহারে সমুদ্যত হইয়াছেন। শীত-রশ্মি চন্দ্র কখনও উষ্ণ কিরণ বিকিরণ করেন না। আপনি কিরূপে নিজ ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিতেছেন? আপনার প্রতিজ্ঞা-পালনে ক্ষমতা না থাকে, ভালই, আমি চলিলাম; আপনি নিজ প্রতিজ্ঞা বিফল করিয়া, বন্ধু বান্ধবের সহিত সুখে থাকুন, আপনার মঙ্গল হউক।

বৎস! পরম-তপস্বী ও পরম-মহান্ বিশ্বামিত্র জাতক্রোধ হইলে, বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিলেন। স্বামী দশরথ অপরাধী হইয়াছেন, পাছে মহর্ষি শাপ দেন, ইহাই ভাবিয়া, তাঁহার যেন দারুণ ভয়ে ঐরূপ কম্প উপস্থিত হইল। মহর্ষির শাপে রামের সহিত রঘুকুল নির্ম্মূল হইলে, আমাদিগকে চিরদিন রাবণের দাসত্ব করিতে হইবে, এইপ্রকার চিন্তা করিয়াই যেন, দেবগণও তৎকালে একান্ত শঙ্কিত হইলেন।

অনন্তর, বিশ্ব-মিত্র বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, ধৈর্য্যশালী ধীমান্ বশিষ্ঠ মহাশয় মহারাজ দশরথকে কহিলেন, ইক্ষাকুবংশে আপনার জন্ম, যাবতীয় সদ্গুণ আপনাতে প্রতিষ্ঠিত এবং আপনি ধৈর্য্য, যশ ও সত্য-বাদিতা-গুণে অলঙ্কৃত ও মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ। বিশ্বামিত্রের আজ্ঞাপালন করত, স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করুন। কদাচ ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন না। আপনি প্রথমেই মহর্ষির আজ্ঞা-পালনে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাহাতে বিমুখ হইলে, আপনার

ব্রত, নিয়ম ও যাগযজ্ঞাদি সকল ধর্ম্মই নষ্ট হইবে। প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রতিজ্ঞাপালন না করিলেই, এইপ্রকার ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ, রাজা যে ব্যবহার করেন, প্রজালোকে তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। অতএব আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ রাজপদ অধিকার করিয়াও, যদি সত্য পালন না করেন, আর কোন্ ব্যক্তি পালন করিবে? আপনি কদাচ মর্য্যাদা-ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন না। কেননা, নিতান্ত অজ্ঞ লোকেও আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবহার-বর্ত্মের অনুসরণ করে। রাম কৃতাস্ত্র বা অকৃতাস্ত্র, যাহাই হউন, দেবলোকে অগ্নি যেরূপ অমৃত রক্ষা করেন, মহাভাগ বিশ্বামিত্র তেমনি ইহাঁকে রক্ষা করিবেন। রাক্ষসেরা কোন মতেই ইহাঁর আক্রমণে সমর্থ হইবে না। এই মহর্ষি বিশ্বামিত্র পরম-তপস্বী, অসামান্য-তেজস্বী, অদ্বিতীয়-বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন ও মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। সংগ্রামে ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রেও ইহাঁর সবিশেষ পারদর্শিতা আছে। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, পন্নগ, উরগ, ঋষি ও গন্ধর্ব্বসমূহ একত্র মিলিত হইলেও, প্রভাবে ইহাঁর সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ব্রহ্ম-তেজের সহিত মিলিত এই দুরন্ত ক্ষত্র-তেজ অস্ত্রজ্ঞান ও প্রভাব, সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। এই অগাধ-শক্তি গাধি-তনয় পূর্ব্বে যখন পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তৎকালে শত্রুজয়কামনায় অসামান্য উপাসনাবলে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার নিকট মহাস্ত্র সকল লাভ করেন। সাক্ষাৎ প্রজাপতি-পুত্রের ন্যায়, পরম-তেজস্বী, নিরতি-বীর্য্য ও দীপ্তিবিশিষ্ট এবং কৃশাশ্ব হইতে সমুদ্ভূত ঐ সকল অস্ত্র ইহাঁর তপোবলে বশীভূত হইয়া, কিঙ্করের ন্যায়, ইহাঁর পরিচর্য্যা করিত। প্রজাপতি দক্ষের জয়া ও সুপ্রভা নামে দুই কন্যার গর্ভে অনেক পুত্রের জন্ম হয়। ঐ সকল পুত্রের মধ্যে একশত পুত্র পরম-দুর্জ্জয়। পূর্ব্বে ঐ কন্যাদ্বর স্বামি-শুশ্রূষা-বলে বরলাভ করিয়া, অসুর-বধের নিমিত্ত প্রত্যেকে পঞ্চাশৎ সংখ্যায় উল্লিখিত শত পুত্র প্রসব করেন। উহারাই বিশ্বামিত্রের অধিকৃত অস্ত্ররূপে প্রাদুর্ভূত। ঐ অস্ত্রগণ সকলেই দেবতুল্য,

ক্ষমা, আচার, নিরতিশয় বল, পরাস্ত্র-বিদারণ-শক্তি ও অতিমাত্র দুর্দ্ধর্ষতা, ইত্যাদিগুণে অলঙ্কৃত।

মহারাজ! আপনি পরম-তেজস্বী এই মহর্ষির প্রভাবের বিষয় শ্রবণ করিলেন। সুতরাং, ইহাঁর হস্তে রামকে ন্যস্ত করিতে ভীত বা কাতর হইবেন না। রাম ইহাঁর প্রভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে বিজয়ী হইবেন, সন্দেহ নাই। বলিতে কি, যাহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, তাদৃশ লোকেও এই মহা-প্রভাব মহাত্মা মহর্ষির দিব্য তেজোবলে মৃত্যুর হস্ত হইতে অতিক্রম ও অমরত্ব লাভ করে। সুতরাং, অসামান্য-প্রভাব-সম্পন্ন রামের জন্য আপনার ভয় করিবার বিষয় কি? আপনি মহর্ষির হস্তে রামকে ন্যস্ত করিতে, নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায়, কোন মতেই বিষণ্ণ হইবেন না।

দশম সর্গ।

(শ্রীরামের বৈরাগ্যবর্ণন)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! রাজা দশরথ বশিষ্ঠ মহাশয়ের বাক্য-শ্রবণে বিষাদ-পরিহার-পূর্ব্বক দ্বারপালকে কহিলেন, তুমি রাম ও লক্ষ্মণকে সত্বর আমার সান্নিধ্যে আনয়ন কর। দ্বারপাল, যে আজ্ঞা, বলিয়া, লক্ষ্মণের সহিত মহাবাহু সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্রকে আনিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রত্যাবৃত্ত ও নরপতি-গোচরে সমাগত হইয়া, নিবেদন করিল, দেব! মধুলুব্ধ মধুকর যেরূপ পানামোদে মত্ত হইয়া, নিশাযোগে পদ্মমধ্যে রুদ্ধ হইয়া থাকে; শত্রু-দমন রাম সেইরূপ স্বীয় গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি তাঁহারে ভবদীয় আজ্ঞাক্রমে আহ্বান করিলাম। তিনিও, এখনই যাইতেছি, এইমাত্র কহিয়াই, ধ্যানমগ্ন হইলেন। কাহারও নিকট উপবেশন করিতে তাঁহার অভিলাষ নাই।

দ্বারপাল এইপ্রকার নিবেদন করিলে, রাজা সমীপে উপবিষ্ট রামানুচরকে আশ্বাস-দানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিজন্য রামের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে?

অনুচর একান্ত বিষণ্ণ চিত্তে উত্তর করিল, দেব! কিজন্য রামচন্দ্রের এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, বলিতে পারি না। প্রগাঢ় চিন্তার্ণবে তিনি দিন দিন কৃশ হইতেছেন, দেখিয়া, আমরাও তদবস্থাপন্ন হইয়াছি। তীর্থযাত্রা হইতে আসিয়া অবধি তিনি এইরূপ কৃশ, দুর্ম্মনা ও সকল বিষয়েই নিস্পৃহ হইয়াছেন। আমাদের একান্ত অনুরোধে পড়িয়া, নিতান্ত নিয়মিত কার্য্যসকলও যথাসময়ে কখন করেন, কখন বা নাও করেন। আমাদের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায়, তাঁহার সে প্রীতি বা অনুরাগ নাই। তিনি পূর্ব্বে প্রাঙ্গণমধ্যে পুরনারীগণের সহিত সলিলধারা পান করত, চাতকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেন। এখন তাহাতে বীতরাগ হইয়াছেন। মণিময় বিবিধ অলঙ্কারও তাঁহার ক্লেশজনক বোধ হয়। বিবিধ কুসুমগন্ধে আমোদিত মৃদুমন্দ গন্ধবহে আন্দোলিত লতাকুঞ্জমধ্যে ক্রীড়াপরায়ণ কামিনীজন-সমবায়েও তাঁহার বিষম বিষাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে তিনি মনঃপ্রীতিসহকারে যে সকল আমোদে প্রবৃত্ত হইতেন, এখন তাহা বিষবৎ দূরে পরিহার করিয়াছেন। বিবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী বহু যত্নে প্রস্তুত করিয়া, বহু যত্নে ভক্ষণ করিতে প্রার্থনা করিলেও, পূর্ব্বের ন্যায়, গ্রহণ করেন না। প্রত্যুত, তৎসমস্ত দর্শন করিয়া, নিতান্ত খিন্ন ও ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। বিচিত্র-বিলাস-শালিনী ও বিচিত্র-বসন-ভূষণ-ধারিণী পুরকামিনীগণের বিচিত্র হাব-ভাব-সহকৃতবিচিত্র নৃত্য দর্শন করিয়াও, পূর্ব্বের ন্যায়, প্রীতি বা আহ্লাদ অনুভব করেন না। প্রত্যুত, নিরতিশয় ক্লেশজনক ভাবিয়া, নিন্দা করিয়া থাকেন। পান, ভোজন ও স্নানাদি সকল বিষয়েই উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। সংসারের সুখসম্পৎ দুঃখ বিপৎ বলিয়া; তাঁহার নিতান্ত ঘৃণার ও অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। তিনি আপনা আপনিও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার আত্মাতেও আর প্রীতি নাই! এইজন্য শরীরের প্রতি কিছুমাত্রও যত্ন নাই। সর্ব্বদাই মৌনভাবে থাকেন, কাহারও সহিত কথা নাই, আমোদেও আমোদ অনুভব করেন না। খাইতে ও পরিতে হয়, বলিয়াই, কোনরূপে

আহার করেন ও পরিধান করিয়া থাকেন। নতুবা ভোজনের ও পরিধানের পারিপাট্য বা উপাদেয়ত্ব নাই। তাঁহার আমোদ ও বিষয়ভোগে আসক্তি এবং অনুষ্ঠেয় কার্য্যেও শ্রদ্ধা নাই। কোন ব্যক্তি হীনজাতির মধ্যে বিক্রীত, প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত, নদীতীরে রুদ্ধ অথবা বিজন স্থানে স্থাপিত হইলে, যেরূপ ব্যাকুল হইয়া থাকে, রামও তদপেক্ষা অধিকতর বিষণ্ণ চিত্তে কালযাপন করেন। অশন, বসন ও যানাদিতে আরোহণ, ইত্যাদি সকল বিষয়েই সন্ন্যাসীর ন্যায়, তাঁহার নিতান্ত ঔদাসীন্য লক্ষিত হইয়া থাকে। অথবা, তিনি বাস্তবিকই সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সেইজন্য সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। করতলে কপোল বিন্যস্ত, মুখমণ্ডল প্রগাঢ় চিন্তাবশে রাহু গ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায় মলিন, হাস্য ও আমোদের লেশ নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই, সৎ অসৎ কোন বিষয়েরই প্রসঙ্গমাত্র নাই, শরীরে কোনরূপ সুখ বা হৃদয়ে কোনরূপ প্রীতি আছে কি না, তাহার চিহ্নমাত্র নাই, এইরূপ অবস্থায় তিনি সর্ব্বদাই একাকী নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া, একতান চিত্তে কাহার চিন্তা করেন, বলিতে পারি না। তাঁহার সুখে অভিলাষ বা দুঃখে বিষাদ আছে, কি না এবং অভিমান ও অনুরাগেরও কোনপ্রকার সম্পর্ক আছে কি না, বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের সহবাস না হইলে, একক্ষণও থাকিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহা বিষবৎ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হিম-সমাগমে তরু-রাজির ন্যায়, বৈরাগ্যের উদয়েও তাঁহাকে অনুদিন পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতে দেখিয়া, আমাদের আর কিছুতেই সুখ নাই; কিজন্য কিরূপে সহসা এরূপ দশার আবির্ভাব হইল এবং কি করিলেই বা ইহার নিরাকরণ হইতে পারে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

হে দেব! ভৃত্যগণ, অন্যান্য কুমারগণ ও স্বয়ং জননী সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক এইপ্রকার বিষাদ ও বৈরাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করেন, কৈ, আমার ত কিছুই দুঃখ বা বিষাদ নাই; এই বলিয়া প্রগাঢ় মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন।

রাজন্! তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সুহৃদ্দিগকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ করেন, যেখানে কেহ কাহারই নহে; এমন কি, আপনিও আপনার নহে, তাহাকেই সংসার বলে। তোমরা কর্ম্মবশে ও নিয়তিবশে সেই সংসারে পদার্পণ করিয়াছ। সাবধান, কোন মতে ইহাতে আসক্ত হইও না। প্রত্যুত, যাহাতে সত্বর ইহা পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার আর ইহাতে আসিতে না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা কর। বন্ধুগণ! যাহাতে নরকের পর নরক ও পতনের পর পতন লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাকেই বিষয় বলে। স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার প্রধান বিষয় শব্দে পরিগণিত হয়। যাহাই হউক, বিষয়মাত্রেই আপাত-মধুর ও পরিণাম-বিরস; সুতরাং কোন রূপেই তাহাতে অভিনিবেশ ও আগ্রহ বন্ধন করিও না। আগ্রহ বন্ধন করিলে, পঙ্ক-পতিত হস্তীর ন্যায়, আর উত্থান করিতে পারিবে না। ইহাই বিষয়ের প্রকৃত লক্ষণ। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-বিজয়ী অনেক শূরবীর এই বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, পতিত ও অবসন্ন হইয়াছে। হায়, মানুষ কি অন্ধ! অনায়াসেই পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে তাহার চেষ্টা নাই! সংসার-দোষে আমারও ঐরূপ বুদ্ধিভ্রংশ সংঘটিত হইয়াছে। আকাশকুসুম যেরূপ অলীক পদার্থ এবং শশ-বিষাণ যেরূপ কল্পনামাত্র, আত্মাতে মন এবং মনেতে বিস্ময় সেইরূপ একান্ত অসম্ভব। আত্মজ্ঞানীরা আত্মাতেই বিস্ময় প্রদর্শন করেন। এই কারণে বাহ্যবিষয় তাঁহাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে না। লোকমাত্রেরই বাহ্যবিষয়ে বিস্ময় ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে সুহৃদ্বর্গ! আমি এই কারণে বাহ্য-বিষয়ে বীতস্পৃহ ও বিস্ময়-বিহীন হইয়াছি। অর্থই অনর্থের মূল; উহা দ্বারা কখনও পরমার্থ-প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং, অর্থের উপা-র্জ্জনে ও সংরক্ষণে কদাচ যত্ন করিও না। যদি দৈবাৎ অর্থের অধিকারী হও, দরিদ্রাদি উপযুক্ত পাত্রে তৎক্ষণাৎ বিতরণ করিও; কদাচ আত্ম-বিলাসের জন্য রাখিয়া দিও না। হে বন্ধুগণ! সংসারের বিপদমাত্রকেই সম্পৎ জ্ঞান করিবে। কেননা, বিপদে না পড়িলে, কেহই প্রকৃত সম্পৎ প্রার্থনা করে না; যাহা পরম পদ মোক্ষপদ,

তাহাই সম্পৎস্বরূপ জ্ঞান করিবে। কি আশ্চর্য্য! পদে পদে ইষ্ট-বিয়োগ ও অনিষ্টসংযোগ সংঘটিত হইতেছে; ইহা সংসারের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। তথাপি, কেহই বৈরাগ্যের আশ্রয়গ্রহণে সম্মত বা প্রবৃত্ত হয় না! যে শোক ও দুঃখ অবশ্যই ঘটিবে, কোনরূপে যাহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই, লোকে তাহাতেও অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে বন্ধুবর্গ! এই সংসার কিছুই নহে; সুতরাং তুমি আমি কেহই কিছুই নহি। সর্ব্বদা এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, কোন বিষয়েই বদ্ধ ও আসক্ত হইবে না। ইহাই পরম-পদরূপ অত্যুচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিবার সুখময় সহজ সোপান। যে ব্যক্তি আপনি আপনার মিত্র, সে সংসারের ও সমুদায় সংসার তাহার মিত্র। একাগ্র চিত্তে বৈরাগ্যের অনুসরণপূর্ব্বক পরমপদ-প্রাপ্তির অভিলাষে পারলৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-প্রবৃত্ত পুরুষই আপনি আপনার মিত্র। হে সুহৃদ্‌বর্গ! সংসার যখন কিছুই নহে, তখন শত্রু-মিত্র ও আত্মীয় অনাত্মীয় সমুদায়ও কল্পনা মাত্র। সুতরাং শত্রু-নাশ ও মিত্র-সংগ্রহ, ইত্যাদি বিফল বিষয়ের জন্য যত্ন, চেষ্টা, আগ্রহ ও আশাদি করাও সর্ব্বথা নিষ্ফল। যাহার পরিণাম নাই, তাদৃশ সংসারে সংসারী হওয়া নিতান্ত উপহাসের বিষয় ও একান্ত মত্ত-চেষ্টামাত্র। ফলতঃ, ধন জন, বিভব বিষয়, পিতা মাতা, রাজ্য সাম্রাজ্য, কিছুতেই কিছু হইতে পারে না। ইহাই ভাবিয়া, আমি বিষয়ে বীতরাগ হইয়াছি। তোমরা অবগত আছ, এই রঘুবংশে কত শত চক্রবর্ত্তী নরপতি হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই অমর হইতে পারেন নাই এবং নিজের বহু যত্নে উপার্জ্জিত বিষয়াদিও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই; এইরূপ সর্ব্বত্র। ইহাই ভাবিয়া আমি বিষয়ে অনাসক্তি ও বৈরাগ্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছি। আমি বহু-ভাগ্যযোগে ও বহু পুণ্যবলে যে সুখময় পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমাদিগকেও তাহা প্রদর্শন করিতেছি। যদি তোমরা বুদ্ধিদোষে এই পথে প্রবৃত্ত না হও, অনুগ্রহ করিয়া, আমার বিঘ্নাচরণে প্রবৃত্ত

হইও না। তোমরা কি ভাবিয়াছ, মানুষ দুঃখ-ভোগের জন্যই সংসারে পদার্পণ করিয়াছে? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে, প্রকৃত সুখ কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায়, তাহার অন্বেষণ কর। চিরকাল অমৃতবোধে বিষরাশি সংগ্রহ করিয়া, জর্জ্জরিত হওয়া কখনই বুদ্ধি ও বিবেকের কার্য্য নহে। যে ব্যক্তি বিবেকী, তজ্জন্য স্রক্ চন্দন ও বিষ্ঠামূত্রে যাহার সমান জ্ঞান, মূর্খ ও মত্ত সংসার তাহাকেই মূর্খ ও মত্ত বলিয়া উপহাস করে। ইহা অপেক্ষা সংসারের অসারতা ও শোচনীয়তা আর কি আছে? হে বন্ধুবর্গ! যাহা অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে আর আদর ও অনুরাগ কি? তবে কেন তোমরা সংসারে বদ্ধ হইয়া, প্রকৃত বিষয়ে বঞ্চিত হইবার জন্য আমারে অনুরোধ করিতেছ? এই সংসার এক দিন যদি অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে, তবে, ইহা আজিই ত্যাগ করা প্রশস্তকল্প। যদি আজি ত্যাগ করিতে না পার, কল্য ত্যাগ করিও। যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, ক্রমে ক্রমে ত্যাগের চেষ্টা করিও; কোনি মতেই নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিও না।

হে দেব! ভবদীয় পুত্র কীর্ত্তি-কুমুদ-চন্দ্র রামচন্দ্র এইপ্রকার উপদেশ দ্বারা আমাদের সকলকেই নির্ব্বাক্ ও নিরুত্তর করিয়া থাকেন। তাঁহার এইপ্রকার নির্ব্বেদ কোথা হইতে জন্মিল, বলিতে পারি না। তিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাহাও বলিতে পারি না। কেননা, সকল বিষয়ের শান্তিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা হউক, তিনি রঘুবংশরূপ বিস্তৃত অরণ্যের সুবিশাল শালতরুস্বরূপ। তাঁহার নির্ব্বেদদর্শনে আমাদের সকলেরই নিরতিশয় খেদ উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় ইহার প্রতিবিধান করুন। বিপদরূপ বিষ-লতা ঐ শালবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া, শাখাপ্রশাখা-বিস্তারপূর্ব্বক ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। এই সময়ে উহার সমূলে উন্মূলন করুন।

একাদশ সর্গ।

(তাত্ত্বিক সংবাদ।)

বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি রামের এইপ্রকার অবস্থা ঘটিয়া

থাকে, সত্বর তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর। কোনরূপ বিপত্তি বা রাগ বশতঃ তাঁহার এইরূপ মোহের আবির্ভাব হয় নাই, কেবল বৈরাগ্য হইতেই ইহার উত্থান হইয়াছে। এখানে আসিলে, তাঁহার সকল মোহ আমরা তৎক্ষণাৎ নিরাকৃত করিব। মোহ নিরাকৃত হইলে, তিনি আমাদের ন্যায়, শান্তস্বরূপ ও বিষ্ণুর পরম পদে অধিরূঢ় হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অমৃত পান করিলে, যেরূপ ব্যক্তিমাত্রেরই অসীম সৌন্দর্য্য সংঘটিত হয়, আমাদের নিকট পরম আনন্দস্বরূপ, তত্ত্বজ্ঞানরূপ পীযূষ পান করিলে, সেইরূপ তাঁহার আত্মার রাগাতিশয্য সমুৎপন্ন হইবে। ফলতঃ, সত্যলাভ করিলে ও আত্ম-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, লোকমাত্রেরই যে দিব্য পবিত্রভাব উপস্থিত এবং সুখদুঃখ পরিহার হইয়া, লোষ্ট্র, পাষাণ ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান সম্পন্ন হয়, তাঁহারও তাহাই হইবেক।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে; রাজর্ষি দশরথ যেন কৃত-মনোরথ হইলেন। অনন্তর তিনি আহ্লাদ-সহকারে পুনরায় রামকে আনিবার জন্য অন্যান্য দূতদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। রাম তাহাদের মুখে পিতৃনিদেশ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ উদয়গিরি হইতে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায়, আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও কতিপয় ভৃত্যের সমভিব্যাহারে পিতৃদেবের সমীপে গমন করিলেন। দেখিলেন, মহারাজ দশরথ রাজন্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া, অমর-গণ-পরিবৃত পুরন্দরের ন্যায় পরম শোভা বিস্তার করিয়াছেন। অশেষ-শাস্ত্রপারদর্শী সচিবগণ ও মহাভাগ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মহোদয় তাঁহার উভয় পার্শ্ব অলঙ্কৃত করিয়া আছেন এবং সুচারু-চামর-ধারিণী কামিনীরা যথাযোগ্য প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, মৃদুমন্দ বীজন সহকারে তাঁহার উপাসনা করিতেছে। বোধ হয়, যেন দিগঙ্গনারা দিক্‌পতির পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহাতপা বিশ্বামিত্র ও মহাভাগ দশরথ প্রভৃতি নৃপতিবর্গ সকলে অবলোকন করিলেন, রাম আগমন করি-

তেছেন। তিনি কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপবান্, সাগরের ন্যায় গম্ভীর-প্রকৃতি, সমুদায় সদ্‌গুণের আধার, সত্ত্বগুণ ও পুরুষার্থের অধিষ্ঠান-প্রযুক্ত হিমালয়াদির ন্যায় সকলের আশ্রয়স্থান এবং তাঁহার মূর্ত্তি যেরূপ প্রশান্ত ও অসামান্য সৌকুমার্য্যে অলঙ্কৃত, স্বভাব তেমনি বিনয়গুণের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত সর্ব্বলোকের অভিরাম ও যারপরনাই উদার ও নির্ম্মল। এইজন্য তাঁহার শত্রু নাই, সকলেই মিত্রপক্ষ। তাঁহার মস্তকে মনোহর ও মহামূল্য চূড়ামণি, বস্ত্র ও অলঙ্কার সমস্ত বিচিত্র-ভাবাপন্ন, লোচনযুগল আকর্ণ-বিশ্রান্ত; দৃষ্টি স্নিগ্ধ, কোমল ও বিস্রব্ধ; ভাবভঙ্গী পরম আত্মীয়তাময় ও নিরতিশয় প্রণয়জনক; আকারপ্রকার লোকমাত্রেরই অভীষ্ট ও অভিমত-ভাববিশিষ্ট। দেখিবামাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে দেহ, মন, প্রাণ, ফলতঃ সর্ব্বস্ব দান করিতে ইচ্ছা হয়।

তিনি সভায় সমাগত হইয়া, অগ্রে পিতৃদেব দশরথ, পরে বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া, তদন্তে সুহৃদ্বর্গ ও সমবেত নৃপতিদিগকে যথাযোগ্য নমস্কারাদি করিলে, তাঁহারাও প্রতিনমস্কার করিলেন। স্তুতি নিন্দা, প্রশংসা পরিবাদ, তিরস্কার পুরস্কার, আশীর্ব্বাদ অভিশাপ ইত্যাদি বিষয়ে যদিও তাঁহার সমদর্শিতা জন্মিয়াছিল, তথাপি তিনি পিতৃদেব ও বশিষ্ঠাদি গুরুবর্গের আশীর্ব্বাদ প্রতিগ্রহ করিয়া, নিতান্ত বিনীতভাবে পিতৃদেবের পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং দশরথ উৎসঙ্গে উপবেশন করিতে বলিলে, বিস্তৃত বস্ত্রাস্তরণে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দশরথ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন, সমগ্র প্রজালোকের আশ্রয় ও সাগরান্তা মেদিনীর পরম গতি। তোমার এরূপ নির্ব্বেদ শোভা পায় না। বিবেক ও বৈরাগ্য পরম সুখের বটে; কিন্তু তুমি যেরূপ ভবিষ্যতে সকলের একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষাস্থান হইবে, তাহাতে, এপ্রকার বিবেকবশে জীর্ণ বুদ্ধির বাধ্য হওয়া, তোমার উচিত নহে। গুরুজনের বাক্য রক্ষা করিলে, যেরূপ ধর্ম্ম ও পুণ্য লাভ হয়,

রক্ষা না করিলে, সেইরূপ ঘোর নরক ও অনর্থগ্রস্ত হইতে হয় এবং মোহের বশীভূত হইয়া, অনন্ত দুঃখও ভোগ করিতে হয়। যৌবনে বিষয়-পিপাসা ও বার্দ্ধক্যে মুনিরত্তি। ইহাই সংসারীর ধর্ম্ম।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহু! তুমি যথার্থ বীর ও শৌর্য্যশালী বট। কেননা, তুমি বিষয়-বাসনারূপ দুষ্পরিহর ও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি জয় করিয়াছ; কিন্তু অজ্ঞানী পুরুষের ন্যায়, শোক মোহের বশীভূত হইয়া, দিন দিন এরূপ মলিন ও কৃশ হইতেছ কেন?

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! কি কারণে তোমার এপ্রকার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে? মূষিকের খনন দ্বারা গৃহ যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়, তদ্রূপ দারুণ ব্যামোহ তোমার হৃদয় বিদীর্ণ ও বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বৎস! যে ব্যামোহরূপ মূষিক তোমার হৃদয়গৃহ খনন করিতেছে, উহা কিরূপ এবং কি উপায়ে উহার শান্তি হইতে পারে, বল। সর্ব্বসৌভাগ্যের আস্পদ মহারাজ দশরথের পুত্র হইয়া, দরিদ্র-সন্তানের ন্যায়, এরূপ বিপন্ন ও বিষণ্ণ হওয়া, তোমার পক্ষে কোন মতেই উপযুক্ত বোধ করি না। তোমার অভিপ্রায় কি, শীঘ্র বল। আমি উপদেশ দ্বারা তোমার চিত্তব্যাধি একবারেই দূর করিব; তাহাতে আর তোমায় সন্তপ্ত হইতে হইবে না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে অভিমত বচন-পরম্পরা কর্ণগোচর করিয়া, অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা প্রতীতি করিয়া, মেঘাগমে ময়ূরের ন্যায়, নিরতিশয় আহ্লাদভরে রামের সকল-লোক-লোচনানন্দ পরম অভিরাম মুখকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং অন্তরের সন্তাপ সমস্তও তৎক্ষণে দূর হইয়া গেল।

দ্বাদশ সর্গ।

(সংসারদূষণ।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মহামুনি বিশ্বামিত্র এইপ্রকার আশ্বাসদান-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলে, রামচন্দ্র অর্থ-গর্ভ উদার

বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! যদিও আমার অভিজ্ঞতা নাই; কিন্তু সাধুবাক্য ও গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। এইজন্য ভবদীয় বাক্যের প্রতিবচন প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ব্রহ্মন্! আমি জন্মিয়া অবধি পিতৃগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও কৃতবিদ্য হইয়াছি। একদিনের জন্যও বিষয়বিরাগ উপস্থিত হয় নাই। অনন্তর তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে বারংবার মেদিনীমণ্ডল পরিক্রমণ করিয়াছি। তদবধি অন্তঃকরণে বিবেকের সঞ্চার ও সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য সংসারের আমোদে আর আমোদ পাই না, সুখে আর সুখবোধ হয় না এবং কোনরূপ বিষয়ভোগেও আর পরিতৃপ্তি জন্মে না। তদবধি নিশ্চয় জ্ঞান হইয়াছে যে, সংসারে মরিবার জন্যই লোকে জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মিবার জন্যই মরিয়া থাকে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই নিতান্ত অসার ও বিবিধ আপদের আস্পদ; মনুষ্য যাহাকে সুখ বলে, তাহা দুঃখের নামান্তর। অথবা, সাংসারিক সুখমাত্রেই কল্পনা-মাত্র, বস্তুগত্যা কিছুই নহে। এই আছে, এই নাই, এইরূপ ভাবেই সমস্ত সংসার পরিচালিত হইতেছে। মন শূন্য পদার্থ এবং জড়-স্বরূপ। সুতরাং, সুখ কখন মনের অধীন বা কার্য্য নহে। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, দিন দিন আমি মোহে আচ্ছন্ন হইতেছি।

সংসারে যাহার কিছুরই অভাব নাই, তাহারই অভাব, দেখিতে পাওয়া যায়। দেখুন, আমার ধন, জন, বিষয়, বিভব কোন বিষয়েই কিছুমাত্র অভাব বা ত্রুটি নাই। তথাপি আমার সুখ নাই। বলিতে কি, আমি রাজাধিরাজ দশরথের পুত্র, একথা একবারও আমার মনে হয় না। আমা অপেক্ষা একজন দরিদ্রও, বোধ হয়, সুখী। কেননা, তাহার মুখ আমা অপেক্ষাও প্রফুল্ল। অথবা, পাপ সংসারের গতিই এইরূপ। বিষয়ের পর বিষয়, ঐশ্বর্য্যের পর ঐশ্বর্য্য, সম্পদের পর সম্পদ, যতই হস্তগত হইয়া, মানুষের অভাব-পুরণ হইয়া থাকে, ততই যেন তাহার অভাব আরও বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য কিছুতেই তাহার সুখ হয় না। লোকমাত্রেই, তৃষ্ণাতুর জলপ্রত্যাশী হরিণের

ন্যায়, সুখের অন্বেষণে স্বতঃপরতঃ ধাবমান ; কিন্তু কয়জন লোকে সুখলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছে ? তবে কেন সংসারে আসক্ত হইব ? দেখুন, সংসারে কেহ আমাদিগকে বিক্রয় করে নাই ; তথাপি আমরা যেন ক্রীত-দাসের ন্যায়, ইহাতে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। এবিষয়ে পশুপক্ষীদিগের বরং আমাদের অপেক্ষা প্রাধান্য আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এবিষয়ে জ্ঞানী অজ্ঞানী, পণ্ডিত মূর্খ, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ অথবা বুদ্ধ অবুদ্ধের প্রভেদ নাই। প্রত্যুত, অজ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানীরা যেন সমধিক-বদ্ধভাবাপন্ন, প্রতীত হয়েন। এইজন্য, সংসারকে অসার বলিয়া, আমার নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিয়াছে।

বলিতে কি, সংসারে বিষয়সুখ, সৌভাগ্যকেই আমার প্রকৃত দুর্ভাগ্য বোধ হয়। কেননা, বিষয়সুখ-প্রাপ্তি-কামনায় লোকে যে মোহবশতঃ নানাপ্রকার অসুখ সঞ্চয় করে, তাহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ইত্যাদি এ বিষয়ের নিদর্শন। আবার, কি আশ্চর্য্য ও নির্ব্বুদ্ধিতা দেখুন, অনেকে সুখের জন্য আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না! কত লোক রত্নলোভে সাগরে, প্রান্তরে, গহনে, গহ্বরে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহা বলিবার নহে! নির্ব্বোধ হস্তী যেমন বনমধ্যে লোভবশতঃ গর্ত্তে পতিত হয়, হস্তি-মূর্খ আমরাও তেমনি সংসারকাননে বৃথা সুখের জন্য মোহ-গর্ত্তে পতিত হইয়া থাকি।

আমরা কে, কোথা হইতে কিজন্য আসিয়াছি, আবার, কোন্ স্থানে গমন করিব ; আমাদের কি বাস্তবিক বিনাশ আছে, বিনাশের পর কি আবার জন্ম হয়, ইত্যাদি অনবরত চিন্তা করিয়া, আমার মন; চক্র-পতিতের ন্যায়, অহরহ ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তজ্জন্য দিবারাত্র মরুভূমি-পতিত পথিকের ন্যায়, ব্যাকুলভাবে অবস্থিতি করি। দেখিতেছি, সংসারে মৃত্যুই একমাত্র সত্য, জীবন নামমাত্র। অতএব ব্যক্তিমাত্রেই মরিয়া আছে, নিশ্চয় অবধারণ করিতে হইবে। মৃত শরীরে আবার সুখলাভে, সুখভোগেরও সুখলিপ্সার সম্ভাবনা কি ?

আমি আছি, আপনি আছেন এবং অন্যান্য সকলেই আছে। কিন্তু আবার কেহই থাকিব না। যদি এইরূপে না থাকাই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে, কিয়দ্দিনের জন্য থাকিয়া ফল কি? এই আমি যদি মৃত্যুর পর এই শরীরেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করি, তাহা হইলে, বরং একদিন সংসারে থাকিতে বাসনা করিতে পারি। কিন্তু যাহাকে মরিতে দেখি, তাহাকে আর ফিরিতে দেখি না। আবার, শুনিয়াছি, মানুষ মরিলেই যে মানুষ হয়, তাহা কখনই নিশ্চয় সম্ভব নহে। মানুষকে গো, গর্দ্দভ প্রভৃতি জঘন্যযোনিতে প্রায়ই পতিত হইতে হয়। ইহা অপেক্ষা সংসারের অসারতা ও সর্ব্বথা দোষ-জনকতা কি আছে? এইজন্য আমি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়াছি।

যদি বলেন, মানুষ যেমন মৃত্যুর পর নীচযোনি প্রাপ্ত হয়, তেমনি তাহার স্বর্গাদি উচ্চ-যোনি-ভোগ্য সৌভাগ্যাদি লাভের সম্ভাবনা আছে। হা ধিক্! স্বর্গভোগের আবার ক্ষয় হইয়া, পরিণামে অধঃপতন সম্ভবিত হইয়া থাকে! অধিক কি, স্বর্গের অধিপতি স্বয়ং ইন্দ্রকেও পতিত হইতে হয়। ভাবিয়া দেখুন, আপনি যদি পাপসংসারে থাকিতেন, তাহা হইলে, কখনই ব্রহ্মর্ষিত্বলাভে সমর্থ হইতেন না।

যাহা হউক, এই সকল চিন্তা করিয়া; লৌহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ বন্য হস্তীর ন্যায়, পুত্রকলত্রে পরিবৃত বিপন্ন ব্যক্তির ন্যায়, দারিদ্র-দশায় পতিত সৌভাগ্যশালী পুরুষের ন্যায়, কোটরস্থ বহ্নি দ্বারা দহ্যমান বৃক্ষের ন্যায়, আমি সুখহীন, আনন্দহীন, জ্ঞানহীন, চৈতন্যহীন ও বুদ্ধিহীন হইয়া, অহরহ দগ্ধ হইতেছি। পাছে আমায় কাঁদিতে দেখিলে, আমার আত্মীয়বর্গ ক্রন্দন করেন, এই ভয়ে আমি নেত্রবারি সংবরণ করিয়া, নিঃশব্দে অন্তরে অন্তরেই রোদন করিয়া থাকি। অন্যকে অসুখী করিতে কোন কালেই আমার অভিলাষ নাই।

ফলতঃ, লোকসকল অজ্ঞানরূপ রজনীর আবির্ভাবে মোহরূপ অন্ধকারে দৃষ্টিহীন হইয়াছে। এই সুযোগ পাইয়া, বিষয়রূপ দুরন্ত

তস্করগণ তাহাদের হৃদয়-কোষ-নিহিত বিবেকরূপ রত্ন হরণের উদ্যোগ করিতেছে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রহরী ব্যতিরেকে আর কাহার সাধ্য আছে যে, ঐ সকল চোরকে ধৃত করিয়া, উল্লিখিত অমূল্য রত্নের উদ্ধার করে?

ত্রয়োদশ সর্গ।

(শ্রীনিন্দা।)

রামচন্দ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই সংসারে একমাত্র শ্রী হইতে মোহ ও অনর্থ-পরম্পরা সংঘটিত হইয়া থাকে। মূঢ়েরাই উৎকৃষ্ট বোধে উহার প্রার্থনা করে। বর্ষাকালে নদী সকল যেরূপ পরস্পর মিলিত হইয়া, তরঙ্গসহকারে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, বিষয়শ্রী তেমনি মূঢ়গণের মহাবিপৎপরম্পরা বিস্তার করিয়া, আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ করে। তরঙ্গ যেমন নদী হইতে উৎপন্ন ও পবন সহায়ে বৰ্দ্ধিত হয়, চিন্তা তেমনি বিষয়শ্রী হইতে উদ্ভূত হইয়া, বহুবিধ দুশ্চেষ্টা সহায়ে বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইজন্য চিন্তাকে শ্রীর দুহিতা বলে। ফলতঃ শ্রীর অর্জ্জনে চিন্তা, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয়ে চিন্তা, ক্ষয়ে চিন্তা ও ভোগে চিন্তা। অগ্নি স্পর্শ করিয়া, পদদ্বয় দগ্ধ হইলে, যেমন জ্বালায় অস্থির হইতে হয় এবং কুত্রাপি পদ স্থাপন করিয়াও, সুস্থির হইবার সম্ভাবনা নাই, শ্রী তেমনি কখনও এক স্থানে স্থায়িনী হইতে পারে না এবং যাহার হস্তগতা হয়, তাহাকে শত-বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় অস্থির করিয়া থাকে। ধনীদিগকে এই কারণেই মর্কটাদির ন্যায়, প্রায়ই চঞ্চলস্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দীপ-শিখা যেরূপ যে স্থানে সংলগ্ন হয়, তাহাকেও মলিন ও উত্তপ্ত এবং কজ্জলের ন্যায় কালীবর্ণ করে; বিষয়শ্রী তেমনি আশ্রিত পুরুষের মনোমালিন্য-সহকারে সন্তাপ সমুদ্ভাবিত করিয়া থাকে। বিষয়-শ্রীর বশীভূত হইলে, গুণাগুণ-বিচার-ক্ষমতা তিরোহিত হয়। এই-জন্য নরপতিরা অবিচারিত চিত্তে, সৎ অসৎ যাহাকে পান, তাহা-

কেই গ্রহণ করেন; অনেক স্থলে প্রকৃতকে অপ্রকৃত বলিয়া তাঁহাদের প্রতীতি জন্মে।

ভগবন্! বিষয়শ্রী, বিষ না হইলেও, জর্জ্জরিত করে; বিকার না হইলেও, প্রলাপপ্রয়োগ প্রভৃতি বিবিধ দোষে আক্রান্ত করে; মায়া না হইলেও, মোহপ্রমাদ সংঘটিত করে; ভূতাবেশ না হইলেও, চিত্তব্যামোহ সমুদ্ভাবন করে; স্বপ্ন না হইলেও, বিবিধ অবাস্তব কল্পনার আবির্ভাব করে; উন্মাদ না হইলেও, মত্ততা সাধন করে এবং মদ না হইলেও, আত্মাকে কলুষিত করে। সমীরণ যেমন হিমসম্পর্কে অসুখস্পর্শ হইয়া থাকে, মানুষ তেমন শ্রীর আকর্ষণমাত্রে পরুষস্বভাব-সম্পন্ন হইয়া, দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ সকল পরিহার করে। সুপণ্ডিত, শূর, নম্রস্বভাব ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাও ঐশ্বর্য্যের সম্পর্কে ভস্মাচ্ছাদিত মণির ন্যায়, মলিন হইয়া উঠে, তাহাদের পূর্ব্বভাব একবারেই পরিহৃত হয়। শ্রী ও বিষলতা উভয়ই এক পদার্থ। ভগবন্! সংসারে রাজা মাত্রেই যেমন অসমদর্শী, শূরমাত্রেই যেমন আত্মশ্লাঘী, শ্রীমান্ ব্যক্তিমাত্রেই তেমনি নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রায়ই ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। সর্পের গর্ত্ত, শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন, গিরিগুহা ও মত্ত-মাতঙ্গ-পূর্ণ বিন্ধ্যশেখর, এই সকল যেমন দুর্গম, শ্রীমান্‌দিগের ভবন তদপেক্ষাও দুর্গম।

যামিনীতে পদ্ম যেমন সঙ্কুচিত হয়, চন্দ্রের আলোকে কুমুদ যেমন বিকসিত হয়, প্রবল বাত্যাযোগে প্রদীপ যেমন নির্ব্বাপিত হয়, শ্রী তেমনি বিবিধ সৎকার্য্যের সঙ্কোচ, বহুবিধ দুঃখের বিকাশ ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ সকলের নির্ব্বাণদশা সমুদ্ভাবিত করে। ব্রহ্মন্! আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইয়াছে, এই শ্রী ভবসাগর-পারেচ্ছু পুরুষকে ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালারূপে বিভীষিত, মোহরূপ মেঘ সকলকে সমুদ্ভাবিত এবং সংশয় ও বিক্ষোভাদি প্রাদুর্ভূত করে। বলিতে কি, এই শ্রী বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহুদংষ্ট্রা, মোহরূপ কৈরবের চন্দ্রিকা ও বিকাররূপ পেচকের রাত্রিস্বরূপ। ইহা চপলার ন্যায় যেরূপ চঞ্চল ও মেঘের ছায়ার ন্যায় যেরূপ অচিরস্থায়িনী,

বালকের ক্রীড়নকের ন্যায় তেমনি আপাত-মনোহারিণী। দুষ্কুল-জাতা রমণীর ন্যায় ইহা পুরুষকে প্রলোভিত ও প্রতারিত করে। দীপশিখা ও লহরীর ন্যায়, ইহার চঞ্চলতার সীমা নাই। সিংহের আশ্রিত গুহার ন্যায়, ইহার ভয়ঙ্করতার পার নাই এবং আশীবিষ-বিষবেগের ন্যায়, ইহার মারকতারও ইয়ত্তা নাই। লোভ, হিংসা, অনবরত বিবাদ, বিসংবাদ ও পরস্বাপহরণ ইত্যাদি, ইহার স্বভাব-সিদ্ধ লক্ষণ। যেখানে শ্রী, সেইখানেই এই সকলের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব। ফলতঃ, আমি স্থির বুঝিয়াছি, যে লক্ষ্মী অপহরণ প্রভৃতি বিবিধ অসৎ উপায়ে বর্দ্ধিত হয়, সেই অভব্যা লক্ষ্মী কখনও সুখের জননী হইতে পারে না। দুরাচারিণী লক্ষ্মীর কিছুমাত্র ঘৃণা নাই। সেইজন্য চণ্ডালপ্রভৃতি নিতান্ত নীচ ব্যক্তিকেও আলিঙ্গন করে এবং সৎস্বভাব উচ্চ-জাতীয়েরও বশীভূতা হইতে যেন সঙ্কুচিতা হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

(পরমায়ু নিন্দা।)

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! জীবের আয়ু বায়ু-বিঘট্টিতমেঘের ন্যায়, তরল এবং পত্রের অগ্রভাগস্থ জলবিন্দুর ন্যায়, ক্ষণকাল-মাত্র-স্থায়ী। অজ্ঞানান্ধ জীব উন্মত্তের ন্যায়, বিবিধ অসৎ-প্রসঙ্গে লিপ্ত থাকিয়া, অকালে কলেবর-পরিহারপূর্ব্বক প্রস্থান করে। বিষয়রূপ সুবিষম বিষবেগে মন একে সর্ব্বদাই চঞ্চল, তাহাতে আবার, মোহ-রূপ ঘন-ঘটার আবরণ প্রযুক্ত বিবেকরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় না হওয়াতে, এই ভঙ্গুর পরমায়ু কেবল বিবিধ আয়াসের কারণ হইয়া উঠে। সুখদুঃখাদিতে সমান জ্ঞান না হইলে, আয়ুর কখনও সুখোৎপাদিকা শক্তির আবির্ভাব বা অক্লেশময়তা সিদ্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মন্! আমরা শরীরকেই সুখের হেতু বোধ করি। সেইজন্য ক্ষণপ্রভার ন্যায়, নিতান্ত-ক্ষণিক-আয়ুবিশিষ্ট হইয়া, নির্ব্বাণ-সুখ লাভ করিতে

পারি না । বায়ুর বন্ধন, আকাশের খণ্ডন ও তরঙ্গসকলের পরস্পর গ্রন্থন কদাচ সম্ভব হইলেও, আয়ুর স্থিরত্ব বিষয়ে কোনরূপেই বিশ্বাসবদ্ধ হইতে পারা যায় না । শরতের মেঘ, তৈলহীন দীপ ও নদীতরঙ্গ এই সকলের ন্যায়, আয়ু গতপ্রায়, বলিলেও, অসঙ্গত হয় না । আকাশ-কুসুম, বিদ্যুৎ ও জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র গ্রহণ করা বিশ্বাসযোগ্য হইলেও, অস্থির আয়ুতে অণুমাত্র বিশ্বাস নাই । মূঢ়েরাই এই অলীক আয়ুর বর্দ্ধনার্থ বৃথা চেষ্টা করিয়া, পরিশেষে অশ্বতরী-গর্ভের ন্যায়, নিতান্ত ক্লেশপরম্পরা সহ্য করে । ভগবন্ ! এই সংসার অপার সাগর স্বরূপ ; দেহীর দেহ উহার অস্থির ফেণপুঞ্জ ; মোহরূপ তরঙ্গের পরস্পর সংঘর্ষজন্য ঐ ফেণ উত্থিত হইয়াছে ; কালরূপ সূর্য্যের খর কিরণে উহা ক্ষণমধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায় । সেইজন্য, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত আমার জীবিত থাকিতে বাসনা নাই ।

যাহা দ্বারা অবশ্য-প্রাপ্য-পুরুষার্থ-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়, শোক-দুঃখের এককালীন নিরাস হয়, অভয় ও অনৃতযোগ সম্পন্ন হয়, পাপ তাপ সমস্ত দূরে পরাহত হয়, বিষাদ অবসাদ এককালেই দূরীভূত হয়, সেই সর্ব্বশান্তিময় পরম নির্বৃতির একমাত্র উপায় তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত জীবন । ঐ জীবনের কোন কালেই ক্ষয় নাই । উহা চিরকালই বর্দ্ধিত । যাহার মন বাসনা-পরিহারপূর্ব্বক পরমাত্মায় সংসক্ত না হয়, তাহার বাঁচিয়া থাকা আর না থাকা একই কথা এবং তাহার জীবনে ও পশুপক্ষীর জীবনে কোনরূপ প্রভেদ নাই ।

ব্রহ্মন্ ! দেহান্তে পুনরায় যাঁহাদিগকে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক এই পাপ-সংসারে আসিতে না হয়, তাঁহাদেরই জীবন সার্থক । যাহারা এই দেহকে আত্মা জ্ঞান করিয়া, অনর্থক ইহা বহন করে, ভারবাহী গর্দ্দভাদির ন্যায়, তাহাদের জীবন সর্ব্বথা নিষ্ফল ও ধিক্কারময় । বিবেকহীন শাস্ত্রানুশীলন, ক্ষমাহীন জ্ঞান ও সমাধিহীন মন নিতান্ত ভারময় বলিয়া বোধ হয় । যাহারা দুর্বুদ্ধি ও আত্মাভিমানী, তাহা-

দের রূপ, আয়ু, বুদ্ধি, বিষয় ও ঐশ্বর্য্যাদি সমুদায়ই, ভারবাহিগণের ভারস্বরূপ, নিতান্ত ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্তে বিশ্রান্তি বা শান্তি নাই, তাহারা সকল আপদের আলয় এবং তাহাদের শরীর রোগে শোকে ভারমাত্র ও আয়ু শ্রম-সাধন-মাত্র। মূষিক যেমন দিন দিন খনন করিয়া, গৃহ জীর্ণ করে, কাল তেমনি অনবরত জীবের দেহ জীর্ণ করিয়া; আয়ু ক্ষয় করিয়া থাকে। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, বিবিধ রোগ তেমনি শরীর আশ্রয় করিয়া লোকের আয়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং ঘুণ যেমন বংশাদি জীর্ণ করে, সেইরূপ ঐ সকল রোগ অনবরত রক্ত-পূয-ক্ষরণ-পুরঃসর শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলে। ইহাতেও মানুষের চৈতন্য নাই। সে যেন মরিবে না, ইহাই ভাবিয়া অনবরত বাসনাজাল বিস্তার করিয়া, অবশেষে নিজের নির্ম্মিত জালকুটে নির্ব্বোধ উর্ণনাভির ন্যায়, একবারেই বদ্ধ হইয়া পড়ে; আর তাহার ইহজীবনে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই মুহূর্ত্তে প্রিয়তম পুত্র প্রাণত্যাগ করিল, কিংবা স্নেহময় জনক জননী অথবা পরমপ্রীতিময়ী স্ত্রী, কিংবা নিতরাং-প্রণয়ময় বন্ধু পরলোক গমন করিল; যাহাদের শোকে সে ক্ষণমাত্রও বাঁচিবে না, ভাবিয়াছিল এবং স্পষ্টইও উহা বলিয়াও ছিল, কি আশ্চর্য্য,পরমহূর্ত্তেই সে সকল শোক ও সকল দুঃখ যেন এককালেই বিস্মৃত হইয়া, পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে অমর ভাবিয়া, আহার-বিহারাদির চেষ্টায় ধাবমান হয় এবং মৃত্যু, ব্যাঘ্রের ন্যায় আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে! ঈদৃশ অসার জীবনে আবার প্রীতি কি, মমতা ও আত্মীয়তাই বা কি?

মূষিক-দর্শনে বিড়াল যেমন, আমাদিগকে দেখিয়া কাল তেমনি [illegible] গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। ঔদরিকের যেমন [illegible]বিচার নাই, কালের তেমনি ব্যক্তিবিচার নাই। বেশ্যাসক্তি যেমন লোককে অকালে জীর্ণ করে, জরা তেমন আমাদিগকে জীর্ণ করিয়া থাকে। সুজন যেমন দুর্জনসঙ্গ ত্যাগ করেন, যৌবন তেমনি [illegible] মধ্যেই ত্যাগ করিয়া যায়। ফলতঃ, সংসারে

নিয়মাবলী।

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে যে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচি হওয়াতে, তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম। এই সংস্করে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিশগণের বা অন্য কাহার কোন স্বত্বাধিকারই না থা রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দুমাত্র কোন অংশেই পরিবর্ত্তন করি না পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, এই অনুবাদ এ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে, বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্বেও, লোকে ইহার প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করি আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতি জটিল গ্রন্থ। ইহার সহজ ব্যাখ্যা হওয়া বড়ই কঠিন। তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুলভ হইবে, বলিয়া, ছাত্রমু ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে, অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অং অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া, ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না, তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে কি এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতেই ৺কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এ বশিষ্ঠের ও সাধারণের ঈদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা। এই টাকা ১ম হইতে আরম্ভ করিয়া, ২।৩ বারে শোধ করিতে হইলে নতুব ।৵০ আনা হিসাবে পড়িবে। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে, সমগ্র পুস্তকের সমা পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪।২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্তক হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার নিকট প্রত্যেক খ ।০ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে উত্ত দিব না। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য স পত্র লিখিবেন অগ্রে টাকা না পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয় না। মনিঅর্ড বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ৬ নং যোড়াবাগান ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

জরা-মরণ-ভাজন আয়ু যেমন তুচ্ছ বস্তু, এমন আর কিছুই নাই এবং সতত সকল সুখের আকর, অবিনশ্বর নির্ব্বাণমুক্তি যেরূপ উৎকৃষ্ট পদার্থ, তেমনও আর কিছুই নাই ।

পঞ্চদশ সর্গ ।

(অহঙ্কারনিন্দা ।)

ব্রহ্মন্ ! মোহ হইতে অহঙ্কারের জন্ম ও বর্দ্ধন হইয়া থাকে। অহঙ্কারসহায়ে পুরুষার্থ-প্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অহঙ্কার মহারোগ ও দুর্জ্জয় শত্রুস্বরূপ ; এইজন্য আমি অহঙ্কারকে অতিমাত্র ভয় করি। অহঙ্কারপ্রভাবেই সংসারে নানা দোষের ও বিবিধ আকারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঐ সকল দোষ ও আকার স্বভাবতই ভয়াবহ। শরীরে ও মনে যে নানাপ্রকার পীড়ার ও রাগাদি দুশ্চেষ্টার উদয় হয়, অহঙ্কারই তাহার কারণ। অহঙ্কারকে আমার বাস্তবিকই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি বলিয়া বোধ হয়। ব্যাধেরা যেমন বাগুরা দ্বারা নির্ব্বোধ হরিণদিগকে বদ্ধ করে, অহঙ্কার তেমনি মোহিনী মায়া রূপ সংশয়গ্রথিত দুর্ভেদ্য জাল বিস্তার করিয়া, জীবদিগকে অনায়াসেই বদ্ধ করিয়া থাকে। ব্রহ্মন্ ! এই অহঙ্কার দুঃখপরম্পরার জননী, শান্তিরূপ চন্দ্রলেখার রাহু, গুণরূপ পদ্মের হিমবজ্র এবং শমরূপ জলদের শরৎকাল স্বরূপ। এইজন্য ইহা ত্যাগ করিতে আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়াছে। কোন বিষয়েই আমার ইচ্ছা বা আসক্তি নাই ! জৈনদিগের ন্যায়, শান্তভাবে অবস্থান করিব, ইহাই আমার এক্ষণে কামনার বিষয় হইয়াছে। অহঙ্কারের অনুসারী হইয়া, যাহা ভোজন বা হোম করা যায়, তৎসমস্তই অবস্তু। সুতরাং, আমার ভোজন ও হোমাদি সকলই বিফল হইয়াছে। এইজন্য অহঙ্কারত্যাগে অভিলাষী হইয়াছি। ব্রহ্মন্ ! অহঙ্কার না থাকাই আমার বস্তু বলিয়া মনে হয়।

অহং অর্থাৎ আমি, ইত্যাকার জ্ঞানের লেশমাত্র থাকিতেও, কাহারও নিস্তার নাই। সুতরাং যতদিন না আমার অহংবোধ দূর

হইবে, তাবৎ বিপৎ উপস্থিত হইলেই, আমি অতিমাত্র দুঃখানুভব করিব। আবার, অহংজ্ঞানের তিরোধান হইলে, মহাবিপৎকেও মহাসম্পৎ বোধ করিব।

ভগবন্! অহঙ্কার পরিহার করাই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃকল্প। অধুনা, আমি ভোগবাসনামূলক অহঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক, শান্তিলাভকামনায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, সকল উদ্বেগ পরিহার প্রাপ্ত হইয়াছি। অহঙ্কার রূপ ঘনঘটায় হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন হইলে, বিষয়-বাসনারূপ কুটমঞ্জরী বিকসিত হইয়া থাকে এবং উল্লিখিত ঘনঘটার তিরোধানে বাতাহত দীপশিখার ন্যায় তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এই অহঙ্কার বিন্ধ্যপর্ব্বতস্বরূপ। মন, মত্ত মহাগজের ন্যায়, উহাতে অনবরত গর্জ্জন করে। বারিদ-মণ্ডলমধ্যে বজ্র-বিস্ফূর্জ্জিতবৎ ঐ গর্জ্জন অতি গভীরভাবাপন্ন। এই দেহ অরণ্যস্বরূপ। অহঙ্কার, কুপিত কেশরীর ন্যায়, সগর্ব্বে অনবরত উহাতে বিচরণ করে। এইজন্য অহঙ্কারী ব্যক্তিমাত্রেই লোকের ঘৃণ্য, ত্যাজ্য ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে। এইজন্যই আমি উহার পরিহারে অভিলাষী হইয়াছি। যাহা আত্মার অবনতি-কর, যাহা স্বর্গদ্বারের দুর্ভেদ্য অর্গলস্বরূপ, যাহা নরকের সুখময় সোপান এবং যাহা শান্তিরূপ কৌমুদীর সুভীষণ রাহুজিহ্বা, কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, সেই অহঙ্কারকে পোষণ করিতে পারে? বস্তুতঃ অহঙ্কারের উদয়ে, দিবার সমাগমে পেচকের ন্যায়, শান্তি একেবারেই লুক্কায়িত হয়। শান্তির অন্তর্দ্ধানে সমস্ত সুখ, শিশিরের আবির্ভাবে পদ্মষণ্ডের ন্যায়, এককালেই বিনষ্ট হয় এবং সুখের বিনাশে, অজ-গল-স্তনের ন্যায় জীবন নিতান্ত নিষ্ফল ও অসার হইয়া থাকে। আপনার ন্যায় সর্ব্বদর্শী মহর্ষিকে অধিক বলা বাহুল্য। তথাপি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এইজন্য নিবেদন করিতেছি, অহঙ্কার দারুণ শত্রুস্বরূপ। পুত্র-মিত্রাদিরূপ অভিচার-দেবতা ইহারই প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়া, বিনামন্ত্রে মনুষ্য-সংসারে নানাপ্রকার ক্লেশের দ্বার বিস্তার করিতেছে। সুতরাং, প্রবল শত্রু অহঙ্কারের মূলোচ্ছেদ হইলে, সমস্ত আধিব্যাধির মূলো-

চ্ছেদ ও নিরতিশয় নির্ব্বৃতিযোগ সংঘটিত হয়, ইহা বলা বাহুল্য-মাত্র। বর্ষার শেষ হইলে, যেমন নীহারপটল নিঃশেষিত হয়, তদ্রূপ অহঙ্কারের তিরোধানে মোহরাশি দূরীভূত হইয়া থাকে। কুজ্ঝটিকায় যেমন দিনমুখ আচ্ছন্ন হয় এবং জলদ-পটলে যেরূপ গগনমণ্ডল সমাকীর্ণ হয়, তদ্রূপ অহঙ্কারপ্রভাবে হৃদয় আবৃত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য আমি একান্ত আগ্রহ ও অধ্যবসায়-পরতন্ত্র হইয়া, অহঙ্কার-পরিহারে কৃতচিত্ত হইয়াছি। যতদিন অহঙ্কার ত্যাগ করিতে না পারিব, আমার কোন মতেই ভদ্রস্থতা ও স্বস্তিসঞ্চার হইবে না। ভগবন্! এক্ষণে যেরূপ বিহিত হয়, উপদেশ করুন। শোকে ও চিন্তায় দিন দিন ক্ষীণ ও জ্ঞানহীন হইয়া পড়িতেছি। নিশ্চয় জানিয়াছি, অহঙ্কার হইতেই সকল আপদের উদ্ভব ও শান্ত্যাদি সকল সম্পদের বিনাশ হইয়া থাকে। এইজন্য উহা পরিত্যাগ করিতে আমার অতিমাত্র ইচ্ছা হইয়াছে। বলিতে কি, সর্ব্বপ্রযত্নে অহঙ্কার ত্যাগ করাই আমার মতে উত্তম কল্প। কেননা, উহাতে পরম-পদার্থ পুরুষার্থের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে সংসার-বন্ধন হইতে আমার মুক্তিলাভ হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ করুন।

ষোড়শ সর্গ।

(চিত্তবিগর্হণ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সাধুসেবারূপ সৎকার্য্যের সাধন না করিলে, কামাদি চিন্তারূপ দোষপ্রভাবে, বায়ুপ্রবাহের মধ্যস্থিত শিখিপুচ্ছের ন্যায়, চিত্তের অতিমাত্র চঞ্চলতা ও নিরতিশয় জীর্ণ দশা সমুদ্ভূত হয়। কুক্কুরেরা যেরূপ উদর-পূরণ-বাসনায় ব্যগ্র হৃদয়ে দূরবর্ত্তী গ্রামে ধাবমান হয়, কামাদি দোষে আসক্তচিত্ত পুরুষেরা তেমনি ইতস্ততঃ অনর্থক বিচরণ করে। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের আশা পূর্ণ হয় না। বাগুরা-বদ্ধ যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায়, দুরাশা-পাশে বদ্ধ হওয়াতে, তাহাদের চিত্তে কোন কালেই আনন্দলাভে সামর্থ্য

জন্মে না। ভগবন্! মদীয় অন্তঃকরণ তরঙ্গের ন্যায় সতত চঞ্চল; একক্ষণের জন্যও স্থির নহে। এরূপ চঞ্চল চিত্তে শান্তিলাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মন্থন সময়ে মন্দর-ভূধরের প্রতিঘাতপ্রযুক্ত ক্ষীরসাগরের সলিলরাশি যেরূপ উচ্ছলিত হইয়া, দশ দিকে ধাবমান হইয়াছিল, মদীয় চিত্ত সেইরূপ বিষয়ের অনুসন্ধান-বশে সতত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ব্রহ্মন্! চিত্ত মহাসাগরের স্বরূপ; ভোগ, লাভ ও উৎসাহ ইহার কল্লোল এবং মোহ ইহার মকর। ইহা সতত উদ্বেল হইয়া আছে। আমি কোন মতেই ইহার নিরোধ করিতে পারিতেছি না। এই মহাসাগরের অপার অসীম বিস্তার দেখিয়া আমি পদে পদেই ব্যাকুল হইতেছি। না জানি, কিরূপে ও কত দিনে বিপদ্-বাগুরায় পরিব্যাপ্ত এই দুরন্ত সাগরপারে গমন করিব। শুনিয়াছি, ইহার পরপারই শান্তির নিকেতন। সুখ ও সন্তোষ ঐ নিকেতনে সতত অবস্থিতি করে। শাস্ত্রে যাহাকে তমঃপার-শব্দে নির্দেশ করে, ঐ মনোরূপ সাগরপারই সেই তমঃপার। এই তমঃপারে বিশুদ্ধস্বরূপ সত্ত্বগুণের নিয়ত অধিষ্ঠান প্রযুক্ত দুঃখ, বিষাদ অবসাদ, অসন্তোষ ইত্যাদি উপদ্রবসকল তাহার ত্রিসীমায় যাইতে কোন মতেই সমর্থ হয় না। জিতচিত্ত যোগিগণ এই তমঃপার প্রাপ্ত হইয়া, সতত অপ্রতিহত আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করেন। না জানি, কত দিনে আমি সেই আত্মপ্রসাদের সুস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া, চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইব। চিত্তের দোষে আমার আর কিছুতেই সুখ নাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন আমার ঘূর্ণায়মান বোধ হইতেছে। অবোধ মৃগ যেমন গর্ত্ত-পতন শঙ্কা না করিয়াই, দূর্ব্বাঙ্কুর-লোভে দ্রুততর ধাবমান হয়, আমার মন তেমনি নরক-পতনের ভাবনা না করিয়াই, ভোগ-লাভ-কামনায় বহুদূর পরিক্রমণ করে। মহার্ণব যেমন সর্ব্বদাই চঞ্চল, পিঞ্জরবদ্ধ সিংহ যেমন ক্ষণমাত্রও স্থির নহে এবং বিদ্যুৎ যেমন কোন কালেই চাপল্য পরিহার করিতে পারে না, ব্যক্তিমাত্রের মনের অবস্থাও সেইরূপ। হংস যেমন নীর ত্যাগ করিয়া, ক্ষীর গ্রহণ করে, মন তেমনি মোহবশে দয়া দাক্ষি-

ণ্যাদি গুণপরম্পরা পরিহার করিয়া, কামক্রোধাদির পোষণ করিতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মন্! চিত্তের বৃত্তি সকল নানাবিধ অপ্রাকৃত কল্পনারূপ কুৎসিত শয্যায় শয়ন করিয়া, মোহরূপ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; কিছুতেই এই নিদ্রাভঙ্গ হয় না। ইহাই চিন্তা করিয়া আমি ব্যাকুল হইয়াছি। পক্ষিরা যেমন আহারলোভে জালে পতিত ও বদ্ধ হইয়া থাকে, আমার মন তেমনি বিবিধ ভোগলোভে আশারূপ দৃঢ় সূত্রে সঙ্কলিত বিষয়রূপ দুর্ভেদ্য জালে নিতরাং বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আর উহার উত্থানের শক্তি নাই।

বলিতে কি, মন, হুতাশনের ন্যায়, চিন্তারূপ শিখা ও ক্রোধরূপ ধূমজাল বিস্তার করিয়া, শুষ্ক তৃণের ন্যায়, আমাকে অহরহ দগ্ধ করিতেছে এবং কুকুর যেমন কুকুরীর সহিত একত্রে মৃতদেহ ভক্ষণ করে, সেইরূপ তৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়া, আমাকে ভক্ষণ করিতেছে। তটস্থ বৃক্ষ যেমন তরঙ্গবেগে বিনষ্ট হয়, আমিও তেমনি মনের দোষে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি। প্রচণ্ড বায়ু যেমন সবেগে তৃণরাশি দূরে নিক্ষিপ্ত করে, মন তেমনি অনায়ত্ত হইয়া, আমাকে তত্ত্ব হইতে অতি দূরে আকর্ষণ করিতেছে। এইরূপে মনের দোষে আমাকে মোক্ষমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, অচিরাৎ নিকৃষ্ট-যোনিতে পতিত হইতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। লোকে যেমন সেতুপথ দ্বারা ক্ষুদ্র নদী প্রভৃতি রুদ্ধ করে, মন তেমনি আমায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তজ্জন্য আমি ভব-সাগরপারে সমর্থ হইতেছি না। বৈতালক কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, বালক যেমন ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ বর্ণ ধারণ করে, দুষ্ট চিত্তের আক্রমণবশতঃ আমার তেমনি বিবিধ মিথ্যাবিষয়ে সবিশেষ স্ফূর্ত্তি জন্মিতেছে।

ব্রহ্মন্! মন অগ্নি অপেক্ষাও উষ্ণ, পর্ব্বত অপেক্ষাও দুরতিক্রম্য, বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ়, বিদ্যুৎ অপেক্ষাও চঞ্চল, বায়ু অপেক্ষাও সদাগতি এবং আকাশ অপেক্ষাও শূন্য পদার্থ। এইজন্য ইহাকে নিগৃহীত বা আয়ত্ত করা অনায়াস-সাধ্য নহে। তাত! মন সাগরের ন্যায়, জড়ভাবাপন্ন, চঞ্চল, অতীববিস্তীর্ণ ও প্রবৃত্তিরূপ-বিবিধ-জন্তুসমা-

কীর্ণ; জীবদিগকে অনায়াসেই দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। আমি উহার প্রভাবে বারংবার বিক্ষিপ্ত হইতেছি। সাগরপান ও সুমেরু-সমুৎপাটন যেরূপ একান্ত দুঃসাধ্য, মনকে নিগৃহীত করা তদপেক্ষাও দুর্ঘট। পর্ব্বত হইতে কাননসমূহের ন্যায়, মন হইতে বিবিধ সুখ দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মন বশীভূত হইলে, সকল গুণই বশীভূত হয়। এইজন্য আমি পরমশত্রু-চিত্তজয়ে সবিশেষ উদ্যুক্ত ও যত্নবান্ হইয়াছি। এইজন্য আমি বৈরাগ্য-সম্পত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। যে সংসার-লক্ষ্মী মলিনচিত্ত পুরুষগণের অন্তঃকরণে বিহার করে, তাহার সংসর্গে, জলদ-পটল-সমাবৃত চন্দ্রের ন্যায়, অপ্রকাশিত থাকিতে আর আমার অণুমাত্র অভিলাষ বা আনন্দ হয় না। বলিতে কি, মনের দোষে, শত-বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় আমি নিতান্ত অধীর ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। কি করিলে, আশু পরিত্রাণ হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

সপ্তদশ সর্গ।

(বিষয়তৃষ্ণাবিগর্হণ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! দিবাকরের খরকরে পঙ্ক যেমন শুষ্ক হয়, চিন্তাবশে অহরহ অন্তর্দ্দাহ হওয়াতে, আমি তেমনি শুষ্ক হইতেছি। ব্যামোহরূপ প্রগাঢ় তিমিরে মদীয় মনোরূপ অরণ্য আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে; আশা-পিশাচী তাহাতে নৃত্য করিতেছে। ব্রহ্মন্! তৃষ্ণারূপ ক্ষেত্রে চিন্তারূপ যে কনকমঞ্জরী সমুদ্ভূত হইয়াছে, বিলাপজনিত অশ্রুরূপ নীহারবেগে তাহা ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। তরঙ্গ যেরূপ অন্তর্ভ্রমণপূর্ব্বক সাগর-গর্ভস্থ জন্তুগণের আনন্দ সমুদ্ভাবন করে, বিষয়তৃষ্ণা সেইরূপ অন্তর্ভ্রমির হেতুভূত হইয়া, নিরতিশয়-ক্লেশজনক বিষয় সকলের সম্পাদনে আমার আনন্দ অনুভাবন করিতেছে। নদী যেরূপ পর্ব্বত হইতে প্রচণ্ড কল্লোল-কোলাহলে প্রবল-বেগে প্রবাহিত হয়, বিষয়-পিপাসা সেইরূপ অনিত্য বিষয়ে প্রবৃত্তি-সমাধানপূর্ব্বক সবেগে সংসার-মার্গে বিচরণ করিতেছে।

তৃণ ও ধূলি যেমন প্রচণ্ড পবনবশে সমুৎপতনপূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং চাতক যেমন পিপাসাবশে জলাভিলাষে নানাদেশে বিচরণ করে, আমি তেমনি বিষয়তৃষ্ণার দুরন্ত বেগে দূরে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি; কোনমতেই এই বেগরোধে সমর্থ হইতেছি না। অনবরত ঐরূপে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া, দিন দিন ক্ষীণ, মলিন ও অবসন্ন হইয়া উঠিতেছি। মুক্তির পথও আমার সুদূর-পরাহত হইতেছে। বলিতে কি, আমি অতি কষ্টে বৈরাগ্য ও বিবেকাদি যে সমস্ত গুণ সংগ্রহ করি, মূষিক যেমন তন্ত্রী ছেদন করে, বিষয়তৃষ্ণা তেমনি তৎসমস্ত ছিন্ন করিয়া থাকে। জলপ্রবাহে শুষ্ক তৃণ, বায়ুপ্রবাহে শুষ্ক পত্র এবং আকাশমণ্ডলে মেঘমণ্ডল যেমন ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, তৃষ্ণাবশে চিন্তাচক্রে পতিত হইয়া আমারও তেমনি চঞ্চল-দশার শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্! তৃষ্ণার বেগ কি ভয়ঙ্কর! বিহঙ্গ যেমন জালে বদ্ধ হইলে, উৎপতনশক্তি-রহিত ও স্বস্থান-গমনে অশক্ত হয়, আমরা তেমনি অজ্ঞানপ্রযুক্ত বিষয়-বাসনায় বদ্ধ হইয়া, পরমার্থরূপ-পরম-স্থান-লাভে একান্ত অসমর্থ হইতেছি। তাত! এই তৃষ্ণারূপ অগ্নিশিখায় আমি এরূপ দগ্ধ হইতেছি, যে, অমৃতের প্রলেপ প্রদান করিলেও, উহার শান্তি হয় কি না, সন্দেহ। এই কারণে পান, ভোজন, শয়ন ইত্যাদি কোন বিষয়েই আমার আর অণুমাত্র সুখ বা প্রীতি অনুভূত হয় না। সকলেই যদি মনের কথা খুলিয়া বলে, তাহা হইলে, যাহাকে জিজ্ঞাসিবেন, সেই ব্যক্তিই আমার ন্যায় এইপ্রকার উত্তর করিবে।

ঐ দেখুন, এই বিষয়তৃষ্ণা, উন্মত্তা অশ্বীর ন্যায়, জীবদিগকে বহন করত, বারবার বহুদূরে ধাবমান হইতেছে। তজ্জন্য কোন ব্যক্তিরই আর স্থির হইয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই। জল তুলিবার ঘট যেমন দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ থাকাতে, কোনমতেই স্খলিত হয় না, জীব তেমনি বিষয়-বাসনা-পাশে নিগড়-সংযত হইয়া, মুক্তিলাভে অসমর্থ হওয়াতে, স্বর্গ ও নরকরূপ ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বারংবার যাতায়াত করিতেছে। দুর্ভেদ্য বিষয়তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া, লোক-

মাত্রেরই, রজ্জুবদ্ধ ভারবাহী বলীবর্দ্দের ন্যায়, নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মন্! এই বিষয়পিপাসা, ব্যাধপত্নীর ন্যায়, জীবরূপ বিহঙ্গদিগকে বদ্ধ করিবার জন্য, পুত্র, কলত্র ও মিত্র প্রভৃতিরূপ সুদুশ্ছেদ্য জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। একবার ঐ জালে পতিত হইলে, সহজে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। হে মুনিপুঙ্গব! আমি ধীরস্বভাব হইলেও, এই তৃষ্ণারূপ অন্ধকারময়ী অমানিশা আমার ভয়সঞ্চার করিতেছে, জ্ঞানরূপ চক্ষু সত্ত্বেও, ইহার প্রভাবে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং বিবেকাদির সাহায্যার্থে বাসনা-জয়পূর্ব্বক আনন্দলাভ করিলেও, ইহার তাড়নায় পদে পদেই আমার খেদ ও অবসাদ উপস্থিত হইতেছে। মনে হয়, এই নিশার বুঝি আর অবসান হইবে না! ব্রহ্মন্! তৃষ্ণা, কালসর্পিণীর ন্যায়, যেমন কুটিল ও স্পর্শ-কোমল, তেমনি সঙ্গমাত্রেই প্রাণবিনাশাদিরূপ বিবিধ অনর্থ সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে। এই তৃষ্ণা মায়ারূপ রোগের জন্ম-ভূমি, দুর্ভাগ্যরূপ দৈন্যদশার উদ্ভবক্ষেত্র এবং হৃদয় বিদীর্ণ করিবার অলৌহ-সম্ভূত সুচী-যন্ত্রস্বরূপ। তন্ত্রী ছিন্ন হইলে, বীণা যেরূপ মধুর-স্বর-সমুদ্ভাবনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ শত দিকে শত প্রকারে ছিন্ন-ভিন্ন-জীর্ণভাবাপন্না তৃষ্ণার দ্বারা কখন পরমার্থ-তত্ত্বরূপ পরমানন্দ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পর্ব্বত-সমুৎপন্ন বিষলতা যেরূপ উন্মাদ ও পরিণামদুঃখ সমুদ্ভাবন করে, তৃষ্ণার স্বভাবও সেইরূপ। লোকের কেবল দুঃখ-পরম্পরা-সংঘটন জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ষীয়সী বারনারী যেরূপ মনের আবেগ-নিবারণে অসমর্থ হইয়া, পুরুষ-বশীকরণে কৃত-যত্ন হয়, কিন্তু কৃত-মনোরথ হইতে পারে না, লোকে তেমনি তৃষ্ণাবশে সুখলাভ-কামনায় অনর্থক যত্ন করিয়া, দুঃখপরম্পরা সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা না অর্থ, না পরমার্থ, না ইহলোক, না পরলোক, কিছুই সাধিত হয় না।

হে ঋষিসত্তম! এই সংসার অপার গহন কানন; তৃষ্ণা উহার বিষলতা; জরামরণাদি উহার বিকসিত কুসুম; বিবিধ উৎপাত উহার ফল এবং পরিণামভ্রংশ উহার মূল। বিটপরূপে সুবিস্তৃত

হইয়াছে। বর্ষাকালে মেঘদর্শনে ময়ূরী যেমন উৎফুল্ল হইয়া, চঞ্চল চরণে নৃত্য করে এবং বর্ষার অবসানে পুনরায় নিবৃত্ত হয়, তৃষ্ণা সেইরূপ জীবগণের হৃদয়াকাশ মোহ-মেঘে আচ্ছন্ন দেখিয়া, নৃত্য করে এবং বৈরাগ্যরূপ শরৎকালের সমাগমে উৎসাহহীন ও নিরস্ত হইয়া থাকে। চিরশুষ্ক নদী যেমন বর্ষাকালে ক্ষণকালের জন্য অসার তরঙ্গ-কল্লোল বিস্তার করে, অসারগর্ভ তৃষ্ণা তেমনি কিয়ৎকালের জন্য নিষ্ফল-আনন্দ-কোলাহল-সমুদ্ভাবন-পূর্ব্বক বৃথা প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। পক্ষিণী যেরূপ ফলহীন বৃক্ষ ও বেশ্যা যেরূপ নির্দ্রব্য পুরুষকে ত্যাগ করে, তৃষ্ণাও সেইরূপ দ্রব্যহীন ব্যক্তিকে পরিহার করিয়া থাকে। মণিলোভে সর্পিণীর মস্তকে হস্তক্ষেপ করিলে, মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, সুখলাভের প্রত্যাশায় তৃষ্ণার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জীবন তেমনি সংশয়-দশায় উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃষ্ণারূপ দারুণ পীড়ার কোনরূপ ঔষধ নাই, বৈদ্য নাই, চিকিৎসা নাই এবং শান্তিক্রিয়াও নাই। ইহা মূর্চ্ছার ন্যায় মানুষের জ্ঞানচৈতন্য হরণ করে; অজ্ঞানের ন্যায় কুপথ-প্রবৃত্তির সঞ্চার করে; মহারোগের ন্যায় অবসাদ-দশার শেষ দশা উপস্থিত করে; সান্নিপাতিক বিকারের ন্যায় মৃত্যুর আসন্ন-তরতা বিধান করে; ঘোর অন্ধকার-নিশার ন্যায় দৃষ্টি রুদ্ধ ও প্রতিহত করে; শত-বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় দুর্নিবার জ্বালা সমুদ্ভাবন করে; কালকূট বিষের ন্যায় মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা সাধন করে; মহাপাপের ন্যায় স্বর্গদ্বার-কপাট-পাটনের অন্তরায় সমাধান করে; দারুণ মায়ার ন্যায় মহামোহ সমুদ্ভাবন করে; ইন্দ্রজালের ন্যায় ভ্রমপরম্পরার আবির্ভাব বিধান করে এবং মিথ্যার ন্যায় পরলোক নষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং, যে ব্যক্তি তৃষ্ণা ত্যাগ করে, তাহারই সুখ, তাহা-রই সন্তোষ এবং তাহারই স্বস্তি। আমি এই কারণে বিষম বিষবৎ তৃষ্ণাকে দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, শান্তির সুখময় কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে অভিলাষী হইয়াছি। দেখুন, আপনার ন্যায় মহা-তপা মহর্ষিগণ কতদূর সুখী। ইহার কারণ কেবল তৃষ্ণার বা বাসনার

পরিহার। যাহারা তৃষ্ণার দাসত্ব করে, তাহারাই প্রকৃত পরাধীন। কোন কালেই তাহাদের সুখ নাই। তাহারা রত্নলোভে সাগরে ঝম্প দান করে। সেই ঝম্প-দানই তাহাদের জীবনের শেষ হইয়া থাকে। রাত্রিজাগরণ, শ্মশান-পরিক্রমণ, নির্জ্জনভ্রমণ, প্রান্তর-পর্য্যটন, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, হরণ, অপহরণ, লুণ্ঠন, ছেদন ও ভেদন ইত্যাদি বিবিধ দুষ্কার্য্যের অনুসরণ, একমাত্র তৃষ্ণা হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। সংসারের যাহা কিছু বিষাদ, অবসাদ, সমস্তই তৃষ্ণা-মূলক। তৃষ্ণা, সুখরূপ সরোজের পূর্ণ চন্দ্রলেখা, শান্তিরূপ কুমুদিনীর দুরন্ত দিনমুখ, স্বস্তিরূপ জলদ-পটলীর প্রবল ঝটিকাপ্রবাহ এবং নির্বৃতিরূপ আলোকমালার সর্ব্বগ্রাসিনী অমানিশা। তৃষ্ণা হইতে চিত্তের চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, তৃষ্ণা হইতে আত্মার মলিনতা প্রাদুর্ভূত হয়, তৃষ্ণা হইতে পরলোক-পরিভ্রংশ সংঘটিত হয়, তৃষ্ণা হইতে ঐহিক সম্পৎ বিনষ্ট হয় এবং তৃষ্ণা হইতে ঘোর নরকপাত আপতিত হইয়া থাকে। তৃষ্ণা বিষ অপেক্ষাও বিষ; অগ্নি অপেক্ষাও অগ্নি; নরক অপেক্ষাও নরক এবং মৃত্যু অপেক্ষাও মৃত্যু। এই তৃষ্ণাবশেই লোকে প্রভু হইয়া, অকারণ পরের স্কন্ধে পীড়নপূর্ব্বক ভোগ করে; ভৃত্য হইয়া, পরের ভারবহনপূর্ব্বক পশুর ন্যায় জঘন্যজীবন ধারণ করে; প্রজা হইয়া, শক্তিসত্বেও ঈশ্বরবৎ রাজার সেবা করে এবং রাজা হইয়া, অকারণ পরের শোণিত শোষণ করিয়া থাকে। ব্রহ্মন্! পাপীয়সী তৃষ্ণা যদি না থাকে, তাহা হইলে পৃথিবী কি সুখের ও সন্তোষের স্থান হয়! তাহা হইলে, স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, বন্ধুহত্যা, আচার-দূষণ, বিবাদ, বিসংবাদ, বিগ্রহ, পরগ্রহ, দুরাগ্রহ এবং এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ অত্যাচার, অপকার ও উপদ্রবের লেশ থাকে না। সমুদায় লোক সুস্থ, স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া, নির্ব্বাণ আরাম ভোগ করে। কেহ কাহার হিংসা করে না, দ্বেষ করে না, ঈর্ষ্যা বা অসূয়া করে না। সকলেই স্ব স্ব বিষয়ে ন্যায়ানুরূপ সন্তুষ্ট ও দুরাকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র-পরিশূন্য হইয়া থাকে।

ব্রহ্মন্! এই তৃষ্ণা, বানরীর ন্যায় চঞ্চলিত এবং ফলপ্রত্যাশায়

অলক্ষ্যস্থানে পদ সন্নিবিষ্ট ও আপ্ত-কাম হইলেও, পুনঃ পুনঃ ফলান্তরের অভিলাষ্ করে। অনবরত বিষয়ভোগ করিয়াও, ইহার তৃপ্তিলাভ হয় না। প্রত্যুত, ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, আকাশ পাতাল গ্রাস করিতে যেন উদ্যত হয়। তৎকালে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত হইলেও, ইহার তৃপ্তি হয়, কি না, সন্দেহ। এই কারণে আমি তৃষ্ণা-পরিহারে উদ্যত হইয়াছি। অজ্ঞানপুরুষ যেরূপ শুভ বোধে অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, বিষয়তৃষ্ণাও সেইরূপ অসৎকে সৎ বলিয়া, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া এবং প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত বলিয়া, প্রতিপাদন করে এবং ভ্রম বুঝিতে পারিলেও, তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া, বরং কৃতযত্ন হইয়া থাকে। হৃদয়রূপ-পদ্মের ভ্রমরীস্বরূপ এই তৃষ্ণা নিতান্ত চঞ্চল ও ব্যাকুল হইয়া, কখন আকাশে, কখন পাতালে এবং কখন বা দশদিক্‌কুঞ্জে ভ্রমণ করে। সংসারের যাবতীয় দোষের মধ্যে তৃষ্ণা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখবিধান করে। মেঘের উদয়ে সূর্য্যালোক রুদ্ধ ও বারিবর্ষণ হওয়াতে, শরীরে যেমন জড়ভাব সঞ্চরিত হয়, বিষয়তৃষ্ণার আবির্ভাবে জ্ঞানালোক রুদ্ধ হওয়াতে, দেহ তেমনি অবসাদ-দশা ভোগ করে। রজ্জুবদ্ধ পশু যেমন ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিচরণ করিতে পারে না, তৃষ্ণাপাশে বদ্ধ মানুষ তেমনি সর্ব্বথা স্বাধীনতা-শূন্য হইয়া থাকে। ইন্দ্রধনু ও বিষয়তৃষ্ণা উভয়ই দেখিতে বিচিত্র; কিন্তু উভয়েই গুণহীন ও শূন্যগর্ভ এবং অলীকমাত্র।

ভগবন্! বিষয়বাসনা গুণরূপ তৃণের বজ্র, জ্ঞানরূপ সরোজের হিমানী, আপদরূপ শস্পের শরৎসময়, প্রবৃত্তিরূপ কুলায়ের পক্ষিণী, মনোরথরূপ কাননের হরিণী, কামরূপ গীতের বীণা, ব্যবহাররূপ সাগরের লহরী, মোহরূপ হস্তীর শৃঙ্খল, দুঃখরূপ কুমুদের চন্দ্রিকা ও সৃষ্টিরূপ বটতরুর লতা এবং এই তৃষ্ণা হইতেই আধি, ব্যাধি, উন্মাদ, অবসাদ, জরা ও মরণ প্রভৃতির আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। জলদ-পটল-পুটকিত অমা-রজনীর অবসানে রাত্রিচর প্রাণিগণ যেরূপ লুক্কায়িত হয়, বিষয়পিপাসার পর্য্যবসানে তেমনি সকল দুঃখের নিরাস হইয়া থাকে। বিষময় বিসূচিকাস্বরূপ এই

তৃষ্ণার পরিহার না হইলে, জীবের মোহান্ধকার তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নিতান্ত গম্ভীরস্বভাব পুরুষও তৃষ্ণাবশে একান্ত লঘুচিত্ত ও অতিমাত্র অন্তঃসারশূন্য হইয়া থাকে। মৎস্য যেরূপ উপাদেয় খাদ্য বোধে বড়িশবদ্ধ আমিষ গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হয়, তৃষ্ণা সেইরূপ তৃণ, কাষ্ঠ ও পাষাণাদি অসার দ্রব্যজাতও সংগ্রহ করিয়া, নিতান্ত বিকসিত হইয়া উঠে। পথিমধ্যে পতিত, অতিমলিন, শতগ্রন্থি বসনখণ্ডও ইহার নিকট পার প্রাপ্ত হয় না। বিবেকরূপ খড়্গ সহায় না হইলে, সুদুশ্ছেদ্য বিষয়তৃষ্ণা অনায়াসে ছেদন করা কাহারও সাধ্যা ত্ত হয় না। ইহা সুশাণিত অসিধার অপেক্ষাও সুতীক্ষ্ণ, ভয়ঙ্কর বজ্রানল অপেক্ষাও প্রদাহক এবং অত্যুষ্ণ লৌহ অপেক্ষাও তীব্রভাবাপন্ন। ফলতঃ বিষয়পিপাসা, দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, কৃষ্ণবর্ণ, তীক্ষ্ণাগ্র, স্নেহসম্পন্ন, দীর্ঘদশাবিশিষ্ট, প্রকাশশীল ও দুস্পর্শ। সুমেরুসদৃশ গম্ভীর, পরমপ্রজ্ঞাশীল, বিশিষ্টরূপ-শৌর্য্যবিশিষ্ট পুরুষোত্তম পুরুষও ইহার প্রভাবে ক্ষণমধ্যেই তৃণবৎ লঘু ও নিঃসত্ত্ব হইয়া থাকে।

ইহা না মায়া, না ইন্দ্রজাল, না ভূতাবেশ, না গ্রহগ্রাহ, না অন্ধকার, না অগ্নি, না রোগ না বিষ, না বিকার বা না মৃত্যু। কিন্তু এই সকলের ন্যায় আমাদিগকে মোহিত, অভিভূত, হত, দগ্ধ, প্রজ্বলিত ও বিব্রত করিয়া থাকে। ইহা, কখন কামরূপে গুরুতল্প-গমনেও মানুষকে প্রবৃত্ত করে, কখন লোভরূপে গুরুর দ্রব্য হরণেও আসক্ত করে, কখন দুরাকাঙ্ক্ষারূপে দুলর্ভ বিষয়-সাধনে নিয়োজিত করে, কখন আশারূপে বিবিধ-দ্রব্য-লাভ-বাসনায় ইতস্ততঃ অনর্থক পরিভ্রমণে কৃতযত্ন করে এবং কখন বা মনোরথরূপে অতি দূরপথে বহন করিয়া, পরিণামে একান্ত অবসন্ন করিয়া থাকে। রজঃ ও তমোগুণ উভয় মিলিত হইয়া, ইহাকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে। কণ্টক-শত-সঙ্কুল ও সঙ্কট-শত-পরিপূর্ণ বিন্ধ্যাটবীর ন্যায় ইহার ভয়ঙ্করতা ও গহনতার সীমা নাই! কামরূপ হস্তী, ক্রোধরূপ শার্দ্দূল, লোভরূপ সিংহ, মোহরূপ মহিষ, মদরূপ ভল্লুক, মৎসররূপ অজগর

এবং হিংসারূপ বিষম বিষলতা এই তৃষ্ণারূপ অটবীতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, বিবাদ ও বিসংবাদরূপ নিবিড় অন্ধকার ইহার চতুর্দ্দিক আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহার আশারূপ বিস্তীর্ণতার সীমা বা ইয়ত্তা নাই। একবার এই অরণ্যে প্রবেশ করিলে, পুনরায় বিনির্গত হইবার উপায় বা সম্ভাবনা নাই। অরণ্যের পরপারেই দুর্নিবার নরক আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া, হাহাকারে সাক্ষাৎকারে বিরাজ করিতেছে। এইজন্য তৃষ্ণার বশীভূত হইলে, মানুষের আর উদ্ধার বা পরিত্রাণ নাই।

অষ্টাদশ সর্গ।

(দেহনিন্দা।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই দেহ ক্রিমি-কীট-পরিপূর্ণ, শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষে নিতান্ত অপবিত্রভাবাপন্ন, কতিপয় আর্দ্র নাড়ীর সমষ্টিমাত্র, বহুবিধ বিকারে সমাচ্ছন্ন ও একান্ত ক্ষয়শীল এবং দুঃখভোগের জন্যই ঈদৃশ স্ফূর্ত্তি ও প্রকাশ সম্পন্ন হইয়াছে। যুক্তিসহ পর্য্যালোচনা করিলে, এই দেহ ভব্য ও অভব্য, জড় ও অজড় এবং অজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। দেখুন, সাধুগণ ইহার সহায়তায় মুক্তি ও অসাধুরা নরকলাভ করিয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা যে চিৎস্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই ইহার অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। এই দেহে অল্পেই হর্ষ ও অল্পেই বিষাদ উপস্থিত হয়; সুতরাং ইহার সদৃশ নির্গুণ, নিকৃষ্ট ও শোকাস্পদ আর কিছুই নাই।

ভুজরূপ শাখা, অংশরূপ স্কন্ধ, চক্ষুরূপ কোটর, মস্তকরূপ ফল; হস্তপাদরূপ পল্লব, রোগাদিরূপ লতা ও কর্ণরূপ দন্তরস পক্ষি বিশিষ্ট এই দেহরূপ বৃক্ষে বুদ্ধি ও জীবন নামে আর দুইটী বিহঙ্গম বাস করে। হাস্য এই বৃক্ষের কুসুম ও দশনপংক্তি ইহার কেশরসমূহ। ইহার শোভা অতি অল্পকাল স্থায়ী। কালরূপ বায়ুর প্রতিঘাতমাত্রেই এই বৃক্ষের পতন হইয়া থাকে। ঐ পতন অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। সংসাররূপ অনন্ত-বিস্তৃত পথের পথিক স্বরূপ জীব এই

বৃক্ষের ক্ষণভঙ্গুর ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া থাকে; কিন্তু ইহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্মন্! লোমরূপ-বহু-বৃক্ষসমাকীর্ণ এবং নবদ্বারাদিরূপ-মহাগর্ত্ত-পরিপূর্ণ এই দেহ রূপ জনশূন্য অরণ্যে অবস্থিতি করিতে কাহার বিশ্বাস হয়?

এই সংসার নিবিড় অরণ্যস্বরূপ। দেহ ঐ অরণ্যের অতি জীর্ণ বৃক্ষ। বিবিধ চিন্তা এই বৃক্ষের মঞ্জরী এবং দুঃখরূপ ঘুণ ইহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। মনরূপ মর্কট ইহাতে অধিরূঢ় আছে। তৃষ্ণারূপ সর্পিণী ইহাতে প্রতিনিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছে। ক্রোধরূপ কাক ইহাতে কুলায় বন্ধন করিয়াছে। হাস্যরূপ-বিকসিত-কুসুমসান্নিধ্যে ইহার শোভার সীমা নাই। শুভ ও অশুভ ইহার ফল। প্রাণরূপ বায়ুবশে ইহা নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে। সমুন্নত জানুযুগল ইহার স্তম্ব, ইন্দ্রিয়গণ ইহার বিবিধ বিহগ, যৌবন ইহার সুশীতল ছায়া, কামরূপ পথিক এই ছায়ায় বিশ্রাম করে। এই বৃক্ষের উপরিভাগ কেশরূপ তৃণে আচ্ছন্ন ও অহঙ্কাররূপ গৃধ্রের শ্রবণবিদারী কঠোর শব্দে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত। সুদুশ্ছেদ্য বাসনা ইহার মূল। সুতরাং ইহার আশ্রয়ে কিরূপে শান্তিসুখলাভ হইতে পারে?

ভগবন্! অহঙ্কাররূপ গৃহস্থের মহাগৃহস্বরূপ এই দেহ থাকুক বা যাউক, ইহাতে আমার কিছুই সুখ নাই। বিষয়বাসনা এই গৃহের গৃহিণী, ইন্দ্রিয়গণ ইহার পশু এবং কামাদি রাগ ইহার শোভা ও সৌন্দর্য্য। ইহার পৃষ্ঠাস্থিরূপ কাষ্ঠ শূন্যগর্ভ। নাড়ীরূপ রজ্জু ও রসরক্তাদিরূপ কর্দ্দম সহায়ে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে গুল্‌ফ, জঙ্ঘা, জানু, স্কন্ধ ও মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ সকল কেহ আধার ও কেহ বা আধেয়। বাহু ইহার দৃঢ়বদ্ধ দীর্ঘকাষ্ঠ, অস্থি সকল ইহার স্তম্ভ, চিত্ত ইহার ভৃত্য, বিবিধ প্রবৃত্তি ইহার আশ্রয়, মিথ্যা ও মোহ ইহার স্থূলতা, অজ্ঞান বা মূর্খতা ইহার মনোহর শয্যা, দুশ্চেষ্টা ইহার দগ্ধমুখ দাসী এবং বিবিধ দুঃখ ইহার রোদনপরায়ণ বালক। এই দেহরূপ গৃহভাণ্ড বিষয়রূপ মলভারে পরি-

পূর্ণ, অজ্ঞানাদিরূপ ক্ষার সংসর্গে জর্জ্জরিত এবং ইন্দ্রিয়গণ ইহাতে পুত্র ও চিন্তা দুহিতা রূপে বিরাজ করিতেছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ যবাঙ্কুরবৎ ঘনলোমে আচ্ছন্ন। উদর এই গৃহের অভ্যন্তরীণ ছিদ্র, নখ ইহার লূতাতন্তু, ইন্দ্রিয়দ্বার ইহার গবাক্ষ, মুখ ইহার প্রধান দ্বার, দন্ত ঐ দ্বারের কবাট ও জিহ্বা ইহার খিল। ক্ষুধারূপ সরমা অনবরত এই গৃহে চীৎকার, বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাসযোগে নিরন্তর প্রবেশ এবং মনোরূপ মূষিক প্রতিনিয়ত খনন করিয়া ইহাতে ছিদ্র করিতেছে। সন্ধিসকল এই গৃহের যন্ত্র ও মসৃণ চর্ম্ম ইহার সুস্নিগ্ধ সুধালেপ। ইহা কখন হাস্যরূপ আলোকে উদ্ভাসিত ও কখন বা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সমস্ত রোগ জরার সহিত ইহাতে বাস করিতেছে। সুতরাং এই দেহরূপ ক্ষণভঙ্গুর অসার গেহে আমার প্রয়োজন নাই।

ভগবন্! উদররূপ-গভীর-গহ্বরপূর্ণ, ঘোর-অন্ধকারাচ্ছন্ন দেহরূপ মহারণ্যে ইন্দ্রিয়রূপ ভীষণ ভল্লুক বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া, সতত ভ্রমণ করিতেছে, ইহাতে আমার কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই। দুর্ব্বল হস্তী যেমন পঙ্কমগ্ন হস্তীকে উদ্ধার করিতে পারে না, আমিও তেমনি এই দেহ-গেহ ধারণে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি। সর্ব্বসংহারক ভয়ঙ্কর কাল নিমেষমধ্যেই সমস্ত গ্রাস করে। সুতরাং এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ, অচিরস্থায়ী রাজ্য, অসার স্ত্রী এবং শারীরিক মানসিক চেষ্টা, সমুদায়ই আমার নিকট প্রয়োজনশূন্য হইয়াছে। দেহ কেবল অপবিত্র মূত্র, পুরীষ ও শ্লেষ্মা এবং অসার মাংস ও শোণিতে পরিপূর্ণ; তাহার উপর আবার অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিকার্য্য নিয়তিবশে সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। ইহার আবার রমণীয়তা ও উপাদেয়তা কি? দেখুন, লোকে বহুযত্নে ও বহুক্লেশে পরিপালন ও পরিবর্দ্ধন করিলেও, এই দেহ মৃত্যুসময়ে তাহার অনুগমন করে না। সুতরাং কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ ঈদৃশ কৃতঘ্ন দেহের প্রতি প্রীতিমান্ বা আস্থাবান্ হইতে পারে? ফলতঃ এই দেহ মত্তহস্তীর কর্ণাগ্রভাগের ন্যায় একান্ত চঞ্চল এবং তত্রত্য জলকণাবৎ বিনশ্বর। এই কারণে,

এই দেহ আমায় ত্যাগ না করিতেই আমি ইহার পরিহারে উদ্যত হইয়াছি। ভগবন্! বায়ুবেগবিকম্পিত পল্লবের ন্যায়, একান্ত চঞ্চল ও আধিব্যাধির গুরুতর আঘাতবশতঃ নিতান্ত জর্জ্জরিত এই কটু নীরস দেহে আমার উপকার বা ইষ্টাপত্তির কোনই সম্ভাবনা নাই।

এই দেহের পরিণাম ভাবিয়া দেখুন; চিরকাল যত্নসহ পালন ও পোষণ করিয়া, সবিশেষ বর্দ্ধিত করিলেও, সূর্য্যকিরণ-সন্তাড়িত বালপল্লবের ন্যায় ইহা কৃশ ও ক্রমে ক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে রাজা, মহারাজ, ধনী, দরিদ্র, কাহারই পরিহার বা প্রভেদ নাই। কি মহার্হ-মণি-মণ্ডিত বিচিত্রবর্ণ বিচিত্র দেহ, কি অঙ্গার-দুর্দ্দশ-নিরলঙ্কৃত মলিন কলেবর, সকল দেহই কৃশ, শুষ্ক ও বিনষ্ট হইবে। তবে কেন লোকে জানিয়া শুনিয়াও এই দেহের গৌরব করে, আদর করে ও বহুমান করে? অথবা, যাহারা করে, তাহারা করুক। আমি যখন স্থির জানিয়াছি, এই দেহের কোনরূপেই সার বা উৎকর্ষ নাই, তখন কিরূপে পুনরায় ইহাতে আসক্ত ও বদ্ধচিত্ত হইব?

প্রতিদিন যে কত দেহ পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই বীর বা এই শূর সংগ্রাম জয় করিয়া, অসংখ্য প্রাণিহত্যা করিয়া বা অগণ্য গ্রাম দগ্ধ করিয়া, স্বগৃহে পদার্পণ করিল। চতুর্দ্দিকে শত্রু মিত্রে তাহার সুখ্যাতির সীমা নাই। দেখিতে দেখিতেই ইতিমধ্যে সামান্য পীড়ার সামান্য আঘাতেই তাহার সেই কালতুল্যবিজয়ী দেহ পতিত হইয়া গেল। এইরূপ সর্ব্বত্র, পর্য্যালোচনা করিয়া, আমি দেহত্যাগে উৎসুক হইয়াছি। দেহসত্ত্বে আমার বোধ হইতেছে যে, আমি যেন মূর্ত্তিমান্ অধীনতাভার বহন করিয়া, অনর্থক ভ্রমণ ও জীবনক্ষয় করিতেছি। এই দেহভার পরিহার করিলেই আমার মুক্তিলাভ হইবে। আহা, মানুষ এই দেহে কতই ক্লেশ ভোগ করে। দাসত্ব বা গলগ্রহত্ব করিয়াও ইহার পোষণ করিয়া থাকে। তথাপি এই হতদগ্ধ কৃতঘ্ন দেহ তাহাকে

ত্যাগ করে। আবার, কি আশ্চর্য্য, মানুষ এই সকল জানিয়া শুনিয়াও, এই দেহকে আত্মবুদ্ধিতে মমতা করে, স্নেহ করে ও আদর করে!

. আবার দেখুন, চিরকাল প্রভুত্বসহায়ে, অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলেও, এই দেহের উৎকর্ষ বা স্থায়িত্ব হয় না। অতএব ইহার পোষণ বা পরিপালনে ফল কি? ইহা বাল্যে মলমূত্র-লিপ্ত, যৌবনে কাম-ক্রীড়াদিতে দূষিত ও বার্দ্ধক্যে জরাপ্রভাবে অবসাদিত হইয়া, মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। সুতরাং, ইহার পোষণে ফল কি? কেহ অতি জঘন্য দাসত্ব, কেহ নরকতুল্য গলগ্রহত্ব, কেহ চৌর্য্য, কেহ চাতুর্য্য, কেহ যাচ্ঞাদৈন্য, কেহ কার্পণ্য, কেহ ভিক্ষা, কেহ দৌত্য ইত্যাদি বিবিধ অসৎ উপায়ে এই দেহের পোষণ করিয়া থাকে। অথবা, এইরূপ ও অন্যরূপ নানারূপ অসৎ উপায় না হইলে, পাপ-দেহ কখন সংসারে পুষ্ট ও পরিপালিত হইবার সম্ভাবনা নাই। দেখুন, এই কৃমি-কীট-ভোগ্য অসার দেহের জন্য পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে বঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই কারণে, এই জঘন্য কলেবরের পরিহারে আমার ঐকান্তিক অভিলাষ হইয়াছে।

সংসার অপার সাগর স্বরূপ, তৃষ্ণা গভীর গহ্বর রূপে উহার কুক্ষিমধ্যে নিহিত আছে; এই দেহ নিতান্ত-জড়ভাবাপন্ন কচ্ছপের ন্যায়, উল্লিখিত গহ্বরে চিরকাল নিদ্রিত রহিয়াছে, কিরূপে আপনার উদ্ধার করিবে? সুতরাং ইহার পোষণে ও ধারণে প্রয়োজন কি? এই দেহ রোগ, শোক, মোহ, সন্দেহ, ক্ষয়, সংশয়, সন্তাপ, পরিতাপ, বন্ধন ইত্যাদি বিবিধ উপদ্রবে অভিভূত ও নানাপ্রকার দৌরাত্ম্যে বেষ্টিত এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদির দুর্নিবার অত্যাচারে সর্ব্বদাই অবসন্ন-ভাবাপন্ন। দুঃখ ইহার চির-সহচর, বিষাদ ইহার নিত্য-বান্ধব, অবসাদ ইহার অন্তরঙ্গ এবং বিবিধ বিপৎ ইহার পরিচারিকা। সুতরাং, ইহার পোষণ ও ধারণ উভয়ই নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন। বৈরাগ্য ভিন্ন ঐ সকল উপদ্রব নিবারণের কিছু-

মাত্র সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি এই ভঙ্গুর দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে, তাহার অধোগতি হইয়া থাকে।

দেহের সমুদায় আরম্ভই নিষ্ফল। ইহা দ্বারা, কি ইহলোক, কি পরলোক, সমুদায়ই ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু, বিদ্যুৎ, ছায়া, প্রদীপ ও মনের গতি অপেক্ষাও দেহের চঞ্চলতা অধিক। পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও বিনাশবশে ইহা নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে, কোন কালেই ইহার উদ্ধার নাই; সুতরাং কষ্টেরও সীমা নাই। দেখুন, জননীর গর্ভকারা কি ভয়ঙ্কর—কি যাতনা-শত-পরিপূর্ণ! উহা কেবল মল, মূত্র, শ্লেষ্মা, পুরীষ, কৃমি, কীট ও পূতিগন্ধাদির সমষ্টি। হত দগ্ধ পাপ দেহকে দশমাস তন্মধ্যে বাস করিতে হয়। তৎকালে তাহার কষ্টের একশেষ হইয়া থাকে। ঐ কষ্টের উপমা বা বর্ণনা হয় না। এই দেহ যন্ত্র-নিষ্পিষ্টের ন্যায়, গর্ভ গর্ত্তমধ্যে যে বাস করে, তাহা স্মরণ করিলেও, ভয় ও যাতনার একশেষ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল চিন্তা ও পর্য্যালোচনা করিয়া, দেহে আমার অনুরাগ পরাহত ও আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে। নিশ্চয় জানিয়াছি, ইহাতে কোন প্রয়োজন বা ইষ্টাপত্তি নাই। হায়! যাহারা ঈদৃশ অস্থায়ী ও অসার দেহের অস্থায়ী কার্য্যে বদ্ধ হইয়া, সংসারে সংসক্ত হয়, তাহারা কি মূঢ়! মোহরূপ মদিরা পান করিয়া, তাহারা একান্ত মত্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে ধিক্! দেহ আমার নহে, আমিও দেহের নহি; আমিও আমি নহি, দেহও দেহ নহে; সমস্তই মিথ্যা বা কল্পনামাত্র; ইত্যাকার পর্য্যালোচনা করিয়া, যাহাদের মন উপরত বা পরম শান্তভাব আশ্রয় করিয়াছে, তাহারাই উত্তম পুরুষ। যাহারা, আমি আমার, ইত্যাকার জ্ঞানের বশীভূত হইয়া, দেহে আগ্রহ ও আসক্তি বন্ধন করে, তাহারাই অধম পুরুষ। তাহাদের কোন কালেই উদ্ধার বা পরিত্রাণ নাই। পঙ্কমগ্ন হস্তীর ন্যায়, তাহাদের অবসাদ-দশার শেষ দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহারা বহু-লাভের আকাঙ্ক্ষা ও মানাপমানে সমধিক দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে, তাদৃশ দোষদর্শী শরীরম্মন্য পুরুষগণ বদ্ধ না হইলেও,

বদ্ধ ও মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে। যে দেহে কামক্রোধাদি প্রবল রিপুগণের বাস, সে দেহে মুক্তিলাভ সহজ নহে। সত্য বটে, এই শরীরেই ধর্ম্মাদিরও অধিষ্ঠান আছে; কিন্তু উল্লিখিত রিপুগণের প্রবল তাড়নায় তাহাদের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহারা অগ্নি-সন্নিহিত লতার ন্যায় শুষ্ক ও ম্রিয়মাণ অবস্থায় সর্ব্বদাই অবস্থান করে। এইজন্য মানুষ ধর্ম্মাদির সহায়তায় সহসা বা সহজে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ, দেহের মধ্যে হৃদয়রূপ গভীর গর্ত্তে তৃষ্ণারূপ যে ভয়ঙ্করী পিশাচী বাস করে, তাহার প্রলোভন ও প্রতারণার সীমা ও পরিহার নাই। ইহার উপর আবার অজ্ঞানরূপ নিশাচর প্রবল হইয়া, সহায়হীনা প্রজ্ঞাকে সর্ব্বদা তাড়না ও প্রতারণা দ্বারা ক্ষীণ ও মলিন করিয়া, উল্লিখিত হৃদয়-গহ্বরে বিচরণ করিতেছে।

ফলতঃ, এই সংসার কিছুই নহে। সুতরাং, সংসারমধ্যস্থ দৃশ্যমান পদার্থসকল এবং সেই সকল পদার্থের অনুষঙ্গী এই পাপ দগ্ধ হত দেহও কিছুই নহে। কিন্তু আমরা এই দেহকর্ত্তৃক সর্ব্বদাই প্রতারিত হইতেছি। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? জলবিম্বের ন্যায়, ক্ষণধ্বংসী এই অসার শরীর কার্য্যরূপ ঘোর আবর্ত্তে পতিত ও পরমার্থরূপ-প্রকৃত-পথ-পরিভ্রষ্ট হইয়া, অনর্থক ভ্রমণ করিতেছে। এই ভ্রমণের কোন কালেই পরিহার নাই। ব্রহ্মন্! আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, এই দেহ মিথ্যাজ্ঞানের বিকার, স্বপ্ন-ভ্রমের আলয় ও মরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এইজন্য ইহাতে আমি আস্থা ও অনুরাগশূন্য হইয়াছি। শরতের মেঘ, বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রজাল এই সকলকে স্থায়ী বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহারাই এই ভঙ্গুর দেহের চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করে। বিদ্যুৎ প্রভৃতি যে সকল বস্তু, সর্ব্বদা ক্ষণধ্বংসী পদার্থ সকলের মধ্যে প্রধান, এই দেহ তাহাদিগকেও জয় করিয়াছে। এই হেতু অশেষ-দোষাকর এই দেহ, তৃণবৎ তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করিয়া, আমি সুখী হইয়াছি।

ঊনবিংশ সর্গ।

(বাল্যনিন্দা।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! এই সংসার, সাগরস্বরূপ, অসৎকার্য্যরূপ তরঙ্গে আকুল। ইহাতে জন্মিয়া, বাল্যকাল কেবল কষ্টভোগেই অতিবাহিত হয়। এই বাল্যকালে আসক্তি, বিপৎ, তৃষ্ণা, জাড্য, মূঢ়তা ও দৈন্য প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া থাকে; বিনাকারণে রোষ ও রোদনপরায়ণ হইয়া, আলানবদ্ধ হস্তীর ন্যায়, অবসাদ-দশার আবির্ভাব হয়; স্বাধীনতা এককালে বিনষ্ট হয়; তজ্জন্য জরা, যৌবন, মৃত্যু ও আপৎকাল অপেক্ষাও এই কালে চিন্তাবেশে হৃদয় জর্জ্জরিত হয়; পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর সহিত ক্রীড়াকৌতুকে মগ্ন হওয়াতে, গুরুজনের তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। এইজন্য বাল্যকাল নিতান্ত দুঃখজনক।

এই কালে প্রবল অজ্ঞান প্রযুক্ত তুচ্ছ কল্পনা সকল মনোমধ্যে পদ গ্রহণ করে। তত্তৎ কল্পনা সিদ্ধ হইলে, ক্ষণকালের জন্য আনন্দ সঞ্চরিত হয় এবং সিদ্ধ না হইলে, বিপুল বিষাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। এবংবিধ বহুবিধ অসুখের নিদান বাল্যকাল কাহার সুখ সমুদ্ভাবন করিতে পারে? এই কালে অজ্ঞানের বাহুল্যবশতঃ অগ্নি, জল ও বায়ু প্রভৃতি হইতে পদে পদেই যেরূপ বিভীষিকা উপস্থিত হয়, জ্ঞানযোগ হইলে, মহাবিপদেও সেরূপ হয় না। বালস্বভাবপ্রযুক্ত নানাবিধ দুশ্চেষ্টা, দুরাশা ও অত্যন্ত ভ্রম উপস্থিত এবং তজ্জন্য অসারে সার ও সারে অসার জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই বাল্যকাল নিষ্ফল কার্য্যপ্রবৃত্তির আশ্রয় ও বিবিধ দুষ্ক্রিয়ার অধিষ্ঠান; কোন মতেই শান্তিবিধানে সমর্থ নহে।

পেচক যেরূপ দিবসে গর্ত্তমধ্যে রুদ্ধ থাকে, বিবিধ আধি, ব্যাধি ও দুরাচারাদি দোষ সকল, তেমনি বাল্যকালে হৃদয়মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহারা বাল্যকালকে রমণীয় মনে করে, তাহারা মূঢ়বুদ্ধি ও হতজ্ঞান; তাহাদিগকে ধিক্‌! যাহা সর্ব্বপ্রকার

অমঙ্গলের নিদান ও হিতাহিত-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত এবং যাহাতে অভিনব বস্তু দর্শন বা শ্রবণ করিবামাত্র মন ব্যগ্র হইয়া থাকে, তাদৃশ বাল্যকাল কিরূপে সন্তোষ বিধান করিতে পারে? সাধারণতঃ, প্রাণিগণের অন্যান্য অবস্থাতে বিষয়-বিশেষে মন যেরূপ চঞ্চল হয়, বাল্যকালে তাহার দশ গুণ অধিক হইয়া থাকে। মন স্বভাবতই চঞ্চল; তাহাতে বাল-চাপল্যের যোগ হইলে, আত্মরক্ষা করা দুর্ঘট। স্ত্রীনেত্র, বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখা, ইহারাও বাল-চাপল্যের নিকট পরাভূত হইয়া থাকে। লোকে যেরূপ অর্থকামনায় প্রধান ব্যক্তির আনুগত্য করে, সেইরূপ সমস্ত আধিব্যাধি বাল্যকালের অনুগত হয়। মন ও শিশু-স্বভাব সমান চঞ্চল বলিয়া, পরস্পর সহোদর-ভ্রাতৃ-শব্দে গণ্য হইতে পারে। প্রতিদিন প্রীতিজনক নূতন বস্তু প্রাপ্ত না হইলে, বালকের মন ম্লান হইয়া থাকে। কুক্কুরের ন্যায়, বালকেরা অল্পেই তুষ্ট ও অল্পেই রুষ্ট হয় এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিয়াও, ঘৃণা অনুভব করে না। বৃষ্টিপাতে সূর্য্য-কিরণ-সন্তপ্ত ভূমির যেরূপ অবস্থা ঘটে, অবিরল-অশ্রুধারাকুল কর্দ্দমাক্ত-কলেবর বালকের তদ্রূপ হইয়া থাকে। বালকের দেহ, বুদ্ধি ও মন সমুদায়ই চঞ্চল এবং ইহারা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় ও দৃষ্টাদৃষ্ট বস্তুর প্রতি অভিলাষপরতন্ত্র হইয়া থাকে। অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত না হইলে, ইহারা একবারেই হতাশ ও দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত উপায়বিধানে অসমর্থ হইয়া, অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। বহু কষ্টে ও বহু চেষ্টায় ইহারা অভিলাষ পূর্ণ করে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে অরণ্য যেরূপ সন্তপ্ত হয়, অভিলাষ পূর্ণ না হইলে, স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ বালকের সেইরূপ সন্তাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। আলান-বদ্ধ অঙ্কুশাহত ভীষণ গজেন্দ্রের ন্যায়, বিদ্যালয়-বদ্ধ বালকগণ বেত্রাঘাতাদি দ্বারা নিরতি যন্ত্রণা ভোগ করে। এই কালে অজ্ঞান-প্রযুক্ত যে বিবিধ অভিনব বাসনা ও মিথ্যাবস্তুতে অভিনিবেশ উপস্থিত হয়, তাহাতে দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। বালক ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, লোকে বলিয়া থাকে, তোমাকে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য প্রদান করিব। তাহারা এই প্রতারণাবাক্যে হৃষ্টচিত্ত

হইয়া, সময়বিশেষে চন্দ্র-গ্রহণেরও অভিলাষ করে। এবংবিধ অজ্ঞানাবৃত বাল্যকাল কিরূপে সুখজনক হইতে পারে? বৃক্ষ ও বালকে কোন প্রভেদ নাই। বৃক্ষের চেতনা আছে; কিন্তু শীতাতপ-নিবারণের শক্তি নাই; তজ্জন্য নিয়ত যন্ত্রণা অনুভব করে; বালকেরাও সেইরূপ। ক্ষুধা হইলে, পক্ষী যেমন আকাশে উড়িতে ইচ্ছা করে; কিন্তু শীতবাতাদি জন্য কৃতকৃত্য হইতে পারে না, বালকেরা তেমনি শৈশবে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আহার-গ্রহণে অভিলাষী হয়; কিন্তু শরীর অবশ বলিয়া, উঠিতে পারে না। শিশুকাল কেবল ভয়েরই আলয়; পিতামাতা হইতেও ভয় হইয়া থাকে। বাল্যকাল অবিবেকের আলয় ও সকল-দোষ-দূষিত; তজ্জন্য মন সর্ব্বদাই দূষিত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য ইহা কাহারই সন্তোষজনক না হইয়া, কেবল দুঃখপরম্পরা সমুদ্ভাবন করে।

বিংশ সর্গ।

(যৌবননিন্দা।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! লোকের মন স্বভাবতঃ সদোষ। তাহারা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া, ভোগ-বিলাস-লালসায় অধঃপতনজন্য উৎসাহসহকারে যৌবনে আরোহণ করে এবং বিবিধ বিলাস ও বিদ্বেষাদির অনুভবপ্রযুক্ত দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তৎকালে হৃদয়রূপ-গহ্বর-স্থিত কামরূপ পিশাচ প্রাদুর্ভূত হইয়া, বিবেকের পরাভব সাধন করাতে, লোকে তাহার বশীভূত হয় এবং চঞ্চল-প্রকৃতি যুবতীগণের মনের ন্যায়, একান্ত চঞ্চল হইয়া, কোনরূপেই আত্মাকে স্থির রাখিতে পারে না। কাম, ক্রোধ, লোভ ও দ্যূতাসক্তি প্রভৃতি নিতান্ত দুঃখজনক দোষসমস্ত প্রবল হইয়া, কামাদি-চিন্তা-নিরত যুবাদিগের বিষমদশা উপস্থিত করে। হে ঋষে! যৌবনকাল অতীব ভয়ঙ্কর, মহা-নরকের বীজ এবং সর্ব্বদাই ভ্রম সমুৎপাদন করে। যে ব্যক্তি ইহা দ্বারা বিনষ্ট না হয়, তাহার কিছুতেই বিনাশ হয় না। ফলতঃ, যৌবন ভীষণ অরণ্যস্বরূপ। ক্রোধ, লোভ ও হিংসা

ইহার ব্যাঘ্র ও সর্পাদি এবং শৃঙ্গার প্রভৃতি ইহার রস। যে ব্যক্তি এই অরণ্য অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই বীর। বিদ্যুতের ন্যায়, ক্ষণমাত্র প্রকাশশীল ও দীপ্তিবিশিষ্ট, অমঙ্গল-জনক যৌবনের প্রতি আমার অণুমাত্র অনুরাগ নাই। এই কাল আপাত-মধুরবৎ প্রতীয়মান, পরিণামে নিতান্ত বিরস, মদিরার ন্যায় মত্ততার হেতু ও সকল দোষের আকর। এইজন্য এই দূষণীয় যৌবনের প্রতি আমার প্রীতির লেশ নাই। এই কাল সর্ব্বথা মিথ্যা হইলেও, ক্ষণকাল সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। এইজন্য এই প্রতারণাময় যৌবনে আমার অনুরাগ নাই। লক্ষ্যে শরপাত হইলে, প্রথমে প্রীতি জন্মে; কিন্তু পরে প্রাণিহত্যাপ্রযুক্ত অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। যৌবনকাল তেমনি পরিণামে দুঃখপরম্পরা সমুদ্ভাবন করে। এইজন্য যৌবনে আমার অনুরাগ নাই। যৌবনকাল, বেশ্যাসঙ্গের ন্যায়, আপাত-রমণীয়; কিন্তু পরিণামবিরস। এইজন্য যৌবনে আমার অনুরাগ নাই।

ক্ষয়কালে অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল যেরূপ দুঃখ সমুদ্ভাবন করে, যৌবনাবস্থায় অনুষ্ঠিত কার্য্যসকল তেমনি পরিণামে মহোৎপাতের ন্যায়, প্রতীত হইয়া থাকে। স্বয়ং ঈশ্বরও হৃদয়ান্ধকারিণী অজ্ঞানরূপ রজনীস্বরূপা এই যৌবনাবস্থাকে ভয় করেন। এই কালে মোহ প্রাদুর্ভূত, সদাচার তিরোহিত, বুদ্ধিবিপর্য্যয় সংঘটিত ও নিরন্তর ভ্রম-প্রমাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। মানুষ এই যৌবনকালে দাবাগ্নি-দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায়, দুর্ব্বিষহ স্ত্রীবিরহ-দহনে দহ্যমান হয় এবং অশেষগুণ-ভূষিত উদারচরিত পুরুষের মনোবৃত্তিও, বর্ষাকালীন নির্ম্মল-সলিলা নদীর ন্যায়, মলিন হইয়া থাকে। প্রবল-তরঙ্গ-সঙ্কুল ভীষণ স্রোতস্বিনী অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; কিন্তু যৌবনাবস্থা সহজে অতিক্রম করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কেননা, চঞ্চল-স্বভাব তৃষ্ণা ইহার অন্তর-ভাগ নিতান্ত তরলভাবে পরিণত করে। সেই বিচিত্র-ভোগ-বিলাস-শালিনী অসামান্য-লাবণ্য-শোভিনী রূপবতী কামিনী, সেই পীনোন্নত পয়োধরযুগ্ম, সেই রহস্যময় বিবিধ বিলাস এবং সেই প্রেয়সীর

প্রভাকর-প্রতিম পরম-প্রসন্ন বদনমণ্ডল, এই সকল চিন্তা করিয়া, যুবগণের মন জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। যৌবনে চিত্ত চঞ্চল ও বাসনা-বশে নিপীড়িত হয়। এইজন্য সাধুরা যুবা ব্যক্তিকে, তৃণ অপেক্ষাও লঘু জ্ঞান করেন।

আলান যেরূপ মত্ত হস্তীর গর্ব্ব খর্ব্ব করে, যৌবন সেইরূপ অভিমানমত্ত অশেষ-দোষাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট করে। ব্রহ্মন্! যৌবন অরণ্যস্বরূপ। মন ইহার মূল ও স্ত্রীপুত্র-বিয়োগজন্য রোদন ইহার বৃক্ষ এবং বিবিধ দোষ, সর্পস্বরূপ ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাতে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। অথবা, যৌবন পদ্মের ন্যায়; অনুরাগ ইহার কেশর, বিষয়চিন্তা ভ্রমরী, ইন্দ্রিয়গণ দল এবং অনিত্য সুখ এই পদ্মের মধু। মনুষ্যের হৃদয়রূপ সরোবর-তীরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ পক্ষ বিশিষ্ট আধিব্যাধিরূপ যে বিহঙ্গমগণ বিহার করে, এই যৌবন তাহাদের কুলায়। হে মহর্ষে! অজ্ঞানরূপ জলরাশি ও হাস্য-বিলাসাদিরূপ কল্লোলপরম্পরায় পরিপূর্ণ এই যৌবনরূপ মহাসাগর জরামরণাদিরূপ বেলাভূমি অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করে। যৌবন-প্রভাবে দোষসকল জাগরিত, গুণসকল নিদ্রিত, পাপসকল প্রাদুর্ভূত এবং বিবিধ বিলাসজনিত বিবিধ রোগ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

নব যৌবন, চন্দ্রের ন্যায়, দেহরূপ-সরোজ-বাসিনী বুদ্ধিরূপ ভ্রমরীকে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই শরীর লতাকুঞ্জস্বরূপ, যৌবন উহার রমণীয় মঞ্জরী; মন মধুকরের ন্যায়, উহাতে উন্মত্ত হইয়া থাকে। মরুভূমিস্থ সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত পিপাসাকুল মৃগগণ যেরূপ জললোভে সবেগে ধাবনপূর্ব্বক গর্ত্তে পতিত হয়, যৌবনে মনুষ্যের মন তেমনি সুখ-লালসায় ধাবমান হইয়া; বিষয়রূপ বিষম গহ্বরে নিপতিত হয়। যৌবন দেহরূপ রাত্রির জ্যোৎস্না, মনোরূপ সিংহের কেশর এবং প্রাণরূপ সমুদ্রের লহরীস্বরূপ। ইহা কোন রূপেই আমার সন্তোষজনক নহে। এই কলেবররূপ কাননে যৌবন, শরৎ-শোভার ন্যায়, স্বল্পকালমাত্র স্থায়ী হয়। ঈদৃশ ভঙ্গুর যৌবনে বিশ্বাস কি? দরিদ্রের হস্তগত ধন যেমন ক্ষণমধ্যেই লয় পায়,

যৌবনবিহঙ্গ তেমনি দেহপিঞ্জর হইতে শীঘ্রই পলাইয়া যায়। যৌবন যেমন বৃদ্ধি পায়, কামাদি রিপুগণ তেমনি বিনাশনিমিত্ত বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাবৎ যৌবন-যামিনীর প্রভাত না হয়,তাবৎ রাগ-দ্বেষাদি পিশাচবর্গ দেহে সঞ্চরণ করে। অতএব হে ঋষিশার্দ্দূল! মৃতপ্রায় পুত্রের প্রতি যেরূপ করুণা জন্মে, বিবিধ-বিকার-বিমোহিত বিবেক-বর্জ্জিত যুবকের প্রতি তদ্রূপ করুণা প্রকাশ করুন। যে ব্যক্তি এই ক্ষণিক যৌবন-সমাগমে মোহবশতঃ আনন্দিত হয়,সে পশুমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অভিমানবশে মোহে মত্ত হইয়া, যৌবনের কামনা করে,তাহাকে অচিরকালমধ্যেই অনুতাপ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা যৌবনসঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই মহাত্মা, মহাপুরুষ ও পৃথিবীর পূজনীয়। মকরালয় ভয়ঙ্কর সাগব যদিও সন্তরণ দ্বারা পার হওয়া সাধ্য হয়, কিন্তু অশেষ-দোষ-নিলয় এই যৌবন সহজে অতিক্রম করা যায় না। বিচিত্র দেবোদ্যান যেরূপ মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, শম, দম ও বিনয়াদি-গুণভূষিত আর্য্যপূজিত সুযৌবন তেমনি নিতান্ত দুর্লভ।

একবিংশ সর্গ।

(রমণীনিন্দা।)

শ্রীরাম কহিলেন, মহর্ষে! স্ত্রীজাতি স্নায়ু, অস্থি, গ্রন্থি ও মাংসময়ী পুত্তলিকা সদৃশী এবং শকটাদি যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চলগতিবিশিষ্ট; ইহার শোভা কিছুই নহে! ত্বক্, মাংস, রক্ত, বাষ্প ও জল, এই সকল দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া, সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, যদি মনোহারী বোধ হয়, তাহা হইলে, নারীর শোভা অবলোকন কর, নতুবা অনর্থক মুগ্ধ হইবার আবশ্যকতা কি? বিবেকী পুরুষেরা স্ত্রীর কেশ, রক্ত ও দেহ, সকলই নিন্দনীয় বোধ করেন। রমণীরা বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও সুগন্ধি অনুলেপন দ্বারা যে শরীরের সৌষ্ঠব বিধান করে,শৃগাল ও কুক্কুরেরা সেই দেহ শ্মশানে ভক্ষণ করিবে। রমণীগণের মনোজ্ঞ-মুক্তামালা-মণ্ডিত, সমুন্নত-শৈলশেখর-সদৃশ,

পরমানন্দ-সন্দোহময়,পীনোন্নত পয়োধর-যুগ্ম,জহ্নুনন্দিনীর লহরী-মালায় আন্দোলিত দেখিয়া, শ্মশানভূমি-সঞ্চারী সারমেয়গণ উপাদেয় অন্ন বোধে তৃপ্তিকামনায় নিরতি আনন্দে ভক্ষণ করিবে। অরণ্য-চারী ইতর প্রাণীর ন্যায়, রমণীগণের শরীরও সামান্য-শোণিত-মাংসময়। যাহার পরিণাম ও স্বভাব এইপ্রকার ন্যক্কারজনক, তাহার প্রাপ্তি জন্য আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন কি ?

হে ঋষিশার্দ্দূল ! সুরা যেমন বিপুল উল্লাস, চিত্তবিকার ও কামসন্তাপ, এই সকলের হেতু, রমণীও তদ্রূপ-গুণবিশিষ্ট। রমণীর দেহ আপাত-মনোহর বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু মোহের মূর্ত্তিমান্ শরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। রমণীরূপ বন্ধনস্তম্ভে পুরুষ, হস্তীর ন্যায় বদ্ধ হইলে, সদুপদেশরূপ সুদৃঢ় অঙ্কুশের আঘাত দ্বারাও তাহাকে প্রবোধিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কেশ-কজ্জল-ধারিণী, রূপ-লাবণ্য-শালিনী, লোচনানন্দ-দায়িনী রমণীরা, সুদুস্পর্শ অগ্নি-শিখার ন্যায়, পুরুষদিগকে, তৃণের ন্যায়, দগ্ধ করে, দূরে থাকিয়াও গাত্র দাহ করে এবং আপাততঃ সুখসেব্য হইলেও,পরিণামে দারুণ দুঃখ সংঘটিত করে। কৃষ্ণবর্ণ কবরী, তারকার ন্যায় লোচন, পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ বদন ও বিকসিত কুসুমগুচ্ছের ন্যায় সুচারু হাস্য ইত্যাদিতে অলঙ্কৃতা এবং শৃঙ্গারাদি লীলাসহায়ে চিত্তচাঞ্চ-ল্যের হেতুভূতা ও পুরুষগণের কার্য্যসংহারে ব্যাপৃতা কামিনীরা, সুদীর্ঘ যামিনীস্বরূপ, বুদ্ধিবিমোহ সম্পাদন করে এবং বিষলতার ন্যায়, চিত্তের উন্মাদবিধানপূর্ব্বক পুরুষগণের প্রাণসংহার করে। কামরূপ কিরাত প্রমত্তচিত্ত পুরুষরূপ বিহঙ্গমকে বদ্ধ করিবার জন্য রমণীরূপ বাগুরা বিস্তার করিয়াছে। মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গ রমণী-রূপ আলানে বদ্ধ হইলে, মূকের ন্যায় অবস্থিতি করে। মন্দুরা যেমন অশ্বগণের,আলান যেমন হস্তিগণের ও মন্ত্রৌষধি যেমন ভুজ-ঙ্গমগণের, বামলোচনা অঙ্গনা তেমনি পুরুষগণের,বন্ধনের উপায়। এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ দোষের আকর এবং দুঃখময় শৃঙ্খলস্বরূপ রমণীতে আমার প্রয়োজন নাই।

রমণীর স্তন, নয়ন ও ভ্রূ, সমস্তই মাংস-সার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং,উহাতে মনোহারিতা কি আছে? যাহাদের জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই ও বিবেক নাই,তাহারাই সুধা-কলস বা করি-কুম্ভ, পদ্ম বা কুমুদ এবং কামের শরাশন ইত্যাদি বস্তুর সহিত উহাদের উপমা দিয়া, আপনা আপনি অনর্থক মোহিত হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখুন, বার্দ্ধক্যে এই চক্ষু যখন বিদলিত, এই স্তন যখন গলিত ও এই ভ্রূ যখন লম্বিত হইবে, তখন ইহার মধুরিমা ও মোহিনীশক্তি কোথায় যাইবে? যাহার পরিণাম এইরূপে অতীব ন্যক্কার ও ঘৃণাজনক, তাহাতে আবার মুগ্ধ ও আসক্ত হওয়া কি? অদূরদর্শী পুরুষেরাই ঐরূপ মোহিত ও আসক্ত হইয়া থাকে। দেখুন, লোকে সবিশেষ প্রীতিসহকারে রমণীর যে বদনমণ্ডল অলকাদি দ্বারা সুশোভিত করে, তাহাই আবার শ্মশানে অগ্নিমুখে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। মৃত্যুর পর শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইলে,কামিনীর কেশকলাপ, বৃক্ষশাখায় চামরবৎ লগ্ন, অস্থিসকল নক্ষত্রবৎ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, রক্ত ধূলিতে মিশ্রিত, চর্ম্ম মাংস শৃগালাদির উদরগত এবং প্রাণবায়ু আকাশে প্রবিষ্ট হয়। ভগবন্! রমণীর অঙ্গাদি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে উহাতে যে সকল ভ্রম আছে, বলিব।

নারীজাতি পঞ্চভূতের সমষ্টি। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহাতে কিরূপে অনুরক্ত হয়, জানি না। পুরুষেরা স্ত্রীর ভরণজন্য ধনলাভ-লালসায় ব্যাকুল হইয়া, যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায়, কোন্ দিক্ আশ্রয় করিবে, বুঝিতে পারে না। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা, বিন্ধ্যগিরির গহ্বরপতিত মহাগজের ন্যায়, সর্ব্বদাই ব্যাকুল-ভাবাপন্ন। যাহার স্ত্রী,তাহারই দুঃখ। স্ত্রী ত্যাগ করিলে, সংসারত্যাগ হয়। সংসারত্যাগী সর্ব্বদাই সুখী। এই সকল ভাবিয়া, ক্ষণভঙ্গুর অসার বিষয়ভোগে আমি বীতস্পৃহ হইয়াছি এবং জরামরণাদি-লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের পরমপদলাভের উপায়চিন্তায় সর্ব্বদা প্রযত্নাতিশয়-সহকারে ব্যাপৃত হইয়া আছি।

দ্বাবিংশ সর্গ।

[বার্দ্ধক্যনিন্দা।]

শ্রীরাম কহিলেন, মহর্ষে! বাল্যকালের সুখভোগ সম্পূর্ণ না হইতেই, যৌবন সহসা উহাকে গ্রাস করে। আবার, যৌবন ভয়ঙ্কর জরা-কবলে সহসা নিপতিত হইয়া থাকে; সুতরাং কোন অবস্থাই সুখের নহে। হিম যেমন পদ্মের ও নদী যেমন তীরজাত তরুর, জরা তেমনি দেহের ধ্বংস করে। কামিনীরা জরাজীর্ণ পুরুষকে বলীবর্দ্দের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। সপত্নী-তাড়িত স্ত্রীর ন্যায় জরাপ্রভাবে তাড়িত হইয়া, প্রজ্ঞা দেহ ত্যাগ করে, স্ত্রী, পুত্র, দাসদাসী ও সুহৃদ্‌বান্ধবেরা জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মত্তজ্ঞানে উপহাস করে; হায়, কি কষ্ট! এখন আমি কি করিব! ইত্যাকার অপ্রতিবিধেয় ভয় ও শোক জরাজীর্ণ পুরুষকে আক্রমণ করে এবং গুণ ও পরাক্রম তাহাকে পরিত্যাগ ও দীনহীনতা তাহাকে আশ্রয় করে। দৈন্য-দোষ-শালিনী অন্তর্দ্দাহ-কারিণী বিষয়-বাসনা বাল-সখীর ন্যায় জরাগ্রস্তকেও অবলম্বন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য,আমি এখন কি করিব, কিরূপেই বা অবস্থিতি ও কখন্ কি প্রকারে কিরূপ সুস্বাদু দ্রব্যই বা ভক্ষণ করিব, ইত্যাকার নানাপ্রকার চিন্তার প্রসার ও প্রচারবশতঃ বিষম মনোবিকার উপস্থিত হয়। কোন বিষয়ই ভোগ করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও, বৃদ্ধাবস্থায় সকল বিষয়ই ভোগ করিবার বাসনা প্রাদুর্ভূত হয়।

অশেষ-ক্লেশ-জননী জরারূপ বকী দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিলে, বিবিধ ব্যাধিরূপ ভুজঙ্গম তাহাকে বেষ্টন করে। অন্ধকারের আবির্ভাবে পেচকের ন্যায়, জরার আবির্ভাবে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। জনহীন নগর, লতাহীন তরুবর ও বৃষ্টিহীন দেশ, যদিও কোনরূপে সুদৃশ্য বোধ হয়; কিন্তু জরাগ্রস্ত দেহের কোনরূপ শোভা নাই! গৃধ্রী যেমন চীৎকার করত, আমিষ গ্রহণ করে, জরা তেমনি কাশধ্বনি করিয়া, মানুষকে গ্রাস করে। কুমারীরা যেমন দেখিবামাত্র কুমুদ-কুসুমের শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক গ্রহণ করে, জরা তেমনি

দেখিবামাত্র যৌবনকে ধ্বংস করে। বর্ষা যেমন জলাশয় কলুষিত করে,জরা তেমনি মন মলিন করে। অন্ধকার যেমন দৃষ্টি হরণ করে, জরা তেমনি জ্ঞান বিনাশ করে। হিমানী যেমন পদ্মের শোভা ম্লান করে, জরা তেমনি দেহের মলিনিমা উপস্থিত করে। কাল জরারূপ-লবণ-সংযোগে মনুষ্যের মস্তকরূপ পক্ক কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই জরা, মার্জ্জারীর ন্যায় যৌবনকে, অনাথ মূষিকের ন্যায়, ভক্ষণ করিয়া উল্লসিত হয়। জঙ্গলে শৃগাল যেমন, জরায় মানুষ তেমন, অমঙ্গল শব্দ করিয়া থাকে। শ্বাস, কাশ ও শীৎকারাদি শব্দ ইহার দৃষ্টান্ত। লতা যেমন পুষ্পভারে,দেহ তেমনি জরাবশে নত হইয়া পড়ে। জরার তাড়নায় পৃষ্ঠ ভগ্ন, কটি মগ্ন, দেহ সর্ব্বদা রুগ্ন ও মন উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। এই জরা, হস্তিনীর ন্যায়, অনায়াসেই দেহকে, কদলীবৃক্ষের ন্যায়, বিনাশ করে। মৃত্যুরাজ আগমন করিবেন, এইজন্য আধিব্যাধিরূপ তদীয় সৈন্য জরারূপ শ্বেত চামর হস্তে অগ্রেই সমাগত হয়। গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেও, জরারূপ রাক্ষসীর হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। জরাগ্রস্ত শরীর সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত,সর্ব্বদাই অবসন্ন ও সর্ব্বদাই বিপদাপন্ন এবং ইন্দ্রিয়শক্তি-পরিশূন্য হইয়া থাকে। নর্ত্তকীরা যষ্টি ধরিয়া যেমন মুরজ-তালে নৃত্য করে, জরা তেমনি কাশবায়ু-নিঃসরণ-শব্দসহায়ে মানবদেহে নৃত্য করে। চন্দ্রোদয়ে কুমুদের ন্যায়, জরার আবির্ভাবে মৃত্যু প্রফুল্ল ও রোমাবলী শ্বেতবর্ণ হয় এবং অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ফলতঃ, জরায় শরীরের অবস্থা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব অন্যান্য জীবের ন্যায় আমার দেহও জরাপ্রভাবে জীর্ণ হইবে। ঈদৃশ পরিবর্ত্তনশীল ভঙ্গুর দেহে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? যাহার পরিণাম এইপ্রকার দুঃখ ও জীর্ণতা, তাদৃশ শরীর ধারণ করিয়া, অনর্থক দুরাশাগ্রস্ত হওয়ায় ফল কি? সংসার-বিজয়িনী জরাকে জয় করা কাহারও সাধ্য নহে; প্রত্যুত, সকলেই ইহার নিকট পরাজিত ও উপহসিত।

বলয় পরিধান পূর্ব্বক বিরাজ করে এবং শৈল, সিন্ধু, স্বর্গ ও পৃথিবী-রূপ শৃঙ্গচতুষ্টয়সম্পন্ন জগৎরূপ মেঘের নক্ষত্রপুঞ্জরূপ রক্তকণা ভক্ষণ করে। ব্রহ্মন্! এই কাল যৌবনরূপ পদ্মের চন্দ্র ও আয়ুরূপ মাতঙ্গের কেশরী। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন বস্তু ইহার নিকট পরিহার প্রাপ্ত হয় না। কাল প্রলয়সময়ে ক্রীড়াচ্ছলে প্রজাকুল নির্ম্মূল করিয়া, তমঃপ্রকাশরূপে ব্রহ্মকে আশ্রয় করে। এই কালই বিশ্বের হর্ত্তা, কর্ত্তা, স্মর্ত্তা ও ভোক্তা এবং সুভগ ও দুর্ভগ দ্বিবিধ রূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান। ইহার মহিমা অবগত হওয়া সামান্য বুদ্ধির সাধ্য নহে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী।

ভগবন্! অপরিসীম-তেজস্বী কাল, রাজপুত্রের ন্যায়, বিচিত্র লীলাসহকারে মৃগের ন্যায় মুগ্ধ জীবগণের সংহার পূর্ব্বক সংসাররূপ জীর্ণ অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে। প্রলয়কালীন মহার্ণব এই কালের পুষ্করিণী; বড়বানল উহার পঙ্কজ; কটু, তিক্ত ও অম্লাদি রসবিশিষ্ট সাগরসমেত সমস্ত সংসার উহার প্রাতরাশ-স্বরূপ পর্য্যুষিত অন্ন; সর্ব্বভূত-বিনাশিনী কালরাত্রি উহার প্রণয়িনী; মাতৃকারা উহার পরিচারিকা; সুগন্ধি-কুসুম-সৌরভিনী সর্ব্বরসশালিনী মেদিনী উহার করতলবর্ত্তিনী পানপাত্রী; গভীর গর্জ্জন ও ভয়াবহ বাহ্বাস্ফোটবিশিষ্ট সটাভীষণ নৃসিংহ, ক্রীড়া-বিহঙ্গের ন্যায়, উহার ভুজ-পঞ্জরে বিরাজ করেন এবং বীণার ন্যায় সুমধুর-স্বরসম্পন্ন ও শারদীয়-নভস্তল-সদৃশ-কান্তিবিশিষ্ঠ সংহারভৈরব মহাকাল এই কালের ক্রীড়াসাধন কোকিল-শাবকস্বরূপ। অভাব উহার প্রচণ্ড কোদণ্ড এবং দুঃখ সকল উহার শর। বিবিধ-বিলাসপটু এই কাল, মৃগয়া-বেশী রাজকুমারের ন্যায়, মর্কটবৎ চঞ্চলস্বভাব মানবদিগকে বিদারিত ও প্রজ্বলিত করিয়া, ভীষণ সংসারকাননে বিচরণ করে।

দৈব ও ক্রিয়া এই দুইটী কালের রূপ। এই কাল দুর্ব্বিলাসগণের শ্রেষ্ঠ এবং এক দিকে সৃষ্টি ও অন্য দিকে সংহার করে। এবং প্রখর তাপে হিমের ন্যায়, কর্ম্ম দ্বারা প্রাণিগণের বিনাশ করিয়া থাকে। ভীষণস্বভাব কাল কৃতান্তরূপে নর-কপাল হস্তে নৃত্যাগার

স্বরূপ সংসারে মত্তের ন্যায় নৃত্য করে। ইহার ভার্য্যা নিয়তি, স্বামীর সাতিশয় প্রীতিপাত্রী। চন্দ্র ও গঙ্গাপ্রবাহ, কালের সংসার-রূপ বক্ষঃস্থলে যজ্ঞসূত্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্য কালের করভূষণ, ব্রহ্মাণ্ড কর্ণিকা, সুমেরু লীলাপদ্ম এবং নক্ষত্র-রাজিরূপ-বিচিত্র-বিন্দু-ভূষিত নভোমণ্ডল কালের বস্ত্রস্বরূপ। ঐ বস্ত্র একার্ণব-সলিলে ধৌত হইয়া থাকে। নিয়তি প্রাণিগণের ভোগ-সাধন-কার্য্যকারিণী-রূপে এই কালের সম্মুখে নৃত্য করে। প্রাণিগণ সেই নৃত্য দর্শন মানসে নিয়ত যাতায়াত করিতেছে। দেবাদি সমুদায় লোক নিয়তির অঙ্গভূষণ ও নভস্তলবিশাল কবরীমণ্ডল। উহার পাতালরূপ চরণে জীবগণ নূপুরবৎ শোভা পাইতেছে। শুভাশুভ ক্রিয়া উহার সখী। চিত্রগুপ্ত ঐ সখীর সাহায্যে নিয়তির আপাদ-মুখ সুরঞ্জিত করেন। প্রলয়কালে নিয়তি স্বামীর ইঙ্গিতমাত্রে চঞ্চল-চরণে নৃত্য আরম্ভ করিলে, পর্ব্বতস্ফোটাদির ভয়ঙ্কর শব্দ সেই চরণের ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়। তৎকালে কৌমার-প্রলয়-সমুদ্ভূত ভয়ঙ্কর হুতাশন নিয়তির পশ্চাদ্দেশে ময়ূরবৎ নৃত্য করে এবং নয়নত্রয়ের সুবিশাল রন্ধ্র হইতে ভীষণ শব্দ বিনিঃসৃত হয়। মহাদেবের মুখই এই নিয়তির মুখ এবং মহাদেবীর কবরী ইহার চামর। সংহার-ভৈরবের পর্ব্বতাকৃতি উদর দেহ ভিক্ষার পাত্রস্বরূপ ইহার হস্তে সর্ব্বদা বিরাজমান। নৃত্য সময়ে উহার শত সহস্র ছিদ্র হইতে শব্দপরম্পরা বিনির্গত হইয়া থাকে। সর্ব্বসংহারিণী এই নিয়তি কঙ্কালসমূহে গগন পূর্ণ করিয়া, জীবগণের মস্তক সকল, পদ্মমালার ন্যায়, কণ্ঠে ধারণ করে। প্রলয়কালীন নৃত্যসময়ে তৎসমস্ত পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত ও দীপ্যমান হইয়া থাকে। পুষ্কর ও আবর্ত্তকাদি মেঘগর্জ্জন এই কালকামিনী নিয়তির সেই প্রলয়কালীন নৃত্যের ধ্বনিস্বরূপ। গন্ধর্ব্বেরা তৎপ্রভাবে পলায়ন করে।

ভগবন্! চন্দ্রমণ্ডলরূপ কুণ্ডল ও তারকারূপ চূড়া ধারণ করিয়া, কাল বিশ্বরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিয়া থাকে। ইহার এক কর্ণে হিমালয় ও অপর কর্ণে সুমেরু এবং চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল তৎসঙ্গে

আন্দোলিত হইয়া, গণ্ডস্থলের শোভা সমুদ্ভাবন করে। লোকালোক পর্ব্বত, মেখলার ন্যায় কালের কটিতটে বিরাজমান। বিদ্যুৎ সকল ইহার কর্ণভূষা। লোকপাল ইহার বিচিত্র কন্থা। মুষল, মুদ্গর, প্রাস, পট্টিশ ইত্যাদি অস্ত্র সকল মালাস্বরূপ ইহার গলদেশে কৃতান্ত কর্ত্তৃক স্থাপিত এবং অনন্তরূপ মহাসূত্রে বদ্ধ, সুদীর্ঘ সংসার বন্ধনপাশে ঐ মালা গ্রথিত হইয়াছে। বিবিধরত্নপূর্ণ সপ্ত সাগর কালের করভূষণ, রজ ও তমোগুণময় বিবিধ সুখ দুঃখ ইহার রোমাবলী এবং স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারপরম্পরা ঐ রোমাবলীর আবর্ত্ত।

এইরূপে কৃতান্ত ও মৃত্যুস্বরূপ কাল প্রলয়কালীন নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া, পুনরায় ব্রহ্মাদির সৃষ্টি করিয়া, শোকদুঃখ-জরাশালিনী সৃষ্টিরূপিণী নাট্যশালার আবিষ্কার করে এবং বালক যেমন পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া, আবার ভগ্ন করে, সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ বনরাজি ও দেশ, নানাজাতীয় জনতা ও আচারপরম্পরা রচনা করিয়া, পুনর্ব্বার সংহার করে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

(বিবিধবিকারবর্ণন।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! কাল প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বস্তু সকল সংসার বিনাশ করিয়া থাকে। মাদৃশ ব্যক্তির কিরূপে তাহাতে আস্থা হইতে পারে? হায়, কি আশ্চর্য্য! আমরা দৈবাদির প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া, বিক্রীত ও আরণ্য মৃগের ন্যায় কাল যাপন করিতেছি। এই সংহার-স্বভাব কাল লোকসকলকে আপৎসাগরে মগ্ন করিয়া, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় বিবিধ দুরাশা ও দুশ্চেষ্টায় দগ্ধ করিতেছে। নিয়তি ইহার পত্নীর ন্যায় সমাধিপর যোগিদিগেকও ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া থাকে। ব্রহ্মন্! এই কৃতান্তরূপী কাল তরুণ দেহেও জরার আবির্ভাব করিয়া, প্রাণিদিগকে বিনাশ করে

আর্ত্ত ব্যক্তিও ইহার কৃপালাভে সমর্থ হয় না। ইহার উদারতারও সীমা নাই। দেখুন, এই কাল পক্ষপাত-পরিশূন্য হইয়া, সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করে।

ভোগসুখ দারুণ দুঃখের আধারমাত্র। কি আশ্চর্য্য, লোকমাত্রে তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত! এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে জীবন ও যৌবন উভয়ই অস্থিরভাবাপন্ন; বাল্যকাল নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, কৃতান্ত একবারেই করুণাশূন্য এবং লোকমাত্রেই বিষয়ানুসন্ধান জন্য মনোমালিন্যসম্পন্ন। বন্ধু বান্ধবাদি আত্মীয়গণ দুর্ভেদ্য বন্ধনস্বরূপ; কাহারও সহিত কাহার সম্পর্ক নাই; তৃষ্ণা, মৃগ-তৃষ্ণার সমান; ইন্দ্রিয়গণ প্রধান শক্র; সত্য অসত্যভাবে পরিণত এবং আত্মাই মনের রিপু ও আপনার ক্লেশের হেতু। লোকমাত্রের মন অভিমানবশতঃ নিতান্ত কলঙ্কিত ও বুদ্ধি একান্ত শিথিলভাবাপন্ন। ক্রিয়া সকল ক্লেশমাত্রের নিদান, প্রকৃতি স্ত্রীর প্রতিই ধাবমান ও বাসনা একমাত্র বিষয়েই সংসক্ত। আত্মার কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি নাই ও অনুরাগে সুখের লেশমাত্র নাই এবং স্ত্রী সকল দোষের আকর। বস্তুমাত্রেই, অবস্তুর ন্যায়, অহঙ্কারী জীব তাহাতেই বদ্ধচিত্ত। ভাবমাত্রেই অভাবে পূর্ণ, এই কারণে সংসারের অন্ত পাওয়া দুর্ঘট। লোকমাত্রেরই মন অস্থির, বুদ্ধি নিরন্তর দহ্যমান এবং রাগ, রোগের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে, বৈরাগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। সকলেরই দৃষ্টি রজোগুণে কলুষিত, তমোগুণ নিরন্তর বর্দ্ধিত ও সত্ত্বগুণ পলায়িত হওয়াতে, তত্ত্বলাভ সুদূরপরাহত হইয়াছে। জীবন নিতান্ত অস্থিত, মৃত্যু সর্ব্বদাই সম্মুখে উপস্থিত, ধৈর্য্যবন্ধন একবারেই শিথিলিত, অনুরাগ অসার বিষয়সুখের অনুসরণেই ধাবিত, বুদ্ধি মূর্খতাবশতঃ একান্ত কলুষিত, দেহ বিনাশেরই বশীভূত, জরা হুতাশন-শিখার ন্যায় প্রবল প্রজ্বলিত এবং একমাত্র পাপপ্রবৃত্তিই নিতান্ত স্ফূর্ত্তিগত।

যৌবন যত্ন করিলেও থাকে না, সাধুসঙ্গ নিতান্ত দুর্ঘট এবং সত্যের বিমল বদন একবারেই অদৃশ্য; এই সকল কারণে গতি-

লাভের উপায় নাই। মন মোহান্ধকারে আবৃত, সন্তোষ দূরে পলায়িত, দয়া একবারেই তিরোহিত এবং একমাত্র নীচতারই প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ধৈর্য্যগ্রন্থি শিথিলিত, জন্ম ও মৃত্যু পুনঃ পুনঃ সংঘটিত, দুর্জ্জনসঙ্গ সর্ব্বত্রই অধিগত এবং সাধুসঙ্গ একবারেই পরাহত হইয়াছে। বস্তুমাত্রেই জন্ম মৃত্যুর বশীকৃত, বিষয়বাসনাই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত এবং প্রাণিগণ মৃত্যুকর্ত্তৃক অহোরহ অপহৃত হইতেছে। প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার জাল চতুর্দ্দিকেই বিস্তৃত, লোভ ও মোহের অধিকার প্রাদুর্ভূত, শঠতা ও কুটিলতার অসীম প্রভুত্ব প্রথিত এবং সত্য ও ধর্ম্মের ক্ষীণভাব সংঘটিত হওয়াতে, সাধুগণের দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে। কালবশে দিক্‌-সকলও লুপ্ত, দেশসকলও নামান্তর প্রাপ্ত ও পর্ব্বত সকলও ক্ষয়োদরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ঈদৃশ ক্ষণধ্বংসী সংসারে কিরূপে আমার আস্থা জন্মিতে পারে? ব্রহ্মন্! ঐশীশক্তির প্রভাব অনির্ব্বচনীয়। তদ্দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর সহিত সকল ভুবনও প্রলয়-গ্রস্ত, সাগর সকলও বিধ্বস্ত, তারকা সকলও বিপর্য্যস্ত, সিন্ধু সকলও বিস্রস্ত, অসুর সকলও বিশস্ত এবং ধ্রুব ও দেবগণও উপরতিস্থ হয়েন। অধিক কি, কালবশে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাভূত, যমকেও নিয়মিত, বায়ুকেও সংহৃত, চন্দ্রকেও লীন, সূর্য্যকেও ক্ষীণ এবং অগ্নিকেও বিলীন হইতে হয়। আবার, কাল, নিয়তি ও আকাশাদির কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও পতন হইয়া থাকে। ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুর সংসারে মাদৃশ ব্যক্তির কিরূপে আস্থা হইতে পারে?

ব্রহ্মন্! পরমাত্মার মূর্ত্তি শ্রোত্র, নেত্র ও বাক্যের অগোচর। তাঁহাকে জানিতে গিয়া, পদে পদেই আমাদের ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার স্বরূপ চিন্তার অতীত এবং এই ব্রহ্মাও তাঁহার প্রতিবিম্ব। তিনি মায়াবলে ইহার সৃষ্টি এবং অন্তর্যামীরূপে ইহার সর্ব্বত্র বিরাজ করেন। তাঁহার শাসন লঙ্ঘন করা কাহারই সাধ্য নহে। সকল লোকের আশ্রয় এই প্রভাকর তাঁহারই আজ্ঞায়

আলোক দান করিয়া, যথানিয়মে ভ্রমণ করিতেছেন। পৃথিবী তাঁহারই প্রভাবে সকলকে ধারণ করিয়া আছেন। স্বর্গে সুরগণ, পাতালে পন্নগগণ ও মর্ত্ত্যে মানবগণ তাঁহারই সঙ্কল্পমাত্রে সমুৎপন্ন, আবার তাঁহারই ইচ্ছামাত্রে প্রলয়কবলে পতিত হইয়া থাকে। দুর্ব্বৃত্ত কাম তাঁহারই প্রভাবে সবলে লোক সকলকে অযথোচিত-রূপে আপনার আয়ত্ত করিয়া, পরাক্রম প্রদর্শন করে। ঋতুপতি বসন্ত তাঁহারই সাহায্যে চতুর্দ্দিক্ সুরভিত ও লোকসকলকে বশী-কৃত করিয়া থাকে। আবার, স্ত্রীলোকের অনুরাগে ও চঞ্চল নয়নে যে বশীকরণ শক্তি বা মোহিনী মায়া আছে, তিনিই তাহার কারণ।

পরোপকার-পরায়ণ পরসন্তাপ-সন্তপ্ত সুস্নিগ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই সুখী। এই সংসার-সাগর কালরূপ বড়বানলে নিয়ত প্রজ্বলিত ও দুঃখ-কল্লোল-কোলা-হলে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত। অরণ্যমধ্যে লতাজালে বদ্ধ ও অবসন্ন মৃগের ন্যায়, মানবগণ মোহবশে দুরাশাপাশে সংযত হইয়া, অনবরত ক্লেশরাশি ভোগ ও বারংবার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কুকর্ম্মবশে পরমায়ু বৃথা বিনষ্ট করিয়া থাকে। এই সুখ, এই ভোগ, এই উৎসব, এই বন্ধু, এই অর্থ, এই যাত্রা, ইত্যাকার নানাপ্রকার অসার কল্পনার আবিষ্কার দ্বারা তাহাদের মন ও বুদ্ধি দিবানিশি আচ্ছন্ন হইয়া আছে। কিন্তু ঐ সকল কতদূর সুখের হেতু ও আনন্দের সেতু, তাহা সহৃদয় পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

(সংসার নিন্দা।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই সংসার আপাত-রম্য ও পরি-ণাম-বিরস। সুতরাং, ইহার কোন বস্তুই শান্তিসুখসম্পাদনে সক্ষম নহে। বাল্যকাল বৃথা ক্রীড়াকৌতুকে অতিবাহিত হইলেই, হরিণ

যেমন গিরিগুহা, মন তেমনি অবলাগণের অন্বেষণ-তৎপর হইয়া, যৌবন যাপন করে। পরে বার্দ্ধক্যের সমাগমে জরায় জীর্ণ হইয়া, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। জরারূপ-হিমসংসর্গে দেহপদ্ম ম্লান হইলে, প্রাণরূপ মধুকর আর তাহাতে বিচরণ করে না। তখন সংসার-সরোবর শুকাইয়া যায়। তৃষ্ণারূপ তরঙ্গিণীর প্রবল তরঙ্গে অখিল বস্তুজাত কবলিত এবং সন্তোষরূপ পাদপের মূলদেশ অনবরত উৎখাত হইতেছে। এই দেহ, ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়, সংসার-সাগরের উত্তাল তরঙ্গে সর্ব্বদাই চঞ্চল; ইন্দ্রিয়গণ মকরের ন্যায়, পরাক্রম প্রদর্শন করিলেই, মগ্ন হইয়া যায়। কাম, প্রকাণ্ড পাদপের ন্যায়, তৃষ্ণারূপ লতায় বেষ্টিত হইয়া, সংসার আচ্ছন্ন করিয়াছে। মন, মর্কটের ন্যায় ফলকামনায় উহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত; কিন্তু সিদ্ধকাম হইতেছে না।

বিপদে বিষণ্ণ বা মোহে আচ্ছন্ন, স্বার্থলাভে অহঙ্কারপূর্ণ এবং কুটিল কামিনীকটাক্ষে অবসন্ন না হয়েন, এরূপ মহাপুরুষ দুর্লভ। ধন আছে, মদমত্ততা নাই; বিদ্যা আছে, বিবাদ নাই এবং শক্তি আছে, পরপীড়ন নাই, এরূপ ব্যক্তিও দুর্লভ। আমার মতে সংগ্রাম জয় করিলেই, শূর হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি মনোরূপ, প্রবাহপূর্ণ ইন্দ্রিয়সাগর পার হইয়াছে, সেই প্রকৃত শূর। যাহার পরিণাম সুখ ও আন্তরিক উল্লাস উদ্ভাবন করে, যাহার আশ্রয়ে বিশ্রামসুখ সংঘটিত হয় এবং যাহার অনুষ্ঠানে দুরাশা-পিশাচীর প্রভাব খর্ব্ব হয়, সংসারে এরূপ ক্রিয়াও দুর্লভ। যাঁহার ধৈর্য্য অস্খলিত, কীর্ত্তি ত্রিভুবনব্যাপ্ত, বিক্রম সর্ব্বদিগ্‌বিখ্যাত, সম্পত্তি অর্থির প্রার্থনাপূরণে নিযোজিত এবং যাঁহার লক্ষ্মী বিনয়াদিগুণে অলঙ্কৃত, এরূপ মহাপুরুষও দুর্লভ। সংসার বিপদ্‌বাগুরায় এরূপ বদ্ধ যে, দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ বা বজ্রময় গৃহে লুক্কায়িত হইলেও, পরিহার নাই।

পুত্রকলত্রাদি যে সকল বস্তু সুখের বলিয়া পরিগণিত, তৎসমস্ত চরমে বিষ-মূর্চ্ছনার ন্যায়, ক্লেশমাত্র সমুদ্ভাবন করে। বয়স ও শরীরের অবসানবশে যখন বিষাদময়ী বিষম দশার আবির্ভাব হয়,

তখন ধর্ম্মসম্পর্ক-বিবর্জ্জিত অতীত-কর্ম্মপরম্পরা স্মরণ করিয়া, জরা-জীর্ণ মানুষ দুর্ব্বিষহ অন্তর্দ্দাহে দহ্যমান হইয়া থাকে। মনুষ্য যেমন মোক্ষমার্গ-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কাম ও অর্থমার্গের পরিচর্য্যায় সমস্ত জীবন যাপন করে, চরমসময়ে তেমনি পরমপদ-পরিভ্রষ্ট ও শান্তিসুখ-বিবর্জ্জিত হয়। পরমার্থচিন্তা-পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গাদিকামনায় কর্ম্ম করিলে, বিড়ম্বনামাত্র ফল প্রাপ্তি হয়! কেননা, স্বর্গাদি যেমন ক্ষণভঙ্গুর, তেমনি দৈবের আয়ত্ত ও দুর্লভ। আজি এই করিব, কল্য ঐ করিব, ইত্যাদি চিন্তায় পরিণামবিরস কর্ম্মপরম্পরার অনুষ্ঠান ও দিবানিশ অসার-পরিবার-পোষণে প্রবৃত্ত হইয়া, মানুষ সকল-সুখ-ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দিবসে বিবিধ দুষ্কার্য্যে এবং রাত্রিতে দুশ্চিন্তা ও দুঃস্বপ্নে শান্তিসুখের অবসান সংঘটিত হয়। বৃক্ষে পত্রাদির ন্যায়, এই জন্ম, এই জরা, এই মৃত্যু যে মানুষের অদৃষ্টে ভোগ হয়, তাহার আবার বহুমান কি?

সংসারের গতিই এই, ইহার অধিবাসী ব্যক্তিবর্গ বিবেকশূন্য বিগর্হিত অনুষ্ঠানে ও বৃথা পর্য্যটনে সমস্ত দিবা যাপন করিয়া, সায়ংকালে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য সুখময় সুষুপ্তি কাহারই ভাগ্যে সুলভ নহে। শত্রুজয় ও বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কগামিনী করিয়া, মানুষ এই কথঞ্চিৎ সুখভোগের উদ্যম করিতেছে, এমন সময়ে কাল অলক্ষ্যে আগমন করিয়া, তাহাকে গ্রাস করে। লোকমাত্রেই বিষয়সুখে মত্ত ও হতজ্ঞান হইয়া, আপনার আয়ু যে ক্ষয় পাইতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না। হায় কি বিড়ম্বনা! কত লাঞ্ছনা, কত যাতনা ও কত ধর্ষণা সহ্য করিয়া, যাহার পোষণ করা যায়, সেই প্রিয়াধিক প্রিয় প্রাণও অনায়াসেই ত্যাগ করিয়া যায়!

ব্রহ্মন্! শরীর থাকিলেই, কৃতান্তকে ভয় করিতে হয়; ধন থাকিলেই, দস্যু তস্করাদির ভয় হইয়া থাকে; যেখানে ভোগ, সেইখানেই রোগের ভয় করিতে হয়; এইরূপে পদে পদেই ভয় ও সন্দেহময় সংসারে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? রক্তোষ্ঠী কামিনীরা, রক্তপর্ণা বিষলতার ন্যায়, সহজ সৌন্দর্য্যে লোকের মন প্রাণ উভয়ই

হরণ করে। পথিমধ্যে পথিকে পথিকে ও স্রোতোমধ্যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে মিলনের ন্যায়, পুত্র কলত্রাদিরূপে জীবগণের মিলন হইয়া থাকে। রজনীতে দীপ যেমন রাশি রাশি তৈল ও বর্ত্তি গ্রাস করে, কালও তেমনি কালরাত্রিতে সকলই গ্রাস করিয়া থাকে। তখন এই গৃহ; এই উৎসব, এই পিতা, এই মাতা, এই স্ত্রী, এই পুত্র ক্ষণমধ্যে কোথায় যায়, তাহার নির্ণয় হয় না। এইরূপে কুলাল-চক্রের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল ও জলবুদ্বুদের ন্যায় একান্ত অস্থির সংসারকে নির্ব্বোধেরাই চিরস্থায়ী বোধ করে। হেমন্তকালে সরোবরের শোভা ও সৌগন্ধ যেমন বিনষ্ট হয়, জরার উদয়ে মানুষের সৌন্দর্য্যাদি তেমনি লুক্কায়িত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মন্! পাপ সংসারে কৃতঘ্নতাপ্রভৃতি দোষ সকলের প্রাদুর্ভাব দেখুন; লোকে যাহার ছায়ায় বিশ্রাম ও ফলে উদর পূরণ করে, কুঠার দ্বারা সেই বৃক্ষেরই অনায়াসে ছেদন করিয়া থাকে; অথবা, কুটিলহৃদয় দুরাচার মানুষের স্বভাবই এইরূপ! ঈদৃশ মানবের সহবাসে থাকিলে, পদে পদেই মোহে অভিভূত হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ কি? সংসারে এরূপ দৃষ্টিই নাই, যাহাতে দোষের লেশ নাই; এরূপ বিষয়ই নাই, যাহাতে দুঃখ বা অন্তর্দ্দাহ নাই; এরূপ ব্যক্তিই নাই, যাহার বিনাশ নাই এবং এরূপ ক্রিয়াই নাই, যাহাতে মায়ার সম্পর্ক নাই। আবার, প্রধানের পর প্রধান, মহানের পর মহান্, অধিক কি, দেবতার পর দেবতাও দেখিতে পাওয়া যায়। মনে করিলেই, মানস সিদ্ধ হয় না। যদিও কোন-রূপে সিদ্ধ হয়, হয়ত, মনের মত হয় না। যাহাকে সুখ ভাবা যায়, তাহাই প্রায় দুঃখের হেতু হইয়া থাকে। যাহা হইতে উপ-কারের প্রত্যাশা অনেক, সেই ব্যক্তি হইতেই প্রভূত অপকার ঘটিয়া উঠে। যেস্থলে বাস্তবিকই কাহারও অপকার করিবার ইচ্ছা নাই, সেস্থলেও দৈবক্রমে বা ঘটনাবশে অগত্যা অপকারযোগ সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মীয়, সে পর, আবার, পরও অনেক সময় আত্মীয় হইয়া উঠে। এইরূপে যে সংসারে আলোক অপেক্ষা

অন্ধকারেরই ভাগ অধিক ও অধিককালস্থায়ী, তাহাতে আবার আস্থা কি, যত্ন কি ও শ্রদ্ধা কি? হায়, কি, বিষম অব্যবস্থা দেখুন! এক ব্যক্তি না দেবে, না ধর্ম্মে, না উদরে, কিছুতেই না দিয়া, বহু যত্নে ও বহু ক্লেশে বিষয়রাশি অর্জ্জন করে; আর এক ব্যক্তি তাহা ভোগ করিয়া থাকে! জীবিত থাকিতে, কেহই প্রায় দান করিতে চাহে না, মৃত্যু এই সম্মুখে তর্জ্জন করিতেছে, এই মুহূর্ত্তেই লইয়া যাইবে, এরূপ অবস্থাতেও লোকে আপনাকে অমর ভাবিয়া, কত কি অত্যাচার ও অবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা কি আছে! ফলতঃ, সংসার জড়-বিকারমাত্র। ইহার কিছুই কিছু নহে। বস্তু সকলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপাদি কেবল ব্যবহার অনুসারে কল্পিত হইয়াছে।

বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্রের চন্দ্রদর্শন যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেইরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা সংসারে নির্ব্বোধেরাই আসক্ত হইয়া, আকাশ-কুসুমবৎ নিতান্ত কল্পনাবশে ক্ষণিক আমোদ ভোগ করে। পরিণামে এই আমোদই তাহাদের নিরানন্দের কারণ হইয়া থাকে। ছাগাদি পশু যেমন আহারাভিলাষে পর্ব্বতের শিখরদেশে চঞ্চল চরণ বিক্ষেপ করিয়া পতিত হয়, জড়মতি ব্যক্তি তেমনি না বুঝিয়া উচ্চপদের অভিলাষী হইয়া, অধঃপতিত হইয়া থাকে। অস্থানস্থিত বৃক্ষলতাদির ফলকুসুমাদি যেরূপ কোন কাযেরই হয় না, সেইরূপ স্বার্থলোভে ব্যয়িত ধনাদিতে কোন উপকারই হয় না। ঐ দেখুন, ধনী দরিদ্র, সাগর মরু ও নগর বন হইতেছে; মৃত্যু গৃহে গৃহে যেন হাহাকারে ভ্রমণ করিতেছে; রোগ শোক পদে পদে যেন জড়াইয়া ধরিতেছে এবং বিষাদ, অবসাদ, কি কর, কোথা যাও, বলিয়া, যেন বলপূর্ব্বক গলদেশে আক্রমণ করিতেছে! তথাপি কাহারই চৈতন্য নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করে, আমার ঐ সকলের কিছুই হইবে না; অথচ একজনও পরিহার প্রাপ্ত হয় না। হায়, লোকমাত্রেই কামনার দাস, চাতুর্য্যে বিশেষ বিজ্ঞ ও প্রতারণাদিতে বিলক্ষণ পটু; ক্রিয়ামাত্রেই কষ্টদায়ক ও নিষ্ফল; ব্যবহারমাত্রেই দূষিত এবং

সাধুসহবাসও একান্ত দুর্লভ ! জানি না, ঈদৃশ পাপ সংসারে কিরূপে জীবন যাপন করিব !

ষড়্বিংশ সর্গ।

(বিবিধবিকারবর্ণন।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! স্বপ্ন যেমন অলীক, স্থাবর-জঙ্গমাদি বস্তুমাত্রেই তদ্রূপ মিথ্যা। আজি যেখানে গভীর গহ্বর সাগরাকারে বিদ্যমান, কালি সেখানে প্রবল স্রোতস্বিনী প্রবহমান; আজি যেখানে গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ পর্ব্বত, কালি সেখানে সমতল ভূমি বা গভীর গহ্বর এবং আজি যে দেহের অমূল্য বসন ভূষণে শোভার সীমা নাই, কালি সেই দেহই নগ্ন বা বিশীর্ণ অবস্থায় গহ্বরাদিতে নিপতিত, দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেখি, নগর ভিন্ন-ভিন্ন-ব্যবহারসম্পন্ন লোকের কোলাহলে দিনরাত্র পরিপূর্ণ; এই দেখি, তাহাতে আর লোকের সম্পর্ক নাই ! এই যে পুরুষ বীরদর্পে বসুমতী কম্পিত করিতেছে, কিয়দ্দিন মধ্যে আর তাহার নামমাত্রও শুনিতে পাওয়া যায় না ! এই দেখি, এই ব্যক্তি বিবিধ গুণের রাশি, কতিপয় দিন মধ্যে সেই আবার ভস্মের রাশি হইয়া থাকে। ফলতঃ, কালবশে জলও স্থল এবং স্থলও জল হইয়া থাকে। এই রূপে সমস্ত সংসারই বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহার অন্তর্গত শরীরাদি কোন বস্তু বা বাল্যযৌবনাদি কোন অবস্থাই নিত্য নহে এবং সকলেই অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নীত হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

ক্ষণপ্রভার প্রভা ও বাতায়ন-সন্নিহিত দীপশিখার ন্যায় জীবন অতীব চঞ্চল। পুনঃ পুনঃ বায়ু দ্বারা প্রচুরধান্য-পূর্ণ কুশূলও যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কাল তেমনি এই অপার জীব-পারাবার শোষণ করে। লোকে অন্যান্য বিষয়ে যত ইচ্ছা অহঙ্কার করিতে পারে, কিন্তু আমি মরিব না, কোন ব্যক্তিই এরূপ অহঙ্কারের লেশমাত্রও করিতে সমর্থ হয় না। শুনিয়াছি, স্বয়ং মৃত্যু এবং কালেরও কাল

প্রাপ্তি হইয়া থাকে, অপরের কথা আর কি বলিব? আমার মাতার মাতা, তাঁহার মাতা এবং পিতার পিতা, তাঁহার পিতা, এইরূপে কত মাতা ও কত পিতাই সংসারে জন্মিয়াছেন; কিন্তু কেহই স্থায়ী হইতে পারেন নাই। আমারও পরিণাম এইপ্রকার হইবে। ইহাই ভাবিয়া, আমি দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন এবং সংসারে স্পৃহাহীন ও শ্রদ্ধাবিহীন হইতেছি। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরেই বা হউক, যে সংসার হইতে একদিন অবশ্যই যাইতে হইবে, অদ্যই আমি গিয়াছি, ভাবিয়া, তাহা হইতে অবসৃত হওয়া একান্ত বিধেয় ও বুদ্ধিমানের কার্য্য।

ব্রহ্মন্! এই আড়ম্বরাতিশয়-শালিনী সংসার-রচনা, নটীর ন্যায়, লোকের মোহ-সমুদ্ভাবন-পূর্ব্বক বিরাজমান হইতেছে। পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ ও স্বর্গ-নরক-ঘটনা ইহার অভিনয়, মনোরূপ-বায়ু-বিচলিত ভূতরূপ রজোরাশি ইহার বস্ত্র এবং বিবিধ ক্ষণভঙ্গুর ব্যাপার ইহার কটাক্ষবিক্ষেপ। ঐন্দ্রজালিক বনিতার ন্যায়, নয়ন-প্রচ্ছাদনপূর্ব্বক অবস্তুকে বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা ইহার স্বভাব। সেই আমোদ, সেই হর্ষ, সেই উৎসব, সেই সম্পদ, সেই দিন, সেই ক্রিয়া এবং সেই সেই মহাপুরুষ-সম্প্রদায়, একবারেই অদৃশ্য হইয়াছেন। আমরাও এইরূপে অদৃশ্য হইব। প্রতিদিন ক্ষয় ও উদয়, এই পাপ সংসারের স্বভাব। ইহাতে মনুষ্য পশু ও পশু মনুষ্য এবং দেব অদেব ও অদেবও দেব হইয়া জন্মিতেছে। কোন দিকে কোন বিষয়ে ইহার স্থিরতা নাই। তথাপি ইহার চরম দশা উপস্থিত হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য! কাল প্রতিদিন প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংসার করিতেছে। অন্যের কথা কি, স্বয়ং ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তাদিগকেও স্ব স্ব সৃষ্ট বস্তুর সহিত, বড়বানলে সলিলের ন্যায়, কালবশে বিনষ্ট হইতে হয়। স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌বিদিক্ সকল বস্তুই কালরূপ প্রবল অনলের শুষ্ক কাষ্ঠ। মৃত্যুর কথা মনে হইলে, ধন জন, বিষয় বিভব ও বন্ধুবান্ধবাদি আর কিছুই ভাল লাগে না ধনী হইতে যেমন বিলম্ব নাই,

দরিদ্র হইতেও তেমন বিলম্ব হয় না এবং লোকে ক্ষণমধ্যেই নীরোগ, আবার, ক্ষণমধ্যেই রুগ্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! সংসার যেমন অলীক, পদে পদেই তেমনি বিপর্য্যাস-গ্রস্ত হয়। তথাপি লোকে তাহাতে আসক্ত হয়। এ বিষয়ে জ্ঞানী অজ্ঞানীর প্রভেদ নাই।

আকাশ যেমন কখনও নিবিড় তিমিরে আচ্ছাদিত ও কখনও সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, কখনও ঘোর ঘন-ঘটায় পরিবৃত ও কখনও গভীর গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত এবং কখনও তারকা-মালায় সুশোভিত, কখনও প্রভাকরকরে প্রভাসিত ও কখনও বা বিশুদ্ধ জ্যোৎস্নাহারে বিভূষিত হয়, আবার, পরক্ষণেই এই সকলে বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে, মায়াময়, মোহময়, ভ্রান্তিময় পাপ সংসারের অবস্থা ও স্বভাবও এইরূপ। এই প্রকারে আগম ও অপায়ই যাহার স্বভাব, তাদৃশ দগ্ধ সংসারে কোন্ ব্যক্তির শ্রদ্ধা হইতে পারে?

ব্রহ্মন্! সংসারে সম্পদের পর বিপৎ ও জন্মের পর মৃত্যু প্রতিপদেই লক্ষিত হয়। এই আছে, এই নাই, ইহাই সংসারের স্বভাব। বস্তু পূর্ব্বে একরূপ থাকে; পরে কতিপয় দিন মধ্যেই তাহার নানাপ্রকার রূপান্তর সংঘটিত হয়। এরূপ অস্থির সংসারে বিশ্বাস কি? মৃত্তিকায় ঘট এবং কার্পাসে বস্ত্র হইলেও, তাহাদের জড়ত্ব দূর হয় না। সুতরাং, বিকার নাই, এপ্রকার পদার্থ সংসারে একবারেই অপ্রাপ্য। দিবা ও রাত্রির যেমন বিরাম নাই, জন্ম ও মৃত্যু তেমনি অবিরামে সংঘটিত হইতেছে। দুর্ব্বলও বলবান্‌কে এবং এক ব্যক্তিও শত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে, দেখিতে পাওয়া যায়। আবার, নীচও উচ্চ এবং উচ্চও নীচ হইয়া থাকে।

ভগবন্! সংসার যেমন পদে পদেই ঐরূপে বিপর্য্যাসগ্রস্ত হইয়া থাকে, শরীরও তেমন একভাবে, অবস্থিতি করে না; বাল্যের পর যৌবন এবং যৌবনের পর জরাকবলে নিপতিত হয়। মনের অবস্থাও আবার অবিকল ঐরূপ। দেখুন, ইহাতে কখনও আনন্দ, কখনও বিষাদ এবং কখনও বা সমভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বিধাতা, ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ন্যায়, একবার এইরূপ, আরবার আররূপ এবং পুনর্ব্বার অন্যরূপে বস্তু সকলের সৃষ্টি করেন। তাহাতে, তৎ তৎ বস্তুজাত যথাক্রমে উদ্ভূত, বর্দ্ধিত, স্থিত ও নিহত হইয়া থাকে। ইহার উপর আবার অদৃষ্টের যথেচ্ছাচারিত্ব, দৈবের একাধিপত্য, কালের কুটিলত্ব ও নিয়তির দুর্নিবারত্বের সীমা নাই; তজ্জন্য নানা দিকে নানাপ্রকার অত্যাচার ও ভয়াবহ ব্যভিচারেরও ইয়ত্তা নাই। পক্ক ও অপক্ক ফল সকল যেমন পবনবশে পরিচালিত ও পৃথিবীতে পতিত হয়, শুভ ও অশুভ প্রাণিমাত্রেই তেমন কালকর্তৃক কবলিত ও সংসারভ্রষ্ট হইয়া থাকে। আলোকের পর অন্ধকার ও অন্ধকারের পর আলোক, সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ এবং বসন্তের পর গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মের পর বসন্ত, এইপ্রকার বিপরীত বিধানে বিপরীত সংসার প্রবাহিত হইতেছে। এইজন্য ইহাতে আমার আস্থা নাই।

সপ্তবিংশ সর্গ।

(বিবিধ তত্ত্বকথা।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এই সকল দোষ দর্শন করিয়া, আমার মনে এরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে যে, সংসারের ভোগবাসনা একবারেই ত্যাগ করিয়াছি। রস যেমন কালবশে অধিকতর কটু হইয়া, নিম্ববৃক্ষ আশ্রয় করে, ভোগবশে সংসার তেমন উত্তরোত্তর নীরস বলিয়া প্রতীত হয়। মানুষের মন, করঞ্জফলের ন্যায় কর্কশ। উহাতে সৌজন্যের ক্ষয় ও দৌর্জ্জন্যের উপচয় হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, সংসারের চতুর্দ্দিকে গৃহে গৃহে যেন বিষম অগ্নি লাগিয়াছে, অথবা আরও কি বিপৎ উপস্থিত হইয়াছে! সেইজন্য সকলেই আপনা লইয়া ব্যস্ত; কেহ কাহারই হইতে অবসর পায় না। অথবা, মানুষ আপনিও আপনার নহে; অন্যের কথা আর কি বলিব? এই চুরি করিয়া দণ্ডিত হইয়া, পুনরায়

চুরি করিতেছে; এই অতিরিক্ত ভোজন করিয়া, রোগে পড়িল, পুনরায় তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছে। সুতরাং, মানুষ আপনার আপনি কিরূপে?

ভগবন্! রাজ্য বা ভোগৈশ্বর্য্যের চিন্তা একবারেই ত্যাগ করিবে। ঐরূপ চিন্তাত্যাগ একান্ত-শীলতার সমপদবাচ্য হইয়া থাকে। কি উপবন, কি স্ত্রীজন, কি বিষয়বাসনা, কিছুতেই এক্ষণে আমার প্রীতি, সুখ বা হর্ষোদ্রেক হয় না। সংসারের ন্যায়, সাংসারিক সুখ যেরূপ অনিত্য, বিষয়বাসনা যেরূপ দুরুদ্বহ এবং মন যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে শান্তিসুখের সম্ভাবনা কোথায়? মরণেও আমার প্রীতি নাই, জীবনেও আমার আনন্দ নাই। যে অবস্থা শান্তিসুখের আধার, তাহা জীবন বা মৃত্যু, যাহাই হউক, আশ্রয় করিবে। অহঙ্কার হইতেই রাজ্য, ভোগ, অর্থ ও বিবিধ চেষ্টার আবির্ভাব হয়। আমি অহঙ্কার পরিহার করিয়াছি। সুতরাং রাজ্যাদিতে আমার প্রয়োজন কি? যাহারা ইন্দ্রিয়রূপ-দৃঢ়-গ্রন্থি-যুক্ত জন্মরূপ চর্ম্ম-রজ্জুতে বদ্ধ, তাহাদের মধ্যে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

কাম, স্ত্রীজনসাহায্যে মানুষের মনকে, হস্তির পাদদলিত পদ্মের ন্যায়, উন্মথিত করে। আজি যদি নির্ম্মল বুদ্ধি সহায়ে বিকৃত চিত্তের স্থিরত্ব সম্পাদন না করি, কল্য তাহার অবসরপ্রাপ্তি অসম্ভব হইবে। বিষ এক জন্মমাত্র হরণ করে, কিন্তু বিষয় জন্মান্তরেও বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব বিষয়ই বিষ, বিষ বিষ নহে। সুখদুঃখ, বিপৎসম্পৎ, জন্মমৃত্যু কিছুতেই জ্ঞানীর মন বিচলিত হয় না! অতএব যাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়সহকারে শোক, দুঃখ, ভয় ও আয়াস তিরোহিত হয়, অধুনা তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন।

ব্রহ্মন্! অজ্ঞান ভয়াবহ অরণ্যের ন্যায় দুঃখরূপ কণ্টকে পূর্ণ, বাসনা-লতায় আচ্ছন্ন এবং স্বর্গ-নরকরূপ সমবিষম প্রদেশে সমাকীর্ণ। ক্রকচের অগ্র-নিষ্পেষও বরং সহ্য হয়, তথাপি, সংসার-ব্যবহার সমুদ্ভাবিত আশা ও বিষয়জনিত বিনাশ সহ্য করা যায় না। ইষ্ট

অনিষ্ট, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ইত্যাদি ব্যবহারভ্রমে আমার মন, বায়ু-বেগে রজস্তোমের ন্যায়, ঘূর্ণায়মান হইতেছে। এই সংসার সর্ব্ব-সংহর কালের হারস্বরূপ। তৃষ্ণা উহার তন্তু, জীবগণ উহার মুক্তা এবং মন উহার মধ্যমণি। সিংহ যেরূপ বাগুরা ছিন্ন করে, আমিও তেমন বৈরাগ্যসহায়ে এই সংসারহার ছেদন করিব। আপনি পূর্ব্বাপর সকলই জানেন; জ্ঞানরূপ দীপদান দ্বারা আমার মানস-তিমির নিরাকৃত করুন। চন্দ্রের উদয়ে নৈশ অন্ধকারের ন্যায়, সাধুর সঙ্গমাত্রে সকল মনঃপীড়া দূর হয়। আয়ু, বায়ুবিঘট্টিত মেঘের ন্যায়, ক্ষণভঙ্গুর; ভোগসকল, মেঘবিতান-মধ্যস্থিতা সৌদা-মিনীর ন্যায় চঞ্চল এবং যৌবন, জলবুদ্বুদের ন্যায়, অচিরস্থায়ী। এই সকল চিন্তা করিয়া, আমি শান্তিকেই হৃদয়রাজ্যের অধিকার-মুদ্রা প্রদান করিয়াছি।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

(বিবিধ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এই সংসার কি? কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কিজন্য কোথায় আসিয়াছে এবং কোথায়ই বা যাইবে? এই অনর্থপূর্ণ সংসাররূপ কূপে জগৎকে পতিত দেখিয়াও, আমার মন সংকল্পরূপ পঙ্কে মগ্ন হইতেছে। মন এইরূপে সংসার-কুহকে নিরন্তর ভ্রমণ করাতে, পদে পদেই আমার মহাভয় উপ-স্থিত ও শরীর কম্পিত হইতেছে। মুগ্ধস্বভাবা যুবতী যেমন জনশূন্য প্রদেশে দুর্ব্বল স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়াও, ভীত হয়। আমার চিত্তবৃত্তি তেমনি বিশুদ্ধ সন্তোষে বঞ্চিত হইয়া, শঙ্কিত হইতেছে। সারঙ্গ যেরূপ সামান্য তৃণলোভে অজ্ঞান হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন গর্ত্তে পতিত হয়, আমার মন সেইরূপ ক্লেশরাশি ভোগ করিবার জন্য সংসার-কূপে পতিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়গণ অবিবেকীর আশ্রয়ে সৎপথভ্রষ্ট হইয়া, সংসারকূপে পতিত ও চিরকালের জন্য বদ্ধ হইয়া থাকে।

স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনে গৃহমধ্যে, চিন্তা তেমন দেহের অ
হইয়া, দেহমধ্যেই বাস করে। হিমসমাগমে লতাদি যেরূপ নীরস
হয়, ভগবৎকথাবিরহে জীবের তেমনি শুষ্কভাব উপস্থিত হইয়া
থাকে। ব্রহ্মন্! জীবমাত্রেই অর্দ্ধাংশ আত্মাকে ও অর্দ্ধাংশ সাংসা-
রিক সুখকে আশ্রয় করিয়া আছে; স্বাধীন নহে। যেরূপ শাখাদি
হীন বৃক্ষ দর্শন করিলে, সময়বিশেষে অন্য বস্তু বলিয়া মনে হয়,
আত্মতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ না জানাতে, আমার তেমনি সন্দেহ উপ-
স্থিত হইয়াছে। প্রাণ যেমন স্বীয় স্থান ত্যাগ করিতে পারে না,
আমার মন তেমনি চঞ্চলতা-ত্যাগে সমর্থ নহে।

ভগবন্! যে স্থানে একমাত্র সত্য বিরাজমান, যেস্থানে দেহাদি
উপাধি ও কোনরূপ ভ্রান্তির সম্পর্ক নাই এবং যে স্থান শোকমোহা-
দির অতীত, সেই পরমসুখময় বিশ্রামস্থান কোথায়, আমায় বলুন।
সংসারতাপে আমার অন্তরাত্মা অহরহ দহ্যমান হইতেছে। তন্নিবন্ধন
দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। কি করি,
কোথায় যাই, সর্ব্বদাই এইপ্রকার মনে হইয়া থাকে। ধনে, মানে,
বিষয়ে, বিভবে, ঐশ্বর্য্যে, রাজ্যে, প্রভুত্বে, আধিপত্যে, ফলতঃ
সংসারের কিছুতেই আমার সুখ নাই, হর্ষ নাই এবং প্রীতি নাই।
জনকাদি মহাজনগণ ক্রিয়াযোগসহায়ে কিরূপে উৎকর্ষ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন? সংসারাসক্তি বহুদোষের আকর। সুতরাং ক্ষণ-
ভঙ্গুর বিষময় বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া, কিরূপে মঙ্গললাভ হইতে
পারে? জীবের বুদ্ধিরূপ সরসী, মোহরূপ মত্তমাতঙ্গে সর্ব্বদা
আলোড়িত। সুতরাং, কিরূপে উহা নির্ম্মল হইবে? পদ্মপত্রে
জল যেমন লগ্ন হয় না, সংসারে থাকিয়াও, তেমন কিরূপে তাহাতে
নির্লিপ্ত থাকিতে পারা যায়? পরের দুঃখকে আত্মবৎ জ্ঞান
করিয়া, কামনাত্যাগ দ্বারা কিরূপে উৎকর্ষলাভ সম্ভব হইয়া থাকে?
সংসারের কিছুই সামঞ্জস্য নাই। কি উপায়ে ইহাতে শ্রেয়োলাভ
হইতে পারে এবং ইহাতে কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? আমাকে
এপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করুন, যাহাতে পূর্ব্বাপর সকল বিষ

৩ সংখ্যা ।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ।

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত ।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীবাবুলাল চক্রবর্ত্তী ও
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সংস্কৃত এ, মে, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা ।

১৩০২ সাল ।

 প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।৶০ আনা ।

আমার বিদিত হইতে পারে। ব্রহ্মন্! কি করিলে, আমার মন নির্ম্মল হইবে; সংসারে উপাদেয় কি, হেয় কি এবং চঞ্চল চিত্তের স্থিরত্বসম্পাদনেরই বা উপায় কি? ভগবন্! এরূপ পবিত্রকর মন্ত্র কি আছে, যদ্দ্বারা সংসাররোগের শান্তি ও শান্তিলাভ হইতে পারে এবং কিরূপ উপায়েই বা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ-সুশীতল-পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি হইবে, আমাকে উপদেশ করুন। আপনারা তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাধু। অতএব যাহাতে আমার চিত্তের পূর্ণতা জন্মিয়া, পুনরায় শোকদুঃখে পড়িতে ও এইরূপে বারংবার যাতায়াত করিতে না হয়, তাদৃশ শিক্ষাদানে আজ্ঞা হউক। আপনি অনেক দেখিয়াছেন ও অনেক শুনিয়াছেন; সুতরাং অনেক জানেন ও অনেক বলিতে পারেন। হায়, অরণ্যমধ্যে কুক্কুরেরা যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে ক্লেশ প্রদান করে, সাংসারিক বিবিধ বিকল্পকল্পনা তেমনি শান্তিসুখ হরণ করিয়া, আমার মনোব্যথা সমুদ্ভাবন করিতেছে। ভগবন্! এ রোগের কি অবসান হইবে না?

ঊনত্রিংশ সর্গ।

(সংসারগতিবর্ণন।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মানুষের আয়ু, ঈশানমৌলিস্থ চন্দ্র-লেখার ন্যায়, নিতান্ত সূক্ষ্ম এবং শালিক্ষেত্রে শব্দায়মান ভেকদিগের স্ফীত কণ্ঠত্বকের ন্যায়, ক্ষণমাত্রস্থায়ী। সুহৃৎ ও স্বজনসঙ্গ, ব্যাধ-বাগুরার ন্যায়, একমাত্র বন্ধন ও বিনাশের হেতু। বাসনারূপ-বায়ু-বাহিত, মোহরূপ মেঘে দুরাশারূপ তড়িৎ বারংবার বিস্ফুরিত, তদ্দর্শনে লোভরূপ ময়ূর সহর্ষে নর্ত্তিত এবং অনর্থরূপ কুটজ বৃক্ষের কলহরূপ কলিকাসমূহ প্রস্ফুটিত হইতেছে। প্রাণিরূপ-মূষিকভোজী কৃতান্তরূপ কুটিল মার্জ্জার অবিশ্রান্ত মৃদুমন্দ বিচরণ করিতেছে, কখন্ আক্রমণ করিবে, বলা যায় না।

ব্রহ্মন্! এই সংসার-সঙ্কটে পতিত ব্যক্তির উপায় কি? গতি কি? কাহার আশ্রয়ে ও কিরূপ চিন্তায় ইহাতে একবারেই পার

প্রাপ্ত হওয়া হওয়া যায়? ধীমান্ ব্যক্তি হেয় বিষয়কেও উপাদেয় করিতে পারেন।

এই ক্লেশময় সংসারে স্বাদ বা রসের লেশ নাই। মূঢ়েরা কেবল ইহাকে স্বাদ ও রসবিশিষ্ট জ্ঞান করে। বসুধা যেমন বসন্তকালে কুসুমে ভূষিত হয়, দুরাশাত্যাগ হইলে, অশেষ-দোষময় সংসারের সেইরূপ উপাদেয়তা বিহিত হয়। ব্রহ্মন্! কামরূপ কলঙ্কযোগে মদীয় মনোরূপ চন্দ্রের শোভা তিরোহিত হইয়াছে। কি উপায়ে ঐ কলঙ্কের পরিহার হইবে, উপদেশ করুন। ফলশূন্য জীর্ণ অরণ্যের ন্যায়, এই সংসারে কোনরূপ ফলপ্রাপ্তির আশা নাই। অতএব ইহাতে কিরূপ মহাত্মার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নির্দ্দেশ করুন। বিবিধ রোগশোক বীরদর্পে অনবরত ইহাতে বিচরণ করিতেছে। কোন্ ব্যক্তি তাহাতে বাধা প্রাপ্ত না হয়? পারদ যেমন অনলে দগ্ধ হয় না, সংসার তেমন জ্ঞানবানের কিছুই করিতে পারে না। জলজন্তু যেমন জলব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, সংসারে তেমন ব্যবহারব্যতিরেকে কেহই থাকিতে ক্ষমবান্ হয় না। দাহিকাশক্তির অভাবে যেরূপ অগ্নির শিখা থাকে না, রাগ, দ্বেষ ও সুখদুঃখাদি না থাকিলেও, তদ্রূপ সংসারে ক্রিয়াসকলের লোপ হইয়া থাকে। ভগবন্! তত্ত্বজ্ঞানজনিত যুক্তি ভিন্ন এমন উপদেশ কি আছে, যদ্দারা বিষয়ের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়া থাকে? ব্রহ্মন্! বিষয়-বিরতি-জনক তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞান আমাকে উপদেশ করুন। কি করিলে, বা কি না করিলে, সংসারে দুঃখের অবসান হয় এবং পূর্ব্বে কোন্ মহাত্মা কিরূপ যুক্তিবলে শুদ্ধহৃদয় ও শান্তিসুখে অধিকারী হইয়াছিলেন; ফলতঃ, কি করিলে, মোহের অবসানে আমার সকল দুঃখের শেষ হয়, আমাকে তদ্বিষয়ে উপদিষ্ট করুন। আমি আর পুটপাকে দগ্ধ হইতে পারি না। সংসারে সুখ নাই, বিলক্ষণ জানিয়াছি। সকল ব্যক্তিরই দশা আমার ন্যায়। আপনি যদি আমায় সুখলাভের তাদৃশ যুক্তি বা জ্ঞান শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে, আমাব শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি

এক্ষণে অহঙ্কার ও চেষ্টা উভয়ই ত্যাগ করিয়াছি; যথাসময়ে পান ভোজন, পরিধান ও স্নানাদি কিছুই করি না। বলিতে কি, আমি সকল বিষয়েরই বহির্ভূত ও শরীরত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছি। নির্ম্মল, নিঃশঙ্ক ও নির্ম্মৎসর হইয়া, পুত্তলিকাবৎ অবস্থিতি করি; কাহার সহিত বাক্যালাপ নাই। অতঃপর শ্বাস প্রশ্বাস ও সংবিদাদি ত্যাগ করিয়া, পাপ তাপ ও অনর্থময় এই দেহভার পরিহার করিব। এই দেহ বা এই সকল বস্তু আমার নহে, আমিও ইহাদের নহি, ইত্যাকার বিচার দ্বারা তৈলহীন দীপের ন্যায়, আমি শান্তভাব আশ্রয় করিয়া আছি এবং কিরূপে এই সকলের সহিত এই দেহ ত্যাগ করিব, অনবরত তাহাই চিন্তা করিয়া থাকি।

বাল্মীকি কহিলেন, ভরদ্বাজ! ময়ূর যেমন ঘনঘটাদর্শনে কেকারব করিয়া, বিনিবৃত্ত হয়, বিশুদ্ধচিত্ত বিশুদ্ধমূর্ত্তি রামচন্দ্র সেইরূপ বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণের সমক্ষে এইপ্রকার কহিয়া, মৌনাবলম্বন করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

(সিদ্ধবাক্য।)

বাল্মীকি কহিলেন, রাজীবলোচন রামের মুখে মোহনিবৃত্তিকর এই সকল কথা শুনিয়া, সভাস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই সাতিশয় বিস্ময় উপস্থিত এবং তাঁহাদের দেহস্থ লোম সকল যেন রামগুণ শুনিবার জন্য বস্ত্র ভেদ করিয়া, সমুত্থিত হইল। তৎকালে বৈরাগ্যের উদয়ে তাঁহাদের বিষয়বাসনাও তিরোধান করিল। তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্য যেন অমৃতসাগরে মগ্ন হইয়া রহিলেন।

বশিষ্ঠাদি মহর্ষিবর্গ, জয়ন্তাদি মন্ত্রিসমূহ, স্বয়ং মহারাজ দশরথ ও তৎসদৃশ অন্যান্য মহীপালগণ, সমুদায় সামন্ত ও রাজকুমারবর্গ, পিঞ্জরস্থ পক্ষিসমূহ, ক্রীড়ামৃগসকল, কৌশল্যাদি রাজমহিষী সমস্ত, উদ্যানলতাসমূহ, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাস ও পুলস্ত্যাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণ এবং বিমানবিহারী সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অন্যান্য দেব, দেবে-

শ্বর, বিদ্যাধর ও মহোরগসমূহ, সকলেই, চিত্রার্পিতের ন্যায়, স্থির হইয়া, শ্রীরামের এই মহোদার সুশ্রাব্য কথাসকল শ্রবণ করিলেন।

রঘু-বংশ রূপ আকাশের পূর্ণ-শশাঙ্ক রাজীবলোচন রাম মৌনাবলম্বন করিলে, মুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রেই সাধুবাদ ও দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বর্ষিত মন্দারকুসুমসমূহ দেবাঙ্গনাগণের হসিত-চ্ছবির ন্যায় এবং বাতেরিত নক্ষত্রমালার ন্যায়, পতিত হইলে, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ভ্রমরভ্রমরীর সুমধুর ঝঙ্কারধ্বনিতে সমস্ত সভাস্থল আমোদিত ও তত্রত্য লোকমাত্রেই মত্তপ্রায় হইলেন। তৎকালে নীরব মেঘ হইতে তুষারকণার ন্যায়, ক্ষীরসাগর-হৃদয়-বিহারিণী তরঙ্গমালায় প্রতিফলিত চন্দ্ররশ্মির ন্যায়, অথবা ক্ষীর-পিণ্ডের ন্যায়, শুভ্রকান্তি কুসুমসকল, সুখস্পর্শ-সমীরণ-সঞ্চালিত, মধু-করনিকর-করম্বিত, মনোহর-কেশর-সুশোভন কমলসমূহ এবং কেতকী, কুমুদ, কুন্দ ও কুবলয় সকল নভস্থল হইতে ধরাতলে পতিত হইয়া, গৃহপ্রাঙ্গণাদি সমুদায় স্থল পূর্ণ করিল। পুরবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই উদগ্রীব হইয়া, এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেবগণ ও সিদ্ধগণ আকাশে অদৃশ্য থাকিয়া, প্রায় মুহূর্ত্তের চতুর্থভাগ পর্য্যন্ত এইপ্রকার বিস্ময়াবহ অদৃষ্টপূর্ব্ব পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পুষ্পবৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে, সভাস্থ ব্যক্তিমাত্রেই শ্রবণ করিলেন, সিদ্ধগণ বিমানে থাকিয়া বলিতেছেন, আমরা আকাশের সর্ব্বত্রই বিচরণ করি, কিন্তু রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র বৈরাগ্যবশতঃ যে সকল শ্রুতিমনোহর পরমানন্দময় বাক্য বিন্যাস করিলেন, আর কোথাও সেরূপ শুনি নাই। আজ ঐ সকল শান্তিগুণময় অমৃতায়মান কথা শুনিয়া, আমাদের পূর্ব্বকৃত পুণ্য সার্থক এবং পরম জ্ঞানযোগ সম্পন্ন হইল।

একত্রিংশ সর্গ।

(ঋষিবাক্য।)

সিদ্ধগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, মহর্ষিরা রামকৃত ঐ সকল প্রশ্নের কিরূপ সদুত্তর করেন, শুনা কর্ত্তব্য। অতএব চল, আমরা সকলে সর্ব্বসম্পত্তিসম্পন্ন দশরথসভায় গমন করি। এই বলিয়া, তাঁহারা দেবর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণে সুশোভিত দেবগণসেবিত উল্লিখিত সভায় গমন করিলেন। নক্ষত্ররাজিবিরাজিত-চন্দ্রসদৃশ দেবর্ষি নারদ, জলধরসদৃশ মহর্ষি ব্যাস ত্রিদশবেষ্টিত-আদিত্যসদৃশ পুলস্ত্য এবং মহাতপা চ্যবন, উদ্দালক, উশীনর, শরলোমা ও অন্যান্য মহর্ষিগণ ঐ সভার শোভাসমুদ্ভাবনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আসনে আসীন রহিয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে কতিপয় ঋষি নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায়, কতিপয় সূর্য্যসমূহের ন্যায়, কতিপয় কৌমুদীমালার ন্যায়, কতিপয় রত্নরাজির ন্যায় এবং কতিপয় ঋষি, মুক্তামালার ন্যায়, প্রভাসম্পন্ন। উঁহাদের মধ্যে কেহ বেণুদণ্ড, কেহ লীলাপদ্ম, কেহ শিখাগ্রে দূর্ব্বাঙ্কুর, কেহ স্ফাটিকমালা, কেহ রুদ্রাক্ষমালা, কেহ মল্লীমালা, কেহ পিঙ্গলবর্ণ জটাজুট, কেহ বল্কল, কেহ কৌষেয় বসন, কেহ কটিতটে চঞ্চল মেখলা এবং কেহ বা মুক্তামালা, ধারণ করিয়াছেন। সিদ্ধগণ সভামধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, সভাস্থ ব্যক্তিমাত্রেই উঠিয়া, তাঁহাদিগের যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিলেন। এইরূপে সমবেত দেবগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণের শরীরপ্রভায় দশ দিক্ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাতপা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পাদ্যার্ঘাদি দ্বারা সমাগত ঋষি ও দেবগণের পূজা করিলে, তাঁহারাও প্রতিপূজা করিলেন এবং পরে মহারাজ দশরথ পূজা করিলে, দেবগণ যথাবিধানে তাঁহারে সংবর্দ্ধিত করিলেন।

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক, সাধুবাদ ও পুষ্পবৃষ্টি করিয়া, সম্মুখে উপবিষ্ট প্রণতিপরায়ণ রামের পূজা করিলে, সভার নায়করূপে আসীন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব,

নারদ, ব্যাস, মরীচি, দুর্ব্বাসা, অঙ্গিরা, ক্রতু, পুলহ, শরলোমা, বাৎসায়ন, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, উদ্দালক, ঋচীক, শর্য্যাতি ও চ্যবনাদি বেদবেদাঙ্গবিশারদ জ্ঞাতজ্ঞেয় ঋষিগণ বিনয়নম্রস্বভাব নমিতানন রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া, আহ্লাদভরে কহিলেন, রাজকুমার রাম যে সকল কথা বলিলেন, তৎসমস্তই অশেষ-কল্যাণজনক, আশু অর্থবোধক, সুস্পষ্ট, আর্য্যজনোচিত, নিরতিশয়-সন্তোষজনক ও বৈরাগ্যগর্ভ এবং শ্রবণমাত্রে ব্যক্তিমাত্রেরই বিস্ময়াবহ। শত শত ব্যক্তির মধ্যেও এরূপ সদ্‌বক্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনিই জগতে অদ্বিতীয় প্রাজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী। ইঁহার হৃদয়দীপে উজ্জ্বল-আলোকজননী প্রজ্ঞারূপ শিখা নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে। ইনিই প্রকৃত পুরুষ। সংসারে অসার-রক্তমাংসাদিময়-দেহাভিমানী ব্যক্তিরা সামান্য বিষয়মাত্র ভোগ করে; তাহারা জড়মধ্যেই পরিগণিত। আবার, সদসদ্‌বিচারবিমূঢ় মুগ্ধপ্রায় মানবগণ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি-দুঃখে আক্রান্ত হয়। ফলতঃ, রাম যেরূপ পূর্ব্বাপর-পর্য্যালোচনা-সহকারে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, এরূপ দ্বিতীয় নাই। ইনি এই বাল্যকালেই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞান করিয়াছেন; এরূপ আশ্চর্য্য কখনও দেখি নাই। কুসুম-ভূষিত সুখারোহ বৃক্ষ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নন্দন-কানন-সমুৎপন্ন মহীরুহ আর কোথাও লক্ষিত হয় না। শ্রীরামের কথা সকল, চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ, উৎকৃষ্ট বৃক্ষমঞ্জরীর ন্যায় মনোহর ও কুসুমসৌরভের ন্যায় অতিমাত্র আনন্দজনক। অসার সংসারে সার বস্তু দুর্লভ। সুতরাং, যে সকল ধীমান্ যশোনিধি পুরুষ সারবস্তুপ্রাপ্তি নিমিত্ত যত্ন করেন, তাঁহারাই ধন্য ও শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন। সংসারে শ্রীরামসদৃশ বিবেক ও ঔদার্য্যশালী ব্যক্তি আর নাই এবং পরেও হইবে না। হে মহর্ষিগণ! আমরা যদি রামচন্দ্রের সর্ব্বলোকচমৎকারিণী প্রশ্নাবলীর প্রকৃত উত্তর দানে অসমর্থ হই, তাহা হইলে, জানিব, আমরা সকলেই নির্ব্বোধ।

বৈরাগ্যপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মুমুক্ষু প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

(শুকদেবের আখ্যান।)

বাল্মীকি কহিলেন, সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিলে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলিলেন, তুমি জ্ঞানবানদিগের অগ্রগণ্য; স্বীয় সূক্ষ্মবুদ্ধিসহায়ে সকল বিষয়ই বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছ এবং তোমার স্বভাব, মুকুরের ন্যায়, স্বচ্ছ। কেবল স্ববুদ্ধি আরও মার্জ্জিত করিবার আশয়ে এই সকল প্রশ্ন করিলে। বলিতে কি, তুমি দ্বৈপায়নতনয় শুকদেবের ন্যায়, বুদ্ধিমান্ এবং সকল তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ। কেবল স্বীয় হৃৎপ্রত্যয় নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উপদেশের অপেক্ষা করিতেছ।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! শুকদেব সকল তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হইয়াও, কিজন্য প্রথমে শান্তিলাভে সমর্থ হয়েন নাই এবং পরেই বা কিরূপে নির্ব্বাণ আরাম প্রাপ্ত হয়েন?

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাম! তোমার স্বকীয় বৃত্তান্ত, শুকদেবের ন্যায়, জন্মনাশের হেতু। সাক্ষাৎ অঞ্জনশৈল ও ভাস্করের ন্যায়, এই যে মহাপুরুষ তোমার পিতার পার্শ্বে স্বর্ণময় সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন, ইহাঁর নাম ব্যাস। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, পরমজ্ঞানী ও মূর্ত্তিমান্-যজ্ঞস্বরূপ শুক ইহাঁরই পুত্র। মহাত্মা শুক সংসারের প্রকৃতস্বরূপ-পর্য্যালোচনান্তে, তোমার ন্যায়, নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরে দীর্ঘকালব্যাপী বিচারবলে পরমার্থস্বরূপ সত্য লাভ করেন। কিন্তু ইহাই যে যথার্থ বস্তু, এইরূপ দৃঢ়প্রতীতির অভাবপ্রযুক্ত ঐরূপ সত্যলাভেও তাঁহার শান্তিসুখ-প্রাপ্তি হয় নাই। অনন্তর ক্ষণভঙ্গুর লোভকামনা পরিহার করিয়া, তাঁহার মন সুস্থ হইয়াছিল।

একদা সুনির্ম্মল-মনীষাসম্পন্ন শুক সুমেরুর পার্শ্বদেশে কোন নির্জ্জন প্রদেশে সমাসীন পিতৃদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! এই সংসার কাহার, কিরূপে কোন্ সময়ে উত্থিত হইয়াছে ও কিরূপে শান্তি লাভ করিবে এবং ইহার পরিণামই বা কি? তখন ব্যাসদেব সমস্ত যথাযথ বর্ণন করিলে, এ সমস্তই আমার বিশেষ বিদিত আছে, ভাবিয়া, পিতৃবাক্যে তাঁহার শ্রদ্ধা হইল না। ব্যাস, পুত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! তত্ত্ববিষয় আমার ভালরূপ জানা নাই। রাজর্ষি জনক এ বিষয়ের পারদর্শী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলে, তুমি সকলই জানিতে পারিবে। শুক পিতার কথায় জনকের রাজধানী বিদেহনগরে সমাগত ও তদীয়-আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজর্ষি জনক দ্বারপালমুখে তাঁহার আগমনসংবাদ অবগত হইয়া, তাঁহার জ্ঞানপরীক্ষার্থ অবজ্ঞাসহকারে, থাকুক, এইমাত্র কহিয়া, মৌনাবলম্বন করিলেন। এইরূপ অবস্থায় সাত দিন অতীত হইলে, তিনি শুকদেবকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া, সেখানেও সাত দিন তাঁহার সহিত দেখা করিলেন না। বিবিধ-বিলাস-শোভিনী রূপলাবণ্যশালিনী কামিনীরা নানাপ্রকার ভোক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মৃদু বায়ু দ্বারা অচলের ন্যায়, তত্তৎ সুখ বা দুঃখভোগ দ্বারা তাঁহার মন বিচলিত হইল না। তিনি আত্মনিষ্ঠ সুখমাত্র আশ্রয় করিয়া, পূর্ণচন্দ্রবৎ প্রসন্ন বদনে মৌনী হইয়া রহিলেন। রাজর্ষি জনক ইত্যাকার পরীক্ষার সহায়তায় তাঁহার স্বভাব সর্ব্বথা বিদিত হইয়া, তাঁহাকে সমীপে আনয়ন ও প্রণাম করিলেন। পরে স্বাগতপ্রশ্নান্তে কহিলেন, আপনি সাংসারিক কর্ত্তব্য সমুদায় নিঃশেষে অবগত ও সিদ্ধকাম হইয়াছেন। আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন।

শুক কহিলেন গুরু! এই সংসারাড়ম্বর কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপেই বা নিবৃত্ত হয়, উপদেশ করুন। জনক এই কথা শুনিয়া, পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি শুককে যাহা কহিয়াছিলেন, অবিকল তাহাই বলিলেন। শুক কহিলেন, আপনার এই সমস্ত উপদেশ বিবেকবলে ও পিতার মুখে পূর্ব্বেই আমার বিদিত হইয়াছে। হে বাগীশ! শাস্ত্রেও এইপ্রকার বর্ণনা আছে। আমার নিশ্চয় প্রতীতি এই যে, স্বীয় মানসিক কল্পনা হইতেই সংসারের জন্ম হইয়াছে এবং ঐ কল্পনার ক্ষয়েই ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে। রাজন্! আমি বিচারবলে এই যে নির্ণয় করিয়াছি, ইহাই কি সত্য? নিশ্চিতরূপে উপদেশ করিয়া, আমার চঞ্চল চিত্ত সুস্থির করুন।

জনক কহিলেন, আপনি স্বয়ং ও গুরুমুখে যাহা জানিয়াছেন, তাহার পর আর নিশ্চয় নাই। যিনি নিরবচ্ছিন্ন-চিন্ময়, সেই পরমাত্মা ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই। তিনিই স্বীয় সঙ্কল্প দ্বারা জীবরূপে সংসারী হয়েন এবং সঙ্কল্পের অবসানে মুক্তিলাভ করেন। আপনি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সুব্যক্ত অবগত হইয়া, ঐশ্বর্য্যভোগে ও দৃশ্য বস্তুমাত্রেই বীতরাগ হইয়াছেন; অতএব আপনিই মহাত্মা। আর, বাল্যকালেই আপনার ভোগবাসনার বিরাম হওয়াতে, আপনাকেই মহাবীর বলা যাইতে পারে। আপনার পিতা সর্ব্বজ্ঞাননিধি ব্যাসদেবও দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, এরূপ দিব্যজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েন নাই। আমি আপনার পিতার শিষ্য। আপনি ভোগবাসনাবিসর্জ্জন করাতে, পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; সুতরাং আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়াছেন। ব্রহ্মন্! চিত্তের পূর্ণতাপ্রযুক্ত আপনার সমুদায় প্রাপ্তব্যপ্রাপ্তি ও দৃশ্যবস্তুর প্রতি অনাস্থাবশতঃ, মুক্তিলাভ হইয়াছে; অধুনা ভ্রম ত্যাগ করুন।

জনকের উপদেশে শুদ্ধস্বরূপ পরমাত্মায় মনঃসমাধানপূর্ব্বক শুকদেব মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। পরে শোক, ভয়, আবাস ও চেষ্টাবিসর্জ্জন এবং সংশয়চ্ছেদনপূর্ব্বক সমাধিসিদ্ধিমানসে সুমেরুশেখরে সমাগত হইলেন। তথায় সকল-সংশয়শূন্য পরম তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া,

দশসহস্র-বৎসর-পর্য্যবসানে তৈলহীন দীপের ন্যায়, ক্রমে ক্রমে পরমাত্মায় শান্তি লাভ করিলেন। রাম! জলবিন্দু যেরূপ জলে লয় পায়, শুকদেব তেমনি বিশুদ্ধ চিত্তে পরমাত্মার পরমপদে লীন হইলেন।



দ্বিতীয় সর্গ।

(মোক্ষধর্ম্মপ্রবৃত্তি।)

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাম! শুকদেবের ন্যায়, তোমারও মনোমালিন্যদূরীকরণজন্য উক্তরূপ উপদেশগ্রহণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

হে মুনীশ্বরবর্গ! ভোগকে যখন রোগ বলিয়া, রামের প্রতীতি হইয়াছে, তখন জ্ঞাতব্য বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। বিষয়ে বীতরাগ পুরুষই প্রকৃত জ্ঞানী। ভোগবাসনাই সংসারে বন্ধের কারণ এবং বাসনার ক্ষয়ই মোক্ষ। বৈরাগ্যজনিত তত্ত্বজ্ঞান প্রায়ই বহু কষ্টে লভ্য হয়। যিনি বিচারবলে সম্যক্ রূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জ্ঞাতজ্ঞেয় বলে। ভোগবাসনা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। বিশিষ্টহেতুব্যতিরেকে স্বভাবতঃ যাঁহার যশঃ, পুণ্য ও ঐশ্বর্য্যভোগে অভিরুচি না হয়, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত কহে। মরুভূমিতে যেমন লতা জন্মে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, বৈরাগ্যের উদয় হয় না। তথাহি, তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবপ্রযুক্ত, পরমরমণীয় বিষয় সকলও রামকে আর আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে।

রাম যাহা জানিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত বস্তু। তিনি কেবল গ্রহণসন্দেহনিরাস জন্য জ্ঞানবানের নিকট শ্রবণ করিয়া, আরাম লাভ করিবেন। শরতের শোভা যেমন আকাশকে, রামের বুদ্ধি তেমন অদ্বিতীয় চিন্ময় পুরুষকে, আশ্রয় করিয়াছে। এই ভগবান্ বশিষ্ঠ রঘুকুলের গুরু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বসাক্ষী, কালত্রয়বিশেষজ্ঞ, নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্ন ও পরমাত্মতত্ত্ববিশারদ। ইনিই রামকে উপদেশ প্রদান করুন। হে বশিষ্ঠ! পূর্ব্বে আপনার সহিত আমার বিবাদ

উপস্থিত হইলে, পিতামহ কমলযোনি আমাদের বৈরশান্তি ও নিষধ-পর্ব্বতের প্রস্থদেশবাসী ঋষিগণের মঙ্গল জন্য যে সকল উপদেশ দেন, তাহা কি আপনার মনে আছে? সূর্য্যকিরণে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনি যাহা দ্বারা সংসারবাসনার ক্ষয় হইয়া, জীবের মুক্তিলাভ হয়, আপনি রামচন্দ্রকে আশু তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন। ইনি আপনার শিষ্য হইলেন। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন রক্তাদি বর্ণ অনায়াসে প্রতিফলিত হয়, নির্ম্মলহৃদয় রামকে উপদেশ দেওয়া তেমনি অনায়াসসাধ্য। বিষয়বিরক্ত সৎ শিষ্যকে যে উপদেশ দেওয়া যায়; তাহাই সাধুদিগের জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রার্থবোধ এবং তাহাই পরম প্রশস্ত পাণ্ডিত্য। বিষয়াসক্ত অপাত্রে উপদেশপ্রদান, কুক্কুর-চর্ম্মস্থ দুগ্ধের ন্যায়, পাতিত্যজনক। আপনার ন্যায়, ভয়, ক্রোধ, অভিমান, পাপ ও রাগহীন ব্যক্তিগণ যাহাকে উপদেশ দেন, তাহাদের বুদ্ধিমালিন্য দূর হইয়া যায়।

বাল্মীকি কহিলেন, ব্যাস ও নারদাদি মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রের এই বাক্যে সাধুবাদ ও প্রশংসা করিলে, ব্রহ্মার সদৃশ পরমতেজীয়ান্ ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ মহাশয় বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, শক্তিসত্বে সাধুবাক্য লঙ্ঘন করা উচিত নহে। অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিব। রাত্রিতে যেমন দীপালোকে অন্ধকারনাশ হয়, তদ্রূপ আমি জ্ঞানশিক্ষা দ্বারা দশরথ-পুত্রদিগের হৃদয়ান্ধকার দূর করিব। পিতামহ পদ্মযোনির উপদেশসমস্ত আমার হৃদয়ে জাগরূক আছে।

বাল্মীকি কহিলেন, অরিষ্টনেমি! মহাতপা বশিষ্ঠ এইপ্রকার কহিয়া, মহোৎসাহসহকারে অজ্ঞানশান্তিজন্য মোক্ষলাভের হেতুভূত-উপদেশ-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৃতীয় সর্গ।

(সংসারপ্রপঞ্চ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভগবান্ পদ্মযোনি সৃষ্টির আদিতে দুঃখ-

শান্তির নিমিত্ত আমাকে যে উপদেশ দেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি, অবধান কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! আমি ঐ মোক্ষসংহিতা পরে শ্রবণ করিব। সম্প্রতি আমার মনে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে, অগ্রে তাহার নিরাস করুন। ব্রহ্মন্! কিজন্য এই সংসার আমার তৃণজ্ঞান হইতেছে এবং সর্ব্বজ্ঞ ব্যাস কিজন্য বিদেহমুক্ত না হইয়া, তাঁহার পুত্র শুকদেবের বিদেহমুক্তি হইল?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! পরমাত্মা অপার সাগর স্বরূপ। তাঁহাতে বিশ্বরূপ কত তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করে? ফলতঃ, এই দৃশ্যমান বিশ্বের ন্যায়, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে, তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য।

রাম কহিলেন, সৃষ্টির পর সৃষ্টি হইয়াছে ও হইবে, কে তাহার সংখ্যা করে, ইহা আমি জানি। এক্ষণে এই বর্ত্তমান অনন্ত সৃষ্টির স্বরূপ যে উপায়ে জানা যায়, তাহাই উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! কি মনুষ্য, কি দেবতা, কি অপর যোনি, যে, যখন যে প্রদেশে মরে, সে সেই প্রদেশেই এই ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে এবং মৃত্যুকালে যে, যে রূপ ভাবনা করে, মৃত্যুর পর সেই রূপ ধারণায় জন্মিয়া থাকে। চিদাকাশরূপী জীব জন্মরহিত হইলেও, সর্ব্বশরীর-সঞ্চরণ-সমর্থ বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ-বিশেষ সহায়ে স্বীয় অন্তরাকাশেই ত্রিভুবন অনুভব করেন। এই সংসার মনের সংকল্পমাত্রে নির্ম্মিত, সুতরাং কিছুই নহে। নৌকাযোগে গমনসময়ে তীরস্থ বৃক্ষাদিকেও চলমান দেখা যায়; কিন্তু উহা ভ্রম। জগৎও সেইরূপ ভ্রম। অধিক কি, স্বপ্নে দৃষ্ট মনোহর পুরীর ন্যায় এবং আকাশে কল্পিত সুমেরুর ন্যায়, ইহা সর্ব্বথা অলীক। ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে নামমাত্রে কল্পনাবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং, একবারেই মিথ্যা। এই প্রকারে জগৎ মিথ্যা হইলেও, জীব মৃত্যুর পর স্থূল দেহ লাভ করিয়া, চৈতন্যাকাশে প্রকাশিত হয়। ইহারই নাম ইহলোক। আর, জন্মের পর মৃত্যুকেই পরলোক বলে।

ফলতঃ, সংসারে জীবের দেহের পর দেহ পরিবর্ত্তিত হয়। এইজন্য ইহা, কদলীত্বকের ন্যায়, অসার। মরিলে, পৃথিব্যাদি মহাভুতের ন্যায়, জগৎ কিছুই থাকে না। ঈদৃশ অলীক জগতেও সত্যভ্রম সমুৎপন্ন হয়। অবিদ্যাই ইহার কারণ। রাম! এই অবিদ্যা নদীস্বরূপ, সৃষ্টিরূপ চঞ্চল তরঙ্গে পরিপূর্ণ। পরমার্থরূপ মহাসমুদ্রে ঐ সৃষ্টিতরঙ্গের পুনঃপুনঃ জন্ম হইতেছে। তন্মধ্যে কতিপয় তরঙ্গ প্রাচীন, আর কতকগুলি নূতন এবং কতকগুলি পরস্পর সমান; কতকগুলি অর্দ্ধসমান এবং কতকগুলি সর্ব্বপ্রধান। এই মহর্ষি ব্যাস সৃষ্টিতরঙ্গের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, এই নিয়মে সংসার পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং, কত ব্যাস, কত বাল্মীকি, কত পুলস্ত্য, কত ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষি জন্মিয়াছেন, জন্মিতেছেন ও আবার জন্মিবেন, বলা যায় না। এই নিয়মে দেবগণ ও মনুষ্যগণ বারংবার জন্মিতেছে ও মরিতেছে। এই বৃক্ষ, এই লতা, এই অশ্ব, এই গো, সকলই জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে। এই ত্রেতাযুগে তুমি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। পূর্ব্বেও কতবার রাম হইয়াছ এবং পরেও কতবার হইবে, তাহার নির্ণয় কি? আমিও কতবার বশিষ্ঠ হইয়াছি, হইতেছি ও হইব, তাহারই বা নিশ্চয় কি? এই অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাসদেবের এই বার লইয়া, দশবার জন্ম হইল। আমি, ব্যাস ও বাল্মীকি কতবার একত্রে ও পৃথক রূপে জন্মিয়াছি, বলা যায় না। এই ব্যাস পুনর্ব্বার আটবার জন্মিয়া, ভারত প্রচার ও বেদ বিস্তার করিয়া, বিদেহমুক্তি লাভ করিবেন। তখন ইহাঁর শোক, ভয় ও কল্পনা তিরোহিত, চিত্ত প্রশান্ত, মন বিজিত এবং নাম জীবন্মুক্ত হইবে। রাম! জীবন্মুক্ত হইলে, চিত্ত, বয়স, বিদ্যা, বন্ধু, বিজ্ঞান, চেষ্টা ও কর্ম্ম প্রায় সমান থাকে না এবং কখনও শত শত বার জন্ম হয়, কখন বহু কল্পেও একবার জন্ম ঘটে না।

রাম! মহাসাগরে তরঙ্গের ন্যায়, জীবপ্রবাহ বারংবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। এই মায়ার অন্ত

নাই। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা মানসিক কল্পনার পরিহারপ্রযুক্ত পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

চতুর্থ সর্গ।

(পুরুষার্থবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! জল ও তরঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও, পরস্পর সমান। সেইরূপ সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি, উভয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বিষয়ের পরাধীনতাই এই উভয়ের পার্থক্য-প্রতীতির কারণ। আমরা কল্পনাবশতই এই জীবন্মুক্ত ব্যাসকে, সদেহের ন্যায়, সম্মুখে দেখিতেছি। কিন্তু ইহাঁর অন্তরাশয় আমাদের কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নাই। ফলতঃ, কি গতিশীল, কি স্থির, সর্ব্বপ্রকার বায়ুই যেমন বায়ু বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ সদেহমুক্ত ও বিদেহমুক্ত একই পদার্থ এবং ইহাদের মধ্যে কোন অবস্থাই মমতার বশ নহে।

রাম! যাহা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়, তাদৃশ শ্রুতি-মনোহর প্রকৃত উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সংসারে সম্যক্ রূপে পুরুষার্থপ্রয়োগে পারগ হইলে, সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই যে সুশীতল চন্দ্রকিরণ হৃদয়ে আনন্দসন্দোহ সমুদ্ভূত করে, ইহাও পুরুষার্থের ফল। এইরূপে পুরুষার্থের ফল প্রত্যক্ষ। দৈবই ফল প্রদান করে, ইহা মূঢ়ের কল্পনা। কেননা, পুরুষার্থ ভিন্ন সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। সৎপথ আশ্রয়পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাকেই পৌরুষ কহে। পৌরুষ ভিন্ন, আর সকল কার্য্যই মত্তচেষ্টামাত্র; উহাতে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। যত্ন করিলে, অবশ্যই তাহার ফলপ্রাপ্তি হয়। যত্ন না করিলে, কিছুই হয় না। তথাহি, ইন্দ্র প্রথমে ইন্দ্র ছিলেন না; ব্রহ্মাও প্রথমে ব্রহ্মা ছিলেন না; সৎপথে সবিশেষ যত্ন সহ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়াই, তাঁহাদের তত্তৎ পদ বা ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়াছে। এইরূপে যে যেমন যত্ন করে, তাহার তেমনি ফল বা তেমনি সিদ্ধিলাভ হয়। এইজন্য, কেহ ব্রহ্মপদ,

কেহ পরমানন্দময় মোক্ষপদ, কেহ পরমোৎকৃষ্ট বিষ্ণুপদ এবং কেহ বা চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণি শৈবপদ প্রাপ্ত হয়েন।

পুরুষকার দুইপ্রকার, প্রাক্তন পুরুষকার ও ঐহিক পুরুষকার। তন্মধ্যে ঐহিক পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন দুষ্কৃতি খণ্ডিত হয়। পুরুষের যত্ন, প্রজ্ঞা ও উৎসাহ দ্বারা সুমেরুও চূর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং, পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি হইবে, আশ্চর্য্য কি? শাস্ত্রানুসারে পুরুষার্থপ্রকাশই প্রকৃত পুরুষত্ব। তাহাতে শুভ-ফল লাভ হয়। অশাস্ত্রীয় পৌরুষ কেবল অনর্থের হেতু। কেহ রোগাদিতে অভিভূত হইয়া, অঙ্গুলির অগ্রভাগে জলমাত্রগ্রহণপূর্ব্বক পান করে। আবার, কেহ পৌরুষসহায়ে সসাগরা ও সভূধরা বসুন্ধরার আধিপত্যলাভকেও দুরূহ ব্যাপার মনে করেন না। স্বয়ং পুরুষার্থের অসাধ্য কিছুই নাই।

পঞ্চম সর্গ।

(পৌরুষেই সিদ্ধি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! প্রভা যেমন নীলপীতাদি বর্ণভেদের হেতু, শাস্ত্রানুসারিণী প্রবৃত্তিই তেমন পুরুষার্থসাধনের প্রথম কারণ। শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করিয়া, ইচ্ছানুসারে পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, সিদ্ধিলাভ হয় না; প্রত্যুত, মত্তচেষ্টার ন্যায়, মোহমাত্র সমুদ্ভাবন করে। যে যাহার বাসনায় যথাবিধি যত্ন করে, তাহার তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হয়। অতএব স্বকর্ম্মই দৈব; তদ্ভিন্ন আর দৈব নাই।

শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় এই দুইপ্রকার পৌরুষ। তন্মধ্যে শাস্ত্রীয় পৌরুষে পরমার্থসিদ্ধি ও অশাস্ত্রীয় পৌরুষে অনর্থবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং, শাস্ত্রীয় পৌরুষই প্রয়োগ করা বিধেয়। কল্যকার কার্য্য আজই করিব, নিশ্চয় করিয়া, আলস্যত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিলে, অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়। দুর্ব্বল ও বলবানে যুদ্ধ ঘটিলে, যেরূপ দুর্ব্বলের পরাজয় হয়, দৈব ও পৌরুষ এই উভয়ের মধ্যে তেমনি দৈবেরই পরাজয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় পৌরুষপ্রয়োগ দ্বারা

অনর্থঘটনা হইলে, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে, যে বলবৎ অনর্থ-যোগই এ বিষয়ের কারণ।

রাম! পরম-মঙ্গল-নিদান ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন অশুভ পৌরুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অশুভময় প্রাক্তন পৌরুষের উপশম না হইলে, ভদ্রলাভের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। যেরূপ লঙ্ঘনাদি দ্বারা অজীর্ণাদি রোগের উপশম হয়, তদ্রূপ ঐহিক পৌরুষ প্রাক্তন পৌরুষ বিনষ্ট করে। রাম! উদ্যোগহীন ব্যক্তি, গর্দ্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং উদ্যোগই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। অধিক কি, এই উদ্যোগ স্বর্গ ও অপবর্গের হেতু এবং যাবতীয় সম্পদের সেতু। উদ্যোগহীন আর জড় উভয়েই এক পদার্থ, নামভেদ মাত্র। সিংহ উদ্যোগবলেই শক্রকৃত পিঞ্জরবন্ধন দূরীকরণ করে। আমরাও তেমনি পুরুষকার-প্রভাবে অনায়াসে সংসারবন্ধন ছেদন করিতে পারি। উদ্যোগই সাক্ষাৎ সিদ্ধি বা মূর্ত্তিমতী সমৃদ্ধি। যেখানে উদ্যোগ, সেইখানেই জয় ও বিজয় নিত্য বিরাজমান এবং সেইখানেই স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা মূর্ত্তিমান্। উন্নতির পর উন্নতি, স্বর্গের পর স্বর্গ, অপবর্গের পর অপবর্গ এবং সিদ্ধির পর সিদ্ধি উদ্যোগের প্রত্যক্ষ ফল।

রাম! এই দেহ নশ্বর এবং অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে, অবিরত এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, সাধুজনসমুচিত সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যে কার্য্য করিলে, এই নশ্বরদেহযোগে পুনরায় নশ্বর জগতে আসিতে হইবে, তাহার দিকেও যাইবে না। কীটের ব্রণাস্বাদন যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ, কিয়ৎকাল স্ত্রীসেবা ও সুরস পানভোজনাদি দ্বারা পরিপালিত এই নশ্বর যৌবনশ্রীও সর্ব্বথা নিষ্ফল। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষপ্রমাণ-পরিহারপূর্ব্বক অনুমানমাত্র অবলম্বন করে, সে আপনার দুই হস্তকেও সর্প ভাবিয়া, পলায়ন করিয়া থাকে। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে, এইপ্রকার অবধারণ পূর্ব্বক পুরুষকারপ্রয়োগে নিবৃত্ত হইয়া, নিশ্চিন্ত থাকাই মূঢ়তা। লক্ষ্মী তাদৃশ অদৃষ্টদর্শী পুরুষের সহবাস, বিষবৎ দূরে বিসর্জ্জন করেন। ফলতঃ, অদৃষ্টবাদীর সুখ যেমন অদৃষ্ট, এমন আর কাহারই নহে।

রাম! যাহারা পুরুষকারপরিহারপূর্ব্বক অক্ষম অদৃষ্ট বা দুঃখশোকপূর্ণ দৈবের মুখাপেক্ষী হয়; তাহাদের সেই মুখাপেক্ষাই সার হইয়া থাকে। তাহাদিগকে ধিক্!

পুরুষার্থ, ঘটপটাদির ন্যায়, সসীম পদার্থ, অসীম নহে। যত্নসহকৃত পরিশ্রমমাত্র সহায়ে ইহার ফল পাওয়া যায়। সৎশাস্ত্রের আলোচনা, সদাচার ও সৎসঙ্গে অবস্থান দ্বারা পুরুষার্থ স্বীয় ফল প্রদান করে। ইহাই পুরুষার্থের স্বভাব। কোনরূপে ইহার ব্যভিচার হইলে, বিপুল অনর্থ ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত রূপে পুরুষার্থের প্রয়োগ হইলে, তাহার ফলের ব্যভিচার হয় না। কত শত মহাপুরুষ দৈবদুর্ব্বিপাকে দুর্নিবার-দারিদ্র্যজনিত দুরন্ত দুঃখে পতিত হইয়াও, পরে পুরুষকারপ্রভাবে মহেন্দ্রসাদৃশ্য লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ, পুরুষকারের অভাবই দুঃখ।

ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট, গুরুপরম্পরায় শ্রুত ও অনুভবযোগ্য যে, বাল্যকাল হইতে সৎশাস্ত্রের অনুশীলন, সৎসঙ্গের অনুসরণ ও সদ্গুণাদি অবলম্বন অভ্যাস করিলে, অবশ্যই অভীষ্ট ফল অধিগত হয়। যে ব্যক্তি পুরুষার্থপরিহারপূর্ব্বক দৈবকে আশ্রয় করে, তাহাকেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী বলে। লোকমাত্রেই যদি পৌরুষপ্রকাশে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, কে না পণ্ডিত ও ধনশালী হয়? অলস লোক পশুর সমান।

ষষ্ঠ সর্গ।

(দৈব কিছুই নহে।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! দৈব নামে কোন পদার্থ নাই; উহা অলস ও অপটু লোকের কল্পনামাত্র। যদি দৈব নামে কোন স্বকার্য্যসমর্থ পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে, বিধাতার সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? যেখানে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অনুশীলনপূর্ব্বক পুরুষকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেখানে দৈবের নামমাত্র বা স্থিতিমাত্র লক্ষিত হয় না। বলবান্ যেমন বালককে জয় করে, দৈব

তেমনি পুরুষকার-প্রভাবে পরাহত হইয়া থাকে। দুঃখের সময়ে লোকে যেমন, হায় কি কষ্ট! বলিয়া থাকে, জন্মান্তরীণ কর্ম্মবশে তেমনি হা অদৃষ্ট! এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করে। ইহাকেই দৈব বলে। ফলতঃ, পূর্ব্বজন্মকৃত স্বকর্ম্ম ভিন্ন দৈব নামে আকার-বিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম যখন পুরুষকার সহায়ে বিনষ্ট হয়, তখন দৈব অপেক্ষা পুরুষকার বলশালী, স্বীকার করিতে হইবে। একবৃন্তস্থ ফলদ্বয়ের মধ্যে যেটি কীটাদি দ্বারা ক্ষত হয়, সেটি যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, দৈবও পৌরুষের মধ্যে অযত্ন দ্বারা তেমনি একতরের বলহ্রাস হয়। রাম! সংসারে সর্ব্বঙ্কুষ নিরঙ্কুষ কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। উহারই প্রভাবে সকল বস্তুর ক্ষয় হয়।

রাজবংশের অভাব হইলে, অমাত্যেরা মঙ্গলহস্তী প্রেরণ করে। ঐ হস্তী যদি কোন ভিক্ষুক পুত্রকে আনিয়া, রাজাসনে স্থাপন করে, ভিক্ষুপুত্রের পূর্ব্বসুকৃতি থাকিলেও, অমাত্যগণের পুরুষ-কারই এ বিষয়ের প্রধান কারণ বলিতে হইবে। লোকে যেমন পৌরুষ-প্রয়োগপূর্ব্বক অন্ন গ্রহণ ও দন্তে চূর্ণ করে, এক ব্যক্তি তেমনি অপর ব্যক্তিকে পৌরুষবলে চূর্ণ করিয়া থাকে। যাহার পৌরুষ নাই, সে লোষ্টবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া, অতি কষ্টে কাল যাপন করে। পৌরুষ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, দৈব সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী। পৌরুষ সাক্ষাৎ মুক্তি, দৈব সাক্ষাৎ বন্ধন। পৌরুষ সাক্ষাৎ আলোক, দৈব সাক্ষাৎ অন্ধকার। পৌরুষ সাক্ষাৎ স্বর্গ, দৈব সাক্ষাৎ নরক। যাহার পৌরুষ নাই, সে আপনার অপেক্ষা উন্নতিশালী পুরুষদিগের উন্নতিকে দৈবমূলক মনে করে; কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় পৌরুষ-সহায়ে ঐরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহা তাহার বোধ হয় না। শক্তিসম্পন্ন পুরুষেরা যে যত্ন করে, উদ্যমহীন ব্যক্তিরা তাহাকেই আপনাদের নিয়ন্তা বা প্রভু দৈব বলিয়া থাকে। যেখানে যত্ন বা উদ্যোগ নাই, সেইখানেই প্রাক্তন কর্ম্মের প্রবলতা ও তন্নিবন্ধন পরাজয় লক্ষিত হইয়া থাকে।

রাম! ক্রমোপার্জ্জিত অর্থের বিনাশে খিন্ন হওয়া উচিত নহে। কেননা, ক্ষয় ও বিনাশই সংসারের স্বভাব। বিশেষতঃ, সাধ্যাতীত

বিষয়ে যদি আমরা দুঃখ করি, তাহা হইলে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিরন্তর ক্রন্দন করাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। এইজন্য, সংশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ সহায়ে বুদ্ধিমালিন্য-পরিহার-পূর্ব্বক, সংসারসাগর উত্তরণ করিবে। পুরুষ অরণ্য-স্বরূপ ; প্রাক্তন ও ঐহিক এই দুটি উহার বৃক্ষ এবং পুরুষার্থ ঐ বৃক্ষের ফল। সমুচিত সেবা দ্বারা ঐ বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈব নিরাকৃত না করে, সে পশু। কেননা, তাহার আত্ম-সুখ-দুঃখে কোনই চেষ্টা নাই। স্বর্গ ও নরক, সমুদায়ই ঈশ্বরের প্রেরণা, এইপ্রকার বিবেচনায় যে ব্যক্তি নিরুদ্যম বা চেষ্টাশূন্য হয়, সেও পশু, সন্দেহ নাই। যাহারা দৈবকে সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা অতি মূর্খ।

রাম! সংসারে যে সহস্র সহস্র ব্যবহার বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে সুখদুঃখ ত্যাগ করিয়া, শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার করাই বিধি। কেননা, ঐপ্রকার ব্যবহারে অভীষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, যাহাতে সুখদুঃখের নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ অবশ্য-কর্ত্তব্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে যত্ন করাই প্রকৃত পুরুষকার এবং তাহাই পরম পুরুষার্থের সাধক। সংশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ-সহায়ে নির্ম্মল বুদ্ধির উদয় হইলে দোষসকলের পরিহার হইয়া, আত্মোন্নতিলাভ হয়।

অয়ি মহাবাহো! অজ্ঞান-জনিত বিষম অবস্থার নিবৃত্তিজন্য যে অসীম আনন্দ সংঘটিত হয়, তাহারই নাম পরমার্থ এবং যাহার আলোচনায় অজ্ঞান নিরাকৃত হয়, তাহাই সংশাস্ত্র। দেবলোক হইতে ইহলোকে আসিয়া, যে কর্ম্মশেষ ভোগ করা যায়, তাহাই প্রাক্তন পৌরুষ এবং তাহাকেই দৈব বলে। দৈব যদিও কিছুই নহে, কিন্তু যেখানে উদ্যোগ বা যত্নের অভাব, সেইখানেই তাহার আবির্ভাব ও প্রভাব লক্ষিত হয়। মূর্খেরা না জানিয়া যে, দৈবের নিন্দা করে, তাহাতে তাহাদের নিন্দা করা যায় না ; কিন্তু জ্ঞানসত্ত্বেও পুরুষকারের পরিহার ও দৈবের সমাদর করাই নিন্দার বিষয়। উহাতে অচিরাৎ বিনাশও হইয়া থাকে। পুরুষকার ইহলোক

ও পরলোক উভয়ত্রই হিতকারী এবং চরমে পরমপদ মোক্ষপদ সাধন করে।

রাম! প্রযত্ন-সহকারে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল, হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ। মূঢ়েরাই এই প্রত্যক্ষ ফল ত্যাগ করিয়া, দৈবরূপ মোহে মগ্ন হয়। অতএব তুমি সকল দুঃখের মূল অসৎ দৈব ত্যাগ করিয়া, পুরুষকারে কৃতযত্ন হও। শাস্ত্র ও সদাচার-সিদ্ধ দেশধর্ম্মের অনুশীলনপূর্ব্বক জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধি সম্পন্ন হইলে, হস্ত-পদাদির সহিত অন্তঃকরণ চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। সাধুরা ঐরূপ চেষ্টাকেই পৌরুষ বলেন। প্রযত্নসহকৃত স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে ঈদৃশ পুরুষার্থের ফল বিচার করাই পুরুষের লক্ষণ। অতএব বিচারপূর্ব্বক সৎশাস্ত্রের অনুশীলন এবং সাধু ও পণ্ডিতবর্গের সেবা করা কর্ত্তব্য। উহাতে পরমার্থ-রূপ পরমফল লাভ হয়। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, ঐরূপ সদাচার-সহকৃত পৌরুষসহায়ে অনায়াসে দৈব নিরাকৃত হয়। অতএব, শমদমাদিসাধনসমর্থ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের সাধুসঙ্গ আশ্রয় করা সর্ব্বথা বিধেয়। রাম! সংসারী জীব ঐহিক পৌরুষকেই অর্থ-সিদ্ধির হেতু জ্ঞান করিয়া, সৎকার্য্যরূপ দিব্য ঔষধ পানপূর্ব্বক জন্মরূপ মহাব্যাধির শান্তি করুক।

সপ্তম সর্গ।

(সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গের ফল।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যেখানে সৎশাস্ত্র ও সাধুসেবা, সেই-খানেই পুরুষকার এবং যেখানে পুরুষকার, সেইখানেই উভয়-লৌকিক অর্থসিদ্ধি। মানুষ আপনা আপনি জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। এজন্য উপদেশগ্রহণ আবশ্যক। সৎশাস্ত্রের অনুশীলন ও সাধুসঙ্গ অবলম্বন, এই দ্বিবিধ উপায়ে প্রভূত উপদেশলাভ হইতে পারে। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বলবান্। ফলতঃ, আর যাহাতে সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, এরূপে আত্মাতে মন সমাহিত করিবে। এই দেহ বিবিধ রোগের আধার। ঐরূপ আত্মসমাধি

দ্বারাই সকল রোগ দূর হয় এবং সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনায় আত্মাতে মনঃসমাধান শিক্ষিত হইয়া থাকে।

পুরুষকারসহায়ে দৈবকে জয় করিতে অভিলাষী পুরুষের উভয় লোকে সিদ্ধিলাভ হয়। সেইরূপ, দৈবের পরতন্ত্র হইয়া, পুরুষকার পরিহার করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও আত্মা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের সঞ্চালন দ্বারা অবশ্যই অভীষ্ট-ফলপ্রাপ্তি হয়। বাল্যকাল হইতে পুরুষকার অভ্যাস করিবে। কেননা, তদ্দ্বারা কার্য্যমাত্রেরই আশংসিত-ফল-লাভ হয়। দৈবের উপর নির্ভর করিলে, সকলই পণ্ড হইয়া থাকে। বিষয়স্ফূর্ত্তির সমকালেই শরীর ও মন উভয়েরই স্ফূর্ত্তি ও তদ্দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হয়।

পুরুষার্থবলেই বৃহস্পতি দেবগণের ও শুক্র দৈত্যসমূহের আচার্য্য হইয়াছেন। দীন হীন সামান্য ব্যক্তিও পুরুষার্থের আশ্রয়ে ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য লাভ করে। আবার, পৌরুষদোষে নহুষাদি মহাপুরুষেরাও স্বর্গ হইতে নরকে পতিত হইয়াছেন। পৌরুষবলেই সাংসারিক অসার সুখ দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গের অভাবে প্রোক্ত-পূর্ব্ব পৌরুষদোষ সমুৎপন্ন হয়। ফলতঃ, সৎশাস্ত্রের অনুশীলন ও সাধুসঙ্গাদি দ্বারা পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়, দৈব কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, পুরুষকার বিপদ হইতে সম্পদে উদ্ধার করে। প্রযত্নসহকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অপায়বর্জ্জিত বিষয়েরই ব্যবহার কর, গুরুজনের ইহাই উপদেশ। বৎস! আমি যেরূপ যত্ন করিয়াছি, তদনুরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। দৈব হইতে আমার কিছুই হয় নাই। পৌরুষবলেই পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধি ও বুদ্ধি বিক্রমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দুঃখের সময় নির্বুদ্ধিতাবশতঃ দৈব আশ্রয় করা মনকে আশ্বাস দেওয়া মাত্র। দেখ, পৌরুষপ্রকাশপূর্ব্বক দেশদেশান্তরে গমন করিলে, অভীষ্ট ফল-লাভ হয়। ভোজন না করিলে ভোক্তার, গমন না করিলে গন্তার ও কথা না কহিলে বক্তার তৃপ্তি হয় না। এইরূপে পুরুষার্থই সকল কার্য্যের হেতু জানিবে। ধীমান্ ব্যক্তি পৌরুষসহায়ে যেমন দুস্তর সঙ্কটে উদ্ধার পান, শুদ্ধ দৈবমাত্র

অবলম্বনপূর্ব্বক, কোন চেষ্টা না করিলে, সামান্য বিপদেও সেরূপ মুক্তিলাভ হয় না। যে ব্যক্তি যে প্রকার পুরুষকার প্রয়োগ করে, তাহার তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; কিন্তু নিরুদ্যম হইলে, কিছুই সিদ্ধ হয় না।

রাম! কেহ কখনও দৈবকে দেখে নাই এবং দেখিবেও না। যাহা পরলোকে ভোগ করিতে হয়, তাদৃশ ঐহিক কর্ম্মফলকেই পণ্ডিতেরা দৈবনামে নির্দ্দেশ করেন। লোকে ইহলোকে জন্মিয়া, পুনরায় জীর্ণ হয়। কিন্তু জরা, যৌবন ও বাল্যের ন্যায়, দৈবকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণের মতে অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে কার্য্যতৎপরতা, তাহাই পুরুষার্থ। আর, অনর্থ কার্য্যে যত্ন করা মত্তচেষ্টা মাত্র।

রাম! ধীমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রসমালোচন সহায়ে স্বীয় বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া, কার্য্যসাধিনী ক্রিয়া বলে উদ্ধারলাভে সমর্থ হয়েন। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র আয়ত্ত থাকিলে, সরোজ ও সরোবরের ন্যায়, জ্ঞানের যথাকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে আলস্য ত্যাগ ও যত্ন করিয়া, সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গাদি অভ্যাস করিলে, অনায়াসে স্বার্থ সিদ্ধ হয়। পরাৎপর বিষ্ণুও পুরুষকার দ্বারা দৈত্যদিগের দমন, অসীম বিশ্বকার্য্য ব্যবস্থাপন ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। রাম! তুমি সর্ব্বদাই এই পুরুষকারে এরূপ যত্ন করিবে, যে, তরুতলে গমন করিলে, তত্রস্থ সরীসৃপেরাও যেন তোমাকে দংশন করিতে সমর্থ না হয়।

অষ্টম সর্গ।

(দৈবের অকিঞ্চিৎকরতা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! দৈবের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার, কর্ম্ম বা পরাক্রম নাই। উহা স্পন্দহীন এবং মিথ্যাজ্ঞানরূপে অজ্ঞানীদেরই চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে। এইরূপে এই কার্য্যের অনুষ্ঠানে এইরূপ ফললাভ হয়, স্বকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে ইত্যাকার জ্ঞানকে দৈব বলে; তদ্ভিন্ন দৈব আর কিছুই নহে। যাহাদের জ্ঞান নাই,

তাহারাই রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, দৈবের অস্তিত্ব স্বীকার করে। বর্ত্তমান সৎকার্য্য যেমন পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্য প্রতিচ্ছন্ন করে, ঐহিক পুরুষার্থ তেমনি প্রাক্তন কর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব প্রযত্নপূর্ব্বক পুরুষকারপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবে। সৌম্য! মূঢ়দিগের কল্পিত দৈব যদি সত্য ও বলবান্ হয়, তাহা হইলে, দৈববশে দেহ দগ্ধ হইবে না, এই প্রকার অবধারণ করিয়া, তাহারা কেন অগ্নিতে প্রবেশ না করে? অথবা, দৈবই যদি সকলের কর্ত্তা হয়, তবে, চেষ্টা করিবার আর আবশ্যকতা কি? লোকে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকুক, দৈবই তাহার পান, ভোজন, স্নান ও দান প্রভৃতি সকল কার্য্যের সমাধান করিবে! অথবা, দৈবই যদি সমস্ত সম্পন্ন করে, তবে অন্যের নিকট উপদেশগ্রহণে প্রয়োজন কি? দৈবই তাহাকে উপদেশ ও শিক্ষা দিবে।

রাম। সংসারে মৃত ভিন্ন অন্য কাহাকেই স্পন্দনশূন্য দেখা যায় না এবং কার্য্য না করিলেও, ফলপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। লোকে অগ্রে হস্তপদাদি চালনা করিয়া, আহার সংগ্রহ করে; তবে ভোজন করিতে পায়। ইহাই পুরুষকারের প্রত্যক্ষ ফল। দৈবের ফল একবারেই অসম্ভব। কেন না, দৈব নিজে অক্ষম ও অপদার্থ। সেইজন্য অনর্থময় দৈব ত্যাগ করিয়া, অর্থময় পুরুষকার আশ্রয় করাই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃকল্প। কার্য্যের কারণ সকল বিদ্যমান থাকিলেও, হস্ত পদাদি চালনা করিয়া, ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পুস্তক থাকিলেই বিদ্যালাভ হয় না, উহা অধ্যয়ন করিতে হয়। এইরূপ, লেখনী থাকিলেই লেখা হয় না, হস্ত দ্বারা লিখিতে হয়। দৈবের প্রতি নির্ভর কর, এই সকল কখনই সম্পন্ন হইবে না। আমি এই বসিয়া আছি, দৈব আমায় অন্যত্র বসাইয়া দিক্, দেখি। ফলতঃ, আমি হস্তপদাদি-চালনাপূর্ব্বক স্বয়ং গাত্রোত্থান না করিলে, আমায় উঠাইয়া দেয়, দৈবের এরূপ ক্ষমতা কোথায়? অতএব সকলেরই পুরুষকার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দৈব কিছুই নহে এবং নিরাকার আকাশবৎ দৈবের সহিত কাহারই কোন সম্পর্ক নাই। দৈব নামে

কোন পদার্থ থাকিলে, অবশ্যই তাহা দেখা যাইত। সুতরাং, দৈব শব্দমাত্র ; কোন বস্তুই নহে। দৈব যদি সকলের নিয়োগকর্ত্তা হয়, তাহা হইলে, দৈবই সকল করিবে, ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত চিত্তে সকলে শয়ন করুক না কেন? দৈবই আমার সকল করিতেছে, ইত্যাকার জ্ঞান প্রবোধমাত্র, পরমার্থজনক উপদেশ নহে।

মূঢ়গণের কল্পিত দৈবে আসক্ত হইলে, পরিণামে বঞ্চনামাত্র সার হয়। কিন্তু পুরুষার্থে নির্ভর করিলে, পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পরাক্রান্ত, পণ্ডিত ও প্রজ্ঞাবান্ ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি দৈবের পরতন্ত্র?। কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া, যাহাকে দীর্ঘায়ু ও অবশ্য পণ্ডিত হইবে বলিয়া, স্থির করিয়াছেন, সহসা মস্তক ছিন্ন হইলে, যদি সেই দীর্ঘায়ু পুরুষের মৃত্যু না হয় এবং অধ্যয়ন না করিলে, যদি সেই পণ্ডিতেরও বিদ্যালাভ হয়, তাহা হইলে, দৈবের প্রাধান্য ও উৎকর্ষ স্বীকার করা যায়। রাম! এই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও, পৌরুষবলে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন এবং আমরাও পুরুষকারসহায়ে মহর্ষি ও বিমানচারী হইয়াছি। দানবগণ দৈব ত্যাগ করিয়া, পুরুষকার আশ্রয়ে প্রাধান্য লাভ করিলে, দেবগণ উৎকৃষ্ট পৌরুষবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। এইরূপ, বংশের করণ্ডক যে জল ধারণ করে, পৌরুষই তাহার হেতু, দৈব তাহার কারণ নহে। ধনোপার্জ্জন, পোষ্যপোষণ ও পরপীড়ন প্রভৃতি কোন কার্য্যেই দৈবের ক্ষমতা নাই। অতএব তুমি কল্পনাময় অকারণ দৈবকে দূরে পরিহার ও পরিমার্থপ্রাপ্তির হেতুভূত পুরুষার্থের আশ্রয় গ্রহণ কর।

নবম সর্গ।

(পুরুষার্থপ্রশংসা।)

রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! দৈব যদি কোন কার্য্যেরই নহে, তবে লোকে যাহাকে দৈব বলে, তাহা কিরূপ?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! দৈব নামে কোন পদার্থ নাই। জ্ঞানহীন ও উদ্যোগহীন ব্যক্তিরা মনকে প্রবোধ দিবার জন্য কল্পনা-

বলে উহার সৃষ্টি করিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা যখন হস্ত দিয়াছেন, পদ দিয়াছেন এবং তাহাতে স্পন্দনাদি শক্তি দিয়া, কার্য্য করিবার উপযোগী বিবিধ প্রবৃত্তিবিধান ও বাহ্যবস্তু সকলকেও তাহাদের সমঞ্জসীভূত করিয়াছেন, তখন অকারণ দৈবসৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা কি? ফলতঃ, পৌরুষ দ্বারা যে শুভাশুভ-ফল-প্রাপ্তি হয়, অজ্ঞানীরাই তাহাকে দৈব বলে। যে অবশ্যম্ভাবিনী শুভাশুভ ঘটনা পুরুষার্থের হেতু, তাহারই নাম দৈব। যেমন অজ্ঞানীরা আকাশকে শরীরী বলে, কিন্তু জ্ঞানীরা তাহাকে শূন্য বলিয়া জানেন; সেইরূপ ভ্রান্তেরা দৈবকেই সকলের কারণ বলে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা তাহাকে মিথ্যা বা কল্পনামাত্র কহেন। পুরুষার্থের সিদ্ধিতে যে শুভাশুভ-ফল-ভোগ হয়, মূঢ়েরা তাহাকে প্রাক্তন বলে। উহারই নাম দৈব।

শ্রীরাম কহিলেন, সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবর! আপনি প্রাক্তন কর্ম্মকে বারংবার দৈব নামে নির্দ্দেশ করিয়া, এক্ষণে উহাকে আকাশের ন্যায় মিথ্যা বোধ করত কিনিমিত্ত বিপরীত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেছেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যাহা বলিতেছি, অবধান কর, দৈব যে কিছুই নহে, তাহা জানিতে পারিবে। মানুষের মনে প্রথমে যে বাসনার উদয় হয়, তাহাই কর্ম্মে পরিণত ও স্বয়ং কর্ত্তা স্বরূপ হইয়া, কার্য্য সকল সম্পাদন করে। বাসনা না হইলে, কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না। গ্রামগামী ব্যক্তি যে গ্রামে গমন ও পত্তনার্থী পত্তন লাভ করে, বাসনাই তাহার প্রযোজক। তথাহি, যাহার যেপ্রকার বাসনা, তাহার তদনুরূপ ফললাভ হয়। অত্যন্ত মনোবেগের সহিত অনুষ্ঠিত প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মকেই দৈব বলে। অথবা, কর্ম্মের সাধনভূত মন কর্ম্মেরই অনুরূপ-ভাব-বিশিষ্ট ও পূর্ণাত্মা স্বরূপ। ইহারই নাম দৈব। তদ্ভিন্ন, দৈব আর কিছুই নহে। এই মনোরূপ দৈব হইতেই জীবের কর্ম্মযোগ সংঘটিত হয়। এইজন্য সাধুগণ মনের চিত্ত, বাসনা, কর্ম্ম, দৈব ও নিশ্চয় এই কয়েকটি নাম রাখিয়াছেন। সুদৃঢ় ভাবনা ও প্রযত্নসহকারে যেরূপ কার্য্য

করা যায়, তদনুরূপ ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। এইরূপে পুরুষকার-প্রভাবেই সকল ফললাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! জন্মান্তরীণ বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়াই আমি কার্য্য করিতেছি। তজ্জন্য দুঃখ করা বৃথা।

বশিষ্ঠ কহিলেন, লোকে আপনি কার্য্য করে; পুরুষার্থই এই কার্য্যের প্রযোজক। তুমি পুরুষার্থ আশ্রয় কর, শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। শুভ ও অশুভ ভেদে বাসনা দুইপ্রকার। ইহার মধ্যে একপ্রকারকে প্রাক্তন ও অন্যপ্রকারকে ঐহিক বাসনা বলে। ঐহিকবিশুদ্ধবাসনা-লাভে যত্ন করিলেই, শুভফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

রাম! তুমি স্বয়ং প্রজ্ঞা ও চৈতন্যস্বরূপ, জড়ময় দেহ নহ। তুমি সকলই জান। তোমার এই অবস্থাবৈষম্য প্রকৃত ঘটনা নহে। জীবের এই বাসনা, নদীরূপে সৎ ও অসৎ দুই পথে ধাবমান। সাধুরা পুরুষকারসহায়ে উহাকে সৎপথে প্রবাহিত করিতে ক্ষমবান্ হয়েন। অয়ি রঘুবংশভূষণ! তুমিও পৌরুষ-প্রভাবে অশুভসংস্পৃষ্ট মনকে সৎপথে আনয়ন কর। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। চপলচিত্ত বালককে সান্ত্বনাসহকারে ক্রমে ক্রমে যেমন সৎপথে আনিতে হয়, অসদ্‌বাসনাসক্ত মনকে তেমনি প্রযত্নসহকৃত পুরুষকার সহায়ে সৎপথে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। মনের দোষেই মানুষের পতন হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধবাক্য। কেননা, মন হইতে বাসনা ও বাসনা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শুভ কর্ম্মে শুভ ফল ও অশুভ কর্ম্মে অশুভ ফল লাভ হয়। যাহার মন বিশুদ্ধ, তাহারই শুভগতিলাভ হইয়া থাকে। ইহার যুক্তি ও কারণ সুস্পষ্ট! অতএব তুমি সর্ব্বদা চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা কর এবং অশুভ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। অধিক কি, যাহাতে একমাত্র শুভ বাসনাই আশ্রয় করিতে পার, তজ্জন্য সবিশেষ যত্ন কর। শুভবাসনাজনিত উৎকৃষ্ট সুখ বিধানার্থ ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিয়া, পুরুষার্থ অবলম্বন ও যাবৎ জ্ঞানলাভ না হয়, তাবৎ সাধুসঙ্গ, গুরুসেবা ও সৎশাস্ত্রের অনুশীলন কর। প্রথমে রাগাদি মলভার ত্যাগ ও পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভ

করিয়া, মনোজ্বর দূর হইলে, বাসনা সকল বিসর্জ্জন কর। সৌম্য! বিশুদ্ধবাসনাসমুদ্ভাবিত সুস্নিগ্ধ বুদ্ধি সহায়ে সবিশেষ-পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক আর্য্যপরিসেবিত পরমমঙ্গলনিদান পরমার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হও এবং সর্ব্বথা সমদর্শী হইয়া, পরিণামে শুভ বাসনাও পরিহার করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, সৎস্বরূপে বিরাজ কর।

দশম সর্গ।

(বশিষ্ঠের জন্মকথা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! সত্তা নিয়তি নামে, ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায়, সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছে। তুমি অধুনা শ্রেয়ঃসংঘটন জন্য পুরুষার্থসহায়ে নিত্য বান্ধবস্বরূপ মনের স্থিরত্ব বিধান এবং স্ব স্ব মনোরথ-রথারোহণে নিরন্তর প্রবল বেগে ধাবমান নিতান্ত পতন-শীল ইন্দ্রিয়দিগেরও শান্তি সমাধান কর।

রাম! পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যে মোক্ষসংহিতা-উপদেশ করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সংহিতা সকল দুঃখ বিনষ্ট, বুদ্ধি নিরতিশয় আশ্বস্ত ও পুরুষার্থফল প্রসব করে। উহা শ্রবণ করিলে, তোমার সুখ দুঃখের ক্ষয় ও উভয় লোকেই পরমানন্দসঞ্চয় হইবে। ধীমান্ ব্যক্তি পুনর্জ্জন্মপরিহারবাসনায় উহা শ্রবণ করিয়া, বাসনা-বিসর্জ্জনানন্তর সম্পূর্ণ শান্তি ও সন্তোষ ভোগ করেন।

রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! পিতামহ কিকারণে এই মোক্ষসংহিতা কীর্ত্তন করেন এবং আপনিই বা কিরূপে প্রাপ্ত হয়েন, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যিনি সকলকে ধারণ ও প্রকাশ করেন, সর্ব্বত্র গমন ও সকলের অন্তরে বিরাজ করেন, যাঁহার মায়ার সীমা নাই, সেই অবিনাশী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই সর্ব্বত্র বিদ্যমান; তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই বিরাটরূপী আত্মা সকল কালে সকল অবস্থাতেই একরূপ। সাগর হইতে তরঙ্গের ন্যায়, তাঁহা হইতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। এই অসীম আকাশ তাঁহার রূপ এবং সুমেরু

তাঁহার হৃৎপদ্মের কর্ণিকার ও দিক সকল তাহার দল। এই ভারত-নামক ভূভাগের অধিবাসী প্রাণিগণ সৃষ্টির ক্রমানুসারে বিবিধ বিষয়, বিভব, ভাব, অভাব, লাভ, অলাভ ও সুখ দুঃখাদিতে নিরন্তর ব্যাকুল ও জন্ম মরণাদি উৎপাতপরম্পরায় সর্ব্বদাই উপদ্রুত। সৌম্য! পিতা যেমন পুত্রের দুঃখ দেখিলে, কাতর ও তাহার নিবারণে তৎপর হয়েন, পিতামহ তেমনি স্বসৃষ্ট জীবগণের ঐ সমস্ত দুঃখ দর্শনে ব্যাকুল ও চিন্তাসমাকুল হইয়া, তাহার শান্তি-বিধানার্থ ধর্ম্মপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ তপস্যা, সত্য, দান ও তীর্থ সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাঁহার তৃপ্তি হইল না। কেননা, তিনি ভাবিলেন, এই সকল উপায়েও সংসারতাপের এক কালে পরিহার হইবে না। অতএব নির্ব্বাণের সৃষ্টি করিব। উহার দ্বারা জন্ম মৃত্যু নিরাকৃত, সকল দুঃখ নিবৃত্ত ও সংসারপার সংঘটিত হইবেক। এই ভাবিয়া তিনি আমাকে অনির্ব্বচনীয় মায়াবলে সৃষ্টি করিলেন। আমার হস্তে কমণ্ডলু ও অক্ষমালা এবং আমার পরিধান মৃগচর্ম্ম। আমি তদবস্থায় তদবস্থ পিতার সন্নিহিত হইয়া, ভক্তিভরে অভিবাদনপূর্ব্বক সবিনয়ে আজ্ঞা প্রার্থনা করিলাম। তখন তিনি আমায় সস্নেহে ও সাদর বাক্যে আহ্বান ও হস্তগ্রহণপূর্ব্বক আপনার সত্যাখ্য পদ্মের উত্তর দলে উপবেশন করাইয়া, প্রশান্ত ও উদার বচনে কহিলেন, বৎস! নিজসৃষ্ট জীবলোকের অপার-দুঃখদর্শনে অধীর ও অসহমান হইয়া, তাহার শান্তিবিধানজন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি।

একাদশ সর্গ।

(লোকদুঃখবর্ণন।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! পরের দুঃখ দেখিয়া, কাতর হওয়াই প্রকৃত সাধুতা এবং সেই দুঃখ কোনরূপে দূর করাই প্রকৃত সদনুষ্ঠান। সংসারে মানুষ নিজের দোষে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে। ঐ সকল দুঃখ দূর করিবার জন্যই দয়ার সৃষ্টি হই-

য়াছে। সুতরাং, দয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ স্বরূপ। আকাশ হইতে শিশিরবিন্দু যেমন ধীরে ধীরে পতিত হইয়া পৃথিবী শীতল ও সুখিত করে, দয়াও তেমনি স্বর্গের উপর হইতে ধীরে ধীরে সংসারে অবতরণ করিয়াছে। ঐ যে অতি জঘন্য কৃমি ও কীটগণ বিষ্ঠামধ্যে, ক্ষতমধ্যে, পূযমধ্যে এবং তৎসদৃশ অন্যান্য অতি জঘন্য ক্ষেত্রমধ্যে বিচরণ করিয়া, অতি জঘন্য আভিধানিক জীবন যাপন করিতেছে, ইহারাই দয়াহীন দুর্ম্মতিগণের সাক্ষাৎ পরজন্ম, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ রাম দয়া, ধর্ম্ম ও সত্য এই সকলের অবতার। মহাভাগ বশিষ্ঠের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র লোকের দারুণ ও দুরন্ত দুঃখপরম্পরা তাঁহার স্মৃতিপথে তৎক্ষণাৎ সমুদিত হইল। তখন তিনি ব্যাকুল চিত্তে কহিলেন, ভগবন্! বাস্তবিকই লোকের দুঃখের সীমা নাই। বলিতে কি, মানুষ বলিলেই, অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে নিপতিত জীবিত-জড় বস্তুবিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে। এই পুত্রকলত্রাদি ভয়ানক বিরোধী পরিবারবর্গে সর্ব্বদাই প্রপীড়িত ও বিষয়রূপ তীক্ষ্ণ বিষম বিষভারে নিরন্তর জর্জ্জরিত বিচিত্র সংসার অন্ধতমসাচ্ছন্ন গর্ত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মানুষ, মত্ত হস্তীর ন্যায়, একবার উহাতে পতিত হইলে, প্রায়ই পুনরুত্থানশক্তি-রহিত হইয়া যায়। ঐ দেখুন, শত শত ব্যক্তি বন্ধুবান্ধবপরিবৃত হইয়া, দুর্গম প্রান্তরমধ্যে ভীষণ ব্যাঘ্রমুখে নিপতিত দুর্ব্বল গোসমূহের ন্যায়, ব্যাকুল ও বিবশ হইয়া, সংসাররূপ গভীর গহ্বরমধ্যে ইতস্ততঃ বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এই বিলুণ্ঠনের শেষ নাই। ঐ দেখুন, শত সহস্র ব্যক্তি, কেহ পিতার জন্য, কেহ মাতার জন্য, কেহ পুত্রের জন্য কেহ কলত্রের জন্য, কেহ কন্যার জন্য, কেহ পৌত্রের জন্য, কেহ দৌহিত্রের জন্য এবং কেহ বা বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য আত্মীয়ের জন্য, অনবরত, হায়, আমার কি হইল! হায়, আমি হত হইলাম! দগ্ধ হইলাম! বিনষ্ট হইলাম! ইত্যাদি স্খলিত-গদ্গদ ব্যাকুল বচনপরম্পরা প্রয়োগ করিতে করিতে, মত্তের ন্যায়, অন্ধের ন্যায়, বিকারগ্রস্তের ন্যায়, গ্রহাবিষ্টের ন্যায়, অথবা

ভূতোপহত-চিত্তের ন্যায়, কখন পতিত, কখন উত্থিত, কখন স্খলিত, কখন কম্পিত, কখন বিনম্র, কখন অবসন্ন, কখন মোহাচ্ছন্ন ও কখন বা নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া, কখন শ্মশানে, কখন ভবনে, কখন বিজনে, কখন সজনে, কখন গহনে ও কখন বা তৎসদৃশ ভয়ানক স্থানে অবিরাম ধাবমান হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ পুত্র, কেহ কলত্র, কেহ কন্যা ও কেহ বা সুহৃৎ বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলে, পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, কেহ কাহারও পিতা, কেহ কাহারও মাতা, কেহ কাহারও ভ্রাতা অথবা কেহ কাহারও কলত্রাদি নহে। কিন্তু অন্ধ, অজ্ঞান, অসার ও অবিশ্বাসী মানুষ ইহা ভ্রমেও একবার চিন্তা করে না!

লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, কেহ সামান্য উদরান্নের জন্য, কেহ জঘন্য শিশ্নের জন্য, কেহ বা শিশ্নোদরপরিতৃপ্তির অভাব না থাকিলেও, পুনরায় তাহার অনর্থক বৃদ্ধির জন্য, কাক ও কুক্কুর প্রভৃতি ইতর প্রাণীর ন্যায়, নিতান্ত লালায়িত হইয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। যাহাদের নিজ দেহ মাত্র পরিজন, নো মাতা, নো পিতা, নো বান্ধব; ফলতঃ, যাহাদের আহা করিতে বা আপনার বলিতে সংসারের কুত্রাপি কেহই নাই, তাদৃশ হতভাগ্য, হতস্বার্থ ও হতজীবিত পাপজন্মা ব্যক্তিগণও যেন শত শত কুপোষ্যের পোষণ করিতে হইবে, এইরূপ ভাবে কতই ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া, দিবারজনী অবিশ্রামে বিবিধ দুষ্ক্রিয়া ও দুর্বৃত্তির অনুসরণে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিয়াও, কোনমতেই কুণ্ঠিত, লজ্জিত বা ক্ষুণ্নচিত্ত হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা অলৌকিক বা অবাস্তবিক আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে! সামান্য বন্য শাকেও এই হত দগ্ধ পাপ উদর পূর্ণ হইয়া থাকে। অথবা, পিপীলিকাদি অতি ক্ষুদ্র কীটগণও স্বচ্ছন্দে আহার-বিহারাদি সমাধান করিয়া, আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; কিন্তু, ঐ দেখুন, শত শত ব্যক্তি তাদৃশ ক্ষুদ্র উদরের জন্য পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন ও পরবঞ্চনপ্রভৃতি গুরুতর পাপপরম্পরার অনুষ্ঠান করিয়া, প্রতিদিন স্ব স্ব আয়ুঃ ক্ষয় ও পর-

মার্থ পরিহার করিতেছে। পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, রোগে শোকে জীর্ণ হইয়া, বধবন্ধনগ্রস্ত হইয়া, মোহে তাপে অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া, দিবানিশ দুর্নিবার যাতনাপরম্পরা ভোগ করিতে হয়। সহস্র সহস্র ব্যক্তি, না জানি, কি ভাবিয়া ও কি বুঝিয়া, পুনঃপুনঃ তাহাতেই প্রবৃত্ত হইয়া, তদনুরূপ বা ততোধিক যাতনা সহ্য করিতেছে! কি আশ্চর্য্য! অন্যের দৃষ্টান্তেও তাহাদের চৈতন্য-সঞ্চার হইতেছে না! যে অর্থের জন্য পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে অথবা স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছনা, তাড়না ও অবমাননা করিয়া থাকে; ঐ দেখুন, লক্ষ লক্ষ লোকে নানা-প্রকার অসৎ উপায়েও, সেই অনর্থময় অর্থের সঞ্চয়জন্য স্বকীয় প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত নহে। কি আশ্চর্য্য! এ বিষয়ে বিদ্বান্, মূর্খ বা উচ্চনীচ প্রভেদ নাই। প্রত্যুত, মূর্খ অপেক্ষা বিদ্বা-নেরা এবং নীচ অপেক্ষা উচ্চেরাই নানাপ্রকার উপায় দ্বারা তাদৃশ অর্থোপার্জ্জনে অধিকতর প্রবৃত্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। অধিকন্তু, এই অর্থের জন্যই শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ, রজনীতে রজনীতে জাগ-রণ, দ্বারে দ্বারে ভৈক্ষ্য আহরণ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অসৎ ও অনিষ্টমার্গের আবিষ্করণ হইয়াছে;—যে সকল পথে পদার্পণ করিলে, তৎক্ষণমাত্রে পরমার্থ ভ্রষ্ট ও পুরুষার্থ বিনষ্ট এবং স্বর্গ ও অপবর্গ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে।

ঐ দেখুন, শত শত ব্যক্তি নানাপ্রকার ধর্ম্মের ভান করিয়া, সত্যের দোহাই দিয়া, অন্তরে বাস্তবিক দয়াধর্ম্মাদি বিসর্জ্জন ও ঘৃণালজ্জায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক, দিবার প্রখর আলোকেও নানা-প্রকারে আপন অপেক্ষা স্বল্পবুদ্ধি নিরীহ লোকসকলের যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, রাজা প্রজা কেহই তাহার নিবারণ করিতেছে না! ঐ দেখুন, বলবানেরা সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায়, দারুণ দুরন্ত স্বভাবে হরিণসদৃশ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তিগণের উপরি পতিত হইয়া, কখন লুণ্ঠন, কখন হরণ, কখন পীড়ন ও কখন বা অবমর্দ্দন করিয়া, যে ভয়ানক জুগুপ্সিত কাণ্ডের অভিনয় করিতেছে, অন্যান্যেরা

ক্ষমতা ও শক্তিসত্ত্বেও তাহার নিবারণ না করিয়া, বরং পোষকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে! ইহা অপেক্ষা দয়াময়, সত্যময়, ও ন্যায়ময় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আর কি গুরুতর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা আছে! হায় কি কষ্ট! হায় কি বিড়ম্বনা! বৃহৎ মৎস্য যে আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র মৎস্যকে ভক্ষণ করে, বিবেক বিচারাদি না থাকাই তাহার কারণ। কিন্তু জ্ঞানবান্ ও চেতনাবান্ মানুষ যে মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া, উদরপূর্ত্তি করে, ইহার কারণ কি? ঈশ্বর হস্ত দিয়াছেন, পদ দিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। এই সকল সাধনশক্তি থাকিতেও, শত শত ব্যক্তি, প্রবল প্রবাহে নিপতিত ও অনাহত ভাসমান ক্ষুদ্র হরিণযূথের ন্যায়, একবারেই অবসন্ন হইয়া, গৃহে, অজিরে, প্রান্তরে ও গহনে পতিত রহিয়াছে, ইহারই বা কারণ কি? ঐ দেখুন, কেহ জীর্ণশীর্ণ গললগ্নীকৃতবাসে, কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত গদ্গদ ব্যাকুল বচনে বাস্তবিকই উদরান্নের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে অনবরত ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া, দিবারাত্র বিচরণ করিতেছে; অন্যেরা তাহাকে মত্ত উন্মত্ত অথবা প্রতারণাপরায়ণ বিবেচনা করিয়, তাড়িত, হসিত অথবা দূরীকৃত করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক যাহাদের কোন অভাব বা অসদ্ভাব নাই; বাস্তবিক যাহারা কপটশতপটুতা প্রকাশ করিয়া, নানাপ্রকারে লোকবঞ্চনায় প্রবৃত্ত, সমাজ তাহাদিগকেই প্রকৃত দানপাত্র ভাবিয়া, অশেষ ও বিশেষরূপে তাহাদের সাহায্য করিয়া, শতদিকে শতরূপে শত শত পাপ তাপ বিস্তার দ্বারা পৃথিবীর ভার বর্দ্ধন করিতেছে। ইহারই বা কারণ কি?

ঐ দেখুন, পতিহীন, পুত্রহীন, পিতৃহীন, মাতৃহীন, বন্ধুহীন, উপায়হীন, গতিহীন ব্যক্তিগণের সংখ্যা দিন দিন বন্যার স্রোতের ন্যায় অনবরত বর্দ্ধিত হইতেছে। শ্মশানে শ্মশানে ও বিজনে বিজনে পৃথিবীতে আর নির্ব্বিঘ্নে পদবিক্ষেপের স্থান নাই; অনবরত শৃগাল, কুক্কুর ও শকুনি প্রভৃতির ব্রহ্মরন্ধ্রভেদী হৃদয় বিদারক দারুণ কোলাহলে দিক বিদিক পরিপূর্ণ হইতেছে। লোকের ক্রন্দনে ক্রন্দনে আর

কোন দিকেই কর্ণ পাতিবার সম্ভাবনা নাই। গ্রামে গ্রামে প্রজ্বলিত-অনলময়ী চিতাভূমি মৃত্যুর অতিলোহিত জিহ্বার ন্যায়, চটচটা শব্দে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কাহারও পিতা, কাহারও মাতা, কাহারও প্রাণসম পুত্র কন্যা এবং কাহারও বহুপ্রিয় ও বহু-গণ্য মিত্র কলত্র ও স্বজনসমূহ ঐ ভয়ঙ্কর চিতামুখে পতিত হইয়া, নিমেষমধ্যেই অন্তর্হিত হইতেছে। ইহা দেখিয়াও লোকে আপনাকে অমর ভাবিয়া, শত দিকে শত পাপে প্রবৃত্ত হইতেছে! ইহারই বা কারণ কি?

ঐ দেখুন, সম্মুখে সুবিস্তৃত বধ্যভূমি অনন্ত ও অসীম বেশে পতিত রহিয়াছে। শত শত মুণ্ড, তালফলের ন্যায়, ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছে। কাক ও শৃগাল প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগণ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছে। তাহাদের দন্ত সমস্ত বিকসিত রহিয়াছে। বায়ু অনাহত তাহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া শব্দ করিতেছে; বোধ হইতেছে, তাহারা যেন এই বলিয়া পরস্পর হাস্য করিতে করিতে সম্ভাষণ করিতেছে যে, যাহারা আমাদের ন্যায়, পাপে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদেরও, আমাদের ন্যায়, এইপ্রকার দুর্দ্দশার চরম দশা উপস্থিত হইবে। অতএব মানবগণ তোমরা সাবধান হও। কি আশ্চর্য্য! এই সকল পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়াও, লোকের চৈতন্যসঞ্চার হইতেছে না; প্রত্যুত তাহারা ঐরূপ পাপপথে পুনঃপুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া, ঐরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! ইহারই বা কারণ কি?

ঐ দেখুন, যেখানে নগর ছিল, সেখানে সাগর হইয়াছে; যেখানে উপবন ছিল, সেখানে ভয়ানক অরণ্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; যেখানে অট্টালিকার রাশি ছিল, সেখানে বল্মীকের স্তূপ হইয়াছে; যেখানে নাট্যগৃহ, সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে মরু বা মহামরুর আবির্ভাব হইয়াছে; যেখানে পরমপবিত্র বেদ-পুরাণাদির পরমপবিত্র পাঠ হইত অথবা নৃত্যগীতাদির মনোহর ধ্বনি সতত প্রতিধ্বনিত হইত, সেখানে এখন শৃগাল, উলুক ও কাকের কঠোর

ধ্বনি কর্ণ বধির করিতেছে ! ঐ দেখুন, যেখানে পরমপবিত্র দেবভূমি বা যজ্ঞভূমি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শত শত মহাপুরুষের নিত্য পদার্পণ হইত, ঐ দেখুন, সেখানে এখন ভয়ঙ্কর শ্মশান, মৃত্যুর মুখের ন্যায়, যেন ব্যাদিত হইয়া রহিয়াছে ! ঐ দেখুন, যেখানে স্নেহময় স্নেহময়ী বালক বালিকা, সুবর্ণের সুন্দর পুত্তলিকার ন্যায়, ইতস্ততঃ বিহার করিয়া, পিতামাতার নয়ন, মন, দেহ, প্রাণ সমুদায়ই শীতল ও পরিতৃপ্ত করিত, হায় ! কি বিড়ম্বনা, সেখানে এখন ইন্দুর প্রভৃতি ইতর প্রাণীরা স্বকীয় শিশু সমভিব্যাহারে বাস করিতেছে ! ঐ দেখুন, যেখানে প্রিয়তম প্রিয়তমা পতি পত্নী, ধর্ম্ম ও শান্তির ন্যায়, বিরাজ করিত, সেখানে এখন মূষিক ও মূষিকারা নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে ! ঐ দেখুন, যেখানে বালক বালিকার অর্দ্ধোচ্চারিত অমৃতময় ধ্বনি সমুত্থিত হইত, সেস্থান এখন চর্ম্মচটীর কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছে ! ঐ দেখুন, প্রাসাদ সকল কুটীর হইয়াছে ও কুটীর সকল ভূমিসাৎ হইতেছে ; ঐ দেখুন, কত প্রভু ভৃত্য, কত ধনী দরিদ্র, কত যুবা জরায় জীর্ণ ও কত বীর রোগশোকে নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে ! যাহার যষ্টির আঘাতে শত শত লোকের প্রাণহানি হইয়াছে, সে এখন স্বয়ং ক্ষীণপ্রাণ হইয়া, অন্যের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া, অতি কষ্টে পদক্ষেপ করিতেছে ! যাহার দেহ, পর্ব্বতাদিবৎ কঠিন ও ভারসহ ছিল, তাহাকে এখন যষ্টিমাত্রসার হইতে হইয়াছে ! যাহার দম্ভে মেদিনী কম্পিত হইত, সে এখন প্রভাতের মৃদু সমীরণেও কোমল লতার ন্যায়, কম্পিত হইয়া থাকে ! যে ব্যক্তি সিংহের প্রতাপে প্রভুত্ব করিত, সে এখন ব্যাঘ্রভয়-পরিতাড়িত ক্ষুদ্র জম্বুকের ন্যায়, গোপনে অবস্থিতি করিতেছে ! আর তাহার সে দম্ভ, সে বিক্রম বা সে বীরত্ব নাই ! শত শত লোকালয় বনালয় হইয়াছে এবং শত শত পল্লী বল্লীলতায় আচ্ছন্ন গভীর গহন হইয়াছে ! ঐ দেখুন, যেখানে রজনীর গাঢ় অন্ধকারেও একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করা কঠিন হইত না, সেখানে এখন দিবার প্রখর আলোকেও গমন করিতে সাতিশয় শঙ্কা হইয়া থাকে !

ঐ দেখুন, শত শত ব্যক্তি দিবারাত্র বিলাসশয্যায় শয়ন করিয়া, সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; অন্যেরা তাহাদের জীবিকার উপায় হইয়া, উদয়াস্ত তাহাদেরই উদরপূর্ত্তিরর জন্য পরিশ্রম করিয়া, দিনান্তেও স্বয়ং আহার প্রাপ্ত হইতেছে না! ঈশ্বর সকলের সাধারণ পিতা, এই পৃথিবী সেই পিতার নিজসম্পত্তি। সুতরাং পুত্র বলিয়া সকল ব্যক্তিরই ঐ সম্পত্তিতে সমান সত্ব বা সমান অধিকার আছে। কিন্তু কেহই তাহা বুঝিতে চাহে না! সকলেই ভ্রাতৃবঞ্চক, অর্থাৎ আর কাহাকেও ভাগ না দিয়া, সকলেই একাকী ইহাকে ভোগ করিতে উৎসুক। তজ্জন্য প্রতিদিন ভ্রাতা ভ্রাতার শোণিত শোষণ ও প্রাণ হরণ করিয়া, সর্ব্বদাই সিংহ ব্যাঘ্রাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় বিবাদ, বিগ্রহ, বিসংবাদ, কলহ ও যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। ঐ দেখুন, বসুমতী ঐ সকল নররূপী রাক্ষসের গুরুতর ভারে অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছেন! দুরাচার দুরাত্মা মানবগণের পাপে ও উৎপাতে আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাদিও মলিন হইবার উপক্রম হইয়াছে, এবং দিক্ সকল যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে! যাহারা দিবার আলোকে শুদ্ধসত্ত্ব ধার্ম্মিকবেশে লোকের গৃহে গৃহে বিচরণ করে, ঐ দেখুন, সেই সকল দুরাত্মাই রজনীর অন্ধকারে পেচকের ন্যায়, বহির্গত হইয়া, দস্যু ও চোরবেশে লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহাদের অসাধ্য কায নাই!

যে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলে, অনন্তজীবন নরকের কীট হইয়া থাকিতে হয়, ঐ দেখুন, শত শত পাষণ্ড তাহাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদের অন্তরাত্মা কিছুতেই কুণ্ঠিত নহে। বোধ হয়, ন্যায় ও দয়াময় ঈশ্বর এই সকল পাপাত্মার সৃষ্টি করেন নাই, অথবা সৃষ্টি করিয়াই, কোন কারণে পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। অথবা, যে বিধাতা, মৃণালে কণ্টক দিয়াছেন, সতীর অদৃষ্টেও বৈধব্য লিখিয়াছেন এবং চন্দ্রে কলঙ্ক ও সমুদ্রে লাবণ্য দিয়াছেন, সেই বিধাতাই ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন! ঐ দেখুন, রোগে ও জরার প্রভাবে উঠিবার বা চলিবার শক্তি নাই; কল্য কি খাইবে, তাহার উপায়

নাই; এরূপ অবস্থায় দরিদ্র গৃহী বহু পুত্রের পিতা হইয়া, দৈবের সাক্ষাৎ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছে; তথাপি তাহার গৃহে দারুণ আগ্রহ কোন মতেই বিলুপ্ত হইবার নহে! যাহার, কুবেরের ন্যায়, অতুল বিভব ও অসীম সম্পত্তি, কিন্তু কালবশে চক্ষু মুদ্রিত হইলে, যাহার আর কেহই ভোগ করিবার নাই; সে ব্যক্তিও আপনাকে বঞ্চনা করিয়া, রাশি রাশি সঞ্চয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না! যাহার শক্তি আছে, সে পরের পীড়ন করে, রক্ষা করে না; যাহার বিদ্যা আছে, সে বিবাদ করে, জ্ঞান প্রচার করে না; যাহার ধন আছে, সে সর্ব্বদাই মত্ত, দান করে না; যাহার প্রভুতা আছে, সে কেবল দণ্ডপ্রয়োগে উদ্যত, পরপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; যাহার জিহ্বা আছে, সে কটু কাটব্য প্রয়োগ করিতে যেরূপ ব্যগ্র, মিষ্টবাক্য-প্রয়োগে সেরূপ নহে; যাহার চক্ষু আছে, সে দোষৈক-দর্শী হইবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক, ভ্রমেও গুণদর্শনে প্রবৃত্ত হয় না; যাহার শ্রুতি আছে, সে অসৎ কথা ও অসৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে যেরূপ লোলুপ, সদ্‌বিষয় শ্রবণ করিতে সেরূপ নহে; যাহার পদ আছে, সে অসৎ বিষয়ে ধাবমান হইতে যেরূপ ব্যগ্র; সৎপথে ভ্রমণ করিতে সেরূপ আসক্ত হয় না; যাহার হস্ত আছে, সে অসৎকার্য্য-সাধনে সর্ব্বদাই সমুদ্যত, সদ্‌বিষয়ের অনুষ্ঠানে সহজে প্রবৃত্ত হয় না; যাহার ত্বক্ আছে, সে বেশ্যাদির অসৎ অঙ্গের অসৎ স্পর্শে যেরূপ আন্তরিক প্রীতি অনুভব করে, স্বীয় পতিব্রতা পত্নীর পবিত্র স্পর্শে কখনই সেরূপ সুখী বা সেরূপ প্রীতিমান্ হয় না; যাহার বুদ্ধি আছে, সে কুট তর্কের ও অসৎ যুক্তির আবিষ্কার করিয়া, লোকের বিবিধ অনিষ্ট-পন্থার বিস্তার করিতে সতত যেরূপ আগ্রহ-বান্, সদ্‌বিষয়ের আলোচনা বা সন্মার্গের উদ্ভাবন করিয়া, পরোপকার সাধন করিতে সেরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করে না, যাহার ঘ্রাণ আছে, সে অসৎ-ললনা-সঙ্গে স্রকচন্দনাদির গন্ধসুখ অনুভব করিতে যেরূপ সমুৎসুক, ভক্তিপথে সেরূপ করিতে কখনও অনুরাগী হয় না! ঐ দেখুন, অভ্রদন্তহীন গলিত বৃদ্ধ যেমন মৃত্যুর

ক্রোড়স্থ হইয়াও, বিষয়পিপাসার বশীভূত, ষোড়শবর্ষীয় কোমলমতি ও কোমলপ্রকৃতিরও সেইপ্রকার অবস্থা! ঐ দেখুন, যুবক, যুবতীর প্রণয়কুহকে ছন্নমতি হইয়া, একমনে ইহাই চিন্তা করিতেছে যে, প্রমদার সহবাসই স্বর্গ, স্তনযুগলই মোক্ষফল, মুখই অমৃতভাণ্ড স্পর্শই নন্দনকাননে নিত্যবাস, এবং প্রমদার বাক্যই বেদ ও শ্রুতি শাস্ত্র! যুবতীও একতান চিত্তে সেইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে! এই রূপে, যুবক যুবতীর অনাহত বিষয়সেবায় প্রতিদিন কত শত সংসার নষ্ট হইতেছে, তাহা বলিবার নহে! ঐ দেখুন, পিতার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না হইতেই, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে, মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে যে শত শত গৃহে পিতা পুত্রে বিরোধ ঘটিয়া, নানাপ্রকার জুগুপ্সিত কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে, তদ্দ্বারা বসুমতী দিন দিন আরও ভারাক্রান্তা হইতেছেন! কোন গৃহেই স্ত্রীপুরুষমাত্রে প্রায় মনের মিল নাই। যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিরহ; যেখানে সদ্ভাব, সেইখানেই কলহ; যেখানে মৈত্রী, সেইখানেই শক্রতা; যেখানে আত্মজ্ঞান, সেইখানেই বিশ্বাসঘাতকতা; যেখানে শিরঃসমর্পণ, সেইখানেই শিরশ্ছেদন; যেখানে আদানপ্রদান, সেইখানেই কলহ! এই রূপে কোন স্থানেই প্রকৃত সুখস্বস্তির লেশমাত্র নাই। লোকে যাহাকে সুখ বলে, তাহা দুঃখের নামান্তরমাত্র!

কেহ অদৃষ্টের, কেহ দৈবের, কেহ কালের, কেহ বিধাতার, কেহ প্রতিকুল দেবতার, কেহ কর্ম্মের ও কেহ বা অন্যের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া, বিড়ম্বনাশতময় ভারময় জীবন কথঞ্চিৎ ধারণ করিয়া আছে। এই রূপে সংসারে কেহই স্বাধীন বা সুখী নহে। ইহার উপর কখন বজ্রাঘাত, কখন ঝঞ্ঝাবাত, কখন দুর্ভিক্ষ, কখন মহামারী, কখন রাজভয়, কখন দস্যুভয়, কখন অগ্নিভয়, কখন অন্যান্য নানাপ্রকার উৎপাত ও উপদ্রব অতর্কিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সমস্ত জীবলোক ব্যতিব্যস্ত করিতেছে! কেহই নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ, নিঃশঙ্ক, নিঃসন্দেহ, নির্ভয় বা নির্বৃত নহে! যাহার কিছু নাই, সেও

যেমন উপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত; যাহার কিছুরই অভাব নাই, সেও তেমন বা ততোধিক ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া থাকে। যাহারা পতি-পত্নীতে দুইজনমাত্র, তাহারা শয়নের জন্য অট্টালিকা ও প্রাসাদের উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াও, সন্তুষ্ট হইতেছে না; কিন্তু যাহার পুত্রকন্যায় বহুল পরিবার, তাহার অদৃষ্টে অতিসঙ্কীর্ণ পর্ণ-কুটীরমাত্রও ঘটিয়া উঠে না! ঐ দেখুন, ঐ কারণে সে কখন অনাবৃত ভূমিভাগে, কখম তরুতলে শয়ন করিয়া, অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ রজনী অতিবাহন করিতেছে!

ঐ দেখুন, কেহ রোগে রোগে জীর্ণ, কেহ শোকে শোকে শীর্ণ, কেহ বিষাদে বিষাদে শতধা বিদীর্ণ, কেহ সন্তাপে সন্তাপে মলিন, কেহ চিন্তায় চিন্তায় অতীব ক্ষীণ, কেহ দুঃখে দুঃখে অবসন্ন, কেহ অনশনে অনশনে মুমূর্ষুভাবাপন্ন, কেহ অনুতাপে অনুতাপে দহ্যমান ও অসহমান হইয়া, অহরহ দুর্নিবার নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! কষ্টের প্রাণ কোন মতেই বাহির হইতেছে না, এবং হৃদয় অতি কঠিন বলিয়া, কোন মতেই বিদীর্ণ হইতেছে না! ঐ দেখুন, শত শত ব্যক্তি সিদ্ধিকাম তপস্বীর ন্যায়, শীতকালে শীত, গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম, বর্ষাকালে বর্ষা, হেমন্তে হিম, ইত্যাদি সহ্য করিয়া, যেন পঞ্চতপা হইয়াছে। এইরূপে দুষ্কর তপস্যা করিতে হইলে, যাঁহা করিতে হয়, তাহাদের তাহার কিছুই অবশেষ নাই। তথাপি তাহারা ঋষির ন্যায়, অভিলষিতলাভে কৃতকার্য্য হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে! ঐ দেখুন, কত শত ব্যক্তি ঘৃণা লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মগৌরব ও আত্মাদর দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই পরিহার করিয়া, অনবরত মোক্ষদ্বারের ন্যায়, প্রভুর দ্বার সেবা করিতেছে এবং প্রভু কদাচিৎ অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা দিতেছেন, কাক ও কুক্কুর প্রভৃতি উচ্ছিষ্টভোজী প্রাণীর ন্যায়, তাহাই, দেবদুর্ল্লভ অমৃতবৎ, অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে উপভোগ বা উপযোগ করিয়া, আত্মাকে কৃতকৃতার্থ ও সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত বোধ করিতেছে! ইহা অপেক্ষাও বিড়ম্বনা কি আছে! ঐ দেখুন,

শত শত ব্যক্তি হস্ত পদ থাকিতেও, নির্জীবের ন্যায়, অন্যের গলগ্রহ হইয়া, অথবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাসংগ্রহপূর্ব্বক, পাপ উদর পূর্ত্তি করিয়াও, লজ্জা বোধ করিতেছে না! বলিতে কি, অন্নদাতা ও ভিক্ষাদাতা সময়ে সময়ে গলহস্তে তাড়াইয়া দিলেও, তাহাদের ঘৃণা বা অভিমানের উদ্রেক হইতেছে না; প্রত্যুত যেন পৌরুষ ও অনুগ্রহ ভাবিয়া, পুনঃপুনঃ তাহাকে বিরক্ত করিতে উদ্যত হইতেছে। ইহা অপেক্ষাও আর কি বিড়ম্বনা হইতে পারে!

ভগবন্! সমগ্র মনুষ্যলোকের এইরূপ ও অন্যরূপ নানারূপ দুরবস্থা ও অব্যবস্থা এবং ব্যভিচার ও অত্যাচার অবলোকন করিয়া, আমি সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ ও নির্বিণ্ণ হৃদয়ে আত্মার সহিত ইহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিয়া থাকি। অতএব পিতামহ আপনাকে কিরূপ আদেশ ও উপদেশ করিলেন, বলুন। আপনি শুভক্ষণেই সৎকথার অবতারণা করিয়াছেন।

——

দ্বাদশ সর্গ।

(কালধর্ম্মকীর্ত্তন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিশ্বপিতা পিতা ঐরূপ করিলে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নাথ! এই দারুণ সংসারযন্ত্রণার হেতু কি এবং কিরূপেই বা ইহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে?

তখন পিতৃদেব পদ্মযোনি পরমতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলে, আমি পরমপূর্ণ সুনির্ম্মল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধ সাক্ষাৎ তত্ত্ববোধস্বরূপ লাভ করিলাম এবং তৎপ্রভাবে বিদিতবেদ্য ও প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনি কহিলেন, বৎস! তুমি স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া, আমার সমান হইয়াছ। এক্ষণে পৃথিবীপৃষ্ঠে পদার্পণপূর্ব্বক, পরমজ্ঞান উপদেশ করিয়া, লোকসকলের অজ্ঞান নিরাকৃত ও হিত সাধন কর। তাত! তথায় স্বয়ং সর্ব্বদা ক্রিয়াযোগে প্রবৃত্ত হইয়া,

লোকদিগকেও কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দিবে। সংসারবিরাগী, বিচারনিষ্ঠ ও পরমজ্ঞানী ব্যক্তিরাই উপদেশের প্রকৃত পাত্র। তাহাদিগকে পরমানন্দময় পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবে।

রাম! এইরূপে যাবৎ সৃষ্টি বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ, আমি পিতাকর্তৃক তত্ত্বজ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছি। আমি সর্ব্বথা নিষ্কাম। সুতরাং এই কর্ম্মভূমি ভূমিতলে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য বা বাসের ইচ্ছা না থাকিলেও, কেবল ঈশ্বরাজ্ঞার অনুরোধে প্রশান্তবুদ্ধিসহায়ে অবশ্যকর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির পরে যেজন্য জ্ঞানপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সাগরে তরঙ্গের ন্যায়, আপনা হইতেই উৎপন্ন, বিবিধ-ক্রিয়াময় ব্রহ্মা স্বকীয় সৃষ্টির ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়গত অবস্থা পরিকলনপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, স্বর্গাদির হেতুভূত সত্যাদি যুগের অবসানে লোকমাত্রেই মোহে আচ্ছন্ন হইবে। এইপ্রকার অবধারণানন্তর তিনি কারুণ্যরসবশংবদ হইয়া, আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিয়া, পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বে সনৎকুমার ও নারদাদি মহর্ষিদিগকেও সদুপদেশ ও পুণ্যপ্রচারপুরঃসর ত্রিতাপ-জলধিমগ্ন জীবগণের উদ্ধারজন্য তিনি এইরূপে মহীপৃষ্ঠে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সত্যাদি-যুগক্ষয়ে যাগযজ্ঞাদির লোপাপত্তি দেখিয়া, তৎ সমস্তের পুনঃপ্রবর্ত্তন ও ধর্ম্মমর্য্যাদাসংস্থাপন এবং ধর্ম্মশাসনরক্ষার উপায়স্বরূপ বিবিধ নিয়ম প্রচলন জন্য বেদমূলক সংহিতা সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাম! লোকসকল কালক্রমে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানজনক বিশুদ্ধ ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, আহারকেই পরমসুখসাধন জ্ঞানে, কেবল তাহারই সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। রাজারা বিষয়াসক্তিবশতঃ পরস্পর বিবাদবিগ্রহে বদ্ধ হয়; তজ্জন্য অনেকানেক প্রজা অকৃতাপরাধে দণ্ডিত হয়। বিনাযুদ্ধে পৃথিবীপালন একান্ত দুর্ঘট হয়; তন্নিবন্ধন রাজা প্রজা উভয়কেই দৈন্যদশায় পতিত হইতে হয়। শিশ্নোদর-

নিয়মাবলী।

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺ রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে যে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে, তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম। এই সংস্করণে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিশগণের বা অন্য কাহার কোন সত্বাধিকারই নাই বা রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দুমাত্র কোন অংশেই পরিবর্ত্তন করি নাই। পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, এই অনুবাদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে, বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্বেও, লোকে ইহারই প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করিয়া আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতি জটিল গ্রন্থ। ইহার সহজ বাঙ্গালা হওয়া বড়ই কঠিন। তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুলভ হইবে, বলিয়া, ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে, অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অংশ অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া, ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না, তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে কি' এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতেই ৺কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এই বশিষ্ঠের ও সাধারণের ঈদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা। এই টাকা ১ম হইতে আরম্ভ করিয়া, ২।৩ বারে শোধ করিতে হইবে নতুবা, ।√০ আনা হিসাবে পড়িবে। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে, সমগ্র পুস্তকের সমাপ্তি পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪।২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্তক শেষ হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার নিকট প্রত্যেক খণ্ড ৷৷০ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে উত্তর দিনা। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য সহ পত্র লিখিবেন অগ্রে টাকা না পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয় না। মনিঅডার বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নে লিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রী ... নাথ মুখোপাধ্যায় ৬ নং যোড়াবাগান ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

পরিতৃপ্তিই লোকমাত্রের চরম উদ্দেশ্য হওয়াতে, তজ্জনিত বিবিধ ব্যতিক্রম ঘটনার আবির্ভাব ও যথারীতি লোক-শাসনের ব্যাঘাত সংঘটিত হয়। এই সময়েই আমরা অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রচার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করি। ঐ বিদ্যা রাজাদের জন্যই প্রণীত। এইজন্য রাজবিদ্যানামে পরিগণিত হইয়াছে। এই পরমগুহ্য বিদ্যা অবগত হইলে, রাজাদের সকল দুঃখ শান্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। নির্ম্মলকীর্ত্তি-ভূয়িষ্ঠ রাজন্যগণ গত হইয়াছেন। অধুনা, তুমি এই মহারাজ-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ।

রাম কহিলেন, ভগবন্! বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাই-তেছে, তাহাতেই ত লোকের দুঃখের সীমা নাই, বোধ হইয়া থাকে। ইহার পর আরও কি দুঃখ হইবে?

বশিষ্ঠ কিঞ্চিৎ ব্যাকুলিতের ন্যায় কহিলেন, রাম! ভয়ঙ্কর কলিযুগের সমাগমে ধর্ম্ম যখন অনাথ হইবেন, সত্য যখন নিরাশ্রয় হইবেন, দয়া যখন বিধবা হইবেন, শান্তি যখন অবীরা হইবেন এবং ন্যায় যখন স্থানহীন হইবেন, তখন দুঃখের পর দুঃখ, শোকের পর শোক, বিপদের পর বিপৎ ও আপ-দের পর আপৎ উপস্থিত হইয়া, পৃথিবীকে ভারপূর্ণ জীর্ণ তরণীর ন্যায়, অবসন্ন করিবে। সকলেই আপনা লইয়া ব্যস্ত হইবে, বলবুদ্ধি ক্ষীণ হইবে, শক্তিসামর্থ হীন হইবে, সহায় সম্পৎ লীন হইবে এবং পরমায়ু বিলীন হইবে। অজ্ঞানী, অদৃষ্টবাদী ও অনীশ্বরের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে, পুরুষকারে শ্রদ্ধা দূর হইবে, দৈবে নির্ভরতা উপস্থিত হইবে এবং সকল দুঃখের মূল আলস্যের প্রাদুর্ভাব হইবে। জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির অভাবে ও বিবেচনার অভাবে

শত দিকে শত প্রকারে শত দুঃখের আবিষ্কার হইবে। অলক্ষ্মী গৃহে গৃহে নৃত্য করিবে, অবিদ্যা দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিবে, অজ্ঞান দেহে দেহে ক্রীড়া করিবে এবং অবিবেক হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, মোহের আবরণ বিস্তার করিবে। লোকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইবে, কর্ণ থাকিতেও বধির হইবে, হস্তপদ থাকিতেও পঙ্গু হইবে এবং স্পন্দনাদি থাকিতেও জড় হইবে। বিদ্যা অর্থকরী হইবে, জ্ঞানের ব্যবহার স্থগিত হইবে, গুরুলঘুগণনা দূর হইবে এবং পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনার এককালীন পরিহার হইবে। কেহ কাহারই হইবে না, এবং আপনিও আপনার হইবে না। স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইবে ও নরকের দ্বার মুক্ত হইবে। উচ্চ নীচ হইবে ও নীচ উচ্চ হইবে। কাক, কুক্কুর, শূকর, শৃগাল, পেচক ও অন্যান্য ইতর জন্তুর সহিত দুষ্ট লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও দল পুষ্ট হইবে। লোক সকল ক্রিয়াহীন, যজ্ঞহীন, উৎসাহহীন, আনন্দহীন ও আচারবিহীন হইবে। স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য-শিশু-ক্রোড়ে অনাথ ও বিধবা হইবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভয়, আলস্য, তন্দ্রা, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষ্যা, দৈন্য, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইত্যাদি দোষ সকলের শতগুণ বৃদ্ধি হইবে। পৃথিবী শস্যশূন্য, গো দুগ্ধশূন্য, ভোগ আরামশূন্য, পণ্ডিত জ্ঞানশূন্য, গৃহী লক্ষ্মীশূন্য এবং ক্রিয়ামাত্রেই ফলশূন্য হইবে। দিক্ সকল প্রজ্বলিত হইবে। নক্ষত্র সকল প্রভাহীন হইবে। জ্যোতিষ্ক সকল প্রতিকূল হইবে। বায়ু সকল পর্য্যাকুল হইবে। ভয়ঙ্কর উল্কা সকল পতিত হইবে। নারী সকল বন্ধ্যা বিধবা ও দুরাচারিণী হইবে। মিষ্ট বাক্য দূর হইবে।

শিষ্টাচারের লোপ হইবে। সরলতা বিনষ্ট হইবে। বিনয় বিলীন হইবে। মহামারী, মহানিদ্রা, মহাতন্দ্রা ও মহা-ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইবে। দিক্, দেশ, গ্রাম, নগর সকলই শূন্য হইবে। লোক অলোক হইবে। আলোক অন্ধকার হইবে। জ্ঞান অজ্ঞান হইবে। সত্য অসত্য হইবে। স্ত্রী পুরুষ ও পুরুষ স্ত্রী হইবে। সাধু অসাধু ও অসাধু সাধু হইবে। গুরু শিষ্য ও শিষ্য গুরু হইবে। অনিষ্ট ইষ্ট ও ইষ্ট অনিষ্ট হইবে। দেব অদেব ও অদেব দেব হইবে। শাপ বর ও বর শাপ হইবে। বিধবা সধবা ও সধবা বিধবা হইবে। বিদ্যা অবিদ্যা ও অবিদ্যা বিদ্যা হইবে। ঈশ্বর অনীশ্বর ও অনীশ্বর ঈশ্বর হইবে। প্রভুরা কার্য্য করাইয়া, বেতনদানে পরাঙ্মুখ ও ভৃত্যেরা বেতন লইয়া, কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইবে। ক্ষুধা হইলে, আহার মিলিবে না এবং আহার মিলিলে, ক্ষুধা হইবে না। পিতা পুত্রের ও পুত্র পিতার বিরোধী হইবে। স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রী স্বামীর প্রতিকূলে প্রবৃত্ত হইবে। গুরু শিষ্যের ও শিষ্য গুরুর বিরুদ্ধ পক্ষে অভ্যুত্থিত হইবে।

রাম! আবার, কলির যখন পরিণাম হইবে, তখন বায়ুর প্রবাহ রুদ্ধ ও শ্বাসপ্রশ্বাস বদ্ধ হইবে; আলোক দূর ও একমাত্র অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইবে; সকল প্রকার আহার অসদ্ভূত ও ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইবে; সমুদায় সলিল শুষ্ক ও তৃষ্ণার অতিমাত্র আতিশয্য উপস্থিত হইবে; রোগ সকল প্রবল ও ঔষধ সকল লুক্কায়িত হইবে; লোকমাত্রের আহারবুদ্ধি ও পরিপাকশক্তির লোপ হইবে; ধনীর বংশ ক্ষয় ও দরিদ্রের বংশ বৃদ্ধি হইবে; গৃহী সকল উদাসীন ও

উদাসীন সকল গৃহী হইবে; অর্থ পরমার্থ ও পরমার্থ অনর্থ হইবে; লোকালয় পশ্বালয় ও পশ্বালয় লোকালয় হইবে; রাজা আর প্রজাপালন করিবেন না; ব্রাহ্মণ আর বেদপাঠ করিবেন না; বৃক্ষ আর ফল প্রসব করিবে না; প্রজা আর রাজার বশ্যতা স্বীকার করিবে না; গুরু আর শিষ্যকে সদুপদেশ দান করিবেন না; স্ত্রী আর স্বামীর অনুবর্ত্তন করিবে না; পুত্র আর পিতাকে গ্রাহ্য করিবে না; বিদ্যা আর জ্ঞান বিধান করিবে না; শক্তি আর পরের রক্ষা করিবে না এবং বিধাতাও আর লোকদিগকে পালন করিবেন না। অন্ধ, আতুর, কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, পঙ্গু, বধির ও মূক ইত্যাদির সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে; প্রতারণার দ্বার বিস্তৃত হইবে; অনাথ বালক বালিকা ও নিরাশ্রয়া বিধবার মোষণাদি করিতে কাহারও সঙ্কোচ বোধ হইবে না। এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ অত্যাচারে পৃথিবী রসাতল হইবে।

ত্রয়োদশ সর্গ।

(তত্ত্ববিবেক।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! শুভক্ষণেই তোমার মন নির্ম্মল ও বৈরাগ্যযোগসম্পন্ন হইয়াছে। কোন কারণে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহার নাম রাজস বৈরাগ্য। আর, যাহা নিষ্কারণ ও বিবেক হইতে সমুৎপন্ন, তাহাকে সাত্ত্বিক বৈরাগ্য বলে। তোমার মনে এই সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের উদয়

হইয়াছে। অথবা, সাধুর চিত্তে বিবেক হইতেই এইরূপ উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। রাম! এইপ্রকার নিষ্কারণ-বৈরাগ্যবান্ পুরুষই মহাত্মা, মহাজ্ঞানী ও বিশুদ্ধচিত্ত। স্বভাবসমুৎপন্ন বিবেক, তত্ত্বজ্ঞানাভিমুখী বুদ্ধি ও বিষয়বিরাগ এই সকলেই জীবের শোভা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা বিবেক সহায়ে সংসাররচনাপরিকলনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ-বৈরাগ্য-বিশিষ্ট হয়েন, তাঁহারাই মহাপুরুষ। তাত! সাধুরা বিবেক যোগে বারংবার বিচারপূর্ব্বক সমস্ত সংসার অন্তরে বাহিরে ইন্দ্রজালবৎ জ্ঞান করিয়া, বলপূর্ব্বক ইহা ত্যাগ করিবেন। তুমি স্বভাবসিদ্ধ বৈরাগ্যসহায়ে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছ। তুমি জ্ঞানরূপ বীজের উর্ব্বর ক্ষেত্র। তোমার ন্যায় ধীমান্ ব্যক্তিরা পরমেশ্বরপ্রসাদে বৈরাগ্যের পক্ষপাতী হয়েন। অনঘ। যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াযোগ ও যমনিয়ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, জন্মজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি ও পরমার্থবিচার দ্বারা কাকতালীয়বৎ স্বরূপতত্ত্বে বুদ্ধি সংসক্ত হইয়া থাকে।

পরমপদলাভে সমর্থ না হইলে, বারংবার সংসারে আসিতে হয়। পক্ষী যেমন শৃঙ্খল ছেদনপূর্ব্বক পলায়ন করে, সাধুরা তেমনি নিতান্ত অসৎ জ্ঞানে সংসার পরিহার-পূর্ব্বক, তন্ময় বুদ্ধিযোগে পরব্রহ্মের আশ্রয় লয়েন। জ্ঞান ব্যতীত, এই গহনসদৃশ অতীববিষম সংসারে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। সাধুগণ জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা নিমেষমধ্যেই সংসাররূপ অপার পারাবারের পার প্রাপ্ত হয়েন। অনন্ত বিপৎ ও অনন্ত দুঃখের আধার এই সংসারে তত্ত্বজ্ঞানহীন বিবেকবিহীন ব্যক্তিরাই দুর্ব্বিষহ অন্তর্দাহ ভোগ করে। বাস্তবিক, জ্ঞানযোগ না হইলে, শীতবাতাদি সহ্য করা কাহারই

সাধ্য হয় না। অগ্নি যেমন তৃণ, অনন্তদোষনিলয় দুরন্ত বিষয়-চিন্তা তেমনি মানবদিগকে দগ্ধ করে। যাঁহারা বিজ্ঞাতবিজ্ঞেয় ও সম্যক্ তত্ত্বদর্শী, তাদৃশ প্রাজ্ঞ পুরুষেরা সংসারযন্ত্রণায় পরিহার প্রাপ্ত হয়েন। ফলতঃ, সংসাররূপ মরুভূমিস্থ আধি ব্যাধিরূপ প্রবল ঘূর্ণবায়ু তত্ত্বজ্ঞানরূপ কল্পবৃক্ষের ক্ষোভসাধনে সর্ব্বথা অক্ষম।

তত্ত্বজ্ঞানলাভে ইচ্ছা থাকিলে, প্রযত্নপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর সেবা করিবে। কেন না, ঐরূপ পরম তত্ত্বের অভিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ সর্ব্বাংশে শ্রেয়োবিধান করে। যে ব্যক্তি প্রামাণিক তত্ত্বজ্ঞের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া, অজ্ঞের উপদেশ গ্রহণ করে, সে অতি মূর্খ। যে ব্যক্তি ব্যবহার দ্বারা বিশিষ্টরূপে উপদেষ্টার স্বভাব জানিয়া, পরে প্রশ্ন করে, সে উত্তম প্রশ্নকর্ত্তা। যে ব্যক্তি কিয়ৎপরিমাণে স্বভাব জানিয়া, তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়, সে মধ্যম প্রশ্নকর্ত্তা। এবং যে ব্যক্তি স্বভাব না জানিয়া, প্রশ্ন করে, সে অধম প্রশ্ন-কর্ত্তা। তাহার কখন পরমার্থপ্রাপ্তি হয় না। যিনি বিচার দ্বারা সকল সন্দেহ দূর করিতে সমর্থ ও প্রশ্নকর্ত্তার স্বভাব জানিয়া, উপদেশ করেন, তিনি প্রকৃত উপদেষ্টা। আর, যিনি স্বভাব না জানিয়া, অপাত্রে উপদেশ দেন, তিনি মূর্খমধ্যে গণ্য হয়েন।

রাম! তুমি গুণবান্ প্রশ্নকর্ত্তা ও উপদেশের প্রকৃত পাত্র। শব্দার্থজ্ঞানে তোমার বিশিষ্ট পারদর্শিতা আছে। ফলতঃ, তুমি তত্ত্বজ্ঞ, পরমার্থবিচারপরায়ণ, মহাত্মা ও পর-মর্য্যাদক। কুঙ্কুমমিশ্রিত জল যেমন শুভ্র বস্ত্রে ও সূর্য্যকিরণ যেমন সলিলে, তেমনি আমার উপদেশ তোমার হৃদয়ে, লগ্ন

ও বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইবে। সংসার গভীর গহন, মন উহার চঞ্চল মর্কট। অগ্রে ইহাকে স্থির কর, পরে পরমার্থগাথা শ্রবণ করিবে। সতত সৎসঙ্গে থাকিলে, বিবেকরূপ বিটপী প্রাদুর্ভূত হইয়া, ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল প্রসব করে। সাধুগণ বিবেকহীন, জ্ঞানহীন ও সৎসঙ্গহীন ব্যক্তির সঙ্গপরিহারপূর্ব্বক পূজনীয় হয়েন।

শান্তি, সদ্‌বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ, এই চারিটি মোক্ষদ্বারের দ্বারপাল। সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই চারি জনের এবং অশক্ত হইলে, তিন, দুই অথবা এক জনের সেবা করিবে। কেন না, ইহাদের এক জন বশ হইলে, অবশিষ্টেরাও বশ হইয়া থাকে। তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান ও বিবেকবিশিষ্ট ব্যক্তি সংসারের ভূষণ। জল যেমন ঘন হইয়া, প্রস্তর হয়, অতত্ত্বজ্ঞ মূঢ় তেমনি প্রগাঢ় অজ্ঞানবশে স্থাবরাদিযোনি লাভ করে। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম যেমন প্রফুল্ল হয়, জ্ঞানবশে আত্মা তেমনি বিকসিত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান নাই, সে জড়; যাহার বিবেক নাই, সে অবস্তু; যাহার বিদ্যা নাই, সে পশু এবং যাহার বিচার নাই, সে নামমাত্র মানুষ। যাহাতে বিনাশ নাই, তুমি বৈরাগ্য ও যোগাভ্যাসসহায়ে সেই শান্তি ও সৌজন্যরূপ পরম সম্পৎ সঞ্চয়ে কৃতযত্ন হও এবং সর্ব্বদা সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্রসমালোচন, ইন্দ্রিয়সংযম ও তপস্যা দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত কর; সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে। সুনির্ম্মলবুদ্ধিসাহায্যে অধ্যাত্মতত্ত্ববোধক সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিলে, মূর্খতা দূর হয়। বিবিধ বিপদের আস্পদ এই সংসাররূপ বিষবৃক্ষ অজ্ঞানীদিগের মোহ সমুৎপাদন করে। এই হেতু যত্নপূর্ব্বক অজ্ঞান দূর করা কর্ত্তব্য। ভস্ত্রা যেমন

অনলসংযোগে সঙ্কুচিত হয়, সর্পবৎ কুটিলগতি দুরাশা তেমনি মূর্খতাযোগে মনকে সঙ্কুচিত করে। পূর্ণচন্দ্রদর্শনে চক্ষু যেমন তৃপ্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞানপ্রসবিনী প্রজ্ঞা তেমনি বস্তুদৃষ্টি প্রসন্ন করে। সূক্ষ্মার্থপরিগ্রহে সবিশেষ-পটুতাবিশিষ্ট সুচারু-চাতুর্য্যশালিনী বুদ্ধিবলে যাহার মন প্রসন্ন হয়, সেই প্রকৃত পুরুষ। মেঘোপরোধবিনির্ম্মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের বিশুদ্ধ কিরণে আকাশের ন্যায়, সুনির্ম্মল বুদ্ধি ও শান্ত্যাদি দ্বারা লোকের পরম সুষমা প্রাদুর্ভূত হয়।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

(তত্ত্বজ্ঞানের উপকারিতা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহে তোমার মন সবিশেষ পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ; জিজ্ঞাস্য বিষয়মাত্রেই তোমার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে ; পরম তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেক সহায়ে তোমার চিত্ত, সুধাংশুকরসম্পৃক্ত চন্দ্র-কান্তমণির ন্যায়, আর্দ্র ও বাল্যকাল হইতে অভ্যাসবশে সমস্ত সদ্‌গুণ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; সুতরাং তুমিই তত্ত্বজ্ঞানশ্রবণের যোগ্য পাত্র। রজ ও তমোগুণবিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরমাত্মাতে শুদ্ধতত্ত্বানুসারিণী বিশুদ্ধ বুদ্ধি সন্নিহিত ও তদ্দ্বারা মন স্থির করিয়া, তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ কর। যে কোন কার্য্য বা প্রামাণিক উপদেশ, সৎপাত্রে প্রাপ্ত হইলেই, চরিতার্থ

হয়। কুলাচলশিলা যেমন প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন হয়, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে মনোবৃত্তির তেমনি লয় হইয়া থাকে এবং গরুড়মন্ত্রে যেমন বিষম বিষযন্ত্রণার উপশম হয়, তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহামন্ত্রে তেমনি ভয়ঙ্কর বিসূচিকাস্বরূপ সংসার-যন্ত্রণার শেষ হইয়া থাকে। রাম! সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানমহামন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ফলতঃ, তত্ত্বজ্ঞানবিচার দ্বারাই মনুষ্যের সকল দুঃখ দূর হয়। এইজন্য বিচারদর্শী পুরুষেরা তত্ত্বার্থবিচারে বিরত হয়েন না। এই কলেবর অশেষ দোষের আকর ও ব্যাধির মন্দির। সর্প যেমন অব্যাকুলিত চিত্তে জীর্ণ ত্বক্ ত্যাগ করে, তত্ত্বদর্শী বিচারনিষ্ঠ পুরুষ তেমনি ইহা ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। প্রত্যুত, তাঁহারা এই বিশাল বিশ্বকে মায়া বা ইন্দ্রজালবৎ জ্ঞান করিয়া, ভঙ্গুর দেহভার পরিহারপুরঃসর বিগতজ্বর হয়েন। রাম! অসম্যগ্‌দর্শী পুরুষেরাই সংসার-বিয়োগদুঃখে কাতর হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তি মনুষ্যকে কখন সর্পের ন্যায় দংশন, কখন অসির ন্যায় ছেদন, কখন কুন্তের ন্যায় ভেদন, কখন রজ্জুর ন্যায় বন্ধন, কখন অগ্নির ন্যায় দহন, কখন অন্ধকার-রাত্রির ন্যায় মোহে প্রচ্ছাদন, কখন পাষাণপিষ্টবৎ অবসাদন এবং সর্ব্বদাই প্রজ্ঞা ও মর্য্যাদার বিনাশ সংঘটন করে। তথাহি, এমন দুঃখ কি আছে, যাহা সংসারীকে ভোগ করিতে না হয়?

বিষয়রূপ বিষম বিসূচিকার বিশিষ্টরূপ চিকিৎসা না হইলে, অত্যন্ত অনিষ্ট সংঘটিত হয়। নরকের আধার এই দেহ মনকে সতত মলিন করে। সংসাররূপ সাক্ষাৎ নরকে উপলভক্ষণ, প্রস্তরতাড়ন, অগ্নিদাহন, চক্ষুর্বিনাশন, অঙ্গকর্ত্তন,

শরীরপেষণ, অসিপত্রবনে পুনঃপুনঃ চরণচালন, প্রজ্বলিত-পাবকপ্রতিম-সমরনারাচনিপাতন, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মরুভূমি-পরিক্রমণ, শিশিরঋতুতে ধারাগৃহে নিবসন, ইত্যাদি সহস্র সহস্র দুরন্ত দুঃখ সতত সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং, এই অশেষক্লেশময় সংসার হইতে মুক্তিলাভে আলস্য করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক সদ্‌বচার অবলম্বন ও তত্ত্ব পরিকলন করিবে। ধ্যাননিষ্ঠ মুনিগণ, জপনিষ্ঠ মহর্ষিগণ, কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ও নরপতি সকল তত্ত্বজ্ঞানরূপ কবচে স্ব স্ব দেহ রক্ষা করিতেছেন। ইহাঁদের মন পরাৎপর ব্রহ্ম-রসে পরিপূর্ণ। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানবলে, সংসারে থাকিয়াও, সংসারের কোন দুঃখেই লিপ্ত নহেন। অথবা, ঐরূপ নির্লিপ্ত-তাই বিশুদ্ধ চিত্তের স্বভাব।

পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে, সকল মোহ দূর হয়, সকল সংশয়ক্ষয় হয় ও সকল অজ্ঞান তিরোহিত হয় এবং জগদ্‌ভ্রমণ সুখের হেতু হইয়া উঠে। অধিকন্তু, আত্মা প্রসন্ন হইয়া, মানসিক শান্তি বিধান করে এবং মানসিক শান্তির উদয়ে অনুপম ব্রহ্মরসাস্বাদনে সামর্থ্য সমুদ্ভূত হয়। ঐরূপ সামর্থ্য সমদর্শিতার হেতু। এই দেহ রথ, ইন্দ্রিয়গণ ইহার অশ্ব, প্রাণাদি বায়ু ইহার পরিচালক, মন ইহার রশ্মি, আত্মা ইহার সারথি ও পরমাত্মা রথী। এই রথে আরোহণপূর্ব্বক আনন্দ-ধামে গমন করা যায়।

পঞ্চদশ সর্গ।

(শান্তি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অভ্যুদয়লাভে লোকের যেমন আহ্লাদ জন্মে, পরমতত্ত্বজ্ঞানদর্শী দৃষ্টাত্মা ধীমান্ ব্যক্তিরা তেমনি সর্ব্বদা সুখে বিচরণ করেন। সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের শোক নাই, স্পৃহা নাই ও প্রার্থনা নাই। তাঁহারা শুভাশুভ কার্য্যমাত্রে প্রবৃত্ত হইলেও, অপ্রবৃত্ত; তাঁহাদের অবস্থান ও অনুষ্ঠান উভয়ই বিশুদ্ধ; তাঁহারা পরমাত্মায় অধিষ্ঠান ও হেয়োপাদেয় বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত বিশুদ্ধ পথে বিচরণ করেন এবং তাঁহারা আগমন করিয়াও আগমন করেন না, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করেন না ও কথা কহিয়াও কথা কহেন না। মন সর্ব্বচেষ্টাবিহীন ও শান্তিরসাস্পদ হইলে, চন্দ্রবিম্বে অমৃতের ন্যায়, তাহাতে সুখের সঞ্চার হয় এবং হেয়োপাদেয়বোধ পরিহারপূর্ব্বক পরমার্থপদলাভে সমর্থ হইলে,সমস্ত কর্ম্মাদির ক্ষয় হইয়া থাকে। পূর্ণশশিস্থ অমৃতের যেমন পরিমাণ হয় না, বিষয়বাসনা ও ইন্দ্রজালাদি কৌতুক তিরোহিত হইলে, তেমনি অপরিমেয় আনন্দের উদয় হয় এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেই, প্রকৃত সুখলাভ হইয়া থাকে। অতএব যাবজ্জীবন ধ্যান, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিবে। স্বকীয় অনুভব, শাস্ত্রচর্য্যা ও গুরূপদেশ দ্বারা কার্য্যনিষ্ঠতালাভ হইলেই, আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায়। শাস্ত্রার্থ ও মহাজনবাক্য অগ্রাহ্য করিলেই, নিয়তি কষ্ট উপস্থিত হয়। মূর্খতা যেমন দুঃখ ও বিষাদের হেতু, ব্যাধি বা অন্য-

বিধ আপৎ সেরূপ নহে। অথবা, যে মূর্খ, সেই মৃত, আর জ্ঞানীই জীবিত। এইরূপে জ্ঞান ও অজ্ঞানই জীবন ও মৃত্যু। শাস্ত্রাদির অনুশীলন দ্বারা এই মূর্খতা দূর হয়। সামান্য অসামান্য আপদমাত্রেই মূর্খতা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরাবহস্তে চণ্ডালগৃহে ভিক্ষা করাও ভাল, অথবা ঘোর অন্ধকূপ তরুকোটরে কীটরূপে কালক্ষেপ করাও শ্রেয়ঃ; তথাপি মূর্খ হওয়া ভাল নহে।

বিবেকরূপ প্রভাকরের উদয় না হইলে, মনরূপ পঙ্কজ প্রফুল্ল হয় না। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, হরিহরাদির ন্যায়, বিচরণ করেন। সংসারে দুঃখের যেমন সীমা নাই, তেমনি সুখই ইহাতে অশেষ দুঃখের হেতু; অতএব তৃণলবের ন্যায় অতিতুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর সুখে আস্থা করিবে না। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি ও অনায়াসসাধ্য অনন্ত পরমপদসিদ্ধি জন্য কৃতযত্ন হয়েন। যাঁহাদের মন বিগতজ্বর ও পরমপদপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারাই পুরুষোত্তম ও প্রকৃত পুরুষার্থভাজন; সেইরূপ, যাহারা বিবিধ বিষয়ভোগে সন্তুষ্টচিত্ত, তাহারা কূপগর্ত্তস্থ অন্ধ ভেকের সমান, সন্দেহ নাই। যাহারা মিত্রবৎ-ব্যবহারশীল, দুষ্কর্ম্মশালী, দুরন্ত, শঠ শত্রুর আনুগত্য করে, সেই মন্থরবুদ্ধি মূঢ়গণ দুঃখ হইতেও দুঃখে, ভয় হইতেও ভয়ে, দুর্গম হইতেও দুর্গমে ও নরক হইতেও নরকে পতিত হইয়া থাকে। বিদ্যুতের ন্যায়, ক্ষণিক সুখদুঃখে কিছুই লাভ নাই। তোমার ন্যায়, বৈরাগ্য ও সদ্বিবেকপরায়ণ পুরুষেরাই, ভোগ ও মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন। বৈরাগ্যের অভ্যাসজনিত সদ্বিবেকের আশ্রয়ে আপৎস্বরূপ সংসারসাগর অনায়াসে উত্তরণ করা যায়। বিজ্ঞেরা বিষ-

মূর্চ্ছনার ন্যায়, সংসারমায়ায় অবস্থিতি করেন না। এই আপদরূপ সংসারে অবস্থিতি করা, আর দহ্যমান গৃহমধ্যে উচ্চ তৃণশয্যায় শয়ন করা, একই কথা। যাহা পাইলে, আর আসিতে ও শোকমোহে পড়িতে হয় না, সেই পরমপদ অবশ্যই আছে, সন্দেহ নাই। যদি তাহা না থাকে, তাহার বিচারে গুণ ভিন্ন দোষ নাই; আর যদি থাকে, তাহার আশ্রয়ে সংসারসাগর পার হইবে, সন্দেহ কি? যাহাতে অপায় নাই, শঙ্কা নাই, ও ভ্রম নাই, সেই পরমপদে একতা ভিন্ন স্বাস্থ্যলাভের গত্যন্তর নাই। ঐ পদপ্রাপ্তি জন্য কিছুই কষ্ট করিতে হয় না এবং বন্ধু, বান্ধব, ধন,হস্তপদাদিসঞ্চালন, দেশদেশান্তরগমন ও শারীরিক ক্লেশাদি দ্বারাও ইহার উপকার হয় না। একমাত্র মন জয় করিলেই, ইহা পাওয়া যায়। বিবেক, বিচার, বিষয়বাসনাবিসর্জ্জন ও একাগ্রতা দ্বারা এই পরমপদ সাধ্য ও বিনির্ণীত হইয়া থাকে। রাম! পরমপদরূপ আসনে আরূঢ় ব্যক্তির জন্মমৃত্যু নাই। সাধুরা নির্দ্দেশ করেন, ঐ পদই সমস্ত সুখের সীমা ও পরম রসায়ন। পার্থিব বা স্বর্গীয় সুখমাত্রেই ক্ষণভঙ্গুর এবং দুঃখের নামান্তর মাত্র। সুতরাং, মনোজয়ে সচেষ্ট হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। মন জয় করিলে, যে শান্তি, সুখ ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, তাহার ক্ষয় নাই। পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, মন যেমন মালিন্য পরিহার ও পরম শান্তভাব অবলম্বন করে, তেমনি সকল বিষয়েই শ্রান্তিবোধ তিরোহিত ও সকল বিভ্রম বিদূরিত হয় এবং কোন অভীষ্ট বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষা বা অনাকাঙ্ক্ষা থাকে না।

রাম! এই সুখ-দুঃখময় সংসাররূপ অতিদীর্ঘ মরুস্থলীতে

একমাত্র শান্তিসহায়ে, চন্দ্ররশ্মির ন্যায়, পরম শীতলতা লাভ হইয়া থাকে। শান্তিই পরমশ্রেয়োময় পরম পদ এবং শান্তিই সকল কল্যাণের হেতু। শান্তিগুণের সান্নিধ্য-যোগ বশতঃ যাঁহার আত্মা শীতল হইয়াছে, তিনি শত্রু হইলেও মিত্র। শমরূপ চন্দ্রে আশয় অলঙ্কৃত হইলে, ক্ষীরোদ-সাগরের ন্যায়, বিশুদ্ধতা সমুচ্ছলিত হয়। যাঁহাদের হৃদয়-রূপ কোষে শমরূপ পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তাঁহাদিগকে দ্বিহৃৎ-পদ্ম কহে এবং তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার। মুখ-চন্দ্রে শমশ্রী প্রতিভাত হইলে, মানুষের যে সৌন্দর্য্য প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার দর্শনমাত্র ইন্দ্রিয়গণ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শমরূপ ঐশ্বর্য্যে যে আনন্দ উদ্ভূত হয়, ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য-প্রাপ্তিতেও সেরূপ আনন্দ জন্মে না। সূর্য্যের উদয়ে অন্ধ-কারের ন্যায়, শান্তির উদয়ে দুরন্ত দুঃখ, দুঃসহ তৃষ্ণা ও দুর্নি-বার মনোব্যথা তৎক্ষণে দূরীভূত হয়। মনই প্রসাদের হেতু এবং মনই বিষাদের কারণ। যে মনে শান্তি নাই, তাহাতে প্রসাদ নাই। সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ্যবান্ শমশালী সাধু ব্যক্তিরা অনায়াসেই পরম তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মাতা যেমন পুত্রের, সর্ব্বত্র-সমদর্শী পুরুষ তেমনি ক্রূর অক্রূর সকলেরই পরম বিশ্বাসভাজন। শম যেমন আন্তরিক অনুপম আনন্দের আবিষ্কর্ত্তা, অমৃত বা অতুল ঐশ্বর্য্যও সেরূপ নহে। শমরূপ অমৃতের অভিষেকে অশেষবিধ আধি ব্যাধি অপনীত ও অতি-মাত্র আশ্বাস উদ্ভূত হইয়া থাকে। মন বা বুদ্ধি শীতল বা শান্তভাবে থাকিলে, আহার বিহারাদি সকল ব্যাপারই মধুর বোধ হয়; কিন্তু শান্তি না থাকিলে, কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি, তখন সুখেও সুখ ও আমোদেও আমোদ

বোধ হয় না এবং উত্তমও অধম বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপে, শান্তি না থাকাই বিকার। এই বিকার সুস্থ শরীরেও ভোগ করা যায়। সুতরাং, রোগজনিত বিকার অপেক্ষা ইহা অতীব ভয়ঙ্কর। রাম! শান্তিই জীবন এবং অশান্তিই মৃত্যু। অথবা, শান্তিই স্বর্গ এবং অশান্তিই নরক। আবার, শান্তি যেমন নির্বাণসুখ সমুৎপাদন করে, সেরূপ আর কিছুই নহে।

সমস্ত সংসার, শান্তির পক্ষপাতী। এ বিষয়ে দেব, দানব, পশু, পক্ষী বা অন্য যোনির প্রভেদ নাই। শরে যেমন বজ্রের ভেদ হয় না, তেমনি শান্তিরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্মে শরীর আবৃত থাকিলে, কোন রিপুই কিছু করিতে পারে না। শান্তি দ্বারা লোকের যেরূপ শোভা হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে, যেপ্রকার সন্তোষসঞ্চার হয়, শান্তি দ্বারা ততোধিক সন্তোষ সংঘটিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সকললোকসমক্ষ এই শমগুণে অলঙ্কৃত, তাহাকেই জীবিত বলে। পুরুষ শমগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক অনুদ্ধত হইয়া, যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা লোকমাত্রেরই পরম আদরণীয় হয়।

শুভাশুভ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ বা আস্বাদন করিয়া, যাঁহার হর্ষ বা গ্লানি উপস্থিত হয় না, তাঁহাকেই শান্ত বলে। অথবা, যে ব্যক্তি সমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ভাবী সুখের অভিলাষ ও বর্ত্তমান সুখ পরিত্যাগ করেন না তাঁহাকেই শান্ত বলে। অথবা, যে ব্যক্তি সুবিশুদ্ধ বুদ্ধিসহায়ে সকল কার্য্যেই সমদৃষ্টি স্থাপন করেন, তাঁহাকেই শান্ত বলে। বিপৎ সম্পৎ, জীবন, মরণ ইত্যাদি সকল অবস্থাতেই যিনি নির্ম্মল

ও নিরাকুল, তাঁহাকেই শান্ত বলে। অথবা, যে ব্যক্তি হর্ষ বা শোকাদিস্থানে থাকিয়াও, থাকেন না এবং হর্ষ বা শোক প্রকাশ করেন না, তাঁহাকেই শান্ত বলে। অথবা, যে ব্যক্তি সকলের প্রতিই অমৃতবৎ সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং বিষয়ী হইলেও, অবিষয়ীর ন্যায় ব্যবহার করেন, সতত শীতলচিত্ত তাদৃশ ব্যক্তিকেই শান্ত বলে। তপস্বী, বহুদর্শী অথবা গুণবান্ ইত্যাদি সকলপ্রকার লোকের মধ্যে শমশীল পুরুষের সর্ব্বাধিক দীপ্তি প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, শান্তিই নিখিল গুণের সীমা ও পৌরুষের ভূষণ এবং সঙ্কট ও ভয়স্থানেও পরম প্রতিভা বিস্তার করে, যে প্রতিভার কোন কালেই ক্ষয় বা অবসাদ নাই। যোগী যেমন শান্তিসহায়ে পরমপদে অধিরূঢ় হয়েন, তুমিও তেমনি মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত শমগুণ অবলম্বন কর। সর্ব্বভুবনপ্রকাশক পূর্ণচন্দ্রের দিব্য প্রতিভাও শান্তির প্রতিভায় তিরস্কৃত হইয়া থাকে।

ষোড়শ সর্গ।

(বিচারের উপকারিতা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সৎশাস্ত্রের অনুশীলনে বুদ্ধি-মালিন্য দূর হইলে, সতত আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইবে। আত্ম-বিচার দ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলে, তদ্দ্বারা অনায়াসে পরমপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই বিচার, সংসাররূপ মহারোগের পরমৌষধ। সৌম্য! বিচাররূপ খড়্গ দ্বারা মূলচ্ছেদ করিলে, রাগাদি দ্বারা পল্লবিত আপদ্রূপ অসীম অরণ্যানীর পুনরায় উৎপত্তির সম্ভাবনা দূর হয়। সংসারে সতত মোহ উপস্থিত,

স্বজনবিচ্ছেদ সংঘটিত ও ভীষণ সঙ্কটসমূহ আপতিত হইয়া থাকে। বিচার দ্বারাই ইহাতে সদ্গতিলাভ হয়। বিচার ভিন্ন, জ্ঞানবানের অন্য গতি নাই। তাঁহারা বিচারবলেই অশুভ ক্ষয় ও শুভ সঞ্চয় করেন। বল, বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি ও ক্রিয়াফল সমস্তই বিচার হইতে উৎপন্ন হয়। বিচার দ্বারা অভ্রান্ত সিদ্ধি ও হেয়োপাদেয় কার্য্য সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাধুগণ বিচারবলে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়েন। যে মোহরূপ মাতঙ্গ হৃদয়রূপ পদ্ম দলন করে, বিচার তাহার কেশরী। মূর্খেরাও কালবশে এই বিচারবলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। সুবিপুল সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য ও সনাতন মোক্ষ এই সমস্ত বিচাররূপ কল্পবৃক্ষের ফল। তুম্ব যেমন জলে মগ্ন হয় না, বিচারবান্ ব্যক্তি তেমন বিপদে অবসন্ন হয় না। বিচারোদয়শালিনী বুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহারই উদার ফল লাভ হইয়া থাকে। রাম! তোমার কজ্জলসদৃশ-মালিন্য-শালিনী ভ্রান্তিজননী অবিচারময়ী নিদ্রার অবসান হউক।

সূর্য্য যেমন তিমিরস্তোম ভেদ করে, সদ্বিচার তেমনি মানুষকে মহাবিপদে উদ্ধার করে। হৃদয়রূপ সরোবরে বিচাররূপ সুবিমল কমল বিকসিত হইলে, লোকের অপর্ব্ব শোভা সমুদ্ভূত হয়। যাহারা বিচারশূন্য, তাহাদিগকে সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে। বেতালগণ যেরূপ অন্ধকারে আবির্ভূত হয়, বিচারহীন হৃদয়ে তেমনি দুরারম্ভ ও দুরাচারজনিত পীড়া সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। রাম! তুমি বিচারহীন ও সৎকার্য্যে অনাসক্ত ব্যক্তিদিগকে দূরে বিসর্জ্জন করিবে। সদ্বিচারবিশিষ্ট পুরুষগণ আশা ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বথা স্বাধীন

[২০]

হইয়া, আত্মাতে পরম বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করেন। রাম! এই বিচারবলে জীবন্মুক্তিলাভ হয়। মূর্খেরা রজনীর অন্ধকারে মোহবশতঃ যে প্রাণান্তিক বেতালভয়ে ভীত হয়, এই বিচারই তাহাদের সেই ভয় নিরাকৃত করে। বিচারের অভাবেই অসার সংসার সার ও সত্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকে, বিচারের অভাবেই অবস্তুকে বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় এবং বিচারের অভাবেই স্ত্রীপুত্রাদি নিতান্ত বিরোধী পদার্থ সকলও সুখের বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেখানে বিচার, সেইখানেই লক্ষ্মী এবং যেখানে অবিচার, সেইখানেই অলক্ষ্মী। সেইরূপ, যেখানে বিচার, সেইখানেই পরম পদ ও যেখানে অবিচার, সেইখানেই পরম বিপৎ। চন্দ্রকিরণসম্পর্কে জল যেমন শীতল হয়, বিচার তেমনি সকল সন্তাপ শেষ করিয়া, শরীর শীতল করে। চন্দ্র যেমন নক্ষত্রমালায় সুশোভিত হয়, পরমাত্মারূপ পতাকা ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপ চামর দ্বারা তেমনি সদ্বিচারের শোভা হইয়া থাকে। যাহাতে রাগ নাই, দ্বেষ নাই, বিঘ্ন নাই, সেই অনন্যাশ্রয় অনন্ত সুখ বিচাররূপ মহাবৃক্ষের ফল। রাম! সাধু চিত্ত এই বিচারের আশ্রয় এবং পরমপদ ইহার উৎপাদ্য বিষয়।

পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, বাসনাজাল ছিন্ন হইয়া যায়। তখন লোকে উদয়াস্তবিহীন বা ক্ষয়োদয়রহিত হইয়া থাকে এবং দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই বীতরাগ ও বীতচিত্ত হইয়া, তাহার উপভোগে বিনিবৃত্ত হয়। তৎকালে সংসারের ভাবাভাব সমস্ত পরিকলনপূর্ব্বক ইহাতে সাক্ষীরূপে অবস্থিতি করিয়া, কিছুতেই তাহার বিষাদ বা অনুরাগ সঞ্চারিত হয় না। ইহার নাম জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্ত পুরুষ গত বস্তুতে উপেক্ষা ও

প্রাপ্ত বস্তুতে আনুগত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক, পরিপূর্ণ মহার্ণবের অবস্থাযোগ ভোগ করেন। চিত্তের পূর্ণতাপ্রযুক্ত সুখ দুঃখ কিছুতেই তাঁহার বিকার উপস্থিত হয় না। এই রূপে দীর্ঘ কাল যোগীর ন্যায় জগতে বিচরণ ও সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া, চরমে কৈবল্যপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। রাম! এই সকল সদ্বিচারের প্রত্যক্ষ ফল।

আমি কে? সংসারই বা কি? কিরূপে ইহার শান্তি হইতে পারে? সংসারশান্তিকাম ধীমান্ পুরুষের আপৎকালে প্রযত্নপূর্ব্বক এইরূপে আত্মপ্রতিকার চিন্তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজারা সংশয়স্থলে বিচার দ্বারা কার্য্যের ফলাফল মীমাংসা করেন। বিচার দ্বারা, তুমি-আমি-ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া, দিব্যজ্ঞানযোগ লাভ হয়। তখন দীপালোকে নৈশ অন্ধকারের ন্যায়, জ্ঞানালোকে হৃদয়ের অন্ধকার তিরোহিত হইয়া থাকে। কি অন্ধকার, কি আলোক, কি তেজ, কি শৈত্য, কি দূর, কি নিকট, কোন বস্তুই বিচাররূপ বিশাল দৃষ্টির অগোচর নহে। বিচার অন্ধকারকে আলোক, দূরকে নিকট, কঠিনকে কোমল ও অগ্নিকেও সলিল করে। দুর্ভেদ্য মায়া ও দুরন্ত ইন্দ্রজালও বিচারের নিকট পরাভূত হয়। যাহার বিচারশক্তি নাই, সে আপনার ছায়া দেখিলেও, ভয় পায়, রজ্জুকেও সর্প ভাবিয়া ব্যাকুল হয় এবং শুক্তিকে রৌপ্য ভাবিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, বিচারহীন ব্যক্তি আপনিই আপনার শত্রু। সে মিত্রকেও শত্রু ও বিষকেও অমৃত বোধ করে। বিচারহীন ও চক্ষুহীন উভয়ই এক পদার্থ। তাহারা সকল বিষয়েই শোকগ্রস্ত। কিন্তু বিচারশালী পুরুষ সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করেন।

তথাহি, বিচার অতি চমৎকার পদার্থ, সাক্ষাৎ পরমাত্মার ন্যায় প্রার্থনীয় ও পরমানন্দের ন্যায়, পরমসাধক। অতএব সাধুগণ সর্ব্বথা বিচার আশ্রয় করিবেন। অমৃত যেমন লোকমাত্রেরই প্রিয়, সুবিচারজ্ঞ পুরুষ তেমনি বিদিতাত্মা ব্যক্তিবর্গের বিশেষরূপ প্রীতিভাজন। পথজ্ঞান থাকিলে, যেমন বারবার গর্ত্তে পড়িতে হয় না, বিচারজ্ঞ হইলে তেমনি দুঃখে পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিচারহীন ব্যক্তি যেরূপ সর্ব্বদা রোদন করে, ভীষণ-রোগগ্রস্ত বা বিষময় শরে বিদ্ধদেহ ব্যক্তিও সে প্রকার রোদন করে না। বিচারহীন অপেক্ষা কীট ও সর্পযোনি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ। অবিচার, সকল অনর্থের হেতু ও সাধুগণের নিন্দনীয়। উহা ত্যাগ করাই মঙ্গল। মহাত্মারা সতত বিচারশীল হয়েন। বিচারই অন্ধকূপে পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধার করে। বিচারই আত্মজ্ঞান সাধন ও সংসারসাগর উত্তীর্ণ করে। আমি কে, এই সংসারই বা কি ও কোথা হইতে আসিল, যথাবিধানে এই প্রকার পরামর্শ করার নাম বিচার। বিচারহীন হৃদয় সাক্ষাৎ পাষাণ, অন্ধ হইতেও অন্ধ এবং মোহের বশবর্ত্তিত বশতঃ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরা ভোগ করে। বিচারবলে সত্যলাভ ও অসত্য পরিহৃত হইয়া থাকে। বিচারই সাধুর তত্ত্বপরিজ্ঞানের একমাত্র উপায়। বিচার হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্মবিশ্রান্তি সমুদ্ভূত হয় এবং আত্মবিশ্রান্তি হইতে মনের সকল দুঃখবিনাশ ও পরমশান্তি সঞ্চরিত হইয়া থাকে। বিচারই উৎকর্ষলাভের উপায় এবং ইহলোক ও পরলোকের সহায়। অতএব তুমি সর্ব্বথা বিচারপরায়ণ হইবে।

সপ্তদশ সর্গ।

(সন্তোষ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সন্তোষ হইতে পরম মঙ্গল ও পরম সুখ সমুৎপন্ন হয়। সন্তুষ্ট ব্যক্তিরা পরম বিশ্রাম অনুভব করেন। সন্তোষরূপ ঐশ্বর্য্য হস্তগত হইলে, সাম্রাজ্যকেও তৃণলববৎ তুচ্ছ জ্ঞান হয়। সন্তোষশালিনী বুদ্ধি সঙ্কটেও উদ্বিগ্ন বা ক্ষীণ হয় না। সন্তোষরূপ অমৃত পান করিয়া, যাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, ভোগশ্রী তাঁহাদেব বিষতুল্য বোধ হয়। সন্তোষ ও অমৃত একই পদার্থ; উভয়েই সকল দোষ নাশ ও সকল সুখ সমুদ্ভাবন করে। যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রাপ্ত বিষয়ে রাগ দ্বেষাদি না করেন, তাঁহাকেই সন্তুষ্ট কহে। সন্তোষ ব্যতিরেকে পদে পদেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। সন্তুষ্ট লোক সদা সুখী। সূর্য্যকিরণে পদ্মের ন্যায়, সন্তোষসম্পর্কে লোকের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। মলিন দর্পণে যেমন মুখ দেখা যায় না, আশাবশে বিবশচিত্ত সন্তোষহীন ব্যক্তির অন্তঃকরণে তেমনি জ্ঞান প্রতিভাত হয় না। এই অকিঞ্চন জীবগণ সন্তোষবলে আধি ব্যাধি অতিক্রম ও অসীম সাম্রাজ্যসুখ ভোগ করে। যাঁহারা সন্তোষামৃত পান করিয়া, তৃপ্ত হইয়াছেন, লক্ষ্মী তাঁহাদের মুখে ক্ষীরসাগরের ন্যায়, বিরাজ করেন। সন্তোষবলে আত্মানন্দলাভ হইলে, স্পৃহা এক কালেই তিরোহিত হয়। কিঙ্করগণ যেমন রাজার, আধিব্যাধি তেমনি সন্তোষশীল পুরুষের, বশীভূত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ধূলিপটলের ন্যায়, সন্তোষের আশ্রয়ে আত্মার অস্বস্থতা নিরাকৃত হয়। কলঙ্কসম্পর্কপরিশূন্য, শীলসম্পন্ন বিশুদ্ধ বৃত্তির সহায়তায় লোক-

মাত্রেরই পূর্ণচন্দ্রবৎ শোভা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। রাম! শান্তিগুণসম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিলে, যেপ্রকার সন্তোষ সঞ্চরিত হয়, বিপুল ধনাগমেও সেরূপ হয় না। গুণিগণের মধ্যে অনুত্তমশমগুণশালী পুরুষোত্তমগণ দেব ও মহর্ষিগণেরও নমস্য।

অষ্টাদশ সর্গ।

(সাধুসঙ্গ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহু! সাধুসঙ্গ সংসারসমুত্তরণে সবিশেষ সাহায্য করে বিবেক এই সাধুসঙ্গরূপ মহাবৃক্ষের পুষ্প। যত্নপূর্ব্বক উহা রক্ষা করিলে, মোক্ষফল লাভ করা যায়। সাধুসঙ্গ দুঃখকে সুখ, মৃত্যুকে উৎসব ও বিপৎকে সম্পদরূপে পরিণত করে। শিশিরে পদ্ম যেমন বিনষ্ট ও বায়ুবেগে মেঘ যেমন বিভ্রষ্ট হয়, সাধুসঙ্গে আপৎ ও মোহ তেমনি নিরাকৃত, অনায়াসেই সমস্ত সংসার পরাজিত, বিবেক বর্দ্ধিত অজ্ঞান দূরীকৃত, অপায় ও ব্যাঘাত তিরোহিত, নিত্যবর্দ্ধনশীল পরম নির্ব্বৃতি যোগ সংঘটিত, সদাচার প্রকাশিত ও হৃদয়ের অন্ধকারবিনাশী জ্ঞানরূপ প্রভাকর প্রাদুর্ভূত হয়। সাধুসঙ্গরূপ সুনির্ম্মল জাহ্নবীজলে স্নান করিলে, দান, তপোনুষ্ঠান, তীর্থসেবা ও যাগযজ্ঞাদিতে আর প্রয়োজন কি? দুর্ব্বাসনাদি দোষবিহীন, সর্ব্বসংশয়চ্ছেদনকর্ত্তা সাধু পুরুষই মূর্ত্তিমতী তপস্যাদি সৎক্রিয়া। যাঁহাদের মন পরম প্রযত্নপূর্ব্বক আত্মাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, সেই সাধু পুরুষগণ দরিদ্রের নিধির ন্যায়, পরমদর্শনীয়। সাধুসঙ্গে লোকের বুদ্ধি, অপ্সরাগণমধ্যে লক্ষ্মীর ন্যায়, বিরাজমানা হয়। ব্রহ্ম-

জ্ঞানী ও অহঙ্কারবর্জ্জিত সাধুগণ ভবসাগরপারের নৌকা-স্বরূপ। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য। যাহারা নরকানলের নীরদস্বরূপ সাধুদিগকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করে, তাহারাই অসাধু এবং তাহারাই নরকানলের শুষ্ককাষ্ঠ। রাম! সাধুসঙ্গই দারিদ্র্য ও মৃত্যু প্রভৃতি সান্নিপাতিক রোগের মহৌষধ।

সৌম্য! সন্তোষ, তত্ত্ববিচার, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সাধুসঙ্গ, এই সকল উপায়ে ভবসাগর পার হওয়া যায়। সন্তোষই পরম লাভ, তত্ত্ববিচারই পরম জ্ঞান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহই পরম সুখ এবং সাধুসঙ্গই পরম গতি। এই চারিটি আয়ত্ত থাকিলে, ভবসাগরের মোহরূপ অপার সলিলরাশি অনায়াসে উত্তরণ করা যায়। সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির নিমিত্ত উহাদের মধ্যে একটিরও আশ্রয় গ্রহণ করিবে। রাম! ইহাদের মধ্যে একটি আয়ত্ত হইলে, অপর তিনটিও আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সন্তোষ, সৎসঙ্গ, শান্তি ও সদ্বিচার, ইহারা শ্রীর একমাত্র আশ্রয় এবং সমুদায় সদ্গুণের নিত্য অধিষ্ঠান। জয়শ্রী যেমন সমন্ত্রণাসহকৃত বিচারের বশীভূত, সংসারের যাবতীয় সৌভাগ্য তেমন এই চারিটির আশ্রিত। অতএব পুরুষকারপ্রয়োগপূর্ব্বক জিতচিত্ত হইয়া, এই চারিটি বা ইহাদের অন্যতরকে আশ্রয় করিবে। যাবৎ এইরূপ না করা যায়, তাবৎ শ্রেয়োলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই এবং মন যাবৎ এই সকল গুণ উপার্জ্জনে বদ্ধ না হয়, তাবৎ দন্ত দ্বারা দন্তচূর্ণনের ন্যায়, তাহাকে সংযত করিবে। রাম! তুমি পুরুষ, পাদপ, যক্ষ বা দেবতা যাহাই হও, যাবৎ ঐ সকল গুণ সাধনে সমর্থ না হইবে, তাবৎ কোনও উপায়ই

প্রাপ্ত হইবে না। প্রবল ও পরম উপকারী একমাত্র গুণও সদোষ ও বিবসচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত দোষ তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে। আবার, একমাত্র গুণের বৃদ্ধিতে যেমন অশেষদোষবিনাশন গুণ সমস্ত বৰ্দ্ধিত হয়, তেমনি একমাত্র দোষের বৃদ্ধিতে গুণরাশিনাশ সমস্ত দোষের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাম! বাসনা, নদীর ন্যায়; শুভ ও অশুভ উহার দুই কূল। এই নদী মনোমোহপ্রযুক্ত জীবগণমধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ইহা যাহাতে পুরুষকাররূপ বেগবলে শুভ বাসনারূপ প্রবাহের অনুগামিনী হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন কর; অশুভরূপ প্রবল প্রবাহের আঘাতে বিচলিত হইতে হইবে না।

ঊনবিংশ সর্গ।

(গ্রন্থস্বরূপ কথন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! উল্লিখিত বিচারাদি গুণসমূহে যাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত এবং যিনি জড়সঙ্গবিবর্জ্জিত, উন্নতচিত্ত ও বিশুদ্ধস্বভাব, সেই মহাত্মাই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গ্রহণের যোগ্যপাত্র ও বিচারের উপযুক্ত আধার। সৌম্য! তুমি এই অখণ্ডিত গুণসম্পত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বক্ষ্যমাণ মোহহর বাক্য সকল শ্রবণ কর। যাহার পুণ্যরূপ কল্পবৃক্ষে ফল প্রসূত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মুক্তির নিমিত্ত এই কথা শ্রবণে উৎসুক হয়। সাধু ভিন্ন অসাধু অধমদিগের ইহাতে অধিকার বা যোগ্যতা নাই। দ্বাত্রিংশৎসহস্র শ্লোকে সমলঙ্কৃতা এই নির্ব্বাণসংহিতা মোক্ষোপায় নামে পরিগণিতা হইয়া থাকে। ইহাতে বিবিধ সারগর্ভ বিষয়ের সন্নিবেশ

আছে। রাত্রিতে প্রদীপের আলোকে যেমন বস্তু সকল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ এই সংহিতা শ্রবণে মুক্তি-সাধন জ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহা স্বয়ং বা অন্যের নিকট অনুশীলন করিলেও, ভ্রম নিরাকৃত ও সুখ সম্পাদিত হয়। যেরূপ সাবধানে দর্শন করিলে, রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মে না, সেইরূপ এই সংহিতা বারংবার আলোচনা করিলে, সংসারকে আর সত্য বলিয়া জ্ঞান হয় না।

সৌম্য! ছয়টী প্রকরণ, এই সংহিতায় সন্নিবদ্ধ আছে। ঐ সকল প্রকরণই বিবিধ দৃষ্টান্তসার আখ্যায়িকায় অলঙ্কৃত এবং যাহাতে মুক্তি প্রতিপন্ন হয়, তাদৃশ অর্থগর্ভ বাক্য-সমূহে পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে প্রথমের নাম বৈরাগ্য-প্রকরণ। ঐ প্রকরণ অনুশীলন করিলে, জলসিক্ত মহীরুহের ন্যায়, বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে সার্দ্ধসহস্র শ্লোক আছে। তৎসমস্ত অনুশীলন করিলে, বস্তুজ্ঞানের আবির্ভাবে মনের মালিন্য দূর হইয়া যায়।

বৈরাগ্যের পর মুমুক্ষুনামক দ্বিতীয় প্রকরণ সহস্র শ্লোক বিবিধ যুক্তিবাদ ও মুমুক্ষুগণের স্বভাববর্ণনায় অলঙ্কৃত।

মুমুক্ষুর পর উৎপত্তিনামক তৃতীয় প্রকরণ। ইহাতে সপ্তসহস্র শ্লোকে বিবিধ দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকাসহায়ে বিজ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি, তুমি, ইত্যাকার লৌকিক দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদবৈচিত্র্য ইহার বর্ণনীয় বিষয়। ইহা শ্রবণ করিলে, শ্রোতা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, আমি, তুমি, ইত্যাদি অজ্ঞানকল্পনামাত্র; বস্তুতঃ কিছুই নহে এবং এই আকাশও আকাশ বা এই পর্ব্বতও পর্ব্বত নহে। কল্পনা-সম্ভূত পত্তন ও স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সমস্ত যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা,

মনোরাজ্য যেমন নামমাত্র বিস্তৃত, মৃগতৃষ্ণা যেমন ভ্রম-বিজৃম্ভিত, গন্ধর্ব্বনগর যেমন অর্থ।ববর্জ্জিত. দ্বিচন্দ্র যেমন ভ্রমকল্পিত, অথবা পিশাচ যেমন মোহেরই রচনামাত্র, সংসারও তদ্রূপ, কিছুই নহে। অথবা, যাহার বর্ণ নাই, ভিত্তি নাই ও কর্ত্তা নাই, এরূপ চিত্র যেমন স্বপ্নেই কল্পিত হয়, সংসারও তেমনি কল্পনাময়। অথবা, আকাশে নীল পীতাদি ব[ ] যেমন ভ্রমবশে আরোপিত হয়, সংসারও তেমনি মোহ-কল্পিত। অথবা, চিত্রলিখিত অগ্নি যেমন বাস্তবিক অগ্নি নহে, সংসারও তেমনি অবাস্তবিক। অথবা, চক্রবাকের চীৎকার শুনিয়া,আকাশে জলাশয় [ ]ল্প। করা যেমন মিথ্যা, সংসারও তেমনি কল্পনামাত্র। অথবা, এই সংসার ফলহীন, কুসুমহীন ও ছায়াহীন গ্রীষ্মকালের ন্যায় নীরস, গিরিগুহার ন্যায় শূন্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পঙ্কাদিবিনির্ম্মিত প্রতিমাদির ন্যায় পরমার্থতঃ কিছুই নহে।

উৎপত্তির প[ ] স্থি[ ] নামক চতুর্থ প্রকরণ তিন সহস্র শ্লোকে অলঙ্কৃত, বিবিধ ব্যাখ্যান ও আখ্যায়িকায় সুশোভিত এবং জগতের স্বরূপ ও ভ্রম, অহংভাব ও দ্রষ্টৃদৃশ্যক্রম ইত্যাদি বর্ণনীয় বিষয়সমূহে বিভূষিত।

ইহার পর উপশান্তিনামক পঞ্চম প্রকরণ বিবিধ যুক্তি ও পঞ্চ সহস্র শ্লোকে অলঙ্কৃত। পরমপবিত্র এই প্রকরণ অনুশীলন করিল, সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আমি, তুমি, সে ও এই জগৎ ইত্যাদি ভেদকল্পনা ভ্রমমাত্র। বন্ধ্যা-নারীর মুখে স্বীয় বীর পুত্রের যুদ্ধাদিকথা যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, অথবা স্বপ্নঘটিত যুদ্ধগর্জ্জন যেমন নিরর্থক,অথবা স্বপ্ন ও কল্পনা-রচিত নগর যেমন অলীক পদার্থ, অথবা সঙ্কল্পকলিত মেঘে

বজ্রধ্বনি যেমন বাস্তবিক নহে, এই সংসারও তদ্রূপ অসার, অলীক ও নিরর্থক। রাম! ইহা শ্রবণ করিলে, জীবন্মুক্তি-লাভ হয়। তখন, আলেখ্যলিখিত সেনা যেমন নামমাত্র, সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন তেমনি এক কালেই অলীক হইয়া থাকে।

উপশান্তির পর নির্ব্বাণনামক ষষ্ঠ প্রকরণ সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোকে সন্নিবদ্ধ। ইহা শ্রবণ করিলে, পরম পুরুষার্থ সাধিত ও সকল কল্পনা পরাহত হয়, নির্ব্বাণমুক্তি সংঘটিত ও আত্মার চিদ্‌বিজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়, বিষয়বাসনা বিদূরিত ও আধি ব্যাধি নিবাকৃত হয়, সংসারভ্রম ও সংসারযাতনা নিবারিত হয়, অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রেই পর্য্যবসিত ও কর্ত্তব্যানু-ষ্ঠান জন্য সুনির্ম্মল শান্তি সমুদিত হয় এবং জন্মমরণাদির নিবৃত্তিসহকারে পরম নির্বৃতিযোগ উপস্থিত ও সমুদায় কামনা ফলিত হয়। অধিকন্তু, এই প্রকরণ সবিশেষ অবগত হইলে, ইহা কার্য্য, ইহা কারণ, ইহা কর্ত্তা, ইহা হেয়, ইহা উপা-দেয়, এইপ্রকার জ্ঞান বা দৃষ্টি বিরহিত হয়, দেহ অদেহ ও সংসার অসংসার বলিয়া প্রতীত হয় এবং সমুদায় সাংসারিক দুর্লীলার ক্ষয়, আশাবিসূচিকার লয় ও অহঙ্কাররূপ বেতালের ভয় অপনীত হয় এবং জীবন্মুক্তি সংঘটিত হইয়া, হৃদয় এরূপ বিস্তৃত করে যে, শত শত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও তাহার পরিমাণ করিতে পারেন না।

বিংশ সর্গ।

(দৃষ্টান্তস্বরূপ কথন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, উপ্ত বীজ হইতে যেমন অবশ্যই ফলোৎপত্তি হয়, এই সংহিতা ব্যাখ্যামাত্র তেমনি পরম জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যদিও মুক্তি ও পৌরুষ প্রতিপাদক অন্যান্য অনেক শাস্ত্র আছে; কিন্তু এই সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। অতএব ন্যায়মার্গানুবর্ত্তী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহারই চর্চ্চা করিবেন। বালকেরও নিকট যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিবে; কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মাও অযুক্ত কথা কহিলে, তাহা তৃণবৎ ত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া, আমার পূর্ব্ব পুরুষের এই কূপ, এইরূপ ভাবিয়া, সেই কূপজল পান করে, সেই রাগশীল পুরুষের শাসন করা দুঃসাধ্য। ঊষার সমাগমে আলোকের ন্যায়, এই সংহিতার ব্যাখ্যামাত্রে সদ্বিবেক সমুদিত হয়। রাম! বিচারপূর্ব্বক এই সংহিতার সমালোচন করিলে, ক্রমে ক্রমে যে সংস্কার সমুৎপন্ন হয়, তৎপ্রভাবে পরমপ্রকাশশীল সুবিশুদ্ধ বাক্যসংস্কার ও সত্ত্বগুণময়ী চতুরতার আবির্ভাব হইয়া, সকল লোকের স্নেহ, প্রীতি ও সমাদর আকর্ষণ করে। রাত্রিতে দীপালোকে বস্তুদর্শনের ন্যায়, ইহার আলোচনায় পূর্ব্বাপর সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হয় এবং কামলোভাদি সকল দোষ দূর ও সদ্বিবেক সমুদিত হইয়া, শরৎকালীন দিঙ্মণ্ডলের ন্যায়, অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। যাহার বিবেক নাই, সে সকল বিষয়েই অসিদ্ধ। এই সংহিতার আলোচনায় প্রজ্ঞা সমুদ্ভূত হয়। প্রজ্ঞাবলে ব্যামোহকজ্জল অপনীত ও বস্তুতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। শরীরে বর্ম্ম থাকিলে, বাণ

যেমন তাহা ভেদ করিতে পারে না প্রজ্ঞাবলে ধনাদি বিষয় সকলের অসারতা জানিতে পারিলে, দারিদ্র্যাদি দোষ সকল তেমন কখনই মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে পারে না এবং সাংসারিক কোন বিভীষিকাই বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। প্রজ্ঞাবলে সকল সংসার ও সকল ব্যামোহ, দিবাভাগে অন্ধকারের ন্যায়, দূর হইয়া যায়! বৎস! রাত্রির অবসানে আলোক ও পদ্মের ন্যায়, প্রজ্ঞা বিকসিত হইলে, রাগ দ্বেষাদি দোষ সকল আর আক্রমণ করিতে পারে না। বিচারপরায়ণ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ সাগরের ন্যায় গাম্ভীর্য্য, মেরুর ন্যায় ধৈর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শৈত্যগুণে সমলঙ্কৃত হয়েন।

সৌম্য! বিচারমার্গের অনুসারী হইলে, জ্ঞানবলে ভেদ-দৃষ্টি তিরোহিত ও জীবন্মুক্তি পরিণত হয় এবং শারদী কৌমুদীর ন্যায়, বুদ্ধির মলিনতা পরিহৃত, পরমশীতলতা সমুদ্ভূত ও নিরতিশয় প্রকাশশীলতা সমাগত হয়। হৃদয়রূপ আকাশ বিবেকরূপ প্রভাকরপ্রভা ও শমরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইলে, ধূমকেতুর ন্যায়, সর্ব্বদা অনর্থরাশির হেতুভূত রাগ-দ্বেষাদি ভয়াবহ দোষসমূহ তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সৌম্য! শরৎকালের মেঘ যেমন পর্ব্বতে স্থির হইয়া থাকে, বিচারবান্ ব্যক্তি তেমন শান্তি অবলম্বন ও তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া, অবিচলিত ভাবে আত্মপদ আশ্রয় করেন। তিনি ভ্রমেও পরনিন্দাদি দোষ সকলের আধার গ্রাম্যতার বশীভূত হয়েন না। বায়ু যেমন আলেখ্যলিখিত লতা বিচলিত করিতে পারে না, কোনরূপ মনোগ্লানিই সেমনি তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত করিতে সমর্থ হয় না। কেননা, ঐ বুদ্ধি ধর্ম্মভিত্তিতে দৃঢ় লগ্ন ও ধৈর্য্যবন্ধনে গাঢ় বদ্ধ হইয়া থাকে। তিনি তত্ত্বজ্ঞান-

বলে বিষয়সঙ্গরূপ গভীর গর্ত্তে পতিত হয়েন না। এইরূপে সৎশাস্ত্রের আলোচনায় চরিত্র পবিত্র হইলে, বুদ্ধি, পতির অনুগতা পতিব্রতার ন্যায়, অবিরোধী কার্য্যের অনুসারিণী হইয়া থাকে।

বৎস! বুদ্ধি সঙ্গ ত্যাগ করিলে, কোটিলক্ষ জগতের যাবতীয় পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে পাওয়া যায়। মন মোক্ষোপায় অবগত হইয়া, শান্তভাব আশ্রয় করিলে, ভোগাভিভব প্রযুক্ত বিষাদ বা আহ্লাদ উপস্থিত হয় না। তখন, সংসারে প্রত্যেক পরমাণুতেই প্রতিক্ষণে যে সৃষ্টিপরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তখন কার্য্যফলাদির স্বরূপজ্ঞানে সামর্থ্য থাকিলেও, জড়ের ন্যায়, অনিষ্টে বিরক্তি বা ইষ্টে অনুরক্তি উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত, ইষ্টানিষ্টের সংযোগবশতঃ কোনরূপ বিকারের আবির্ভাব না হওয়াতে, প্রকৃত পুরুষের ন্যায়, যথাপ্রাপ্ত বিষয়েরই অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

বৎস! তুমি এই সংহিতার উক্তিমাত্রে মনোনিবেশ করিও না। ইহার প্রত্যেক শ্লোক যথাযথ বিচার ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ইহা সম্যক্ রূপে অবগত হও এবং শাপ বা বরের ন্যায়, ইহার প্রত্যেক অংশ বিশেষরূপে অনুভব কর। বৎস! বিবিধ রস, অলঙ্কার ও দৃষ্টান্তে অলঙ্কৃত এই কাব্যশাস্ত্র অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পদপদার্থবোধে কিছুমাত্র সামর্থ্য থাকিলেই, লোকে স্বয়ং ইহা বুঝিতে পারে। স্বয়ং বুঝিতে না পারিলে, পণ্ডিতের নিকট শ্রবণ করিবে। সৌম্য! বারংবার এই শাস্ত্রের অভ্যাস বা আলোচনা করিলে, চিত্তসংস্কার সমুদ্ভূত, অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রাদুর্ভূত,

অভিমান ও ভ্রমাদি দোষ সমস্ত সূর্য্যদর্শনে পিশাচের ন্যায় অন্তর্হিত হয় এবং তৎসমস্ত, পরিজ্ঞাত স্বপ্নমোহের ন্যায়, কখনও বিচলিত করিতে পারে না। লোকে সঙ্কল্পের বশ হইয়াই, হর্ষবিষাদ ভোগ করে; কিন্তু জগদ্ভ্রম অবগত হইলে, আর তাহার দুঃখ থাকে না। সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলে, যেমন চিত্র-সর্প ভয় উৎপাদন করিতে পারে না, সমুচিত পথ আশ্রয় করিলে, তেমনি সংসার বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে।

বৎস! পুষ্পের পল্লব ভেদ করিতেও কিছুমাত্র যত্নের আবশ্যকতা হয়; কিন্তু পরমার্থপদ বিনাযত্নেই লভ্য হইয়া থাকে। আবার, অঙ্গচালনাব্যতিরেকে পুষ্পপল্লবও ভেদ করা যায় না; কিন্তু কোনরূপ শরীরচালনা না করিয়া, এক-মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির নিরোধ দ্বারাই পরমার্থপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুখময় আসনে উপবেশন, নিয়মিত ভোজন, ভোগ-স্পৃহাবিবর্জ্জন, অসৎপথের পরিহরণ, দেশকালানুসারে সুখ-সমালোচন, সৎসঙ্গের অনুকরণ ও এই শাস্ত্রের বা মোক্ষ-ধর্ম্মাদির পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সংসারনিবৃত্তির হেতুভূত পর-মাত্মবোধ প্রাদুর্ভূত হয়। যে ভোগবিলাসী পাপাত্মা সংসা-রকে ভয় করে না, সে জননীর বিষ্ঠা; তাহার নাম করিলেও, মহাপাতক জন্মে।

রাম! অধুনা, পরমশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের অন্তরঙ্গস্বরূপ জ্ঞানবিস্তারশাস্ত্র বর্ণন করি, শ্রবণ কর। আর, যাহা দ্বারা প্রকৃত অর্থ পর্য্যালোচনা ও শাস্ত্র শ্রবণ করা যায়, সেই দৃষ্টান্ত বা পরিভাষাও বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যাহা দ্বারা অর্থবোধ হইলে, সকল বিষয় বুঝিতে পারা

যায় এবং বোধজন্য উপকারফললাভ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৃষ্টান্ত বলেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা অপূর্ব্ব অর্থের অনুভব হয়। সৌম্য! দৃষ্টান্তমাত্রেই কারণসাপেক্ষ; কেবল জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মার কোন কারণ নাই। তিনি আপনিই আপনার কারণ। এইজন্য তিনি আপনিই আপনার দৃষ্টান্ত বা উপমা। সুতরাং, পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণতা অবলম্বিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞানার্থ যে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায়, তৎসমস্তই, জাগ্রতক স্বপ্নবৎ মিথ্যা, জ্ঞান করিবে। পরব্রহ্মের কোন আকার নাই। সুতরাং, আকারবান্ দৃষ্টান্ত তাঁহার উপযোগী হইতে পারে না; মূকেরাই এইপ্রকার ব্যর্থ কল্পনায় মৌন অবলম্বন করিয়া থাকে। এই সংসার স্বপ্নসদৃশ; সুতরাং দোষকলুষিতদৃষ্টি কুতার্কিকগণের বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তে পরমার্থপরিজ্ঞানের কোনরূপ বিঘ্ন সম্ভাবনা নাই। এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই প্রতিপাদন করিতে পারে নাই যে, উৎপত্তি ও বিনাশের পূর্ব্বে ও পরে কাল ছিল না ও থাকিবে না।

জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়ই এক পদার্থ। লোকে স্বপ্নবশে যে বর, শাপ ও ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়, তাহা ভাবিলে, স্বপ্নদৃষ্টান্ত মিথ্যা হইতে পারে না। মোক্ষোপায়বিধাতা ভগবান্ বাল্মীকি পূর্ব্বরামায়ণগ্রন্থে বোধ্য বিষয়ের অববোধনিমিত্ত এইপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জগৎ যে স্বপ্নসদৃশ, শাস্ত্রের আলোচনামাত্রেই তাহা জানিতে পারা যায়। আবার, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বলবান্। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা নিপুণ ব্যক্তির নিপুণ উপদেশেও বোধগম্য হয় না; কিন্তু সামান্য দৃষ্টান্তেই তৎক্ষণাৎ অতি মূঢ়

হৃদয়েও তাহার প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, অজ্ঞানী কখনও উপদেশমাত্রে মহাবাক্যার্থ বুঝিতে পারে না; দৃষ্টান্ত দ্বারাই সেই বিষয়ে তাহার দৃঢ় জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার, দৃষ্টান্ত দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায়, সহজে তাহার অপনয় হয় না। পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন, দৃষ্টান্ত, সকল বিষয়কেই সহজ করিয়া থাকে। যিনি বিশিষ্টরূপ দৃষ্টান্তপ্রয়োগে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক বা প্রকৃত গুরু। তাঁহারই উপদেশ সর্ব্বাপেক্ষা ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, দৃষ্টান্তের অংশমাত্রে বোধ্য বিষয় বুঝিতে পারিলে, আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি মহাবাক্যের অর্থ উপাদেয় বোধে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রদীপের প্রভা দ্বারা যেরূপ বস্তু-জ্ঞান হয়, তদ্রূপ উপমানের একদেশসাধর্ম্ম্য দ্বারা উপমেয়স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। তৈল ও বর্ত্তি কখন প্রদীপব্যতিরেকে বস্তুজ্ঞান সম্পাদন করিতে পারে না। বিদ্বানেরা যে প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, কুতার্কিকেরা তাহার অপলাপ করিয়া, অবিশুদ্ধ বিকল্প কল্পনা দ্বারা যাহাতে পরমার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাদৃশ অভিজ্ঞান-বিনাশে সমর্থ হয় না। আমরা বিরুদ্ধ বিচারমার্গের অনুসরণপূর্ব্বক বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া, অনায়াসেই অনুভব করিতে পারি। কিন্তু যে বাক্যে পরমার্থস্বরূপ পুরুষার্থতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই, পরমপ্রেয়সীও যদি তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা প্রলাপবোধে ত্যাগ করিবে, আপ্ত বাক্য ভাবিয়া কখন গ্রাহ্য করিবে না। শ্রুতি ও অধ্যাত্মশাস্ত্র সমুদায়, আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি মহাবাক্যার্থের পরিণাম। যাহা দ্বারা জীবন্মুক্তিলাভ হয়, তাদৃশ বুদ্ধি-

বলে আমরা ঐ বিষয় অবগত হইয়াছি। ঐরূপ পরিণামবোধ হইতেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরম পুরুষার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

একবিংশ সর্গ।

(পরমাত্মকথন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! বিশিষ্টাংশ দ্বারাই উপমান ও উপমেয়ের সধর্ম্মত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। নতুবা, উপমান ও উপমেয় পরস্পর সুসদৃশ হইলে, পরস্পরের প্রভেদ থাকে না। দৃষ্টান্তবুদ্ধির উদয়ে যে অখণ্ড আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রার্থের জ্ঞান জন্মে, তাহা দ্বারা, আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি মহাবাক্যার্থের প্রতীতি জন্মিয়া, নির্ম্মল শান্তি সমুৎপন্ন হয়। অতএব দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক, উভয়ের পর্য্যালোচনা সহায়ে যুক্তিমাত্রের অনুসরণ করিয়া, দৃঢ়রূপে মহাবাক্যার্থ আশ্রয় করিবে এবং দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, পরম শ্রেয়ঃ বোধে একমাত্র শান্তিসঞ্চয়ে যত্ন করিবে। অবস্থাবৈষম্যবশতঃ উপমান ও উপমেয় কারণ ও অকারণ উভয় রূপেই প্রতীয়মান হইলে, একদেশসাদৃশ্য দ্বারাই অর্থবোধ বিনিষ্পন্ন হয়।

বৎস! উপলগর্ভে সমুৎপন্ন অন্ধ-ভেকের ন্যায়, বিবেকবিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভোগসুখে প্রবৃত্ত থাকা উচিত নহে। যত্নপূর্ব্বক দৃষ্টান্তসহায়ে পরমপদপ্রাপ্তির চেষ্টা করিবে এবং সর্ব্বথা শান্তি আশ্রয় ও শাস্ত্রার্থের অনুসরণপূর্ব্বক সর্ব্বদা বিচারপরায়ণ হইবে। এই সংসার মোহ, ব্যামোহ, সন্দেহ, অন্তর্দাহ ইত্যাদির আধার, জানিয়া, যাহাতে পুনরায় ইহাতে আসিতে না হয়, তজ্জন্য সবিশেষ যত্ন করিবে। প্রজ্ঞা, তত্ত্ব-

জ্ঞান, শাস্ত্রোপদেশ ও সৌজন্যসহায়ে ধর্ম্মার্থসঞ্চয়ে কৃতযত্ন হইয়া, যাবৎ আত্মা বিশ্রামসুখ লাভ না করে, তাবৎ বিচারানুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবে। তাহা হইলে, নির্ব্বাণ শান্তি লাভ হইবে এবং পুনরায় মরিতে হইবে না। জননীর গর্ভরূপ অন্ধকূপে ভেকের ন্যায় দীর্ঘকাল বদ্ধ থাকা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ইহা স্মরণ করিলেও, যাহাদের হৃদয়ে বিবেকসঞ্চার না হয়. তাহারা পশুরও পশু, সন্দেহ কি? আবার, সংসারে থাকিয়া, সামান্য উদারান্নের জন্য কখনও প্রভুর দ্বারে, কখনও ধনীর দ্বারে, কখনও দাতার দ্বারে, কখনও আত্মীয়ের দ্বারে, কখনও বা উত্তমর্ণের দ্বারে, কাক ও কুকুরের ন্যায়, ভ্রমণ করাও কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ইহা স্মরণ করিলেও, যাহাদের হৃদয়ে বিবেকসঞ্চার না হয়, তাহারা পশু অপেক্ষাও পশু, সন্দেহ কি? আবার, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি যে সকল প্রাণীকে তুমি জঘন্যযোনি বলিয়া ঘৃণা কর, তাহারা যেমন মরিতেছে ও জন্মিতেছে, তুমিও যদি সেইরূপে জন্ম ও মর, তাহা হইলে, মনুষ্য বলিয়া, তাহাদের সহিত তোমার কি প্রভেদ রহিল? আবার, সিংহ ব্যাঘ্রাদি যে সকল পশু বিচারবিবেকবিমূঢ় হইয়া, কেবল উদরপূরণেই ব্যস্ত, তুমিও যদি উদয়াস্ত প্রভুর দ্বারে বা অন্য দ্বারে অনবরত পরিশ্রম করিয়া, কেবল আহারেরই সঞ্চয় কর, তাহা হইলে, আপনাকে সিংহ ব্যাঘ্রাদি না বলিয়া, মনুষ্য বলিয়া, পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হয় না? ফলতঃ, বিচার ও বিবেকই মনুষ্যত্ব। উহার প্রভাবে তুরীয়পদপ্রাপ্তি হয়, যে পদে মৃত্যু নাই, জন্ম নাই অথবা সংসার নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোধ্য বিষয় জানিতে হইলে, উপমানের একাংশ দ্বারাই উপমেয়ের সাদৃশ্য অনুভব করিবে এবং যে কোন যুক্তি আশ্রয় করিয়া, বোধ্য বিষয় অবগত হইবে। নতুবা, অস্মদীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনজন্য মুখ-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা উচিত নহে। কেন না, ঐপ্রকার বোধচঞ্চু পণ্ডিতেরা ব্যাকুলতাবশতঃ বৈধাবৈধ নির্ণয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অনুমানমাত্র আশ্রয় করিয়া, সত্যকে অসত্যরূপে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে বোধচঞ্চু কহে। বোধচঞ্চুদের কোন বিষয়েই জ্ঞান নাই। তাহারা অভিমানবশে আপনাদের জ্ঞানশক্তি প্রতিহত করে। তাহাদের বুদ্ধিও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়, মলিন হইয়া থাকে।

পণ্ডিতগণ সকল ইন্দ্রিয়ের সার প্রত্যক্ষগোচর বস্তুকে জ্ঞান বলেন। এই জ্ঞান দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হয়, তাঁহার নাম প্রত্যক্ষ। যিনি সাক্ষিচিন্মাত্র, সেই পরব্রহ্ম এই প্রত্যক্ষশব্দে অভিহিত হয়েন। সেই প্রত্যক্ষই জীব ও বিজ্ঞানস্বরূপ এবং তিনিই অহন্তা ও প্রত্যয়রূপী পুরুষ। তাঁহাকে জানিলেই, সকল জানা যায় এবং তাঁহাকে পাইলেই, সকল পাওয়া হয়। তিনি যে সংবিৎ দ্বারা আবির্ভূত হয়েন, তাহাকেই পদার্থ বলে। জল যেমন তরঙ্গাদিরূপে, সেই পরব্রহ্ম তেমন ভ্রমবশতঃ জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়েন। বস্তুতঃ, তিনি জগৎ হইতে ভিন্ন। কেন না, জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর তিনি সম্পূর্ণ সত্য। মিথ্যা ও সত্য কখন এক পদার্থ হইতে পারে না। যাহা মিথ্যা, তাহা চিরকালই মিথ্যা এবং যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য। অজ্ঞান বশতই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মে অসত্যরূপ জগতের আরোপ

হইয়া থাকে। এই জগৎকে জানিলে, তাঁহাকে জানা হয়; কিন্তু তাঁহাকে জানিলে, জগৎ আর থাকে না। তখন লোকে তন্ময় হইয়া থাকে। বাস্তবিক, জগৎ কিছুই নহে। ভ্রমজন্য কল্পনাবশে, আমি তুমি, ইত্যাদি বোধ জন্মিয়া, জগতের প্রচার হইয়াছে। এই যে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি আলোক-পদার্থ দৃশ্যমান হইতেছে, প্রলয়সময়ে এসকলই বাতাহত দীপের ন্যায়, নির্ব্বাণ হইবে। তখন একমাত্র সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম বিদ্যমান থাকিবেন, যিনি প্রলয়ের পূর্ব্বে ও সৃষ্টির আদিতে একাকী সৃষ্টির বীজস্বরূপে বিরাজমান হয়েন।

ফলতঃ, যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন পরমাত্মা অকারণরূপে বিরাজ করেন। পরে সৃষ্টিসময়ে লীলাবশতঃ কারণরূপে স্বীয় স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। পরমার্থ হইতে সমুৎপন্ন বিচারবলে অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, যখন জানিতে পারা যায়, এই জগৎ কিছুই নহে, তখন পরম-পুরুষার্থরূপ মহত্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার, পরমার্থ-বিচারবলে আত্মাকে জানিতে পারিলে, তুমি আমি, ইত্যাদি জগদ্‌ভ্রম নিরাকৃত হইয়া, একমাত্র পরব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন। স্পন্দন যেমন একমাত্র বায়ুর আশ্রিত, তেমনি রূপ, আলোক ও বিবিধ বিষয়প্রবৃত্তি সম্বলিত এই বিচিত্র সংসার পরমাত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে। তিনিই সকলের আত্মা এবং জ্ঞানস্বরূপ ও শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরম বস্তু। তাঁহারই উদয়ে বা প্রকাশে স্থূলসূক্ষ্ম দেহ ও দিক্ কাল প্রভৃতির উদয় বা প্রকাশ হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যরূপে দিবসে ও চন্দ্ররূপে রাত্রিতে আলোক বিতরণ করেন এবং তিনিই চৈতন্যরূপে মন প্রভৃতির

চালনা করিয়া থাকেন। মনের চালনায় ইন্দ্রিয়গণ পরিচালিত হইলে, রূপরসাদির অনুভব হইয়া থাকে। লোকে পুত্র প্রভৃতি প্রিয় বস্তুকে আলিঙ্গন করিয়া, যে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করে, অথবা এই বিচিত্র বিশ্বকার্য্য দর্শন করিয়া, যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সম্ভোগ করে, অথবা পুষ্পাদির মনোহর গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া, যে অভাবনীয় আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদির একমাত্র কারণ সেই চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা। এই পরমাত্মায় আত্মার যোগ হইলে, তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণমুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

বৎস! সংসারে লোকের সুখ কি? সে যাহা মনে করে, তাহা সিদ্ধ করিতে পারে না। ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব, ইহা সকলেরই অভিলাষ; কিন্তু কয় ব্যক্তি সেই অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারে? আবার, যাহার অভিলাষ কোনরূপে সিদ্ধ হয়, সে তাহা কত দিন ভোগ করিতে পারে? আবার, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, লোকে যাহা মনে করে, তাহার বিপরীত ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে। লোকে কতবার মনে করে, অদ্য ভাল খাইব; কিন্তু কখনও তাহা সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত, সে, যে দিন ভাল খাইব মনে করিয়াছে, সেই দিনই তাহাকে উপবাসে বা অর্দ্ধাশনে অথবা অতি কদর্য্য আহার করিয়া থাকিতে হইয়াছে; অথবা দিনান্তে কথঞ্চিৎ যৎসামান্য আহারের সংযোগ হইয়াছে। সকলেরই প্রায় এইপ্রকার অবস্থা যাহাতে এইপ্রকার অবস্থায় পুনরায় পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরমার্থপরিকলনপূর্ব্বক পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পুনরায়

এই প্রকার অবস্থাযোগ ভোগ করিতে হয় না, ইহা সিদ্ধ বাক্য।

বৎস! ভ্রমবশতই রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বদর্শী দ্রষ্টাও তেমনি জগৎকে ভ্রমময় বোধ করেন। প্রত্যক্ষরূপী ব্রহ্মা এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি তুমি তাঁহার অংশ। যিনি পরব্রহ্মের উপাসক, তিনি দৈবকে দূর করিয়া, পৌরুষসহায়ে প্রকৃষ্টপদ প্রাপ্ত হয়েন। যাবৎ স্বীয় বুদ্ধিবলে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ না করিবে, তাবৎ গুরুপরম্পরার উপদেশবর্ত্তী ও বিচারপরায়ণ হইবে।

দ্বাবিংশ সর্গ।

(সদাচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! প্রথমে সৎসঙ্গসমুদ্ভাবিত যুক্তি দ্বারা জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া, পরে শাস্ত্রবিহিত মহাপুরুষলক্ষণ দ্বারা আপনার মহাপুরুষত্ব সাধন করিবে। যিনি যে গুণে অলঙ্কৃত, তিনি সেই গুণের অনুশীলনপূর্ব্বক বুদ্ধির উন্নতি বিধান করিবেন। সত্যজ্ঞান না জন্মিলে, শমদমাদি-গুণ-বিশিষ্ট মহাপুরুষত্ব সিদ্ধ হয় না। জল প্রাপ্ত হইলে, অঙ্কুর সকল যেমন বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানমাত্রসাধনে তেমনি শমাদি গুণ-সমূহের বৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে এবং অন্নময় যজ্ঞ দ্বারা শালিবৃদ্ধির ন্যায়, শমাদির অনুশীলনে জ্ঞানের উন্নতি হয়। এইরূপে জ্ঞান ও শমাদি গুণসমূহ যেমন পরস্পরের সাহায্যে বিকসিত হয়, জ্ঞান ও সদাচার তেমনি পরস্পরের সহায়ে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞা ও শমাদিগুণনিপুণ পুরুষার্থের সাহায্যে জ্ঞান ও সদাচারের

অনুশীলন করা বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও সদাচার একত্র অনুশীলন না করিলে, কোনটিরই সিদ্ধি হয় না। যাঁহার স্পৃহা নাই, জ্ঞান ও সদাচার দ্বারা তাঁহার পরমপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ, সদাচার স্বর্গলাভের সোপান-আত্মার ভূষণ, পুরুষার্থরূপ মহাফলের মহাবৃক্ষ এবং পরমার্থরূপ অমৃতের উৎস। ইহা যাহার নাই, তাহার কিছুই নাই; সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দরিদ্র।

বৎস! অধুনা জ্ঞানপ্রকার কীর্ত্তন করিব। যাহা দ্বারা যশ, আয়ু ও পুরুষার্থফল প্রাপ্তি হয়, আপ্তমুখে তাদৃশ সাধু-শাস্ত্র শ্রবণ করিবে। সৎশাস্ত্র শ্রবণ করিলে, নির্ম্মাল্য দ্বারা জলের ন্যায়, বুদ্ধি নির্ম্মল ও পরমদ-প্রাপ্তি হয়। ঐ পদ সর্ব্বদা জাগরূক ও অখণ্ডস্বরূপে বিরাজমান।

মুমুক্ষুপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

উৎপত্তি প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।—(যোগ।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! গুরু শিষ্যকে এই-রূপ উপদেশ করিবেন যে, যে ব্যক্তি সুখকেই দুঃখ বলিয়া জানে, বিনাশ বা মৃত্যুকে কর্ম্মের ফল বলিয়া ভাবে, দেহকে অপবিত্র বস্তু সমুদায়ের সমাহার বা সমষ্টি বলিয়া জ্ঞান করে, সুখ দুঃখকে অনিত্য বলিয়া অবগত আছে এবং একমাত্র আত্মাকেই সার ও সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে, তাহারই মোক্ষলাভ ও অনায়াসে সংসারসাগরে পারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপে লোকে যাবৎ মোক্ষধর্ম্ম জানিতে না পারে, তাবৎ দেহপরম্পরা ভোগ করে।

সর্ব্বদা দান ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিবে, বেদ অভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদিগকে সংযত করিয়া, শান্তিমার্গে বিচরণ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা সহকৃত দয়া প্রদর্শন করিবে; সরলতা অবলম্বন ও পরদ্রব্যে লোভ-বিসর্জ্জন করিবে এবং জীবমাত্রের অনিষ্টচিন্তা পরিহার ও পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের যথাবিধি সেবা করিবে। ইহাই সুখ ও ধর্ম্মলাভের উপায় এবং ইহাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে। যে ব্যক্তি ঐ সকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে কখনও দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না।

আবার, যোগপরায়ণ পুরুষগণ এইপ্রকার সদনুষ্ঠান-সংসক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, যোগবল ভিন্ন সংসারবন্ধন ছেদনের সহজ উপায় আর নাই। উল্লিখিত দয়াদি সদাচার দ্বারা বহুকালে সংসারমুক্তি লাভ হয়; কিন্তু যোগবলে অচিরাৎ মুক্ত হইতে পারা যায়।

বৎস! যে ব্যক্তি দেহাভিমানবিবর্জ্জিত ও নিশ্চিন্ত হইয়া, ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়েন; যাঁহার ভয় নাই, ক্রোধ নাই, রাগ নাই, দ্বেষ নাই ও অভিমান নাই; যিনি শান্তি-পরায়ণ, সর্ব্বসহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয় ও সকলের প্রতি মৈত্রী-সম্পন্ন; জন্ম মৃত্যু, লাভ অলাভ, ভাব অভাব, সুখ দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়, ইষ্ট অনিষ্ট এই সকলে যাঁহার সমান জ্ঞান; যিনি সর্ব্বভূতে আত্মবৎ ব্যবহার করেন, কায়মনে সকলের হিত চেষ্টা করেন, পরের দ্রব্যে লোভ বা পরের প্রতি অনাদর বা অন্যায় ব্যবহার না করেন, যাঁহার শত্রু মিত্রে সমভাব, যিনি পুত্রের প্রতি স্নেহশূন্য, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিন বিষয়ে পরিগ্রহশূন্য এবং বিষয়মাত্রেই মমতাশূন্য; যাঁহার আমি, আমার ইত্যাকার জ্ঞান নাই; যিনি কাম্যকর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন, জন্ম জরা ও শোকাদি উপদ্রবে সর্ব্বদাই অভিভূত এই সংসারকে অনিত্য ও অসার ভাবিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি বৈরাগ্যই একমাত্র অভয় পথ, এই-প্রকার নিশ্চয় করিয়া তাহা আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত যোগযুক্ত মহাপুরুষ এবং তিনিই গন্ধহীন, রসহীন, রূপহীন, স্পর্শহীন, শব্দহীন, অহঙ্কারবিহীন পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, সংসাররূপ তমঃপারে গমন ও মুক্তি-মার্গ অবলোকন করেন। যোগযুক্ত বুদ্ধি সহায়ে শারীরিক

ও মানসিক সংকল্প সকল ত্যাগ করিতে পারিলেই, দাহ্যহীন অগ্নির ন্যায়, নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। এইরূপ সর্ব্বসংস্কার পরিহার পূর্ব্বক নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া, যোগচর্য্যাসহকারে ইন্দ্রিয়বাজীর বশীকরণ ও শান্তি অবলম্বন করিলে, মুক্তিলাভ বা ব্রহ্মলাভ কখনই দুর্লভ হয় না।

সত্য বটে, পুত্রকে ক্রোড়ে করিলে শরীর শীতল ও আত্মা পরিতৃপ্ত হয়; সম্ভব বটে, পরমপ্রণয়িণী পতিপ্রাণা পত্নীর সহবাসে থাকিলে, আনন্দের অবধি থাকে না; সত্য বটে, মহামূল্য মাল্যচন্দন ধারণাদি করিলে, দেহ পুলকিত ও অন্তঃকরণ আপ্যায়িত হয়; সত্য বটে, রমণীকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর স্বরলহরী, অমৃতলহরীর ন্যায়, পরম প্রীতি সমুদ্ভাবন করে; সত্য বটে, বিষয়ের উপর বিষয় ও বিভবের উপর বিভব সঞ্চয় করিলে, সুখের ও আহ্লাদের একশেষ উপস্থিত হইয়া থাকে; সত্য বটে, এইরূপ ও অন্যরূপ বিষয়মাত্রেই বিশিষ্টরূপ প্রীতিযোগ বিধান করে; কিন্তু একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, ঐ পুত্র, ঐ স্ত্রী, ঐ মাল্যচন্দন বা ঐ ঐ বিষয় সমুদায় কখনই স্থায়ী নহে; এই মুহূর্ত্তেই চপলার ন্যায় বিনষ্ট হইতে পারে। যদিও এই মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট না হয়, একদিন যে অবশ্য বিনষ্ট হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। বিশেষতঃ, তুমি যদি এই মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হও, তাহা হইলে, ঐ স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় সকল কোন মতেই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আবার, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, যে, তুমি আপনি না খাইয়া ও না পরিয়া, যাহাকে দেববৎ ভরণ পোষণ করিয়াছ, সেই পুত্রও তোমাকে অনায়াসে বঞ্চনা করিতে কোন মতেই কুণ্ঠিত হয় না। অন্যান্য

বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপ। পুনশ্চ, ইহাও পদে পদে লক্ষিত হইয়া থাকে যে, কত লোক পুত্র পুত্র করিয়া মত্ত হইয়াছে, স্ত্রী স্ত্রী করিয়া ইতরের একশেষ হইয়াছে এবং বিষয় বিষয় করিয়া বিহ্বল ও বিভ্রষ্ট হইয়াছে! আবার, কত লোক পুত্রের জন্য, স্ত্রীর জন্য এবং বিষয়ের জন্য, অন্যের স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াদি ধ্বংস করিতেও কোন মতেই পশ্চাৎপদ হয় না। এইরূপে বিষয়ের ন্যায় আত্মভ্রংশকর, পরমার্থভ্রংশকর, পরলোক ও ইহলোক উভয়লোকভ্রংশকর, অসার, অস্থায়ী, অবিশ্বাস্য ও অনাত্মীয় পদার্থ সংসারে দ্বিতীয় নাই। এইজন্য বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া, যোগমার্গের অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ফলতঃ, স্ত্রী হইতে কামের সৃষ্টি হইয়াছে, যে কাম মানুষকে পশু করিয়া থাকে; পুত্র হইতে স্নেহ ও মমতার সৃষ্টি হইয়াছে, যে স্নেহ ও মমতা মানুষকে চক্ষু থাকিতেও, অন্ধ ও বিপথে পাতিত করিয়া থাকে এবং ধন ও বিভব হইতে মত্ততার সৃষ্টি হইয়াছে, যে মত্ততা জ্ঞান থাকিতেও, মানুষকে বিহ্বল করিয়া থাকে। এই কারণে বিষয়কে বিষবৎ দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য।

বৎস! কঠোর তপশ্চরণ সহায়ে ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও মনকে আত্মাতে সংযোজিত করিয়া, মুক্তিলাভের নিমিত্ত সর্ব্বথা যত্ন করিবে এবং যোগবলে চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে সতত চেষ্টাশীল হইবে। হৃদয় ও আত্মাকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারিলেই, সেই হৃদয়দর্পণে পরমাত্মার পূর্ণমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নযোগে অপূর্ব্ব বস্তুজাত দর্শন করিয়া, জাগরিত হইলে, পুনরায় তাহার জ্ঞানলাভ হয়, তদ্রূপ সমাধিসহায়ে

বিশ্বরূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া, ধ্যানভঙ্গেও তাঁহার অভিজ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক্, ইহা যোগবলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যোগবলে আত্মাকে সম্যক্ রূপে দেখিতে পাইলে, ত্রিলোকের অধিপতিও আর সেই আত্মদর্শীর উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ হয়েন না। আত্মা দৃষ্ট হইলে, সংকল্পমাত্রে বা ইচ্ছানুসারে অনায়াসে দেবগন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারা যায়। তখন শোক, হর্ষ, জরা ও মৃত্যু আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। অচিরাৎ এই অনিত্য দেহের অবসান হইয়া, চরমে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে, যে পদের কোন কালেই ক্ষয় নাই। বৎস! যোগবলে অন্তঃকরণ শান্ত ও স্পৃহাশূন্য হইলে, কি সংসর্গজনিত, কি স্নেহসমুৎপন্ন, কোনরূপ ভয়ঙ্কর দুঃখ বা ভয়ঙ্কর শোকই বিচলিত করিতে পারে না এবং শস্ত্রসমূহও বিনাশ ও মৃত্যুও আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐরূপ শান্তচিত্ত যোগী অপেক্ষা জীবলোকে আর কাহাকেই সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিরুপাধি আত্মাতে চিত্ত সমাধানপুরঃসর জরাদি দুঃখভার পরিহার করিয়া, অনায়াসে অপ্রতিহত নির্ব্বাণসুখ সম্ভোগ করেন। ইহারই নাম যোগজনিত ঐশ্বর্য্য।

যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়বাজীর বশীকরণপূর্ব্বক, নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ প্রদেশ আশ্রয় করিয়া সমাহিত চিত্তে শরীরের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মের চিন্তা করিবেন। সনাতন পূর্ণব্রহ্ম দেহের সকল অংশেই তদাতি-তদন্তক্রমে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং, তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে ভাবনা করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত ও মনকে

দেহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া, প্রমাদপরিহারপূর্ব্বক হৃদয়-গুহায় সন্নিহিত পরমাত্মাকে, স্বকীয় গৃহমধ্যস্থ গুপ্ত রত্নের ন্যায় উদ্যোগ ও প্রীতিসহকারে অবিরক্তভাবে সন্ধান করেন, তাঁহার অবশ্য অচিরাৎ পরমাত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। যদিও সেই পরমাত্মা বিশ্বের প্রত্যেক অণুতে বিরাট মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন, যদিও তাঁহার সহস্র সহস্র কর, চরণ ও মস্তক এবং সহস্র সহস্র মুখ, চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি প্রকৃত যোগবল ভিন্ন অন্য কোন উপায়েও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা সাধ্য হয় না। তিনি যদিও সর্ব্বদা আমাদের নিকটে আছেন; কিন্তু আমরা যাবৎ যোগবল আশ্রয় করিতে না পারি, তাবৎ তাঁহাকে অতি দূর বলিয়া, কোন মতেই দেখিতে পাই না। প্রথমে যোগবলে আত্মাকে দেহ হইতে সর্ব্বথা পৃথক্ দর্শন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে পৃথক্ দর্শন অভ্যস্ত হইলে, মনকে নিরুদ্ধ করিয়া প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে আত্মাকে ব্রহ্মে লীন করিবে! এইপ্রকার লয়দশার সংঘটন হইলেই, নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৎস! আমি যাহা বলিলাম, ইহাই প্রকৃত জ্ঞানমার্গ। এই পথ আশ্রয় করিয়া, কলেবর পরিহার করিলে, চরমে ব্রাহ্মভাব লাভ ও মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়ই হউক, বৈশ্যই হউক, শূদ্রই হউক, আর যে কেহই হউক, এই আত্মপথ আশ্রয় করিলে, পরম গতি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ কি? ফলতঃ, বিষয়বিমুখ হইয়া অধ্যবসায়সহকারে প্রতিনিয়ত সাধন করিলে, অর্দ্ধসংবৎসরেই যোগফল লাভ হয়।

দ্বিতীয় সর্গ।—(দৃশ্যস্বরূপকীর্ত্তন।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! শ্রীরামচন্দ্র যেমন উপযুক্ত শিষ্য, মহাভাগ বশিষ্ঠও তেমনি উপযুক্ত গুরু ও উপদেষ্টা। সুতরাং, উভয়ের কথোপকথন সকল লোকের মনোহর ও মঙ্গলকর হইয়াছিল। আমি পুনরায় তৎসমস্ত কীর্ত্তন করি, অবধান কর।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম; যিনি বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম; আমিই ব্রহ্ম এবং তত্ত্বমসি, এই চতুর্ব্বিধ মহাবাক্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দৃশ্যবন্ধরূপ আত্মাতে আবির্ভূত হইয়া, স্বপ্নবৎ প্রকাশমান হয়েন এবং সমস্ত সংসার ব্রহ্মময়, এই প্রকার পরমার্থজ্ঞানজনক বাক্য দ্বারা যিনি যাঁহাকে অবগত হন, তিনিই সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন। অতএব তিনিই ব্রহ্মবিৎ। জ্ঞানের উদয় হইলে, যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মই এই দৃশ্যমান জগৎ রূপে বিরাজ করিতেছেন, বুঝিতে পারিলে, এই সংসার কি ও কোথা হইতে জন্মিয়া কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইত্যাদি জ্ঞানও তিরোহিত ও মুক্তি অধিগত হয়।

সৌম্য! দৃশ্যবস্তুর সদ্ভাবই অর্থাৎ তুমি, আমি, ইত্যাদি জ্ঞানই সংসারে বন্ধের কারণ এবং এইপ্রকার জ্ঞানের অভাবই মুক্তির হেতু। আমি তোমার উল্লিখিত দৃশ্যজ্ঞানবিনিবৃত্তির জন্য উৎপত্তিপ্রকরণ কীর্ত্তন করিব। বৎস! সংসারে সমুৎপন্ন ব্যক্তিগণই স্বর্গ, নরক ও মোক্ষাদি যথাক্রমে ভোগ করে।

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন জাগ্রদ্দশায় বিনষ্ট হয়, সমস্ত বিশ্ব তেমনি প্রলয়ে লয় পাইয়া থাকে। যিনি না তেজ, না অন্ধকার, সেই বিশ্বপ্রকাশক ব্রহ্মই কেবল প্রলয়ে বিলীন হয়েন না। তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, স্পন্দন নাই ও প্রকাশ নাই। পণ্ডিতগণ কেবল লোকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে সত্য, আত্মা ও পরব্রহ্মাদি নামে নির্দ্দেশ করেন। তিনি সকলের আত্মা ও পরব্রহ্মাদি নামে প্রকাশিত জীব রূপে আবির্ভূত হইয়া, প্রথমে মন, পরে রাগ দ্বেষাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও পঞ্চভূতবিশিষ্ট হয়েন। তাহাতেই এই মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি বিচিত্র জীবনিলয় বিশাল বিশ্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে সাগর হইতে তরঙ্গের ন্যায়, সেই পরমাত্মা হইতে মন আবির্ভূত হইয়া, স্বেচ্ছানুসারে বিবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া, ইন্দ্রিয়পরম্পরা বিস্তৃত করে। সুতরাং, ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, এই বিশ্ব তেমনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। যাহাদের বুদ্ধি নাই, তাহারাই ঐরূপ কল্পনাপ্রসূত এই জগৎকে সত্য বোধ করে। পণ্ডিতগণ এই জগতের অবিদ্যা, বন্ধ, মোহ, মায়া, তম ও সংসৃতি এই কয়টি নাম রাখিয়াছেন।

মনের ঐরূপ কল্পনাসম্ভূত তুমি আমি ইত্যাদি মিথ্যা বস্তুর নাম দৃশ্য। এই দৃশ্যের সহিত যাবৎ সম্বন্ধ, তাবৎ মুক্তিলাভ হয় না। কেননা, ঐরূপ সম্বন্ধকেই বন্ধ বলে। বিচারকেরা বলেন, তর্ক, তীর্থ ও নিয়মাদিরূপ ঔষধদ্বারা এই দৃশ্যব্যাধির শান্তি হয় না। কেননা, জগতের দৃশ্যত্ব থাকিলে, বন্ধবিনাশের কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহা স্থির নিশ্চয়, কোন বস্তু দেখিবার সময় যদি কোন ব্যক্তি দৃষ্টির

সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্যবধান বা অন্তরালবশতঃ ঐ বস্তু আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই-রূপ, এই দৃশ্য জগৎ অন্তরালে থাকিলে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? ফলতঃঃ, ক্ষুদ্র দর্পণে যেরূপ বৃহৎ বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, জগতের দৃশ্যত্ব দূর না হইলে, উহা তেমনি চিৎরূপ আদর্শে প্রতিফলিত হইয়া, ব্রহ্মদর্শনের ব্যাঘাত করে। যাবৎ ব্রহ্মদর্শন না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভোগ এবং আনুষঙ্গিক জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশার দুঃখরাশি সহ্য করিতে হয়।

বৎস! মন যে অবস্থায় নির্ব্বাত দীপের ন্যায় নিতান্ত স্থির হইয়া, আমিষে বড়িশবৎ, ধ্যেয় বস্তুতে সংসক্ত হয় এবং আমি ধ্যান করিতেছি, এই জ্ঞান দূর হইয়া যায়, তাহাকে সমাধি বলে। সমাধি দুইপ্রকার, সগর্ভ ও নিগর্ভ। সগর্ভ সমাধিতে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ অজ্ঞানজনিত মানসিক বৃত্তি সকলের পুনঃ পুনঃ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য উহা মুক্তির পক্ষে মহাবিঘ্ন রূপে পরিগণিত হয় এবং এইজন্য নিগর্ভ বা নির্ব্বিকল্প সমাধি আশ্রয় করা বিধেয়। কারণ তৎকালে অজ্ঞানজন্য পূর্ব্বসংস্কার দূর হইয়া, একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতেই মন আসক্ত হয়। এইরূপে, সমাধি-সময়েও এই সংসারের স্মরণ হইতে পারে, ভাবিয়া, আমি একবারেই দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করিয়াছি। বৎস। যাহাতে অজ্ঞান বা ভ্রমপাদের লেশ নাই এবং যাহাতে নির্ব্বাণসুখ সর্ব্বদা বিরাজমান, তাহাকে তুরীয় পদ কহে। নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারাই ঐ তুরীয় পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিদ্রার অবসানে জাগরিত হইলে, যেমন পুনরায় পূর্ব্ববৎ বস্তুজ্ঞান

প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে, সমাধি হইতে উঠিয়া তেমনি পুনরায় যদি এই দুঃখশোকময় জগতের জ্ঞান হইয়া, পুনরপি অনর্থে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে, ক্ষণিক-সুখদায়ক তাদৃশ অসার সমাধিতে ফল কি? যে ব্যক্তি এই সংসারে থাকিয়াও, সংসারকে দেখেন না, কেবল ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত সুখী ও মুক্ত পুরুষ। যাবৎ দৃশ্যজ্ঞান দূর না হয়, তাবৎ সমাধিতেও কোন ফল হয় না। কেননা, সমাধির অবসানেই আবার দৃশ্যজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া, ব্রহ্মদর্শনের ব্যাঘাত বিধান করে। অতএব, তপ, জপ ও ধ্যানাদি দ্বারা দৃশ্যজ্ঞান পরিহার হইয়া শান্তিলাভ হয়, ইহা অজ্ঞের কল্পনা। ভাব, তোমার সমাধি হইয়াছে; তজ্জন্য তুমি আপনাকেও ভুলিয়া গিয়া, পাষাণাদিকে একাগ্রচিত্তে দেখিতেছ। ইতিমধ্যে তোমার সমাধিভঙ্গ হইয়া গেল। তখন তুমি কি দেখিবে? পুনরায় এই শোকদুঃখময় সংসারই দেখিবে; যাহা দেখিতেছিলে, আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না।

ফলতঃ, তিলাদিতে তৈল ও পুষ্পাদিতে সুগন্ধ যেমন নিত্য সন্নিহিত, দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি তেমনি সংসক্ত আছে॥ স্বপ্নসংকল্পাদির ন্যায় এইরূপ দৃশ্যবুদ্ধি দ্রষ্টাতে স্বভাবসিদ্ধ। পিশাচ যেমন বালকদিগকে, দৃশ্যরূপিণী পিশাচী তেমনি দ্রষ্টাকে বিনষ্ট করে। বীজগর্ভস্থ অঙ্কুর যেরূপ দেশকালবশে প্রস্ফুরিত হয়, দৃশ্যবুদ্ধি তেমনি বিবিধ দেহ কল্পনা করিয়া, সংসারপরম্পরা বিস্তৃত করে। এইজন্য দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য।

———

তৃতীয় সর্গ।—(দৃশ্যজ্ঞান-মার্জ্জনবিধি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস ? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করিবেন ; যথা, আজি মাতা, কালি পিতা, আজি পুত্র, কালি কলত্র, আজি বন্ধু, কালি বান্ধব, আজি তুমি, কালি আমি, বিনষ্ট হইতেছি, হইতেছ ও হইতেছে। এই সংসারের মহাপ্রদীপস্বরূপ এই চন্দ্র সূর্য্যও কালবশে নির্ব্বাণ হইবে, জগতের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ বায়ুও কালবশে রুদ্ধ হইবে এবং সকলের আধারস্বরূপ আকাশও কালবশে বিলীন হইবে। এইরূপে পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নহে, ইহা আমি দেখিয়া, শুনিয়া ও স্বয়ং ভুগিয়া, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। তবে কেন ইহাতে আগ্রহ করিব ? তবে কেন ইহার অনিত্য ও অসার সুখে মত্ত হইয়া, নিত্য সার পরমার্থতত্ত্ব বিস্মৃত হইব ?

যত্ন করিয়া না, না খাইয়া ও না পরিয়া, যে বিষয় সংগ্রহ করা যায়, তাহা কখনও সুখের হয় না। পাছে উহা কোন রূপে বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতে হয়। ধন থাকিলে, দস্যু তস্করাদি দূরে থাকুক, নিজের পুত্র হইতেও ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহা আমি ভোগ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। আমি বিষয়ের পর বিষয় ও বিভবের পর বিভব কতই সংগ্রহ করিয়াছি ; কিন্তু কিছুই রাখিতে পারি নাই। যাহা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতেই বিষম বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে। অনেক সময় এই অসার বিষয়ের জন্য পিতা মাতা ও স্ত্রীপুত্রাদিও আমার শত্রু বা বিষম পর হইয়া উঠিয়াছে। আমি নিজের ও পরের রক্ত শোষণ করিয়া, প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া,

পিতামাতা প্রভৃতিকে ঐরূপে বৈরী করিয়া এবং আত্মীয়কে অনাত্মীয় করিয়া, এই যে বিষয়সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি, এ সমস্ত চিরস্থায়ী হইবে, না, মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে যাইবে? কখনই না; ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। ঊর্ণনাভি যেমন যত্নপূর্ব্বক জাল চালনা করিয়া, তাহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে, মানুষ তদ্রূপ আপনার বন্ধনজন্য বহুল আয়াস সহকারে বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করে, ইহা প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই দেখিতে পাই। তবে কেন ঈদৃশ বিষমসঙ্কটময় বিষয়-সংগ্রহে আগ্রহ হইয়া থাকে!

পুত্রের পর পুত্র ও কন্যার পর কন্যা জন্মিতেছে, আবার মরিতেছে। এইরূপে যাহা হইতেছে, তাহাই যাইতেছে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে এই সকল দর্শন ও ভোগ করিয়াও, চৈতন্যসঞ্চার হইতেছে না। প্রত্যুত, পুনঃ পুনঃ তাদৃশ নশ্বর বিষয়েই বিশিষ্টরূপ আগ্রহ হইতেছে। ইহার নাম দৈবী বিড়ম্বনা, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি।

আমি প্রাসাদের উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, তদুপরি দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, বহু যত্নে ও বহু আরাধনাতেও নিদ্রাদেবীর প্রসন্ন মুখচ্ছবি দেখিতে পাই না। কিন্তু ঐ যে দরিদ্র গৃহী কুটীর অভাবেও ঐ অনাবৃত শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, নিদ্রাদেবী স্বয়ং সমাগত হইয়া, তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে। তবে ধনী বলিয়া, দরিদ্র অপেক্ষা আমার গৌরব কি, প্রাধান্য কি ও বহুমান কি? আমার এই বহুমূল্য বসনভূষণে বিভূষিত চন্দনচর্চ্চিত দিব্য দেহ যে শ্মশানে এক দিন অবশ্যই লুণ্ঠিত হইবে, দরিদ্রের ঐ অতি রুক্ষ নগ্ন দেহও সেই শ্মশানে সেই ভাবে বিলুণ্ঠন

করিবে। তবে দরিদ্র ও আমাতে বিশেষ কি? ইহা আমি অন্যের দৃষ্টান্তে হৃদয়ের সহিত অনুভব করিয়াছি।

ভোগ করিলেই, তৃপ্তি হয় না, তৃপ্তি ও ভোগে অনেক অন্তর বা বহুদূরবর্ত্তিতা। তথাহি, আমি অতি যত্নে ও অতি ব্যয়ে সম্পাদিত বিবিধ খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছি; তথাপি আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমা অপেক্ষা বনের ক্ষুদ্র হরিণ শত গুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা, সে সামান্য তৃণমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার তৃপ্তির সীমা নাই, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। তবে আমি সামান্য উদরের পূরণজন্য, নিতান্ত ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া, কিনিমিত্ত শত দিকে শতরূপে, শত পাপ সঞ্চয় করিতেছি? ইহা অপেক্ষা আমার নির্বুদ্ধিতা কি আছে? অতএব আর আমি এরূপ করিয়া, এরূপ অলীক সংসারের কিছুতেই বদ্ধ হইব না। অতঃপর ক্ষুধা হইলে, ঐ বৃক্ষ আমার উদর পূর্ণ করিয়া দিবে; তৃষ্ণা হইলে, ঐ নির্ঝরিণী আমায় বারি দান করিবে; নিদ্রা হইলে, এই সর্ব্বভূতধাত্রী ধরিত্রী আমায় ক্রোড়ে লইবেন; গ্রীষ্ম হইলে, এই বায়ু আমায় বীজন করিবে; শীত হইলে, অগ্নি আমার শীত নিবারণ করিবে ও বৃষ্টি হইলে, এই গিরিগুহা আমায় আশ্রয় প্রদান করিবে। যদি সকলে ত্যাগ করে, সর্ব্বভূতশরণ পতিতপাবন নারায়ণ আমার চরমের পরমসহায় হইবেন। কেননা, তিনি ত্যাগ করিয়াও, করেন না।

বৎস। এই প্রকারে যোগশাস্ত্রবিহিত বিবেকবিচার-পুরঃসর বিশ্ব-বস্তুর মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই, দৃশ্যজ্ঞান তিরোহিত ও সমদর্শিতা আবির্ভূত হইয়া, পরমার্থ-পথ পরিষ্কৃত, মোক্ষমার্গ আবিষ্কৃত ও অবশেষে ব্রহ্মপদে

প্রতিষ্ঠিত করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই রূপেই দৃশ্যজ্ঞানপরিহার করিয়াছি।

চতুর্থ সর্গ।—(ব্রহ্মজ্ঞান।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! কোন আকাশজ ব্রাহ্মণের মনোহর কথা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর, উৎপত্তিপ্রকরণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে।

আকাশজ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতহিতৈষী ও পরমধার্ম্মিক এবং চিরজীবী। মৃত্যু তাঁহাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন, আমি সকলকে সংহার করি; কিন্তু এই ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে পারিতেছি না, কারণ কি? প্রস্তরের খড়্গধারার ন্যায়, এই ব্রাহ্মণে আমার শক্তি প্রতিহত হয়। এই ভাবিয়া, তিনি ব্রাহ্মণের বিনাশজন্য তদীয় পুরে প্রবেশ করিলেন। তথাহি, উদ্যোগী পুরুষ স্বকার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য করেন না। তিনি তদীয় ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র, প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা গণনা না করিয়া, শত হস্তে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু স্পর্শ করিতেও পারিলেন না। তখন সকলসংশয়চ্ছেদী যমকে আসিয়া, এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, মৃত্যু! কর্ম্মই সকলের সংহার করে, তুমি উপলক্ষ মাত্র। অতএব সেই ব্রাহ্মণের কোন কর্ম্ম আছে কি না, অন্বেষণ কর। তাহা হইলেই, তাহাকে মারিতে পারিবে।

উদ্ধতস্বভাব মৃত্যু এই কথায় দিক্ দেশ ও নগরাদিক্রমে পৃথিবীর সকল স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ করিলেন;

কিন্তু কুত্রাপি বন্ধ্যাপুত্রসদৃশ, সেই ব্রাহ্মণের কোনরূপ কর্ম্ম দেখিতে না পাইয়া. পুনরায় যমের সমীপে সমাগত হইলেন। এবং প্রভুরাই ভৃত্যগণের সকল সন্দেহ দূর করেন, ভাবিয়া, তাঁহাকে সেই ব্রাহ্মণের কর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

যম বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মৃত্যু! সেই ব্রাহ্মণ আকাশ হইতে জন্মিয়াছেন। আকাশজাত প্রাণীরা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হয়। সুতরাং, সেই ব্রাহ্মণের কোনরূপ কর্ম্ম বা সহকারী কারণ নাই এবং প্রাক্তন কর্ম্মের সহিতও কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। তিনি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়, অবাস্তব পদার্থ এবং প্রাক্তন বা বর্ত্তমান কোনরূপ কর্ম্ম না থাকাতে, চিত্ত বশীভূত করিয়াছেন। আকাশ ইহাঁর আত্মা। এইজন্য তিনি বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ। আমরা না জানিয়া, ইহাঁকে প্রাণ ও স্পন্দনাদিবিশিষ্ট মনে করি। কাষ্ঠপুত্তলিকা যেমন কাষ্ঠ হইতে অভিন্ন, ইনিও তেমনি পরমার্থ হইতে অভিন্ন। জলে তরলতা ও বায়ুতে স্পন্দনের ন্যায়, ইনি পরমপদে স্বভাবতই প্রতিষ্ঠিত। কোন কর্ম্ম না থাকাতে, ইনি সংসারেরও বশীভূত নহেন। ইনি আপনিই আপনার কারণ। এইজন্য ইনি স্বয়ম্ভু। ইহাঁর,প্রাক্তন বা আধুনিক কোনরূপ কল্পনা নাই। তজ্জন্য ইহাঁকে আক্রমণ করাও দুর্ঘট! যে ব্যক্তি কল্পনাবশে আপনাকে পৃথিব্যাদি-ভূতবিশিষ্ট মনে করে, তাহাকেই তুমি আক্রমণ করিতে পার। ইহাঁর কখনও জন্ম নাই। ইনি বিজ্ঞানপ্রভাবলে প্রকাশমান হয়েন। প্রলয়ের পর সৃষ্টিসময়ে এই নিরুপাধি সনাতন ব্রহ্মের পুরোভাগে তেজঃপুঞ্জ-পর্ব্বত-প্রতিম বিরাটমূর্ত্তি বিরাজ করেন।

সংবিদই ইহাঁর স্বভাব এবং তজ্জন্য জ্ঞানই ইহাঁর রূপ।

আমরা ভ্রমবশতঃ ইহাঁকে সাকার মনে করি। ইনি সৃষ্টির আদিতে নির্ব্বিকল্প চিদাকাশরূপে বিরাজ করেন। ইনি তেজোময় আকাশস্বরূপ। ইহাঁর দেহ, কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব বা পূর্ব্ব-বাসনার লেশ নাই। ইহাঁকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু ইনি সকলের আশ্রয় ও অধিগম্য। ফলতঃ, ইনি আকাশরূপী। আকাশকে গ্রহণ করা কিরূপে সাধ্য? অতএব তুমি নিবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে মন্বন্তরসময়ে সর্ব্বভক্ষ্য মৃত্যু প্রজাবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া, অজ, একাত্মা, বিজ্ঞানরূপী, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকেও আক্রমণ করিলে, যম তাহাকে ঐরূপ উপ-দেশ করেন। ফলতঃ, এই ব্রহ্ম পরাকাশস্বরূপ; পৃথি-ব্যাদিভূতশূন্য ও চিন্মাত্ররূপী; ইহাঁর দৃশ্য বা দ্রষ্টা নাই। ইনি আপনিই আপনাতে বিরাজ করেন। চিত্রকরের মনে দেহহীন পুত্তলিকাদি যেমন প্রতিভাত হয়, ব্রহ্ম তেমনি চিদাকাশে বিরাজ করেন। ইহাঁর আদি নাই, অন্ত নাই ও মধ্য নাই এবং ইনি পৃথিব্যাদিরহিত মনঃস্বরূপ।

পঞ্চম সর্গ।—(ব্রহ্মনিরূপণ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার, আমার ও অন্যান্য ভূতগণের ন্যায়, প্রাক্তনী স্মৃতি কিনিমিত্ত ব্রহ্মের কারণ নহে? সকল প্রাণীরই স্থূল সূক্ষ্ম অর্থাৎ আধিভৌতিক ও আতিবাহিক ভেদে দুইটি শরীর; কিন্তু ব্রহ্মের একমাত্র শরীর। ইহার কারণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! প্রাক্তনকর্ম্মবিশিষ্ট আদি-শরীর বিদ্যমান থাকিলেই, প্রাক্তনী স্মৃতি লোকের সংসার-

স্থিতি-বিধান করে। ব্রহ্মের কোনও কর্ম্ম নাই; সুতরাং প্রাক্তনী স্মৃতির সম্ভাবনা কোথায়? আর যাহা কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারই স্থূলাসূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীর হইয়া থাকে। ব্রহ্মের কোন কারণ নাই; ইনিই সকলের কারণ। এইজন্য ইহাঁর একই শরীর। ইনি সেই একমাত্র সূক্ষ্ম শরীর সহায়ে আকাশরূপে বিরাজ ও প্রজা বৰ্দ্ধিত করেন। প্রজাগণও সেই চিদাকাশরূপী, চিন্মাত্রশরীরী, পরমবোধ-স্বরূপ, নির্ব্বাণপুরুষ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে উৎ-পন্ন নহে। কেননা, কারণের গুণ কার্য্যে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ব্রহ্মাই সংসারী লোকের প্রথম প্রতিস্পন্দ। বায়ু হইতে স্পন্দের ন্যায়, এই ব্রহ্ম হইতে অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতেই প্রজাপরম্পরা প্রচারিত হইয়া থাকে।

সৌম্য! স্বপ্নসময়ে যেমন বিবিধ বিষয়ের সুখভোগ অসত্য হইলেও, সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অসৎ বিষয়ও তেমনি সৎ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই কারণে নিরাকার ব্রহ্মও সৃষ্টিবিস্তারপ্রসঙ্গে দেহার ন্যায়, প্রতিভাত হয়েন, এবং সেই সত্যস্বরূপের সংসর্গবশতঃ এই অসত্য জগতও সত্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম স্বাধীন ও সংকল্পস্বরূপ; এইজন্য কখন প্রকাশিত ও কখন বা অপ্র-কাশিত এবং স্বীয় সঙ্কল্পের সমপরিমাণে বৰ্দ্ধিত হয়েন। লোকে আত্মবিস্মৃতিপ্রযুক্ত সূক্ষ্মদেহ বিস্মৃত হইয়া, পিশাচ-বৎ স্থূলদেহ ভোগ করে। কিন্তু ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও শুদ্ধ-সংবিৎস্বরূপ; এইজন্য সূক্ষ্মদেহ বিস্মৃত হয়েন না এবং এই-জন্য পৃথিব্যাদি-ভূতবিশিষ্টও নহেন।

বৎস! যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহার স্বরূপ

প্রাপ্ত হয়; যেমন, পুত্র পিতার স্বরূপ। এইনিমিত্ত ব্রহ্ম ও জগতে কোনরূপ ভিন্ন ভাব নাই। জগতের আলোচনা করিলেই, ব্রহ্মের আলোচনা করা হয়। ব্রহ্মবস্তু অতি দুরূহ বিষয়। তাঁহাকে সহজে বুঝিতে পারা যায় না। যেমন কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে, অগ্রে অকারাদি বর্ণমালা অভ্যাস করিতে হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ এই জগৎকে প্রথমে বিশেষরূপে অবগত হইতে হয়। জলের তরলতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা জগতের বিস্তৃতি ও তদীয় মন দ্বারা ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মের মনই রূপ, মনই দেহ এবং মনই পৃথিব্যাদি ভূতকল্পনার হেতু।

যাবৎ দৃশ্যজ্ঞান থাকিবে, তাবৎ দৃশ্য দুঃখের শান্তি ও হৃদয়ে ব্রহ্মভাবের উদয় হইবে না। পণ্ডিতেরা বলেন, দৃশ্যজ্ঞান থাকিলেও, যদি তাহার শমভাব থাকে, তাহাতেও মুক্তিলাভ ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

ষষ্ঠ সর্গ।—(ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি পুনরায় সংক্ষেপে অন্যরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিতেছি, অবধান কর। কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান জয় করিবে, মৌন দ্বারা বাচালতা জয় করিবে, উদ্যোগ দ্বারা তন্দ্রা জয় করিবে, বেদে বিশ্বাস দ্বারা সন্দেহ জয় করিবে, ছয় রিপুর বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা জয় করিবে, যোগপ্রভাব দ্বারা ক্ষুধা জয় করিবে, সংসারের বস্তুমাত্রেই অসার ও অনিত্য এই প্রকার বিচার দ্বারা স্নেহ জয় করিবে, স্পৃহাপরিহার দ্বারা অর্থ জয়

করিবে, ক্ষমা দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে, সঙ্কল্পত্যাগ দ্বারা বাসনা জয় করিবে, সত্যানুশীলন দ্বারা নিদ্রা জয় করিবে, অবধান দ্বারা লজ্জা জয় করিবে, আত্মচিন্তা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস জয় করিবে, ধৈর্য্য দ্বারা কাম দ্বেষ জয় করিবে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভ্রম প্রমাদ ও বিষয়তৃষ্ণা জয় করিবে, জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা অকার্য্যচিন্তা জয় করিবে, পথ্য বস্তুর পরিমিত আহার দ্বারা শরীরে ক্লেশ জয় করিবে, সন্তোষ দ্বারা লোভ মোহ জয় করিবে, দয় দ্বারা অধর্ম্ম জয় করিবে, সর্ব্বদা অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম জয় করিবে, অদৃষ্টবিচার দ্বারা আশা জয় করিবে এবং ইহলোকপর্য্যালোচনা দ্বারা পরলোক জয় করিবে। ইত্যাদি সদনুষ্ঠান ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

বৎস! বিঘ্নগণ ও অবিঘ্নগণ যাহাদের বশীভূত, তাহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন কালেই অভাব হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন, এই পাঁচটী ব্রহ্মপথের বিষম কণ্টক। এইজন্য ইহাদিগকে বিঘ্নগণ কহে। আর দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শুদ্ধি এই দশটি, ব্রহ্মসিদ্ধির সাক্ষাৎ উপায় যোগসাধনের একমাত্র পন্থা। এইজন্য ইহাদের নাম অবিঘ্নগণ। সৌম্য! যাহাদের তেজ বৃদ্ধি, পাপ বিনাশ, সঙ্কল্প সকল সুসাধন, বিবিধ জ্ঞান সমুৎপাদন এবং রোগাদি ধ্বংস করিয়া, নির্ব্বাণসুখলাভের ইচ্ছা থাকে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে এই অবিঘ্নগণের নিয়ত পরিচর্য্যা করিবে। এইরূপ, কায়মনোবাক্যের সংযম, মূঢ়তা ও বিষয়বাসনাবিসর্জ্জন, কামক্রোধপরিহার, অনুৎসাহ ও অহঙ্কারত্যাগ এবং উদ্বেগ ও গৃহবাস-লিপ্সাবিসর্জ্জন এই কয়টিকে মোক্ষ

কহে। অর্থাৎ ইহাদের সহায়ে মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী, সন্দেহ নাই।

প্রথমে বুদ্ধিবলে বাক্য ও মন বশীকৃত করিয়া, জ্ঞানবলে ঐ বুদ্ধির বশীকরণ করিবে। পরে আত্মজ্ঞানবলে ঐ জ্ঞানকে বশ করিয়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ বোধ করিবে। শান্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম, এই উভয়ের সহায়ে পর-মাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইবে।

সপ্তম সর্গ।—(সন্ধ্যাবর্ণন।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাশয় এইরূপ জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট বাক্য বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে, সমবেত জনগণ নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া, উহা শুনিতে লাগিল। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এমন কি, তাহাদের কটীতটস্থ কিঙ্কিণীর শব্দও নিবৃত্ত হইয়া গেল। পিঞ্জরবিহারী বিহঙ্গমগণও ক্রীড়া পরিহার করিল। বিলাসিনী রমণীরাও বিলাস বিস্মৃত ও স্থির হইয়া রহিল। ফলতঃ, রাজভবনস্থ প্রাণীমাত্রেরই, চিত্রিতের ন্যায়, অবস্থা উপস্থিত হইল। বেলা ক্রমে ক্রমে মুহূর্ত্তমাত্রে অবশিষ্ট হওয়াতে, সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য হইতে অবসৃত হইতে লাগিল। প্রফুল্ল কমলের সুগন্ধবাহী সমীরণ যেন বশিষ্ঠ মহাশয়ের কথা শুনিবার জন্য মৃদুমন্দগতি অবলম্বন করিল। ভগবান্ ভাস্করও যেন তদীয় বাক্যার্থ অবধারণ জন্য জগদ্-ভ্রমণে নিবৃত্ত ও অস্তগিরিরূপ নির্জ্জন প্রদেশে সমাগত হই-লেন। তৎকালে বস্তুমাত্রেরই ছায়া দীর্ঘ হওয়াতে, বোধ হইল, তাহারা বশিষ্ঠ মহাশয়ের কথাশ্রবণার্থ যেন উদ্গ্রীব

হইয়াছে। এবং সকলেই চেষ্টাশূন্য হইয়া, বশিষ্ঠবাক্যে মন নিবিষ্ট করাতে, দশ দিক্ লোকসঞ্চারশূন্য হইয়া উঠিল।

এইরূপে সন্ধ্যাবন্দনার সময় সম্মুখীন দেখিয়া, বশিষ্ঠ মহাশয় স্বীয় মধুর বাক্যের উপসংহার করিয়া, মৌনাবলম্বন করিলে, মহারাজ দশরথ যথাবিধি গো ও দক্ষিণাদানসহকারে সমাদরপূর্ব্বক দেবর্ষিগণ, মহর্ষিগণ ও ব্রাহ্মণগণের পূজাবিধি সমাধা করিলেন। তখন রাজগণ ও মুনিগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলে, তাঁহাদের অঙ্গসংঘটন-বশতঃ কেয়ূর ও কঙ্কণাদির মনোহর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তাঁহাদের কণ্ঠস্থ মণিময় হারগুচ্ছে স্বর্ণখচিত সুনির্ম্মল বসনের প্রতিভা বিচ্ছুরিত হওয়াতে, বক্ষঃস্থলের অপূর্ব্ব রাগ প্রাদুর্ভূত ও প্রদীপ্ত কনকাভরণের সমুজ্জ্বল প্রতিভায় দিক্ সকলও সুবর্ণসদৃশ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

অনন্তর তারকাস্তবক-সমলঙ্কৃতা সন্ধ্যা সমাগতা হওয়াতে, কিংশুকাদি কুসুমসমূহের বিকাশ বশতঃ বনরাজি বাসন্তী শোভা ধারণ করিল। বিহঙ্গম সকল স্ব স্ব কুলায়ে লীন হইতে লাগিল। প্রভাকর প্রভার সংক্রম বশতঃ মেঘ-খণ্ড সকল যেন কুসুমরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। রবিকর-রূপ পীত বসন ও তারারূপ মণিহারে অস্তভূধরের পরম শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। সন্ধ্যা-সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া, সকলের আনন্দ সমুদ্ভাবিত করিতে লাগিল।

অনন্তর বেতাল যেমন শরীরকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ প্রগাঢ় তিমিরপটলে সমস্ত সংসার আক্রান্ত হওয়াতে, দিবা-করবিরহে দিগঙ্গনারা, পতিবিয়োগবিধুরা কামিনীর ন্যায়,

নীহাররূপ অশ্রুভার বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে সকল-ভুবনভূষণ ভগবান্ শশলাঞ্ছন সুশোভন কিরণ বিকিরণ পূর্ব্বক সমুদিত হইলে, তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে অবিদ্যার ন্যায়, সমুদায় অন্ধকার তিরোহিত হইল। শান্তির উদয়ে সাধুর হৃদয় যেমন শীতল হয়, সুধাংশুর সুধাময় কিরণ-সম্পর্কে সমস্ত সংসার তদ্রূপ স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। ঋষিগণ ব্রাহ্মণগণ ও নরপতিগণ স্ব স্ব স্থানে গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠের বাক্য সকল তাঁহাদের চিন্তার একমাত্র বিষয় হইয়া উঠিল।

অনন্তর জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যাজনিত দুঃখরাশি যেরূপ বিনষ্ট হয়, রজনীর অবসানে নীহারময়ী ঊষা সমুপস্থিত হইলে, নভোমণ্ডলবিহারিণী ভাস্বররূপিণী তারকা-মালা তদ্রূপ অন্তর্হিত হইল। সাধুসহবাসের ন্যায়, পরমসুখসেব্য সুস্নিগ্ধ প্রভাতসমীরণ বিবিধ-কুসুমগন্ধ-বহনপূর্ব্বক মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিবেকবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে যেরূপ অভিনব ভাববৈচিত্র্য সমুদিত হয়, সকল-লোকলোচন প্রভাকর তেমনি গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইলে, বহুদিনের পর প্রবাসী পতির সমাগমে পতিব্রতার বদনমণ্ডলের ন্যায়, কমলিনী বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন সমবেত মহর্ষিগণ ও নরপতিগণ সকলেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, পূর্ব্ববৎ পদার্পণ ও অবস্থান পূর্ব্বক রাজসভার শোভা বর্দ্ধন ও পবিত্রতা সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে নভশ্চর ও মহীচরগণ সমবেত হইলে, রাম মধুর বাক্যে বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যাহা হইতে অশেষ-দোষাকর সংসার বিস্তৃত হয়, সেই মনের স্বরূপ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন আকাশের ন্যায়, শূন্য, জড়াকৃতি ও নামমাত্র এবং সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিলেও, অন্তরে বা বাহিরে কুত্রাপি দৃশ্য হয় না। মৃগতৃষ্ণা যেমন জলের, মনই তেমন জগতের সৃষ্টি করে। সৎ বা অসৎ বস্তুর প্রকাশকেই মন বলে। ইহা ভিন্ন মনের অন্যবিধ আকার নাই। যেখানে সংকল্প, সেইখানেই মন। এই সংকল্পের অনেক নাম। যথা, অবিদ্যা, সংসৃতি, চিত্ত, মন, বন্ধ ও তমঃ ইত্যাদি। বৎস। দৃশ্যই মনের রূপ। আমি, তুমি, ইত্যাদি দৃশ্যকল্পনা মনেরই স্বভাব ও কার্য্য। মন যাবৎ স্থিরভাব অবলম্বন না করে, তাবৎ সংসারের পর সংসার বিস্তৃত হইয়া, বন্ধনের পর বন্ধন সংঘটিত করিয়া থাকে। তুমি জ্ঞানবলে মনোরূপ আদর্শ হইতে দৃশ্যরূপ মার্জ্জনা করিয়া, সুখী ও স্বচ্ছন্দ হও। তাহা হইলে, আর সংসারভাবনায় পতিত হইবে না।

বৎস। সংকল্প সকল বিগলিত হইলে, জীবমাত্র অবশিষ্ট হয়েন। সুতরাং, দিক্, ভূমি ও আকাশাদিরূপ সংকল্পের ক্ষয় না হইলে, স্বরূপপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমি, তুমি, ইত্যাদি দৃশ্য বস্তুর মার্জ্জনা হইতেই অদ্বৈতরূপ ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে। দৃশ্য বস্তু না থাকিলে, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, কেবল দর্পণই অবশিষ্ট থাকে, তুমি, আমি, ইত্যাদি দৃশ্যভ্রম তিরোহিত হইলে, তদ্রূপ একমাত্র আত্মরূপতাই প্রকাশিত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! বিবিধ দুঃখের ও সংসারভ্রমের হেতুভূত এই দৃশ্যরূপ মহাব্যাধির কিরূপে শান্তি হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! এই দৃশ্যরূপ পিশাচের শান্তি-

মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। বীজমধ্যে অঙ্কুরের ন্যায়, দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং, দৃশ্য বস্তুর অভাবেও উহার অভাব হয় না। স্মৃতিরূপ বীজ হইতে চিদাকাশে দৃশ্য-বুদ্ধি আবির্ভূত হইয়া, পুনরায় অশেষদোষময় বিবিধ দৃশ্য বস্তু প্রকাশিত করে। এই দৃশ্যজ্ঞান মুক্তির প্রবল প্রতি-বন্ধক। এইজন্য, ঋষিগণ দৃশ্যজ্ঞান পরিহার করেন। তুমিও ইহা ত্যাগ কর। বৎস! এই যে ভৌতিক জগৎ দৃশ্য হই-তেছে, ইহা সেই অজর, অমর ও অব্যয় ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ঐ ব্রহ্মের শূন্য, পূর্ণ ও শান্ত প্রভৃতি অবস্থানু-সারেই এই জগৎ অবস্থিতি করে। ইহা শূন্যও নহে, জড়ও নহে, কেবল শান্তিময়।

রামচন্দ্র কহিলেন, এই জগতের যদি উৎপত্তি স্থিতি না থাকে, তাহা হইলে, ইহা কি, বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করুন। বন্ধ্যার পুত্র, শশকের শৃঙ্গ এবং চিত্রলিখিত মেঘের গর্জ্জন যেমন অলীক, আপনার কথা সকলও তদ্রূপ বোধ হইতেছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহা কহিলাম, তাহার কিছুই অসঙ্গত নহে। মন, স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নান্তরদর্শনতুল্য স্বয়ং নিতান্ত অসৎ হইলেও, এই জগৎকে সৎস্বরূপে প্রকাশ ও এই বিনশ্বর দৃশ্যরূপ দোষরাশিকে বিস্তার করিয়া থাকে। বৎস! মন ক্ষণকালের জন্যও স্থির নহে; স্বভাবতঃ সাতিশয় চঞ্চল। কখনও প্রকাশিত, কখনও ধাবিত, কখনও অন্য বস্তুতে মিলিত ও কখনও বা কামক্রোধাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

অষ্টম সর্গ। (মনের উৎপত্তিনির্ণয়।)

রামচন্দ্র কহিলেন ব্রহ্মন্! এইপ্রকার মায়াময়, ভ্রমময় মন কোথা হইতে কিরূপে জন্মিল, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যিনি স্বপ্রকাশ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্বরূপ, সকলের সংহর্ত্তা ও জন্মরহিত, মহাপ্রলয়ে সকল পদার্থের লয় হইলে, সেই একমাত্র মহেশ্বরই বিরাজ করেন। তিনি বাক্যের অগোচর ও একমাত্র যোগবলের লভ্য। তাঁহার আত্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি যে সকল নাম আছে, তৎসমস্ত কল্পনামাত্র। সাংখ্যশাস্ত্রে তাঁহাকে পুরুষ, বেদান্তে ব্রহ্ম, বিজ্ঞানাত্মবাদীরা নির্ম্মল বিজ্ঞানস্বরূপ ও শূন্যবাদীরা তাঁহাকে শূন্য বলেন। তিনিই চন্দ্র সূর্য্যের তেজ প্রকাশ করেন। তিনিই বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা, স্মর্ত্তা ও সত্যস্বরূপ। তিনি নিত্য হইলেও, অনিত্য জগতে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। তিনি দূরস্থ হইলেও, নিকট এবং দেহস্থ হইলেও, দূরস্থ। তাঁহা হইতেই বিষ্ণ্বাদি দেবগণ সমুদ্ভূত ও চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আপনার ও সমুদায় পদার্থের প্রকাশক। এই অনন্ত জগতের তিনিই জনয়িতা। তিনি স্বর্গে, মর্ত্তে ও পাতালে; ফলতঃ সকল স্থলেই বাস করিতেছেন এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ,অবিদ্যা ও কামাদিকে স্ব স্ব বিষয়ে চালনা করিতেছেন। তিনি পর্ব্বত সকলকে অচল, আকাশকে শূন্য, শৈলাদিকে কঠিন ও জলকে তরল করিয়াছেন। তিনি অগ্নি ও সূর্য্যে আলোক দিয়াছেন। মরুভূমিস্থ মরীচিকার ন্যায়, এই জগৎ তাঁহারই আবির্ভাব ও তিরোভাবময়। তিনি অবিনশ্বর হইলেও, জগৎ রূপে বিনশ্বর। তিনি অতি সূক্ষরূপে জীব-

মাত্রের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি চিদাকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল ও চিৎ-রূপ মূলবিশিষ্ট প্রকৃতিরূপ লতার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় সকল এই লতার দল এবং ইহা আত্মারূপ বায়ুবশে সর্ব্বদাই আন্দোলিত। তাঁহার প্রভাবে প্রত্যেক দেহে চিৎ প্রকাশিত হইতেছে এবং বস্তু সকল পরস্পর চমৎকারিতা প্রদর্শন করিতেছে। তিনি সদ্‌বস্তু সকলের সত্তাস্ফূর্ত্তি বিধান করিয়াছেন। তাঁহারই আজ্ঞায় এই জড় শরীর চলাচল করিতেছে এবং নিয়তি ও দেশ-কালানুসারী চলন ও স্পন্দনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। তিনি শুদ্ধসংবিৎমাত্রস্বরূপ। তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন; অথচ তিনি কিছুই করেন না। তিনি নির্ব্বিকারস্বরূপ ও অদ্বৈতরূপ; উদয়স্থিতিবিরহিত বিজ্ঞানাত্মা তাঁহার অধিষ্ঠান। মন তাঁহারই মায়াকল্পনা।

নবম সর্গ।—(পরমাত্মসাধন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ দুঃখপরম্পরা দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহার প্রভাবে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় সংসারভ্রান্তির শান্তি হয়, সেই জ্ঞানই এবিষয়ের একমাত্র সাধন। পরমাত্মা দূরও নন, নিকটও নন এবং সুলভও নন, দুর্লভও নন। তিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ। এই দেহেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তপস্যা, দান ও ব্রতাদিতে কিছুই লাভ নাই; একমাত্র স্বভাবই বিশ্রান্তির হেতু। প্রযত্নপূর্ব্বক মোহ পরিত্যাগ করাই প্রকৃষ্ট সাধন এবং সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রানুশীলনই মোহনিবৃত্তির উপায়। পরমাত্মাকে জানিলে, সকল দুঃখ দূর ও জীবন্মুক্তিলাভ হয়।

শ্রীরাম কহিলেন, তাঁহাকে জানিলে, আর মরণাদি দোষে পতিত হইতে হয় না; ইহার হেতু কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, তিনি সকল দুঃখের অতীত ও নিরবচ্ছিন্ন-শান্তিসুখময়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারই দুঃখ দূর ও শান্তিলাভ হয়। প্রযত্নসহকৃত বিবেকবিকাশী পৌরুষ ব্যতিরেকে স্নান, দান ও তপস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। রাগ, দ্বেষ, তম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্যাদির ত্যাগ না হইলে, তপস্যা ও দানাদি ক্লেশমাত্র সাধন করে। ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া, বঞ্চনাপূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধন দান করিলে, দাতার কিছুমাত্র ফল হয় না; যাহার সেই ধন, তাহারই ফললাভ হয়। এইরূপ, ক্রোধাদি সত্ত্বে, ব্রতাদি করিলেও, কোন ফল হয় না। অধিকন্তু, উহা দম্ভপ্রকাশমাত্র। অতএব যত্নপূর্ব্বক পৌরুষ, সৎশাস্ত্রানুশীলন ও সৎসঙ্গরূপ মহৌষধ আহরণ করিবে, সংসারব্যাধির বিনাশ হইবে! পৌরুষই দুঃখশান্তির একমাত্র উপায় এবং পৌরুষই আত্মজ্ঞানলাভের ও রাগাদি-বিসূচিকাবিনাশের পরম সাধন।

শাস্ত্রসিদ্ধ যথাসম্ভব বৃত্তিতে সন্তুষ্ট, ভোগবাসনাবিবর্জ্জিত ও দুরাকাঙ্ক্ষাজন্য উদ্বেগশূন্য হইয়া, যথাসম্ভব উদ্যোগসহায়ে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিবে। যিনি যথাসম্ভব অর্থলাভে সন্তুষ্ট ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয় সকলে বীতচিত্ত, তাঁহাকেই সাধুসঙ্গী ও সৎশাস্ত্রনিরত কহা যায়। যাঁহারা বিচারবলে বিশিষ্টরূপে আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মাদি সকল দেবতারই অনুকম্পাভাজন। বৈরাগ্যাদি-গুণযুক্ত ব্যক্তিগণই সাধুশব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়েন। প্রযত্নসহকারে তাদৃশ

সাধুর সহবাস আশ্রয় করিবে। যাহা দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয়, সেই অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যা ও সৎশাস্ত্রই শাস্ত্র। মনোযোগসহকারে অধ্যাত্মবিদ্যা ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিলেই, মুক্তিলাভ হয়। যেরূপ নির্ম্মাল্য জলের মালিন্য দূর ও যোগাভ্যাস বাহ্য মনোবৃত্তি বিনাশ করে, তদ্রূপ সাধু-সঙ্গজনিত বিবেক সহায়ে অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দশম সর্গ।—(পরমাত্মনিরূপণ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্। পরমাত্মা কোথায় এবং কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পরমাত্মা দূরে নহেন; চিন্মাত্ররূপে আমাদের দেহেই বিরাজ করেন। এই বিশ্বই তিনি। তিনি অদ্বিতীয় এবং তিনিই মহাদেব, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সূর্য্য ও তিনিই ব্রহ্মা।

শ্রীরাম কহিলেন, যদি চেতনমাত্র জগতই তিনি, তাহা হইলে, বালক ও গোপালক প্রভৃতিরাও ইহা জানিতে পারে; সদুপদেশে প্রয়োজন কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস। এই বিশ্বকেই যদি চিন্মাত্র বলিয়া, তোমার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ভবনাশের উপায় তোমার কিছুই বিদিত নাই। কেননা, জীব ও সংসার পশুর সমান, পুনঃ পুনঃ জরামরণদুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে। মনই তাহাকে অশেষ দুঃখে ও ভয়ে নিপাতিত করে।

বৎস! পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে, হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সকল সংশয় ছিন্ন ও কর্ম্ম সকল অবসন্ন হয়। দৃশ্যজ্ঞানের

অভাব না হইলে, যখন দৃশ্যপ্রতিরোধ হয় না, তখন দৃশ্যোন্মুখ জীব কিরূপে শান্তি লাভ করিবে?

শ্রীরাম কহিলেন, যাঁহাকে জানিলে, সংসারযন্ত্রণার শেষ হয় না, সেই ব্যোমরূপী অজ্ঞ জীবের স্বরূপ কি এবং সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের সাহায্যে যাহাঁকে জানিলে, সংসারসাগর পার হওয়া যায়, সেই পরমাত্মারই বা স্বরূপ কিরূপ, বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহাঁরা জন্মরূপ জঙ্গলে পরিক্ষিপ্ত চেতনস্বরূপ জীবকেই পরমাত্মা জ্ঞান করে, তাহারা পণ্ডিতমূর্খ। কেননা, জীবই সংসারযন্ত্রণার হেতু। ইহাকে জানিলে, কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই; কিন্তু পরমাত্মাকে অবগত হইলে, সকল দুঃখের পরিহার হয়।

শ্রীরাম কহিলেন, যাঁহাকে জানিলে, সকল মোহ বিগলিত হয়, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে সংবিৎ-রূপ দেহ নিমিষমধ্যেই দেশ হইতে দেশান্তর ব্যাপ্ত করে, যে বোধরূপ মহাসাগরে জগৎ এককালেই মগ্ন হইয়া যায় এবং যাহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য-ক্রম থাকিলেও, যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, যাহা আকাশ না হইলেও, বিপুলত্ব বশতঃ আকাশস্বরূপ, এই অনিত্য ও অবস্তু জগৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সৃষ্টিকার্য্যে কোনরূপ কর্তৃত্ব না থাকিলেও, যাহার কর্তৃত্ব আছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, যাহা চিন্ময় হইলেও, পাষাণাদির ন্যায়, জড়স্বভাব; বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ বস্তু সকল যাহার সংসর্গে ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে এবং আকাশের শূন্যত্ব যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপ যাহা নিত্যসিদ্ধস্বরূপ, তাহাই পরমাত্মার রূপ।

শ্রীরাম কহিলেন, পরমাত্মার কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব, তিনি আছেন, ইহা কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে? আর, এই জগৎ যখন দৃশ্য হইতেছে, তখন, ইহারই বা অবস্তুত্ব ও অনাস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, আকাশ শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে। কিন্তু ইহাতে তুমি নীলপীতাদি বিবিধ বর্ণ দেখিতে পাইতেছ। ঐ সকল কি বাস্তবিক? কখনই নহে, সমুদায়ই ভ্রমমাত্র। কেননা, যে বস্তু কিছুই নহে, তাহার আবার বর্ণ কি? অতএব তোমার আমার স্থূল দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, আকাশও সত্য পদার্থ এবং তাহাতে নীলপীতাদি বর্ণ সকলও ভ্রান্তিমাত্র নহে। কিন্তু তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এইরূপ, আকাশাদির ন্যায়, জগতও সম্পূর্ণ ভ্রমময়, ইত্যাকার জ্ঞানের উদয় হইলেই, পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়। বৎস! উল্লিখিত প্রকারে দৃশ্যজ্ঞানের একবারেই অভাব না হইলে, ব্রহ্মকে কোনরূপেই জানা যায় না। এই ব্রহ্ম পরমবোধস্বরূপ। তাঁহার সেই বোধ হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ফলতঃ, দৃশ্যজ্ঞানের অভাব হইলেই, বুদ্ধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। অতএব এই জগৎ-রূপ দৃশ্যকে মিথ্যা বলিয়া, জ্ঞান না হইলে, কোন ব্যক্তিই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত-হইতে পারে না।

শ্রীরাম কহিলেন, এই জগৎ যদি মিথ্যা অর্থাৎ কিছুই নহে, তবে, কিরূপে পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছে? আর

জগৎ অতি অসীম; কিন্তু পরমাত্মা অতি সূক্ষ্মরূপ। সুতরাং সর্ষপের অভ্যন্তরে সুমেরুর ন্যায়, পরব্রহ্মে ইহার অবস্থিতি নিতান্ত অসম্ভব।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! কিয়ৎকাল প্রসন্ন চিত্তে অবস্থিতি কর, পরে জ্ঞানের উদয়ে অচিরকালমধ্যেই দৃশ্যজ্ঞান-মার্জ্জনসহকারে দ্রষ্টারও অভাব হইলে, যখন একমাত্র বোধই অবশিষ্ট থাকিবে, তখনই এবিষয় বুঝিতে পারিবে। সৎপথের পরিদর্শক পরমাত্মা জ্ঞানবলে দৃশ্য হইলে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই এক হইয়া যায়। তখন অদ্বৈতভাব উপস্থিত হইলে, সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সৎ-মাত্র অবশিষ্ট আছেন। ফলতঃ, জগদ্ভ্রম দূর হইলেই, অহং, ইত্যাদি দৃশ্যজ্ঞানের বিনাশ হইয়া থাকে।

বৎস! এই জগৎ আদিতে ছিল না ও পরেও থাকিবে না; সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই; অতএব, ইহা আছে বা থাকিবে, কিরূপে সম্ভব-পর হইতে পারে? মরুতে জল ও দ্বিতীয়াতে চন্দ্রগ্রহণ কখনও সম্ভব নহে। তবে, যে, জগৎ দৃশ্যমান হইতেছে, তাহা কেবল স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশ বা স্বরূপতা ভিন্ন কিছুই নহে। তত্ত্বজ্ঞানিগণের যুক্তিসহকৃত উপদেশে উপেক্ষা করা উচিত নহে। যাহারা ঐরূপ উপেক্ষা করিয়া, অযৌক্তিক বিষয়ে মন সন্নিহিত করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে মূঢ় ও অজ্ঞ বলেন। অতএব, আস্থাপূর্ব্বক আমার উপদেশে অবধান কর।

একাদশ সর্গ।—(গ্রন্থপ্রশংসা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! এই জগৎরূপ অজ্ঞান-বিসূচিকা বহুকাল বদ্ধমূল হইয়া আছে। জ্ঞানযোগ না হইলে, ইহার শান্তি হয় না। আমি তোমার জ্ঞানসিদ্ধির জন্য যে আখ্যায়িকা বলিতেছি, মন দিয়া শুনিলেই, তোমার মুক্তিলাভ হইবে। আর, কিয়দংশ শুনিয়া, নিবৃত্ত হইলে, পশুধর্ম্ম লাভ করিবে। যে, যে বিষয়ের প্রার্থী ও তজ্জন্য যত্নপরায়ণ, সে, তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি যেদিন সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অনুসারী হইবে, সেইদিনই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! যাহা জানিলে, আত্মজ্ঞানলাভ ও সকল শোক দূর হয়, এরূপ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র কি, উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! এই মহারামায়ণই সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ, আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় ও পরম শুভজনক। এই ইতিহাসই সকল ইতিহাসের সার ও পরম বোধের পরম সাধন। ইহা শুনিলে, জীবন্মুক্তিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং, ইহা পরম পবিত্র শাস্ত্র। দৃশ্য জ্ঞান থাকিলেও, এই শাস্ত্রের অনুশীলনে তাহা দূর হইয়া যায়। ইহাতে যাহা নাই, তাহা অন্য কোন শাস্ত্রেই নাই। পণ্ডিতেরা বলেন, এই শাস্ত্র সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোষস্বরূপ। ইহা নিত্য শ্রবণ করিলে, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি লাভ হয়। নিতান্ত হতভাগ্য না হইলে, আর ইহাতে অরুচি জন্মে না। উপযুক্ত ঔষধ সেবনে যেমন রোগশান্তি হয়, তদ্রূপ ইহার অনুশীলনে সংসারনিবৃত্তি হইয়া থাকে। মহাজনের বর বা

শাপের ন্যায়, ইহার অবশ্যম্ভাবিনী ফলজনকতাশক্তির সীমা নাই। ফলতঃ, এই শাস্ত্রের আলোচনা না করিলে, দান, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও যজ্ঞাদি দ্বারা সংসারযন্ত্রণার শান্তি হয় না।

দ্বাদশ সর্গ। (মুক্তি ও ব্রহ্ম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! পরমাত্মাই যাঁহাদের বোধ ও সন্তোষস্থল এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য যাঁহাদের মন ও প্রাণ সর্ব্বদাই উৎসুক, তাদৃশ ব্যাপারবর্জ্জিত ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের যে জীবন্মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, তাহাই বিদেহমুক্তি।

শ্রীরাম কহিলেন, বিদেহমুক্ত ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি, বলুন; আমি বুঝিয়া, সেইরূপ হইতে যত্ন করিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! সংসারে আসক্ত হইলেও, যিনি এই সংসারকে আকাশের ন্যায় শূন্য বোধ করেন এবং সংসারের কার্য্য করিলেও, আমি কিছুই করি না, যিনি এইপ্রকার বিবেচনা করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেও, সুষুপ্তবৎ বিকারশূন্য অবস্থিতি করেন, এবং সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া, সুখে হর্ষিত বা দুঃখে বিষাদিত না হয়েন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যিনি সুষুপ্ত হইলেও, জ্ঞানবলে জাগ্রৎ থাকেন; ব্রহ্মভিন্ন অন্য বস্তুতে যাঁহার অভিলাষ নাই, বাহ্যে রাগ দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেও, অন্তরে যাঁহার ঐ সকল নামমাত্র বা লেশমাত্রও নাই; তজ্জন্য যিনি আকাশের ন্যায় সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া, চিৎস্বরূপেই অবস্থান করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যাঁহার দেহ অহংভাবশূন্য ও

বুদ্ধি পাপপুণ্যাদিতে নির্লিপ্ত; যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী বা সকলকেই আত্মতুল্য জ্ঞান করেন; লোক সকল যাঁহা হইতে বা যিনি লোক সকল হইতে কদাচ উদ্বিগ্ন না হয়েন; যাঁহার হর্ষ নাই, ক্রোধ নাই, সংসারে বাসনা নাই, ইন্দ্রিয়সত্ত্বেও ইন্দ্রিয় নাই, মন সত্ত্বেও মন নাই এবং বিষয়ব্যবহারে নিরত হইলেও, অবিষয়ীর ন্যায় যাহাঁর রাগ, দ্বেষ ও হর্ষাদির লেশ-মাত্র নাই, তজ্জন্য যিনি নিরতিশয় শীতল বা শান্তভাবাপন্ন এবং যাহাঁর আত্মা সকল পদার্থেই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে।

এইরূপ জীবন্মুক্তের দেহ কালের বশীকৃত হইলে, বিদেহ-মুক্তিলাভ ও স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবের আবির্ভাব হয়। বৎস! বিদেহমুক্তের অস্ত নাই, উদয় নাই, প্রকাশ নাই, অপ্রকাশ নাই এবং তিনি দূরও নহেন, আমিও নহেন বা অপরও নহেন। তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং তিনিই সূর্য্যরূপে তাপ দান, বিষ্ণু-রূপে রক্ষাবিধান, রুদ্ররূপে সংহার ও ব্রহ্মারূপে নির্ম্মাণ করেন। পুনশ্চ, তিনি আকাশরূপে পবন, ঋষি ও সুরাসুরাদি ও সুমেরুরূপে লোকপালদিগকে ধারণ করিয়া থাকেন এবং ভূমিরূপে লোকমর্য্যাদা পালন, লতাদিরূপে ফলপ্রসব, জল ও অনলরূপে দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বিধান এবং চন্দ্ররূপে অমৃত ক্ষরণ করেন। পুনশ্চ, তিনি বিষরূপে মৃত্যু বিস্তার, দিক্‌রূপে তেজ প্রকাশ, তমোরূপে অন্ধকার প্রেরণ এবং জড় ও অজড়-রূপী অন্তঃকরণ সহায়ে স্থাবর ও জঙ্গমের আকৃতি সংঘটন করেন। তিনি শূন্য ও অশূন্যস্বরূপী। তিনি পৃথিবীরূপ স্ত্রীর সমুদ্ররূপ বলয়স্বরূপ, এবং তিনি অনাবৃত চিদাত্মা রূপে এই বিশাল বিশ্ব বিস্তারপূর্ব্বক স্বয়ং নির্ব্বিকাররূপে বিরাজমান

হয়েন। ফলতঃ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়গত সমস্ত দৃশ্যই তিনি।

শ্রীরাম কহিলেন, মনুষ্যের মন অতি চঞ্চল ও দৃষ্টি অতি বিষম। সুতরাং, তাহার এইপ্রকার মুক্তিলাভ আমার একান্ত অসম্ভব বোধ হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সাধুরা বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মই সাক্ষাৎ মুক্তি ও নির্ব্বাণপদ। তুমি আমি, ইত্যাদি মিথ্যাবস্তুবিস্তার-স্বরূপ জগৎকে, বন্ধ্যাপুত্রবৎ, একান্ত অলীক বোধ করিতে পারিলেই, ঐরূপে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, বিদেহমুক্তেরা ব্রহ্মরূপে ত্রিলোক বিধান করেন, বলিলেন; তবে তাঁহাদের সংসারভারপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, ত্রিভুবন যদি থাকিত, তাহা হইলে, বিদেহমুক্তেরাও তাহা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ত্রৈলোক্য শব্দ বা কল্পনামাত্র, কিছুই নহে; সুতরাং,ব্রহ্মের সংসারভার-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? ব্রহ্মই জগৎ। বলয় যেমন স্বর্ণ ভিন্ন কিছুই নহে এবং জল ও তরঙ্গে যেমন প্রভেদ নাই, ব্রহ্ম ও জগৎ তেমনি অভিন্ন পদার্থ। আকাশে শূন্যত্ব ও আলোকে তেজের ন্যায়, জগৎ স্বভাবতই ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত আছে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিপ্রকার বুদ্ধিবলে দৃশ্য-জ্ঞান মার্জ্জন ও স্বস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, এবং কিরূপ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলে, আর সাধ-নের প্রয়োজন হয় না, উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিচারবলেই এই মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া যায়। পর্ব্বতে আরোহণাদি করা যেরূপ সহজ নহে, তদ্রূপ

বহুকাল হইতে মনুষ্যহৃদয়ে বদ্ধমূল এই মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট করা দুঃসাধ্য। অভ্যাসযোগ, যুক্তি, ন্যায় ও উৎপত্তিসহায়ে এই জগদ্ভ্রম দূর হইতে পারে। এইজন্য আমি উৎপত্তি-প্রকরণ কীর্ত্তন করিব। ইহা শুনিলে, তোমার মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত ও মুক্তিলাভ হইবে। এই প্রকরণে মিথ্যা-জ্ঞানের স্বরূপ ও তাহার নিরাকরণোপায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বৎস! এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক দৃশ্যমান জগৎ মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইবে, ইহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। কেবল এক-মাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই তখন বিরাজ করিবেন। তিনি অনন্ত। এইজন্য তিনি না তেজ, না অন্ধকার, না শূন্য, না আকার-বান্, না দৃশ্য, না দর্শন, না পূর্ণ, না অপূর্ণ, না সৎ, না অসৎ এবং না ভাব, না অভাব। তাঁহার নাম নাই, প্রকাশ নাই, জরা নাই, মরণ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই ও মন নাই। তিনি চিন্মাত্রস্বরূপ এবং নাসা, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্ ও নেত্র না থাকিলেও, দর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করিয়া থাকেন। জগৎ তাঁহাতেই প্রস্ফুরিত হইতেছে। যে আলোক দ্বারা সৎ ও অসৎ দ্বিবিধ রূপে লক্ষিত এই জগৎ চিত্রবিচিত্রবৎ অনুভূত হয়, তৎসমস্তই তিনি।

যে যোগী পুরুষ খেচরীমুদ্রা (১) সহায়ে ভ্রূমধ্যে অর্দ্ধো-ন্মীলিত-দৃষ্টি-সন্নিবেশপূর্ব্বক সেই অস্ফুট তারকা দ্বারা এই জগৎ দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মাকেই দর্শন করেন। সেই পরমাত্মার কোন কারণ নাই; তিনি নিজেই নিজের কারণ।

(১) কপালরন্ধ্রে বিপরীত ভাবে জিহ্বা প্রবেশ ও ভ্রূযুগমধ্যে দৃষ্টি সন্নিবেশ করাকে খেচরীমুদ্রা কহে। এই মুদ্রা অবগত হইলে, রোগে পতিত, কর্ম্মে জড়িত ও কালের বশীভূত হইতে হয় না।

এই জগৎ তাঁহার কার্য্য। তিনি সকলের অন্তরে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান। তাঁহার চিৎস্বরূপ দীপের দীপ্তিতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা প্রকাশমান হইতেছে। তাঁহার দৃষ্টি ব্যতিরেকে সূর্য্যাদির প্রকাশ অসম্ভব। তাঁহারই মায়ায় এই জগৎরূপ মৃগতৃষ্ণার আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারই স্পন্দনে জগৎ অলাতচক্রের ন্যায় প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার স্পন্দন না হইলে, তাঁহাতেই ইহা লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টি ও প্রলয় তাঁহার বিলাস। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং স্পন্দ ও অস্পন্দস্বরূপ। তিনি নির্ম্মল ও অক্ষয়স্বভাব। তিনি সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ ও সুপ্ত; আবার প্রবুদ্ধ বা সুপ্ত কিছুই নহেন। তিনি শান্তস্বরূপ ও শিবস্বরূপ। তিনি প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষ, মূক হইলেও অমূক, ব্যক্ত হইলেও অব্যক্ত, ক্রিয়াহীন হইলেও, ক্রিয়াময়, অনঙ্গ হইলেও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, অচক্ষু হইলেও পরমচক্ষুষ্মান্, অপদ হইলেও সহস্রপদ, নিরিন্দ্রিয় হইলেও অশেষ ইন্দ্রিয়ময় এবং তিনি অহস্ত হইলেও সহস্রহস্ত। তিনি অভয় ও অমৃতের আধার। তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে এই সংসাররূপ সর্পভয় প্রাদুর্ভূত ও সর্ব্বভয় দূরীভূত হইয়া থাকে। তিনি দীপের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন। তাঁহাতেই জগতের প্রকাশ এবং তিনি সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকাতেই, মন স্পন্দিত ও চেষ্টাশীল হইতেছে। সাগরে ঊর্ম্মিমালার ন্যায়, তাঁহা হইতে ঘটপটাদি বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাঞ্চন যেমন কেয়ূর ও কটকাদি বিবিধ রূপে প্রকাশ পায়, তিনিও তেমনি মায়াবশে বিবিধ ভ্রমময় পদার্থযোগে বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন। আমা কর্ত্তৃক, তোমা কর্ত্তৃক অথবা, সকল লোক কর্ত্তৃক তিনি সাক্ষাৎকৃত হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত

হয়েন। অথবা, আমি, তুমি, কিংবা সমস্ত লোক, কাহারই তাঁহাকে অবগত হওয়া সাধ্য নহে। তিনি অদ্বিতীয়স্বরূপ। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। কাল তাঁহারই কর্ত্তৃক হেমন্ত ও বসন্তাদিরূপে বারবার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহা হইতেই দৃশ্যবস্তুর দর্শনফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাঁহারই প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হয়। বৎস! রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শাদি যাহা কিছু তুমি জানিতেছ, তৎসমস্তই তিনি এবং যাঁহা দ্বারা ঐ সকল জানিতেছ, তিনিও তিনি। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, এই তিনের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান যে দর্শন, তিনিই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিলেই, আত্মজ্ঞানলাভ হয়। তাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই ও আদি নাই; তিনি সত্য, নিত্য, নির্ম্মল, শিবস্বরূপ ও শূন্যস্বরূপ এবং তিনি সকল কারণের কারণ। তাঁহাকে অনুভব দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকলই জানিতেছেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।—(জগৎ ও ব্রহ্ম।)

শ্রীরাম কহিলেন, মহর্ষে! মহাপ্রলয়ে যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনি না শূন্য, না প্রকাশ, না নাম, না আকার, না তেজ, না অন্ধকার, না চিৎ, না জীব, না বুদ্ধি, না মন, না তুমি, না আমি ইত্যাদি কিছুই নহেন; অথচ তিনিই সকল, ইহার কারণ কি, বলিয়া, আমার মোহ নিরাকরণ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! বীজমধ্যে বৃক্ষের ন্যায় এবং অনুৎকীর্ণ স্তম্ভমধ্যে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়, এই জগৎ সেই পরমাত্মাতেই অবস্থান করিতেছে। এইজন্য তিনি জগৎ,

শূন্য নহেন। তরঙ্গের ন্যায়, সেই ব্রাহ্মজলে জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই আছে। বিপরীতবুদ্ধি মানবগণই এ বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

বৎস! ব্রহ্মের উদয় নাই ও অস্ত নাই; তিনি সৎস্বরূপে আত্মাতেই অবস্থিতি করেন। তিনি স্বপ্রকাশ; সূর্য্য ও চন্দ্রাদি দ্বারা প্রকাশিত হন না। অথবা, তিনি সূর্য্যাদির সূর্য্যাদি। সূর্য্যাদি স্বয়ং প্রকাশিত নহে; এইজন্য তাহাদের নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের কখনও নির্ব্বাণ নাই; যেহেতু তিনি আপনা হইতেই নিত্যপ্রকাশসম্পন্ন। সেই তমোহীন, প্রকাশহীন পরমাত্মা সংসারস্থিতির কোষস্বরূপ।

যেরূপ বিল্বফল ও তাহার মধ্যভাগ উভয়ের বিশেষ নাই, সেইরূপ জগৎ ও ব্রহ্মে বিভিন্নতা নাই। জলে তরঙ্গ ও মৃত্তিকায় ঘটাদির ন্যায়, যাঁহাতে জগৎ বিদ্যমান, তিনি কিরূপে শূন্য হইতে পারেন? চিত্তের বিকাশ না হইলে, চিদাকাশস্থ চিন্মাত্রকে লাভ করা যায় না। সেই ব্রহ্ম চিত্তস্বরূপ। তিনি রূপ ও আলোকাদি রূপে এই জগৎস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতেছেন। শান্তচিত্ত ও শান্তবুদ্ধি যোগীরা সংসারী হইলেও, সকল জ্ঞানের আধার সেই অব্যক্ত ব্রহ্মেই অধিষ্ঠান করেন। আকারবিশিষ্ট জলে যেরূপ আকারবিশিষ্ট তরঙ্গমালা প্রতিষ্ঠিত আছে, নিরাকার ব্রহ্মে সেইরূপ নিরাকার জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। ফলতঃ, জগৎ নিরাকার। কেবল স্বস্বরূপলাভ রূপ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই ইহা জীবভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বৎস! উৎপন্ন বস্তুমাত্রেই এই রূপে ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নহে। মন সেই পরমপদে অভিনিবিষ্ট হইলে, এই জগৎ কিছুই নহে, বলিয়া

বোধ হয়। কেননা, তখন আর ইহাতে কোন প্রয়োজন বা সম্পর্ক থাকে না। বৎস! সমস্ত জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে সমুৎপন্ন; সেই ব্রহ্ম উক্তরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে জীবভাবের উৎপত্তি হয়। এই-জন্য তিনি জীববান্। তিনি শুদ্ধ ও শান্তস্বরূপ এবং তিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম ও পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তাঁহার রূপ অতি বিস্তৃত। যেহেতু, উহা দিক্‌কালাদির অবচ্ছিন্ন নহে। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি চিৎস্বরূপ ও আভাসরূপ। যেখানে তাঁহার আবির্ভাব নাই, সেখানে জীব, বুদ্ধি, চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও বাসনাদি কিছুই নাই। এইরূপে সেই শূন্য ও পূর্ণস্বরূপ পরমাত্মা আমাদের দৃষ্টিবিষয়ে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীরাম কহিলেন, পুনরায় পরমাত্মার রূপ উপদেশ করুন। উহা শুনিলে, জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্ম সকল কারণের কারণ। সমাধি-সহায়ে বৃত্তি সকলের ক্ষয় হইলে, দাহ্যশূন্য অগ্নির ন্যায়, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মনকে বিলীন করিয়া, যে নামরহিত সৎ বিরাজ করেন, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, দৃশ্য ও দ্রষ্টা উভয়ই কিছুই নহে, এই প্রকার জ্ঞানই পরমাত্মার রূপ। অথবা, জীবের স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভিন্ন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যে অবস্থার আবির্ভাব হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, চিত্তের জীবভাব রহিত হইলে, যে নির্ম্মল শান্তস্বরূপ চিন্মাত্র অব-শিষ্ট থাকে, কিংবা, যে সজীব চিত্তের অঙ্গে শীতলাদি দ্রব্য সংলগ্ন হইলেও, স্পর্শাদির অনুভব নাই, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, যাহা আকাশের, শিলার ও বায়ুর হৃদয় এবং

যাহা দ্বারা দর্শনাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, যাহা দ্বারা ঘটপটাদি ও অন্ধকার প্রকাশিত হইতেছে, জীবের সাক্ষীস্বরূপে বিরাজমান সেই চিতই পরমাত্মার রূপ। নিত্য অব্যক্ত হইলেও, যাহা হইতে জগৎ ব্যক্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে, ভিন্ন বা অভিন্ন, যাহাই হউক, তাহাই পরমাত্মার রূপ। যাহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান বা ব্যাপ্ত হইলেও, সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত এবং যাহা অনাকাশ হইলেও, আকাশস্বরূপ, তাহাই পরমাত্মার রূপ। অথবা, এই ঘটপটাদি রূপে প্রকাশমান জগৎ যাহাতে উদিত, অস্তমিত ও প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ। সকল বস্তুর লয় হইলেও, যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনের অতীত তুরীয় রূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। মন যদি বুদ্ধি প্রভৃতি বিরহিত হইয়া, একমাত্র বোধরূপে স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই, সেই বোধস্বরূপ মনের সহিত পরমাত্মার তুলনা হইতে পারে। বৎস! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবাদি সকলের লয় হইলে, যে পরম মঙ্গলময় ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, তিনি বিশ্বসংজ্ঞা ত্যাগ করিয়া, অদ্বৈত চিন্মাত্ররূপে বিরাজ করেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

(জগৎস্বরূপনির্ণয়।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিবিধ জীবাদিপূর্ণ জগৎ মহাপ্রলয়ে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! বন্ধ্যাপুত্রের আকৃতি কিরূপ এবং সে কোথা হইতে আইসে ও কোন্ স্থানেই বা যায়, অগ্রে আমাকে বল।

শ্রীরাম কহিলেন, বন্ধ্যাপুত্র কোন পদার্থই নহে। তাহার আবার দৃশ্যতা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, জগতের অবস্থাও এইরূপ। তাহা কিছুই নহে। সুতরাং, তাহার উৎপত্তি ও অবস্থিতি কি?

শ্রীরাম কহিলেন, বন্ধ্যাপুত্র কল্পনামাত্র। কিন্তু জগৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষসিদ্ধের অপহ্নব কিরূপে সম্ভব?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পরব্রহ্মের সত্তাব্যতিরেকে এই জগৎ, অসম্বদ্ধ বাক্যের ন্যায় সম্পূর্ণ অলীক। স্বর্ণকটকে যেমন স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নাই, পরব্রহ্মে জগৎ তেমনি অভিন্ন। কজ্জলে ও কালিমায় যেমন প্রভেদ নাই, জগৎ ও ব্রহ্মও তেমনি অভিন্ন। স্বপ্নসময়ে যেমন বিবিধ বস্তুর দর্শন হয়, অজ্ঞানপ্রযুক্ত তেমনি পরব্রহ্মে জগতের ভ্রম হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, কি উপায়ে ব্রহ্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও এই দৃশ্য জগৎ অলীক বোধ হইতে পারে, উপদেশ করুন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যজ্ঞান থাকিতে, কখনও মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। ফলতঃ, বুদ্ধি দৃশ্যজ্ঞানমুক্ত হইলেও, মোক্ষমার্গে অভিমুখান হয়। অগ্রে দৃশ্যজ্ঞানের উদয় হইয়া, পশ্চাৎ তাহার ক্ষয় হইলেও অনর্থ। কেননা, পূর্ব্বসংস্কারবশে মন সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব, আমি যাহাতে দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জন করিয়া, মুক্ত হইতে পারি, তাহাই উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! আমি জগতের অসত্যতা-প্রতিপাদনার্থ দীর্ঘ উপাখ্যান বলিতেছি, অবধান কর। বহুবিধ লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় বর্ণন করিলেই, হ্রদ হইতে ধূলিকণার ন্যায়, তোমার হৃদয় হইতে দৃশ্যজ্ঞান অপনীত হইবেক। এই জগৎ বাস্তবিকই অসত্য, এই প্রকার বিচার

করিয়া, ব্যবহারনিরত হইলেই, ভাবাভাব, গ্রহ উপসর্গ ও চলাচল ব্যবহারদৃষ্টি সমুদায় তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। বৎস! সেই আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। এই জগৎ তাঁহাতেই আবির্ভূত হইয়াছে এবং তিনিই এই জগৎ রূপে উদিত ও অস্তমিত হয়েন।

পঞ্চদশ সর্গ।

(সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিশ্বের উৎপত্তিক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক। তিনিই সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া, এই বিশাল বিশ্ব রূপে প্রতিভাত হয়েন। জগৎ সেই সর্ব্বপ্রকাশময় ব্রহ্মের সত্তামাত্রাত্মক। তিনি মায়াবলে আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করিবেন, মনে করিয়া, যখন আত্মরূপ বিস্মৃত হন, তখন জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই জীব যখন আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের আনুগত্য পরিহার করেন, তখন বিবিধ সংসার বিস্তার করিয়া, তাঁহাতে লিপ্ত হন।

বৎস! জীবসৃষ্টির পর সেই সর্ব্বময় ব্রহ্ম সকলের আধার-স্বরূপে শূন্যরূপে আবির্ভূত হন। এই শূন্যই শব্দাদি গুণের বীজ বা উৎপত্তিনিদান এবং ইহা হইতেই সূর্য্যাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। অনন্তর কালসৃষ্টির পর অহঙ্কারের আবির্ভাব হয়। এই অহঙ্কারই জগৎস্থিতির মূল। অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে, আমি তুমি, ইত্যাদিরূপে জগতের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অহঙ্কার কিয়দংশে স্পন্দিত হইলেই, বায়ু সমুৎপন্ন হয়। বৎস! এইপ্রকার অহংভাববিশিষ্ট আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম যেমাত্র শব্দ-

তন্মাত্রের ভাবনা করেন, তৎক্ষণাৎ শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শব্দতন্মাত্র হইতে ভাবী নাম, রূপ, অর্থ, পদ, বাক্য ও প্রমাণাদি সম্পন্ন বেদ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বৎস! উক্তরূপ জীবশব্দে কথিত চিৎই মূর্ত্তি সকলের বীজ। তাঁহা হইতেই চতুর্দ্দশবিধ প্রাণিসমেত চতুর্দ্দশ ভুবন ব্রহ্মাণ্ডোদররূপে বিস্তৃত হইয়াছে। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম উল্লিখিত প্রকারে বায়ু-ভাব প্রাপ্ত হইলে, তদীয় বেগে যে শরীর প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই স্পর্শের বীজ বা উৎপাদন। এই স্পর্শবিশিষ্ট বায়ুরূপী চৈতন্য একোনপঞ্চাশৎ স্কন্ধে বিভক্ত হইয়া, সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেন। তাহাতেই সকলের স্পন্দনক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। সেইরূপ, পরম-প্রকাশময় চৈতন্যরূপা ব্রহ্ম হইতে তেজের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই তেজই আলোক সকলের মূল। ইহা হইতেই সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বিদ্যুদাদির আলোক প্রকাশিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়। এইরূপ, তেজোভাবপ্রাপ্ত আত্মা, ক্ষীণ হইব, মনে করিলেই, জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মধুরাদি বিবিধ আস্বাদ এই জলাত্মক দ্রব্য হইতে সমুৎপন্ন হয়। ইহারই নাম রসতন্মাত্র। এই রসতন্মাত্রই পুনঃ পুনঃ বিষয়ার্জ্জন প্রবৃত্তির কারণ এবং সংসারবিস্তৃতির মূল। পূর্ব্বোক্ত জলভাবপ্রাপ্ত পরমাত্মা, পৃথিবী হইব, মনে করিলেই, গন্ধতন্মাত্র সমুৎপন্ন হয়। এই গন্ধতন্মাত্রই মনুষ্যাদি বিবিধ আকৃতির মূল ও আধার। এইরূপে ভূত সকলের সৃষ্টি হইলে, পরমাত্মা তাহাদের পরস্পর মিশ্রণে আত্মাকে দৃশ্যমান বিশ্বরূপে সৃষ্টি করেন। বৎস! প্রলয় উপস্থিত না হইলে, ভূতগণের বিশুদ্ধ ভাব সম্পন্ন হয় না। যেরূপ বটবীজ হইতে অসংখ্য বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। তদ্রূপ এই ভূতময় চিত্ত হইতে অনন্ত জগতের

আবির্ভাব হইয়াছে। সৌম্য! এই ভূতাত্মক চিত্ত কখনও সাক্ষীরূপে অবস্থিত, কখন শান্তরূপে প্রস্ফুরিত, কখনও পরমাণুর অন্তরে প্রতিভাত, কখনও বিবিধ কল্পনাবশে চালিত, কখনও বহুরূপে ইতস্ততঃ প্রসৃত বা ধাবিত, কখনও নির্ব্বিকারস্বরূপে বিরাজিত এবং কখনও বা পিণ্ডাকারে প্রকাশিত হন। ইনিই পঞ্চভূতময় সংসারের বীজ ও আদ্যশক্তি এবং জগৎশ্রীর আবির্ভাবস্থান।

ষোড়শ সর্গ।

(জগৎ কিছুই নহে।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! প্রথমে চিত্তের, অনন্তর, মায়াসংযোগবশে জীবের, পরে অহংভাবের এবং অহংভাবেব উপচয়বশে বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। এই বুদ্ধিই শব্দতন্মাত্রাদিবিশিষ্ট মন এবং মনই জগৎ রূপে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিন্মাত্ররূপী পরমাত্মা উল্লিখিত জগদ্‌বীজসমুদায়ে আভাস রূপে অবস্থিতি করেন। স্বপ্নজ্ঞান তিরোহিত ও তৎসঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুজাত অন্তর্হিত হইলে, যেমন স্বাভাবিক জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, পৃথিব্যাদির লয় হইলে, তেমনি সেই চিন্মাত্রই বিরাজ করেন। এই কারণে এই জগৎ ব্রহ্মময়। বৎস। এই রূপে যে ভূতগণ বর্দ্ধিত হইয়া, জগৎ বিস্তৃত করিতেছে, তাহাদেব কোন শরীর নাই। তাহারা চিৎশক্তিসহায়ে শরীরবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র। বৎস! নির্ম্মলস্বরূপ ব্রহ্ম উপাধিশূন্য হইলেও, অব্যক্ত আত্মারূপে যে উদিত হন, তাহাকেই জীব বলে। এই জীব অসৎ স্বরূপ। সুতরাং, ব্রহ্ম জীবভাবাপন্ন হইলে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে আবির্ভূত

হন এবং তৎকালে তারকার ন্যায় যে কিঞ্চিৎ স্থূলত্ব পরিগ্রহ করেন, তাহাকেই জীবের লিঙ্গদেহ বলে। এই লিঙ্গদেহ কল্পনাবলে স্থূল শরীর ধারণ করে। তাহাতেই দৃশ্যমান জগতের বিস্তার হইয়াছে। এই রূপে বাসনাময় দেহাদির লাভ হইলে, জীব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সংকল্পবিকল্পরূপ মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, চেষ্টা ও স্পন্দনবিশিষ্ট হইয়া, প্রকাশিত হন। অন্তঃকরণ তেজঃকণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীব, আমি সংসারের সকল বুঝিব, এই প্রকার ভাবনা করিয়া, তাহাতে অবস্থিতি করেন। এই রূপে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অসত্য জীবরূপে আবির্ভূত হন। বৎস! এই জীবকে কেহ জল-মধ্যস্থ, কেহ সম্রাট্‌স্বরূপ এবং কেহ বা ভাবী ব্রহ্মাণ্ড রূপে দর্শন ও অনুভব করিয়া থাকেন। এই জীবই দেশকালাদি-শব্দনির্ম্মাণের কর্ত্তা। দেশকালাদির ভাবনা করিলেই, ইনি বদ্ধ হইয়া থাকেন।

সৌম্য! এই জগৎ স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং, ইহা স্থূলদৃষ্টিতে দৃশ্যমান হইলেও, দৃশ্য বা জাত কিংবা সিদ্ধ নহে। অধিকন্তু, ইহা সৎ হইলেও গর্ব্বন্ধনগরের ন্যায়, নিতান্ত অসৎ এবং কালরূপ সামগ্রী দ্বারা নির্ম্মিত, রঞ্জিত বা প্রযত্নসহকারে প্রস্তুত নহে। একমাত্র আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে। মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মাদিরও লয় হইয়া থাকে, তখন ইহাকে সত্য বলা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। সেই আত্মরূপী ব্রহ্মের কোন কারণ নাই। অতএব এই জগতেরও কোন কারণ নাই। যেহেতু, জগৎ ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। বৎস! স্বপ্নস্বরূপ অলীক জগতের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া, প্রকৃত বোধের উদয় হইলে, অনাদি

ও অনুভবমাত্রস্বরূপ সেই ব্রহ্ম অনুভূত হইয়া থাকেন। এই-রূপে এই জগৎ সেই আকাশরূপী ব্রহ্মের ন্যায়, নিতান্ত নির্ম্মল, শান্তস্বরূপ, আধার ও আধেয়হীন এবং দ্বৈতরহিত ও একত্ববর্জ্জিত। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই, বুঝিতে পারা যায় যে, জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, কিছুই নহে। কেবল আকাশরূপে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং, ইহা সংসারও নহে, দৃশ্যও নহে, দ্রষ্টাও নহে; ফলতঃ, কিছুই নহে। অধিক কি, ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাণ্ড কিছুই নাই। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও নিত্য বিরাজ-মান। স্বপ্নাবস্থায় লোকে আপনার মৃত্যু দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অলীক। সেইরূপ, স্বপ্নযোগেই এই জগৎকে সত্য বোধ হয়! সুতরাং, ইহাও নিতান্ত অলীক। যে বস্তু অলীক, প্রলয়ে তাহারই লয় হয়। বলিতে কি, প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অত-এব ব্রহ্মাও, জগতের ন্যায়, শূন্য ও অলীকস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

সপ্তদশ সর্গ ।

(কোন বিষয়ই কঠিন মনে করিও না।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথা সকল যতই শুনিতেছি, ততই কঠিন ও জটিল বোধ হইতেছে। অতএব পুনরায় বিশদরূপে ও স্পষ্টাক্ষরে জগৎস্বরূপ উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মবিষয় অতি দুরূহ। তত্ত্বজ্ঞান-সহায়ে মন ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে, স্বচ্ছদর্পণে বস্তুদর্শনের ন্যায়, উহা আপনিই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি, যতদূর

সাধ্য, উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর এবং বুঝিতে পার বা না পার, বুঝিবার চেষ্টা কর। চেষ্টা না করিলে, কোন বিষয়ই সম্পন্ন হয় না। মানুষ জননীর গর্ভ হইতে পতিত হইয়াই, আপনা আপনি সকল বিষয় বুঝিতে পারে না। বহু যত্নে ও বহু চেষ্টায় জ্ঞানরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। এই যে তুমি বিচিত্র প্রাসাদে বসিয়া আছ, ভাবিয়া দেখ, ইহা কত যত্নে ও কত চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি ইষ্টক বিন্যস্ত করিয়া, বহুযত্নে উহার নির্ম্মাণ হইয়াছে। পুনশ্চ, ভাবিয়া দেখ, সেই ইষ্টকও যত্ন ও চেষ্টা বিনা স্বয়ং নির্ম্মিত হয় নাই। আবার, যে ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে কত চেষ্টা ও কত যত্নে ঐরূপ নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখ। যদি চেষ্টা ও যত্ন ব্যতিরেকে ইহার নির্ম্মাণ হইত, তাহা হইলে, স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করিবার আর প্রয়োজন হইত না। লোকে মনে করিলেই, যেখানে সেখানে এই প্রকার বিচিত্র প্রাসাদ বা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, রাজার ন্যায়, সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিত।

পুনশ্চ, ভাবিয়া দেখ, তোমার পিতা দশরথ যে সর্ব্ব-ভুবনের একচ্ছত্র রাজা হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কত চেষ্টা ও কত যত্নই করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে, লোকে যাহা করে, তাহাতেই যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক হইয়া থাকে। চেষ্টাহীন ও যত্নহীন লোকেরাই দৈব ও অদৃষ্ট প্রভৃতি অলীক ও অন্ধ পদার্থ সকলের কল্পনা করিয়া, সংসারে বিবিধ দুঃখ আনয়ন করিয়াছে। যে স্থলে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও, কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করা না যায়, সে স্থলে

ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিলে, ঐ বিষয় সিদ্ধ হইতে পারিত, তুমি সেরূপ যত্ন ও চেষ্টা কর নাই; এইজন্য, সিদ্ধিলাভে সমর্থ হও নাই। যদি বল চেষ্টা ও যত্ন করিয়াও, যে বিষয় সিদ্ধ হয় না, সহায়বলে তাহা অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে দেখা গিয়া থাকে। আমি ইহার উত্তরে এই কথা বলিব, তুমি যদি চেষ্টা করিয়া, অগ্রে ঐরূপ সহায়সংগ্রহ করিতে, তাহা হইলে, তোমারও সিদ্ধিলাভ হইত। ফলতঃ, লোকে, যে, সহায় লাভ করে, তাহাও কখনও আপনা হইতে হয় না, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতে হয়। কুম্ভকার যে ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, কুলালচক্র এবিষয়ে তাহার সহায়। সে সেই সহায় কোথায় পাইল? অবশ্য, তজ্জন্য সে বহুল চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছে। নতুবা, আপনা আপনি তাহার কুলালচক্রসংগ্রহ হয় নাই। দৈব বা অদৃষ্টও তাহার সেই চক্র নির্ম্মাণ করিয়া দেয় নাই। উহা নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক হইয়াছে। আবার, চক্রসংগ্রহ হইলেই, ঘটাদির নির্ম্মাণ হয় না। তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া, হস্ত পদাদির চালনা করিতে হয়। এই হস্তপদাদিচালনায় মৃত্তিকা-সংগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে, অতি ক্ষুদ্র সামান্য ঘট প্রস্তুত করিতে যখন নানা প্রকারে চেষ্টা আবশ্যক হইয়া থাকে, তখন অতীবদুরূহ ব্রহ্মবিষয় বুঝিতে যে কত চেষ্টায় প্রয়োজন, তাহা তুমি নিজেই অনুধাবন কর। সংসারের যে দিকে দেখিবে, তাহাতেই চেষ্টা ও যত্নের জাজ্বল্যমান প্রমাণ বা নিদর্শন লক্ষিত হইবে। এই অতিক্ষুদ্র পিপীলিকা কত যত্নে ও পরিশ্রমে আহার সংগ্রহ করিতেছে, অবলোকন কর। যত্ন না করিলেই, সকল বিষয় কঠিন ও দুঃসাধ্য হইয়া থাকে

এবং দৈবের ও অদৃষ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া, অনর্থক কষ্ট ও মনক্ষোভ সহ্য করিতে হয়। সংসারে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ঐ দেখ শত শত ব্যক্তি সামান্য উদরের জন্যও নিতান্ত লালায়িত হইয়া, কাক ও কুক্কুরের ন্যায়, লোকের দ্বারে দ্বারে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের নিজের যত্ন নাই, চেষ্টা নাই, উদ্যোগ নাই, পরিশ্রম নাই। এইজন্য তাহাদের অবস্থার কোন কালেই উন্নতি নাই। যে যত পরপ্রত্যাশী বা পরের গলগ্রহ হইতে চেষ্টা করে, তাহাকেই তত পরপ্রত্যাশী ও গলগ্রহ হইতে হয়। ইহা ঈশ্বরের অভিশাপ। কেননা, তিনি হস্ত দিয়াছেন, পদ দিয়াছেন এবং কার্য্যসাধনোপযোগী অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও প্রদান করিয়াছেন। বৎস! সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দরিদ্র অবস্থা হইতে ধনীর অবস্থা এবং ধনীর অবস্থা হইতে দারিদ্রদশা উপস্থিত হয়। ইহার কারণ কেবল চেষ্টা ও উদ্যোগ এবং তাহার অভাব; তদ্ভিন্ন ইহার আর কোনরূপ মণিমন্ত্র নাই।

এ বিষয়ে মহামনা সুরগুরু বৃহস্পতি যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ কর। লোকে উহাকে গুরুগীতা বলে। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরভয়ে অভিভূত হইয়া, নিরুৎসাহ হইলে, বৃহস্পতি তাঁহাকে উপদেশ করেন, দেবরাজ! চেষ্টা ও উদ্যোগই জীবন ও সর্ব্বস্ব। এ বিষয়, পশুপক্ষীদেরও জানা আছে। দেখ তাহারা সূর্য্যের উদয়মাত্র স্ব স্ব আবাস হইতে বহির্গত হইয়া, চেষ্টাসহকারে আহারাদির অন্বেষণ করিয়া, আপনাদের ভরণ পোষণ করিয়া থাকে। ঐ দেখ, শুকপক্ষিণী কেমন যত্ন ও চেষ্টাসহকারে আপনার শিশুশাবকদিগকে

আহার প্রদান ও পরিপালন করিতেছে। একদা কতিপয় হরিণ একত্র হইয়া, নদীপারে গমন করিতেছিল। সহসা নদীর স্রোতে পতিত হইবামাত্র তাহারা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সেই নদীর তীরে কতিপয় ভেক বাস করে। তাহারা তৎকালে তথায় বিচরণ করিতেছিল। হরিণদিগের মধ্যে কোন বৃদ্ধতম হরিণ তাহাদিগকে দেখিয়া, সম্বোধন করিয়া, ব্যাকুল স্বরে কহিল, ভাই ভেকসকল! তোমরা আমাদের রক্ষা কর, রক্ষা কর। ভেকেরা হাস্য করিয়া, সোৎসাহ বাক্যে উত্তর করিল, তোমাদের হস্ত আছে, পদ আছে, তবে কেন তোমরা অবসন্ন হইতেছ? চেষ্টা ও যত্ন কর, বিপদে উদ্ধার পাইবে। আপনি চেষ্টা করিয়া, আপনার রক্ষা না করিলে, কেহই রক্ষা করিতে পারে না। তবে, লোকে সময়বিশেষে উপলক্ষমাত্র হইয়া থাকে।

সুরগুরু বৃহস্পতি এই বলিয়া, ইন্দ্রের উৎসাহ পুনরায় সন্ধুক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিলেন। ফলতঃ, চেষ্টা না করিলে, ঈশ্বর তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া থাকেন। একবার কোন বিষয়ে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলে, নিবৃত্ত হইবে না; পুনরায়, চেষ্টার পর চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। যদি চেষ্টা করিয়া, কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ করিতে না পার, তাহা হইলে, ইহাই মনে করিবে, যেরূপ চেষ্টা করা উচিত, সেরূপ কর নাই। এইপ্রকার চিন্তা করিলে, উৎসাহের ক্ষয় হয় না। নতুবা, দৈব ও অদৃষ্ট ভাবিয়া, বসিয়া থাকিলে, হস্তপদভগ্নের ন্যায়, আশু অবসন্ন হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলিতে কি, যাহারা চেষ্টাহীন ও উদ্যোগবিহীন, স্বয়ং দৈবও তাহাদের

কিছুই করিতে পারে না এবং অদৃষ্টও তাহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া থাকে। বৎস! অশনসংগ্রহ, শয্যাসংগ্রহ ও বাহনসংগ্রহ ইত্যাদি সমস্তই চেষ্টার ফল। আহার করিতে ইচ্ছা হইলে, চেষ্টা করিবে; নতুবা উপবাসী থাকিতে হইবে।

এইরূপে সমস্ত সংসার চেষ্টাময়; স্বয়ং বিধাতাও চেষ্টাময়। তাঁহার চেষ্টা না হইলে, জগৎ আবির্ভূত ও চেষ্টাশীল হয় না। সূর্য্য যদি চেষ্টা করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ না করিতেন, তাহা হইলে, কেই বা অন্ধকার নিরাকরণ ও লোকব্যবহারিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিত? বায়ু যদি চেষ্টাহীন হইয়া, একস্থানে বসিয়া থাকেন, শ্বাসরোধবশতঃ এই মুহূর্ত্তেই সমুদায় লোক প্রলয়কবলে পতিত হয়, সন্দেহ কি? ফলতঃ, বায়ুপ্রভৃতির সর্ব্বদা সঞ্চালন দেখিয়া, ইহাই বুঝিয়া লইবে যে, চেষ্টাই জীবন এবং তদভাবই মৃত্যু। অতএব, তুমি চেষ্টা কর, সমস্ত তোমার সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইবে। একবারে চেষ্টা না করিতে পার, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কর।

অষ্টাদশ সর্গ—(ব্রহ্মই জগৎ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর, পুনরায় জগৎস্বরূপ কীর্ত্তন করি।

এই অহংভাববিশিষ্ট দৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে। ইহা আদৌ উৎপন্ন নহে; সুতরাং ইহা বিদ্যমান নহে। যাহা বিদ্যমান বোধ হয়, তাহাও পরমপদ ভিন্ন কিছুই নহে। বৎস! এই কারণে প্রলয়ে এই জগৎ লীন হয়; কেবল পরমাত্মা বিদ্যমান থাকেন। তিনি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন; স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সৃজন এবং ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ কিছুই নহেন, কিন্তু

সমুদায়ই তিনি। তিনিই সমুদায় প্রতিশব্দ ও পদার্থস্বরূপ। দীপ হইতে দীপের ন্যায়, তাঁহা হইতে নিখিল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃক্ষ ও শাখায় যেমন ভেদ নাই, তাঁহাতে ও জগতে তেমনি বিশেষ নাই। জীবমাত্রেই সহকারিকারণবিহীন। সহকারী কারণ না থাকিলে, কার্য্য ও কারণ উভয়ে কোনরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। এই জগৎ ও ব্রহ্ম পরস্পর অভিন্ন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীব পরিমিত, না, অনন্ত? মেঘ হইতে যেমন বারিধারা সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই জীবপুঞ্জ কোথা হইতে আসিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রঘুনন্দন! যখন একমাত্রও জীব নাই, তখন জীবপুঞ্জের কথা আর কি বলিতেছ? ফলতঃ, জীব বা জীবপুঞ্জ কিছুই নাই। তুমি নিশ্চয় জানিও, অমলাত্মা ব্রহ্মই কেবল আছেন; তদ্ভিন্ন, আর কিছুই নাই। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম স্বীয় প্রভাবে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এবং দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহাব এই দৃশ্য আবির্ভাবকেই জীব ও জগৎ বলে। অজ্ঞান প্রযুক্তই তাঁহাকে জানা যায় না; জ্ঞানের উদয় হইলেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। যেমন অন্ধকারে দৃশ্যবস্তুর বিনাশ না হইয়া, কেবল প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছাদিত বা অবিদিত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্মরূপপরিজ্ঞান প্রতিহত হইয়া থাকে। সেই অবিভাজ্যস্বরূপ ব্রহ্মই জীবাত্মা। তিনি সর্ব্বব্যাপী, এইজন্য তাঁহার কোনরূপ ভেদকল্পনা নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহাবীজ যদি এক, তবে কিকারণে সংসারে সমস্ত জীব মহাজীব নহে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই ব্রহ্মই মহাবীজের আত্মা। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। তাঁহারই সংকল্পে ও ইচ্ছা-ক্রমে প্রধান ও নিকৃষ্টভেদে ভিন্ন ভিন্ন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। পাক বা ঔষধাদিযোগে যেরূপ স্বর্ণ হইতে তাম্রের উৎপত্তি হয়, তদ্বৎ কনিষ্ঠ জীব সকল শ্রেষ্ঠ জীবের ক্রমানুসারে মহা-জীবত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে। চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ চমৎকারিতাই ভাবী নাম ও দেহাদিস্বরূপ এবং উহাই অহং-ভাব, জানিবে। চিত্ত এই চিৎ হইতেই প্রস্ফুটিত হইয়া, ভুবনত্রয় পরিপূর্ণ করিতেছে। চিত্তের পরিণাম বিকারাদি আছে। তজ্জন্য ইহা চিৎ হইতে ভিন্ন না হইলেও, ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। চিত্তের শক্তি অসীম ও আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। চিত্তের অধীন চেত্য অর্থাৎ অহংভাব কল্পনামাত্র; সুতরাং অহম্ভাবময় জগতও কল্পনামাত্র। বাসনাই জীব-ভাবের হেতু। তুমি আমি ইত্যাদি কল্পনা সহজে ত্যাগ করা যায় না। ত্যাগ করিতে পারিলে, সেই সকলের সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। এই জগৎ শূন্য। কেবল চিত্তের চমৎকারিত্বপ্রযুক্ত ইহা সর্ব্বপ্রকার আকারবিশিষ্ট বোধ হয় এবং তাহাতেই ইহার বিবিধ নাম ও রূপাদি কল্পিত হইয়াছে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতসমূহ, বাক্যসমস্ত ও যাবতীয় দিকও এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ, চিত্তের চমৎকৃতি অর্থাৎ প্রসারণী শক্তিই জীব এবং জীবের উপাধিই জগৎ। ক্রিয়া হইতে কর্ত্তা যেমন ভিন্ন নহে, তদ্রূপ অহঙ্কারাদিপ্রধান চিৎ হইতে স্পন্দনপ্রধান প্রাণ অভিন্ন। অতএব স্পন্দসহিত চিৎই পুরুষরূপী জীব এবং তাহাই ইন্দ্রিয়রূপী মন। সুতরাং মন ও জীবে কোন ভেদ নাই। এইরূপে কার্য্যকারণভাবাপন্ন

জগৎ চিৎপ্রকাশের ছটামাত্র; সুতরাং, ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

আমার ছেদ নাই, ভেদ নাই, ক্লেদ নাই, দহন নাই এবং শোষণ নাই। আমি অচলের ন্যায়, এক স্থানে স্থির হইয়া আছি, অথচ সর্ব্বত্র গমন করি। ইহা জানিয়াও, অদ্বৈতবাদীরা নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া, অন্যকেও ভ্রমে পাতিত করে। কিন্তু দৃশ্যজ্ঞানহীন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এইপ্রকার বিকারের বশীভূত হন না।

বৎস! চিৎ মায়ার নিদান। চিৎ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। চিৎ বায়ুস্বরূপ। চিৎ বারিস্বরূপ। চিৎ স্বর্ণরজতাদি ধাতু-স্বরূপ। চিৎ বিচিত্র ওষধি প্রভৃতির প্রকাশক জ্যোৎস্নাস্বরূপ। চিৎ স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপ। চিৎ স্পন্দনশীল সমীরণস্বরূপ। চিৎ প্রগাঢ় অন্ধকারস্বরূপ। চিৎ সূর্য্যের আলোক ও চন্দ্রাদির কান্তিস্বরূপ। চিৎ হইতে সুর, অসুর ও মনুষ্যাদি দেহ নির্ম্মিত হয়। বাহ্য বস্তু সকল বিলীন হইলে, একমাত্র চিৎ সমুদিত হন। এই চিৎ বিচারশূন্য হইলে, প্রাণাদিবিশিষ্ট জীবরূপ পরিগ্রহ করেন এবং বিচারপরায়ণ হইলে, স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত হন।

ফলতঃ, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন জগৎ কিছুই নহে। চিৎই জগতের ক্রম। চিৎই অগ্নির উষ্ণতা, জলের দ্রবতা, হিমের শীতলতা, সর্ষপের স্নেহ, সরোবরের তরঙ্গ, মধুর মাধুর্য্য এবং চিৎই পুষ্পের সৌগন্ধ। এইরূপে চিৎই সর্ব্বস্ব। ইহার বিকার নাই; সুতরাং প্রলয়ে ইহার লয় হয় না। বৎস! চিৎ একমাত্র। সুতরাং তাহাতে অবয়বাদির সম্ভাবনা কোথায়? স্ফটিক প্রস্তরে যেরূপ নগরাদির প্রতিবিম্ব

পতিত হয়, নির্ম্মল স্বরূপ চিতে সেইরূপ জগৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

ঊনবিংশ সর্গ।—(মণ্ডোপাখ্যান।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যাহাদের জ্ঞান বা বিবেকবিচার নাই, তাহারাই ব্রহ্মশব্দের পরিবর্ত্তে জগৎশব্দ কল্পনা করে; কিন্তু বিবেকশীল তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। সৌম্য! এবিষয়ের মণ্ডোপাখ্যান নামে শ্রুতিসুখাবহ এক উপাখ্যান কীর্ত্তন করি, অবধান কর। ইহা শুনিলে, তোমার জ্ঞানবৃদ্ধি ও পরমানন্দসমৃদ্ধি সম্পন্ন হইবেক।

সৌম্য! এই পৃথিবীতে পদ্মনামে বহুপুত্রবান্ এক নরপতি ছিলেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করাতে, বসুমতী সৌভাগ্যবতী, শান্তি পরমসহায়বতী, সরস্বতী সমধিক প্রীতিমতী, লক্ষ্মী অতিমাত্র আহ্লাদবতী এবং ধর্ম্ম ও সত্য সমধিক রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারে আধি ব্যাধি, আকাশকুসুমের ন্যায়, অলীক এবং চৌর্য্য ও দস্যুতা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছিল; লোক সকল এক-পরিবারের ন্যায় বাস করিত। তিনি যেমন সর্ব্বগুণের আধার, সেইরূপ সকলের রক্ষাস্থান ছিলেন। অধিক কি, তিনি মনোমাতঙ্গের কেশরী, সমস্ত বিদ্যার প্রিয়, বিলাস-কুসুমের বসন্ত, লীলা-তার সমীরণ ও সৌজন্য-কৈরবের চন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সাহস ও বিক্রমের সীমা ছিল না।

তাঁহার লীলানাম্নী সহধর্ম্মিণী সর্ব্বাংশেই তাঁহার সমানরূপগুণশালিনী ও সকল সৌভাগ্যের আধার ছিলেন। বিধাতা যেন ধর্ম্ম ও শান্তিকে অথবা কোন দেব দেবীকে তাঁহাদের

উভয়স্বরূপে সংসারে প্রেরণ করিয়া, পরমপবিত্র সুখময় দাম্পত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তাঁহাদের দ্বারা বিধাতার পতিপত্নীসৃষ্টি সার্থক ও শোভিত হইয়াছিল। মহারাজ পদ্ম যেমন সাক্ষাৎ বিকসিত পদ্মের ন্যায়; পরমসুষমাময়, লীলাও তেমনি সাক্ষাৎ শোভাময়ী পদ্মিনী। তাঁহাদের স্বামী ও স্ত্রীতে একপ্রণেতা ও একচিত্ততায় একশেষ হইয়াছিল। দেখিলে, একমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইত। হাসিলে হাসে ও কান্দিলে কান্দে, অথবা, একের সুখে অন্যের সুখ ও একের দুঃখে অন্যের দুঃখ, এইরূপে তাঁহারা পতিপত্নীতে সংসারে বাস করিতেন। দেখিলে বোধ হইত, বিধাতা যেন আপনার সৃষ্টিরূপ সরণীতে তাঁহাদের উভয়কে চক্রবাক চক্রবাকীর ন্যায় অথবা কমল কমলিনীর ন্যায়, কিম্বা কুমুদকুমুদিনীর ন্যায়, বিধান, করিয়াছেন। অথবা যেন স্ত্রীপুরুষময়ী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া, অপূর্ব্ব সৃষ্টির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ, কে বলিবে, তাঁহারা ভিন্ন মূর্ত্তি; স্বামী উদ্বিগ্ন হইলে, স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়েন এবং স্বামী আহ্লাদিত হইলে, স্ত্রীর আহ্লাদের সীমা থাকে না। তথাহি, চন্দ্র উদিত হইলে, কুমুদিনী বিকসিত হয় এবং চন্দ্র অস্তমিত হইলে, সে মলিন হইয়া থাকে। এইরূপ একহৃদয়তা ও একপ্রাণতাই প্রণয়ের প্রকৃত পরিচয় বা লক্ষণ। বৎস! যে গৃহে পতিপত্নীর এইপ্রকার প্রণয় বিরাজমান, স্বর্গ সর্ব্বদা সেইখানেই এবং শান্তি, লক্ষ্মী ও কীর্ত্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় দেবীসকল ও তথায় নিত্য অধিষ্ঠান করেন।

বিংশ সর্গ। (সরস্বতী সংবাদ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! মহারাজ পদ্ম আপনার অনুরূপা মহিষী লীলার সহিত অকৃত্রিম প্রেমরস পান করত যদৃচ্ছাক্রমে

উপবন, তমালগহন, পুষ্পমণ্ডল, লতাকুঞ্জ, পুষ্পশয্যা, ক্রীড়া সরোবর, চন্দনাদি তরুতল, কোকিল-কাকলী-সমাকুল বসন্ত-বনস্থলী, শীকরাসারবর্ষী নির্ঝরপ্রদেশ, সুন্দর শৈলতট, পবিত্র দেবায়তন ও আশ্রমসমুদায়ে বাস ও পর্য্যটন করিতেন। তৎকালে বোধ হইত, যেন জগতের পিতা মাতা উভয়ে বিচরণ করিতেছেন।

স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও আসক্তিবশতঃ মহাভাগা লীলা একদা চিন্তা করিলেন, মদীয় স্বামী এই মহারাজ পদ্ম আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। ইহাঁর জীবনেই আমার জীবন এবং মরণেই আমার মরণ। অতএব কিরূপে ইনি অমর হইবেন এবং কিরূপে আমি ইহাঁর সহিত শতযুগ বিহার করিতে সমর্থ হইব। জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বিদ্যাবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিব। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণবর্গকে আহ্বান ও যথাবিধানে পূজাসমাধানপূর্ব্বক বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মনুষ্যেরা কি উপায়ে অমর হইতে পারে?

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, দেবি! তপস্যাদি দ্বারা যদিও অন্যান্য সকল বিষয় সিদ্ধ হয়; কিন্তু অমর হওয়া যায় না।

দেবী লীলা এই কথা শুনিয়া, স্বামীবিয়োগভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, দৈববলে শুভাদৃষ্টবশে স্বামীর অগ্রে আমার মৃত্যু হইলে, আমায় কোন ক্লেশই ভোগ করিতে হইবে না। বরং সুখে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু স্বামী যদি সহস্র-বৎসর জীবিত থাকিয়াও, আমার অগ্রে লোকান্তর গমন করেন, কোন মতেই তাদৃশ পতিবিয়োগদুঃখ আমার সহ্য হইবে না। অতএব যাহাতে ইহা না ঘটে, অতঃপর প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা

করিব এবং তজ্জন্য আজি হইতেই তপ, জপ ও উপবাসাদি দ্বারা দেবী সরস্বতীর আরাধনায় ব্যাপৃত হইব।

বৎস! রাজমহিষী লীলা স্বামীর বিয়োগভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তপশ্চরণাদিসহকারে ভগবতী সরস্বতীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সর্ব্বপ্রকার আস্তিক্যজ্ঞান ও নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্নান, দান, তপস্যা, ধ্যান ও সদাচারপরায়ণা হইয়া, ত্রিরাত্র অনশন ও চতুর্থ দিবসে পারণবিধি সমাধানন্তর গুরু, ব্রাহ্মণ ও প্রাজ্ঞগণের পরিচর্য্যা এবং যথাশাস্ত্র স্বামীর সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ত্রিশত নিশার পর্য্যবসান হইলে, জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী তদীয় পূজায় প্রীতিমতী ও আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার স্বামিভক্তিসহকৃত তপোনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়াছি, অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

লীলা কহিলেন, ভগবতি! আপনি চন্দ্রপ্রভারূপে জন্মজরারূপ দাহদোষের শান্তি ও রবিপ্রভারূপে বিবিধ ব্যাধিরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন। আপনি ত্রিজগতের জননী। আপনার অনুগ্রহে আমার স্বামী যেন দেহাবসানেও এই অন্তঃপুরচত্বরে সর্ব্বদা বিহার করেন এবং আমি যেন ইচ্ছামাত্রেই আপনার দর্শনলাভ করিতে পারি। ইহাই আমার অভিলষিত বর।

বৎস রাম! সরস্বতী তথাস্তু বলিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। অভিমত বর লাভ করিয়া, লীলার আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, বর্ষ ও ক্ষণলবাদিময় কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আয়ুর শেষ ও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তদীয় স্বামীর প্রাণবিয়োগ সংঘটিত ও শরীর হইতে চেতনা অন্তর্হিত হইল। তদ্দর্শনে সলিলহীন সরোজিনীর ন্যায়, লীলা

অতিমাত্র ম্লান হইয়া উঠিলেন। নিশ্বাসপবনে তদীয় অধরপল্লব বিবর্ণ এবং শোকে শরীর শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি চক্রবাকবিরহিণী চক্রবাকীর ন্যায়, মৃত্যুমাত্রপরায়ণা হইয়া, কখন রোদন ও কখন বা তূষ্ণীম্ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবী সরস্বতী শোকবিহ্বলা লীলার প্রতি অনুকম্পাবতী হইলেন।

একবিংশ সর্গ। (ব্রহ্মই জগৎ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবী সরস্বতী অলক্ষিত বাক্যে কহিলেন, বৎসে! স্বামীর এই মৃতদেহ পুষ্পমণ্ডপে আচ্ছাদন করিয়া, রাখ; পুনরায় ইঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। আমার বরে মণ্ডপস্থ পুষ্প সকল ম্লান ও এই মৃতদেহও বিনষ্ট হইবে না।

লীলা এই দৈববাণী শ্রবণে আশ্বাসিতা হইয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর নিশীথসময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে, ধ্যান-পরায়ণা হইয়া, সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবী আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, কিজন্য আমায় স্মরণ করিলে?

লীলা কহিলেন, দেবি! আমার স্বামী এখন কোথায়? কি করিয়া থাকেন? তথায় আমায় লইয়া চলুন। স্বামীহীন জীবন সাক্ষাৎ বিড়ম্বনা।

দেবী কহিলেন, বৎসে! চিদাকাশ, চিত্তাকাশ ও মহাকাশ, এই তিন আকাশের মধ্যে যাহা বাসনাবলে জগৎ বিস্তার করে, তাহাকে চিত্তাকাশ বলে আর এই দৃশ্যমান আকাশ মহাকাশ এবং এই উভয় আকাশ যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম চিদাকাশ। বাসনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক এই চিদাকাশে অবস্থান ও জগতের মিথ্যাত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, শান্ত ও সত্যস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্তি হয় না। সরস্বতী এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, লীলা সমাধি অবলম্বন

করিলেন এবং নিমেষমধ্যেই মনের সহিত অভিমানরূপ স্থূলদেহ বিসর্জ্জন করিয়া, চিদাকাশস্থ হইয়া দেখিলেন, তথায় বিচিত্র রাজধানীতে বিচিত্র গৃহ, বিচিত্র পতাকা, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র উপায়নাদি বস্তুসকল এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যরূপ বিচিত্র স্তম্ভ ইত্যাদিতে শোভমান হইতেছে। উহার প্রভায় প্রভাকরপ্রভা তিরোহিত হইয়াছে। সামন্ত ও স্থপতিগণ উহার কার্য্যসাধনে অতিমাত্র তৎপর রহিয়াছে। উহার পূর্ব্বদ্বারে অসংখ্য বিপ্রর্ষি ও মহর্ষিগণ, দক্ষিণদ্বারে বহুল ভূপাল, পশ্চিমদ্বারে ললনা সকল ও উত্তরদ্বারে প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি অধিষ্ঠান করিতেছে এবং তদীয় স্বামী মহারাজ পদ্ম ঐ প্রাসাদে রাজগণমধ্যে সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন। বন্দিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতেছে। এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, মহারাজ! কর্ণাটপতি পূর্ব্বদেশ বশীকৃত, মালবপতি তঙ্গনদেশ অধিকৃত ও সুরাষ্ট্রপতি উত্তরদেশ করদীকৃত করিয়াছেন। অনন্তর পূর্ব্বসমুদ্রের তীর হইতে একজন তপস্বী আসিয়া কহিলেন, রাজন্! জাহ্নবীসলিল প্রক্ষালিত সিদ্ধভূমি মহেন্দ্রপর্ব্বতে মহাবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে উত্তর সমুদ্রের তট হইতে একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল, গুহ্যক প্রদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। অনন্তর আর একজন দূত আসিয়া পশ্চিমদেশের বিদ্রোহঘটনা নিবেদন করিল।

বৎস! তৎকালে সমাধিবশে লীলা আকাশমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তদবস্থায় অসংখ্য রাজমণ্ডলীমণ্ডিত সেই দিব্য রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি সেই বাসনানগরে পূর্ব্ববৎ সমস্তই অবলোকন করিলেন এবং দেখিলেন, স্বীয় স্বামী জরাজীর্ণ প্রাক্তন কলেবর পরিহারপুরঃসর ষোড়শবর্ষীয় মনোহর বিগ্রহে বিরাজমান হইতেছেন। এতদ্ভিন্ন,

সেই প্রাক্তন দেশ এবং সেই দেশবাসী সমস্ত বালক, বালিকা, রাজা, মন্ত্রী, পণ্ডিত, ভৃত্য, স্বজনসমূহ, পৌরগণ, পুর, গ্রাম, অরণ্য, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, অন্তরীক্ষ, লতা ও মহীরুহ প্রভৃতিও তাঁহার নয়নগোচর হইল। এই সমস্ত দর্শন করিয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, প্রাক্তননগরবাসীরা কি মরিয়া গিয়াছে?

অনন্তর ক্ষণমধ্যে সমাধিভঙ্গ হইলে, তিনি সেই নিশীথসময়ে পুনরায় প্রাক্তন অন্তঃপুরে গমন ও পূর্ব্ববৎ সমস্তই সন্দর্শন করিলেন। সখীগণ সকলেই নিদ্রিত ছিল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, আমায় রাজসভায় লইয়া চল। তথায় স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্বে থাকিয়া, যদি সেই সভ্যগণকে দেখিতে পাই, জীবন ধারণ করিব, নতুবা মরিব। সখীরা তৎক্ষণাৎ এই কথায় গাত্রোত্থান করিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ভৃত্যেরা কেহ পৌরদিগকে আহ্বান ও কেহ বা সভাভূমি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বেই দীপসকল প্রজ্বলিত এবং ক্ষণমধ্যেই সভাপ্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ হইল। লোকপালগণের ন্যায়, প্রধান প্রধান মন্ত্রী ও সমস্ত ভূপালেরা আগমন করিলেন। সুগন্ধ সমীরণ মৃদুমন্দসঞ্চরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল। প্রতিহারীগণ শুভ্রবেশে আস্থানের পর্য্যন্তদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন লীলা স্বামীসিংহাসনের সন্নিহিত বিচিত্র আসনে উপবেশন করিয়া, সমস্ত সুহৃৎ, সম্বন্ধী, বান্ধব, সখী ও ভূপালগণকে সন্দর্শন করত পরম আহ্লাদিত হইলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ। (সরস্বতী সংবাদ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর রাজমহিষী লীলা চিন্তা করিলেন, লোকে মনের দোষেই দুঃখ পায়। আমি সেই মনকে এইরূপে আশ্বা-

সিত করিতেছি? এই ভাবিয়া তিনি তথা হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পুষ্পমণ্ডপে রক্ষিত স্বামীর সকাশে গমন করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! পুরমধ্যস্থ এই মনুষ্য ও বৃক্ষাদি সমুদায় পদার্থ আমার অন্তরে ও পুরমধ্যে উভয় স্থলেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহা অতি আশ্চর্য্য মায়া। বাহিরের বস্তুসকল চিদাদর্শেও প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্ সৃষ্টি সত্য, আর কোন্ সৃষ্টিই বা মিথ্যা, জানিতে পারিতেছি না।

এই ভাবিয়া তিনি সংশয়নিরাকরণবাসনায় দেবী সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র, তিনি সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, তত্রত্য ভদ্রাসনে উপবেশন করিলেন। লীলা তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, করপুটে কহিলেন, দেবি! যিনি আকাশাপেক্ষাও নির্ম্মল ও প্রজ্ঞানপ্রযুক্ত জ্যোতির্ম্ময়, যিনি সমস্ত তাপের উপশমপ্রযুক্ত সর্ব্বদা শীতল ও আবরণ না থাকাতে ভেদবিবর্জ্জিত, যাঁহার আজ্ঞা কোনকালেই খণ্ডিত বা প্রতিহত হয় না, যিনি সমুদায় ব্যবহারকার্য্যের পুরোভাগে প্রস্ফুরিত ও অহংভাববিরহিত চিৎ নামে অভিহিত হন, যাঁহাতে দিক্, কাল ও কার্য্যসকলের উৎপত্তি ও আকাশাদির প্রস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাতে এই জগতে প্রতিবিম্বশ্রী বাহ্যে ও অন্তরে উভয়ত্রই বিরাজ করিতেছে। এই উভয় প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন্টী কৃত্রিম এবং কোন্টীই বা অকৃত্রিম, বলিতে আজ্ঞা হউক। এই যে আপনি ও আমি এইরূপে বসিয়া আছি, ইহাই আমার অকৃত্রিম সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। আর, আমার স্বামী এখন যেখানে আছেন, তাহাই কৃত্রিম সর্গ। কেননা শূন্যে দেশকালাদির সম্ভব সম্পূর্ণ অলীক।

দেবী কহিলেন, কারণ হইতে কখনও অসদৃশ কার্য্য উৎপন্ন

হয় না। সুতরাং, অকৃত্রিম সৃষ্টি হইতে কৃত্রিম সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায় ?

লীলা কহিলেন, কারণ হইতে যদি অসদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে, মৃৎপিণ্ড সলিলধারণে সমর্থ না হইলেও, তদুৎপন্ন ঘট কিরূপে সলিল ধারণ করিয়া থাকে ?

দেবী কহিলেন, সহকারী কারণ দ্বারা যে কার্য্য সংসাধিত হয়, তাহাতে মুখ্য কারণের বিচিত্রতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এ স্থলে ঘট সহকারী কারণ। উহা দণ্ডচক্রাদি অসাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই হেতু সলিল ধারণ করিয়া থাকে। যাহাতে তোমার স্বামী এই ভূমণ্ডলে জন্মিযা, সেখানেও জন্মিতে পারেন, পৃথিব্যাদির মধ্যে তাঁহার উৎপত্তির এমন কি কারণ আছে ? ফলতঃ, তাঁহার উৎপত্তির কোন সহকারী কারণ নাই।

লীলা কহিলেন, বুঝিলাম, স্মৃতিই আমার স্বামীর উৎপত্তির কারণ।

দেবী কহিলেন, স্মৃতি আকাশস্বরূপ। সুতরাং, তদুৎপন্ন তোমার স্বামীর সৃষ্টি অনুভূত হইলেও, উহা কিছুই নহে।

লীলা কহিলেন, এক্ষণে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, স্মৃতি হইতে উৎপন্ন বস্তুমাত্রই আকাশস্বরূপ। সুতরাং, এই দৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে।

দেবী কহিলেন, যাহা প্রতীতি করিয়াছ, তাহাই সত্য।

লীলা কহিলেন, এইপ্রকার সৃষ্টি হইতে যেরূপে আমার পুরবাসী এই লোক সকল জন্মিয়াছে, তাহা বলুন।

দেবী কহিলেন, চিদাকাশের কোন স্থানে অজ্ঞানাংশে আকাশ দ্বারা পরিবৃত সংসারমণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত আছে। সুমেরু এই মণ্ডপের স্তম্ভ, চতুর্দ্দশ ভুবন উহার অন্তর্গৃহ, সূর্য্য উহার দীপ, স্বর্গ

মর্ত্ত পাতাল এই তিনের অন্তরাল উহার গর্ত্ত, প্রাণী সকল উহার কোণস্থ বল্মীক, ব্রহ্মা উহার ব্রাহ্মণ, যে সকল কীট আপনার জালাদিতে বদ্ধ হয় জীবগণ এই মণ্ডপের সেই সমস্ত কীট, বিবিধ বায়ুমার্গ উহার শব্দায়মান মহাবংশ এবং ব্যোমার্দ্ধতল উহার কালিমা। ব্যোমচর সিদ্ধগণ উহাতে মশকরূপে ঘুমঘুমশব্দে বিচরণ ও সুরাসুরাদিরা বালকরূপে বিহার করিতেছে। সাগররূপ সরোবরসলিলে ইহার সমন্তাৎ পরিসিক্ত এবং ইহার প্রত্যেক কোণে পর্ব্বতরূপ লোষ্ট্রসকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। বৎসে! সেই নদী-পর্ব্বতকাননপূর্ণ দেশে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার রোগ, শোক বা ক্ষোভ কিছুই ছিল না। তিনি সাগ্নিক ও ধার্ম্মিক এবং রাজভয়াদির অনভিজ্ঞ।

ত্রয়োবিংশ সর্গ। (বশিষ্ঠের উপখ্যান।)

সরস্বতী কহিলেন, বৎসে! ঐ ব্রাহ্মণের নাম বশিষ্ঠ। তিনি বিদ্যা, বয়স ও বিত্তপ্রভৃতি সকল বিষয়েই ইক্ষ্বাকুপুরোহিত বশিষ্ঠের সমান। কেবল রামকে বাশিষ্ঠসংহিতার উপদেশ করেন নাই; এই মাত্র বিশেষ। ইঁহারও স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী। এই অরুন্ধতী সর্ব্বাংশে না হউক, অনেকাংশে সেই বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর সমান, পরম সৌন্দর্য্যশালিনী, অকৃত্রিম প্রেমের আধার ও সংসারের এক-মাত্র সার।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ শৈলসানুস্থ শাদ্বলক্ষেত্রে উপবেশনপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, কোন রাজা ঐ অচলের অধোভাগে অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিতেছেন। তাঁহার সৈন্যের সুগভীর শব্দে সমগ্র শৈল যেন বিদীর্ণ হইতেছে এবং তদীয় রৌপ্যরঞ্জিত শ্বেত-ছত্রে নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত ও পতাকাসমূহে সূর্য্যকিরণ

অন্তর্হিত হইয়াছে। অশ্বগণের খুরোত্থিত রজঃপটল, নিবিড় জলদপটলবৎ, সুবিশাল গগনতল আচ্ছন্ন করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আহা, রাজপদ কি সৌভাগ্যের আস্পদ ও সম্পদের একমাত্র পদ! আহা, আমি কত দিনে রাজা হইয়া, এইরূপ বৈভবে বিচরণ করিব! কত দিনে কুন্দমকরন্দের সুগন্ধবাহী সমীরণ মৃদুমন্দ আন্দোলিত হইয়া, মদীয় অন্তঃপুরস্থ সীমন্তিনীজনের সুরতশ্রান্তিজনিত ঘর্ম্মবিন্দু অপসারিত করিবে!

বৎসে! ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই এই প্রকার চিন্তা করেন। কালক্রমে জরা সমাগত হইয়া, হিমানীকবলিত পদ্মের ন্যায়, তাঁহাকে জীর্ণ অবস্থায় পাতিত করিল। তদ্দর্শনে তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বামীর মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, ব্যাধপিঞ্জরপরিক্ষিপ্তা হরিণীর ন্যায়, দিন দিন ম্লান হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তোমার ন্যায়, আমার আরাধনা করিয়া, বর প্রার্থনা করিলেন, আমার স্বামীর জীব যেন মৃত্যুতেও এই মণ্ডপের বহির্গত না হয়। আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার মন ও বাসনা বিশিষ্ট জীবাকাশ সেই গৃহাকাশেই অবস্থিতি করিল। এই রূপে সেই ব্রাহ্মণ আকাশরূপী হইয়া, পূর্ব্বসংস্কারপ্রযুক্ত স্বীয় শক্তির সহায়তায় ভুবনত্রয়ের অধিপতি হইলেন।

তদীয় পত্নী স্বামীশোক সহ্য করিতে না পারিয়া, শুষ্ক শিম্বীর ন্যায়, দ্বিধাহৃদয় হইলেন এবং স্থূলদেহ ত্যাগ ও সূক্ষ্মদেহ ধারণানন্তর আকাশরূপী স্বামীর সমীপস্থ হইয়া, সকল শোক পরিহার করিলেন। লীলে! অদ্য আট দিন হইল, সেই মৃত ব্রাহ্মণের জীব গৃহমণ্ডপনামক গ্রামের অধিবাসী হইয়াছেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ। (ব্রহ্মই সত্য ও সর্ব্বস্ব।)

সরস্বতী কহিলেন, ঐ রাজপদাধিষ্ঠিত সিদ্ধসংকল্প ব্রাহ্মণই তোমার স্বামী এবং তদীয় পত্নী অরুন্ধতীই তুমি। তোমরাই পতি-পত্নীতে, হরপার্ব্বতীর ন্যায়, পৃথিবীর রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এই আমি তোমার নিকট প্রাক্তন সংসারক্রম বর্ণন করিলাম। ফলতঃ, ব্রহ্মের জীবভাব ভ্রমমাত্র।

লীলা এই কথা শুনিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিনয়নম্রবচনে পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমরাই যদি সেই বিপ্রদম্পতি, তাহা হইলে, সেই ব্রাহ্মণের জীব স্বীয় গৃহাকাশে বিচরণ করিতেছেন, আর আমরা এখানে রাজ্য করিতেছি, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই রূপ, আকাশ মধ্যে সেই পৃথিবী, সেই শৈল ও সেই দশ দিকের অবস্থানই বা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? ফলতঃ, সর্ষপমধ্যে মত্ত ঐরাবতের বন্ধন অথবা ক্ষুদ্র জম্বুকের সিংহভক্ষণের ন্যায় গৃহাকাশমধ্যে পৃথিবী প্রভৃতির অবস্থান একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। দেবি! আপনার প্রসাদে লোকের সকল উদ্বেগ দূর হয়। অতএব নির্ম্মল মনীষা সহায়ে আমার সন্দেহ নিরাকৃত করুন।

সরস্বতী কহিলেন, বৎসে! আমি মিথ্যা বলি নাই। কখন মিথ্যা বলিও না, এই যে নিয়ম বদ্ধ আছে, আমরা কদাচ ইহার অন্যথা করি না, বরং কেহ অন্যথা করিলে, আমরা তাহাব পালন করি। আমাদের দ্বারা নিয়মভঙ্গ হইলে, কে তাহা পালন করিবে?

বৎসে! স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ জাগ্রৎস্মৃতির লোপ হয়, তদ্রূপ, মৃত্যু হইলে, জীব পূর্ব্বসংসার বিস্মৃত হয়েন। এই কারণে তোমা-দের পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত ও অন্যবিধ স্মৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট

ও সংকল্পময় বস্তুজাত যেমন অলীক, সেই ব্রাহ্মণের গৃহাকাশস্থ ভূমি প্রভৃতিও তেমনি মিথ্যা। বস্তুসকল যেমন আদর্শে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অসত্য পৃথিবী প্রতিভাত হইতেছে। বৎসে! মৃগতৃষ্ণার যেমন সত্তা নাই, অসত্য স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন এই পৃথিব্যাদিও তেমনি নিতান্ত অবাস্তব। তুমি, আমি, এই গৃহ ও অন্যান্য দৃশ্য অদৃশ্য বস্তুমাত্রেই সেই চিদাকাশস্বরূপ। অন্ধকারে প্রদীপ দ্বারা যেমন দৃশ্যজ্ঞান হয়, তদ্রূপ, স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও ভ্রম এই সকলের অনুভব দ্বারাই এ বিষয় বুঝিতে পারা যায়। মধুকর যেমন পদ্মমধ্যে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সেই ব্রাহ্মণের জীব গৃহাকাশ মধ্যে পৃথিব্যাদি সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। বীজমধ্যে বিশাল বৃক্ষ ও পরমাণুমধ্যে সুবিস্তৃত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, যে ব্যক্তি ইহা অবগত, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে যে, সেই গৃহাকাশমধ্যে জগৎ অনায়াসেই অধিষ্ঠিত আছে।

লীলা কহিলেন, দেবি! আট দিন হইল, ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমরা এখানে বহুকাল বাস করিতেছি, অতএব আপনার কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

দেবি কহিলেন, এই জগৎ পরব্রহ্মের প্রতিভামাত্র, সুতরাং, ইহার যেমন দীর্ঘতা নাই, তদ্রূপ প্রতিভামাত্ররূপী কালেরও দীর্ঘতা নাই। ভ্রমবশতই দেশকালাদির হ্রস্বদীর্ঘত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে অল্পক্ষণও যেমন বহুবর্ষ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভ্রমবশে স্বল্পকালও বহুকাল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

অয়ি সুব্রতে! জীব ক্ষণকাল মিথ্যামরণমূর্চ্ছনা অনুভব পূর্ব্বক পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া, অন্যবিধ সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি ব্যোমরূপ দেহ আশ্রয় করিয়া, এই প্রকার অনুভব

করেন যে, আমি হস্তপদাদিসম্পন্ন হইয়া, এই দেহাধারের আধেয়-রূপে অবস্থিতি করিতেছি। আমি এই পিতামাতা ; আমার এই বন্ধুবান্ধব ও আমার এই রমণীয় গৃহ ; আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। চিত্তাকাশের প্রভাববশে তাঁহার এইপ্রকার আত্মপরজ্ঞান হইয়া থাকে।

ফলতঃ, চিৎ স্বপ্নে যেমন সমুদিত হয়েন, পরলোকেও সেইরূপ সমুদিত হয়েন। আবার, পরলোকে যেমন সমুদিত, ইহলোকেও সেইরূপ সমুদিত হইয়া থাকেন। সুতরাং, জলে ও তরঙ্গে যেমন প্রভেদ নাই, ইহলোক, পরলোক ও স্বপ্নও তেমনি অভিন্ন। ভ্রান্তি-বশে কেবল ইহাদের প্রভেদবোধ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এইরূপে চিৎ ভিন্ন কোন বস্তু নাই। সুতরাং, চিৎই এই দৃশ্যমান বিশ্ব। এই কারণে ইহা অজাত ও অবিনশ্বর।

বৎসে! এই রূপে দৃশ্যবস্তুমাত্রেই মিথ্যা। সুতরাং, দ্রষ্টাতে দৃশ্যজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? মৃত্যুর পর নিমেষমধ্যেই জীবের দেশ, কাল, আরম্ভ, উৎপত্তি, বয়স ও জ্ঞানপ্রভৃতি সংসারের দৃশ্যশ্রী প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখন আমি, আমার, ইত্যাকার জ্ঞানের আবির্ভাবে পুনরায় সংসারপ্রবৃত্তি সংঘটিত হয়। রাজা হরিশ্চন্দ্র যেমন এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বোধ করিয়াছিলেন, তৎকালে জীবেরও তেমনি এক নিমেষকে এক কল্প জ্ঞান হইয়া থাকে। বৎসে! এইরূপে সূর্য্যকিরণে উত্তাপের ন্যায়, সেই চিন্ময় সর্ব্ববপু ব্রহ্মে এই দৃশ্যজাত সন্নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং, ইহা ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নহে।



পঞ্চবিংশ সর্গ। সমাধি প্রতিষ্ঠা।

সরস্বতী কহিলেন, লীলে! ঐরূপ মরণমোহের পর জীবের অনন্তজগৎ প্রতিভাত হইলে, আমি জন্মিলাম, আমি বালক, এই-প্রকার মায়াভ্রান্তিময়ী স্মৃতি সমুদিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম অহংভাব। এই অহংভাবই বন্ধের কারণ। আর, এই বাসনাময় অলীক সংসারের যে অত্যন্ত বিস্মৃতি, তাহাই মোক্ষ। সংসার নাই, ছিল না এবং থাকিবেও না, এইপ্রকার জ্ঞানের অভ্যাসবশে ইহার অত্যন্ত অর্থাৎ এক কালেই বিস্মরণ হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, ইহা সর্প, এইপ্রকার জ্ঞানের সঞ্চারব্যতিকারই যেমন রজ্জুজ্ঞানের উৎপাদন করে, তদ্রূপ এই সংসার এক কালে বিস্মৃত না হইলে, কোন মতেই মুক্তিলাভ হয় না। যোগাদি দ্বারা যে শান্তিলাভ হয়, তাহা প্রকৃত বা পূর্ণ শান্তি নহে। কেন না, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা যেমন পিশাচের পর পিশাচকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, তেমনি পুনরায় সংসারভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতজ্ঞানযোগসহায়ে কখনও এই-প্রকার সংঘটিত হয় না। কেন না, উহাই মুক্তিলাভের একমাত্র অপ্রতিহত উপায়।

বৎসে! পরমপদই উল্লিখিত উভয়বিধ স্মৃতির কারণ এবং পরমপদই কার্য্যকারণস্বরূপ। সমাধি দ্বারা এই পরমপদের প্রকৃত স্বরূপ দৃশ্য হয়মাত্র; কিন্তু উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

লীলা কহিলেন, ভগবতি! আপনার প্রসাদে আমার অত্যা-শ্চর্য্য দর্শন হইল। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ যেখানে সস্ত্রীক অবস্থিতি করিতেছেন, আমাকেও তথায় লইয়া চলুন।

দেবী কহিলেন, সমাধিযোগে এই স্থূলদেহ বিস্মৃত ও অহংভাব-বিহীন পবিত্রদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মল হইতে পারিলে, সেই

চিদাকাশস্থ ব্যোমাত্মাস্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। এই বর্ত্তমান স্থূলদেহই ঐ প্রকার দর্শনের মূর্ত্তিমান মহাবিঘ্ন।

লীলা কহিলেন, পরমেশ্বরি! কিনিমিত্ত এই শরীরে অন্যতর জগৎ দেখিতে পাওয়া যায় না? অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার যুক্তি নির্দ্দেশ করুন।

দেবী কহিলেন, লীলা! স্বর্ণ যেমন কটকাদিরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ মায়াবলে এই জগৎ দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কটক যেমন সুবর্ণ ভিন্ন কিছুই নহে, এই দৃশ্যমান বিশ্বও তেমনি পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। প্রপঞ্চমাত্রেই মিথ্যা এবং আমিই অদ্বয়ব্রহ্ম, ইহাই সত্য। এ বিষয়ে স্বীয় অনুমানই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানযোগ হইলে, ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। যাহার এই জ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তিই মূঢ় বা জ্ঞানহীন এবং সেই ব্যক্তিই বদ্ধ হইয়া থাকে। যাবৎ অভ্যাসবশে তোমার বুদ্ধি স্থির না হইবে, তাবৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ঘটিয়া, তোমার ব্রহ্মদর্শন প্রতিহত করিবে। কি তুমি, কি আমি, সকলেই সেই ব্রহ্মে একান্ত নিরূঢ় হইয়া আছি। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবশ্যই পরমপদ দর্শন করিব। আমার এই দেহ শুদ্ধ চিত্তাকশময়; সুতরাং, এই শরীরেই আমার ব্রহ্মদর্শন সম্পন্ন হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস না করিলে, তুমি কখনও এই শরীরে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না। তোমার দেহে ইন্দ্রিয়গণ অধিষ্ঠান করিতেছে। এইজন্য তুমি ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হইবে। এই দেহ ত্যাগ করিয়া, চিদাকাশরূপ আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এই দেহ ত্যাগ করিয়া, চিদ্ব্যোমরূপ আশ্রয় করিতে যত্নবতী হও।

লীলা কহিলেন, দেবি! আপনি বলিলেন, আমি এই দেহ

ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ চিত্তদেহ অবলম্বন করিলেই, পরলোকে গমন করিব। কিন্তু আপনি তথায় কিরূপে যাইবেন?

দেবী কহিলেন, বৎসে! আমার এই দেহ একমাত্র সত্ত্বগুণে বিনির্ম্মিত ও পরব্রহ্মের প্রতিভা বা ছায়ামাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বথা অভিন্ন এবং সেইজন্য ইহা আমি কখনও ত্যাগ করিব না। বায়ু যেমন বায়ুর সহিত, অথবা জল যেমন জলে মিলিত হয়, আমার এই দেহও তেমনি সেই মনোময় অন্য দেহের সহিত অবশ্যই মিলিত হইবে। পার্থিব সংবিৎ কখনও অপার্থিব সংবিৎ অথবা প্রকৃত পর্ব্বত কখনও কাল্পনিক পর্ব্বতে মিলিত হয় না। এই আধিভৌতিক দেহ আতিবাহিক ভাবনা দ্বারা আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, তোমার বাসনাসকল ক্ষয় পাইলেই, তোমার এই স্থূলদেহ আতিবাহিক অর্থাৎ লিঙ্গ বা সূক্ষ্মভাবে পরিণত হইবে।

লীলা কহিলেন, দেবি! স্থূলদেহ যে বিনষ্ট হয়, ইহা যেমন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি যুক্তিতেও বুঝিতে পারা যায়। অতএব জীবন্মুক্ত যোগীর দেহ বিনষ্ট না হইয়া, লিঙ্গভাব প্রাপ্ত হয়, কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

দেবী কহিলেন, বৎসে! যে বস্তু বিদ্যমান, তাহাই বিনষ্ট বা স্থায়ী হইতে পারে; কিন্তু যাহা নাই, বা যাহা কিছুই নহে, তাহার বিনাশ বা অবিনাশ সম্ভাবনা কি? তথাহি, প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম দূর হয়, আতিবাহিক ভাবের আবির্ভাবে তেমনি আধিভৌতিক ভাবের তিরোভাব হইয়া থাকে। আমাদের এই দেহ পরব্রহ্মেই প্ররূঢ়-বন্ধ হইয়া আছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। তোমাদের কিন্তু প্ররূঢ়-বন্ধ নাই, তজ্জন্য তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাও না। পরব্রহ্ম-

রূপ আতিবাহিক সৃষ্টি কল্পনাবশে স্থূলরূপে কল্পিত হইলেই, প্রাণীরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েন।

লীলা কহিলেন, দেবি! অখণ্ড, অদ্বিতীয় ও শান্তস্বরূপ পরমতত্ত্বে কল্পনার অবসর কোথায়?

দেবী কহিলেন, সত্যজ্ঞানের অভাবেই পরব্রহ্মে লোকের কল্পনা প্রসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্রহ্ম কল্পনার অতীত, শান্তস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

লীলা কহিলেন, দেবী! আমরা কিজন্য দ্বৈতাদ্বৈত বুঝিতে পারি না।

দেবী কহিলেন, অয়ি তরলে! তুমি অবিচাররূপ অবিদ্যার বশবর্ত্তিতাপ্রযুক্ত ব্যাকুল হইয়া আছ। বিবেকবলে এই অবিচার বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুমি এযাবৎ অবিচার জন্য ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া আছ। আজি হইতে তোমার মন বাসনাবীজশূন্য হইল। অধুনা, তুমি প্রকৃত জ্ঞানের উদয়ে বিমুক্ত হইলে। সংসার যখন কিছুই নহে, তখন ইহাতে বাসনা কি? এই পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, বান্ধব ও তুমি আমি ইত্যাদি সকলকেই অবশ্য বিনষ্ট হইতে হইবে। অথবা, আমরা এক কালেই বিনষ্ট হইয়া আছি; রহিয়াছি, ইহা কেবল কল্পনামাত্র। অতএব আমাদের আবার বাসনা কি? সংসার কি? আশা কি? আগ্রহ কি? মূঢ়েরাই না জানিয়া আশা করে, আগ্রহ করে ও অভিলাষ করে। ভাবিয়া দেখ, নির্ব্বিকল্প সমাধিসময়ে মন পরব্রহ্মে দৃঢ়সংসক্ত হইলে, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন সকলেরই অভাব হয় এবং তৎসহকারেই বাসনা সকলের ক্ষয়, রাগদ্বেষাদির লয় ও সংসারভাবের অপচয় ঘটিয়া, অমলপ্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বৎসে! তুমি এইপ্রকার সমাধিপ্রতিষ্ঠা লাভ

করিলেই, অচিরাৎ ভ্রান্তিমূল অবিদ্যা পরিহার পূর্ব্বক নির্ম্মল হইবে, সন্দেহ নাই।

ষড়বিংশ সর্গ। বাসনা ও অভ্যাসযোগ।

সরস্বতী কহিলেন, লীলা! বাসনাক্ষয় হইলে, জ্ঞানের উদয়ে স্বপ্নের ন্যায়, এই দেহ কিছুই নহে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বাসনাই দেহপরম্পরাবিস্তার দ্বারা সংসারপরম্পরা বিস্তার করিয়া থাকে। বাসনাই পুনর্জ্জন্মের হেতু ও বন্ধের অব্যবহিত কারণ। জাগ্রৎ বাসনার ক্ষয় হইলেই লোকে মুক্ত হইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের বাসনা বাসনা নহে। যে নিদ্রায় বাসনা সকল সুপ্ত হয়, তাহা সুষুপ্তি, যে জাগ্রৎ অবস্থায় বাসনা সকল সুপ্ত হয়, তাহা মোহ এবং যে নিদ্রায় বাসনাসকল এক কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম তূর্য্য। জাগ্রৎ অবস্থাতেও জ্ঞানবলে বাসনাসকল সমূলে উন্মূলিত করিয়া, পরমপদ পরিজ্ঞাত হইলে, তূর্য্যভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বৎসে! যাহারা এককালেই বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাহাদের জীবনস্থিতিকেই জীবন্মুক্তি বলে। হিম যেমন তাপ দ্বারা জল হয়, তদ্রূপ বাসনাসকলের ক্ষয় হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের সমুদয় হইলে, আতিবাহিক অবস্থাযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। মন তত্ত্বজ্ঞানসহায়ে জাগরিত হইয়া, আতিবাহিকভাব প্রাপ্ত হইলেই জন্মান্তরগত সিদ্ধদেহের সহিত মিলিত হয়। অভ্যাসবশে অহংভাবের শান্তি হইলে, তোমার দৃশ্যজ্ঞান দূর ও স্বভাবসিদ্ধ চিৎস্বরূপতা স্বয়ং সমুদিত হইবে। অতএব যাহাতে বাসনা সকলের ক্ষয় হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন কর। বাসনার ক্ষয় হইলেই জীবন্মুক্ত হইবে। বৎসে! এই মাংসদেহ কখনও অমাংস শরীরে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমার এই বাক্য বর বা শাপের ন্যায়,

অবশ্যসম্ভাব্য মনে করিও না। কেন না, বালকেরাও ইহা অনুভবে বুঝিতে পারে। বৎসে! এইপ্রকার আতিবাহিক অবস্থার সংঘটন-সময়ে লোকে এই দেহকেই ম্রিয়মাণ মনে করে, কিন্তু এই দেহের মৃত্যু বা জীবন নাই। ইহা সংকল্পপুরুষের ন্যায় নিতান্ত অলীক।

লীলা কহিলেন, দেবি! যাহাতে দৃশ্যব্যাধির শান্তি হয়, তাদৃশ জ্ঞান উপদেশ করুন। কিপ্রকার অভ্যাসযোগ আশ্রয় করিলে, বাসনাসকলের ক্ষয় হয় এবং কি উপায়ে ঐ অভ্যাস পুষ্ট ও তদ্দ্বারা কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাও উপদেশ করুন।

দেবি কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! অভ্যাসব্যতিরেকে কাহারই কোন বিষয় সম্পন্ন হয় না। যে কার্য্য কর, তাহাতেই অভ্যাসের প্রয়োজন। কেন না, এককালে কখনও কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তন, ব্রহ্মবিষয়ের কথোপকথন, প্রকৃষ্ট বিধানে ব্রহ্মবোধ ও ব্রহ্মের প্রতি একনিষ্ঠতাই ব্রহ্মাভ্যাস। প্রযত্নসহকারে ভোগবাসনার ক্ষয় করিতে পারিলেই, পৃথিবীতে জয়লাভ হইয়া থাকে। যাঁহাদের আনন্দ-সন্দেহ-নিঃস্যন্দিনী বুদ্ধি বৈরাগ্যবলে সুরঞ্জিত ও পরিগ্রহত্যাগজনিত পরম সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাঁহারাই উত্তম অভ্যাসী। অথবা, যুক্তি ও অধ্যাত্মশাস্ত্রসহায়ে জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের অত্যন্তাভাব যাঁহার বিদিত হইয়াছে, তিনি উত্তম অভ্যাসী। এই জগৎ ও আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান সমস্তই মিথ্যা, এইপ্রকার বোধকেই অভ্যাস কহে। রাগদ্বেষাদির ক্ষয় হইলে, দৃশ্যবস্তুর অত্যন্তাভাব-বোধরূপ বল দ্বারা যে আত্মরতি আবির্ভূত হয়, তাহাই ব্রহ্মাভ্যাস। দৃশ্যমাত্রেই মিথ্যা, এইপ্রকার জ্ঞানযোগ না হইলে, শুদ্ধ তপস্যাদি দ্বারা রাগদ্বেষাদির ক্ষয় বা তদ্দ্বারা যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্তি

সংঘটিত হয় না। প্রত্যুত, উহা ক্লেশজনকমাত্র। ফলতঃ, দৃশ্যের অত্যন্তাভাববোধই জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ, এইপ্রকার অভ্যাসই নির্ব্বাণ ও মহাফল বিধান করে। বৎসে! সংসাররূপ কুহক রজনীতে জীব যে মোহরূপ প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়, বিবেকরূপ বারিসেকে তাহার নিরাস হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশ সর্গ। (সন্ধ্যা ও জীবগতিবর্ণন।)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মহাভাগ মহর্ষি বশিষ্ঠ এইপ্রকার সদুপদেশরূপ অসমুদ্রসম্ভূত অপার্থিব রত্নরাজি বিতরণ করিতেছেন, এমন সময়ে দুর্জ্জনের সুখসম্পত্তির যেমন সহসা অবসান হয়, তদ্রূপ দিবাবসান সংঘটিত হইল। সংসারে কাহারই অবস্থা সমান যায় না, ইহাই দেখাইবার জন্য সূর্য্যদেব যেন অস্তমিত হইলেন। যাহার যেমন উন্নতি, তাহার তেমনি পতন হইয়া থাকে; সূর্য্য যেমন উন্নত আকাশে সমস্ত দিন উন্নত পদে বিচরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তেমনি অবনত শিরে অধঃপ্রদেশে পতিত হইলেন, বৎস! সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, ইহাই দেখাইবার জন্য বিধাতা জীবলোকে আলোক ও অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা ইহা বুঝিতে না পারে, তাহারাই অসীম ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। দিবসের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবস, এ বিষয়ের প্রমাণ। সংসারে মহাত্মার সহবাসে সর্ব্বদা বাস করা উচিত। কেননা, উহাতে আত্মা সর্ব্বতোভাবে বিকসিত ও প্রফুল্ল হইয়া থাকে। দেখ, সূর্য্যের সংসর্গে দিনমুখ কেমন বিকসিত ও উদ্ভাসিত হইয়াছিল! এক্ষণে সন্ধ্যার সমাগমে, পাপাত্মার সহবাসে লোকের মলিনমুখকান্তির ন্যায়, দিবসের ভয়াবহ অন্ধকারবিকার সংঘটিত হইল। যাঁহারা এই সকল ঘটনা

পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বুঝিতে পারেন যে, আলোককে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলোক করা বিশ্ববিধাতার অতীব সহজ ব্যাপার, তাঁহারা কখনও শোকপ্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহারা স্পষ্টই প্রতীতি করেন যে, সাংসারিক সুখ দুঃখ নামমাত্র। বাস্তবিক, সুখ সুখ নহে এবং দুঃখও দুঃখ নহে। কেহ অট্টালিকার উপর অট্টালিকায় বাস করিয়াও সুখী নহে, আবার কেহ বৃক্ষের তলে অনাবৃত ভূমি-শয্যায় শয়ন করাও পরম সুখের বিষয় মনে করে এবং বাস্তবিক তাহাই করিয়া, সর্ব্বথা সুখী হইয়া থাকে।

ঐ দেখ, ঐ নিবিড় গহন অরণ্যমধ্যে হরিণ হরিণীরা কেমন সুখে ও সচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে! উহাদের কলেবর কেমন হৃষ্টপুষ্ট! মুখকান্তি কেমন প্রফুল্ল ও বিকাসসম্পন্ন! মন কেমন নির্ম্মল আহ্লাদ ও আমোদে পূর্ণ! দেখিবামাত্রই উহাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্যলোকে এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি সুলভ নহে। মনুষ্যের প্রাসাদে যেমন, কুটীরেও তেমনি, দিবারাত্রি অশান্তি, অসুখ, অসাচ্ছন্দ্য ও অস্বাস্থ্য সপরিবারে যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে, কখন্ কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। হায় কি কষ্ট! মূষিক মূষিকারাও আপনাদিগের শিশুদিগকে লইয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে; কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃষ্ট প্রাণী মানুষের সে সুখসচ্ছন্দতার এক কালেই অভাব হইয়াছে।

ঐ দেখ, বনের ঐ ক্ষুদ্র পক্ষী কেমন স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে! কিন্তু মানুষ যেন বিনাকারায় ও বিনা-শৃঙ্খলে সর্ব্বদা বদ্ধ হইয়া আছে! ঐ দেখ, বনের ঐ সামান্য লতায় লতায় কেমন সম্প্রীত সংঘটিত হইয়াছে! পরস্পর দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, উহারা যেমন উচ্চশিরে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে, তেমনি

পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুঞ্জগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, বিপন্ন বা গৃহহীন জীবগণের সুখময় আশ্রয় হইয়াছে। ফলতঃ, যেখানে সম্প্রীত, সেইখানেই আপনার ও অন্যের এইপ্রকার উপকার হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যলোকে পরস্পর সম্প্রীত দূরে থাক, আত্মার প্রতিও কাহার সম্প্রীত নাই। লোকে প্রায়ই আপনি আপনার শত্রু হইয়া থাকে। যদি স্বার্থসম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে, স্ত্রী স্বামীকে আলিঙ্গন করিত কি না, সন্দেহ। বলিতে কি, একমাত্র স্বার্থ লইয়াই সংসার। যেখানে স্বার্থের অভাব, সেইখানেই পরিহার দেখিতে পাওয়া যায়। ফল না থাকিলে পক্ষীরা যেমন বৃক্ষকে ত্যাগ করে, সেইরূপ, দ্রব্যহীন লোক ব্যক্তিমাত্রেরই ত্যজ্য হইয়া থাকে। এমন কি, দ্রব্যহীন হইলে, পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এবিষয়ে পশুপক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্টযোনিরা বরং মনুষ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেখ, তাহাদের কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ নাই, তথাপি তাহারা অতিযত্নে সন্তানাদির পালনাদি করিয়া থাকে।

বৎস! হৃদয় কোমল না হইলে, পরের দুঃখে দুঃখবোধ হয় না। দেখ, সূর্য্য যেমাত্র অস্তগমন করেন, পদ্মিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহার দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া, বিষাদভরে মুদিত হইয়া থাকে। পাপ মনুষ্যলোকে এইপ্রকার সমদুঃখসুখিতার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সেখানে একের অস্ততে অন্যের উদয়, একের বিপদে অন্যের সম্পদ্ ও একের সর্ব্বনাশে অন্যের মহোল্লাস সংঘটিত হইয়া থাকে। এই কারণে ধনবান্ ব্যক্তিগণের পুত্র হইতেও ভয় ও বিপৎপাদ সম্ভবিত হয়।

বিধাতা প্রভাতের পর সন্ধ্যার সৃষ্টি করিয়া সঙ্কেতে বা

স্পষ্টাভিধানে উপদেশ করিয়াছেন যে, জন্মের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কোন রূপেই এ নিয়মের ব্যভিচার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত, এইপ্রকার অপরিহার্য্য নিয়তিবশেই সমস্ত সংসার পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু কয়জন লোকে ইহা বুঝিয়া থাকে? বুঝিয়া থাকিলেও কয়জন লোকেই বা তজ্জন্য সতত সাবধানে অবস্থিতি করে? এ বিষয়ে উচ্চ নীচ বা বিদ্বান্‌মূর্খে প্রভেদ নাই। সকলেই আপনাকে অমর ভাবিয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় এবং অন্যায় ও অপনয় করিয়া, অতিজঘন্য জীবন যাপন করত, পরলোক ও ইহলোক উভয়ই বিনষ্ট করে। পিতা প্রিয়তম পুত্রকে এইমাত্র শ্মশানানলে স্বহস্তে আহুতি দিয়া আসিলেন; তথাপি তাঁহার চৈতন্য নাই। প্রতিবেশবাসী মনুষ্যগণ অহরহ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও, লোকে পাপপথে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণ আয়ু আরও ক্ষীণ করিয়া থাকে। ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন অতি মমতার ও অতীব প্রীতির সামগ্রী। এইজন্য ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত অভিলাষ, যেন তাহার আয়ুর অতিমাত্র বৃদ্ধি বা স্থায়িতা হয়; কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেই কার্য্যে এপ্রকার ব্যবহার করে যে, তদ্দ্বারা তাহার আয়ু শীঘ্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কি আশ্চর্য্য, সূর্য্যের প্রতিদিন উদয়াস্ত দর্শন করিয়াও আয়ুর উদয়াস্ত নিজে বুঝিতে পারে বা বুঝাইয়া দেয়, এরূপ লোক অতি বিরল। যাহারা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারে, তাহারা তদনুরূপ কার্য্য করে না। প্রত্যুত, তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বা বিপরীত পথে পদার্পণ করিয়া, স্ব স্ব জ্ঞানের অবমাননা করে। আমি বুঝিয়াছি বা বুঝিয়া থাকি, অথবা বুঝিতে পারি, এই প্রকার অন্ধ ও অলস অভিমানই মানুষের এই সকল মহান্ অনর্থের মূল। বলিতে কি, যাহার যথার্থ বুঝিবার ক্ষমতা আছে, সে ব্যক্তিও ঐরূপ অভিমানবশে

মত্ত ও অন্ধ হইয়া, প্রকৃত জ্ঞানভ্রষ্ট এবং বিপথে ধাবমান বা পতিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে এই ক্ষুদ্র হরিণী ও মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৎস! যে দিন এই হরিণী সেই পর্ব্বতপ্রান্তে বিচরণ করিতে করিতে, ব্যাধশরে আহত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে তথায় বিচরণ বা গমন করা একবারেই পরিহার করিয়াছে; কিন্তু অভিমানী মানুষ যদি এই রূপে আহত হইত, তাহা হইলে, কি ঐরূপে নিবৃত্ত হইত, কখনই না। যদিও নিবৃত্ত হইত, কিন্তু তাহা কিয়দ্দিনের নিমিত্ত। তাহার সকল বিষয়েই এইরূপ।

লোকের উপকার জন্য যে পরিমাণে সন্তাপাদি সহ্য করা যায়, সেই পরিমাণে বা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বিধানে পরিণামে শীতল বা শান্তি সুখের অধিকারী হইতে পারা যায়; পৃথিবী লোকমঙ্গলসাধনমানসে সমস্ত দিন অসহ্য সন্তাপ সহ্য বা স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সন্ধ্যার সমাগমে সাতিশয় শীতল হইয়া থাকেন। হায় কি কষ্ট, হতভাগ্য মনুষ্য লোকে কয়জনে এই সার তত্ত্ব বুঝিয়া থাকে। অথবা অন্যকে সুখী করিতে না পারিলে, নিজে কখনও সুখী হওয়া যায় না, ইহাই মনুষ্যলোকে সুখলাভের একমাত্র পন্থা। বৎস! যে ব্যক্তি অন্যবিচারণাপরিহারপূর্ব্বক এই পথে পদার্পণ করে, তাহারই প্রকৃত সুখ লাভ হয়, এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত করে, তাহারই বিপরীত ফলপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। সংসারের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেইদিকেই এ বিষয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন সন্দর্শন করিবে। লোকে প্রায়ই অন্যকে অসুখী করিয়া, আপনাকে সুখী করিতে চেষ্টা করে, এইজন্য কোন কালেই প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ হয় না। অনেকের জীবন যে এক কালেই বিড়ম্বিত হইয়া উঠে, ইহাই তাহার কারণ। বৎস! সংসারে মনুষের মনের দোষে,

বুদ্ধির দোষে ও কর্ম্মের দোষে সুখ, আকাশকুসুমের ন্যায়, একান্ত অলীক ও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য জিতচিত্ত জিতাত্মা ব্যক্তিগণ বিষম বিষকুণ্ডের ন্যায় ইহা পরিহার করিয়া, বৈরাগ্যের অনুসরণক্রমে পরিণামপদবী পরিষ্কৃত করিয়া থাকেন। বৎস! এমন মানুষ নাই, যাহার কোন না কোন রূপ অসুখ নাই। দ্বারে হয়হস্তী শত শত বদ্ধ রহিয়াছে; পার্শ্বে ও সম্মুখে খড়্গ চর্ম্ম সহস্র সহস্র রক্ষার্থ সমুদ্যত আছে; আজ্ঞা সাগরপারপর্য্যন্ত অপ্রতিহত বিস্তৃত; গৃহে অমূল্য মণিমাণিক্যের ইতস্ততঃ বিকিরণ; এরূপ ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা কর, তাহার বাস্তবিক সুখ আছে কি না? হয় ত সে ব্যক্তি দুরাকাঙ্ক্ষাপাশে বদ্ধ হইয়া, বিষয়ের উপর বিষয়বিস্তার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্তভাবাপন্ন। তজ্জন্য তাহার শান্তি সুখের লেশ নাই। না হয় ত সে ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, মিত্র, বান্ধব অথবা, অন্য কাহারও বিয়োগ বা দুর্লালিত্য প্রযুক্ত আন্তরিক শোকভারে সর্ব্বদাই অবসন্ন। এই রূপে কোন না কোন প্রকারে তাহার অসুখ আছেই আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে আবার আন্তরিক দুঃখ বিষাদ প্রচ্ছাদন বা নিরাকরণ জন্য অন্যের দুঃখ বিষাদ সমুৎপাদনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। রাজার কোষ শূন্য হইলে, প্রজার শোণিত শূন্য হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানে। প্রভুর উপায়ের ত্রুটি হইলে, ভৃত্যের উপর নানাপ্রকার দৌরাত্ম্যের ত্রুটি হয় না, এ বিষয়ও কাহার অবিদিত নাই। যেখানে অভাব, সেইখানেই তাহার পূরণের চেষ্টা এবং যেখানে পূরণের চেষ্টা, সেইখানেই নানাপ্রকার অত্যাচার, ব্যভিচার ও অনাচার-স্রোত প্রবাহিত। ফলতঃ, অসৎ উপায় না হইলে, কাহারই প্রায় অভাব পূর্ণ হয় না। ভগবান্ সংসারে কাহারই কোন বিষয়ে অভাব বা অসদ্ভাব রাখেন নাই। মানুষের অভাব কেবল মনে।

এইজন্য, অভাব না থাকিলেও, সে আপনাকে নিতান্ত অভাবী বোধ করিয়া, একান্ত অসুখ অনুভব করে। এইপ্রকার কল্পিত অসুখানুভবই তাহার ও অপরের সর্ব্বনাশের, বিশেষতঃ সুখ-নাশের একমাত্র কারণ। দুঃখের বিষয়, কোন ব্যক্তিই এই কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না। যাহারা কথঞ্চিৎ প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কার্য্যকালে মত্ত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা মানুষের ক্ষুদ্র-দুর্ব্বলতা কি আছে? এইপ্রকার দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত মানুষ বিদ্যা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেও, পশুর অপেক্ষা অধম!

বৎস! যেখানে সদ্ভাব, সেইখানেই বৃদ্ধি। ঐ দেখ, বৃক্ষের সহিত বৃক্ষ কেমন সদ্ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে! কাহারই অবনতি বা অসমৃদ্ধি নাই। সকলেই ফল, পুষ্প ও পত্রাদিতে অলঙ্কৃত। মনুষ্যলোকে পরস্পর ঈদৃশ সদ্ভাব নাই, সেইজন্য ঈদৃশী বৃদ্ধিও নাই। মনুষ্যসংসারে একজন অপর জনকে অবনত করিয়া, স্বয়ং উন্নত হইতে চেষ্টা করে। এই জন্য কাহারই প্রায় বৃদ্ধি নাই। পরস্পর হিংসা, দ্বেষ ও অসূয়াদিতে দুর্ব্বিষহ অন্তর্দাহ অহরহ মানবসংসারদগ্ধ করিয়া ক্রমেই মনুষ্যবংশ ক্ষয় করিতেছে।

বৎস! আবার আশ্চর্য্য দেখ, মৃত্যু গৃহে গৃহে অহরহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, হরিণবৎ লোকদিগকে গ্রাস করিয়া, অনাহত ধাবমান হইতেছে; তথাপি অন্যান্যেরা আপনাদিগকে অমর ভাবিয়া, এরূপ কার্য্য করিতেছে যে, কাল পূর্ণ না হইতেই, সহসা মৃত্যু-কবলে পতিত হইতেছে। আবার আশ্চর্য্য দেখ, রোগ শোক পরিত্যাগ ইত্যাদি, পাপের মূর্ত্তিমান্ প্রায়শ্চিত্তের ন্যায়, বিধাতা-কর্ত্তৃক সংসারে প্রেরিত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি পাপ করে, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ আক্রমণ ও অবসন্ন করিয়া থাকে; ইহা পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়াও, অন্যান্যেরা সাবধান হয় না! হায়,

মানুষের কি দুঃসাহস দেখ, যে আপনার সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধেও পদার্পণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না! পরমপুরুষ পরমাত্মা তাহাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, জ্ঞান দিয়াছেন, বিবেক ও বিচারণা দিয়াছেন এবং যুক্তি ও মুক্তিভাব দিয়াছেন, যাহাদের সৎপথে চালনা বা প্রয়োগ করিলে, অনায়াসেই আত্মলাভ বা পরমসিদ্ধি সংঘটিত হয়, মানুষ সে বিষয়ে বা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অনায়াসেই বিপরীত বিধানে ঐ সকলের নিয়োগ করিয়া, বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয়।

বৎস ভরদ্বাজ! মহাভাগ বশিষ্ঠ মহাশয় মহাভাগ রামচন্দ্রকে তদাদিতদন্তক্রমে মানুষের এইপ্রকার অসারতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষীণ-প্রাণতা, নির্ব্বুদ্ধিতা ও নিঃস্বত্বতা উপদেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, সৌম্য! ঐ দেখ, সূর্য্যের অস্তদর্শনে পূর্ব্বদিকের মুখ-কান্তি মলিন ও পশ্চিমদিকের মুখরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সংসারে যাহারা অসূয়া ও ঈর্ষার দাস এবং কুটিলতাব ও হিংসার বশীকৃত, অন্যের অবনতিরূপ অস্ত-দশা দর্শন করিলে, তাহাদের মুখকান্তি এইপ্রকার উজ্জ্বল ও বিকসিত হইয়া থাকে; কিন্তু স্বভাবতঃ শুদ্ধহৃদয় মহাত্মারা অন্যের ঐরূপ অসমৃদ্ধি দর্শনে পূর্ব্বদিকের ন্যায়, মলিন মুখকান্তি ধারণ করেন। কিন্তু পাপ মনুষ্যসংসারে এই-প্রকার শুদ্ধসত্বচিত্ত মহাত্মার সংখ্যা এরূপ অল্প যে, নাই বলিলেও, অসঙ্গত হয় না। যে দুই এক জন আছেন, তাঁহারা না থাকার মধ্যেই গণনীয়। কেননা, সংসারে কপটতা, অসত্য, প্রতারণা ও বিড়ম্বনারই একাধিপত্য। এই কারণে সত্য, ধর্ম্ম, সরলতা ও স্বচ্ছতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ সমস্ত, ব্যাঘ্রভয় বিমর্দ্দিত ক্ষুদ্র জম্বুকেব ন্যায়, সর্ব্বদাই অন্তর্হিত ও অবসন্ন হইয়া আছে।

বৎস রাম! অবলোকন কর, চন্দ্র এখনও উদিত হয়েন নাই;

তথাপি কুমুদিনী প্রফুল্ল হইতেছে। পতিব্রতা রমণীগণের স্বভাবই এই। তাহারা স্বামীসমাগমের উদ্দেশমাত্রেই প্রফুল্ল হইয়া থাকে। কিন্তু হতদগ্ধ পাপসংসারে এরূপ পতিব্রতা কয়জন লক্ষিত হইয়া থাকে? পতিমার্গের অনুসরণ পূর্ব্বক পরম দেবতারূপে স্বামীর সেবা ও স্বামীর ছায়া আশ্রয় করিয়া, পরমপাপবিনাশন পাতিব্রত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সাধ্বী রমণীর একমাত্র লক্ষণ। স্বামী ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের স্বর্গ, অপবর্গ বা পৃথক্ তীর্থ নাই। পতির দক্ষিণ পদ প্রয়াগ ও বামপদ পুষ্কর বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং স্নানানন্তর ভক্তিভরে তদীয় পাদোদক সেবন করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। ভর্ত্তাই রমণীর প্রয়াগ তীর্থ, ভর্ত্তাই তাহার পুষ্কর অথবা ভর্ত্তাই তাহার সর্ব্বতীর্থময়ী ভাগীরথী, তাহাতে সন্দেহ কি? যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে অগণ্য পুণ্য সম্পন্ন হয়, পতিব্রতা রমণী তৎসমস্ত লাভ করিয়া থাকে। গয়াদি পবিত্র তীর্থ সকলের সেবা করিলে, যে ফল, একমাত্র স্বামীসেবায় ততোধিক ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্বামীসেবা ভিন্ন স্ত্রীজাতির পৃথক্ ধর্ম্ম নাই। যে নারী স্বামীবিরহে একাকিনী অবস্থান করে, সে অর্দ্ধমানুষী। সে কখনও নমস্য বা পূজনীয়া নহে। শাস্ত্রেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বামীর দক্ষিণাঙ্গ মহাতীর্থ। দান ও পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিলে, যে ফল, স্বামীসহবাসে ততোধিক ফল, সন্দেহ নাই। স্বামীসঙ্গরূপ পবিত্র তীর্থ সেবা করিলে, যে ফল প্রাপ্তি হয়, কাশী, পুষ্কর, গঙ্গা ও গয়াদি তীর্থসেবাও তাদৃশ ফল বিধানে সমর্থ নহে। স্বামীর প্রসাদেই স্ত্রীলোকের সুখ, সৌভাগ্য, যশ, কীর্ত্তি ও তেজঃ প্রভৃতির অধিষ্ঠান। স্বামী সন্তুষ্ট হইলে, স্ত্রী ভূস্বর্গীয়া নামে পরিগণিত ও সকলের নমস্কৃতা হয়। পতিহীনা হইলে, তাহার রূপ, যশ,

সুখ, সদ্গতি, সকলই বিনষ্ট ও অসীম অসৌভাগ্যযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বামী রুষ্ট হইলে, সকল দেবতাই রুষ্ট ও স্বামী তুষ্ট হইলে, সকল দেবতাই তুষ্ট হয়েন। ফলতঃ, স্বামীই স্ত্রীর গুরু, স্বামীই তীর্থ, স্বামীই পুণ্য, স্বামীই তপস্যা, স্বামীই পরমদেবতা, স্বামীই সৌভাগ্য, স্বামীই ভূষণ এবং স্বামীই তাহার পরমধর্ম্ম। বৎস! তোমার নিকট এই প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে পুরাণ-প্রথিত পরমসম্মত পাতিব্রত্যধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, কিন্তু সংসারে কয়জন স্ত্রী এইপ্রকার পরম প্রশস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে? প্রধানতঃ স্ত্রী লইয়াই সংসার। কিন্তু কোন গৃহেই রমণী প্রায় শুদ্ধ-চরিতা নহে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এই সংসার যখন কিছুই নহে, তখন ইহাতে স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ নামমাত্র। ফলতঃ, সংসারে কে কাহার স্ত্রী, কে কাহার স্বামী, কে কাহার পিতা মাতা? অথবা কেহই কাঁহারই নহে। সকলই স্বপ্ন বা মোহমাত্র। অধিক কি, সংসারে আমিও আমার নহি; আপনিও আপনার নহেন। এই আমি বসিয়া আছি, কথা কহিতেছি ও আপনার উপদেশ সকল শুনিতেছি, কিন্তু চিরকালই কি এইরূপ থাকিব, কখনই না। এই মুহূর্ত্তেই এইখানে আমার বিনাশ হইতে পারে। আবার শত-মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি। এই রূপে জীবনমরণ কাহারই ইচ্ছাধীন নহে। তবে নিজের উপর নিজের প্রভুত্ব কি? তবে আমিই বা আমার কিরূপে? তবে, আপনিও আপনার নহেন। এই রূপ, ব্যক্তিমাত্রেই নিতান্ত স্বাধীনতাভ্রষ্ট। সুতরাং ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন একান্ত বিড়ম্বনাময়। এইপ্রকার ধিগ্‌জীবনে প্রয়োজন কি? লাভ কি? ফল কি? আমি কোনমতেই ইহার অভিলাষী নহি। সংসারের পাপ স্ত্রীপুরুষের কথা শুনিতেও আমার আর

কিছুমাত্র অভিলাষ বা স্পৃহা নাই। পুষ্পের ন্যায় ক্ষণমাত্র দেখিতে সুন্দর; কিন্তু পরক্ষণেই ম্লান হইয়া যায়, ঈদৃশ অসার ও অলীক রূপের জন্য যাহারা বৃথা গর্ব্ব করে ও ঈর্ষা করে, তাদৃশ মূঢ়বুদ্ধি, মূঢ়চিত্ত ও মূঢ়জ্ঞান রমণীগণের কথা আর উল্লেখ করিবেন না। যাহা মৃদ্‌বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইচ্ছা করিলে যাহা নরকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ অতি ক্ষুদ্র ধাতুপ্রস্তরাদিনির্ম্মিত সামান্য অলঙ্কারের জন্যও যাহারা মহাপ্রলয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সংসারের সেই পাপরমণীগণের কথা আর উল্লেখ করিবেন না। যাহা না পরিলেও শরীরের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। পরিলেও কোন রূপ বৃদ্ধিসম্ভাবনা নাই এবং যাহা অল্পেই মলিন ও অল্পেই ছিন্ন হইয়া যায়, তাদৃশ সামান্য বসনের জন্যও যাহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া বৃথা আড়ম্বরগর্ব্ব প্রকাশ করে, সংসারের সেই পাপরমণীগণের কথা আর কীর্ত্তন করিবেন না। আমি অনেক শুনিয়াছি ও অনেক দেখিয়াছি, তাহাদের কোন বিষয়ে নূতনত্ব বা অলৌকিকত্ব নাই, বরং নারকিত্বই পুনঃ পুনঃ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য তাহাদের কথা পুরীষহ্রদের ন্যায়, এক কালেই আমার পরিহার্য্য হইয়াছে। আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি, যদি স্ত্রীলোক না থাকিত, তাহা হইলে, সংসার অতি সুখের ও সচ্ছন্দের হইত। ভগবন্! আপনি পরমপূজ্য পরমপুরুষ। আপনার কথায় প্রতিবাদ করা আমার কোন মতেই উচিত নহে। কেবল সন্দেহনিরাস ও শিক্ষালাভ মানসেই বলিতেছি, অতএব, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যাহারা ঐরূপ অতিদূষিতচরিতশালিনী, অশেষ-পাপ-সপাপ-পরিতাপকারিণী, স্বর্গাপবর্গের ব্যাঘাতসাধিনী রমণীগণের পরিতোষজন্য অহরহ ব্যস্তভাবাপন্ন এবং তজ্জন্য আত্মাকেও বঞ্চনা করিতে যাহাদের

সঙ্কোচ বা লজ্জা হয় না, সেই পাপপুরুষগণের কথাও আর বলিবেন না।

বলিতে নিতান্ত লজ্জা ও করুণার উদয় হয় যে, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এবং মলমূত্র পরিত্যাগ, এই সকল বিষয়ে মনুষ্য ও পশুতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; একমাত্র জ্ঞানই বিশেষপদবাচ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কয়জন লোকের তাদৃশ জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়? কয়জন লোকই বা আহার নিদ্রাদির সংযম করিয়া, আপনাকে পশু অপেক্ষা উত্তম বা শ্রেষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে? আমি বিশেষ বিচার করিয়া অবধারণ করিয়াছি যে, মনুষ্যজন্ম অপেক্ষা বৃক্ষলতাদিজন্ম শতগুণে বা সহস্রপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। ঐ দেখুন, এই বৃক্ষরাজ ফলপুষ্পে ও পত্রাদিতে কেমন সুশোভিত ও সজ্জিত হইয়া, উন্নতমস্তকে আকাশ আলোড়ন করিতেছে! উহার তল কি শীতল ও সুখাবহ এবং পরমআশ্রয়ণীয়! উহার পুষ্পের কি মনোহর ও ঘ্রাণসুখকর সৌরভ! উহার ফল সকলের কেমন সকললোকরুচিকর জিহ্বাতৃপ্তিকর অমৃতায়মান সুস্বাদ! উহার পত্রাদির কেমন সুখসেব্য মৃদুলতা ও পরমসুখাবহ শয়নীয়তা! এই রূপে এই বৃক্ষ লোকমাত্রেরই কোন না কোন রূপে প্রীতিকর ও মনোহর এবং সর্ব্বথা উপকার বিধান করিয়া থাকে। ঐ দেখুন, উহার পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিয়া মধুকরনিকর নিরন্তর স্ব স্ব উদরপূরণ করিতেছে; বিহঙ্গকদম্ব উহার ফলে ফলে সঞ্চরণ করিয়া স্ব স্ব ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেছে এবং পথশ্রান্ত পথিকগণ উহার তলদেশে শয়ন বা উপবেশন করিয়া, শ্রম অপনোদন করিতেছে। কিন্তু মনুষ্যলোকে এমন মনুষ্য কে আছে, যে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষের ন্যায়, ফলফুলে অলঙ্কৃত হইয়া, ঐরূপে লোকের প্রীতি ও উপকার বিধান করিয়া থাকে?

অথবা, মনুষ্যলোকে এরূপ লোকও দুর্লভ, যে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা উন্নত মস্তকে অবস্থিতি করিতে পারে? এই সকল চিন্তা করিয়া, দুর্ব্বিসহ অন্তর্দ্দাহ অহরহ আমায় দগ্ধ করিতেছে। কি করিলে, উহাদের উদ্ধার হইলে, তাহাই উপদেশ করুন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

(সমাধিবলে লীলা ও সরস্বতীর উর্দ্ধপ্রয়াণ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রজনীর সমাগমে পরিজনবর্গ প্রসুপ্ত হইলে, লীলা ও সরস্বতী উভয়ে সমাধিস্থলে গমন করিয়া, চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায়, তথায় নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করিলেন। তাঁহাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর ও ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ব স্ব ব্যাপার পরিশূন্য হইল। অনন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধিবলে বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইলে, তাঁহারা জানিতে পারিলেন, এই অহম্ভাবময় দৃশ্যমান বিশ্ব ভ্রম-মাত্র; সুতরাং দৃশ্যমাত্রেই অলীক। এই প্রকার জ্ঞানের উদয়ে তাঁহাদের মন হইতে দৃশ্যমল অপনীত হইয়া গেল। তাঁহাবা উভয়েই পরম প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন। অনন্তর লীলা মানবদেহ ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানদেহ ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞপ্তিরূপা সর-স্বতীর সহিত আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে চিদাকাশমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অতিদূর আকাশে উত্থিত হইয়া, তাঁহাদের দৃশ্যজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত আকাশমাত্র দৃশ্য হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বসংস্কারের সংযোগপ্রযুক্ত পরস্পরের আকার সন্দর্শন কবত পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের নিরতিশয় স্নেহানুরাগ উপস্থিত হইল।

ঊনত্রিংশ সর্গ। (ব্যোমবিহার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! এই রূপে তাঁহারা পরস্পরের হস্তাবলম্বন পুরঃসর মৃদু মন্দ গমনে অত্যাশ্চর্য্য আকাশমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায়, অতীব স্ফীত, গম্ভীর ও নির্ম্মল গগনমণ্ডল সুকোমল সমীরহিল্লোলসংসর্গে সাতিশয় সুখসেব্য এবং সাধুচিত্ত অপেক্ষাও পরম শুদ্ধ ও প্রসন্ন ভাবাপন্ন। তাঁহারা কখন মেরুশৃঙ্গস্থ মেঘমণ্ডলে, কখন দিক্ সকলে ও কখন বা শশাঙ্কমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া, পরে তথা হইতে বহির্গত হইয়া, কখন সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের মন্দারমালার মনোহর-সৌরভবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ মধ্যে, কখন সলিলপূর্ণ বিদ্যুৎসনাথ মন্থর মেঘমণ্ডলে ও কখন বা বায়ুবিক্ষুব্ধ বারিদপটলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা অবলোকন করিলেন, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্গত থাকিলেও, ব্যোমতল পূর্ণ নহে। চতুর্দ্দশ ভুবনাদি দ্বারা উহার কিয়দংশমাত্র অধিকৃত বা পূর্ণ হইয়াছে। উহার কোন স্থানে বিচিত্রাকার ভূতল সকল পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে মেরুপ্রভৃতি মহীধরনিকর প্রতিষ্ঠিত, কোন স্থানে অতীবচঞ্চল পারিজাতলতা সকল বৈদূর্য্যময় ভূতলবৎ শোভমান, কোন স্থানে মনোজব সিদ্ধগণের যাতায়াতে পবনবেগ পরাহত, কোথাও বিমানগৃহবাসিনী দেবকামিনীগণের মনোহর গীতধ্বনি সমুত্থিত, স্থলবিশেষে মেঘনিস্বন বিমানসমূহসবেগে ধাবিত এবং স্থানান্তরে গ্রহনক্ষত্রাদির ঘনসঞ্চারে জ্যোতিশ্চক্র প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কোন স্থানে কুষ্মাণ্ড, যক্ষ ও পিশাচমণ্ডল বিচরণ এবং সুরাসুরগণ অদৃশ্য হইয়া, অবস্থান করিতেছেন।

কোন দিকে সূর্য্যসান্নিধ্যে তপোবলাদি দ্বারা স্বল্পসিদ্ধ সিদ্ধগণ তপনতাপে দগ্ধদেহ হইয়া সেই স্থান পরিহার করিতেছেন এবং তাঁহাদের সূর্য্যতপদগ্ধ বিমানসমূহ ভাস্করের তুরঙ্গমুখবিনির্গত প্রবল সমীরবেগে দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোন স্থানে লোকপাল সকল অপ্সরোবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। কোন স্থানে দেবীগৃহসমুত্থিত ধূলিপটল, জলধর-পটলের ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। স্থলান্তরে অপ্সরোগণ ইন্দ্রাদি অমরগণের আহ্বানে পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়াই, আমি অগ্রে যাইব, এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা বন্ধনে ধাবমান হইতেছে এবং গতিবেগে তাহাদের অঙ্গ হইতে দিব্য অলঙ্কার সকল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। কোথাও মহাবল সিদ্ধগণের গমনবেগে জলধরসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, সভয়ে মেরু, মন্দর ও হিমালয়ের অধিত্যকা প্রদেশ আশ্রয় করিতেছে। কোন স্থান কাক, উলূক ও গৃধ্রাদি বিহঙ্গকদম্বে পরিবৃত রহিয়াছে। কোথাও ডাকিনীরা, সাগরতরঙ্গের ন্যায়, নৃত্য করিতেছে এবং যোগিনীরা কৃত-মনোরথ হইলেও, কাক, কুক্কুর ও উষ্ট্রমুণ্ড ধারণ করিয়া, অনর্থক বহুদূরে যাতায়াত করিতেছে। কোন স্থানে বিমানবিহারী ব্যক্তিবর্গ স্বর্গীয় সঙ্গীতবাদ্যে মত্তপ্রায় হইয়া, বিচরণ করিতেছে। স্থলান্তরে ভগবতী ত্রিপথগা নক্ষত্রমালাবিভূষিত জ্যোতিশ্চক্রের নিম্নদেশে প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছেন এবং দেবকুমার-গণ একতান হৃদয়ে সেই আশ্চর্য্যদর্শনে গাঢ়সংসক্ত রহিয়াছেন। স্থানবিশেষে বজ্র, চক্র, শূল ও শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা তত্তৎ অস্ত্র ধারণ করিয়া, স্ব স্ব শরীর সঞ্চালিত করিতেছেন। কোন দিকে ভিত্তিশূন্য ভবনসকল বিরাজমান ও দেবর্ষি নারদের সুমধুর-বীণাধ্বনি-সহকৃত সুকণ্ঠ সঙ্গীত শ্রূয়মাণ হইতেছে।

কোথাও মেঘমার্গপ্রদেশে মহামেঘমণ্ডল, প্রলয়কালসমুদিত পয়োদপটলের ন্যায়, অবিরল জলধারা বর্ষণ করিতেছে। স্থলান্তরে মেঘ সকল, চিত্রলিখিতের ন্যায়, ব্যাপারপরিশূন্য হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে। স্থানবিশেষে কজ্জলপ্রতিম পর্ব্বতপ্রবর হইতে পরমসুন্দর পয়োধর সকল সমুৎপতিত হইতেছে। কোন স্থানে প্রৌঢ় বিমানপরম্পরা, তৃণপল্লবের ন্যায়, বায়ুপ্রবাহে প্রচলিত হইতেছে। কোন স্থানে অলিকুল সঞ্চরণ করিতেছে; বায়ুভরে উড্ডীয়মান ধূলিরাশি, মেরুনদীর ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছে; সুশোভন বিমানপংক্তি বিরাজ করিতেছে; মাতৃকারা নৃত্যপরায়ণা রহিয়াছেন এবং ক্রোধাদিহীন সমাধিনিরত পরমশান্তস্বভাব মুনিগণ ও যোগীশ্বরসমূহ কোন স্থানে দৃশ্যমান হইতেছেন। স্থলান্তরে কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী ও সুরকামিনীরা সুস্বরে সঙ্গীত করিতেছেন, শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কোন স্থানে নিস্তব্ধ নগর সকল শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে পুরবরনিকর নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। স্থলান্তরে রুদ্রপুরী, ব্রহ্মপুরী ও মায়াময়পুরী সকল সন্নিবিষ্ট ও দৈবীশক্তিবশে ঘনীভূত-জলময় জলাশয়সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। স্থানবিশেষে চন্দ্র ও সূর্য্য সমুদিত এবং নিবিড়তিমিরা নিশীথিনী সুশোভিত হইতেছে। কোন স্থানে নীহারপটলপুটকিতা ধূসরবর্ণা সন্ধ্যা ও বর্দ্ধমান মেঘমালা এবং ঊর্দ্ধাধোগমনে অতীব ব্যগ্রভাবাপন্ন সুরাসুর সকল দৃশ্যমান হইতেছে। কোন দিকে দিগ্‌বিহারী ব্যক্তিবর্গ উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ সমুদায় দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছে। কোন স্থান লক্ষযোজন পর্ব্বতে, কোন স্থান অবিনাশী তমোরাশিতে, কোন স্থান সূর্য্যানলসদৃশ তেজস্তোমে এবং কোন স্থান মহাহিমে পূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থান বিমান-

পতনপ্রযুক্ত বহ্নিরেখাবৎ অঙ্কিত, কোন স্থানে শত শত কেতু নিপতিত ও শুভগ্রহ সকলের অত্যুৎকৃষ্ট মণ্ডলসমূহ বিরাজিত এবং কোন্ স্থানে তিমিরময়ী রজনী ও কোন স্থানে ভাস্কর দিবাতাপে সুশোভিত হইতেছে। কোন স্থানে মেঘ সকল গভীর গর্জ্জনে ও কোথাও বা নিস্তব্ধে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থলান্তরে বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন শুভ্রবর্ণ বারিদমণ্ডল, শ্বেতপুষ্পের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছে। কোন স্থানে ময়ূর ও স্বর্ণচূড় বিহঙ্গমগণ বিচরণ করিতেছে। স্থানবিশেষে বিদ্যাধরী ও দেবীগণের বিমানশ্রেণী বিরাজমান হইতেছে। স্থলান্তরে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর সকল মেঘ-মণ্ডলে নৃত্য করিতেছে। স্থানবিশেষে প্রেতরাজের মহিষসদৃশ মহামেঘ সকল সঞ্চলিত হইতেছে। কোন স্থানে তুরঙ্গমগণ শ্যামল তৃণভ্রমে মেঘমণ্ডল ভক্ষণ করিতেছে। স্থানবিশেষে দেব-পুর ও দৈত্যপুর সকল বিরাজ করিতেছে, কুলাচলাকৃতি ভাস্বর ভৈরব সকল নৃত্য করিতেছে, শৈলেন্দ্রসদৃশ মহাকায় গরুড় পক্ষী সকল সঞ্চরণ করিতেছে এবং পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বত সকল বায়ুভরে উড্ডয়ন করিতেছে। কোন দিকে মায়াময়ী আকাশনলিনী ও তদ্গত সুশীতল সলিল দৃশ্যমান হইতেছে। কোথাও সুশোভন সৌরভবাহী সুখসেব্য সমীরণ মৃদুমন্দ সঞ্চরণ ও কোথাও বা তরু, লতা ও পর্ব্বতাদি প্রচলিত করিয়া, প্রচণ্ডবেগে ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে সুতপ্ত সমীরে বৃক্ষ, পর্ব্বত ও মেঘ সকল দগ্ধ, কোন স্থানে ভূধর-সদৃশ-শৃঙ্গ-শত-সুশোভিত জলধর সকল সমুদিত এবং কোন স্থানে বর্ষাকালীন উদ্দাম ঘনমণ্ডলী গভীর গর্জ্জনে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। স্থলান্তরে সুরাসুর-গণের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। স্থানবিশেষে আকাশকমলে সঞ্চরমাণ হংসী সকল তারস্বরে ব্রহ্মবাহন হংসকে আহ্বান করিতেছে।

স্থলান্তরে মন্দাকিনীর পুলিনসঞ্চারী সুখসেব্য সমীরণ সরোজিনীর সুস্নিগ্ধ সৌরভ হরণ করিয়া, দেবলোকে সঞ্চরিত হইতেছে। কোনস্থানে গঙ্গাদিসরিৎসান্নিধ্য হইতে কূর্ম্ম, কুলীর ও মৎস্যাদি জলজন্তুগণ দেবশরীরে উড্ডয়ন করিতেছে। স্থলান্তরে প্রভাকরের পাতালপ্রবেশ প্রযুক্ত চন্দ্রগ্রহণ ও কোন স্থানে প্রকারান্তরে সূর্য্যগ্রহণ লক্ষিত এবং কোথাও বা মায়াময় কুসুমকানন স্বর্গানিলসহযোগে সঞ্চলিত হইতেছে।

বৎস রাম! রাজমহিষী লীলা ও দেবী সরস্বতী উভয়ে এই রূপে আকাশমণ্ডল অতিক্রম করিয়া, পুনর্ব্বার আসিবার উপক্রম করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ। (ব্রহ্মাণ্ডপরিদর্শন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর তাঁহারা নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, গিরিগ্রামস্থ মৃত বশিষ্ঠের গৃহদর্শনে যাত্রা করিয়া, ভূতল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এই ভূতল, ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরুষের হৃৎপদ্মরূপে বিরাজমান হইতেছে। দিক্‌সকল ঐ পদ্মের দল, পর্ব্বতসকল উহার কেশর, সরিৎ সকল তত্তৎ কেশরের অন্তরশাখা এবং হিমকণা ঐ পদ্মের মধু ও রাত্রি উহার অলিবধূ। বিবিধ প্রাণীরূপ মশকসকল উহার চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। উহার মৃণাল ভোজ্যরূপ তন্তুতে সমাকীর্ণ এবং পাতালাদি ছিদ্র দ্বারা উহ্যমান সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ। ঐ পদ্ম দিবালোকে কান্তিমান্ ও শৃঙ্গারাদিরসে আর্দ্রভাবাপন্ন। সূর্য্য উহার হংস এবং যামিনীযোগে উহার সঙ্কোচ সমাগত হইয়া থাকে। নাগরাজ বাসুকি উহার মৃণালরূপে পাতালরূপে পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছেন। সরিৎপতি উহার আশ্রয়।

এইজন্য সাগর সঞ্চলিত হইলে, এই পদ্মেরও প্রকম্প উপস্থিত হয়। দৈত্য ও দানবগণ ঐ বাসুকিরূপ মৃণালের কণ্টক। ইহার মধ্যস্থলে গ্রামাদিরূপ পরাগ ও নদীরূপ কেশরনালবিশিষ্ট জম্বূ-দ্বীপরূপ কর্ণিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অত্যুচ্চ সপ্ত কুলপর্ব্বত ঐ কর্ণিকার বীজ। মহামেরু ঐ বীজের মধ্যস্থলে বিরাজমান। এই জম্বূদ্বীপ লক্ষযোজনবিস্তৃত এবং আপন অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ বলয়াকৃতি লবণসাগরে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। ইহার পর শাকদ্বীপ লবণ সাগরের দ্বিগুণপরিমাণ এবং আপন অপেক্ষা দ্বিগুণপরিমাণ ক্ষীরসাগরে বেষ্টিত। অনন্তর ক্ষীরসাগরের দ্বিগুণপরিমাণ কুশদ্বীপ দ্বিগুণপরিমাণ ঘৃতসাগরে বেষ্টিত। ইহার পর ঘৃতসাগরের দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ আপন অপেক্ষা দ্বিগুণ দধি-সাগরে বেষ্টিত। অনন্তর দধিসাগরের দ্বিগুণ শাল্মলী দ্বীপ দ্বিগুণ-পরিমাণ সুরাসাগরে বেষ্টিত। তদনন্তর প্লক্ষদ্বীপ সুরাসাগরের দ্বিগুণ এবং আপন অপেক্ষা দ্বিগুণ ইক্ষুসাগরে বেষ্টিত। অনন্তর ইক্ষুসাগরের দ্বিগুণ পুষ্করদ্বীপ দ্বিগুণপরিমাণ জলসাগরে বেষ্টিত।

অনন্তর বিপুলগর্ত্তরূপী ভূবিভাগে নিম্নভাগ প্রতিষ্ঠিত এবং পুষ্করদ্বীপ অপেক্ষা দশগুণ বিস্তৃত। ইহার পর লোকালোক পর্ব্বত ঐ ভূমির দশগুণ এবং পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছে। এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ গর্ত্তময়; তজ্জন্য ইহা অতীব ভয়াবহ বোধ হয়। উপরিভাগের অর্দ্ধাংশ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত এবং অপরার্দ্ধ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন; তজ্জন্য ইহা বলয়াকৃতি নীলোৎপলমালামণ্ডিতের ন্যায়, প্রতীত হইয়া থাকে। ইহার শিখরদেশ বিবিধ মণি ও কুমুদ কহ্লারাদি কুসুমসমূহে সুশোভিত।

এই পর্ব্বতের পর দশগুণ শূন্যপ্রদেশ, উহাতে প্রাণিমাত্রের সঞ্চারাদি নাই এবং উহা দশগুণ মহাসাগরে বেষ্টিত। ইহার পর

দশগুণ প্রলয়পাবকে পরিব্যাপ্ত। এই পাবকে মেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল বিদ্রাবিত ও সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড শুষ্ক হইয়া যায়। অনন্তর দশগুণ মহাবেগবান্ প্রলয়পবন বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বায়ু মেরু-প্রভৃতি পর্ব্বত সকলকে তৃণপাংশুর ন্যায়, অনায়াসে বহন করে। ইহার পর শতকোটিযোজন ঘনরূপী ব্যোমমণ্ডল।

রাজমহিষী লীলা এবংবিধ-ব্রহ্মাণ্ড-পরিদর্শন-প্রসঙ্গে স্বীয় মন্দিরকোটর সন্দর্শন করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ। (অজ্ঞানের অপকারিতা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! অনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া, সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমণ্ডপে সকলের অলক্ষিতে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তত্রত্য দাস দাসী ও অঙ্গনাগণ সকলেই চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুলভাবাপন্ন এবং তাহাদের মুখমণ্ডল অবিরল-বিগলিত জল-ধারায় আচ্ছন্ন; তজ্জন্য, শীর্ণ পদ্মপত্রের ন্যায়, তাহার বিবর্ণ দশার আবির্ভাব হইয়াছে। পুরীতে উৎসবের লেশমাত্র নাই। প্রভুশূন্য হওয়াতে, নিদাঘদগ্ধ উদ্যানের ন্যায় অথবা বিদ্যুদ্দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায়, উহার প্রভা এক কালেই তিরোহিত হইয়াছে। মৃত্যু আসন্ন হইলে, লোকের মুখকান্তি যেরূপ মলিন হয়; স্নেহশূন্য হইলে, প্রদীপের যেরূপ প্রভাক্ষয় হয়; বৃক্ষসকল জীর্ণ ও শীর্ণপত্র হইলে, অরণ্য যেরূপ শোভাশূন্য হয় এবং অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, দেশের যেরূপ শ্রী ভ্রষ্ট হয়, গৃহস্বামীবিরহে সেই গৃহও তেমনি শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছে।

অনন্তর নির্ম্মলজ্ঞানশালিনী সত্যসংকল্পা লীলা চিন্তা করিলেন, আমার এই সকল বান্ধব আমাকে ও দেবীকে, প্রাকৃত স্ত্রীজনের

ন্যায়, দর্শন করুক। এই প্রকার চিন্তা করিবামাত্র, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, তাঁহারা লক্ষ্মী ও গৌরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন এবং শীতল সুখদ শশাঙ্কের ন্যায়, কৌমুদীসুধায় বন, গ্রাম ও ওষধি সমুদায় সমুদ্ভাসিত করিয়া, সমুদিত হইয়াছেন। তাঁহাদের আপাদ-লম্বিত বিবিধ অম্লানমালার সম্পর্কে সেই বাসভবন, বসন্তলক্ষ্মীর উদয়ে বনস্থলীর ন্যায়, আমোদিত ও আলোকিত হইয়াছে। তাঁহাদের অলকাবলির সন্নিহিত নয়নবিলোকনে যেন কুবলয়-মিশ্রিত মালতীকুসুমসমূহ বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহাদের শরীর-প্রভা, দ্রবীভূত হেমসরিৎসদৃশী সাতিশয় মনোহারিণী। তদ্দ্বারা সমস্ত উপবন যেন কনকময় হইয়াছে। শশধরদর্শী সাগরের ন্যায়, তাঁহাদের অনুপম রূপরাশি যেন উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য, শরীরে স্থানসমাবেশ না হওয়াতে, চতুর্দ্দিকে প্রসৃত ও বিকীর্ণ হইয়া, দিগ্‌বিদিক্ সমুদায় স্থান পরিপূর্ণ করিয়াছে। তাঁহাদের চঞ্চল বাহুবল্লী ও অরুণবর্ণ পাণিযুগলের বিন্যাস দ্বারা যেন হেমময়ী নূতন কল্পলতাসকল বারম্বার বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তাঁহাদের চরণযুগল পুষ্পপল্লবসদৃশ সুকোমল, স্থলাজদলমালার সদৃশ প্রভাসম্পন্ন এবং অম্লানকুসুমসদৃশ পরমসুদৃশ্য। তদ্দ্বারা তাঁহারা ভূতল স্পর্শ করিয়া, তাহা স্নিগ্ধ, শীতল ও পবিত্র করিতে-ছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিরূপ পীযূষসেকে বালপল্লব সমলঙ্কৃত পাণ্ডরবর্ণ শুষ্ক তমালখণ্ডসকল যেন সমুদ্ভূত হইতেছে।

বৎস রাম! মৃত ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামে জ্যেষ্ঠপুত্র সেই অলৌকিকলাবণ্যরাশি দিব্যরূপা দুই ললনাকে চরণে কুসুমাঞ্জলি-প্রদানপূর্ব্বক ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া কহিলেন, আপনাদের জয়! পরপরিত্রাণই সাধুগণের একমাত্র কার্য্য। অতএব আপনারা

আমাদের উদ্ধারার্থই আগমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। হে দেবীগণ! এই স্থানে এক বিপ্রদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহারা পরম আতিথেয় ও ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদারক্ষার আধার ছিলেন। তাঁহারাই আমার পিতা মাতা। অধুনা তাঁহারা আমাদের সকলকে ত্যাগ ও সংসার শূন্য করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ঐ দেখুন, পক্ষীরা গৃহের উপরি অবস্থান ও প্রতিক্ষণে পক্ষ প্রসারণ করিয়া, তাঁহাদের জন্য শোক করিতেছে; পর্ব্বতসকল গুহামুখে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া, নদীরূপ স্থূল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে; জনপদবাসী লোকসকল অনশনে মৃতপ্রায় হইয়া, ধূলায় লুণ্ঠন করিতেছে; পাদপসকল শোকভরে নীহার-শীকররূপ সন্তপ্ত অশ্রুবিন্দু নিক্ষেপ করিতেছে; রথ্যাসকল পতিহীনা নিরানন্দা রমণীর ন্যায়, বিরলজনসঞ্চার হইয়া, শূন্য-হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছে; লতাসকল শোকে সন্তপ্ত হইয়া, অলিগুঞ্জন ও কোকিলকূজনচ্ছলে অনবরত বিলাপ করিতেছে এবং নির্ঝর সকল শতধা বিদীর্ণ হইবার মানসে সবেগে সুবিশাল শিলাতলে আত্মাকে নিপাতিত করিতেছে। ঐ দেখুন, দারুণ দুঃখসন্তাপ প্রযুক্ত দিগঙ্গনাগণের মুখ ম্লান ও অপ্রসন্ন হইয়াছে; কুসুমসকল ম্লান হইয়াছে; গৃহসকল উৎসবশূন্য হইয়াছে এবং গ্রাম সকল নিরানন্দ হইয়াছে। ঐ দেখুন, নদীসকল শোক সহিতে না পারিয়া, কলেবরপরিহারবাসনায় সাগরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে এবং সরোবর সকল নিঃস্পন্দভাব অবলম্বন করিয়াছে। যেখানে কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী ও সুরকামিনীরা গান করেন, আমার জনকজননী অলঙ্কৃত হইয়া, সেই সুখধাম স্বর্গ আশ্রয় করিয়াছেন। আমরা শোকে বিহ্বল ও মৃতপ্রায় হইয়াছি। মহতের দর্শন নিষ্ফল হইবার নহে। অতএব, আপনারা আমাদের উপস্থিত শোক নিবারণ করুন।

রাজমহিষী লীলা এই কথা শুনিয়া, জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তকে স্বীয় সুকোমল করতল ন্যস্ত করিলে, মেঘাগমে নিদাঘসন্তাপের ন্যায়, তদীয় সমস্ত দুর্ভাগ্যদুঃখসঙ্কট তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল এবং তাঁহার পরিজনবর্গও দেবীদ্বয়কে দর্শন করিয়া, সমস্ত দুঃখবিষাদ পরিহার ও সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পদ্ অধিকার করিল।

শ্রীরাম কহিলেন, জ্যেষ্ঠশর্ম্মা লীলার পুত্র। তবে কেন লীলা তাঁহাকে সেই মাতৃমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন না ?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অজ্ঞানবশে যাবৎ পৃথ্ব্যাদিময় জড়-দেহকে সত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, তাবৎ লোকে এই জড়দেহ ধারণ করে; সেইজন্য তাহার মুক্তি হয় না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ অন্যপ্রকার। উহার আবির্ভাবে শুদ্ধসত্ত্বময় অদ্বিতীয় চিদাকাশ দেহের আবির্ভাব হইয়া থাকে; সৌম্য! স্বপ্নসময়ে, ইহা স্বপ্ন, এইপ্রকার জ্ঞানের উদয়মাত্র যেমন জাগ্রদ্-ভাবের আবির্ভাব হয়, পৃথ্ব্যাদিজ্ঞানের বিনাশ হইলে, তেমনি অপৃথ্ব্যাদিভাব সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ, যে যেরূপ ভাবনা করে, তাহার সেইরূপ সংঘটিত হয়। ব্রহ্মকে ভাবনা কর, ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। জ্ঞানের প্রভাবও অসীম এবং অজ্ঞানের অপকারিতারও সীমা নাই। জ্ঞান যেমন সমুদায় সংসারকে অলীক ও অমূলক করিয়া, মুক্তি-মার্গ প্রদর্শন করে, অজ্ঞান তেমনি সমস্ত দৃশ্যকে সত্যরূপে চিরস্থায়ী করিয়া, পুনঃপুনঃ বন্ধন করিয়া থাকে। অজ্ঞান অন্ধকার ও জ্ঞান আলোকস্বরূপ। জ্ঞানের আলোকে হৃদয়গৃহ পূর্ণ হইলে, উহাতে পরমাত্মার পরমপ্রিয় মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। জ্ঞান যেমন স্বর্গের সুগম পথ, অজ্ঞান তেমনি নরকের সহজ সোপান। মৃত্যুসময়ে লোকে যেমন আকাশে বেতাল ও

অরণ্যাদি অবলোকন করে, মূর্চ্ছাকালে তেমনি পরলোকও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভয়, ক্ষয় ও অর্দ্ধনিদ্রাসময়ে যেমন অবাস্তব পদার্থ সকলও বাস্তববৎ অনুভূত হয়, পৃথ্ব্যাদির জ্ঞান থাকিলেই তেমনি এই অসৎ দেহ সৎ রূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

বৎস! সংসারের কিছুই কিছু নহে। অজ্ঞানকৃত অভ্যাস-বশেই সমস্ত সত্যবৎ অনুভূত হয়। ভ্রান্তিবশেই যেমন লীলার বস্তুজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ইহাও সেইরূপ। বস্তুগত্যা জগৎ শূন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অজ্ঞানই উহার স্বরূপ ও স্থায়িত্বাদি কল্পনা করে। কিন্তু জ্ঞান উহা প্রতিহত করিয়া থাকে। অজ্ঞান জীবের আবরণ জ্ঞান সাক্ষাৎ প্রকাশ। অজ্ঞানরূপ বৈতরণী পার হইলেই, স্বর্গের সুখময় পন্থা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি যে কিছুই নহে, একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাহা অবধারিত হয়। এইজন্য পণ্ডিতগণ জ্ঞানকেই সাক্ষাৎ মুক্তি নামে অভিহিত করেন এবং অজ্ঞানকে মূর্ত্তিমান্ বন্ধন ও নরকের দ্বার বলিয়া থাকেন। জ্ঞানযোগে দৃষ্টি যেমন প্রসন্ন ও পূর্ণভাবাপন্ন হয়, অজ্ঞানের আবির্ভাবে তেমনি মলিন, ক্ষীণ ও দীনদশায় পরিক্ষিপ্ত হয়। যেখানে অজ্ঞান, সেইখানেই বিবিধ বিপদ, বিষাদ ও সন্তাপ এবং সেইখানেই নরকের পর নরক ও বন্ধনের পর বন্ধন।

এই জগৎ কিছুই নহে; এইপ্রকার জ্ঞান দ্বারাই পৃথিব্যাদির শূন্যতা, অসারতা ও অবাস্তবতা এবং নাস্তিতা প্রতীত হইয়া থাকে। বৎস! একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, সেই ব্রহ্মই জগৎ, তদ্ভিন্ন জগৎ কিছুই নহে, এইপ্রকার জ্ঞানযোগবিশিষ্ট ঋষিগণের পুত্র, কলত্র ও বান্ধবমিত্রাদিই বা কে? তাঁহারা ব্রহ্মভিন্ন আর কাহাকেও আত্মীয় জানেন না। সম্যক্ জ্ঞানদর্শী না হইলে,

রাগ, দ্বেষ ও মমতাদির পরিহার হয় না। তজ্জন্য, সংসারের পর সংসারবিস্তার হইয়া, পুনঃ পুনঃ বন্ধন ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ, লীলা যে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তকে করতলস্পর্শ করিলেন, তাহা পুত্র-বুদ্ধিতে নহে। কেননা, জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, জ্যেষ্ঠশর্ম্মাকে পুত্র বলিয়া তাঁহার বোধই ছিল না। ইহা কেবল জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পরমার্থজ্ঞানপ্রতিপাদক চিতির ফল।

এই রূপে বিশুদ্ধ বুদ্ধির উদয়ে দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই স্বপ্ন বা সংকল্পসম্ভূত পদার্থজাতবৎ, এক বারেই অলীক ও অসম্ভব এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মই সত্য ও সৎ রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি যাহাতে বিশুদ্ধ বোধরূপ অপার্থিব রত্নের অধিকারী হইয়া হৃদয়ভাণ্ডার সুসজ্জিত করিতে সক্ষম হও, কায়মনে তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা কর। ইহা স্থির জানিবে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে কখনও প্রভাকরের প্রভা প্রস্ফুরিত হয় না। সেইরূপ, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বলে হৃদয়দর্পন মার্জ্জিত না হইলে, উহাতে পরমাত্মার পূর্ণমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় না।

অজ্ঞান মানুষকে অন্ধ করে, জ্ঞান চক্ষুষ্মান্ করিয়া থাকে। ঋষিগণ এই জ্ঞানবলে দিব্যচক্ষু ও দিব্যগতি লাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য জগতের কিছুই তাঁহাদের অগম্য বা অদৃশ্য নহে এবং তজ্জন্য পরমপুরুষার্থময় পরব্রহ্ম তাঁহাদের অধিগত হইয়া থাকেন। ইহাই জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রভেদ।

দ্বাত্রিংশ সর্গ (সংসার মহাপাপ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর লীলা ও সরস্বতী সেই গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে শোকতাপ দূর এবং অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইলে, পরিজনেরা পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত

হইল। লীলা মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহাকে কহিলেন, বৎসে! তুমি অধুনা জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছ এবং সংসারযে কিছুই নহে, তাহাও প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। এই রূপে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সংসারজ্ঞান তিরোহিত হয়। এক্ষণে তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল।

লীলা কহিলেন, দেবী! আমি যখন মৃত ভর্ত্তার রাজ্যে গমন করি, তখন কেহ আমায় দেখিতে পায় নাই; কিন্তু পৃথিবীতে গমন করিলে, পুত্রেরা দেখিতে পাইল, ইহার কারণ কি?

দেবী কহিলেন, আমি আমার ইত্যাকার দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত না হইলে, সংকল্প সকল কখনই সিদ্ধ হয় না! তুমি যখন স্বামীসমীপে গমন করিয়াছিলে, তখন তোমার, আমি রাজমহিষী লীলা, এইপ্রকার দ্বৈত জ্ঞানের অভাব হয় নাই। তজ্জন্য তুমি সত্যকামা হইতে পার নাই। এক্ষণে তোমার জ্ঞান বিশিষ্টরূপে পরিপক্ক হইয়াছে এবং তৎসহকারে আমি, আমার ইত্যাকার জ্ঞানসঞ্চাররোধ হইয়াছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে, যে যাহা মনে করে, তাহার তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য, আমার পুত্রেরা আমায় দর্শন করুক, এইপ্রকার সংকল্প করিবামাত্র, তোমার তাহা সিদ্ধ হইল। এখন তুমি স্বামীসমীপে গমন করিলে, পূর্ব্ববৎ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে।

লীলা কহিলেন, দেবি! এই মন্দিরাকাশেই আমার স্বামী বশিষ্ঠ বাস করিতেন এবং মৃত্যুর পর এই স্থানেই রাজা হইয়াছিলেন। এইস্থানেই তাঁহার রাজধানী, অন্তঃপুর ও সংসারাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দেবি! অধুনা ভর্ত্তার সেই সংসারমণ্ডপ সন্দর্শনে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

দেবী কহিলেন, বৎসে! সকলেই জানে, তোমার স্বামী

অনেক। তোমার সম্প্রতিতন স্বামীগণের মধ্যে একের নাম বশিষ্ঠ। ইনি পরজন্মে পদ্ম নামে রাজা হয়েন। এই পদ্ম সম্প্রতি বিদূরথ নামে রাজা হইয়া, জন্ম গ্রহণ এবং ভ্রমবশতঃ সংসাররূপ জলধিতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই সাগর ভোগরূপ উত্তাল তরঙ্গে পরিপূর্ণ, রিপুগণের উপদ্রবরূপ দুষ্পার কল্লোলপরম্পরায় সমাচ্ছন্ন এবং বিবিধ অত্যাচাররূপ হিংস্র যাদোগণে সমন্তাৎ আকীর্ণ। বিদূরথ ঐ মহাকল্লোলে বারংবার ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত হইয়া, কচ্ছপের ন্যায়, ইহার এক স্থানে বাস করিতেছেন। রাজকীয় কার্য্যাদির অতিভারনিবন্ধন তাঁহার বিষম জড়তা ও জর্জ্জরিত দশার আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি যে অজ্ঞান জন্য মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন, তাহার আর অবসান হইতেছে না। সংসারে পতিত হইলে, মানুষের যাহা ঘটিয়া থাকে, তাঁহার তাহাই হইয়াছে। আমি রাজা, আমি প্রভু, আমি ধনী, আমি গুণী, আমি বলী ও আমি সুখী, এই প্রকার অভিমানবশে তিনি সুদৃঢ় সংসারপাশে প্রতিনিয়ত নিগড়বদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। সহজে ঐ পাশ ছিন্ন হইবার নহে। বিধাতা বিনা সূত্রে ঐ পাশ গ্রথিত করিয়াছেন। অয়ি বরবর্ণিনি! একমাত্র জ্ঞানরূপ অসি-সহায়ে ঐ পাশ ছেদন করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন, ঐ পাশ ছেদনের উপায় নাই। যাহারা জ্ঞান বিনা উহার ছেদন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ উহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই ঐ পাশের স্বভাব। এই পাশে বদ্ধ হইলে, জীবের আর জ্ঞান থাকে না। তখন সে অমৃত বোধে দারুণ হলাহল পান করিতে উদ্যত হইয়া, তীক্ষ্ণবিষ-আশীবিষ ধারণেও কুণ্ঠিত হয় না। এ বিষয়ের শত শত নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

তোমার স্বামী সেই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এই দুশ্ছেদ্য পাশবন্ধন-

যন্ত্রণায় অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া, রাজা হইব, মনে করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য আহার নিদ্রা পরিহার পুরঃসর রাত্রিদিন চিন্তা করিয়া, তাঁহার অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। তাহাতেই তাঁহার অপরিণত মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। বৎসে! চিন্তা যেমন শরীর শীর্ণ করে, এরূপ আর কিছুই নহে। চিন্তা দুই প্রকার, সুচিন্তা ও দুশ্চিন্তা; অথবা বিশুদ্ধ চিন্তা ও মলিন চিন্তা। যে চিন্তা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রতি ধাবমান, তাহার নাম সুচিন্তা; তদিতর দুশ্চিন্তা নামে অভিহিত। এই দুশ্চিন্তা সংসারপাশের নিত্য সহচরী। সংসারপাশে বদ্ধ হইলে, এই চিন্তাবশে লোকের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ হিংসা দ্বেষাদি নানাপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মাদি সৎপ্রবৃত্তি সকলের নিবৃত্তি সংঘটিত হয়। সাংসারিক লোক যে সহজে ধার্ম্মিক হইতে পারে না বা হয় না, ইহাই তাহার কারণ।

তোমার বর্ত্তমান স্বামী বিদূরথ রাজপদ পাইয়াছেন। মনুষ্য ও পশুশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত এবং লুণ্ঠনাদি বিবিধ অত্যাচারে লোকদিগকে নিষ্পিষ্ট ও মথিত করিয়া, এই রাজপদ তাঁহার অধিকৃত হইয়াছে। ইহা অধিকার করিয়াও নিস্তার বা পরিহার নাই। ইহার রক্ষা ও পোষণ জন্য প্রতিদিন কত শত প্রাণির শোণিত শোষণ হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। বলিতে কি, এক একটি রাজপদ মৃত্যুর মূর্ত্তিমান্ পদ। যে ব্যক্তি এই পদের অধিকারী, লোকের স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ তাহাকে পরমভাগ্যবান্ জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহার তুল্য হতভাগ্য কেহই নাই। কেননা, কোন কালেই তাহার চিত্তার হস্তে পরিহার ও শান্তিসুখের লেশমাত্র সঞ্চার নাই। শত শত রক্ষী থাকিতেও, সে ব্যক্তি যেন অরক্ষিত এবং বিষয়বিভবের একশেষ থাকিতেও, সে ব্যক্তি

যেন কতই দীন দরিদ্র! সেইজন্য সে রক্ষীর উপর রক্ষী নিয়োগ করে এবং বিভবের উপর বিভববিস্তারের চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাতেও তাহার নিস্তার নাই। এইরূপ, সারমেয় সন্তাড়িত শশকের ন্যায়, সর্ব্বদা সাতিশয় ব্যস্ত ও বিব্রত থাকিয়াই, তাহার অসার আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। এই রূপে রাজপদ কেবল বিপদ বিষাদের আস্পদ। না জানি, লোকে কেন উহার প্রার্থনা করে? অথবা সংসারপাশযন্ত্রণায় পরিহারপ্রাপ্তিপ্রত্যাশাই এবিষয়ের একমাত্র হেতু।

বৎসে! অতুল বিষয় বা অগণিত হয় হস্তী থাকিলেই লোকে সুখী হয় না। সুখ মনে, বাহিরে নহে। যদি ধনী দরিদ্র, দুর্ব্বল সবল, প্রভু ভৃত্য, অথবা প্রধান ও নিকৃষ্ট, সকল ব্যক্তিই আপনার মনের কথা বলে, তাহা হইলে, কেহই সুখী নহে, স্পষ্টই জানিতে পারিবে। দরিদ্র যেমন বাস্তবিক অভাবের জন্য সর্ব্বদাই অসুখী ও অসন্তুষ্ট, ধনীও তেমনি বাস্তবিক অভাব না থাকিলেও, দরিদ্রের ন্যায় আপনাকে অকারণ অভাবী ভাবিয়া, অনর্থক অসুখ ও অসন্তোষ ভোগ করে, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা কি আছে বা হইতে পারে? ঐ দেখ, ধনী ও দরিদ্র উদয়াস্ত সমান পরিশ্রম করিতেছে; বরং ধনী অপেক্ষা অধিক দরিদ্র পরিশ্রমে ব্যাপৃত ও শ্রান্তভাবাপন্ন। তোমার বর্ত্তমান স্বামী বিদূরথ, দিবসের চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকা মধ্যে নিদ্রা যান, এরূপ অবসর নাই, অথচ তাঁহার ঐশ্চর্য্যের সীমা নাই। অথবা মনুষ্যের স্বভাবই এই, সে একাকীই সমস্ত পৃথিবী ভোগের অভিলাষ করে। এই দুরাকাঙ্ক্ষাদোষেই তাহার সুখের পথে বিষম কণ্টক রোপণ করিয়াছে! অথবা, পাপ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্তও আছে। মানুষমাত্রেই নানা কারণে নানা প্রকারে গুরুতর অপরাধী। সেইজন্য নানাপ্রকার দুঃখাতি-

নিয়মাবলী।

—oo—

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺ রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে যে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে, তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম (এই সংস্করণে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিষণগণের বা অন্য কাহার কোন সত্বাধিকারই না বা রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দুমাত্র কোন অংশেই পরিবর্ত্তন করি নাই পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, এই অনুবাদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে, বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্বেও, লোকে ইহার প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করিয়া আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতি জটিল গ্রন্থ ইহার সহজ বাঙ্গালা হওয়া বড়ই কঠিন। তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুলভ হইবে, বলিয়া, ছাত্রমুখে ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে, অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অংশ অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না, তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে, প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে কি এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতেই ৺কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এই বশিষ্ঠের ও সাধারণের ঈদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা।

এই টাকা ১ম হইতে আরম্ভ করিয়া, ২।৩ বারে শোধ করিতে হইবে নতুবা, ।৵০ আনা হিসাবে পড়িবে। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে, সমগ্র পুস্তকের সমাপ্তি পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪.২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্তক শেষ হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার নিকট প্রত্যেক খণ্ড ॥০ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে উত্তর দিনা। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য সহ পত্র লিখিবেন অগ্রে টাকা না পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয় না। মনিঅর্ডার বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে, বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নের লিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

যদি আমি ইহা পরিসমাপ্ত করিতে না পারি, তবে গ্রাহকগণের মূল্য ফেরত দিয়া, পুস্তক ফেরত লইব, ইহাতে অন্যথা হইবে না।

প্রকাশক } ঠিকানা

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। } ৬ নং যোড়াবাগান ষ্ট্রীট—কলিকাতা

৭ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবাবুলাল চক্রবর্ত্তী

ও

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

সংস্কৃত এম, এ, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২৯ নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট "মিনার্ভা-প্রেসে"

শ্রীরমানাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

শয্য ভোগ করিয়া থাকে। বৎসে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পণ্ডিতেরা স্থির মীমাংসা করিয়াছেন যে, ইহলোক মনুষ্যের কারাগার। যে পূর্ব্বদেহে যে অপরাধ করে, বিধাতা বন্দীরূপে এই কারাগারে তাহাকে যাবজ্জীবন বদ্ধ করিয়া, নানাপ্রকার দুঃখী দানসহকারে সেই অপরাধের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন।

যাহা হউক, বৎসে! আমি তোমার ভর্ত্তৃগণের বিষয় উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে তুমি তাহাদের মধ্যে কোন্ ভর্ত্তার নিকট গমন করিতে অভিলাষিণী; বল। বায়ু যেমন গন্ধ বহন করে, আমি তেমনি অচিরাৎ তথায় লইয়া যাইব।

ত্রয়স্ত্রিংস সর্গ। (ঈশ্বর মহাত্ম্য।)

সরস্বতী কহিলেন, বৎসে! তুমি যে ভর্ত্তৃসংসার সন্দর্শনে সমুৎসুক হইয়াছ, তাহা অন্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের অন্তর্গত অন্যবিধ সংসার এবং উহা এই সংসার হইতে কোটি কোটি যোজন দূরে ব্যবস্থিত। একমাত্র জপ্তিরূপা চিৎই এই অনন্তবিস্তৃত সংসাররূপে প্রকাশিত হয়েন। বীজে বৃক্ষের ন্যায়, তাহাতেই সমস্ত অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। এই চিৎ ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, সনাতন ব্রহ্ম, ত্রিবৃৎ, ত্রিকাল, ত্রিধাম ও ত্রিযুগ্ম ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত হয়েন। কিন্তু বস্তুগত্যা তাঁহার কোন নাম বা রূপ নাই। তিনি সূর্য্যের সূর্য্য, চন্দ্রের চন্দ্র, অগ্নির অগ্নি, বায়ুর বায়ু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা, কারণের কারণ, জ্যোতির জ্যোতি এবং আলোকের আলোকস্বরূপ। অধিক কি, তিনি মৃত্যুর মৃত্যু মহামৃত্যু, কালের কাল মহাকাল, ভয়ের ভয় মহাভয়, বিপদের বিপদ মহাবিপদ এবং অমৃতের অমৃত মহামৃত ও সম্পদের সম্পদ পরম সম্পদ। তিনিই পুরুষার্থ ও পরমার্থ। তিনি পিতার পিতা পরমপিতা ও মাতার মাতা পরমমাতা এবং

আত্মীয়ের আত্মীয় পরমাত্মীয়। আমরা যাহা ভোজন করি, ঘ্রাণ করি, দর্শন করি ও স্পর্শ করি, তিনিই তৎসমস্তের বিধাতা, দাতা ও ব্যবস্থাকর্ত্তা। তাঁহাকে প্রীতি করিলে, শরীর শীতল হয়, প্রাণ পুলকিত হয়, মন উল্লাসিত হয়, আত্মা প্রফুল্ল হয় ও হৃদয় বিকসিত হয় এবং তাঁহাকে ভক্তি করিলে, অন্তরে অন্তরে, পঞ্জরে পঞ্জরে, শিরে শিরে, অস্থিতে অস্থিতে, মর্ম্মে মর্ম্মে এবং মজ্জায় মজ্জায় অমৃতরস সঞ্চারিত হইয়া, পরমানন্দ প্রবাহিত হইয়া এবং অলৌকিক আহ্লাদের উৎস উদ্গত হইয়া, মানুষকে দেবভাবে পূর্ণ করে।

তিনি তপস্বীর তপস্যা, যোগীর যোগ, জ্ঞানবানের জ্ঞান, বিদ্বানের বিদ্যা, সিদ্ধের সিদ্ধি, ক্ষমাবানের ক্ষমা এবং সংসারের প্রকাশ, স্থিতি ও সত্তাস্বরূপ। তাঁহাকে ভাবনা কর, সকল ভাবনার পরিহার হইবে; তাঁহাকে চিন্তা কর, সকল চিন্তার অবসান হইবে; ইহাই তাঁহার স্বরূপ। ভয় তাঁহাকে ভয় করে, বিপদ তাঁহাকে দেখিলে বিপন্ন হয় এবং মৃত্যুর মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি স্বর্গে অমৃত ও পৃথিবীতে মৃত্যু প্রেরণ করিয়াছেন। সূর্য্য তাঁহার ভয়ে উদিত ও অস্তমিত হয়েন। বায়ু তাঁহার ভয়ে প্রবাহিত হয়েন। অগ্নি তাঁহার ভয়ে প্রজ্বলিত হয়েন। পৃথিবী তাঁহার ভয়ে সর্ব্বংসহা হয়েন এবং আকাশ তাঁহার ভয়ে সকলের আধার হয়েন। বৎসে! মৃত্যু তাঁহার ভয়ে গৃহে গৃহে বৃকের ন্যায় বিচরণ করে, রোগ, শোক, দেহে দেহে সঞ্চরণ করে এবং মায়ামোহ দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করে।

তাঁহার আশ্রিত জনের ভয় নাই, মোহ নাই, বিপদ নাই, সন্তাপ নাই, মৃত্যু নাই, মায়া নাই এবং প্রমাদ নাই ও মূর্চ্ছা নাই। তাঁহার ভক্তকে দেখিলে, অগ্নি জল হয়, বিষ অমৃত হয়, দোষ গুণ হয়, বিপদ্ সম্পদ্ হয়, ভয় অভয় হয় এবং বিষাদ হর্ষ হইয়া থাকে। এই জন্য রণে, বনে, শত্রু জল বা অগ্নি মধ্যেও তিনি

শান্তি সুখে বিচরণ করেন। যে ব্যক্তি তাঁহার আত্মীয়, সে সকলের আত্মীয় এবং যে ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষ, সে সকলের বিপক্ষ হইয়া থাকে। তিনি চন্দ্ররূপে যামিনীর ভূষণ, সূর্য্যরূপে দিবসের ভূষণ এবং আলোকরূপে সূর্য্যের ভূষণ। তিনি চন্দ্রের কৌমুদী, সূর্য্যের কিরণসংহতি, অগ্নির তেজ ও আত্মার চৈতন্য। তিনি এই বৃক্ষে ফল দিয়াছেন, পুষ্প দিয়াছেন, পত্র দিয়াছেন ও ছায়া দিয়াছেন। তিনি এই পুষ্পে সৌগন্ধি দিয়াছেন, সৌকুমার্য্য দিয়াছেন ও সুখস্পর্শতা দিয়াছেন। তিনি অন্ধকারের পর আলোক ও আলোকের পর অন্ধকার এবং মৃত্যুর পর প্রাণ ও প্রাণের পর মৃত্যু দিয়াছেন।

প্রেম, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, সত্য, ন্যায়, শান্তি, দয়া, ক্ষমা, ধৃতি ইত্যাদি সদ্‌গুণ সকল তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার প্রসাদে অমৃত ও ক্রোধে মৃত্যু। বজ্রের কঠোর নিনাদে, কোকিলের কলস্বরে এবং বীণার সুমধুর নিক্কণে তাঁহার মৃদুমন্দ্র গভীরোদার শব্দ শ্রূয়মাণ হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্রে, পদ্মে, কুমুদে, সাধুর হৃদয়ে, সৎকার্য্যে, সরলতায়, সত্যে, ধর্ম্মে, শান্তিতে, ক্ষমায় এবং তৎসদৃশ অন্যান্য পদার্থে তাঁহার মোহনীয় ও মহনীয় শান্তোদার ভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং অপার সাগরে, অসীম আকাশে, অপ্রশস্য ভূধরে, অনন্ত বিস্তৃত কান্তারে এবং তৎসদৃশ অন্যান্য পদার্থে তাঁহার অপার অগাধ ও অনির্ব্বাচ্য স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে, সকল শিল্পের, সকল বুদ্ধির, সকল বিদ্যার, সকল নিপুণতার ও সকল দক্ষতার আধার, তাহা তাঁহার বিশ্বরচনার বিচিত্রতায় বিদিত হইয়া থাকে। কোটি কোটি মনুষ্য, কোটি কোটি পশু, কোটি কোটি বিহঙ্গ এবং কোটি কোটি পতঙ্গ আকাশ পাতাল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সকলেরই আকার ভিন্নপ্রকার এবং সকলেরই প্রকৃতি ভিন্নবিধ। ঐ যে অনন্ত ও অসীম আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, উহারও দৃশ্য একরূপ

নহে; কোথাও তারকায়, কোথাও নক্ষত্রে, কোথাও গ্রহসমূহে, কোথাও উপগ্রহে, কোথাও কেতু প্রভৃতিতে এবং কোথাও বা শ্বেত, পীত, লোহিত, নীল, ধূমল, পাটল ও অন্যান্য বিবিধ বর্ণের মেঘমালায় বিচ্ছিন্ন ও বিবিধ ভাবাপন্ন। এরূপ সর্ব্বজ্ঞতাপরিপূর্ণ অসীম শিল্পনৈপুণ্য তিনি ভিন্ন আর কাহাতে আছে বা হইতে পারে? এই জন্য তিনি সকল জ্ঞানের ও সকল শিল্পের আধার ও জন্মস্থান।

তিনি আছেন, এইজন্য তুমি আমি সকলেই আছে ও আছি। তিনি দেখেন, এই জন্য তুমি আমি সকলেই নিদ্রাপ্রভৃতি মোহের অবস্থায় প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি, সেই নিদ্রা দীর্ঘ নিদ্রা হয় না। তিনি ভাবেন, তজ্জন্য আমরা বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিচার সহ মনের চালনা করিতে সমর্থ হই। তিনি করেন, এইজন্য আমরা সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। ফলতঃ, আমরা জড়সমষ্টি-মাত্র, তিনি চৈতন্যময় মহাপ্রাণ; আমরা দেহ, তিনি দেহী; আমরা কার্য্য, তিনি কর্ত্তা; আমরা আধেয়, তিনি আধার; আমরা শূন্য, তিনি পূর্ণ; আমরা স্থিতিমাত্র, তিনি ব্যাপকস্বরূপ। তাঁহার প্রকাশ নাই; কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রকাশ। তাঁহার নাম নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বনাম। তাঁহার গতি নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বগতি। তাঁহার চক্ষু নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বচক্ষু। তাঁহার পদ নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বপদ। তাঁহার হস্ত নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্ব-হস্ত। তাঁহার কর্ণ নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বশ্রুতি। তাঁহার জিহ্বা নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বজিহ্ব। তাঁহার বাক্য নাই, কিন্তু তিনি বাচস্পতি। তাঁহার ধন নাই, কিন্তু তিনি ধনপতি। তাঁহার ক্রিয়া নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বক্রিয়। তাঁহার কার্য্য নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্বকার্য্য। গগনের ঐ সুবিশাল, সুমহাজ্যোতি, সর্ব্বভুবন-প্রকাশক ও সর্ব্বভুবনভূষণ সূর্য্য চন্দ্রমা তাঁহার চক্ষু; এই সদা-গতি, সুখসেব্য, সর্ব্বজীবন সমীরণ তাঁহার নিশ্বাস; এই অনন্ত

বিস্তৃত অসীম আকাশ তাঁহার অমেয় মূর্ত্তির ছায়া; এই সর্ব্বংসহা বসুমতী তাঁহার বিশ্বজনীন ধারণী শক্তি; এই বর্ষমান মেঘমালা তাঁহার কারুণ্যদ্রব; এই ফল, মূল ও শস্যাদি বিবিধ খাদ্য তাঁহার মূর্ত্তিমান্ প্রসাদ এবং এই বিশ্বাধার ও বিশ্বজীবন জল তাঁহার অনুগ্রহপ্রবাহ। তিনিই জীবকে সংসারপাশে বদ্ধ করেন, আবার তিনিই তাহাকে মুক্ত করিয়া থাকেন। এই সংসারপাশ যদিও কিছুই নহে, মায়ামাত্র; কিন্তু তিনিই ইহা বিস্তৃত রাখিয়াছেন। অজ্ঞানী, অভিমানী জীবই ইহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তুমি অজ্ঞান ও অভিমান ত্যাগ কর। সংসারপাশে পরিহার প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। জীব যাবৎ তাঁহাকে জানিতে না পারে, তাবৎ সংসারপাশযন্ত্রণায় পুনঃ পুনঃ মর্ম্মপীড়া অনুভব করে এবং হস্তপদাদিবিহীন কৃমির ন্যায়, ঘোর গভীর অন্ধকারে বিচরণ করিয়া থাকে; ইহাই তাঁহার মাহাত্ম্য।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ। (মণিমন্ত্র।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! তুমি সাক্ষাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানস্বরূপ; তোমার অবিদিত কি আছে? তথাপি, নিত্যশিক্ষার পরীক্ষা বা পরিচর জন্য প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারকে অসার ভাবিয়া, আপনাকে ভবসাগরের অস্থায়ী বুদ্বুদ ভাবিয়া, স্ত্রীপুত্রকে সাক্ষাৎ বন্ধন ভাবিয়া, বিষয় বিভবকে নরকের দ্বার ভাবিয়া, বন্ধু বান্ধবকে মূর্ত্তিমান্ শত্রু ভাবিয়া এবং ধনজনকে ন্যক্কার ভাবিয়া, সেই সকলের বিধাতা ভূমানন্দ মহাপুরুষ পরমেশ্বরে এই বলিয়া আত্মসমর্পণ করিবে, হে বিশ্ববিধাতঃ! তুমি হস্ত দিয়াছ, করিতেছি, পদ দিয়াছ, চলিতেছি, বাক্য দিয়াছ, বলিতেছি, চক্ষু দিয়াছ, দেখিতেছি, কর্ণ দিয়াছ, শুনিতেছি, জ্ঞান দিয়াছ, জানিতেছি, বুদ্ধি

দিয়াছ, বুঝিতেছি এবং আত্মা ও চৈতন্য দিয়াছ, এইজন্য ঐ সকলের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। যদি এই সকল না দিতে, তাহা হইলে, ঐ পথিমধ্যে পতিত কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি জড়ের সহিত আমার বিশেষ কিছুই থাকিত না।

তুমি আলোক দিয়াছ ও অন্ধকার দিয়াছ, জীবন দিয়াছ ও মৃত্যু দিয়াছ। ইহার অর্থ এই মাত্র, আমি সুখে হর্ষিত বা দুঃখে অভিভূত হইব না। তুমি গ্রীষ্মের পর বসন্ত ও বসন্তের পর গ্রীষ্ম বিধান করিয়া থাক এবং তোমারই সুবিহিত ও সসম্বন্ধ নিয়মে উদয়ের পর অস্ত ও অস্তের পর উদয় সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই উদয় ও অস্ত উভয়ত্রই সুখের সীমা নাই। অবিদ্যাচ্ছন্ন অজ্ঞানী মানুষই কেবল ইহাতে ধারাবাহিক অসুখ দেখিয়া থাকে। নাথ! যাহার মন সর্ব্বদাই পাপে জর্জ্জরিত ও সন্তাপে সন্তাপে নিঃশেষে দগ্ধভাবাপন্ন, সে যেমন সূর্য্যের উদয়ে ব্যথিত হয়, অস্তেতেও তেমনি ব্যাকুল হইয়া থাকে। সে সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া, কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হয়, এই চিন্তা করে; আবার, রাত্রি প্রভাত হইলে, কতক্ষণে দিবাবসান হয়, নিতান্ত ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া, ইহাই চিন্তা করিয়া থাকে। আমায় যেন কখনই এরূপ ব্যস্ত হইতে না হয়। আমি যেন চিরকাল আপনার ছায়াস্বরূপ সুখময়ী শান্তির কোমল ক্রোড়ে চিরশিশু রূপে বিহার করি। আমার প্রতিবেশীমাত্রেরও যেন ঐ প্রকার দশার সঞ্চার হয়।

হে ভূমন্! তুমি চিৎস্বরূপ মহাজীব। বিষয়ে বীতরাগ না হইলে, তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন বিষয়বশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে, সঞ্চল সলিলে চন্দ্রবিম্বের ন্যায়, তাহাতে তোমার চৈতন্যরূপ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। তুমি সংসারের চরম স্থান। নদী, নদ ও হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় সকল যেমন মহাসাগরে পতিত হয়, সংসারের সমস্তই তেমনি তোমাতে লীন বা সংহৃত

হইয়া থাকে। যূথভ্রষ্ট ব্যাধতাড়িত হরিণ যেমন যূথ প্রাপ্ত হইলে, পরমনির্বৃত হয়, মন তেমনি পার্থিব বিবিধ অসুখে অভিহত ও অভিভূত হইয়া, তোমারে প্রাপ্ত হইলে, নিরতি নির্বৃতি অনুভব করে। যাহারা ইহা অবগত, তাহারাই পণ্ডিত, তাহারাই জ্ঞানী এবং তাহারাই সাধু।

তুমি সকল সুখের আস্পদ, সকল আরামের আলয়, সকল সন্তোষের নিকেতন, সকল আহ্লাদের মূল ও সকল আনন্দের আধার। যাহারা তোমাকে পাইতে না পারে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য! আমার যেন কখনও সেপ্রকার দুর্ভাগ্যযোগ সংঘটিত না হয়। আমি যেন তোমার প্রসাদে সকল সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারি।

নাথ! বিষয়রূপ বিষম বিষবেগে আহত হইয়া, আমার আত্মা কতই গুরুতর বেদনা অনুভব করিয়াছে! আমি এখন সেই বিষয় ত্যাগ করিয়া, একমাত্র শ্রেয়ের অবলম্বন রূপে তোমাকেই আশ্রয় করিলাম। তুমি আমায় ধারণ কর, ধারণ কর! আমি পাপে তাপে অভিভূত, রোগে শোকে জর্জ্জরিত, লোভে ক্ষোভে বিমোহিত এবং ক্রোধে মোহে অবসাদিত হইয়া, পাপ সংসারে কতই যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, বলিবার নহে! সে সকল মনে হইলেও, শরীর কম্পিত হইয়া উঠে! নাথ! আমি এই কারণে তোমাকে আশ্রয় করিলাম। এখন আর আমায় ঐ সকল উপদ্রব আক্রমণ বা অভিভূত করিতে পারিবে না!

নাথ! সংসারে প্রাণ ও চেতনা তোমা হইতে আসিয়াছে; জ্ঞান ও বুদ্ধি, প্রেম ও স্নেহ এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধাও তোমা হইতে আসিয়াছে। অধিক কি, এই আমি তোমা হইতে আসিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে আমি ছিলাম না এবং পরেও কখনও থাকিব না। তোমার মনে হইলেই, আমার উদয় বা আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই রূপে আমি তোমারই, কখনই সংসারের নহি। তবে কেন

আমি সংসারের হইতে চেষ্টা করি? তবে কেন আমার সমস্ত সংসারকে আমার করিতে চেষ্টা ও অভিলাষ হয়? বুঝিলাম, এ সকল তোমারই বিড়ম্বনা এবং মোহেরই ছলনা। নাথ! তোমার প্রসাদে আর যেন আমাকে এইরূপ ছলিত ও বিড়ম্বিত হইতে না হয়।

নাথ! সকলে তোমার উদ্দেশে তপস্যা ও চিন্তা করে, এই-জন্য তোমার নাম তপোময় ও চিন্তাময়। তুমি ধর্ম্মরূপে সংসারস্থিতি বিধান কর, এইজন্য তোমার নাম ধর্ম্মময়। তোমা হইতে দয়া ও প্রেম আসিয়াছে, এইজন্য তোমার নাম দয়াময় ও প্রেমময়। তোমার ইচ্ছাই সকলের কারণ, এইজন্য তোমাকে ইচ্ছাময় বলে। তুমি লীলাবশে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজ কর। এইজন্য লীলাময় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তুমি অনবরত কার্য্য কর, এইজন্য ক্রিয়াময়। তুমি সমস্ত লোকে ও সমস্ত লোক তোমাতে অধিষ্ঠান করে, এইজন্য তোমার নাম লোকময়।

এই অসীম আকাশের এমন স্থান নাই, যাহাতে তুমি নাই। অথবা, এই অনন্ত কালের এমন অংশ নাই, যাহাতে তুমি নাই। অথবা, এই অনন্ত বিস্তৃত জগতের এমন স্থান নাই, যাহাতে তুমি নাই। তুমিই বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণু, যে পরমাণুর সমষ্টিতে এই দৃশ্যমান বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ হইয়াছে। তুমি প্রাণ, আবার তুমিই প্রাণের অভ্যন্তরে চেতনা। তুমি দেহ, আবার তুমিই দেহের অভ্যন্তরে আত্মা। তুমি মন, আবার তুমিই মনের অভ্যন্তরে বিবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। তুমি পৃথিবী, আবার তুমিই পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিবিধ উৎপাদিকা শক্তি। তুমি অন্তর, আবার তুমিই অন্তরাত্মা। তুমি আত্মা, আবার তুমিই পরমাত্মা। তুমি কার্য্য, আবার তুমিই কারণ।

তোমার আকার নাই, কিন্তু এই দুর্ব্বিগাহস্বরূপ আকাশ

তোমার আকার। তোমার রূপ নাই, কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ তোমার রূপ। তোমার বর্ণ নাই, কিন্তু এই তেজোময় অগ্নি তোমার বর্ণ। যাহারা এই পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত, তাহারাই তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা; আমরা তোমার ক্ষুদ্র প্রজা। তুমি নিজেই বীজ আধান করিয়া, নিজেই প্রসব কর, এইজন্য তুমিই পিতা ও তুমিই মাতা। তুমি রোগ, আবার তুমিই ঔষধ। যাহারা অজ্ঞানে, অভিমানে ও অবিদ্যাবলে হতবুদ্ধি, হতদৃষ্টি ও হতচিত্ত হইয়া, বিপথে পদার্পণ করে, তুমি অশান্তি প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বা রোগরূপে তাহাদিগকে অসুখী ও অস্থির করিয়া থাক। আবার, যে ব্যক্তি ঐরূপ ব্যাধিযন্ত্রণায় পতিত হইয়া পিতঃ! আমার পরিত্রাণ কর, বলিয়া, প্রার্থনা করে, তুমি তাহারে তৎক্ষণাৎ অমৃতরূপ ঔষধ দানে শান্ত, সুখিত ও সুস্থ করিয়া থাক। ইহাই তোমার মহিমা। আমি যেন এই মহিমা চিরকাল অবগত থাকি। যেন কোন কালে তোমাকে ভুলিয়া না যাই। পিতঃ! যাহারা তোমাকে ভুলিয়া যায়, স্বর্গ, অপবর্গ এবং অন্যান্য সুখসাধন তাহারে বিস্মৃত হইয়া থাকে।

নাথ! স্বর্গনামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যেখানে তুমি, সেইখানেই স্বর্গ, আব তদিতরই নরক বা মহানরক। যাহারা তোমার অনুগৃহীত, তাহারাই দেবতা। যিনি এই দেবতাদের মধ্যে প্রধান, তিনিই ইন্দ্র। সুতরাং, ইন্দ্র বলিতে তোমার প্রধান কৃপাপাত্রকে বুঝাইয়া থাকে। আমার যেন এই ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তি হয়।

তুমি আত্মানন্দ সর্ব্বতোভদ্র মহাপুরুষ। তুমি জলে তরলতা, অগ্নিতে তেজ, সূর্য্যে আলোক, চন্দ্রে কান্তি ও পুষ্পে সৌকুমার্য্য এবং তুমিই জননী হৃদয়ে স্নেহ, মমতা ও প্রীতি রূপে অধিষ্ঠান কর। তুমি আত্মীয়ের আত্মীয়, পরম আত্মীয়; তোমা অপেক্ষা

সংসারে আত্মীয় আর কে আছে? এইজন্য পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী ও বন্ধু বান্ধব সকল আত্মীয়ে মিলিয়া তোমার উপাসনা করে। আবার, সংসারে সকলে সকলের আত্মীয় হইতে পারে না; কিন্তু তুমি সকলেরই সমান আত্মীয়। এইজন্য শত্রু-মিত্রে তোমার উপাসনা করে। তোমারে জানিবার জন্য যত্নশীল হইলে, জ্ঞানের পর জ্ঞান, বিজ্ঞানের পর বিজ্ঞান এবং উন্নতির পর উন্নতি প্রাতুর্ভূত হইয়া থাকে। ইহাই তোমার মহিমা। অতএব আমি যেন তোমারে জানিতে সর্ব্বদা যত্নশীল হই।

আমি পতিত, আমায় উদ্ধার কর। আমি অবসন্ন, আমায় রক্ষা কর। আমি পাপী, আমায় পরিত্রাণ কর। আমি তাপী, আমায় শীতল কর। আমি অনাথ, অ.মায় আশ্রয় প্রদান কর। আনি দীন হীন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল, আমার সহায় হও।

বৎস রাম! এই বলিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবে। সৌম্য! স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা আমারে সংসারে প্রেরণসময়ে অনায়াসে মনুষ্যের উদ্ধারজন্য এই আত্মকবচ প্রদান করেন। ইহার প্রকৃত নাম মণিমন্ত্র। ইহা ধারণ করিলে, মনুষ্যের সংসারব্যাধির শান্তি হয়, আত্মা প্রফুল্ল হয়, নির্ব্বৃতিযোগসম্পন্ন হয় এবং হৃদয় শীতল ও সুখিত হয়। সেইজন্য প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে ইহা বর্ণন করিলাম। প্রার্থনা, গৃহে গৃহে যেন এই মণিমন্ত্রের প্রচার হয়।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ। (স্মৃতি ও সংসার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রাজমহিষী লীলা দেবীর উল্লিখিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, জননি! আপনার কথা শুনিয়া, আমার অপূর্ব্ব পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল মনে পড়িতেছে। আমার এই বর্ত্তমান জন্ম রাজসিক, ইহা তামসিক বা সাত্ত্বিক নহে। আমি এ পর্য্যন্ত আট শত বার জন্মিয়াছি। সেই সকল যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

আমি প্রথমে বিদ্যাধরী ছিলাম। দুরদৃষ্টবশে দুর্বাসনাদোষে আক্রান্ত হওয়াতে, মানুষীজন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক কলিঙ্গরাজার পত্নী হই। পরে শ্যামবর্ণা চণ্ডালিনী হইয়া, পত্রাম্বরধারণপূর্ব্বক করঞ্জ, কুন্দ, জম্বীর ও কদম্বকাননে বাস করিয়াছিলাম। এইরূপ অরণ্যবাসে অনুরাগপ্রযুক্ত পরজন্মে বনবিলাসিনী লতা হইয়া, পবিত্র তাপসাশ্রমে কিয়ৎকাল বাস করি। অনন্তর মুনিসঙ্গে সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হওয়াতে, সেই ঋষিরই কন্যা হইয়াছিলাম। তৎপরে শুভাদৃষ্টবশে পুরুষ হইয়া, সুরাষ্ট্রজনপদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শতবৎসর ঐশ্বর্য্যভোগে অতিবাহন করি। পরে দুরদৃষ্টের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, রাজত্বসময়ে পরস্বাপহরণাদি যে দুষ্কৃতপরম্পরার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তৎপ্রযুক্ত তালীবৃক্ষ-তলস্থিত জলাশয়তীরে কুষ্ঠবিকলাঙ্গী নকুলী হইয়া, আমার নয় বৎসর অতীত হইয়াছিলাম। অনন্তর মোহবশে সুরাষ্ট্রদেশে গোজন্মে আট বৎসর যাপন করিয়া, দুরাত্মা গোপালগণের তাড়নায় পাপজীবন জর্জ্জরিত করিয়াছিলাম। পরজন্মে পক্ষিণী হইয়া, ব্যাধগণের মহাপাশে পতিত ও অতিকষ্টে মুক্ত হই। তৎপরে মধুকরী হইয়া, মধুকরসঙ্গে কমলকলিকার অভ্যন্তরে কর্ণিকাশয্যায় বিশ্রাম ও সুকোমল কেশর সকল ভক্ষণ করিয়াছিলাম। অনন্তর হরিণী হইয়া, অত্যুচ্চ ভূধরশেখরে বিহারসময়ে ব্যাধকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলাম। পরে উত্তুঙ্গ-তরঙ্গসঙ্কুল সাগর-সলিলে মৎস্য হইয়া, প্রবাহবশে পরিচালিত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠে পতিত হইলে, আমার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্তর দুরদৃষ্টবশে পুনরায় চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নীধুবনলীলার অবসানে নারিকেলাসব পান করিয়াছিলাম। তাহার পর সুন্দরস্বরশালিনী সারসী হইয়া, জন্মগ্রহণ করি। ঐ জন্মে চীৎকাররূপ সুমধুরস্বরে প্রিয়তম সারসের মন হরণ করিতাম। অনন্তর তমালতালীকুঞ্জে তরলবদনস্থ মদিরায়ত লোচনের কটাক্ষবিক্ষেপে কান্তকে

অবলোকন করিয়াছিলাম। পরে বিবিধভূষণভূষিতা অসামান্য-লাবণ্যলাঞ্ছিতা অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, বদনকমলের মধুদানে সুররূপ মধুকরনিকরের অন্তঃকরণ আপ্যায়িত করিয়াছিলাম। তৎকালে কখন ভূতলে, কখন নন্দনে, কখন সুমেরু-শেখরে এবং কখন বা চৈত্ররথে বিবিধ মনোরথে বিচরণপূর্ব্বক সুরযুবাগণের অসীম প্রীতি সঞ্চরিত করিতাম। অনন্তর কচ্ছপী-জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রবল তরঙ্গসঙ্কুল নদীসমূহে এবং সাগর-সমীপস্থ বনরাজিবিরাজিত গিরিগুহায় বাস করিয়াছিলাম। তদনন্তর শাল্মলীবৃক্ষে দোলায়মান মশকদিগকে দর্শনপূর্ব্বক তদ্‌ভাবভাবিত হওয়াতে, মশকী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। অনন্তর তরঙ্গশালিনী গিরিনির্ঝরিণীর উপকূলে বেতস লতা হইয়া, কিয়ৎ-কাল যাপন করিয়াছিলাম। তৎপরে গন্ধমাদনশেখরে মন্দার-বাসিত মনোহর মন্দিরে অসামান্যরূপমাধুরী প্রবালপ্রতিম-কোমলাধরী বিদ্যাধরী হইয়া, অবতরণ করিলে, কামনির্ভরান্তর বিদ্যাধরকুমারনিকর আমার পদতল চুম্বন করিয়াছিল। অনন্তর দুরদৃষ্টবশে মানুষী হইয়া, কোন দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ এবং স্বামী মনোমত অলঙ্কারদানে অসমর্থ হওয়াতে, বেশ্যারত্তি অব-লম্বনপূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্ম নিপীড়ন করিয়াছিলাম। তাহাতেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হওয়াতে, সেই পাপে আমার শূকরী জন্ম লাভ হয়। অনন্তর পুনরায় চণ্ডালিনী হইয়া, গিরিকন্দরে বিহার করত প্রিয়তম চণ্ডালের মন হরণ করিয়াছিলাম। পরজন্মে সৌভাগ্য-যোগে কোন ধনিকের পত্নী হইয়া, সংসারে অবতরণ করি। কিন্তু গর্ব্বভরে পৃথিবীরে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করাতে, পুনরায় অতি দরিদ্রকুলে পতিত হই। এই জন্মে আমার কন্যাপুত্রে দশ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। দিনান্তে আহার জুটা ভার; কোন দিন অনশনে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে এবং কোন দিন বা সামান্য শাক ভক্ষণে কোন রূপে উদরপূর্ত্তি হয়; শরীরে তৈল নাই, বস্ত্র নাই,

অলঙ্কার নাই এবং কোনপ্রকার বেশভূষা নাই; মুখ সর্ব্বদাই মলিন, মন সর্ব্বদাই অসুখী, হৃদয় সর্ব্বদাই চঞ্চল, আত্মা সর্ব্বদাই ব্যাকুল এবং শরীর সর্ব্বদাই দুর্ভরভারস্বরূপ; কন্যাপুত্র সকলেই দুরাচার; স্বামী মিষ্ট কথার লেশমাত্র জানেন না, সর্ব্বদাই খড়্গ-হস্ত এবং প্রতিবেশীগণও দরিদ্র ভাবিয়া, আস্থা বা শ্রদ্ধা অথবা অনুরাগ বা সম্মান করে না। এইপ্রকার নিতান্ত ঘৃণিত, পতিত, অবনত ও শোকশত পরিপূরিত নীচ দশায় সেই দরিদ্র জীবন অতিবাহিত হইলে, কোন নিবিড় জঙ্গলে হরিণী হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ব্যাধভয়ে যূথভ্রষ্ট হইলে, মৃগয়াবিহারী কোন রাজার বিষদিগ্ধ শল্যে প্রাণত্যাগ করি। সঙ্গে দুই দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান। মৃত্যু সময়ে তাহাদের মলিন মুখ দর্শন করিয়া, হৃদয় তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর কোন ভিক্ষুর গৃহে জন্ম হয়। পিতা কুষ্ঠী, মাতা অন্ধ, ভ্রাতা দস্যু ও দুরাচার। সুতরাং আমি ভিন্ন পিতামাতার অন্য সম্বল ছিল না। দিনান্তে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতাম, দুরাচার ভ্রাতা আসিয়া, তাহার প্রায় সমুদায় অংশ আত্মসাৎ করিত। সুতরাং একপ্রকার অনশনে সমস্ত জীবন যাপন হইয়াছিল। অনন্তর কোন বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। পিতা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, অর্থ সম্পত্তির সীমা নাই; কিন্তু কৃপণের একশেষ ছিলেন। তজ্জন্য, অর্থপিপাসা, বলবতী রাক্ষসীর ন্যায়, দয়া, ধর্ম্ম ও মমতাদির সহিত তাঁহাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল। এইপ্রকার অপরিহার্য্য অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, তিনি একজন অন্ধ আতুর দস্যুপ্রায় লোকের হস্তে আমারে কন্যাকালে সম্প্রদান করেন। এই অভিমানে জননী আত্মঘাতিনী হইলে, আমিও তাঁহার সহগামিনী হইয়াছিলাম। এই পাপে মাতা কন্যা উভয়েরই কীটযোনিপ্রাপ্তি হয়।

দেবি! এই সংসার সুদুষ্পার নদীস্বরূপ। দুর্ব্বাসনারূপ

প্রবলঝটিকাবশে ইহাতে জন্মপরম্পরারূপ যে তরঙ্গলহরী সমুত্থিত হইতেছে, আমি তাহাতে পতিত হইয়া, উল্লিখিতরূপে কখন উৎকৃষ্ট ও কখন বা নিকৃষ্ট যোনিতে অবতরণ করিয়াছিলাম। ফলতঃ, বাসনার ক্ষয় না হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই আমার ন্যায়, জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ঐ যে শত শত ব্যক্তি সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, যাহাদিগকে এখন কেহ প্রভু, কেহ রাজা, কেহ ধর্ম্মাবতার এবং কেহ বা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিতেছে; ইহারা যে পরজন্মে প্রভু বা রাজা হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। প্রত্যুত, ইহারা এই প্রভু অবস্থায় অধীনের উপর শাসনাদি করিয়া, যে দুষ্কৃতি সঞ্চয় করিতেছে, তাহার প্রভাবে ইহাদিগকে অবশ্যই কৃমিকীটাদি নীচযোনি ভোগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অন্য প্রভু নাই। সুতরাং কেহ কাহারই প্রভু হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যদি কেহ প্রভুত্ব করে, সে গুরুতর অপরাধী; অতএব অবশ্যই দণ্ডনীয়। আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি সকলই জানেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ। (গিরিগ্রাম বর্ণন।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! বজ্রসারসদৃশ ভিত্তিবিশিষ্ট কোটি-জনবিস্তৃত নিবিড় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল কিরূপে ভেদ করিয়া তাঁহারা বহির্গত হইলেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যাহা প্রতিভা বা আকাশমাত্র, তাহার আবার সত্তা কি, স্থিতি কি, ভিত্তি কি, বজ্রসারতাই বা কি? ফলতঃ, ব্রহ্মাণ্ডও নাই, সংসারও নাই, ভিত্তিও নাই এবং তাহার দূরত্বও নাই। এ সমস্ত কেবল কল্পনামাত্র। তাঁহারা আকাশরূপী আত্মাতেই ঐ সকল অনুভব করিয়াছিলেন। সেই অজ ও শান্তস্বরূপ চিৎই চিত্ত হইতে স্বয়ং এই অনন্তবিস্তৃত জগৎ রূপে সর্ব্বত্র প্রতিভাত হয়েন; যে ব্যক্তি ইহা অবগত, তিনি এই

দৃশ্যজাতকে আকাশবৎ শূন্যস্বরূপে কল্পনা করিয়া, অনায়াসেই শোক পরিহার করেন। আর যে ব্যক্তি ইহা না জানে, তাহারই অনুভবে ইহা বজ্রসারময় অচলের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। এইপ্রকার প্রতীতিই শোক ও বন্ধের কারণ। মরুভূমিতে জল, সুবর্ণে কটক এবং আদর্শে প্রতিবিম্বের ন্যায়, সেই চিদাকাশেই এই সমস্ত দৃশ্যজ্ঞান সৎ স্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ইহা তোমাকে বারংবার বলিয়াছি। ইহা জানিলেই, সংসারমোহ তিরোহিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৎস! সেই মনোহরাকার রমণীদ্বয় উক্তরূপ কথোপকথন-প্রসঙ্গে গ্রামস্থ জনগণের অলক্ষিতে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত পর্য্যবলোকন করিলেন। ঐ ভয়াবহ ভূমিধরের সমুন্নত শেকরনিকর আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডল আলোড়ন করিতেছে। উহার কোন স্থানে বিবিধবর্ণবিভূষিত বনরাজিবিরাজিত উৎফুল্ল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সন্নিবিষ্ট, কোন স্থানে নির্ম্মল নির্ঝরসকল ঝর্ঝরশব্দে নিপতিত, কোন স্থানে বনবিহঙ্গেরা মধুরস্বরে সঙ্গীতনিরত এবং কোন স্থানে মঞ্জরীপুঞ্জলাঞ্ছিত অভ্রভেদী পাদপনিকরের শেখরদেশে বিচিত্র সারসসকল বিশ্রামপরায়ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে সুদীর্ঘ সরিত্তরঙ্গ মুক্তামালার ন্যায়, পতিত হইতেছে। কোন স্থানে অতীববিশাল বেতসবৃক্ষসকল নদীতটে দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকাতে, আশু পতন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। কোন স্থানে প্রফুল্ল-পুষ্পরাজিত সুবিস্তৃত শিখরতরু সকল আকাশকোষবিহারী জলদপটল প্রচ্ছাদিত করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। কোন স্থানে বনরাজিবিরাজিত তরঙ্গিণীসকলের সান্নিধ্যবশতঃ সুশীতলকর-সম্পৃক্ত সুখসেব্য সমীরণ সতত সঞ্চরমাণ হইতেছে।

অনন্তর তাঁহারা অবলোকন করিলেন, ঐ ভূধরের কোন স্থানে ব্যোমমণ্ডলের ন্যায়, সেই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ গ্রাম

প্রশস্ত প্রণালীপটলে ও সুনির্ম্মলসলিলশালী সরোবর সমূহে সুশোভিত, নদীকূলে ধাবমান বিবিধজাতীয় বিহঙ্গমের মনোহর নিনাদে প্রতিধ্বনিত এবং হুঙ্কারধ্বনিসহকারে ছায়াময় গুল্মপরিপূর্ণ ভীষণ বনকুঞ্জের অভিমুখে সবেগে গমনোন্মুখ গোসমূহে অলঙ্কৃত। উহার কোন স্থানে সূর্য্যকিরণের দুষ্প্রবেশবশতঃ নীহারধূসর বনরাজি বিরাজমান; কোন স্থানে শিলাকুহর-বিগলিত নির্ঝরনিকরের অবিরলবাহিনী ধারাসকল মুক্তাক্ষোদসদৃশ সমুজ্জ্বল সলিলবিন্দুসকল সমন্তাৎ সঞ্চালিত করিয়া শোভমান; কোন স্থানে অজিরচত্বরসংস্থিত ফলকুসুমসুশোভিত পাদপসকল, পুষ্পসম্ভারহস্ত মনুষ্যের ন্যায়, দণ্ডায়মান; কোন স্থানে মনোহরঝঙ্কারকারী সমীরহিল্লোলে তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা দোদুল্যমান এবং উহার কল্লোলকলধ্বনিতে গ্রামবাসীজনগণের সংলাপসমূহ শ্রূয়মান হইতেছে। কোন স্থানে ভীরুস্বভাব অলসপ্রকৃতি লোকসকল অবস্থান এবং কোন স্থানে নগ্ন বালকসকল বিচরণ করিতেছে। উহাদেব মুখ, হস্ত ও স্কন্ধ দধিলিপ্ত, সর্ব্বাঙ্গে গোময়পঙ্ক এবং হস্তে পুষ্পস্তবকসমলঙ্কৃত সুকোমল লতাসকল শোভা পাইতেছে। কেহ নৃত্য, কেহ গান, কেহ হাস্য কেহ চীৎকার, কেহ লম্ফন, কেহ ধাবন, কেহ কুর্দ্দন, কেহ আস্ফোটন, কেহ তাড়ন, কেহ নিক্ষেপণ ও কেহ বা আন্দোলন করিতেছে।

তাঁহারা পুনরায় দেখিলেন, উহার কোন স্থানে তরঙ্গশালিনী সুদূরবাহিণী স্রোতস্বিনীসকল প্রবাহিত ও তাহাদের সুনির্ম্মল সলিলসম্পর্কে সুশীতল সমীরণ সকলের সুখসমুদ্ভাবন পূর্ব্বক সমন্তাৎ সতত সঞ্চলিত হইতেছে। কোন স্থানে অনবরত নদীপ্রবাহের সমুচ্ছ্বাসে নবীনতৃণসঙ্কুল বালুময় পুলিনদেশ বিবিধ রেখাপাতে অঙ্কিত হইতেছে। কোন স্থানে দধিদুগ্ধের সুশোভন সৌরভমদে মত্ত হইয়া, মক্ষিকাসকল মন্থর গতিতে সঞ্চরণ

করিতেছে। কোন স্থানে ক্ষীণদেহ বালকসকল মনোমত বস্তু-লাভের অভাবপ্রযুক্ত, অনর্গলবিগলিত নয়নসলিলে অভিষিক্ত হইয়া, তারস্বরে রোদন করিতেছে। কোন স্থানে ভবনসন্নিহিত মনোহর নিকুঞ্জ হইতে বিকসিত কুসুমরাশি অনবরত পতিত হওয়াতে, পৃথিবী যেন পুষ্পময়ী হইয়াছে। কোন স্থানে ফল-কুসুমসুশোভিত সুজাত তরুশেখরে কোকিলপ্রভৃতি কলবিহঙ্গ উপবেশন করিয়া, সুস্বর সঙ্গীতসহকারে লোকের মন প্রাণ হরণ করিতেছে। কোন স্থানে কামাকুল কামিনীকদম্ব গোষ্ঠীবদ্ধ আসীন হইয়া, গতরাত্রির রথা অভিমান ও কলহাদিকথাকীর্ত্তনে পরস্পর হাস্যপরিহাসে নিমগ্ন রহিয়াছে। কোন স্থানে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ যজ্ঞভূমিস্থ ক্রূর কণ্টকাদির উৎসারণ করিতেছেন। কোন স্থানে অরণ্যবিহারী তৃণভোজী হরিণগণ দলে দলে বিচরণ ও কলকণ্ঠ পক্ষীসকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। কোন স্থান বালকগণের কোলাহলে, কোন স্থান যুবকযুবতীর হাস্যামোদে, কোন স্থান সুস্বর সঙ্গীতে, কোন স্থান মনোহর বিদ্যানিনাদে এবং কোন স্থান বা মল্লাদির বাহ্বাস্ফোটে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থানে হরিণশাবকসকল নির্ভয়ে নিকুঞ্জজাত নবীন শাদ্বল-শয্যায় শয়নপূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছে। কোন স্থানে নিদ্রাকুল বৎসকুল কর্ণসঞ্চালনপূর্ব্বক স্বীয় শরীরস্থ মক্ষিকাদিগকে উৎসারিত করিতেছে। কোন স্থানে বিকসিত অশোককাননে সুরঞ্জিত পাদপময় ক্রীড়াগৃহসকল শোভা পাইতেছে। তত্রত্য নদীতরঙ্গের শীকরাসারসম্পৃক্ত-সুশীতল-সমীরসংসর্গে প্রতিদিন আর্দ্র হওয়াতে, কদম্বতরুকদম্ব মুকুলিত, তৃণরাজি অঙ্কুরিত, লতাসকল কুসুমিত, কেতকনিকর প্রস্ফুটিত এবং অন্যান্য পাদপমাত্রেই কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত হইয়াছে। কোন স্থানে বা পয়ঃপ্রণালীসকল উচ্চৈঃশব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

অনন্তর তাঁহারা দেখিলেন, প্রফুল্ল-কমল-দল-সমলঙ্কৃত-সুচারু-

সরসীসম্পন্ন, সুশোভিত পৌর্ণমাসী-শশিসদৃশ-শুভ্রবর্ণ-সুরুচির গিরিমন্দিরনিকর বিরাজমান হইতেছে। তাহাদের অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে পুরন্দরমন্দিরও পরাভূত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কাহারও বর্ণ কুন্দকুসুমসদৃশ এবং কাহার বা জলদপ্রতিম। পরম-সুন্দর কুসুমগন্ধবাহী মৃদুমন্দ গন্ধবহে উহাদের চতুর্দ্দিক্ আমোদিত এবং শুকসারিকাপ্রভৃতি নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণের নানাবিধ শব্দে প্রতিধ্বনিত। কোন স্থানে আলোলপল্লব লতাবলয়ে বেষ্টিত সুপ্রশস্ত পন্থাসকল সুদূর-বিস্তৃত রহিয়াছে। কোন স্থানে অন্তঃ-প্রবাহশালিনী তরঙ্গিণীসকল পার হইবার জন্য গোকুল ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। কোন স্থানে সুগন্ধি কুন্দ-মকরন্দে আমোদিত সুন্দর উদ্যান সকল শোভমান এবং মধুকরগণ তাহার গন্ধে অন্ধ হইয়া, কমলদল ত্যাগপূর্ব্বক উহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। কোন স্থানে রাজীবরাজির রজোরাজির বায়ুবেগে উৎপতনবশতঃ গগনমণ্ডল অরুণবর্ণে সুরঞ্জিত হইয়াছে। কোন স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতীসকল সশব্দে প্রবাহিত হইতেছে। কোন স্থানে সমুন্নত সৌধশেখরে প্রফুল্লকুসুমভূষিত লতানিকুঞ্জ বিরাজমান হইতেছে। কোন স্থানে যুবাসকল সহর্ষে উপবিষ্ট রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বিলাসিনীরা গোষ্ঠীবদ্ধ আসীন হইয়া, নানাপ্রকার হাস্যামোদ করিতেছে। তাহাদের পাদদেশপর্য্যন্ত মনোহর মাল্যদাম লম্বমান। কোন স্থানে সুকোমল শাদ্বলসকলে সমুজ্জ্বল নীহারশীকর, মনোহর হারাবলীর ন্যায়, শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে তপ্তকাঞ্চন-সবর্ণা ললনাসকল জলদসবর্ণ শৌধশেখরে সৌদামিনী সমান বিচরণ করিতেছে। কোন স্থান নীলোৎপলসৌরভে উল্লসিত, কোন স্থান সমীরহিল্লোলে আহ্লাদিত, কোন স্থান তৃণপূরিত-মুখে হুঙ্কারকারী গোগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত এবং কোন স্থান নানাবিধ মিশ্রনিনাদে পরিপূরিত। কোন স্থানে মৃগসকল

অজিরপ্রদেশে বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে এবং ময়ূর সকল নির্ঝরশীকরের নিপতনপ্রদেশে সোল্লাসে নৃত্য করিতেছে। তত্রত্য সুগন্ধি গন্ধবহের সংস্পর্শে লোকমাত্রেরই ব্যাকুলতাপরিহার এবং বপ্রস্থ ওষধিসকলের সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপালোক বিস্মৃত বা পরাস্ত হইয়াছে। পক্ষী সকল কুলায় আশ্রয়পূর্ব্বক কলরব করিয়া গিরিমন্দির আকুলিত করিতেছে। নির্ঝরসকলের ঝর্ঝরশব্দে তত্রত্য জনগণের কোলাহল তিরোহিত হইয়াছে। প্রত্যেক দ্রুম, লতা, তৃণ ও পল্লব হইতে যে পরমসুন্দর শিশিরবিন্দু বিগলিত হইতেছে, মুক্তাসকলের ন্যায়, তাহাদের কি অনুপম সুষমা। তত্রত্য উদ্যান, উপবন, ভবন ও কুঞ্জসকল সকল ঋতুতেই ফল-কুসুমে অলঙ্কৃত। দেখিলে বোধ হয়, লক্ষ্মী তথায় নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

লীলার সংসারবর্ণনা ও ব্রহ্মাণ্ডভেদ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! সেই সাধনশালিনী দুই রমণী, বিদিতাত্মা পুরুষের ন্যায়, অন্তঃশীল গিরিগ্রামমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভ্যাসযোগসহায়ে ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান এই তিন কালই লীলার হস্তামলকবৎ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রাক্তন জন্মমরণাদি সমস্ত সংসারভাবই তত্তৎ-স্বরূপে তাঁহার স্মৃতিপথ আশ্রয় করিল।

তিনি সরস্বতীকে কহিলেন, ভগবতি! আপনার প্রসাদে এই দেশ দর্শন করিয়া, পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তসকল আমার মনে পড়িতেছে। আমিই কৃশাঙ্গী ব্রাহ্মণী রূপে এই স্থানে বৃদ্ধবয়সপর্য্যন্ত যাপন করিয়াছিলাম। এই শুষ্ক দর্ভাগ্রে আমার করতল একদা ক্ষত হইয়াছিল। আমার গর্ব্ভে ভর্ত্তার বংশকর ঐ সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি দধিমন্থনদণ্ড হস্তে এই স্থানে দধি-

মন্থন করিতাম। পুত্রেরা নবনীত ভক্ষণজন্য আমার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পর অগ্রভাগগ্রহণজন্য কতই কলহ ও কোলাহল করিত। আমি স্বামীর ও অতিথিগণের প্রিয়ানুষ্ঠানে সাতিশয় অনুরক্ত ছিলাম। আমার দেহ ঘৃত ও দুগ্ধে সতত অভিষিক্ত এবং প্রকোষ্ঠে একমাত্র কাচবলয়; এই অবস্থায় দেব, দ্বিজ ও সাধুগণের পূজা করিতাম। এই স্থানে আমি ভর্জ্জন-ভাজন ও চারুস্থালী প্রভৃতি মার্জ্জন এবং এই স্থানে পিতা ও মাতাদির পরিচর্য্যা করিতাম। গৃহকার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও ব্যাকুল; তজ্জন্য সকলকেই সর্ব্বদা ত্বরা দিতাম। দেবি! আমার স্বামী দুর্ব্বুদ্ধি মূঢ় শ্রোত্রিয়; সুতরাং আমার সংসার কথামাত্র ছিল। আমি যত্নসহকারে সতত সমিৎ, শাক, গোময় ও কাষ্ঠ আহরণ এবং একমাত্র ম্লান কম্বল ব্যবহার করিতাম। সর্ব্বদা সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, আমার অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছিল। আমি কখন ইতর রমণীর ন্যায় অলঙ্কার প্রার্থনা করিয়া, স্বামীর মন ক্ষুণ্ণ করিতাম না অথবা আপনা আপনি অনর্থক বিরক্তির কারণ হইতাম না। যত কেন দুঃখ হউক, সমস্ত অম্লান বদনে সহ্য করিতাম। ভাবিতাম, সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ধন বল, বন্ধু বল, জন বল, বিষয় বল, বিভব বল, বসন বল, ভূষণ বল, সকলই ক্ষণমাত্র। এই আছে, এই নাই, ইহাই সংসারের স্বভাব। যে সকল রমণীকে একদিন বসন ভূষণে ভূষিতা দেখিয়াছি এবং আমিও একদিন যাহাদের দ্বারস্থা হইয়াছি, তাহাদিগকেও পথে পথে ভিক্ষা করিতে ও আমার দ্বারস্থা হইতে দেখিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়াছে। সেইজন্য আমি বসন ভূষণের অভিলাষিণী হইতাম না। সর্ব্বদাই মিষ্টবাক্যে স্বামীর ও তাঁহার আত্মীয়গণের মনস্তুষ্টি করিতাম।

দেবি! ঐ দেখুন, ঐ আমার বসিবার স্থান শূন্য পড়িয়া

রহিয়াছে। আমি সর্ব্বদা এই স্থানে বসিয়া, বালবৎসগণের কর্ণ-মূলস্থ কীটসকল বাহির করিয়া দিতাম। কখনও পরিচারিকার ন্যায়, গৃহপার্শ্বস্থ ঐ শাকক্ষেত্রে জলসেক ও কখন নদীতীর হইতে তৃণাদি আহরণপূর্ব্বক বৎসগণের তৃপ্তি বিধান এবং সর্ব্বদা বর্ণক দ্বারা গৃহদ্বার রঞ্জিত করিতাম। কখন ক্রোধ বা অভিমানে মত্ত হইয়া, কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতাম না। যে যাহা বলিত, সহ্য করিতাম। ভাবিতাম, পৃথিবী সকলই সহ্য করেন বলিয়া, তাঁহার নাম সর্ব্বংসহা হইয়াছে। ফলতঃ, ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতার অনেক গুণ এবং অধৈর্য্যের অশেষ দোষ। আমি ইহাই ভাবিয়া, সমুদায় সহ্য করিতাম। কাহারে কখনও কটু কথা বলিতাম না। এইরূপ সুখ দুঃখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, জরা আসিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায়, আমাকে আক্রমণ করিল। দেবি! দুঃখের সংসারে জরা ব্যাধির শীঘ্রই বা অকালে আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিন্তা সাক্ষাৎ জরা, এ কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। এই চিন্তাবশেই আমার শরীরে অতি সত্বরেই জরার আবির্ভাব হয়। জরাপ্রভাবে কলেবর, জীর্ণপত্রের ন্যায়, বিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অনবরত শিরঃকম্পন প্রযুক্ত দক্ষিণ কর্ণ দোদুল্যমান হওয়াতে, বধিরতা সংঘটিত হইল। আমি দণ্ড-তাড়িতের ন্যায়, নিতান্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম।

দেবি! ঐ দেখুন, এই আমার অখণ্ড পুষ্পবটিকা গুল্ম-পরম্পরায় কেমন শোভা পাইতেছে! এখানে আমি প্রতিদিন সায়ংকালে উপবেশন করিয়া, ভ্রমর ভ্রমরীর ও কোকিল কোকিলার মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিতাম। ঐ দেখুন, অদ্যাপি তাহারা ইহা পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু আমার বিরহে যেন ইহাদের সকলেরই মলিন দশার শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, আমার এই পুষ্পোদ্যানমধ্যবর্ত্তী অশোকবটিকা বিরাজ-মান হইতেছে। ঐ যে বৎসটী এই পুষ্করিণীর তীরস্থিত বৃক্ষে

অল্প গ্রন্থিতে বদ্ধ রহিয়াছে, ইহার নাম কর্ণিকা। আমি অতি যত্নে ইহার পোষণ করিয়াছিলাম। আহা, আমার বিরহে বৎস যেন মাতৃহীন হইয়াছে! অথবা, পাপসংসারেরই এই দশা। যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিরহ; যেখানে সম্পদ, সেইখানেই বিপদ; যেখানে সুখ, সেইখানেই দুঃখ; যেখানে হর্ষ, সেইখানেই বিষাদ; এই রূপে এই হতদগ্ধ সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। নিয়তিই ইহার প্রভু ও দৈব ইহার কর্ত্তা; অথচ নিয়তি ও দৈবের কোন ক্ষমতা নাই। দেবি! ঐ দেখুন, দুরাত্মা ও দুর্ব্বুদ্ধি মানুষ উদয়াস্ত দগ্ধ উদরের জন্য কত পাপই সঞ্চয় করিতেছে; কেহ মিথ্যা, কেহ প্রবঞ্চনা, কেহ প্রতারণা, কেহ কপটতা, কেহ হরণ, কেহ লুণ্ঠন, কেহ বলাৎকরণ, কেহ আচ্ছেদন, কেহ উৎপীড়ন, কেহ বিবাদ, কেহ বিসংবাদ, কেহ পরীবাদ, কেহ অপবাদ, কেহ কলহ, কেহ বিগ্রহ, কেহ বিচ্ছেদ, কেহ ভেদ, কেহ বিভীষিকা, কেহ বা অন্যান্য উপায়ে উদরপূর্ত্তির চেষ্টায় দিবারাত্র ধাবমান। দিবসে যেমন বিশ্রাম নাই, রাত্রিতেও তেমনি নিদ্রা নাই। দগ্ধ উদর তথাপি পূর্ণ হয় না। হস্ত চিত্ত তথাপি তৃপ্ত হয় না! কেহ আপনার জন্য, কেহ পুত্রের জন্য, কেহ স্ত্রীর জন্য এবং কেহ বা অন্যান্যের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্তভাবাপন্ন! বলিতে কি, তাহাদের মরিবারও অবকাশ নাই। তথাপি কাহারও চৈতন্য নাই। চৈতন্যময় চিদাত্মা তাহাদের কি সকল চৈতন্যই আচ্ছন্ন করিয়াছে! তাহারা কি ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব নহে, সেইজন্য এইরূপ অন্ধ ও মোহাচ্ছন্ন। দেবি! আমিও একদিন এইরূপে এই পাপসংসারে বদ্ধ ছিলাম। পুত্র আমার ভক্ষণ করিল না, কন্যা আমার কোথায় গেল, স্বামী আমার কখন আসিবেন, পিতা আমার অনশনে আছেন, জননী আমার ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, প্রতিবেশীরা আমার বিবাদ করিতেছেন, উত্তমর্ণ আর ঋণ দিতেছে না, আগামী কল্য কি

হইবে, কিরূপেই বা এরূপ করিয়া সংসার চলিবে, এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ চিন্তায় আমার অন্তরাত্মা অহরহ দগ্ধ হইত। বলিতে কি, আমি একদিন এক ক্ষণের জন্য ভ্রমেও সুখিনী হইতে পারি নাই। অথবা, আমার ন্যায় দরিদ্র সংসারীর ত কথাই নাই। যাহারা সংসারে ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই পূর্ণ, তাহারা আবার আরও অসুখী ও অস্বচ্ছন্দ। ইহার কারণ বিধাতাই জানেন ও বলিতে পারেন। তিনি ধনের অভ্যন্তরে যে বিষ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার জ্বালা ভয়ানক। এইজন্য ধনীরা অধীর ও চঞ্চল হইয়া থাকে। মনের অভ্যন্তরেও দারুণ হলাহল সন্নিবিষ্ট আছে। অথবা, সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই বিষপূর্ণ। সেইজন্য ইহাতে সুখস্বস্তির লেশ নাই। সেই-জন্য লোকসকল সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

দেবি! অদ্য আট দিন হইল, আমার মৃত্যু হইয়াছে। ইতিমধ্যেই আমার পরিজনেরা আমায় ভুলিতে আরম্ভ করি-য়াছে। আর দুই দিন গেলেই, আমার পুত্রেরা পর্য্যন্ত আমায় ভুলিয়া যাইবে। ইহারই নাম ক্ষণিক সংসারের ক্ষণিক সম্বন্ধ। কি আশ্চর্য্য! এইপ্রকার অসার ও অনর্থ সম্বন্ধবন্ধন জন্য লোকে কতই ব্যস্ত হইয়া থাকে। দেবি! আমি মরিয়া গিয়াছি, কই, আমার পুত্রাদি পরিবারবর্গের ত তজ্জন্য কোন ক্ষতিই হয় নাই দেখিতেছি। ঐ দেখুন, তাহারা পূর্ব্ববৎ হাস্যামোদ ও আহার বিহার করিতেছে। ঐ দেখুন, তাহাদের মুখকান্তি ক্রমেই বিকসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেবি! ঐ যে কন্যাটী পুত্তলিবৎ ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে, উটী আমার পরম যত্নের ও স্নেহের সামগ্রী। আমি যেমন উহাকে না দেখিলে, ক্ষণকে প্রলয় বোধ করিতাম, ঐ কন্যাটীও ততোধিক ছিল। আমি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে, সকলেই মনে করিয়াছিল, হয়ত, আমার সঙ্গেই এই কন্যাটীও প্রাণান্ত সংঘটিত হইবে; কিন্তু

তাহার কিছুই হইল না। আমি যেমন উহাকে অনায়াসে ছাড়িয়া আছি, ঐ কন্যাও তেমনি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর আমাদের কাহারই জন্য কাহারই কোন ভাবনা বা বেদনা নাই; আর আমরা এখন কাহারই নহি, উভয়েই চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত ও নির্দ্দায় হইয়াছি; অথবা, অলীক সংসারের সকলই এইরূপ অসার ও অলীক। মানুষ নির্ব্বোধ, সেইজন্য বুঝে না। সেইজন্য অন্ধ হইয়া, মত্ত হইয়া, সম্পর্কের পর সম্পর্ক বন্ধন করিতে ব্যগ্র হয় এবং বন্ধন করিতে না পারিলে, আপনাকে অসার ও হতভাগ্য বোধ করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি আছে? ফলতঃ, বসনের উপর বসন, ভূষণের উপর ভূষণ, গৃহের উপর গৃহ, বিষয়ের উপর বিষয়, বিভবের উপর বিভব, যতই কেন আহরণ ও সঞ্চয় কর, মৃত্যু কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। শত শত বন্ধু, শত শত বান্ধব এবং শত শত আত্মীয়ের মধ্য হইতে অনায়াসেই তোমাকে লইয়া যাইবে। কেহই কোন মতে নিবারণ করিতে পারিবে না। আজি তোমার, কালি আমার, এই রূপে এই সংসারে মৃত্যু গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছে। কাল নাই, অকাল নাই, মনে করিলেই লোকদিগকে মেষের ন্যায় গ্রহণ করিয়া বৃকের ন্যায় পলায়ন করে। লোকে ইহা না বুঝিয়াই, আপনা আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে।

দেবি! আমি এই স্থানে ভোজন, এই স্থানে শয়ন, এই স্থানে উপবেশন, এই স্থানে অবস্থান, এই স্থানে পান ও এই স্থানে দান এবং এই স্থানে ধান্যাদি আহরণ করিতাম। ঐ দেখুন, মন্দিরমধ্যে ঐ আমার জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামক জ্যেষ্ঠ পুত্র রোদন করিতেছে। এই আমার দুগ্ধবতী ধেনু জঙ্গল মধ্যে তৃণময় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। এই আমার জ্যেষ্ঠকন্যা জামাতার সহিত আমারই জন্য শোক করিতেছে। এই আমার প্রতি-

বেশিগণ সমবেত হইয়া, তাহাদিগকে প্রবোধ দিতেছে। দিবাভাগে ইহাদের অবসর আছে। এইজন্য ইহারা অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে; রাত্রি হইলে, ইহাদের কে কোথায় যাইবে, সকলেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইবে। তখন কেই বা শোক করিবে এবং কেই বা প্রবোধ দিবে? এই রূপে এই সংসারের সুখ দুঃখ, শোক হর্ষ, সকলই অলীক; একমাত্র মৃত্যুই সত্য। আমি মরিব, কোন মতেই বাঁচিব না; ইহাই নিশ্চয়। তুমিও মরিবে, সেও মরিবে, কেহই থাকিবে না, সকলেই যাইবে, চিরকালই যাইতেছে, কখনই কেহ থাকিছে না ও থাকেও নাই, ইহা যেমন সত্য ও নিশ্চয়; পৃথিবীতে আর কিছুই এরূপ সত্য ও নিশ্চয় নাই। অয়ি হতভাগ্য নির্ব্বোধ মানব! অয়ি অন্ধ মত্ত মুগ্ধ লোকসকল! তুমি কি ভাবিয়া, কাহার উপর আশা করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিকার প্রায় বসিয়া আছ? তুমি কি ভাবিয়াছ, এইরূপ চিরদিন যাইবে? কখনই না। এই মুহূর্ত্তে তোমার বহুদিনের আশাভঙ্গ হইতে পারে; এই মুহূর্ত্তে তোমার নিশ্বাসরোধ হইয়া, সহসা মৃত্যু হইতে পারে; এই মুহূর্ত্তে তুমি রোগে আচ্ছন্ন হইয়া, শয্যাশায়ী হইতে পার; এই মুহূর্ত্তে হয় ত বিনামেঘে তোমার শিরে বজ্রাঘাত হইতে পারে; এই মুহূর্ত্তে হয় ত তোমার আশার স্থান ও প্রীতির স্থান, ফলতঃ সংসার-সারসর্ব্বস্বধন পুত্ররত্ন তোমায় শোকতিমিরে আচ্ছন্ন ও মোহের সাগরে মগ্ন করিয়া, জন্মের মত বিদায় হইতে পারে; এই মুহূর্ত্তে হয় ত তুমিও সমস্ত পরিবারকে অনাথ করিয়া, স্বীয় অপোগণ্ড শিশুদিগকে অকূলে ফেলিয়া অথবা অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতাকে আরও অসহায় করিয়া, চিরকালের জন্য সংসারবাস ত্যাগ করিতে পার; কিংবা এই মুহূর্ত্তে হয় ত এই গৃহ সহসা ভগ্ন হইয়া তোমার মস্তকে পতিত ও তৎক্ষণাৎ তোমাকেও পাতিত করিতে পারে। তবে তুমি কি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? ঐ শুন,

ঐ তোমার প্রতিবেশীর গৃহে কিসের কোলাহল উঠিয়াছে! ঐ দেখ, তাহাদের মধ্যে কেহ দ্রুতপদে ইতস্ততঃ ধাবন ও কেহ বা ক্রন্দন করিতেছে, জিজ্ঞাসা কর বা দেখিয়া আইস, ইহাদের কি হইয়াছে? প্রিয়তম একমাত্র পুত্র ছিল; সমস্ত পরিবার তাহারই মুখাপেক্ষায় প্রাণ ধারণ করিত; অদ্য এই মুহূর্ত্তে বিনারোগে হঠাৎ তাহার মরণ-মূর্চ্ছনা উপস্থিত হইয়াছে। অথবা, গৃহস্বামীর প্রাণান্তবিকার সংঘটিত হইয়াছে; আর তাঁহার বাঁচিবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য এইরূপ শোক-কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, তাঁহারে দেখিবার ও জন্মের মত বিদায় দিবার জন্য শত্রুমিত্রে সমবেত হইয়াছে। তিনি যে নিজে ভোগ করিবেন বলিয়া, লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া, অন্নে দন্তে না দিয়া, এত বিষয় বিভব সঞ্চয় করিলেন, কে তাহা ভোগ করিবে! যেখানকার বিষয়, সেইখানেই রহিল; তিনি যেমন একাকী নগ্ন আসিয়াছিলেন, তেমনি একাকী নগ্ন গেলেন। এই ত পৃথিবীর লীলা চরিত্র! তোমারও একদিন অবশ্য এইরূপ ঘটিবে; অথবা অদ্যই এই মুহূর্ত্তে তোমার এইরূপ ঘটিতে পারে; তাহাতে কোন সন্দেহ করিও না। অতএব তুমি এই দৃষ্টান্তে সাবধান হও। মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, সর্ব্বদা তাহারই প্রতীক্ষা কর; অথবা এইক্ষণেই মরিতে হইবে, ভাবিয়া, তজ্জন্য প্রস্তুত থাক। এই পিতা, এই মাতা, এই কন্যা, এই পুত্র, এই স্ত্রী, এই বান্ধব, কেহই কিছুই নহে, ভাবিয়া, তাহাদের মমতা পরিহার কর; তুমি যেমন ক্ষণিক, সমুদায় সংসারই সেইরূপ, বিবেচনা করিয়া, তাহা হইতে দূরে পলায়ন কর; যাহা অবশ্যই একদিন ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে আর আসক্তি কি, বন্ধন কি, মমতা কি, অনুরাগ কি? ঐ দেখ, তোমার পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে এবং সম্মুখে ও ঊর্দ্ধে, ফলতঃ, সকল দিকেই মৃত্যুর দূত সকল সতর্কে বিচরণ করিতেছে, কখন্ কোন্

সূত্রে গ্রহণ করিবে, কে বলিতে পারে? মৃত্যুর উপলক্ষ সকলই। বিষ হইতেও যেমন মৃত্যু হয়, অমৃত হইতেও তেমনি মৃত্যু সম্ভব; শক্র হইতেও যেমন, আবার মিত্র হইতেও তেমনি মৃত্যু হইয়া থাকে। এই রূপে মৃত্যু সকল সময়ে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে; কাহার সাধ্য, তাহার হস্ত অতিক্রম করে। বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুতেই মৃত্যুর হস্ত প্রসারিত, এইজন্য মৃত্যু সাক্ষাৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরস্বরূপ। ইহা জানিলে, আর শোক করিতে হয় না। অথবা মৃত্যুরই সংসার, অমৃতের নহে; ইহা জানিলে, আর মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইতে হয় না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! নির্ম্মলজ্ঞানশালিনী বিশ্বদর্শিনী লীলা এইপ্রকার নির্ব্বেদবাদ প্রয়োগপূর্ব্বক পুনরায় জ্ঞপ্তিরূপা দেবী সরস্বতীকে কহিলেন, দেবি! এই আমার প্রিয়জনসকল বহির্দ্বারে উপবেশন করিয়া, ভস্মধূসরিত মলিন দেহে দিন দুইয়ের জন্য শোক করিতেছে! এই তুম্বীলতা আমি স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলাম। ইহা এখন বিনা যত্নে আপনা আপনি বৰ্দ্ধিত হইয়া, বহুস্থান বেষ্টন করিয়াছে। এই আমার দ্বিতীয় দেহ তুল্য পাকশালা শোভা পাইতেছে। এই আমার বন্ধুগণ অনলেন্ধন আহরণ করিতেছে। ইহারা আমার সংসারের বন্ধন ছিল। আমি ইহার জন্য কতই পাপ করিয়াছিলাম! দিনান্তেও একবার পরলোকের বা পরকালের চিন্তা করিতে পারি নাই! রাত্রিতে যখন গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখনও ইহাদের জন্য স্বপ্ন দেখিতাম এবং চকিত হইয়া উঠিতাম। দেবি! এই রূপে আমি যতদিন সংসারে ছিলাম, বিনা কারায় ও বিনা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিলাম। এখন আমি যথার্থই মুক্ত হইয়াছি। বলিতে কি, মানুষের জীবনই মরণ এবং মরণই জীবন। অথবা, জীবনই বন্ধন এবং মরণই মুক্তি। দেখুন, এখন আমি কেমন সুখে ও স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছি।

আমি জীবিত দশায় সহস্র-বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায়, সর্ব্বদাই জ্বলিয়া উঠিতাম। দিনরাত্রি এই জ্বলনের বিরাম ছিল না, অথবা, মনুষ্যমাত্রেরই এই দশা। সে রাশীকৃত ধনের উপর বসিয়া থাকিলেও, তাহার জ্বলনের পরিহার নাই। হয় ত সে রাগে, না হয় শোকে, না হয় বন্ধুবিচ্ছেদে, না হয় দুরাকাঙ্ক্ষায় অথবা অন্যান্য বিবিধ উৎপাতে আক্রান্ত ও অভিভূত। যাহার ধন নাই, সে বরং এক পক্ষে নিশ্চিন্ত। যাহা হউক, দেবি! আমার আর এখন এ সকল যন্ত্রণার লেশ নাই। আপনার প্রসাদে আমি মুক্ত হইয়াছি। পাপ সংসারের লোকদিগকে এখন পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় কষ্টভোগ করিতে দেখিয়া, আমার নিরতিশয় দুঃখ বোধ হয়। না জানি, ইহারা কত দিনে মুক্ত হইবে!

দেবি! ঐ আমার গৃহমণ্ডপ দেখা যাইতেছে। বিকসিত বিবিধ কুসুমলতা, সুকোমল গুলঞ্চদল এবং সুশোভন গবাক্ষ, এই সকলে ঐ মণ্ডপ কেমন অলঙ্কৃত হইয়াছে! ঐ দেখুন, তরঙ্গসঙ্কুল গ্রামকুল্যাসকল উহাকে বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে বায়ুবেগে যেন নৃত্য করিতেছে! উহাদের জল কি শীতল! ঐ দেখুন, উহাদের তরঙ্গসকল শিলাতলে অনবরত আহত হওয়াতে, শীকর-নিকর সমুত্থিত হইয়া, মধ্যাহ্নকালীন প্রভাকরের কিরণজাল ও তীরস্থ বৃক্ষদিগকে আচ্ছন্ন করিতেছে এবং উহাদের কর্তৃক পরিব্যাপ্ত লতাসকলের আস্ফালনে উৎপলসকল ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখুন, বিকসিত-কুসুম-রাজিত ও ভ্রমর-ভ্রমরীর নিনাদপূরিত পাদপপুঞ্জ উহাদের তটদেশে শোভা পাইতেছে। উহাদের তরঙ্গসকল ভীমরবে আবর্ত্তিত হইয়া, আস্ফালনপূর্ব্বক তীরবর্ত্তী উৎপল সকল ধৌত করিতেছে এবং ঘনপল্লবসুশোভিত তরুবরনিকরে পরিবেষ্টিত হওয়াতে, আমার ঐ মনোজ্ঞ মণ্ডপ সর্ব্বদাই সাতিশয় শীতল বোধ হইয়া থাকে। আমি ঐ সকল তরুর তলদেশে যখন তখন একাকিনী উপবেশন

করিয়া, সংসারতাপসন্তপ্ত আত্মাকে শীতল করিবার প্রয়াস পাইতাম। কিন্তু নির্জ্জন পাইয়া চিন্তানল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। অথবা পাপ সংসারের গতিই এই। ইহার চতুর্দ্দিকে রোগ, শোক, চিন্তা ও পরিতাপ হাহাকারে ধাবমান হইতেছে; এমন স্থান নাই, যেখানে যাইলে, তাহাদের হস্ত হইতে অতিক্রম করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, চিন্তার স্থান ব্যক্তিমাত্রের অন্তরে। সুতরাং, বাহিরে থাকিয়া, তাহাকে পরিহার করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দেবি! যাহাদের এই চিন্তাকে দূর করিবার অভিলাষ আছে, তাহারা ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হউক। কেন না, ঈশ্বরচিন্তা সকল চিন্তাব্যাধির দিব্য ঔষধ। কিন্তু মানুষের মন স্বভাবতঃ সাতিশয় আত্মবিস্মৃত বা আত্মঘাতী। সে সর্ব্বদাই বিষয়চিন্তায় মত্ত ও ব্যস্ত; ঈশ্বরচিন্তার অবসর কোথায়? এক দিন যে অবশ্য মরিতে হইবে এবং সেই মরণও যে শীঘ্রই হইবে, তাহা তাহার মনেই হয় না। সে যেন অমর, কখন মরিবে না, এই ভাবিয়া কার্য্য করে। আহা, তাহার কি নির্ব্বুদ্ধিতা! কি ক্ষুদ্রতা! কি মোহাচ্ছন্নতা!

দেবি! এই আমার আহারান্তে বসিবার স্থান। এই স্থানে উপবেশন করিয়া, সংসারতাপে ব্যাকুল ও অতিমাত্র দগ্ধ হইলে, প্রতিবেশিনী রমণীদিগের সহিত কথোপকথন করিতাম। নিজের দুঃখতাপ প্রচ্ছাদনজন্য তাহাদের দুঃখতাপ শ্রবণ করিতাম এবং যথাসাধ্য তাহাদিগকে প্রবোধ প্রদান করিতাম। কিন্তু আমাকে কে প্রবোধ প্রদান করে, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। দশজনের সহবাসে বিবিধ কথায় অন্তঃকরণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত এবং মনের দুঃখও কোনরূপে প্রচ্ছাদিত হইত। কিন্তু তাহা কতক্ষণ? যেমন তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, গৃহে প্রবেশ করিতাম, তেমনি অন্তরের আগুণ পুনরায় জ্বলিয়া উঠিত। গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আগামী দিবসের আহারীয় কিছুই নাই,

অথবা, রন্ধন করিবার তৈল ও কাষ্ঠাদির অভাব হইয়াছে; কিন্তু গৃহে এরূপ কপর্দ্দকমাত্র সম্বল নাই যে, মনে করিলেই ঐ সকল দ্রব্য অনায়াসেই ক্রয় করিয়া আনা যাইতে পারে। দেবি! আমি বলিয়া নহে, সংসারে সকলেরই এই দশা। ব্যক্তিমাত্রেরই কোন না কোন বিষয়ে অভাব আছেই আছে। যাহার ধন আছে, তাহার হয় ত মান নাই; যাহার মান আছে, তাহার হয় ত ধন নাই; যাহার ক্ষুধা আছে, তাহার হয় ত খাবার নাই; যাহার খাবার আছে, তাহার হয় ত ক্ষুধা নাই; যাহার বিষয় আছে, তাহার হয় ত ভোগ নাই; যাহার ভোগ আছে, তাহার হয় ত বিষয় নাই; যাহার দান আছে, তাহার অর্থ নাই; যাহার অর্থ আছে, তাহার দান নাই; যেখানে, ভোগ সেইখানেই রোগ, যেখানে ধন, সেইখানে ভয়; যেখানে বিষয়, সেইখানেই বিবাদ এবং যেখানে অর্থ, সেইখানেই অনর্থ। এই রূপে এই বিষম সংসার অতি ক্লেশে পরিচালিত হইতেছে। দেবি! তথাপি কাহারই চৈতন্য নাই! তথাপি কাহারই উন্মীলন নাই!

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! অনন্তর তাঁহারা উভয়ে সেই কুসুমসন্নিভ মণ্ডপাকাশে প্রবেশপূর্ব্বক তদন্তর্গত কল্পিত মহাকাশে উত্থিত হইলেন এবং লোকালয় ও নারায়ণের দেহসদৃশ সুনির্ম্মল-কান্তি একার্ণব ভেদ ও মেঘমার্গ অতিক্রম করিয়া, বায়ুপূর্ণ প্রদেশে পদার্পণ করিলেন। পরে যথাক্রমে সূর্য্যলোক, চন্দ্র-লোক, ধ্রুবলোক, সাধ্যলোক, সিদ্ধলোক, স্বর্গলোক, ও ব্রহ্ম-লোক অতিক্রম করিয়া, নিত্যতৃপ্ত ব্যক্তিদিগের অধিকৃত বৈকুণ্ঠ-লোকে সমাগত হইলেন। তথা হইতে গোলোক, শিবলোক, পিতৃলোক এবং সদেহ ও বিদেহদিগের লোক সকল অতিক্রম পূর্ব্বক পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, অধোদিকে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির সম্পর্ক নাই। তথায় দিক্ সকল

একার্ণবগর্ভের ন্যায় ও গিরিগুহার ন্যায়, নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। তদ্দর্শনে লীলা কহিলেন, দেবি! অধোদিকে কোন্ স্থান সূর্য্যাদির তেজে আলোকিত এবং কোন্ স্থানই বা শিলা-জঠরের ন্যায়, স্থির নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন?

দেবী কহিলেন, বৎস! তুমি আকাশে অতিদূরে আসিয়াছ, সেইজন্য সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থ দেখিতে পাইতেছ না। অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপের অধোদেশস্থ খদ্যোত যেমন দৃষ্ট হয় না, এখান হইতে পৃষ্ঠগামী অধোভাগস্থ সূর্য্যাদিও তেমনি লক্ষিত হয় না।

লীলা কহিলেন, জননি! ইহার উত্তরে কোন্ পথ, ঐ পথ কিরূপ এবং কিরূপেই বা তথায় যাইতে পারা যায়, বলুন।

দেবী কহিলেন, ইহার উত্তরে অসীম ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য্য চন্দ্রাদি ঐ ব্রহ্মাণ্ডের সমুত্থিত রজঃকণাস্বরূপ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! সেই বস্তুজ্ঞানহীন বামলোচনাযুগল এইপ্রকার কথাপ্রসঙ্গে বস্তুজ্ঞানীদিগের সেই বজ্রসারময় ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল অনায়াসেই ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে উহার দশগুণ ভাস্থর জলরাশি, জলের চতুর্দ্দিকে দশগুণ অগ্নি, অগ্নির চতুর্দ্দিকে দশগুণ বায়ু, বায়ুর চতুর্দ্দিকে দশগুণ আকাশ এবং আকাশের চতুর্দ্দিকে অবিদ্যাসমেত চিদাকাশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বৎসে! এই চিদাকাশ নির্ম্মল ও শান্তস্বরূপ এবং আদ্যন্তমধ্যবিহীন। উহার কোন স্থান হইতে তীব্রবেগে কল্পপর্য্যন্ত শিলাখণ্ড পতিত অথবা গরুড় প্রবলবেগে কল্পপর্য্যন্ত উহার ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইলেও, উহার সীমালাভে সমর্থ হয় না। এই অনন্ত ও অসীম পরমাকাশ কেবল নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

———

অষ্টত্রিংশ সর্গ। (ব্রহ্মাণ্ডবিভব।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! অনন্তর তাঁহারা সেই দশগুণোত্তর পৃথিব্যাদি অতিক্রম করিয়া, অসীম চিদাকাশ অবলোকন করিলেন। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই পরমাকাশে লীন রহিয়াছে এবং মহাসাগরে বুদ্বুদের ন্যায়, তাহাতে শোভা পাইতেছে। এই পরমাকাশের অধঃ, ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব, তির্য্যক্, ফলতঃ, সর্ব্বাংশেই ঐরূপ ব্রহ্মাণ্ড সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বৎস! এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই কল্পনামাত্র। ইহাদের পার্থিব ভাগ অধঃ ও তদিতর ভাগেই ঊর্দ্ধরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে, বৃহৎবর্ত্তুলপৃষ্ঠস্থ পিপীলিকার পাদসংলগ্ন ভাগই অধঃ এবং তদ্বিপরীত ভাগই ঊর্দ্ধ।

ঐ নির্ম্মল ব্যোমমণ্ডল সুর, অসুর, কিংপুরুষ, রক্ষ ও বল্মীকে বেষ্টিত ভূতলসমেত ত্রৈলোক্যসমূহে পরিবৃত হইয়া বিরাজমান হইতেছে। গ্রাম, নগর ও ভুজগগণের সহিত সমুৎপন্ন ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল উল্লিখিত চিদাকাশের অভ্যন্তরস্থ ত্র্যসরেণুস্বরূপ এবং কল্পনামাত্র, চিদাকাশ ভিন্ন কিছুই নহে। ইহা সেই চিদাকাশেই স্থিত এবং সেই চিদাকাশেই সংহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং একমাত্র চিদাকাশই সত্য, নিত্য ও সর্ব্বময়। সাগরতরঙ্গের ন্যায়, সেই চিদাকাশেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে। এই চিদাকাশরূপ মহাসাগরস্থ ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গমালার মধ্যে কতিপয় তরঙ্গ সংকল্পের অভাববশতঃ সুষুপ্তবৎ বাসনাবিহীন ও তজ্জন্য অন্তশূন্যপ্রায় প্রবাহিত হইতেছে এবং কতকগুলি বিষয়সমাকুল; তজ্জন্য কতিপয় তরঙ্গের প্রলয়কালীন ঘর্ষনধ্বনি শুনিতে পাইতেছে না। সংসিক্তবীজে অঙ্কুরের ন্যায়, সৃষ্টির প্রারম্ভে কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাপ-সংযোগে হিমকণার ন্যায়, কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়বশতঃ তত্রত্য সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও পর্ব্বত প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি

আধার না পাইয়া, কল্পপর্য্যন্ত অধোভাগে পতিত হইতেছে এবং কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ রহিয়াছে। বাসনাময় সংবিৎ বায়ুস্পন্দনের ন্যায়, এইরূপেই প্রাদুর্ভূত হয়।

বৎস! সৃষ্টিকর্ত্তা এক, ব্যবহারবশতই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েন। পিতামহ ব্রহ্মা কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের, বিষ্ণু কতিপয় ব্রহ্মাণ্ডের এবং রুদ্র, ভৈরব, দুর্গা ও বিনায়ক প্রভৃতিরা অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা নাই, কতিপয় শিলাবৎ নিবিড়। কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড কৃমিগণে, কতিপয় দেবগণে, কতিপয় নরগণে এবং কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড নিত্য নিবিড় অন্ধকারে ও উডুম্বরফলস্থিত মশকসমূহে পূর্ণ এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড নিত্য অন্তঃশূন্য ও নিস্পন্দ জন্তুগণে আচ্ছন্ন। একমাত্র অসীম অনন্ত চিদাকাশই এই সকল ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। বিষ্ণু আজীবন পরিভ্রমণ করিলেও, এই মহাকাশের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। এই পরমাকাশস্থ ব্রহ্মাণ্ড-মাত্রেই পরস্পরের নৈসর্গিক ভূতাকর্ষণশক্তিতে কটকরত্নবৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যেরূপ ভীমান্ধকার নিবিড় অরণ্যে যক্ষেরা অদৃশ্য হইয়া নৃত্য করে, তদ্রূপ এই অনন্ত পরমাকাশে ঐ সমস্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পরের অলক্ষিতে প্রস্ফুরিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবই ইহা অনুভব করে। যাহার যে বিষয়ে যে অভিমান বা মনন হয়, সেই তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ। (সকলই অসার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! রাজমহিষী লীলা দেবীর সহিত এইপ্রকার বিবিধ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সন্দর্শন করত তন্মধ্যে অন্যতর ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া, দ্বিতীয় ভর্ত্তা রাজর্ষি পদ্মের অন্তঃপুর-মণ্ডপ অবলোকন করিলেন। কিন্তু তাহার সে শোভা নাই। জল বিনা সরোবরের, চন্দ্র বিনা রাত্রির, স্বামী বিনা স্ত্রীর,

বিশ্বাস বিনা বন্ধুতার, বন্ধুতা বিনা জীবনের এবং জীবন বিনা দেহের যেরূপ শোভা হয় না, প্রভু বিনা সেই অন্তর্মণ্ডপের সেইরূপ শোচনীয় দশার শেষদশার আবির্ভাব হইয়াছে। নরপতি পদ্মের মৃতদেহ পুষ্পগুচ্ছে আচ্ছাদিত। আর তাহা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয় না। আর তাহা মহামূল্য বসন ভূষণ পরিধান করে না। আর দিব্য দিব্য যানবাহনে আরোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয় না! আর তাহা রণক্ষেত্রে বা বিহারক্ষেত্রে গমন করে না! আর তাহা প্রজামণ্ডলীর পুরোভাগে সাক্ষাৎ দেব-প্রতিমার ন্যায়, অধিষ্ঠিত হয় না! আর তাহার সে বলবিক্রম বা সামর্থ্য নাই, যে বলবিক্রমে সসাগরা বসুন্ধরা কম্পিত হইত! তিনি যে পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই পৃথিবী যেমন তেমনই আছে, কিন্তু তিনি আর সে নাই! তিনি এখন নির্জ্জীব, নিস্তব্ধ, নিঃসত্ত্ব, নিস্পন্দ এবং নির্ব্বাণ দীপের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন। সংসারের কি অসারতা! বিষয়ের কি ক্ষণভঙ্গুরতা! মানুষের কি ক্ষুদ্রদুর্ব্বলমিথ্যা-স্বরূপতা! এই দেহ এক দিন ক্রিমিকীটভোজ্য হইবে, শৃগাল কুক্কুরে অনাবৃত শ্মশানে ভক্ষণ করিবে, না হয়, জলে অনলে কোথায় বিনষ্ট হইবে, অথবা প্রান্তরে কান্তারে কিংবা বনে গহনে ব্যাঘ্রাদির উদরসাৎ অথবা তস্করাদির বা খড়্গাদির গর্ভগত হইবে, না হয় রোগে, শোকে পচিয়া যাইবে, কিংবা বিষে বিষে জর্জ্জরিত হইবে; অথবা, অন্যরূপে পতিত হইবে। এই আমি আছি, রাজত্ব বা প্রভুত্ব করিতেছি, শত শত দাস দাসী চতুর্দ্দিকে আমার জন্য ব্যস্ত, কত লোক কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বারস্থ, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে এইপ্রকার থাকিব কি না সন্দেহ। যদিও পরমুহূর্ত্তে ঐরূপ থাকি, কিন্তু অবশ্যই যে থাকিব না, তাহাতে সন্দেহ নাই। নির্ব্বুদ্ধি মানুষ মনে করে, আমি ভোগের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভোগ কি, একবারও চিন্তা করে না। সে ভোগের হয় ত মরিয়া

যায়; হয় ত রোগে রোগে তাহার জীবন যাপিত হয়; হয় ত অনশনে অনশনে ইহলীলার অবসান হইয়া থাকে। আবার, কেহ ভোগ করিতে করিতে, ব্যাঘ্রবৎ মৃত্যুকর্ত্তৃক মেঘবৎ অপহৃত হয়; তাহার ভোগসাধন সকলই পড়িয়া থাকে। আবার যত্ন করিয়া যে অশনবসনাদি সংগ্রহ করা যায়, হয় ত অন্যে তাহা হরণ করিয়া থাকে, না হয় অন্য কোনপ্রকারে তাহার বিনাশ হয়। আবার ভোগ যদি সুখের হইত, তাহা হইলে, রোগের সময় অশন বসনাদি অবশ্যই প্রীতি ও উপকারবিধান করিত; কিন্তু তাহা কখনই নহে! রোগীর বরং এই সকলে অশ্রদ্ধা উপস্থিত ও অপকারসংঘটিত হইয়া থাকে। আরও দেখ, যাহার বসন আছে, ভূষণ আছে, হয় আছে, হস্তী আছে, দাস আছে, দাসী আছে, তাহার যেমন জীবনমৃত্যু হইয়া থাকে, যাহার এ সকল নাই, তাহারও তেমনি জীবনমৃত্যু সংঘটিত হয়।

ফলতঃ, মানুষের আড়ম্বরমাত্র সার। ঐ দেখ, আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর যিনি, তিনি এখন নির্জীব পড়িয়া রহিয়াছেন। আর কেহ তাঁহাকে সম্ভ্রম করে না, ভয় করে না, সম্মান করে না। তিনি এখন কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায়, দৃশ্যমাত্র হইয়াছেন। মৃত্যু তাঁহাকে জড়দেহমাত্র সার করিয়াছে। আর তাঁহার উঠিবার বা নড়িবার শক্তিমাত্র নাই। জন্মের মত ঐ শক্তির লয় হইয়াছে। তিনি জীবিতদশায় কত শূরবীরের মৃত্যুসাধন করিয়াছেন; কিন্তু নিজের মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিলেন না। তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ত কথাই নাই। যিনি পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা এবং যাঁহার কথামাত্রে লোকের জীবন মরণ সংঘটিত হইত, তাঁহার এখন এই দশা। তিনি এখন সামান্য কীটের ন্যায়, পুষ্পের অভ্যন্তরে লীন রহিয়াছেন! ধিক্ সংসার! তোমার সকলি অসার! ধিক্ মানুষ, তথাপি তোমার চৈতন্য নাই। তুমি

বৃথা ধনী বলিয়া, মানী বলিয়া, অথবা গুণী বলিয়া অভিমান কর; কিন্তু তোমার ধন, মান ও গুণাদির পরিণাম চিন্তা কর। পৃথিবীর অতি জঘন্য ঐ কীটের যে দশা, তোমারও সেই দশা হইবে। তোমাকেও ধূলিসাৎ ও ভস্মসাৎ হইতে হইবে। অথবা, এই কীটযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। কিংবা তাহা অপেক্ষাও অধম হইতে হইবে। মৃত্যু তোমার পক্ষে যেমন, আমার পক্ষেও তেমন, আবার ঐ কীটের পক্ষেও তেমনি। তুমি মহামূল্য চন্দনে বা মহামূল্য বসন ভুষণেই দেহ ভূষিত কর, আর যাহাই কর সকলই কিয়ৎক্ষণের জন্য। উহাতে তোমার লাভালাভ বা ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। উহা কেবল অন্ধ অভিমান ও মূঢ়তামাত্র। ঐ দেখ, বনের সামান্য বৃক্ষলতাও কেমন ফল-কুসুমে সুশোভিত হইয়াছে! তুমি মহামূল্য বসন ভুষণ পরিয়া কি ইহা অপেক্ষা শোভার আধার হইতে পার? কখনই না।

ঐ দেখ, যিনি তোমার আমার সকলেরই রাজাধিরাজ মহারাজ ছিলেন, সেই মহাপ্রভাব পদ্মের কি দশা হইয়াছে! কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি জড়ের সহিতও ইহাঁর এখন তুলনা হইতে পারে না! কেননা, কাষ্ঠলোষ্ট্রেও বরং কোন না কোন প্রকারে লোকের উপকার আছে। কিন্তু ইহাঁর দ্বারা পৃথিবীর আর উপকারের সম্ভাবনা কি? অথবা, রাজা, মহারাজ, ধনী, দরিদ্র, সকলেরই এই দশা। মৃত্যু ক্ষুদ্র দুর্ব্বল, মহান্ সবল, সকলেরই এইপ্রকার অসারতার সঞ্চার করিয়া থাকে। তাহার নিকট কেহই বলবান্ নাই।

হায়, সংসারের কি অসারতা! ঐ দেখ, মহারাজ পদ্ম যে হস্তে সমগ্র পৃথিবী অধিকার ও সমগ্র রত্নজাত অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই হস্ত এখন শূন্য হইয়াছে! কই, তিনি ত কিছুই লইয়া যাইতে পারিলেন না! অথবা, তোমার আমার সকলেরই

এই দশা! কেননা, সংসারের সকলই অসার! কিছুই কিছু নহে!

চত্বারিংশ সর্গ। (মানুষ পশুরও অধম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! অনন্তর লীলা দেবী সরস্বতীর সহিত তৃতীয় ভর্ত্তার সংসারদর্শনে সমুৎসুক হইয়া, সংকল্পশরীর-সহায়ে তদীয় অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেই বেশ, সেই পরিচ্ছদ, সেই অলঙ্কার, সেই আসন, সেই দাসদাসীগণ এবং সেই সেই যানবাহন সমস্তই রহিয়াছে। কেবল গৃহস্বামী নাই। তিনি বহুযত্নে ও বহুব্যয়ে, এমন কি, আত্ম-শোণিত শোষণ করিয়া, ঐ সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলই অন্যের ভোগের জন্য রহিল! একজন পরম অনাত্মীয়, যাহাকে দেখিলে, তিনি যেন অগ্নিকুণ্ডে পড়িতেন, সেই ব্যক্তি এখন বিনাব্যয়ে ও বিনাযত্নে ঐ সকল ভোগ করিতেছে! বৎস রাম! মানুষের পরিণাম প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আমি এই কারণেই মানুষের জন্য শোক করিয়া থাকি। দেখুন, সে প্রতিপদে, প্রতিক্ষণে ও প্রতিস্থলে দেখিতেছে, যে, মৃত্যু অহরহ জীবকুল ধ্বংস করি-তেছে। তদ্ভিন্ন, রোগে, শোকে, পরিতাপে, তাপে, সন্তাপে, বিষাদে এবং অন্যান্য বিবিধ উপদ্রবেও তাহার আয়ু ক্ষয় হই-তেছে, তথাপি, তাহার চৈতন্য নাই। ইহার কারণ কি? ঐ দেখুন, একজন যষ্টিহস্ত, উত্থানশক্তিরহিত, বহুপরিবারের অভি-ভাবক, এদিকে কিন্তু কপর্দ্দকমাত্র সম্বল নাই। তথাপি তাহার জীবিতাশা কি বলবতী! দুঃখে দুঃখে ও শোকে শোকে তাহার শরীর শীর্ণ। তথাপি, কলেবর ধারণে তাহার কতই যত্ন ও কতই আহরণ! ইহারই বা কারণ কি? ব্রহ্মন্! তাহার কি হৃদয় নাই? সে কি বাস্তবিক জীবিত জড়?

ঐ দেখুন, জরাজীর্ণ দরিদ্র গৃহী বসিয়া রহিয়াছে, অদ্য চারি দিন হইল, উহার আহারসংযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। অথবা, মাসমধ্যে প্রায়ই ঐরূপ উপবাসে দিন অতিবাহিত হইয়া থাকে। তথাপি উহার জীবিতাশা কি বলবতী! দুরাত্মা দুর্ম্মতি জলমাত্র পান করিয়াও, অতিকষ্টে হত-জীবন ধারণ করিয়া আছে। তথাপি, মৃত্যুর নামে ঐ পাপাত্মার কতই ভয় হইয়া থাকে। ইহারই বা কারণ কি?

ঐ দেখুন, জীর্ণ-শীর্ণ-গলিত-বসনা কঙ্কালমাত্রাবসানা শুষ্ক-বদনা ঐ ললনা সাশ্রু নয়নে গদ্‌গদ বচনে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। আহা, এই হতভাগিনী পূর্ব্বে একজন ধনিকের সহধর্ম্মিণী ছিল। তখন উহার বসন ভূষণের কতই আড়ম্বর এবং অশন-আসনের কতই পারিপাট্য ছিল। মনে হইত, ঐ পাপকারিণী এই সকল ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিবে না; কিন্তু অদ্য প্রায় এক যুগ হইল, স্বামীর সহিত সে সকলের এক কালেই শেষ হইয়াছে। তথাপি, দুরাচারিণীর শেষ হইল না। হায়, বিধাতার কি বিড়ম্বনা, দেখুন! ঐশ্বর্য্যের অতুল অবস্থায় ঐ পাপকারিণী অভিমানিনী হইয়া, ঘৃণা করিয়া, যাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিত না, এখন তাহাদেরই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে! ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা কি আছে বা হইতে পারে? তথাপি, উহার জীবিতাশা কি বলবতী, দেখুন।

ঐ দেখুন, একজন আর একজনের উপাসনা করিয়া, অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতেছে। ইহাদিগকে প্রভুভৃত্য বলে। প্রভুরও হস্ত আছে, পদ আছে এবং ভৃত্যেরও তাহার অভাব নাই; বরং প্রভু অপেক্ষা ভৃত্যের হস্ত পদাদি অধিকতর শক্ত সমর্থ। কেননা, প্রভু যে কার্য্য করিতে না পারে, ভৃত্য অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে। তবে কেন ভৃত্য আপনিই আপনার প্রভু হইতে না পারে? তবে কেন সে সামান্য কাক কুক্কুরের

ন্যায়, অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকে? সর্ব্বংসহা পৃথিবী কি উৎপাদিকাশূন্য হইয়াছেন? ভৃত্য কি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, অন্ন-সংগ্রহ করিতে পারে না? ঐ দেখুন, সর্ব্বভূতজননী দেবী ধরণীর কত স্থান শূন্য পতিত রহিয়াছে। ভৃত্য অনায়াসেই ঐ সকল স্থান হইতে আপনার আহার সমাবেশ করিয়া লইতে পারে? তবে কেন সে অপরের গলগ্রহ হয়? হায়, মানুষ হইয়া মানুষের ছন্দোনুবর্ত্তনপূর্ব্বক জীবন যাপন করা কি বিড়ম্বনা! সামান্য উদরের জন্য ঈদৃশী লাঞ্ছনা সহ্য করা মানুষ ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্য নহে। অথচ, মানুষ সকল জীবের শ্রেষ্ঠ বলিয়া, আপনা আপনি বৃথা অভিমান ও শ্লাঘা করে। ইহাও যার পর নাই বিড়ম্বনা!

ঐ দেখুন, অরণ্যের অতি সামান্য পশুপক্ষীরও যে গৌরব বা সত্ত্ব আছে, মানুষের তাহা কিছু নাই। পশুপক্ষীরা আপনা আপনি আহার সংগ্রহ করিয়া সুখে জীবন যাপন করে; তজ্জন্য কাহারও গলগ্রহ বা অধীনতায় বদ্ধ হয় না। অথচ, মানুষের ন্যায়, তাহাদের বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, এবং শক্তি বা সামর্থ্য নাই। ফলতঃ, মানুষ যেমন অসার শরীর বা ক্ষুদ্র উদরের জন্য অন্যের গলগ্রহ হইতে ভাল বাসে, এরূপ আর কেহই নহে। বলিতে কি, যাহার সচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি হয়, সে ব্যক্তিও অনায়াসে অন্যের দাসত্ব করে। প্রভু অনেক সময়ে পদাঘাত করিলে, সে প্রসাদ বলিয়া শিরোধার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অথচ, সর্পকে পদাঘাত কর, সে তৎক্ষণাৎ অসহমান ও ক্রুদ্ধ হইয়া, দংশন করিয়া, তাহার নির্যাতন করে। এই রূপ, সিংহব্যাঘ্রাদি-কেও আঘাত করিলে, ঐরূপ নির্যাতনা সহ্য করিতে হয়। অনা-য়াসেই পরিহারপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই।

ভগবন্! ঐ দেখুন, পিতা দশরথ অন্যায় করিয়া, এই যে পক্ষীটীকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়াছেন, অতি যত্নে পালন করিলেও,

ইহার আন্তরিক যন্ত্রণার শেষ নাই। ঐ দেখুন, এই নিরাশ্রয় বিহঙ্গম পলাইবার জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান্ এবং কতই চঞ্চল ও ব্যাকুল, বলিবার নহে। ইহার কিছুরই অভাব নাই। রাজ-প্রাসাদে রাজভোগে আছে। তথাপি, অরণ্যের সেই সামান্য তরুলতার সামান্য ফলপুষ্পাদি মনে করিয়া, ইহার কতই কষ্ট উপস্থিত হইতেছে! আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, এই পক্ষী একদিনের জন্যও এত সুখে সুখী নহে। এত দিন বহুযত্নে ও বহুভোগে স্বয়ং রাজার হস্তে পালিত হইয়াছে। তথাপি, ছাড়িয়া দিন, এই মুহূর্ত্তেই পলায়ন করিবে। ভ্রমেও এই সকলে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। ইহারই নাম স্বাধীনতা মহাসুখ। কিন্তু মনুষ্য ইহা ভ্রমেও বুঝে না এবং বুঝিলেও, তদনুরূপ কার্য্য করে না।' অথচ মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনাদির সীমা নাই। ঐ দেখুন, কত শত ব্যক্তি আমার পিতার দ্বারস্থ। সূর্য্যের উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত পিতার প্রসাদকামনায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং তজ্জন্য সামান্য দ্বারবান্ প্রভৃতিরও নিকট কত ধর্ষণা ও অবমাননা সহ্য করিতেছে, বলিবার নহে। মহারাজ দশরথ তিরস্কার করিলেও, পুরস্কার বোধে প্রতিগ্রহ করিতেও ইহাদের সঙ্কোচ বোধ হয় না! সকল মনুষ্যের অবস্থাই এই রূপ। ভগবন্! ইহারা কোন্ জাতি, বলিতে পারেন? অথবা, ইহারা পশুরও অধম জাতি, সন্দেহ নাই।

এই হরিণ অতি সামান্যপ্রাণ ও সামান্যবুদ্ধি। পিতা দশরথ ইহাকে অতি কষ্টে বদ্ধ করেন। আজিও ইহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কত শত অসামান্যবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণবান্ মনুষ্য আপনা হইতেই পিতার বশীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ বদ্ধ ও বশীভূত অবস্থায় তাহাদের মন একদিনের জন্যও ক্ষুণ্ণ বা বিকৃত নহে। প্রত্যুত, ঐরূপ বদ্ধ হইতে পারিলে, প্রভূত সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া থাকে। এইজন্য বলি, মানুষ পশুরও অধম।

ভগবন্! মানুষের মতিগতি কেন এরূপ বিকৃত হইল? আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ের নির্দ্দেশ করুন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমার সাতিশয় শোক ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে।

একচত্বারিংশ সর্গ।

(বৈরাগ্যের উপায়।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। আমি সংক্ষেপে যথাযথ উত্তর দিতেছি, অবধান কর।

পিতামহ পদ্মযোনি কহিয়াছেন, অনেক সাধনাবলে মনুষ্য-জন্ম হয়। কেননা, এই জন্মেই মুক্তির সোপান সংঘটিত হইয়া থাকে। মনুষ্যজন্মে মুক্তি না হইলে, আর কোন জন্মেই মুক্তি হয় না। প্রত্যুত, নরকের পর নরক সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার আর কোন কালেই পরিহার হয় না। দুঃখের বিষয়, মনুষ্যের মুক্তিপথে অনেক বিঘ্ন। একমাত্র বিষয়সেবা ইহার কারণ। মনুষ্য বাল্যকাল হইতেই, সংসর্গবশে বিষয়সেবায় প্রবৃত্ত ও ক্রমে আসক্ত হইয়া উঠে। এই প্রবৃত্তি কালসহকারে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে নিতান্ত বদ্ধ করে। যৌবনকালে এই প্রবৃত্তির শতমুখীভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ, ঐ কালই প্রধান কাল। এই কালে প্রবৃত্তি সকল, বসন্তকালীন কুসুমের ন্যায়, বিকসিত হয়। সুতরাং যৌবনই পরীক্ষার স্থান। মানুষের উদ্ধার হইবে কি, না হইবে; যৌবনকাল দেখিয়া তাহা যেমন বলা যায়, অন্য কোন কালেই সেরূপ নহে।

বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী সর্ব্বপ্রধান। এই স্ত্রী হইতে কামের সৃষ্টি হইয়াছে। যৌবনকালে স্ত্রীসঙ্গের প্রবল লিপ্সা মানুষকে মদিরাপানের ন্যায়, অতিমাত্র মত্ত ও পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায়,

একান্ত অবসন্ন করে। বিশেষ-বিবেচনাসহকৃত ধৈর্য্যগুণ সহায় না হইলে, সহসা উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নহে। মনই সকলের নিয়ন্তা। যৌবনে বর্ষাকালীন সলিলের ন্যায়, মন কলুষিত হইলে, প্রবৃত্তি সকলও কলুষিত এবং তৎসহায়ে ইন্দ্রিয় সকলও উদ্দাম হইয়া উঠে। তৎকালে প্রবল-ঘূর্ণ-পতিত নৌকার ন্যায়, বারংবার দোতুল্যমান ও ঘূর্ণায়মান হওয়াতে, মানুষের নিরতিশয় শোচনীয় দশার আবির্ভাব হয়। যেরূপ প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইলে, সাগরে উত্তাল তরঙ্গমালার আবির্ভাব হয়, তেমনি যৌবনের উদয়ে প্রবৃত্তি সকলেব বিক্ষোভ সংঘটিত হইয়া, মানুষের মনকে নিতান্ত ব্যাকুলিত করে। অথবা, বায়ুবশে মেঘসকল যেপ্রকার ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং তজ্জন্য আকাশের নিরতিশয় দুর্দ্দশার আবির্ভাব হইয়া থাকে, এইকালে হৃদয়ের অবস্থাও তদ্রূপ হয়। এইজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা উপদেশ করেন, যৌবনসময়ে সর্ব্বদা সৎসঙ্গে অবস্থিতি করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ। অতএব বাল্যকাল হইতেই অসৎসঙ্গত্যাগে সর্ব্বথা সর্ব্বথা যত্নবান্ হইবে। তাহা হইলে, উত্তরকাল সুখে অতিবাহিত হইবে। বাল্যকালের সংস্কারসকল আকাশের ন্যায়, অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য এবং প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় কোন কালেই অপনীত হয় না। যাহার বাল্যকাল যেমন হয়, উত্তরকাল তাহার তেমনি হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষরূপে বালককে সৎশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সৎশিক্ষা কাহাকে বলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যে শিক্ষায় আমি তুমি ইত্যাদি দৃশ্যজাত ভ্রমমাত্র বোধ হইয়া, অন্তঃকরণে দিব্যজ্ঞানযোগসহকৃত বৈরাগ্যযোগ উপস্থিত ও তৎসহায়ে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ সংঘটিত হয়, তাহার নাম সৎশিক্ষা। বাল্যকাল হইতেই ঐরূপ শিক্ষার

প্রসঙ্গ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় হইতে যত দূরে থাকা যায়, ততই বৈরাগ্যপথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। অবশ্যই এক দিন বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে, এইপ্রকার বোধই বৈরাগ্যের প্রধান সাধন। বিষয় সাক্ষাৎ বন্ধন, ইহা বারংবার বলিয়াছি। সৎশিক্ষাসম্পাদিতবিশুদ্ধ জ্ঞান ঐ বন্ধন ছেদনের খরধার অসি। এই অসি সংগ্রহ করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সংসারের পরই অপার অন্ধকার। জ্ঞানরূপ আলোক সহায় না হইলে, ঐ অন্ধকার পার হওয়া দুর্ঘট। বৎস! ঐ অন্ধকারের পরই অনন্ত নরক যেন হাহাকারে পরিক্রম করিতেছে! অন্ধকার পার না হইলে, ঐ নরকে পতিত হইতে হয়। কত শত ব্যক্তি ঐ নরকে পতিত হইয়া, হা মাতঃ, হা পিতঃ, হায় কি হইল, বলিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতেছে, বলিবার নহে! মনুষ্যলোকে যাহারা অজ্ঞানান্ধ, তাহারা যেমন ইহসংসারে বাস্তবিক শান্তিসুখ দেখিতে পায় না, পরসংসারেও তেমনি ঘোর অন্ধকারে পুনঃ পুনঃ কৃমির ন্যায়, পরিবর্ত্তন পুরঃসর দুঃসহ যাতনাপরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, লোকে জানিয়া শুনিয়াও, কোন বৈরাগ্য আশ্রম না করে, পুনরায় কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বহুদিনের অভ্যাস কখনও সহজে ত্যাগ করা যায় না। মানুষ বিষয়সেবাদোষে অতিমাত্র ক্ষীণপ্রাণ হইয়াছে। সে সূর্য্যের আলোক, অগ্নির উত্তাপ, ঝটিকার আঘাত, হিমের তীক্ষ্ণশৈত্য ইত্যাদির নামমাত্রেই ভীত ও শঙ্কিত হইয়া থাকে। এই রূপ পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। দুঃখ না করিলে সুখ হয় না। কিন্তু মানুষের ক্ষমতা কোথায় যে সুখলাভের চেষ্টা করে? এইজন্য, জানিয়া শুনিয়াও, বৈরাগ্যপথের পথিক হইতে পারে না। বিষয়সেবায় যে আপাতরমণীয়তা ও আপাতসুখ আছে, তাহাই মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহাই

তাহার বৈরাগ্যপথের প্রবল অন্তরায় এবং তাহাই তাহার মুক্তি-মার্গের মহাবিঘ্ন। এ বিষয়ে জ্ঞানী অজ্ঞানী প্রভেদ নাই। মদিরা যেমন মানুষকে মত্ত করে, অথচ সে তাহা জানিয়াও সেবন করিতে নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ, বিষয়রসপানে মানুষমাত্রেই মত্ত হইয়া, বৈরাগ্যপথ বিস্মৃত হইয়াছে। এইজন্য মনীষিগণ পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন, সংসারকে বিষমবিষবৎ জ্ঞান করিয়া, এককালেই পরিহার করিবে। ইহার কিছুতেই আসক্ত হইবে না। আসক্তিই পাপ, আসক্তিই বন্ধন এবং আসক্তিই নরক। আসক্তির সমান বিপদ বা সঙ্কট নাই। বৎস! তুমি সর্ব্বথা অনাসক্ত জানি; তথাপি, উপদেশ করিতেছি, পাপ আসক্তির ছন্দাংশেও যাইও না। উহা পিশাচীর ন্যায়, লোককে প্রলোভিত করিয়া, অবশেষে বিপন্ন করে। কত শত ব্যক্তি এই আসক্তির নির্ভরতায় অকালে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে, বলিবার নহে। মধুমক্ষিকারা মধুলোভে অন্ধ হইয়া, যে বিপদ্গ্রস্ত হয়, তাহা সকলেই জানে। ইহাই আসক্তির পরিণাম। বৈরাগ্যযোগের যতপ্রকার শত্রু বা বিপক্ষ আছে, এই আসক্তি তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। বিশুদ্ধবুদ্ধি সাধুগণ স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আসক্তি হইতে মৃত্যু, নরক, অবসাদ, প্রমাদ ও বিপদসমূহের জন্ম হইয়াছে। অতএব ইহা অবশ্য ত্যাগ করিবে।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ। (যুদ্ধনিন্দা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর লীলা সরস্বতীর সহিত বিদূরথমণ্ডপে সমাগত হইয়া, সন্দর্শন করিলেন, প্রবলপ্রতাপ সিন্ধুরাজ উহা আক্রমণ করিয়াছেন এবং এই সংগ্রাম দর্শনার্থ ত্রিলোকীর যাবতীয় প্রাণী গগনমণ্ডলে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সমাগমে আকাশ-বিভাগ একান্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

দেবী সরস্বতী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া লীলাকে সম্বোধন

পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! মানুষের দুরাচারিত্ব, দুর্বুদ্ধিতা ও দুরাগ্রহ অবলোকন কর। যাঁহা ভূমিকম্পে এই মুহূর্ত্তেই লয় পাইতে পারে, অথবা জলপ্লাবনে অল্পক্ষণমধ্যেই মগ্ন হইয়া যায়, কিংবা অনাবৃষ্টিতে অতি অল্পকালমধ্যেই মরুরূপে পরিণত ও প্রাণিশূন্য হইতে পারে, সেই সামান্য ভূমিখণ্ডের জন্য মানুষ নিজের রক্তপর্য্যন্ত দান ও অন্যের রক্তশোষণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কি আশ্চর্য্য! এই অসার ভূসম্পত্তির জন্য ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পিতা পুত্রকে এবং বন্ধু বন্ধুকেও ভুলিয়া যায় এবং হত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না! সংসারে কে কাহার আত্মীয়, কে কাহার পর, তাহার নির্ণয় করা দুর্ঘট! সামান্য বিষয়ের জন্য আত্মীয়ও পর ও পরও আত্মীয় হইয়া থাকে এবং অবিশ্বাসীও বিশ্বাসী ও বিশ্বাসীও অবিশ্বস্ত হয়। ইহা অপেক্ষা মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুরাচারিত্ব কি আছে?

ঐ দেখ, পরস্পর বিনাশ করিবার জন্য লোক সকল কেমন বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। হায়! যে প্রাণ বহুযত্নের সামগ্রী এবং যাহার মূল্য নাই ও তুল্য নাই, ঐ দেখ, ইহারা তাদৃশ প্রাণ পরিহারের জন্য কতই উদ্যোগ করিতেছে! আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবিত দশাতেও স্ব স্ব প্রাণ রক্ষার জন্য ইহারা এইপ্রকার যত্ন করিয়াছে! কিন্তু অধুনা সেই প্রাণ মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে কৃতচিত্ত হইয়াছে। এই মুহূর্ত্তের পরস্পর আঘাত করিয়া, সকলে প্রাণত্যাগ করিবে। সুতরাং, যাহার জন্য এইপ্রকার প্রাণান্ত-সংঘটন, সেই ভূসম্পত্তি কে ভোগ করিবে, দুরাত্মাদের কি এক-বারও ইহা মনে হয় না?

ফলতঃ, যুদ্ধের ন্যায়, ঘোরতর নির্দ্দয়ের ও অধর্ম্মের কার্য্য দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীতে সকলেরই সমান অধিকার! এক জনের ভোগের জন্য কখনও ইহার সৃষ্টি হয় নাই। তবে কেন পরস্পর বিবাদ করে, কলহ করে ও যুদ্ধ করে এবং পরস্পরের শান্তি

ভঙ্গ করিয়া থাকে? আবার দেখ, সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে। রাজ্য বল, ভূমি বল, আর যাহাই বল, সকলই কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য। তবে কেন দুরাত্মা মানুষ তাহার জন্য অন্ধ হইয়া, আত্মহত্যা করিতে ধাবমান হয়? হায়! নিজের শরীরে সামান্য-মাত্র আঘাত লাগিলেও, লোকে কতই বেদনা বোধ করে; কিন্তু দুরাত্মারা এখন তাহা ভুলিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে কেমন কৃতোদ্যম হইয়াছে, অবলোকন কর। ইহাদের আর সে দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই এবং ধর্ম্ম ও সত্যজ্ঞান নাই। ইহারা এখন সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হিংস্রপ্রকৃতি ধারণ করিয়াছে। অথবা, শোণিতমাত্রলিপ্সু রাক্ষস অপেক্ষাও ইহারা এখন ভয়াবহ হইয়াছে। অথবা, ইহারা এখন সাক্ষাৎ ভয়, শঙ্কা, হত্যা বা মৃত্যুস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই যুদ্ধ মৃত্যুর অন্যতর নাম ও রূপ! ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি যেমন সাক্ষাৎ মৃত্যু, এই যুদ্ধও তদ্রূপ সাক্ষাৎ মৃত্যু। ঐ দেখ, বিবিধ খরধার অস্ত্রশস্ত্র মৃত্যুর সাক্ষাৎ পরিবারের ন্যায়, ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে। ঐ সকল অস্ত্রের আঘাতে এখনই কত শত নিরপরাধ সাধুর প্রাণহত্যা হইবে, কত শত সতী বিধবা হইবে এবং কত শত পরিবার অনাথ ও নিরাশ্রয় হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই! দুরাচার নির্দ্দয় মানুষ এ সকল বিবেচনা করে না! সহজ অব-স্থায় যাহার মনে দয়া ও মমতা এবং ধর্ম্মজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়, যুদ্ধের সময় সেও তাহা অনায়াসেই ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা যুদ্ধের জঘন্যতা ও ভয়াবহতা কি আছে? ঐ দেখ, পিতা পুত্রে এবং বন্ধুতে বন্ধুতেও বিপক্ষ হইয়াছে। সুতরাং, সংসারে কে কাহার পিতা, কে কাহার বন্ধু এবং কেই বা কাহার আত্মীয়? বিবাদ করিয়া, বিসংবাদ করিয়া, বিগ্রহ করিয়া, নিগ্রহ করিয়া, রোগে পড়িয়া, শোকে পচিয়া এবং অন্যান্য বিবিধ উপদ্রবে আক্রান্ত হইয়া, মরিবার জন্যই পাপাচার দুরাত্মা

মানুষ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে অমৃতের জন্য, অভয়ের জন্য এবং মুক্তির জন্য কিছুই করে না। যাহাতে আর না আসিতে হয়, আসিয়া আবার অনন্ত যাতনা ভোগ করিতে না হয়, তাহার জন্যও সে কিছুই করে না। সে নরক হইতে আসিয়াছে, পুনরায় নরকেই গমন করে। আহা, তাহার কি বিড়ম্বনা ও কি যাতনা! তাহার নিজের দোষে এই যাতনার পরিহার বা অবসান হয় না।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। (শূরস্বরূপ কীর্ত্তন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর লীলা ও সরস্বতী সংকল্প-শরীরসহায়ে দুর্ভেদ্য গগনতল ভেদ করত ঐ অদ্ভুত যুদ্ধকাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা অবলোকন করিলেন, বিমানচর প্রাণিগণে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে। কোন স্থানে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে অপ্সরারা যুদ্ধপতিত শূরদিগকে আনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। কোন স্থানে রক্তমাংসাশী রাক্ষস, ভূত ও পিচাশ-গণ ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থানে পুষ্পবর্ষী বিদ্যাধরগণ অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে বেতাল, যক্ষ ও কুষ্মাণ্ডগণ আয়ুধপতন শঙ্কা করিয়া, গিরিতট আশ্রয় করিতেছে। কোন স্থানে পুরুষাভিমানবিশিষ্ট অক্ষুব্ধচিত্ত সদ্‌ভটগণ অবস্থিতি করি-তেছে। কোন স্থানে ভূতগণ উপস্থিতপ্রায় ভয়ঙ্কর রণবিষয়ে কথোপকথন করিতেছে। কোন স্থানে বিলাসশালিনী চামর-ধারিণী কামিনীগণ অস্ত্রপাতশঙ্কায় গগনবিভাগ পরিহারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে সোৎকণ্ঠে অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে অপ্সরারা লোকপালগণের স্তব গান করিতেছে। কোন স্থানে মুনীশ্বরগণ স্বস্ত্যয়ন ও দেবগণের আরাধনা করিতেছে। কোন স্থানে ইন্দ্রের সৈন্যসকল স্বর্গধামের উপযুক্ত শূরদিগকে আনিবার জন্য

সবিশেষ আগ্রহ সহকারে ঐরাবতাদি বাহনদিগকে সজ্জিত করিতেছে। কোন স্থানে গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ স্বর্গারোহণপ্রবৃত্ত শূরগণের সংবর্দ্ধনাজন্য উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে শূরসঙ্গসমুৎসুক সুরকামিনীসমূহ কটাক্ষবিক্ষেপসহকারে সদ্ভটসকলকে সন্দর্শন করিতেছে। কোন স্থানে দোর্দ্দণ্ড বীরগণের আলিঙ্গনকারিণী লম্পটস্বভাবশালিনী রমণীরা অবস্থান করিতেছে এবং কোন স্থানে শূরসকলের শুভ্রশীতল যশরূপ জ্যোৎস্নাসংসর্গে ভগবান্ ভাস্কর চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিরূপ বীরদিগকে শূর বলা যাইতে পারে, কিরূপ যোদ্ধা স্বর্গলাভের উপযুক্ত এবং কাহারাই বা তাহার উপযুক্ত নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যে সকল ভট শাস্ত্রসঙ্গত সদাচারসম্পন্ন প্রভুর রক্ষাজন্য সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ বা জয়লাভ করে, তাহারই শূর ও শূরলোকের উপযুক্ত। আর, তদিতর ব্যক্তিগণই অস্বর্গ্য এবং অনন্ত নরক প্রাপ্ত হয়। ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারী ভটদিগকে ভক্তশূর বলে। যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, সাধু, শরণাগত ও সুহৃদ্বর্গের রক্ষাজন্য সযত্নে সংগ্রাম করিয়া প্রাণ পরিহার করে, তাহারা স্বর্গের ভূষণ। যাহারা স্বদেশের পরিপালন এবং প্রভু বা রাজার জন্য যুদ্ধ করে, তাহারাই বীর এবং বীরলোকের উপযুক্ত। যাহারা প্রজাপীড়নপ্রবৃত্ত প্রভু বা রাজার জন্য যুদ্ধ করে, তাহারা নরকলাভ করে।

এই রূপে, ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট যোধগণই স্বর্গভোগী এবং তদিতর যোধগণের ভয়াবহ নিরয় সংঘটন হয়। ফলতঃ, যুদ্ধে পতিত হইলে, যোধমাত্রেরই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, ইহা কথার কথা। যাহারা ধর্ম্মযোদ্ধা, তাহারাই স্বর্গের ভূষণ এবং তাহারাই শূর, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। এই রূপে, যাহারা সদাচারসম্পন্ন সাধুগণের সংরক্ষণজন্য

নিয়মাবলী।

—oo—

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺ রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে যে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে, তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম (এই সংস্করণে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিষণগণের বা অন্য কাহার কোন সত্বাধিকারই নাই বা রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দুমাত্র কোন অংশেই পরিবর্ত্তন করি নাই। পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, এই অনুবাদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে, বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্বেও, লোকে ইহারই প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করিয়া আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতি জটিল গ্রন্থ। ইহার সহজ বাঙ্গালা হওয়া বড়ই কঠিন। তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুগম হইবে, বলিয়া, ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে, অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অংশ অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া, ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না, তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে, প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে কি এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতেই ৺কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এই বশিষ্ঠের ও সাধারণের ঈদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা।

ঐ টাকা ১ম হইতে আরম্ভ করিয়া, ২।৩ বারে শোধ করিতে হইবে, নতুবা, ।৵৹ আনা হিসাবে পড়িবে। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে, সমগ্র পুস্তকের সমাপ্তি পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪ ২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্তক শেষ হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার নিকট প্রত্যেক খণ্ড ৷৹ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে উত্তর দিনা। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য সহ পত্র লিখিবেন অগ্রে টাকা না পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয় না। মনিঅর্ডার বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে, বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নের লিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

যদি আমি ইহা পরিসমাপ্ত করিতে না পারি, তবে গ্রাহকগণের মূল্য ফেরৎ দিয়া, পুস্তক ফেরত লইব, ইহাতে অন্যথা হইবে না।

প্রকাশক	ঠিকানা
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।	৬ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

৮ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

ষড়-দর্শন মীমাংসা ও শঙ্করভাষ্যমতে বর্ত্তমান রুচির অনুসারে।

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক
বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
২৯ নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট, "মিনার্ভা প্রেসে"
শ্রীবৈদ্যনাথ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য।৵০ আনা।
ডাকমাশুল—/১০ আনা।

খড়্গাধারা সহ্য করে, তাহারই শূর ও শূরলোকের উপযুক্ত। সুরসুন্দরীরা তাঁহাদিগকেই আত্মদান করিবার আশয়ে সোৎকণ্ঠহৃদয়ে ইন্দ্রালয়ে অবস্থিতি করে। বিদ্যাধরকামিনীরা তাহাদের জন্যই সুমধুর মন্থর সঙ্গীতে স্বর্গমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে এবং কুলকামিনীরা তাহাদের নিমিত্তই সবিশেষ আগ্রহে স্ব স্ব কবরভারে সুন্দর মন্দারমাল্য বেষ্টন করে। সুর ও সিদ্ধসকলে সুশোভন বিমানপংক্তি তাহাদের জন্যই বিশ্রাম করে এবং সমস্ত স্বর্গভুবন তাহাদের জন্যই সমধিক উৎসবশোভা বিস্তার করে।

নতুবা যাহারা পাসণ্ড এবং দুরাকাঙ্ক্ষা বা লোভের পরতন্ত্র হইয়া, শুদ্ধ বিষয়বিস্তারমানসে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ বা জয় সাধন করে, অথবা যাহারা বিষয়বিস্তারলোলুপ ধনমদান্ধ প্রভুর জন্য যে কোনরূপে যুদ্ধ করে, তাহারা কখনও প্রকৃত শূর বা শূরলোকলাভের যোগ্য নহে। উহাদের নিশ্চয়ই নরকলাভ হয়। উহারা পরজন্মে রক্তমাংসাশী কৃমিকীট হইয়া, জন্মগ্রহণ করে। সিংহ ব্যাঘ্রাদি ইতর পশুরও সহিত উহাদের তুলনা হয় না। উহারা সর্ব্বথা মনুষ্যত্বহীন ও পশুত্ববিশিষ্ট। অথবা, উহারা পশু অপেক্ষাও অধমভাবে পরিণত। বিধাতা উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন, বলিতে পারি না। উহারা পর্ব্বতপ্রস্তরাদি অপেক্ষাও পৃথিবীর মহাভারস্বরূপ এবং মনুষ্যকুলের সাক্ষাৎ দুরপনেয় কলঙ্ক। উহাদের শেষে বা এককালীন ধ্বংসেই মনুষ্যসমাজের উন্নতি। উহারা ধর্ম্মের শত্রু ও অধর্ম্মের বন্ধু, সত্যের বিপক্ষ ও অসত্যের আত্মীয় এবং শান্তির কুঠার ও অশান্তির আশ্রয়।

চতুশ্চত্বারিং সর্গ। (যুদ্ধ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর সরস্বতীর সমভিব্যাহারিণী লীলা সেই বিমানালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, স্বীয় ভর্ত্তা বিদূরথের সুরক্ষিত সুরাষ্ট্রমণ্ডল মধ্যস্থ ভয়াবহ অরণ্যপ্রান্তরে প্রশান্তসাগর সদৃশ অক্ষুব্ধ দ্বিতীয় সৈন্যদল সমাগত হইয়াছে। ঐ উভয়পক্ষীয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইলে, যুদ্ধোন্মত্ত ভটগণ, সাড়ম্বর জলধরের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সমুজ্জ্বল কবচ সংসর্গে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, তাহাদের পরমশোভা প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাদের হস্তে সুনির্ম্মল সলিলধারা সদৃশ দিব্য নিস্ত্রিংশ সকল শোভমান। তাহারা পরস্পরের প্রহারসম্পাত লক্ষ্য করিতে লাগিলে, তাহাদের হস্তস্থিত প্রাস, পরশ্বধ, ঋষ্টি ও মুদ্গারাদি অস্ত্রশস্ত্রসমূহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে ইতস্ততঃ সঞ্চলন করাতে, তাহাদের কনকময় সমুজ্জ্বল কবচ-পরম্পরা, ভাস্করকরসদৃশ দিব্য ছটা বিস্তার করিল এবং তাহাদের পদভরে রণভূমি, পক্ষিরাজের পক্ষপবনপ্রকম্পিত বনরাজির ন্যায়, বারংবার বিকম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর উভয় দল শ্রেণীবদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া, ক্রোধভরে স্ব স্ব শরাসন সমুদ্যত করত চিত্রিতের ন্যায়, অনিমিষ নয়নে পরস্পরের মুখনিরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের ভয়ঙ্কর হুংকারে অন্যান্য শব্দমাত্রই অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই রূপে, সেই উভয়পক্ষীয় অপার সৈন্য, প্রলয়কালীন প্রচণ্ড পবনপ্রবাহে পরিচালিত একার্ণবের ন্যায়, নিরতিবিক্ষোভিত ও দ্বিধনুপরিমাণ সেতু দ্বারা পরস্পর পৃথক্কৃত হইয়া, রাজার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভয়াবহ যুদ্ধরূপ অপরিহার্য্য কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত প্রায় জানিয়া, উভয়পক্ষীয় নরপতিই নিতান্ত চিন্তাক্রান্ত হইলেন। ভীরুগণের হৃদয়, ভেককণ্ঠস্থ ক্ষণিক ত্বকের ন্যায়, কম্পিত হইয়া উঠিল। অসংখ্য সৈন্য প্রাণান্তস্বীকারপুরঃসর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সংগ্রামে

অবস্থিতি করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধরেরা শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক শরত্যাগে উন্মুখ হইয়া রহিল। যোধগণ প্রহারপাতপ্রতীক্ষায় স্পন্দহীন দণ্ডায়মান থাকিল। অন্যান্যেরা ক্রোধভরে ভ্রূকুটিবিস্তার করাতে, লোকমাত্রেরই দুষ্প্রেক্ষ্য স্বরূপ ধারণ করিল। ভীরুগণ তাহাদের সেই ক্রোধাগ্নিতে যেন দগ্ধ হইয়া. ম্লানবদনে পলায়ন করিতে লাগিল। অগণ্য সৈন্য ও মাতঙ্গ সমুত্থিত রজঃপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ইতস্ততঃ পরিক্রমণ আরম্ভ করিল।

অনন্তর উভয় পক্ষ পরস্পর পূর্ব্বপ্রহারপ্রতীক্ষায় স্থিরভাব ধারণ করিলে, নিদ্রাকুল পুরীর ন্যায়, তাহাদের কোলাহল নিবৃত্ত এবং শঙ্খ, তূর্য্য ও দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দও তিরোহিত হইল। অপার ধূলিপটল, নিবিড় জলদপটলের ন্যায়, সমুত্থিত হইয়া, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে, ভীরুস্বভাব যোধগণ রণস্থল ত্যাগ করিয়া, পলায়নের উপক্রম করিল। তৎকালে মৎস্য ও মকরব্যূহরচনাপূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যম প্রবর্ত্তিত হইলে, মৎস্যমকরসমাকুল সরোবরের ন্যায়, রণস্থলের সমধিক ভয়াবহতা প্রাদুর্ভূত হইল। রাশি রাশি পতাকা পতপত শব্দে সমুত্থিত হইয়া, তারকানিকর আচ্ছাদিত করিল। গজারোহিগণ ঊর্দ্ধবাহু অবস্থিতি করাতে, গগনান্তরবিভাগ যেন অরণ্যময় হইয়া উঠিল। পক্ষপরিভূষিত প্রদীপ্ত আয়ুধ-পরম্পরার সমুজ্জ্বল প্রভাজালে দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইল এবং দুন্দুভি প্রভৃতি অসংখ্য বাদিত্রের ধনন্ধং শব্দে ও শঙ্খাদির সুগভীর নিনাদে গগনান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনন্তর এক পক্ষ চক্রব্যূহ বন্ধনপূর্ব্বক বিপক্ষ যোধগণকে আক্রমণ করিলে, তাহারা দানবাক্রান্ত দেবগণের ন্যায়, শোভা ধারণপূর্ব্বক গরুড়ব্যূহ রচনা করিয়া, মাতঙ্গদলদলনে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে বিপক্ষীয়েরা শ্যেনব্যূহরচনাপূর্ব্বক তাহাদের

প্রতীত হইতে লাগিল এবং কেশকলাপ সুনীল গগনে সংসক্ত হইয়া, সুনির্ম্মল-সরোবর-সংস্থিত শৈলদামের শোভা সংহরণ করিল। যোধগণ বৈরনির্যাতনকামনায় পরস্পরের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ খরতর-নখর-প্রহারপুরঃসর বিপক্ষ পক্ষের নাসা, কর্ণ, চক্ষু ও স্কন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ছিন্নধনু মল্লগণ পরস্পর তিরস্কারসহকারে ক্রীড়াপূর্ব্বক বাহুযুদ্ধ করিয়া, জয়স্থান লাভ করিতে আরম্ভ করিল। মদমত্ত মাতঙ্গগণ সবেগে পতিত হইয়া, পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল। রথবেগবিনিহত সৈন্যসমূহের শোণিতরাশি, স্রোতস্বিনীর ন্যায়, সমুদায় সংগ্রামভূমি প্লাবিতপ্রায় করিল। সংক্ষোভিত সাগরসদৃশ সুতুমুল গর্জ্জন করিয়া, উভয়পক্ষই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায়, তাহাদের গভীর হুঙ্কারে কর্ণ বধিরপ্রায় হইল। মৃত্যু যেন সাক্ষাৎকারে সমাগত হইয়া, উভয়পক্ষীয় যোধদিগকে স্পষ্টই গ্রাস করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে সুমেরুসদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি মদমত্ত গজেন্দ্রগণের সুভীষণ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত, শূরগণের সবেগ সমুৎক্ষিপ্ত শস্ত্রসমূহের আঘাতে বিহঙ্গসকল দূরে বিদ্রুত, মরণোন্মুখ যোধগণের ক্রন্দনে ঘর্ঘর শব্দ সমুত্থিত এবং কুঠারসকলের প্রবল প্রহারে সৈন্যসকলের মস্তকসকল বিদলিত হইতে লাগিলে, রণভূমি, প্রেতভূমির ন্যায় ভয়াবহ হইয়া উঠিল। গগনতল সমুত্থিত খড়্গরাশির সংসর্গে তারকাময় ও অবনিতল পরস্পরের আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহের প্রভাপরম্পরায় আলোকময় এবং আকাশমণ্ডল শূরগণের সমুৎক্ষিপ্ত তোমর সকলে তোরণমালাময় ও খড়্গাসকলে কুন্তলরাশিময় প্রতীত হইতে লাগিল। শূন্যমার্গে সমুত্থিত কুন্তসকল বংশকাননসংসক্ত দাবদহনবৎ শোভা ধারণ করিল। প্রধান প্রধান সৈনিকগণ শস্ত্রবর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ধারাসম্পাতপরিব্যাপ্ত পর্ব্বতপংক্তিবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। অপ্সরারা

শূলবেগে সমুৎপাতিত স্বর্গসমুচিত শূরগণের আনয়নজন্য সম্যগ্-বিধানে কৃতোদ্যম হইল। ভটগণের মুখরূপ সরোজরাজি কমনীয় কেয়ূরপ্রভায় দশ দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়া, গুরুতর গদার আঘাতে তুষারবিগলিত পদ্মের ন্যায়, পৃথ্বীতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পরস্পরের প্রবল প্রাসবেগে যোধগণ সংপিষ্ট হইয়া, ভূতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। চক্র ও ক্রকচ প্রভৃতি অস্ত্রসকলের আঘাতে অশ্ব, গজ ও মনুষ্যসকল অনবরত ছিন্ন ভিন্ন এবং মত্ত মাতঙ্গগণ পরশুপ্রহারে ইতস্ততঃ নিপতিত হইতে লাগিল। যন্ত্র ও পাষাণ প্রভৃতির আঘাতে রথ ও ধ্বজসকল নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। পাশাস্ত্রপ্রয়োগপটু বীরগণ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া, পরিদেবনাপুরঃসর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। অসংখ্য যোধগণ ক্ষুরিকাঘাতে ভিন্নকুক্ষি ও ভিন্নহৃদয় হইয়া, ভূতল আশ্রয় করিল। কেহ কেহ সগর্ব্বে চীৎকার ও সক্রোধে সিংহ-নাদ করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ বজ্রমুষ্টির আঘাতে নিষ্পিষ্ট ও ধরাশায়ী হইল। পট্টিশ সকল প্রবলবেগে শ্যেনপক্ষীর ন্যায়, আকাশে উৎপতিত হইতে লাগিল। অনবরত শরসঙ্ঘাত-নিপাতবেগে প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। যেরূপ উলূখলে তণ্ডুল চূর্ণ হয়, তদ্রূপ সংগ্রামে সৈন্যসকল চূর্ণ হইতে লাগিল। যেরূপ ব্যাধগণ বিহঙ্গদিগকে বধ করে, সেইরূপ বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ বীর-গণের নিস্ত্রিংশপ্রহারে নিহত হইতে লাগিল। যেরূপ শ্বাপদগণ নখরপ্রহারে, শূরগণ সেইরূপ শরাঘাতে অসংখ্য সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইল। কাহার হস্ত, কাহার পদ, কাহার মস্তক, কাহার কর্ণ, কাহার নাসিকা এবং কাহারও বা চক্ষু ছিন্ন হইয়া গেল। সৈন্যগণের নিক্ষিপ্ত কুম্ভস্থ অগ্নি সংযোগে মৃতপতিত যোধগণের হস্ত হইতে অস্ত্র সকল সশব্দে পতিত হইতে লাগিলে, অন্যান্য শব্দ তিরোহিত হইল এবং উল্লিখিত তপ্তাঙ্গার দ্বারা শরাসন

সকল দগ্ধ, আয়ুধ সকল পরিত্যক্ত ও সৈন্যগণের নেত্র সকল বিভ্রষ্ট হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ যোধগণ বিষদিগ্ধ শরসকল মোচন করিতে লাগিলে, কবন্ধগণ ময়ূরের ন্যায়, মত্ত হইয়া, সহর্ষে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। প্রলয়কালে যেরূপ মহাবেগ প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ প্রবলবেগে সেই ভয়াবহ সমর প্রবর্ত্তিত হইলে, মাতঙ্গগণ জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায়, ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ। (মানুষ পশুরও অধম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! গন্ধর্ব্বাদিরা ঐ যুদ্ধদর্শনে পরস্পর বলিতে লাগিল, ঐ দেখ, শূরগণের মস্তকপরম্পরা চঞ্চল বিহগবৎ অবিরত পতিত হওয়াতে, গগনমণ্ডল যেন তারকামালায় বিরাজমান ও বিলোল-কমল-সঙ্কুল সরোবরের ন্যায়, শোভমান হইয়াছে এবং সমীরণ বীরগণের শোণিতশীকরসম্পর্কে অরুণবর্ণ ধারণপূর্ব্বক সায়ংকালীন জলদশোভা তিরস্কৃত করিয়াছে।

নভশ্চরেরা বীরদিগকে কহিতে লাগিল, তোমরা ভয়পরিহারে উৎসাহসহকারে যুদ্ধ কর। হে বীরবর্গ! এই নীলোৎপলদলসদৃশ নিস্ত্রিংশসকল বীরাবলোকিনী স্বর্গলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ নয়নভ্রম। সুরাঙ্গনারা তোমাদের আলিঙ্গনলাভে একান্ত সমুৎসুক হইয়া, পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছে এবং দেবগণ তোমাদের স্বর্গারোহণ প্রত্যাশায় আনন্দিত হইয়া, নন্দনকাননে সুমধুর সঙ্গীত সহকারে নৃত্য করিতেছেন।

সৈন্যগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, স্ত্রী যেরূপ কুটিল কটাক্ষবিক্ষেপে পুরুষের মর্ম্ম ভেদ করে, ঐ দেখ, সেনানীগণের কঠোর কুঠারাঘাতে যোধগণের হৃদয় তেমনি বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ভীষণ ভল্লের গুরুতর প্রহারে মদীয় পিতৃদেবের সমুজ্জ্বল-কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল। ঐ দেখ, পরম-

প্রীতিময় স্নেহনিধি ভ্রাতা আমার ধূলিধূসর মলিন দেহে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন! আহা, ইহাঁর হস্ত পদ উভয়ই ছিন্ন হইয়াছে এবং চক্ষুর্দ্বয় স্ফুটিত হইয়া গিয়াছে! তথাপি, প্রাণ ইহাঁকে ত্যাগ করে নাই। ইহা অপেক্ষা পরম পরিতাপের বিষয় আর কি আছে! হায়, যুদ্ধকাণ্ড কি ভয়াবহ! ঐ দেখ, অপার প্রণয়-ভাজন বন্ধু আমার বিপক্ষের অসিপ্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন! কাক ও কুক্কুরগণ ইহাঁকে আকর্ষণ করিতেছে। হায়, আমার হৃদয় কি কঠিন! আমি এখনও ইহা দর্শন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি! ঐ দেখ, অসীমভক্তিভাজন পিতৃব্য আমার অনাথের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন! ইহাঁর চারি দিকে শৃগাল ও বায়সগণ চীৎকার করিতেছে। এখনও ইহাঁর প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করে নাই; তথাপি ইনি ইহাদিগকে প্রতিষেধ করিতে পারিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা শোকের বিষয় আর কি হইতে পারে! হায়, আমরা যখন গৃহ হইতে বহির্গত হই, তখন জননী আমার জন্য, ভ্রাতার জন্য, পিতার জন্য ও পিতৃব্যের জন্য কতই ক্রন্দন করিয়াছিলেন! সেই ক্রন্দন এখন যথার্থ হইল! আর একজন তাহাকে প্রতিষেধ করিয়া কহিল, ভাই! এই রূপ শোকাবহ, ভয়াবহ, ঘৃণাবহ মৃত্যু লাভ জন্যই যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। পাপ পৃথিবীতে মনুষ্য যতদিন, যুদ্ধও ততদিন। মনুষ্যের ধ্বংস না হইলে, যুদ্ধেরও শেষ হইবে না। অতএব, আইস, আমরাও যুদ্ধ করিয়া, এই সকল বীরের অনুগমন করি। ঐ দেখ, বিষমপ্রকৃতি বীরগণের নারাচধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়া, করিকুম্ভসকল সলিলধারায় সমাচ্ছন্ন শৈলশৃঙ্গের শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, ছিন্নশিরা বীরগণ, হায়! আমার মস্তক ছিন্ন হইল! বলিয়া সখেদে আকাশপথে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য মহোৎসবসন্দর্শনে সেই শোক বিস্মৃত হইয়া, সানন্দে কহিতেছে, আহা, আমি মস্তক দিয়া জীবিত হইলাম, আমার মৃত্যু হয় নাই!

দেবগণ দলবদ্ধ হইয়া, কহিতে লাগিলেন, এই সকল যোদ্ধা প্রাণত্যাগ করিলে, ইহাদের পত্নীগণ মরণান্তে অপ্সরা হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে পুনরায় পতিরূপে পরিগ্রহ করে। ঐ দেখ, মৃতপতিত বীরগণের রমণীরা অধুনা দেবপুরস্ত্রী হইয়া, স্বীয় স্বামীর অন্বেষণ করিতেছে। স্বর্গ পর্য্যন্ত সমুৎক্ষিপ্ত এই সকল আয়ুধ,বীরগণের স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ শোভা পাইতেছে।

সেনাপতিরা বলিতে লাগিলেন, হায়, যেরূপ কল্পান্তকালীন কল্লোল দ্বারা সুমেরু শৈল বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ বিপক্ষের সমুন্নত মুষ্টি প্রহারে অস্মৎপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধাই পতিত হইতেছে! ঐ দেখ, মৃতপতিত বীরগণ দিব্যদেহে কবরী-বলন-ব্যগ্রচিত্তা অপ্সরা-গণের পার্শ্বদেশে বিরাজ করিতেছে। অতএব সৈন্যগণ! তোমরা যুদ্ধে সবিশেষবিধানে প্রবৃত্ত হও।

অপ্সরারা পরস্পর বলিতে লাগিল, অহে! এই বিকসিত কনককমল সুশোভিত দীর্ঘায়ত সুরনদীর সুশীতলসমীর সম্পন্ন ছায়াময় তটদেশে বিশ্রাম করিয়া, অবলোকন কর, সায়করূপ সলিলশালিনী জীববাহিনী স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। রণ-রেণু ঐ নদীর পঙ্ক এবং বীরগণের মস্তক উহার পদ্ম। আয়ুধ-পরম্পরার প্রভাজাল ঐ বাহিনীপদ্মের মৃণাল, খড়্গ উহার দল, শূলাদি শস্ত্রসমূহ উহার কণ্টক এবং কেতুপটাদি উহার ভ্রমর। ঐ নদী বায়ুবেগবিকম্পিত পদ্মসরসীর ন্যায়, বিরাজমান হইয়া, গ্রহমার্গে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গগণ, পর্ব্বতবৎ ধরাতলে পতিত হইতেছে। বীরগণের সুশুভ্র ছত্র সকল,শশাঙ্কবৎ গগনগর্ভে বিরাজমান হইতেছে। শূল ও শক্তি প্রভৃতি আয়ুধ-সকল আকাশসাগরে চঞ্চল মকরাদির ন্যায়, শোভমান হইতেছে। সায়কাঘাতে ছিন্ন পতিত ছত্রসকল, হংসরাজির ন্যায়, বিলসিত হইতেছে। বীরগণের ছত্র, চামর ও কেতু সকল অস্ত্রাঘাতে বিদলিত ও ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। দোর্দ্দণ্ড ভটগণের কঠিন

বর্ম্মে প্রতিহত খড়্গ সকলে. প্রচণ্ড ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। প্রলয়কালীন প্রবল পবনে পর্ব্বতপ্রচয়ের ন্যায়, বীরগণের শরাঘাতে মাতঙ্গসকল বিনষ্ট হইতেছে। রক্তময় মহাহ্রদে রথসকল রথী, সারথী ও অশ্বের সহিত মগ্ন হইতেছে। ঐ দেখ, স্বয়ং যম যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া, লোক সকল গ্রাস এবং কালরাত্রি যেন তাহার সহায়তা করিতেছে। ঐ দেখ, বসা ও রুধিরের উৎকট গন্ধে দশ দিক্ পরিপূরিত ও অতীব বীভৎস ব্যাপাব সংঘটিত হইয়াছে। ঐ দেখ, যুদ্ধ অতি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। রক্তের ভয়াবহ নদীসকল প্রবল প্রবাহে ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতেছে। কত অশ্ব, কত হস্তী ও কত পদাতি উহার খর স্রোতে ভাসমান হইতেছে, অবলোকন কর। ঐ দেখ, রণসাগর চক্রতরঙ্গে সঙ্কুল ও খড়্গচূর্ণে বালুময় হইয়া উঠিয়াছে। আর উহা পার হওয়া যাইতেছে না।

বীবগণ বলিতে লাগিল, আমরা যে অভিমত কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলাম, নারাচ সকল তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিয়া, অতীব কঠিন উপলখণ্ডে প্রতিহত ও তদ্‌বিনির্গত তড়িচ্ছটাসদৃশী বহ্নিশিখায় অতিমাত্র উত্তপ্ত হইয়া, তত্তৎ উপলখণ্ড ভেদ করত সশব্দে বহন্ করিতেছে। হা হা ধিক্! মিত্র! তোমার ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়াছে এবং বেলাও অবসান প্রায় হইয়াছে। অতএব আইস, এই প্রজ্বলিত নারাচ সকলে অঙ্গভঙ্গ না হইতেই, সকলে প্রস্থান করি।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। (যুদ্ধ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! অনন্তর রণসাগর একান্ত ভীষণ ও উদ্বেল হইয়া উঠিল। তুরঙ্গমসকল তরঙ্গ, ছত্রসকল ফেণপুঞ্জ, শরসকল শফরী, সাদী প্রভৃতি সৈন্যগণ মহাকল্লোল, বহুবিধ আয়ুধশ্রেণী নদী, রথচক্রাদি আবর্ত্ত, করিগণের প্রকাণ্ড কুম্ভ সকল কুলাচল এবং মস্তকসকল আবর্ত্তপতিত তৃণরাজির

ন্যায়, ঐ সাগরে ঘূর্ণিত, পতিত, উত্থিত ও প্রবাহিত হইতে লাগিল। তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত হইয়া, যে শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা রোদোরন্ধ্র পূর্ণ হইয়া গেল। শস্ত্রসকল ঐ মহাসাগরের সলিল এবং সেনাসকল তিমি ও তিমিঙ্গিল। উহার ঘুমঘুম শব্দে দিক্ বিদিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণের শিরোরূপ শীকরসমূহ উহাতে উৎপতিত ও নিপতিত এবং চক্রব্যূহরূপ আবর্ত্তমধ্যে সেনারূপ নৌকাসকল প্রতিপদেই মগ্ন হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের প্রকাণ্ড-শরীর-গলিত, রুধিররাশি উহার বুদ্বুদ।

এই রূপে, ঐ সংগ্রাম মহার্ণব একান্ত অদ্ভুত হইয়া উঠিল। রণস্থলে কল্পান্তকালীন ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। তাহাতে অচলসকল বিচলিত, করিকুম্ভরূপ অসংখ্য ভূধরশৃঙ্গ পতিত, ভীরু সৈন্যরূপ ভীত মৃগগণ বিব্রত, গর্জ্জনের মুরু মুরু ধ্বনি প্রাদুর্ভূত এবং চঞ্চলশরনিকররূপ শরভসমূহ ইতস্ততঃ পলাইত, ধূলিরাশিরূপ জলদপটলে গগনতল আচ্ছাদিত, সৈন্যরূপ পর্ব্বতসকল বিগলিত, মহারথের অঙ্গসকল স্খলিত, শোণিতনদী প্রবাহিত এবং গজগণ সশব্দে পতিত হইতে লাগিল। ধ্বজ, ছত্র ও পতাকাসহিত অসংখ্য রথ বিনষ্ট হইয়া গেল। বীরগণের বিনির্ম্মুক্ত শরজালে গগনমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল এক কালেই আচ্ছন্ন হইল এবং সমস্ত ভুবন হাহাকারে পূর্ণ হইতে লাগিল। রাশি রাশি অস্ত্র একত্র নিপতিত হইয়া, পর্ব্বতবৎ প্রতিভা ধারণ করিল। অস্থি, কঙ্কাল, মেদ, মজ্জা ও খণ্ডিত মাংসরাশিতে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। তদ্দর্শনে ভীরুগণ পলায়ন করিতে লাগিল এবং যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচেরা আনন্দে রুধিরপ্রবাহে নৃত্য আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে সমরে অপরাঙ্মুখ কুলপদ্ম বীরগণ পরস্পর সংহারবাসনায় কালান্তক যমের ন্যায়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং গজে গজে ও অশ্বে অশ্বে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, রণভূমি শমননগরীর

ন্যায় প্রতীয়মান হইল। অশ্বগণের গর্জ্জনে রোদোরন্ধ্র বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আমারে মারিও না, ক্ষমা কর, আমি না জানিয়া প্রহার করিয়াছি; হায়, সংগ্রাম কি ভয়ঙ্কর! এখানে আত্মপর ভেদ নাই, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জ্ঞান নাই এবং দয়া মমতা ও করুণার লেশ নাই, না জানিয়াই ঈদৃশ যুদ্ধে আসিয়াছিলাম,ভীরুগণের ইত্যাকার করুণ বাক্য কাহারও কর্ণগোচর হইল না!! লোকে আপনা ভুলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইহাই পাপযুদ্ধের পরিণাম!!!

অনন্তর চক্রধর চক্রধরে, ধনুর্দ্ধর ধনুর্দ্ধরে, খড়্গধর খড়্গধরে, ভুষণ্ডিধর ভুষণ্ডিধরে, মুষলধর মুষলধরে, কুন্তধর কুন্তধরে, ভৃষ্টধর ভৃষ্টধরে, প্রাসধর প্রাসধরে, গদাধর গদাধরে, মুদ্গরধর মুদ্গরধরে, শক্তিধর শক্তিধরে, শূলধর শূলধরে, পরশুধর পরশুধরে, উপলধর উপলধরে,পাশধর পাশধরে,শঙ্কুধর শঙ্কুধরে,ক্ষুরিকাধর ক্ষুরিকাধরে, ভিন্দিপালধর ভিন্দিপালধরে,অঙ্কুশধর অঙ্কুশধরে,হলধর হলধরে ও ত্রিশূলধর ত্রিশূলধরে এবং কবচী কবচীর ও রথ রথীর সহিত ঘোর-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; রণভূমি আরও ভীষণ হইয়া উঠিল।

———∘———

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ। (সাংগ্রামিকসহায় বর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! লীলানাথ বিদূরথের সাহায্য জন্য যে সকল বীর যে দেশ হইতে আসিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বদিগ্বাসী কোশল, কাশী, মাগধ, মিথিল, উৎকল ও কর্কর; ক্ষুদ্রদেশবাসী রণশৌণ্ড্যগণ, মুখ্যাহিম, রুদ্রমুখ্য, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ্-জ্যোতিষ, বাজিমুখ ও অম্বষ্ঠবাসী পুরুষাদগণ, বর্ণকোষ্ঠ ও সবি-শ্বোত্রবাসী অমমীনাশী পুরুষগণ, ব্যাঘ্রবক্ত্র, কিরাত; সৌবীর ও একপাদগণ; মাল্যবান্, শিবিরাঞ্জন, বৃষলধ্বজ, পদ্মাস্য ও উদয়-পর্ব্বতনিবাসী বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বদক্ষিণ দিক্ হইতে চেদি, বৎস, দশার্ণ, অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, কঠর, বিদর্ভ, মেথর, শবরাস্য, কর্ণ, অত্রিপুর, কণ্টকস্থল, পৃথক্‌দ্বীপ, কোমল, কর্ণান্ধ্র, চৌলিক, চার্ম্মণ্বত, কাকক, হেমকুম্ভ, শ্মশ্রুধর, বলীগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা ও নালিকেরীনিবাসী বীরগণ ঐ যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণদিক্‌স্থ বিন্ধ্য, কুসুমাপিণ্ড, মহেন্দ্র, দর্দুর, মলয় ও সূর্য্যবানবাসী বীরগণ; গণরাজ্য, অবন্তী, শাম্ববতী, ঋষিক, আতুব, কচ্ছপ, বনবাসোপগিরি, ভদ্রগিরি, নাগর, দণ্ডগ, নৃরাষ্ট্র, শাহ্য, শৈব, ঋষ্যমূক, কর্কট, বনবিম্বিল, ও পম্পাধিবাসী যোধগণ, কৈরঞ্চবাসী মহাবীরগণ, স্বৈরিক ও যাসিকবাসী পক্তিকাগণ, কাশিক, তাম্রপর্ণ, গোনর্দ্দ ও কালকবাসী দীনপতনগণ; তাম্রী, কদম্ববাকীর্ণ, সহকার, এণেক, বৈতুণ্ড, তুম্বনাল, জীনদ্বীপ, কর্ণিক, কর্ণিকার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শিবি, কৌঙ্কণ, চিত্রকূট, কর্ণাট, মণ্টবট, মহাকটকিক, অন্ধ্র, কোলগিরি, চণ্ডায়ত্ত, দেবণক ও ক্রৌঞ্চবাসনিবাসী বীরগণ; শিবাক্ষারোদ, মর্দ্দন, মলয়াচল, চিত্রকূটশেখর ও লঙ্কানিবাসী নিশাচরগণ বিদূরথের পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল।

পশ্চিমদক্ষিণদিক্‌স্থ সুরাষ্ট্র, সিন্ধু ও সৌবীরবাসী শূদ্রগণ; আভীর, দ্রাবিড়, কীকট, সিদ্ধখণ্ড, শালিরুহ ও তত্রত্য হেমগিরি এবং রৈবতক পর্ব্বতনিবাসী বীরগণ, জয়কচ্ছ ও ময়রববাসী যবনগণ, বাহ্লীক, মার্গণ, ধূম্রবাসী তুম্বক ও নরপতিগণ এবং তত্রত্য পর্ব্বত ও সাগরতীরনিবাসী যোধগণ সেই যুদ্ধে লীলানাথের সহায় হইয়াছিলেন।

বৎস রামভদ্র! অধুনা অপরপক্ষীয় বীরগণের বিবরণ করিতেছি, শ্রবণ কর।

পশ্চিমদিক্‌স্থ পর্ব্বতরাজ মণিমান্, অঙ্কুর, অর্পণ, শৈব্য, চক্রবান্ ও অস্তভূধর প্রভৃতি মহাদ্রিবাসী বীরগণ; অমরক, হৈহয়, সুহ্য ও সাগরবাসী বীরগণ; পঞ্চজননামধেয় সুপ্রসিদ্ধ জনগণ, ভারক্ষ

ও শান্তিকগণ; তাজিক, হুণক, কর্ক ও গিরিপর্ণবাসী ধর্ম্মমর্য্যাদা-হীন ম্লেচ্ছগণ; মহেন্দ্রশিখরস্থ মুক্তামণি ভূনিবাসী বীরগণ; রথাশ্ব পর্ব্বত ও মহাসাগরতটস্থ পরিপাত্র ভূধরবাসী যোধগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যনিমিত্ত ঐ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন।

পশ্চিমোত্তরদিক্স্থ গিবিমতিরাজ; নিত্যোৎসবসম্পন্ন বেনু-পতি; ফাল্গুন, মাণ্ডব্য, ধেনুনেত্র, পুরুকন্দ, পার, ভানুমণ্ডল ও ভাবনবাসী যোধগণ; রশ্মিল ও নলিনবাসী দীর্ঘকায় দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘবাহু বীরগণ; রঙ্গ, স্তনিক, গুরুহ ও লুহদেশবাসী জনগণ এবং গোব্রসাপত্যভোজী স্ত্রীরাষ্ট্রদেশীয় পুরুষগণ বিদূরথের প্রতিপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

উত্তরদিক্স্থ হিমালয়, ক্রৌঞ্চ, মধুমান্, কৈলাস, মসুমান্ ও প্রত্যস্তপর্ব্বতবাসী জনগণ; মদ্রবার, মালব ও শূরসেননিবাসী যোধগণ; ত্রিগর্ত, একপাত্য, ক্ষুদ্র, মাবল ও অস্তপর্ব্বতবাসী বীরগণ; অবল, প্রস্তবল, কাশ, দশাধান,ধানদ, সারক, বাটধানক, অন্তরদ্বীপ ও গান্ধারনিবসী জনগণ; তক্ষশিলা, বীলবলেধতী, পুষ্করাবর্ত্ত, যশোবতী মহী, নাভিমতী, তিক্ষাকালবর, কাহক সুর-ভূতিপুর, রতিকাদর্শ, অন্তরাদর্শ, পিঙ্গল ও পাণ্ডব্যবাসী যোধগণ; যমুনাতীরনিবাসী যাতুধানগণ এবং অশীতিশতযোজনবিস্তৃত অজনপদভূমিবাসী বীরগণ ঐ যুদ্ধে আগমন করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন, উত্তরপূর্ব্বস্থ মালব, রন্ধ্রুরাজ্য, বনরাষ্ট্র, সিংহ, পুত্র, সাবার্ক, আরলবহ, কাশ্মীর, দরদ, কালুত, ব্রহ্মপুত্র, কুনিদ, নদিন, মতিমান, পলোল, কুবিকৌতুক, কিবাত, যামুপর্ব্বত, স্বর্ণমহী, দেবস্থল, উপবন, ভূবিভাগ, বিশ্বাবসুর উৎকৃষ্ট মন্দিরভূমি, কৈলাস-প্রদেশ, তদন্তর মঞ্জুবনপর্ব্বত এবং বিদ্যাধর ও দেবগণের বিমান-সদৃশ ভূমি হইতেও যোধগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যার্থ সমাগত হইয়াছিলেন।

—৯✱৫—

ঊনপঞ্চাশত্তম সর্গ। (লোভই মৃত্যু।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! অবশ্যই মরিতে হইবে, এ কথা যেমন সত্য, এমন আর কিছুই নহে। এই আমি, এই তুমি, এই আপনি, ঐ সূর্য্য, ঐ চন্দ্র, ঐ বৃক্ষ সকলকেই একদিন অনন্তকাল-কবলে কবলিত হইতে হইবে। মৃত্যুর দ্বারও অনেক। রোগ, শোক, পরিতাপ, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি মৃত্যুর দ্বার সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, জল, অনল, উদ্বন্ধন, বিষ, বিষপ্রয়োগ, ফলতঃ, সকলই মৃত্যুর দ্বার বলিলে অসঙ্গতি হয় না। এই রূপে মৃত্যু যেমন সকল কালে, সকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতেই সুলভ, এরূপ আর কিছুই নহে। আবার, জীবন যেমন মিথ্যা, এরূপ দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। এইরূপে যখন অতিসহজে মৃত্যু হইয়া থাকে, তখন নির্ব্বোধ ও হতভাগ্য মানুষ কিজন্য ব্যগ্র হইয়া বিবাদ, বিসংবাদ ও যুদ্ধাদিতে তাহার অন্বেষণ এবং আপনা হইতেই তাহাকে আহ্বান করে? অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! একমাত্র লোভই এ বিষয়ের কারণ। লোভে বুদ্ধি বিচলিত ও বিষয়পিপাসা প্রাদুর্ভূত হয় এবং বুদ্ধিপ্রমাদ ও বিষয়পিপাসা হইতেই শতদিকে মৃত্যুর দ্বার বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! এই লোভ হইতে পাপের সৃষ্টি হইয়াছে। পাপ সাক্ষাৎ মৃত্যু। কত লোক বিষয়লোভে আত্মহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা বন্ধুহত্যা ও গুরুহত্যা করে, বলিবার নহে। লোভ হইতে মৃত্যুর সহিত যে অনন্ত দুঃখের আবির্ভাব হইয়াছে, তৎসমস্ত অতীব ভয়াবহ ও নিতান্ত দুঃসহ। মানুষের বিষয়পিপাসা যখন বলবতী হয়, তখন সে শতবৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠে। এই সময়ে দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুর্ব্বাসনা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপসর্গসকল উপস্থিত হইয়া তাহাকে আরও

বিব্রত করে। কত লোক বিষয়লোভে স্ত্রীপুত্রাদিকেও ত্যাগ করে; অন্যের কথা আর কি বলিব? ভাল খাইব, ভাল পরিব এবং ভাল থাকিব ইহা সকল মনুষ্যেরই অভিলাষ। এই অভিলাষই লোকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। এই অভিলাষবশেই মত্ত ও অন্ধ হইয়া, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, বন্ধু বন্ধুকে, পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে এবং গুরু শিষ্যকে ও শিষ্য গুরুকে বঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অধিক কি, এই অভিলাষই সংসারে চোর, দস্যু, তস্কর ঘাতক, অপহারক, প্রতারক, লুণ্ঠক ও যাষ্টিক প্রভৃতি বহুবিধ পাপমানুষের সৃষ্টি করিয়াছে। লোকে যে প্রভু হইয়া ভৃত্যকে পীড়নাদি করে এবং ভৃত্য হইয়া যে প্রভুর পদানত হয়, এই অভিলাষই তাহার কারণ। অথবা, পাপসংসারের পাপমানুষের পাপের কথা আর কত বলিব? ভাবিলেও ঘৃণা হয়, শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে ইচ্ছা হয়, দেখিলেও পাপ হয় এবং বলিলেও পরলোক নষ্ট হয়, লোভবশে ঈদৃশ জঘন্য কার্য্য করিতেও দুরাচার মানুষ পশ্চাৎপদ হয় না!!

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! বৃক্ষ সকল কি ফলপত্রাদিশূন্য হইয়াছে? জলাশয় সকল কি শুষ্ক হইয়াছে? পৃথিবী কি আর আহার প্রদান করেন না? বিধাতাও কি আর সৃষ্টি রক্ষায় সম্মত নহেন? তবে কেন মানুষ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনাদির জন্য মানুষের উপাসনা করে, বিবাদ করে, যুদ্ধ করে, লুণ্ঠন করে এবং হরণাদি অন্যান্য মহাপাপের অনুষ্ঠান করে? তৃষ্ণা হইলে, জলাশয় সকল জল দিবে; ক্ষুধা হইলে বৃক্ষ সকল ফল দিবে; নিদ্রা হইলে, ভগবতী ধরিত্রী ক্রোড় দিবেন এবং অসহায় হইলে স্বয়ং বিধাতা রক্ষা করিবেন, মানুষ ইহা কি অবগত নহে? তবে কেন পাপ করে ও অধর্ম্ম করে।

সে যাহাহউক, আপনি পুনরায় সেই ভয়াবহ দারুণ যুদ্ধ কীর্ত্তন করুন।

পঞ্চাশত্তম সর্গ। (যুদ্ধ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অবধান কর। অনন্তর সমবেত যোধগণ পরস্পর স্পর্দ্ধাপরায়ণ ও জিগীষাপরবশ হইয়া, পাবক-পতনোন্মুখ শলভের ন্যায়, প্রজ্বলিত সংগ্রামদহনে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। মধ্যদেশবাসী যে সকল বীর লীলানাথের স্বপক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন, অধুনা তাহাদের যুদ্ধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

তদ্দিহিকা, শূরসেন, গুড়, অশ্বাদ্যনায়ক, জ্যোতিভদ্র, মদমধ্যমিকাদি, সালুশ, কেঘমাল, উর্জ্জেয়া, পিপ্পলায়ন, মাণ্ডব্য, পাণ্ড, সৌগ্রীব, গুরুগ্রহ, পারিপাত্র, কুরাষ্ট্র,যামুন,উদুম্বর, উজ্জিহান,কালকোটি,মাথুর, পাঞ্চাল,ধর্ম্মারণ্য,ধর্ম্মারণ্যের উত্তর ও মধ্যস্থ জনপদ, পঞ্চালক, কুরুক্ষেত্র, সারস্বত, অবন্তী, কুন্তী, পাঞ্চনদমধ্যস্থ জনস্থাননিবাসী বীরগণ পরস্পরকে কম্পিত ও ইতস্ততঃ বিদ্রুত এবং পর্ব্বতপ্রান্তে নিপাতিত করিতে লাগিল। শস্ত্রবতীবাসীরা কোশ ও ব্রহ্মবসানবাসীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন, নিপতিত ও মত্ত মাতঙ্গসহায়ে বিদলিত, বাণক্ষিতিবাসীরা দশপুরিয়দিগকে পরাজিত, ছিন্নোদর ও ছিন্নস্কন্ধ করিয়া পলায়িত ও হ্রদমধ্যে নিমজ্জিত পিশাচগণ নিশাযোগে তাহাদের অস্ত্রাদি চর্ব্বিত ও ভক্ষিত, ভদ্রগিরিবাসীরা গভীর গর্জ্জনপুরঃসর বলপ্রয়োগসহকারে মরগবাসীদিগকে কচ্ছপাদির ন্যায়, পল্বলাদিতে নিক্ষিপ্ত, মহাবল হৈহয়েরা দণ্ডিকবাসী যোধদিগকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত, মাতঙ্গগণ পরস্পরের কলেবর বিদারিত, দরদবাসীরা বিপক্ষদিগকে বিদলিত, চীনবাসীরা প্রতিপক্ষের নারাচপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত ও জীর্ণজর্জ্জরিত জীবনে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইলে বীরগণ তাহাদিগকে ধিক্কৃত,ননদবাসীরা কর্ণাটবাসীদিগকে কুন্তপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত ও ভূপাতিত, দশক ও শকবাসীরা কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ঘোর যুদ্ধে পরস্পরের আয়ুধসকল বিনষ্ট, দশার্ণবাসীরা পাশবাসী বীরদিগকে শৃঙ্খলজালভয়ে ভীত ও লুক্কায়িত, তঙ্গনবাসীরা অসি ও শঙ্কুপ্রহারে গুর্জ্জরবাসীদিগকে

বিনষ্ট, নিগড়বাসীরা জলধরের ন্যায় শস্ত্ররূপ বারিধারায় গুহদেশবাসীদিগকে অরণ্যের ন্যায় অভিষিক্ত, তাম্রাখ্য যবনেরা নায়িকারূপে গৌড়বাসী ভটরূপ নায়কদিগের সহিত মিলিত হইয়া, পরস্পরকে নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত, ভাসকবাসীবা বৃক্ষপর্ব্বতভেদী চক্রাঘাতে তঙ্গনবাসীদিগকে ছিন্নভিন্ন; গৌড়বাসীরা উদ্‌ভ্রান্ত লগুড়ের ভয়ঙ্কর গুড় গুড় ধ্বনি দ্বারা গান্ধারবাসীদিগকে ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত ও নীলাম্বরধারী শকগণ পারসীকদিগকে পরিভ্রামিত, কবিতে লাগিল।

বৎস! ঐ সময়ে রণভূমি কঙ্ক ও গৃধ্রগণে পরিব্যাপ্ত এবং মৃতদেহে একান্ত দুস্তর হইয়া উঠিল। যোধগণের আয়ুধসমূহ ক্ষীরোদমধ্যস্থ মন্দরকাননের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। শস্ত্রসকল নভোমণ্ডলে মেঘমণ্ডলের ন্যায় উড্ডয়ন করিতে আরম্ভ করিলে, নভশ্চরগণ মনে করিলেন সাগরমধ্যে চঞ্চল তরঙ্গমালা যেন প্লুতগতিতে ভ্রমণ করিতেছে। শতচন্দ্রসদৃশ শুভ্রবর্ণ ছত্র, কুন্ত ও শক্তিসমূহ, শলভকুলের ন্যায়, মেঘমণ্ডল আচ্ছাদিত, নিয়ন্ত্রিত ও অরণ্যীকৃত করিল। কেকয়গণ ভীষণরবে কঙ্কাস্ত্রে অরাতিকুলের মস্তক ছেদনে প্রবৃত্ত এবং কৈরাতসৈন্যরূপ কন্যাগণ অঙ্গগণকর্ত্তৃক অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইল। কশীবাসীরা মায়াবলে পক্ষিরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া তদ্দিহিকবাসী বীরদিগকে আক্রমণ করিল। পরিহাসপটু যুদ্ধোন্মত্ত নার্ম্মদগণ হেতিসকল নিক্ষেপ করত হাস্য, নৃত্য ও গান করিতে লাগিল। শৈবগন কুন্তীবাসীদিগের কুন্ত দ্বারা বিঘট্টিত, খণ্ডিত, বিনষ্ট ও স্বর্গে সমানীত হইয়া, বিদ্যাধরের ন্যায় দৃশ্য ধারণ করিল। অহীনবাসীরা সোল্লাসমনে পাণ্ডুবাসীদিগকে লুণ্ঠিত, পঞ্চনদবাসীরা মাতঙ্গের ন্যায়, কুন্ত গজদন্ত ও বৃক্ষযুদ্ধকুশল তন্দেহবাসীদিগকে বিদলিত, নীপদেশীয়েরা ভক্ষবৎসানকনিবাসীদিগকে নিপতিত ও সহয়বাসীদি উৎকর্ত্তিত, জঠরবাসীরা কুঠারপ্রহারে শ্বেতকাক-

বাসীদিগের মস্তকপরম্পরা দেহ হইতে পৃথক্কৃত, ভদ্রেশগণ শরানলে জঠরবাসীদিগকে দগ্ধ, কাষ্ঠযুদ্ধকুশল বীরগণ মাতঙ্গবাসীদিগকে মহাপঙ্কের ন্যায়, নিমগ্ন; ত্রিগর্ত্তবাসীরা মিত্রগর্ত্তবাসীদিগকে নিগৃহীত ও পাতালান্তে অধঃশিরে প্রবেশিত, মহাবল মাগধগণ বনিতবাসীদিগকে নিপাতিত, তঙ্গনবাসীরা চৈত্যদিগকে নিহত, পৌরবগণ ভীষণ নিনাদে ও অস্ত্রসমূহে কৌশলদিগকে অসমর্থিত বিস্মিত ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও বিকম্পিত এবং বনরাজ্যবাসী বীরগণ কন্দোকস্থলনিবাসী হস্তী ও মনুষ্য প্রভৃতিকে জরার ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ ও বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বৎস রাম! তাহাদের রথসকল গর্ত্তে নিরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত হইলে, তত্তৎ রথের মস্তকপরম্পরা বনাদ্রিমধ্যে মেঘের ন্যায়, প্রহারপ্রবৃত্ত শত্রুগণমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। যোধগণ শালতালাদি বৃক্ষের ন্যায় রণরূপ কানন আশ্রয় করিয়া পরস্পরের শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইল। ঐ সময়ে কামরূপবাসী পিশাচগণ দারুণ যুদ্ধে দশার্ণবাসী ভূতদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে, তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। নরকবাসীগণের শক্তি ও মুদ্গারপ্রহারে কণ্টকস্থলনিবাসীরাও তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইল। প্রস্থবানস্থ যোধসমস্ত একস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক শরবর্ষণসহকারে কৌন্তক্ষেত্রদিগকে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। দ্বীপিযোধগণ ভল্লাস্ত্রে বাহুধানগণের মস্তক ছেদন করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। সরস্বতীতীরোদ্ভূত বীরগণ উদয়াস্ত যুদ্ধ করিয়াও, পরাজিত বা উদ্বিগ্ন হইল না। সর্ব্বগগণ সমরে বিদ্রাবিত হইলেও, লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের সাহায্যে পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

বৎস! আমি অতি সংক্ষেপে এই যুদ্ধকাণ্ড বর্ণন করিলাম বলিতে কি, বাসুকি স্বীয় সহস্র জিহ্বাতেও ইহা বর্ণন করিতে অক্ষম

——৹——

একপঞ্চাশত্তম সর্গ। (অবহারবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! এই রূপে যোধগণের শরনিকরে প্রভাকরকর প্রতিচ্ছন্ন হইলে, বীরগণের বিদীর্ণ বর্ম্ম হইতে শোণিতনদী প্রবাহীত হইলে, যোদ্ধৃগণের বিনির্ম্মুক্ত শরফলাগ্রের পরস্পর সংঘট্টনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইলে, শোণিতনদীপ্রবাহ বহুদূরগমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রত্যাগত হইলে, ব্যোমরূপ মহার্ণব যোধগণের ছিন্নমস্তকরূপ কমলদলে অলঙ্কৃত, চক্ররূপ আবর্ত্তে আবর্ত্তিত ও হেতিরূপ নদীসমূহে পরিব্যাপ্ত হইলে, নিবিড়জলদসদৃশ শস্ত্রজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে এবং সিদ্ধগণ প্রলয় উপস্থিত ভাবিয়া সন্দিগ্ধ হইলে, যখন দিবসের অষ্টমভাগে দিবাকর শস্ত্রাঘাতে পীতকান্তি যোধগণের ন্যায় ক্ষীণপ্রতাপ হইয়া উঠিলেন, তখন উভয়পক্ষীয় নরনাথ স্ব স্ব মন্ত্রীর সহিত বিচার করিয়া, যুদ্ধে বিশ্রামার্থ পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রমে শস্ত্রপরাক্রম মন্দীভূত হওয়াতে, বীরগণ এই প্রস্তবে সম্মত হইলেন। তখন উভয় পক্ষের এক একটী সৈনিক পুরুষ উত্তুঙ্গ-ধ্বজসম্পন্ন মহারথে আরোহণপূর্ব্বক শশধরধবল মহাদ্যুতি অংশুক ইতস্ততঃ ভ্রামিত করিয়া, যোধগণকে যুদ্ধবিরামার্থ সঙ্কেত করিল। সঙ্কেতমাত্র প্রলয়কালীন পুষ্করাবর্ত্তক সদৃশ উভয়পক্ষীয় দুন্দুভিদ্বয়ের ঘোরগম্ভীর অত্যুচ্চ নিনাদে দিক্ বিদিক্ পূর্ণ হইল। ভূমিকম্পের অবসানে অরণ্য ও মহার্ণব যেমন ক্রমে ক্রমে স্পন্দনশূন্য হয়, তাহার ন্যায় বীরগণের ঘন সঞ্চার ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইল। প্রলয়কালীন অর্ণবসলিলে দিঙ্মণ্ডল যেরূপ ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ রণভূমি হইতে বিনিষ্ক্রান্ত যোধগণে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ হইল। বীরগণ বিশ্রাম করিলে, সেই ভীষণ সৈন্যাবর্ত্তও, মন্দরভূধরের বিনিষ্কাশনে ক্ষীরসাগরের ন্যায়, ক্রমে ক্রমে প্রশান্ত হইল। অগস্ত্য পান করিলে, সরিৎপতি যেরূপ শূন্য হইয়াছিল, রণভূমি তদ্রূপ মুহূর্ত্তমধ্যেই শূন্যভাবে পরিণত হইল। রক্তনদী সকল তরঙ্গমালার ঘোরতর ঘর্ঘর নিনাদ সমুত্থিত করিয়া,

সবেগে প্রবাহিত হইল। অর্দ্ধমৃত মানবগণ রোদন করত সজীব-গণের আহ্বানে প্রবৃত্ত হইল। মৃত ও অর্দ্ধমৃত যোধগণের শোণিতধারা কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইল। গজেন্দ্রগণের রাশীকৃত মৃতদেহের শিখরদেশে মেঘমালা বিলম্বিত হইল। বিশীর্ণ স্যন্দনসকল বায়ুবেগবিচ্ছিন্ন অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল। ভীষণ-শস্ত্রসঙ্কুল রক্তনদীর প্রবল প্রবাহে হয় ও হস্তী প্রভৃতি প্রবাহিত হইল। পর্য্যাণ, সন্নাহ ও কবচাদিতে ভূতল আচ্ছাদিত হইল। পিশাচগণ শবরাশি রূপ পলালশয্যায় শয়ান হইল। সচ্ছিদ্র তূণীরসকল বায়ুবশে শব্দায়মান হইল। কুক্কুর ও শৃগালেরা শব-সমূহের অন্ত্রসকল সমাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। বিকটদন্ত মুমূর্ষুপ্রায় মানবগণের ঘর্ঘরধ্বনি সমুত্থিত হইল। জীবিত মনুষ্যসকল ভেকবৎ রক্তপঙ্কে মগ্নপ্রায় হইল। ভীষণ শোণিতনদীতে বাহু ও উরুসকল কাষ্ঠখণ্ডবৎ প্লবমান হইল। বন্ধুগণ মৃত পতিত বন্ধু-দিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদনপরায়ণ হইল। ভীষণ সমরভূমি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে ও রাশি রাশি মৃতদেহে একবারেই সমাচ্ছন্ন হইল। নৃত্যপরায়ণ দোর্দ্দণ্ড কবন্ধমণ্ডলে নভোমণ্ডল ঈষৎ বিনমিত হইল। মদমেদবসাদির ঘ্রাণপীড়াজনক উৎকট গন্ধে নাসারন্ধ্র আর্দ্রপ্রায় হইল। অর্দ্ধমৃত হয় হস্তী মরণোন্মুখ হইয়া, ঊর্দ্ধতালু অবস্থান করাতে, রণস্থলের ভয়াবহতা বর্দ্ধিত হইল। রক্তের নদীসকলে দুন্দুভি সকল তরঙ্গ রূপে প্রবাহিত হইল। ম্রিয়মাণ মানবগণের মুখমণ্ডলে ফুৎকার দ্বারা শোণিতপ্রণালী প্রাদুর্ভূত হইল। শোণিত-ময়ী নদী সকলে মৃত হস্তীসমূহ মকর রূপে ভাসমান হইল। মুমূর্ষুপ্রায় মানবগণের মুখপ্রদেশ শরপূর্ণ হওয়াতে, ক্রন্দনধ্বনি অবরুদ্ধ হইল। বসাগন্ধি বায়ুস্পর্শে শোণিতরাশি ঘনীভূত হইল। মৃতপতিত জীবগণের সংসর্গে শোণিতপ্রবাহ সমুচ্ছলিত হইল। কুলকামিনীরা মৃতভর্ত্তার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক শস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সংস্কারার্থ স্ব স্ব-শব সমাহরণে সমাকুল

মানবগণের সহিত শৃগালাদির দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইল। বৎস! সেই সমররূপ সমুদ্র উত্তুঙ্গ রক্ততরঙ্গ, কেশরূপ শৈবাল, মুখরূপ পদ্ম ও চক্ররূপ আবর্ত্তে পরিপূর্ণ হইয়া, ঘোররূপে পরিণত হইল। লোকসকল যুদ্ধপতিত স্বজনগণের দারুণ শোকে সমাকুল হইয়া, তাহাদের যান, বাহন ও ভূষণাদি বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মৃত্যুসময়ে পিতা, মাতা, ও পুত্র প্রভৃতির কথা মনে হওয়াতে, যোধগণের মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃসহ যন্ত্রনা আবির্ভূত হইল। চতুর্দ্দিকেই হাহা! হীহী! এই প্রকার কাতরধ্বনি সমুত্থিত হওয়াতে, শ্রোতৃগণের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ ও ঘোর ব্যথা সমুৎপন্ন হইল। ম্রিয়মাণ মানবগণ উচ্চস্বরে স্ব স্ব প্রারব্ধ স্মরণে প্রবৃত্ত হইল। পলায়নপরায়ণ ভীরুগণে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণপ্রায় হইল। মর্ম্মভেদী শরনিকরের দারুণ প্রহারে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি সকল সৈন্যগণের স্মরণপথে সমুদিত হইল। বেতালদল কবন্ধগণের মুখগলিত শোণিতপানে বলপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইল

বৎস! সেই ভয়ঙ্কর সমরে শোণিতময় অষ্টম মহার্ণব প্রবাহিত হইলে, তাহাতে রাশি রাশি ধ্বজ,চামর ও ছত্রসকল উহ্যমান, রথচক্র ও পর্ব্বত সকল আবর্ত্তরূপে ঘূর্ণমান, পতাকা সকল ফেণরাশি রূপে ভাসমান, সুচারু চামরসকল বুদবুদরূপে শোভমান এবং বিপর্য্যস্ত রথসমূহ চরভূমিরূপে উদীয়মান হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি শ্রূয়মাণ, ভয়াবহ কাণ্ডসকল দৃশ্যমান, কবন্ধসকল ইতস্ততঃ ধাবমান এবং বেতালগণ রক্তপানানন্দে মত্ত হইয়া তারস্বরে শব্দায়মান হওয়াতে, রণভূমির আরও ভয়াবহতা উপচীয়মান হইল। গজাকার শর ও শপাকার তোমরসকল, শৈলশিখরমুদ্ভুত তালদ্রুমের ন্যায়, ইতস্ততঃ রাশীকৃত পতিত হইল। বিবিধজীবসমাকুল ঐ রণভূমি ক্ষণমধ্যেই অতিবৃষ্টিতে বিনষ্ট জনপদের ন্যায়, লোকশূন্য হইল। গজেন্দ্রগণের অঙ্গপ্রোথিত হেতিসকল প্রভাজাল বিস্তার করিয়া, কুসুমিত পাদপবৎ শোভমান হইল। কুম্ভসমূহ শোণিতনদীর তীরজাত

বৃক্ষের ন্যায় ও ঊর্দ্ধপতাকাপুঞ্জ পদ্মষণ্ডের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। মৃতহস্তী হইতে পতিত হইয়া কোটিদেশ ভগ্ন হওয়াতে যোধগণ মৃদুমন্দ পাদচারে প্রবৃত্ত হইল। সুহৃদগণ অর্দ্ধমৃত বান্ধবের আহ্বান আগমন করিতে করিতে পথিমধ্যে রক্তকর্দ্দমে পতিত ও মগ্ন হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইল। হেতি দ্বারা ছিন্নশেখর পাদপ-পুঞ্জকে কবন্ধ বলিয়া লোকের অদ্ধ সন্দেহ উপস্থিত হইল। দানব, মানব ও কবন্ধসকল রণভূমির চতুর্দ্দিকে নিপতিত, ঊর্দ্ধ স্থূল ও বৃহৎ ছিদ্রময় চক্রাঘাতে সৈন্যসকল ছিন্ন ভিন্ন ও মানবগণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। কঙ্কাদি পক্ষিগণ উৎপতনপূর্ব্বক শিলীমুখবিনিঃসৃত রক্তপানে প্রবৃত্ত হইল। উত্তাল বেতালসকল উন্মত্ত তালে নৃত্য-পরায়ণ হইল। এই রূপে রুধিররূপ সলিলসেকে পল্লবিত আয়ুধ-রূপ-লতাপ্রততিসমাকুল রণভূমি মৃত্যুর কল্পান্তকালীন উপবনরূপে পরিণত হইল!!!

—:*:—

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ। (শ্মশানবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য অনন্তর দিবাকর, যুদ্ধপতিত যোধগণের ন্যায়, রক্তবর্ণ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় ক্ষীণ প্রতাপ বিসর্জ্জন করিলে, বেতালগণ আকাশ পাতালাদি সকল স্থান হইতে সশব্দ করতালে বলয়াকারে রণক্ষেত্রে সমাগত হইল। বৎস! যুদ্ধ কি ভয়ানক! রণভূমি ক্ষণমধ্যেই ঘোর শ্মশান রূপে পরিণত হইল। এদিকে হস্তী, ও দিকে অশ্ব, এদিকে পদাতি, ওদিকে অশ্বারোহী, এইরূপে মৃত পতিত জীবগণে সকল স্থান পূর্ণপ্রায় হইল। রাশি রাশি মেদ, বসা, রুধির, মাংস ও অস্থিকঙ্কাল স্তূপাকারে ইতস্ততঃ পতিত, কুক্কুর ও শৃগালাদিরা পরস্পর বিবদমান, এইরূপে রণভূমি প্রকৃত শ্মশানরূপে পরিণত হইল। আসন্নমৃত্যু যোধগণ নিমীলিত

লোচনে শয়ন করিয়া রহিল। বিশ্রান্ত বীরগণের হৃদয়সদৃশ প্রফুল্লমূর্ত্তি চন্দ্রমা সমুদিত হইলে, কমলসকল, মৃত পতিত যোধগণের মুখমণ্ডলবৎ সঙ্কুচিত হইল। ঊর্দ্ধভাগে ব্যোমতল সমুজ্জ্বল তারকাস্তবকে এবং নিম্নে ভূতল প্রফুল্লকুমুদ সরোবরসমূহে সুশোভিত হইল। বেতালগণ দলে দলে গান এবং কঙ্ক ও কাকোলাদি মাংসাদ বিহঙ্গমগণ কনুকনায়মান কঙ্কসমূহের অঙ্কোপরি নৃত্য করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে বীরগণের চিতানল প্রবল প্রজ্বলিত হইয়া, সুবিস্তৃত শিখাজাল বিস্তার পুবঃসর গগনতল সমুজ্জ্বল এবং পচপচ শব্দে মেদ ও মাংসরাশি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কাক, কুক্কুর ও বেতালগণের ঘোরতর কোলাহলে ও ভূতগণের ঘনসঞ্চারে রণভূমি উদ্বেলসাগরবৎ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ডাকিনীগণ ব্যগ্রভাবে মেদবসাদিহরণ ও পিশাচগণ সৃক্কবিগলিত-রুধিরাক্ত কলেবরে মাংসাদি ভক্ষণ করিতে লাগিল। পূতনাজাতীয় রাক্ষসীগণ স্কন্ধদেশে মহাশব বহন করিতে আরম্ভ করিল। প্রচণ্ড উত্তাণ্ডব কুষ্মাণ্ড মণ্ডলগতিতে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। বেতালবালকেরা মৃত মাতঙ্গের উদররূপ মঞ্জুষমধ্যে শয়ন করিতে লাগিল। কাকোলসকল ব্যাকুল হইয়া, কলকলধ্বনি সহকারে বেতালকুলের মহাহৃত কঙ্কালসকল আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

বৎস! রণস্থল প্রবল চিতানলশিখায় সমুজ্জ্বল হইলে, বেতালসকল চঞ্চল হইয়া, পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। নিশাচর বিহঙ্গসকল তুঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গাদি দেশবাসী বীরগণের অঙ্গমধ্যে বিলীন হইতে লাগিল। যোগিনীনায়কবৃন্দ নিশাচরগণের আহ্বানে দলে দলে তথায় সমাগত হইলে, জীবিতেরা তদ্দর্শনে ভয়বশতঃ মৃতপ্রায় হইল। বেতাল ও যক্ষগণ কল্যাণমহোৎসব অরম্ভ করিল। রাক্ষসীগণের স্কন্ধ হইতে শব সকল স্খলিত হইতে লগিল। নভোমণ্ডলে বিঘট্টিত সুপ্রসিদ্ধ ভূতনাটকগণের সমাগমে

রণস্থল ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। রাক্ষসগণ যানারোহণে ক্রীড়াপরায়ণ হইল।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ। (চিন্মাহাত্ম্য।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! মনুষ্যেরা দিবসে যেরূপ ব্যবহার করে, নিশাচরেরা রণাঙ্গনে সেইপ্রকার ব্যবহার করিতে লাগিল। এই রূপে সেই প্রকাণ্ড তমঃপিণ্ডরূপ ভিত্তিমণ্ডিত নিশামণ্ডপে প্রচণ্ডপ্রকৃতি ভূত ও কুষ্মাণ্ডমণ্ডল আহারলোভে উদ্ধাত বস্ত্রে পলায়মান ও ভক্ষ্যপ্রার্থনায় চঞ্চল হইয়া, ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলে এবং চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণ প্রগাঢ় নিদ্রাবশে নিঃশব্দ হইলে, উদারহৃদয় লীলানাথ বিদূরথ কিঞ্চিৎ খিন্নচিত্তে মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণের সহিত প্রাতঃকালীন যুদ্ধাদি কর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা পুরঃসর নয়নকমল নিমীলিত করিয়া, মুহূর্ত্তকাল শশাঙ্কসদৃশ পরমসুন্দর সুশীতল শয্যায় নিদ্রার আশ্রয় লইলেন। তখন লীলা ও সরস্বতী উভয়ে, বায়ু যেমন কমলমুকুলে প্রবেশ করে, তদ্বৎ সূক্ষ্মরন্ধ্রযোগে বিদূরথের গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্। দেবীদ্বয়ের স্থূলদেহ কি রূপে সূক্ষ্মছিদ্রযোগে গৃহমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইল, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! দেহ দ্বিবিধ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। তন্মধ্যে এই দৃশ্যমান হস্তপদাদিবিশিষ্ট মাংসসমষ্টি দেহ যাহা পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিতেও লক্ষিত হয়, তাহার নাম স্থূলদেহ। আর যাহা শুদ্ধ মনোমাত্র বা সংকল্পস্বরূপ, তাহার নাম সূক্ষ্মদেহ। এই সূক্ষ্মদেহ বিশুদ্ধচৈতন্যময়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ময় ও বুদ্ধিময়। সুতরাং যেখানে বায়ুরও গতি নাই এবং সূর্য্যকিরণেরও প্রবেশ হয় না, সেখানেও এই সূক্ষ্মশরীর সহায়ে অনায়াসে প্রবেশ করা যায়।

এই যে ঘনগ্রথিত প্রসাদভিত্তি, যাহাতে কিছুমাত্র অবকাশ বা ছিদ্রাদি নাই, অথবা ঐ যে নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তরময় বিশাল পর্ব্বত, যাহা বজ্র দ্বারাও ভেদ করা কঠিন, সূক্ষ্মশরীরী মহাপুরুষগণ তৎ-সমস্তও অনায়াসে ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে ও তাহাদের অভ্যন্তরে কোন্ স্থানে কি আছে বলিতে পারেন।

এই স্থূলদেহকে আধিভৌতিক বলে। যাহার ইহাতে অভিমান আছে, সে ব্যক্তি কখনও ঐপ্রকার অনুরন্ধ্রগমনে সমর্থ নহে। ছায়ায় উপবেশন করিলে, যেমন তাপ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ স্থূলদেহাভিমান ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মাকে সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইলে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ পরিহৃত হয়। সত্য বটে, চিত্ত সংবিদের অনুগামী, কিন্তু জ্ঞানবল সহায় হইলে, রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম তিরোহিত হইয়া, প্রকৃত রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ চেষ্টা করিলে, ইহার অন্যথাপত্তিও সংঘটিত হইয়া থাকে। আবার, চিত্ত যেমন সংবিদের অনুগামী, চেষ্টাও তেমনি চিত্তের অনুসারিণী, ইহা বালকেরও অনুভব আছে। সুতরাং মনে করিলে, সকলই করিতে পারা যায়।

অধিক কি, যাহা চিত্তমাত্রাকৃতি, সেই আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম-দেহ কিছুতেই রুদ্ধ হয় না। ভাবিয়া দেখ, তুমি এই স্থানে বসিয়া আছ, কিন্তু তোমার মন আকাশপাতাল ভেদ করিয়া, এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত ভুবন ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। এই চিত্তবলে বহু দিনের অতীত ঘটনা সকলও প্রত্যক্ষবৎ দৃশ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিত্তের এইপ্রকার প্রসরণশীলতা পরিজ্ঞাত, সে কি না করিতে পারে?

হৃদ্গত জ্ঞানবলে ভৌতিক শরীর ঐরূপ অতিবাহিক বা সূক্ষ্ম ভাবে পরিণত হয়। চিত্তেরই অভিমতে এই ভৌতিক দেহের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। যে যেমন ভাবনা করে, তাহার তেমনি সিদ্ধি লাভ হয়, এ কথা সকলেই জানে। স্বাভাব-

সিদ্ধ জ্ঞানবলে সমুৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভুত সকলের যে একতা, তাহাই পঞ্চীকরণ বা স্থূলদেহের কারণ। চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও মহাকাশ এই আকাশত্রয় অভিন্নস্বরূপ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং চিত্তমাত্রাকৃতি সূক্ষ্ম শরীর সকল বস্তুতেই সমানভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এবিষয়ে এই দৃশ্যমান আকাশ প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এই রূপে এই চিত্তশরীর জলে, অনলে, আকাশে, পর্ব্বতোদরে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিতে পারে। এই চিত্তদেহই সৃষ্টির আদিতে উদ্বেগশূন্য বিশুদ্ধ বোধ রূপে বিরাজ করে। আবার, মায়াবলে আকাশরূপী ও মহান্ হইয়া, কর্ম্মানুসারিণী প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আমাদের প্রত্যেকের চিত্তই কি ঐপ্রকার শক্তিবিশিষ্ট এবং প্রত্যেকের চিত্তেই কি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভূত হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রত্যেক চিত্তই ঐরূপ শক্তিবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক চিত্তেই ভিন্ন ভিন্ন জগদ্‌ভ্রম সমুদিত হইয়া থাকে। জগতের ভ্রম শ্রবণ কর। যে মরণময়ী মূর্চ্ছা মহাপ্রলয়ের যামিনী-স্বরূপ, জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহা অনুভব করিতে হয়। এই কারণে এই জগৎ মিথ্যা!

শ্রীরাম কহিলেন, যাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে,সেই মনোমাত্রাকৃতি হিরণ্যগর্ভ স্বীয় স্মৃতি সহায়ে প্রলয়পর্য্যবসানে এই জগৎ সৃষ্টি করেন। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে। দেখুন, হিরণ্যগর্ভ সত্য-স্বরূপ ও অভ্রান্ত এবং তাঁহার স্মৃতিও সত্যস্বরূপ। সেই সত্যস্বরূপ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! মহাপ্রলয়ে হরিহরাদি সকলেই বিদেহমুক্ত হয়েন; সুতরাং তাঁহাদের জগৎস্মৃতির সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের ন্যায় প্রবুদ্ধাত্মা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণও তৎকালে মুক্ত হইবেন। ফলতঃ, যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহা

রাই মুক্ত জীব। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মুক্তি না হইলেই, জগৎ-স্মৃতি বশতঃ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত হইয়া থাকে।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ। (তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! তত্ত্ব কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম! আমি তোমায় অনেকবার এবিষয়ে উপদেশ করিয়াছি। কিন্তু তত্ত্ববিষয় কখনও পুরাতন হয় না। অতএব পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি জগতের প্রত্যেক অণুতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, অথবা যিনি এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকে তত্ত্ব বলে। ব্যক্তিভেদে, রুচিভেদে, কালভেদে ও দেশ-ভেদে এই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। বস্তুগত্যা উহার কোন রূপভেদ নাই। তিনি যাহা, তাহাই আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন। নাস্তিক ও অবিশ্বাসীর হৃদয় তাঁহাকে না পাইয়া, নিতান্ত চঞ্চল হইয়া থাকে এবং যার পর নাই ব্যাকুল ও অসুস্থ দশা ভোগ করে। যেখানে ভক্তি ও বিশ্বাস একত্র মিলিত, সেই-খানেই তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে লাভ করিবার যে বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎ-সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসভক্তিই প্রধান এবং ইহাই সুগম পন্থা।

বিশ্বাস হইতে প্রেমের উদ্ভব হয় এবং প্রেম হইতে সমদর্শিতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সমদর্শিতাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সংঘটিত করে। তোমাকে আঘাত করিলে তোমার যেমন কষ্ট হয়, আমাকে আঘাত করিলে, আমারও তদ্রূপ ক্লেশ অনুভব হইয়া থাকে; যাঁহার এই প্রকার জ্ঞান আছে, তিনিই তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী। অথবা, নিজে সুখী হইতে ইচ্ছা করিলে,

পরের সুখ বিধান করা অগ্রে কর্ত্তব্য। কেননা, তুমি লইয়াই সংসার নহে। যিনি এই প্রকার বিশ্বাসে কার্য্য করেন, তিনি সত্বর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। কেননা, ব্রহ্ম নিত্য সুখময় এবং শাশ্বত শান্তির আধার। বৎস! ঐ যে বৃক্ষটী ফল পুষ্পে ও ছায়াদিতে সুশোভিত হইয়াছে, উহা কি এই বৃক্ষের নিজের জন্য, কখনই নহে। অথবা, ঐ যে সূর্য্য চন্দ্র নিত্য নিত্য গগনে উদিত হইয়া, আলোক বিতরণ করিতেছেন, উহাও কি ইহাঁদের নিজের জন্য, কখনই নহে। অথবা, ঐ যে সমীরণ দিবারাত্র অবিশ্রামে প্রবাহিত হইতেছেন, উহাও কি ইহাঁর নিজের জন্য, কখনই নহে। অথবা, এই যে বসুমতী বিবিধ শস্যজাত সমুৎপাদন করিতেছেন, উহাও কি ইহাঁর নিজের জন্য, কখনই নহে। অথবা, ঐ যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ঐ যে মেঘ বর্ষণ করিতেছে, এই যে নদী প্রবাহীত হইতেছে, অথবা, এই যে গ্রীষ্মের পর বসন্ত ও বসন্তের পর গ্রীষ্মসমাগমে ঋতুপর্য্যায় সংঘটিত হইতেছে, উহাও উহাদের নিজের জন্য, কখনই নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ও সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, মানুষ পরের সুখস্বস্তিবিধানজন্য, ধনধর্ম্মাদি উপার্জ্জন করিবে; ইহারই নাম প্রকৃত ব্রহ্মভাব এবং ইহই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। পশুগণই অন্যের জীবন সংহার করিয়া আত্মজীবনাদি পূরণ করে। মানুষও যদি সেইরূপ করে, তবে পশুর সহিত তাহার বিশেষ কি? পশুগণের যে কোন কালেই উদ্ধার নাই, এইপ্রকার স্বার্থপরতা বা আত্মম্ভরিতাই তাহার কারণ। যাহারা মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ঐরূপ পশ্বাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা পরজন্মে পশুযোনিতে পতিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? সর্ব্বদা অন্যের শোষণ ও মোষণ করিয়া, আপনি ভাল খাইব ও ভাল পরিব, এইপ্রকার চিন্তা করিলেও, আত্মা মলিন হইয়া থাকে। দস্যু, তস্কর ও সিংহব্যাঘ্রাদির জীবনে ঐপ্রকার মালিন্য লক্ষিত হয়। মলিন দর্পণে যেমন

প্রতিবিম্ব হয় না, মলিন আত্মায় তেমনি কখন ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি সংঘটিত হয় না। যে আত্মায় কখনও ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি নাই, তাহা জড় অপেক্ষাও অধম, সন্দেহ নাই।

আত্মার মালিন্য দূর হইয়া, তাহাতে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইলে, লোক-মাত্রেরই আকারে প্রকারে, আচারে ব্যবহারে ও কথোপকথনে একপ্রকার লোকোত্তরতা বা মহিমাবিশেষের আবির্ভাব হয়, যাহা দ্বারা সকল লোক অনায়াসেই বশীকৃত হইয়া থাকে এবং শত্রুও মিত্র ও বিপদও সম্পদ রূপে পরিণত হয়। ঋষিগণ ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা সামান্য ফল মূল ভক্ষণ করেন, সামান্য চর্ম্ম বল্কল পরিধান করেন, সামান্য কুটীরাদিতে বাস করেন এবং সামান্য আসনাদিতে উপবেশন করেন, ফলতঃ তাঁহাদের সকলই সমান্য। তথাপি তাঁহারা সংসারের রাজা, মহারাজ, সম্রাট ও সার্ব্বভৌম, ফলতঃ ক্ষুদ্র, মহৎ, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকলেরই প্রভু, নিয়ন্তা, গুরু ও পরম পূজনীয়; একথা তোমার নিকট বলা বাহুল্য বা পুনরুক্তিমাত্র। ঐ দেখ, যে সকল ঋষি, তোমার পিতৃদেবের সভায় সমাগত হইয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে কাহারও হয় হস্তী, দাসদাসী বা অন্য-বিধ কোনরূপ পদগৌরবলক্ষণ নাই। কিন্তু ইহাঁরা প্রত্যেকেই এক একটী তেজের মূর্ত্তিমান্ রাশি, যে তেজ সংসারের সূর্য্য বা অগ্নিতেও নাই। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই ইহার কারণ। বৎস! সংসারে তিনপ্রকার লোক আছে, পুণ্যশীল, পাপাত্মা ও পাপপুণ্য-বিবর্জ্জিত। যাহারা লোকের অনিষ্ট প্রভৃতি অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে পাপাত্মা বলে। যাঁহারা তপস্যা ও দানাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগকে পুণ্যবান্ বলে। আর যাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয় কার্য্যই পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞান সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলে। নতুবা, পাপ নাই, পুণ্য নাই, কেবল মনে মনে এইপ্রকার

কল্পনা করিলেই, পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত হওয়া যায় না। যেহেতু,ঐরূপ লোকদিগকে নাস্তিক ও অবিশ্বাসী বলে।

বিষয়ের পরিণাম দুঃখ, ইহা সকলেই জানে এবং তপস্যার পরিণাম সুখ, ইহাও কাহার অবিদিত নাই। শুদ্ধ স্ত্রীসম্ভোগাদি অসার আমোদের জন্য রাত্রিজাগরণাদি করিলে, যে অবসাদ ও জড়তা উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য। কিন্তু তপো যোগযুক্ত ঈশ্বরবসিক তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ শত রাত্রি জাগরণ করিয়াও, কখনও অবসন্ন বা জড়ভাবাপন্ন হয়েন না। বিষয়ী এক দিন অনশন করিলে, বিকারগ্রস্তের ন্যায় ম্রিয়মাণ হইয়া উঠে, কিন্তু তপোযোগযুক্ত মহাপুরুষ শত রাত্রি উপবাসেও ক্লিষ্ট বা বিকারবিশিষ্ট হয়েন না। বিষয়ী অল্পেই রোগগ্রস্ত হয়; কিন্তু তপোযোগযুক্তের কোন রোগই নাই। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাহারা ইহা জানিয়াও না জানে, তাহারাই নাস্তিক এবং তাহারাই মৃত্যুর বশীভূত ও কালগ্রস্ত, সন্দেহ নাই।

বৎস! মানুষ যে অন্যের দাসত্ব ও ভিক্ষাদি অতিনীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞান না থাকাই তাহার কারণ। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, লোকে জানিতে পারে যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য; আর সমস্তই অনিত্য; আমিও অনিত্য, তুমিও অনিত্য। আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব সকলই অনিত্য। এই দাসদাসী, এই যানবাহন, সমস্তই অনিত্য। তবে কেন এই সকলের জন্য বৃথা কষ্ট করি! এক দিন এই দেহ কাক-কুক্কুরে অবশ্যই ভক্ষণ করিবে এবং কৃমি-কীট-বিষ্ঠায় পরিণত হইবে। অতএব ঈদৃশ অসার দেহে মাল্যচন্দন ও বহুমূল্য বসন-ভূষণাদি ধারণের প্রয়োজন কি, আগ্রহ কি ও অভিলাষ কি এবং তজ্জন্য অন্যের দাসত্বাদিতেও বা আবশ্যক কি?

ঐ আমার প্রতিবেশী প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ আমার স্নেহময় জনকজননীর পরলোক হইল। ঐ আমার পরমপ্রণয়-

ভাজন বন্ধু ইহলোক ত্যাগ করিলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না; আর তাঁহার সহবাসে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিব না। আমাকেও এক দিন অবশ্যই এইরূপে মরিতে হইবে। আমি এই কথা কহিতেছি,এই মুহূর্ত্তেই আমার বাগ্‌রোধ হইতে পারে। অথবা আমি এই চলিতেছি,এই মুহূর্ত্তেই হয় ত আমার চলৎশক্তি-শূন্য হইতে পারে। আমি এই শুনিতেছি, দেখিতেছি ও করিতেছি, এই মুহূর্ত্তেই হয় ত আমার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও কার্য্যশক্তি রহিত হইতে পারে। কেননা, সকলেরই এইপ্রকার হইয়া থাকে। এই আমার বহুযত্নের হয় হস্তী মরিয়া গেল; এই আমার প্রিয়তম দাসদাসীর কালবশে অন্তর্দ্ধান হইল; এই আমার বহুযত্নে সঞ্চিত অর্থরাশি বিনষ্ট হইল; এই আমার বহুক্লেশে অর্জ্জিত বিষয়ের পর বিষয়, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণমধ্যেই লোপ পাইল। আমাকেও এক দিন এই রূপে লোপ পাইতে ও অন্তর্হিত হইতে হইবে। বোধ হয়, তাহারও আর বিলম্ব নাই।

ঐ দেখ, একজন পথিক চলিতে চলিতে সহসা পথিমধ্যে পতিত হইল, আর উহাকে উঠিতে হইল না। হতভাগ্য মনে করিয়াছিল, অনেকদিন বাঁচিবে ও অনেক ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। নিমেষ মধ্যেই সমস্ত ফুরাইয়া গেল। আমারও এইরূপ পতিতদশায় প্রাণত্যাগ হইতে পারে। আমি যাহা মনে করিয়াছি, তাহার হয়ত কিছুই হইবে না। কেননা, আমার পূর্ব্বে কত মানুষ কত কি মনে করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করিয়া যাইতে পারে নাই; মনের আশা মনে রাখিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ভাল খাইব, ভাল পরিব, ইহা সকলেরই অভিলাষ। কিন্তু কয় জনের তাহা সিদ্ধ হয়? যদিও কাহারও কিয়দংশে সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহা কিয়ৎকালের জন্য। রোগ আছে, শোক আছে, বধ আছে, বন্ধন আছে, তাপ আছে, পরিতাপ আছে, আবার সকলের উপর মৃত্যু আছে। এই রূপে

কত দিকে কত উৎপাত ও উপদ্রব আছে। এই সকলের মধ্যে সুখের অভিলাষ করিয়া, জীবন ধারণ করা কি বিড়ম্বনা! কি লাঞ্ছনা! কি ঘৃণা ও লজ্জার কথা!

বৎস রামভদ্র! জ্ঞানের উদয়াবধি প্রতিদিন এক এক বার এই প্রকার চিন্তা করা মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কেননা, ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সোপান।

—※—

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ। (মনুষ্যের জঘন্যতা।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথা সকল যতই শুনিতেছি, ততই মনুষ্যের জন্য আমার শোক ও সন্তাপ বৃদ্ধি হইতেছে। হায়, হতভাগ্য অধম মানুষ! তোমার কি হইবে! তুমি যে পাপের উপর পাপ করিতেছ, তাহার পরিণাম যে নরকের উপর নরক, তাহা তোমার অনুভবেই আইসে না!! তোমার বুদ্ধি আছে, কিন্তু তাহার কার্য্য নাই। কেননা, হিতাহিত বুঝা বুদ্ধির কার্য্য। তোমার বুদ্ধিতে তাহার কি আছে? তুমি সামান্য উদরের জন্য কখনও দাসত্ব, কখন বঞ্চনা, কখন চৌর্য্য, কখন দস্যুতা, কখন চাটুকারিতা এবং কখনও বা লুণ্ঠন ও বলাৎকরণাদি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতেও কুণ্ঠিত হও না। অথচ, আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক। দাসত্ব করিলে, যে তেজ যায়, গৌরব যায়, লঘুতা জন্মে, ভীরুতা জন্মে, সন্দেহবৃদ্ধি ও মালিন্যবৃদ্ধি প্রভৃতি বহুবিধ দোষের সঞ্চার হয়, তাহা কি তুমি অবগত নহ? তবে কেন ক্ষুদ্র উদরের জন্য, অথবা সামান্য স্ত্রীপুত্রের জন্য, কিংবা অতি তুচ্ছ পার্থিব সুখের জন্য ঈদৃশ সর্ব্বদোষাকর, আত্মভ্রংশকর ও পরলোকভ্রংশকর পাপ দাসত্বে প্রবৃত্ত হইয়া থাক? ইহাই কি তোমার প্রকৃতবুদ্ধিমত্তা! হায়! ইহা অপেক্ষা জঘন্যতা আর কি আছে!

ভগবন্! আমি দেখিয়াছি, বনের ঐ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিটীর যে সচ্ছন্দতা আছে, অসামান্যবলবুদ্ধিবিশিষ্ট দাসেরও সেরূপ সচ্ছন্দতা নাই। দাসের যে দিন গত হয়, সেইদিনই ভাল। আগামী কল্য কি হইবে, প্রভু কি বলিবেন, স্বর্গে দিবেন, কি নরকে দিবেন, বর প্রদান কি শাপ দান করিবেন, কে বলিতে পারে? ঐ দেখুন, আমার পিতার সিংহাসনসমীপে কত ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহারা যদি ঈশ্বরের নিকট এই প্রকার কৃতাঞ্জলি প্রণত হয়, তাহা হইলে, আর সামান্য মনুষ্যের দাসত্ব করিতে হয় না। সমস্ত সংসার তাহার দাস হইয়া থাকে। জঠরানল প্রজ্বলিত হইলে, মনুষ্যও যদি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া, এইপ্রকার দাসত্বাদি নীচ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, যে কাক ও কুক্কুরাদি ইতর প্রাণীগণ ক্ষুধার জন্য লালায়িত হইয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ পূর্ব্বক পদে পদে অবমানিত হয়, তাহাদের সহিত মনুষ্যের বিশেষ কি? এইরূপ ও অন্যরূপ চিন্তা করিয়া, মনুষ্যকে আমার অতীব জঘন্য বলিয়া বোধ হইয়াছে।

ঐ দেখুন, জীর্ণশীর্ণকলেবরা দরিদ্রললনা নগ্নপ্রায় লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। নিরন্নজঠর শিশুসন্তানগণ অনবরত ক্রন্দনপুরঃসর উহার বস্ত্র আকর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্খলিত পদে ধাবমান হইতেছে। হায়! পাপীয়সীর কিছুই ঘৃণা বা কোন রূপে লজ্জা নাই! ঐ দেখুন, পাষণ্ড ও পামরগণ উন্মত্তা বলিয়া উহারে উপহাস করিতেছে! উহাদেরও দয়া মমতার লেশ নাই! ভগবন্! কুক্কুর প্রভৃতি ইতর পশুগণও কখন স্ব স্ব সন্তান সমভিব্যাহারে এরূপে ভ্রমণ করে না! তাহারা নির্জ্জনে প্রসূত হয় এবং নির্জ্জনেই আপনা আপনি ভরণ পোষণ ও বর্দ্ধনাদি করে। তজ্জন্য কাহারও শরণাপন্ন বা গলগ্রহ হয় না!

এই রূপে বিধাতা যখন সামান্য কীট পতঙ্গ ও পশুপক্ষ্যা-দিকেও আত্মপোষণক্ষমতা দিয়াছেন, তখন মানুষকে যে তাহাতে

বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। প্রত্যুত, তিনি মানুষকে অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও বিবেচনাদি প্রদান করিয়া, তাহার ঐ আত্মপোষণশক্তি বিশেষিত করিয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য অন্ধ মানুষ তাহা মনে না করিয়া, আপনা আপনি অসমর্থ ভাবিয়া, অনায়াসেই অন্যের গলগ্রহ হয়; তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না! প্রত্যুত, অনেকে অন্যের গলগ্রহ হইতে পারিলে, আপনাকে অসীমসৌভাগ্যবান্ বোধ করে! ইহা অপেক্ষা জঘন্যতা আর কি আছে বা হইতে পারে?

ভগবন্! এই রূপে আত্মভ্রষ্ট, পরমার্থভ্রষ্ট, স্বার্থভ্রষ্ট, ঈশ্বরভ্রষ্ট, ও পরলোকভ্রষ্ট হইয়া, লোকসকল যে দুর্ব্বিষহ দুরবস্থা ভোগ করিতেছে, অবলোকন করুন। ঐ দেখুন, উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, মস্তকে তৈল নাই, মনে ধর্ম্মচিন্তার লেশ নাই, হৃদয়ে দয়া নাই এবং চক্ষুতেও লজ্জার নামমাত্র নাই, এরূপ কতশত ব্যক্তি রাজপথে অনবরত যাতায়াত করিতেছে। পশুরও সহিত ইহাদের তুলনা হয় না এবং অতিক্ষুদ্র কীট পতঙ্গও অনেক বিষয়ে ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

ঐ দেখুন, জননী মৃতপুত্র ক্রোড়ে শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। এই হতভাগিনী পূর্ব্বে ধনধান্যে পূর্ণ ও দাস দাসীতে পরিবৃত ছিল এবং ইহার আত্মীয় বান্ধবেরও অভাব ছিল না। এখন আর পাপীয়সীর কোন অভিভাবক নাই। কতক কালবশে বিনষ্ট ও কতক বা পাপীয়সীর বুদ্ধিদোষে ভ্রষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য একাকিনী শ্মশানে গমন করিতেছে। অথবা পাপ মানুষের পরিণাম এই প্রকারই হইয়া থাকে!!!

ঐ দেখুন, ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি, মৃত্যুর জিহ্বার ন্যায়, কালের সাক্ষাৎ শাসনের ন্যায় অথবা কৃতান্তের মূর্ত্তিমান্ দণ্ডের ন্যায়, সুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ দেখুন, প্রবল চিতানল প্রজ্বলিত হইয়া, চট্‌চটাশব্দে দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ করিতেছে। এই অনলে কত

সতী বিধবা, কত পরিবার অনাথ ও কত শত লোক সহায়ভ্রষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা বলিবার নহে!!! ঐ দেখুন, তপ্তকাঞ্চনকলেবর দিব্যমূর্ত্তি এক পুরুষ অনাথের ন্যায়, চিতাভস্মে মৃত পতিত বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এই দুরাত্মা, শুনিয়াছি, কৃপণের একশেষ, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও বহুপরিবারের অভিভাবক ছিল, কিন্তু যেন দিনান্তেও অন্ন জুটা ভার, এইরূপ ভাবে অতিকষ্টে কালযাপন করিত। পাছে সঞ্চিত অর্থের ক্ষয় হয়, এই ভয়ে সপরিবারে প্রায় অর্দ্ধাশনে জীবন অতিবাহিত করিত। শুনিয়াছি, অতীব অসৎ উপায়ে ইহার ঐ অর্থরাশি উপার্জ্জিত হইয়াছে। সেই পাপেই ইহার এই দশা উপস্থিত। শুনিয়াছি, বিষয়লোভে ও উদরের জ্বালায় অন্ধ ও মত্ত হইয়া, ইহার স্ত্রী ও পুত্রগণ ইহার এইপ্রকার শোচনীয় দশা সংঘটিত করিয়াছে! হায়, এই হতভাগ্য যেমন জঘন্যস্বভাব, ইহার পুত্রাদিরও প্রবৃত্তি ও স্বভাব সেইরূপ নীচ ও জঘন্যভাবাপন্ন! ঐ দেখুন, হতভাগ্য জীবিত অবস্থায় যেমন এক দিনের জন্যও সুখী হয় নাই, মৃতদশাতেও সেইরূপ শৃগাল ও কুক্কুরেরা চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিয়া, ইহার যেন শান্তি ভঙ্গ করিতেছে!

এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ বীভৎস ব্যাপার দর্শন ও পরিকলন করিয়া, মনুষ্যের জন্য আমার নিরতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। কি করিলে, ইহার নিরাকরণ হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া রাজপদে ও সম্পদে, ফলতঃ, পার্থিব সুখসমৃদ্ধিমাত্রেই আমার অতিমাত্র বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে। কেননা, আমার বিলক্ষণ ধারণা জন্মিয়াছে, সংসারে আসক্তি হইলে, আমারও মতিগতি ঐরূপ বিকৃত ও বিভ্রষ্ট হইতে পারে। তজ্জন্য পার্থিব সুখে আমার সুখ ও আমোদেও আর আমোদ হয় না। সর্ব্বদাই নির্জ্জনে একাকী বাস করিয়া থাকি। পুত্র যেমন পিতামাতার বন্ধন, পিতামাতাও তদ্রূপ পুত্রের বন্ধন।

এই জন্য পিতামাতাকেও আর আমার প্রীতি বা অপ্রীতি কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না ; তাঁহারা যেন কাহার পিতা ও কাহার মাতা এবং আমিও যেন কাহার পুত্র, এইরূপ ভাবেই অতি কষ্টে অতি ক্লেশময় জীবন যাপন করিতেছি। সর্ব্বদাই চিন্তা হয়, মানুষ কি করিয়া বাঁচিয়া থাকে! দেখুন,সমস্ত দিন উদয়াস্ত তাহার বিশ্রাম নাই এবং রাত্রিতেও নানাপ্রকার চিন্তায় সুখে নিদ্রা নাই। ইহার উপর নানাপ্রকার রোগ, শোক, আপদ্, বিপদ্ এবং দস্যুভয়, রাজভয় ও অগ্নিভয় প্রভৃতি বিবিধ ভয় ও উপদ্রব সংঘটিত হইয়া,পদে পদেই তাহার শান্তি ভঙ্গ করে। তথাপি তাহার চৈতন্য হীন! অথবা,অভ্যাসদোষে ও কর্ম্মবশে তাহার এইপ্রকার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও চেতনাক্ষয় সংঘটিত হইয়াছে। সেইজন্য দুঃখকেও সুখ বলিয়া, তাহার পাপজীবনে অনায়াসেই সহ্য হয়। বিষক্রমি যে বিষমধ্যে বাস করে, তাহাই এ বিশয়ের দৃষ্টান্ত। ভগবন্! মানুষ অতিতুচ্ছ ক্রিমিকীট অপেক্ষাও জঘন্য!!

ষট্পঞ্চাশত্তম সর্গ। (সংসারের প্রশংসা কি?)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! ঐ দেখুন, গৃহিগণ সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ, অবসন্ন ও নির্ব্বিণ্ণ হইয়া, শশব্যস্তের ন্যায়, কেশে গৃহীতের ন্যায়, অথবা চৌরের ন্যায়,ভয়ে, সন্দেহে, সম্মোহে ও অতি ক্লেশে কালয়াপন করিতেছে। ইহারা যেন কাহার নিকট কত অপরাধ করিয়াছে, বোধ হয়। বিনারোগে ও বিনাশোকেও কত লোক সন্তপ্ত ও ব্যাকুল, তাহা বলিবার নহে! ঐ দেখুন, সুখ ও সম্পদ থাকিতেও, তাহাদের সুখ বা হর্ষ নাই। অসার ও ক্ষণভঙ্গুর গৃহসুখে গাঢ় আসক্তিই ইহার কারণ। তাহারা অতিজটিল গৃহব্যাপার-পরিচিন্তায় অতিশয় মগ্ন ও একান্ত আশক্ত। তজ্জন্য ভ ও শঙ্কাদিতে তাহাদের মনোবৃত্তি এরূপ আচ্ছন্ন, যে, যেরূপ জলদ-

পটলপরিবেষ্টিত নিবিড় গগনে প্রভাকরপ্রভা অনুবিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ তাহাতে সুখের লেশমাত্রও স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ অপরিমিত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও আপনাকে দরিদ্র ভাবিয়া, দুরাকাঙ্ক্ষাবশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, আপনার সুখের পথে কণ্টক রোপন করিয়া থাকে। ঐ দেখুন, কত লোক স্বহস্তেই নিজের ইহলোক ও পরলোক নষ্ট করিতেছে। ঐ দেখুন, কত লোক আপনিই আপনার শত্রু হইতেছে। ঐ দেখুন, পরমাত্মচিন্তার অভাববশতঃ কত লোক দুর্নিবার চিন্তাজালে জড়িত হইয়া, দিবারজনী দারুণ দুঃখে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখুন, কত লোক অনবরত অর্থ-চিন্তাবশে স্বার্থভ্রষ্ট হইয়া, অসীম কষ্ট সহ্য করিতেছে। ঐ দেখুন, কাহারও মনের মিলন নাই। স্বার্থবশে যদিও দুই এক দিন প্রণয়-ঘটনা হয়, কিন্তু তাহার পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। সকলেই সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে উদ্যত; এইজন্য সময়ে সময়ে পরস্পর ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া, মহাপ্রলয় সংঘটিত করে।

ঐ দেখুন, কপটসাধু, কপটমিত্র ও কপটযোগী সংসারের সকল স্থল পূর্ণপ্রায় করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তজ্জন্য মেঘোদয়ে শশধরের ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের এককালীন তীরোধান হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রতারণা, চৌর্য্য ও দস্যুতাপ্রভৃতিই লোকের যেন আদানপ্রদান হইয়া উঠিয়াছে। কুত্রাপি সৎকার্য্যের লেশ নাই, সৎপথের কথা নাই, সৎপ্রবৃত্তির নামগন্ধ নাই, সৎলোকের আবির্ভাব নাই এবং সদ্-বিষয়েরও আদর বা সম্মান নাই। যে ব্যক্তি দিবসে অতিশয় ভক্তের ন্যায়, লোকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান ও বিবিধ সৎ-কথার অবতারণা করে, রজনীর গভীর অন্ধকারের সমাগম-মাত্রেই পেচকের ন্যায়, তাহার মতিগতি বিপরীত পথে ধাবমান হয়। তৎকালে ভয়ঙ্কর গহনপ্রান্তে হিংস্র কুক্কুরসকল যেরূপ অনু-

রূপ প্রভৃতি ব্যাধের চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক পরস্পরের মুখনিরীক্ষণে বসিয়া থাকে, তদ্রূপ দুরাচার দস্যু ও তস্করগণ মূর্ত্তিমান্ বিদ্রোহের ন্যায়, সেই মূর্ত্তিমান্ উৎপাতস্বরূপ অতিপাপাত্মার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক লোকদ্রোহের বিবিধ কৌশল উদ্ভাবন করে। এই রূপে কাকের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, পেচকের ন্যায় ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্যবহার ও স্বভাবসম্পন্ন অতীবদুরাচার মানবগণ যে সংসারের প্রভু ও পরিচালক, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

পুনশ্চ, যে সংসারে সামান্য তৃণকাষ্ঠের জন্যও প্রবল বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়া, মহাপ্রলয় উপস্থিত করে এবং কত লোকের সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ? বলিতে কি, পিতা অপেক্ষা পুত্রের পরমদেবতা আর নাই এবং পুত্র অপেক্ষাও পিতার প্রীতিপাত্র আর নাই। যে সংসারে সামান্য বিষয়ের জন্যও সেই পিতা পুত্রেও বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে ; আবার, যে সংসারে পরমস্নেহময়ী জননী দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পরমস্নেহময় পুত্রকেও স্বহস্তে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে সালগ্রামশিলাকে পরিহার করিয়া, কন্দুকাদির পূজা বিহিত হয়, দেবালয় ভঙ্গ করিয়া, শৌণ্ডকালয় বা পানশালা সুরক্ষিত হয়, দুগ্ধের বিনিময়ে মদ্য গৃহীত হয়, অমৃতবোধে বিষরাশি সংগৃহীত হয়, প্রাসাদের অবমাননা করিয়া কুটীরে বাস করা হয়, হংসকে দূর করিয়া, কাকের আদর করা হয় এবং যে সংসারে চিন্তামণিও কাচমূল্যে বিক্রীত হয়, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি !

ঐ দেখুন, পাপের তাড়নায় ধর্ম্মের আকার ক্ষীণ হইয়াছে ; মিথ্যার তাড়নায় সত্যের দেহ মলিন হইয়াছে ; অন্যায়ের তাড়নায় ন্যায়ের দিব্যমূর্ত্তি নিষ্প্রভ হইয়াছে ; হিংসার তাড়নায় দয়ার প্রভাব মন্দীভূত হইয়াছে ; ঈর্ষ্যার তাড়নায় অনুকম্পার

তেজঃ খর্ব্বিত হইয়াছে; অসূয়ার তাড়নায় কৃপার কলেবর ছায়া-মাত্রে পরিণত হইয়াছে; অহঙ্কারের তাড়নায় বিনয়ের প্রতাপ পরাস্ত হইয়াছে; ক্রোধের তাড়নায় ক্ষমার শুষ্কদশা উপস্থিত হইয়াছে; কামের তাড়নায় উপরতির ক্ষয়াবস্থা সংঘটিত হইয়াছে; আসক্তির তাড়নায় বৈরাগ্যের বিক্রম বিদূরিত হইয়াছে; অসাধুর তাড়নায় সাধুর অনস্তিত্ব ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে এবং কপটের তাড়নায় সরলতার দ্বার একবারেই রুদ্ধ হইয়াছে। তজ্জন্য, দুঃখ বর্দ্ধিত হইয়া, সুখকে পরাস্ত করিয়াছে, বিপদ বর্দ্ধিত হইয়া সম্পদকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে, শোক বর্দ্ধিত হইয়া, সন্তোষকে বিপদস্থ করিয়াছে এবং রোগ বর্দ্ধিত হইয়া, ভোগকে বিশস্ত করিয়াছে।

ঐ দেখুন, এই সকল কারণে লোকের আয়ুর আর বৃদ্ধি নাই, সুখের আর উৎপত্তি নাই, সন্তোষের আর প্রস্ফুরণ নাই, হর্ষের আর বিকাশ নাই, আহ্লাদের আর স্ফূর্ত্তি নাই, আনন্দের আর সঞ্চার নাই, আমোদের আর প্রসার নাই, প্রীতির আর প্রচার নাই এবং তৃপ্তিরও আর সমুদ্ভব নাই। যে সংসারে ঈদৃশী বিসদৃশী দশার শেষ দশা উপস্থিত, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

ভগবন্! আপনি যে ভয়ঙ্কর কালের কথা কহিয়াছেন, ইতি-মধ্যেই বা তাহা উপস্থিত হয়! ঐ দেখুন, পুত্র উপযুক্ত হইয়াও, বৃদ্ধ পিতাকে অন্ন দিতে কুণ্ঠিত; স্বামীসত্ত্বেও স্ত্রীলোক বিধবার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে; বিদ্যা সত্ত্বেও মূর্খের ন্যায়, লোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই; জ্ঞানসত্ত্বেও পশ্বাচারে জনপদ উচ্ছিন্ন প্রায়; ধনাদি বিভব সত্ত্বেও দরিদ্রের ন্যায়, কি হইবে, ভাবিয়া অনেকে স্বকীয় উদরপূরণেও পরাঙ্মুখ; সকলেই প্রায় ভয় ও সন্দেহের বশীভূত; তজ্জন্য দধিকেও তপ্ত পায়স বোধে ফুৎকার দিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত এবং তজ্জন্য সাধুতার আদর সুদূরপরাহত হইয়াছে!!!

ঐ দেখুন,কাহারই বুদ্ধির আর প্রাখর্য্য ও প্রকৃত অবস্থা নাই। তজ্জন্য কেহই কোন বিষয় ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া,পদেপদেই বঞ্চিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য সংসারের অতীব শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কত লোক বুদ্ধির দোষে বিকৃত-চিত্ত ও মত্তপ্রায় হইয়া, দুঃখকে সুখ, বিপদকে সম্পদ, বিষকে অমৃত ও বিষাদকে হর্ষ বলিয়া গ্রহণ ও তজ্জন্য দারুণ দুর্দ্দশাযোগ ভোগ করিতেছে!

ঐ দেখুন, সর্ব্বজননী ভগবতী বসুন্ধরা কুলাঙ্গার পুত্রগণের পাপে পাপে যেন মলিন হইয়া গিয়াছেন! ঐ দেখুন, লোকে যাহা করিতেছে, তাহারই বিপরীত প্রায় ফল ফলিতেছে। পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, প্রভু ভৃত্য, উচ্চ নীচ এবং ধনী দরিদ্র, গুণী অগুণী ও জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই প্রায় সমভাব। বন্ধুতা শত্রুতায়, সরলতা কপটতায়, সত্য মিথ্যায় এবং ন্যায় অন্যায়ে পরিণত হইয়াছে। যে সংসারের এই প্রকার অতীব জুগুপ্সিতভাব, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

যে সংসারে অর্থই পরমার্থ,স্বার্থই পুরুষার্থ,যোনিদ্বারই স্বর্গদ্বার, অধরপানই অমৃতপান, নীবিমোক্ষই চরম মোক্ষ ও স্ত্রীসঙ্গই সাধুসঙ্গ এবং বিষয়ই সর্গসমাগম, ধনই বিদ্যা, বিদ্যাই মূর্খতা, অজ্ঞানই জ্ঞান, দুঃখই সুখ, বিষই অমৃত, অমৃতই বিষ এবং শত্রুই মিত্র ও মিত্রই শত্রু, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

যে সংসারে সাধুর কুটীর ও অসাধুর প্রসাদ, সত্যের পরাভব ও অসত্যের জয়, প্রদীপের পরিগ্রহ ও সূর্য্যের পরিহার, কপটের আদর ও সরলতার তিরস্কার, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি?

ঐ দেখুন, লোকের অত্যাচারে ও অনাচারে লক্ষ্মী পলায়মান হইয়াছে; অবিচারে ও অব্যবহারে ধর্ম্ম লুক্কায়িত হইয়াছে; কপটতা ও প্রতারণায় সত্য অন্তর্হিত হইয়াছে এবং দুর্ব্ব্যবহার ও দুষ্প্রবৃত্তির আতিশয্যবশতঃ শান্তির ক্ষয়দশা উপস্থিত হইয়াছে।

সেইজন্য, গৃহীমাত্রেরই সুখ নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। কদাচিৎ ক্বচিৎ কোন ব্যক্তির বাহ্যসুখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাও হেমন্তকালীন তালচ্ছায়ার ন্যায়, ক্ষণমধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে কমলেও কণ্টক, চন্দ্রেও কলঙ্ক, সাগরেও লবণতা, সাধুরও মনোভঙ্গ ও ধার্ম্মিকেরও দরিদ্রতা, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে সতী স্ত্রীও বেশ্যাদ্বারে ভিক্ষা করে, বিদ্বান্‌কেও মূর্খের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে হয়, বৃদ্ধ হইলেই বুদ্ধিবিদ্যা-লোপ হইয়া যায়, বিষবৃক্ষেও সুস্বাদ ফল সমুৎপন্ন হয়, কণ্টকী-লতাতেও সুকুমার পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে দরিদ্রকে পরিহার করিয়া, ধনীকে দান, চূত-বৃক্ষকে ছেদন করিয়া এরণ্ড বৃক্ষের রক্ষা ও ঠক্কুরকে ত্যাগ করিয়া কুক্কুরের পূজা করা হয়, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে পীড়িতের পীড়ন, পিষ্টের পেষণ, দুর্ব্বলের মারণ, মৃতের উপর খড়্গের প্রহরণ, দস্যুর পোষণজন্য সাধুর পরিহরণ এবং গোদান করিয়া উপানৎ বিতরণ হইয়া থাকে, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

যে সংসারে সৎকথা ও সদুপদেশ কর্ণব্যথা সমুৎপাদন করে, সৎ বস্তু বা সৎ বিষয় দৃষ্টিপীড়া বিধান করে, সৎসঙ্গ বা সাধুসেবা অতিশয় ক্লেশ সম্পাদন করে এবং ধর্ম্মের দ্বার ত্যাগ করিয়া বেশ্যাদ্বারে প্রবেশ করিতে মন অতিমাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে, সে সংসারের আবার প্রশংসা কি ?

ভগবন্! এই সংসার পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে কেবল নামমাত্রে বা কল্পনামাত্রে স্থিতি করিতেছে। যাহাদের ভবিষ্যদ্‌জ্ঞান নাই, যাহারা বর্ত্তমানমাত্রের পক্ষপাতী, যাহারা

পরলোকে বিশ্বাসশূন্য, যাহাদের পরিণামবোধ বা আত্মহিত-বিচারণা নাই, যাহারা বিষক্রমি হইয়া কেবল অসার বিষয়ভোগেই ক্লেশময় ভারময় দুর্ব্বহ জীবন কথঞ্চিৎ ক্রমিকীটাদির ন্যায়, যাপন করিতেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, সেই সকল হতবুদ্ধি, হতজ্ঞান, হতচিত্ত মনুষ্যই ঈদৃশ স্বার্থহীন, তত্ত্বহীন, সত্ত্বহীন, পরমার্থহীন অসার সংসারের প্রশংসা করে।

ভগবন্! কুৎসিত মনুষ্যের কুৎসিত সংসার দেখিয়া আমি অবাক্ ও জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। কি রূপে ইহাদের উদ্ধার হইবে, তাহাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আমি দিবারাত্র নির্জ্জনে বসিয়া এক মনে, এক জ্ঞানে ও এক ধ্যানে কেবল ইহাই চিন্তা করি এবং কি রূপে ইহার উপশম হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া থাকি। ঐ দেখুন, বিবিধ পাপে মনুষ্যের ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইয়াছে, পরলোক নষ্ট হইয়াছে, পরমার্থ বিচলিত হইয়াছে, পুরুষার্থ স্খলিত হইয়াছে এবং সত্য ও শান্তিও বিদলিত হইয়াছে! তবে আব উদ্ধারের উপায় কি! আমি এইজন্যই পাপ মনুষ্য-লোকের রাজা হইতে ইচ্ছা করি না। ঐ দেখুন, রাজনামধারী দস্যুগণ দিবা দ্বিপ্রহরেও দেশবিদেশ লুণ্ঠন করিতেছে। অথচ, ইহারাই আবার দেববৎ লোকের ধনমান ও ধর্ম্মাদির প্রভু এবং ইহাদেরই হস্তে আবার লোকের দণ্ডমুণ্ডের ভার! যাহারা রক্ষক, তাহারাই ভক্ষক!! অতএব পাপ সংসারের প্রশংসা কি?

মানুষ অন্ধকার হইতে আসিয়াছে ও অন্ধকারেই যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, ক্রোধ তাহার পরকাল নষ্ট করিয়াছে, লোভ তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, মোহ তাহার জ্ঞান নষ্ট করিয়াছে, মদ তাহার অবধান নষ্ট করিয়াছে এবং মাৎসর্য্য তাহার দেবপ্রসাদ নষ্ট করিয়াছে। যাহার ধর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, তাহার স্বর্গরূপ আলোকলাভের সম্ভাবনা কোথায়?

পুনশ্চ, বিষয়বিপাসা মানুষের বুদ্ধি নষ্ট করিয়াছে। বুদ্ধি নষ্ট

হওয়াতে, উহাদের মুক্তিদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। যাহাদের মুক্তি নাই, তাহারা পশু। মানুষের মুক্তি নাই। সুতরাং মানুষ ও পশু একই পদার্থ। ভগবন্! বুদ্ধি না থাকিলে,অহম্ভাব জন্মে। এই অহম্ভাবই আমি তুমি ইত্যাদি ভেদবুদ্ধির কারণ। আমি তুমি ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধি হইতে মমতার সঞ্চার হয়। মমতার সঞ্চারই মানুষকে বিনা-পাশে বদ্ধ করিয়া থাকে। জ্ঞান রূপ অসি ব্যতিরেকে এই পাশ ছেদনের সম্ভাবনা নাই। যাহারা স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়সুখে অন-বরত আসক্ত, তাহারা সহজে জানিতে পারে না, এই পাশ ছেদনে কিরূপ সুখ ও স্বস্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মানুষ প্রিয়তম পুত্রকে লইয়া কত কি সুখ অনুভব করে; কিন্তু সেই পুত্র যখন মরিয়া যায়, তখন শোকে আচ্ছন্ন হইয়া, সুখের পরিবর্ত্তে তাহার দারুণ দুঃখের আবির্ভাব হয়। এই দুঃখ নিতান্ত অসহনীয়। অনেকে পুত্রের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা মত্ত হইয়াছে, কিংবা সংসার ত্যাগ করিয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারই নাম বিয়য়ের দারুণ পরিণাম। অর্থাৎ এই সকল দৃষ্টান্ত দর্শনপূর্ব্বক ইহাই বিবেচনা করিবে, বিষয়ের পরিণামে দারুণ দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব বিষম বিষবৎ বিষয়কে দূরে পরিহার করাই শ্রেয়ঃকল্প। ইত্যাকার বিচার করিয়া, যাহারা পুত্রাদির মমতা পরিহার ও পরমার্থচিন্তার অনুসরণ করে, তাহাদের যে শান্তিসুখলাভ হয়, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে। কেননা তাহাদিগকে পুত্রাদির মৃত্যুরূপ প্রিয়বিয়োগ বা অপ্রিয়যোগপ্রযুক্ত কখনও ঐপ্রকার শোক সহ্য করিতে হয় না। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপ।

ভাবিয়া খেুন, পিতৃদেব দশরথ কুবেরের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। কিন্তু শুনিয়াছি, আমরা না জন্মানতে, তিনি এক-দিন একক্ষণের জন্যও সুখী ছিলেন না; সমস্তই অসার ভাবিয়া, একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। পরে আমরা জন্মগ্রহণ করাতে,

তিনি ঐশ্বর্য্যে সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। আবার,আমরা যদি এই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করি, তিনি পুনরায় সেইরূপ বা ততোধিক অসুখী হইবেন, সন্দেহ নাই। অধিক কি, আমাদের শোক তাঁহার প্রাণত্যাগও হইবার সম্ভাবনা। এতাবতা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐশ্বর্য্য কখনও সুখের নহে; পুত্রাদিই ঐশ্বর্য্যে সুখের হেতু। তথাহি, পিতৃদেব যদি এই মুহূর্ত্তে কোন উৎকট ব্যাধিতে অভিভূত হইয়া, অসীম যন্ত্রনা অনুভব করেন,আমাদিগকে দেখিয়া বা আমাদের কথা স্মরণ করিয়া, অথবা আপনাকে বহু গুণবান্ পুত্রের পিতা ভাবিয়া, তাঁহার কি সেই যন্ত্রনার প্রতিবিধান হইতে পারে? কখনই না। সংসারে কোন্ পুত্রের পিতার ব্যাধিযন্ত্রনা না ঘটে? ফলতঃ, পুত্র না থাকিলেও, যেমন পার্থিব নিয়মক্রমে লোকমাত্রেরই বিবিধ ব্যাধিযন্ত্রণার ঘটনা হয়, পুত্র থাকিলেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। এতাবতা ইহাও প্রতিপাদিত হইল, পুত্রও কখন সুখের নহে। বরং অনেক সময় অসুখেরই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, কুপুত্র অপেক্ষা সংসারী জীবের যে গুরুতর অসুখ নাই, ইহা সকলেই জানে। ব্রহ্মন্! বিষয়মাত্রেরই এইপ্রকার অবস্থা।

এই সকল চিন্তা করিয়া দেখুন,সংসারের আবার প্রশংসা কি? গৌরব কি? বহুমান কি? সমাদর কি? আগ্রহ কি? অভিলাষ কি?

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ। (আশাই সর্ব্বনাশের মূল।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, কমলযোনি ব্রহ্মা বৃক্ষ, লতা ও পশুপক্ষ্যাদির সৃষ্টির পর মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্বিধায় মনুষ্যের সর্ব্বোৎকর্ষ সম্ভাবনা। কিন্তু তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? ঐ দেখুন, এই

তুম্বীলতা সে দিবস রোপিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিনা-যত্নে কেমন বর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে! মানুষের এপ্রকার বৃদ্ধি ও সুশোভার সম্ভাবনা কোথায়? ঐ দেখুন, অতীবস্বল্প কালের অর্জ্জিত এই বৃক্ষ কেমন উন্নত হইয়াছে! ইহার ছায়া, পুষ্প ও ফলে কত জীবের কত প্রকারে উপকার হইতেছে! মনুষ্যলোকে কোন্ মনুষ্য দ্বারা এপ্রকার লোকোপকার সংসাধিত হয়? ঐ দেখুন, এই পশুটী সে দিন জন্মগ্রহন করিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া, আপনাআপনি আহার সঞ্চয় করত কেমন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে! মনুষ্যলোকে কোন্ মনুষ্যে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়? ঐ দেখুন, এই পক্ষীটীও অল্পদিন হইল, ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; কিন্তু ইতিমধ্যেই স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন অভ্যাস করিয়াছে। মনুষ্যলোকে কোন্ মনুষ্যে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়? ভগবন্! ইহার কারণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! পিতামহ বাস্তবিকই মনুষ্যকে সকল জীবের শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং তদুপযুক্ত জ্ঞান বুদ্ধিও প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য কেবল নিজের দোষেই অধঃপতিত হইয়াছে। আশা অধঃপতনের প্রধান কারণ। এই আশা কখন প্রবল ঝটিকার ন্যায়, উত্তাল তরঙ্গ সমুৎপাতিত করিয়া, মনুষ্যের হৃদয় সমুদ্রবৎ আলোড়িত করে। তাহাতে সে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে। আবার, এই আশা যখন পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত হইয়া তাহাকে আকাশে উত্তোলিত করে, তখন তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এক কালেই অন্তর্হিত হয়। বুদ্ধিশুদ্ধি অন্তর্হিত হইলেই, মানুষ অধোদশায় পতিত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আবার, এই আশা যখন প্রবল স্রোতস্বিনীর ন্যায়, তাহাকে প্রবাহযোগে অতি, দূরপথে লইয়া যায়,তখন সে স্বভাবভ্রষ্ট ও পরমার্থভ্রষ্ট হইয়া, প্রকৃত-স্বার্থ-পরিহৃত হইয়া থাকে। আবার, এই আশা যখন পিশাচীর ন্যায় দারুণ প্রলোভনজাল বিস্তার করে, তখন সে

তাহাতে পতিত ও হতবুদ্ধি হইয়া,নানাপ্রকার অবাস্তব ও অসম্ভব কল্পনায় আত্মাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া, পদে পদেই বঞ্চিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ, মায়াবিনী আশার ছলনা অতি ভয়ানক। সে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া,বিষকে অমৃত বলিয়া, পাপকে পুণ্য বলিয়া, নরককে স্বর্গ বলিয়া এবং অপকারকে উপকার ও অহিতকে হিত বলিয়া প্রতিপাদন ও লোকদিগকে বিপন্ন করে। এইজন্য জ্ঞানবিজ্ঞান-পারদর্শী পণ্ডিতগণ আশাকে সাক্ষাৎ মোহ ও কুহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কত লোক এই আশার ছলনায় রাত্রিজাগরণ, শ্মশানে প্রান্তরে ভ্রমণ, মারণ, উচাটন ও বশীকরণাদি অসৎ উপায় অবলম্বন,পর্ব্বতাদিখনন,গভীর গহ্বরাদি আলোড়ন, অরণ্যাদিদহন, সাগরাদিসন্তরণ, বিবিধ বেশে বিবিধ দেশে বিচরণ, অধিক কি, শরীর পর্য্যন্ত পাতন করে, তাহা বলিবার নহে! এই রূপে এই দুরাচারিণী আশা সমস্ত সংসারকে মায়াজীবির পুত্তলিবৎ ও বালকের কন্দুকবৎ নাচাইয়া ও ঘুরাইয়া, বেড়াইতেছে। সামান্য মনুষ্যের সাধ্য কি, ইহার বেগরোধ করে! অতি মহাপ্রাণ ব্যক্তিকেও আশার কুহকে পতিত হইয়া, নিতান্ত ক্ষুদ্রপ্রাণ হইতে দেখা গিয়াছে। লোকের যে সহসা পতন হয়, আশাই তাহার কারণ। এই আশা যখন সৌম্যমূর্ত্তিতে ও শান্তভাবে অবস্থিতি করে, তখনই লোকের ভদ্রস্থতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিপরীত হইলে, বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকে।

ঝটিকার পূর্ব্বে সমস্ত সংসার নির্ব্বাত হওয়াতে,জলরাশি যেরূপ স্থিরভাব অবলম্বন করে, আশা না থাকিলে, মনের তদ্রূপ স্থিরত্ব-সংঘটন হয়। আশা, কুজ্ঝটিকাস্বরূপ দিনমুখের ন্যায়, হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিলে, জ্ঞানজ্যোতিঃ আর তাহাতে প্রস্ফুরিত হয় না। আকাশ মেঘে আবৃত হইলে, যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদির নিষ্প্রভতা লক্ষিত হয়, আশায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে, তেমনি অন্যান্য বৃত্তি

নিয়মাবলী।

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে যে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম (এই সংস্করণে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিশগণের বা অন্য কাহার কোন সত্বাধিকারই নাই বা রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দু মাত্র কোন অংশেই পরিবর্ত্তন করিনাই পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক,এই অনুবাদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্বেও, লোকে ইহারই প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করিয়া আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতিজটিল গ্রন্থ। ইহার সহজ বাঙ্গালা হওয়া কঠিন তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুলভ হইবে,বলিয়া, ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে অনেক স্থল পরিবর্ত্তীত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অংশ অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া, ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না,তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে কি এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতে ৺ কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এই বশিষ্ঠেরও সাধারণের ইদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল ৸১০ আনা লাগিবে,প্রথম গ্রাহক হইতে হইলে ২৲ টাকা পাঠাইতে হইবে অবশিষ্ট দুইবারে দিলেই হবে। আপাততঃ ৮ খণ্ড পুস্তক পাইবেন, পরে মাসে মাসে পাইবেন। প্রত্যেক খণ্ডে ৬ ফরমা থাকিবে চৈত্র মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইবেন তাঁহাদের জন্য উপরোক্ত মূল্য নিদ্ধারিত রহিল, পর মাস হইতে ৬৲ টাকা দিতে হইবে। মফঃস্বল বাসি গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য এই নিয়ম ধার্য্য করিলাম। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে,সমগ্র পুস্তকের সমাপ্তি পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪।২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্তক শেষ হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহার নিকট প্রত্যেক খণ্ড ৷৷০ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন,রিপ্লাই কার্ড না পাইলে উত্তর দিনা। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন,নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য সহ পত্র লিখিবেন অগ্রে টাকা না পাইলে পুস্তক পাঠান হয় না মূল্য স্বরূপ যাঁহারা ডাক টিকিট পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রত্যেক টাকায় ৵০ আনা হিঃ বেশী পাঠাইতে হইবে। মণিঅর্ডার বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত নামে ও ঠীকানায় পত্র পাঠাইবেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, অতি সত্বরে পরিসমাপ্ত করিব যদি না পারি তবে গ্রাহকগণের মূল্য ফেরত দিয়া পুস্তক ফেরত লইব।

ম্যানেজার, শ্রীশীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

ঠিকানা, ১১।১ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৯ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

ষড়-দর্শন মীমাংসা ও শঙ্করভাষ্যমতে বর্ত্তমান
রুচির অনুসারে।

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক
বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
৯ নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট, "মিনার্ভা প্রেসে"
শ্রীবৈদ্যনাথ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।৵০ আনা।

ও প্রবৃত্তি সকল নিতান্ত মলিন দশাযোগ ভোগ করে। এইজন্য আশাকে সাক্ষাৎ বিষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। অন্যান্য বিষের প্রতিকার আছে, কিন্তু আশাবিষের কোন ঔষধ নাই। বৎস! নিশাচরীর ন্যায়, এই আশা সমস্ত সংসার গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্বান্ অবিদ্বান্, নীচ অনীচ সকলেই আশার দাস।

রজনীর সমাগমে যখন সমস্ত সংসার প্রগাঢ় নিদ্রাবশে একবারেই অচেতন হয়, তখনও এই আশার প্রলোভনজাল বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্ন সকল এই আশার ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। লোকে দিবাভাগে আশাময়ী মদিরা পান করিয়া, যে সকল কল্পনা করে, রজনীতে তৎসমস্ত স্বপ্নরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। যষ্টি ভিন্ন যাহার উত্থানশক্তি নাই, সে ব্যক্তিও এই আশার ছলনায় আকাশ ভেদ করিয়া,উত্থিত হইতে অভিলাষী হয়। মাতৃক্রোড়শায়ী নির্জ্জীব শিশুও এই আশার দাস হইয়া, শশধরধারণে হস্ত প্রসারণ করে। মৃত্যু সম্মুখীন হইয়া,বিভীষিকা প্রদর্শন পুরঃসর নৃত্য করিতেছে; এই মুহূর্ত্তেই কেশে গ্রহণ করিবে; ঈদৃশ মুমূর্ষু সময়েও আশার প্রলোভনে মানবহৃদয় চঞ্চল ও ব্যাকুল হইয়া থাকে। পুত্র অপেক্ষা জননীর প্রীতিপাত্র আর নাই। সেই পুত্রও প্রাণত্যাগ করিলে, জননী আশাবশে কিয়ৎকাল মধ্যেই সমস্ত শোক বিস্মৃত হইয়া, পুনরায় অন্য সন্তানরত্নের কামনা করেন। বলিতে কি, যে বিষয় অসম্ভাব্য ও অসাধ্য, আশাবশে তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিতে মানবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য তাহার দুঃখের ও দুরবস্থার একশেষ উপস্থিত হয়। দিনান্তে অন্ন জুটা ভার,পরিধান শতখণ্ড জীর্ণবস্ত্রমাত্র সার, শরীর অস্থিকঙ্কালমাত্রের আধার,সুতরাং এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইলেই ভাল, এরূপ অবস্থাতেও দুর্ব্বুদ্ধি মানব এই আশাবশে অতিকষ্টে জীবন ধারণ করে। এই রূপে এই আশা সমস্ত সংসার ঘৃণিত ও দূষিত করিয়া, ইতস্ততঃ প্রবলপ্রবাহযোগে বিচরণ করিতেছে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই আশাকে নদীস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। মনোরথ এই নদীর জল, চিন্তা ইহার আবর্ত্ত, মোহ ইহার উত্তুঙ্গ তট, দুঃখ ও বিষাদ ইহার তরঙ্গ, শোক ও উদ্বেগ ইহার গ্রাহ, নানাপ্রকার কুতর্ক ও কুকল্পনা ইহার প্রবল প্রবাহ এবং রাগ ও মত্ততা ইহার পঙ্ক। এই নদীর জল সেবন করিলে,শান্তি পরাহত হয়; আবর্ত্তে পতিত হইলে, বুদ্ধি ঘূর্ণিত হয়; তটে আরোহণ করিলে, বন্ধন সংঘটিত হয়; তরঙ্গে পতিত হইলে, শরীর শুষ্ক হয় এবং প্রবাহে অবগাহন করিলে, চিরকালের জন্য সুখস্বস্তিতে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং এই আশানদীর পারগমনে সমর্থ হইলেই, সুখী ও স্বচ্ছন্দ হওয়া যায় এবং যাঁহারা পারগমন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত যোগী ও ব্রহ্মানন্দ মহাপুরুষ, সন্দেহ নাই।

তৃষ্ণা বা বিষয়পিপাসা এই আশানদীর লহরী। এই লহরীলীলার সংসর্গে বুদ্ধি বিগলিত, জ্ঞান বিচলিত, বিবেক বিদলিত, বিদ্যা স্খলিত, মোহ প্রাদুর্ভূত ও মুক্তিমার্গ সুদূরপরাহত হয়। মহারাজ যযাতি এ বিষয়ের প্রমাণ। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, ধৈর্য্যবান্ ও মতিমান্ দ্বিতীয় ছিল না। তথাপি, তিনি এই তৃষ্ণাবশে নিতান্ত বিচলিত ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অথবা রাজা প্রজা ও ক্ষুদ্র মহান্ সকলেই তৃষ্ণার বশীভূত। তৃষ্ণাবশে প্রতিদিন প্রতিস্থলে যে সকল গুরুতর অপরাধ, অত্যাচার ও কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ভাবিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কত লোক বিষয়তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া, বিষপ্রয়োগাদি অতীব অসৎ উপায়ে স্ব স্ব মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যাদিকেও হত্যা করিয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। বৎস! এই বিষয়তৃষ্ণাই পৃথিবীতে সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর ও সর্ব্বলোকক্ষয়কর যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছে! রাজারা যে সাক্ষাৎ প্রলয়ের ন্যায়,শত শত রাজ্য, দেশ ও জনপদাদি উচ্ছিন্ন করেন, এই বিষয়তৃষ্ণাই কি তাহার কারণ নহে? লোকে যে জ্ঞাতিবিরোধ ও আত্মবিরোধ

করিয়া, পিতাপুত্রাদিকেও রাজদ্বারাদিতে দণ্ডিত করে, এই বিষয়-তৃষ্ণাই কি তাঁহার কারণ নহে? লজ্জাশীলা কুলবতীও যে অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে, এই বিষয়তৃষ্ণাই কি তাহার কারণ নহে?

ঐ দেখ, শত শত ব্যক্তি উদয়াস্ত ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজপথ সমুদায় লোকে লোকারণ্য। ঐ দেখ, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় নিরপরাধে বলপূর্ব্বক অক্রমণ ও অন্যান্যেরা তাহাতে যোগদান করিতেছে। ঐ দেখ, রাজদ্বারে শত শত অর্থী প্রত্যর্থী বা বাদী প্রতিবাদীতে পরিপূর্ণ। ঐ দেখ, কারাগৃহ বন্দীতে বন্দীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর উহাতে তিলার্দ্ধও স্থান নাই। ঐ দেখ, ঐ ধনাঢ্য পরিবার পরস্পর বিবাদ করিয়া, উচ্ছিন্ন হইয়াছে; ইহাদের আর সে বিক্রম বা সে তেজ নাই এবং সেরূপ ঐক্য বা দম্ভও নাই। বৎস! বিষয়পিপাসাই কি এই সকল অত্যাহিত ঘটনার কারণ নহে?

আমি কে, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি এবং কোথায় বা গমন করিব, আমার এই ধন জন সম্পদ বাস্তবিকই কি আমার; আমি মরিলে কি এই সকল আমার সঙ্গে যাইবে, আমি কি চির-কাল এই রূপেই বাঁচিব, আমার ভোগের কি ক্ষয় নাই এবং বিষয়েরও কি বিনাশ নাই; মনুষ্য যদি এই সকল তদাদিতদন্তক্রমে ও ওতপ্রোতভাবে চিন্তা করে, তাহা হইলে, অসার আশার দাস হইয়া, অনর্থক দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে না; তৃষ্ণার দাস হইয়া, সামান্য ধনলোভে অপার সাগর লঙ্ঘন, দুর্গম গিরিগহ্বরাদিতে অবগাহন অথবা অরণ্য প্রান্তরে বিচরণপূর্ব্বক সিংহব্যাঘ্রাদির কবলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে উৎসুক হয় না; বাসনাবশে বিবশ ও ব্যস্ত হইয়া, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, দেশে দেশে পর্য্যটন করে না; বিষয়পিপাসার পরতন্ত্র হইয়া, দাসত্বভারস্কন্ধে প্রভুর রোষ-তোষের প্রতীক্ষা করত জীবন ধিক্কৃত বা বিড়ম্বিত করে না;

অভিমানে অন্ধ হইয়া, আত্মহত্যাদি গুরুতর পাপভারে অবসন্ন ও নিরয়গামী হয় না; অথবা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, গুরুলাঘবজ্ঞান-পরিহারপূর্ব্বক পৃথিবীর অনর্থক ভার বর্দ্ধিত করে না।

বৎস! সংসারে সকলকেই মরিতে ও জন্মিতে হইবে; এতদ্‌বিধায় তুমি, আমি, ভদ্র, অভদ্র, সকলেই সমান। বিশেষতঃ, এই সংসার বিধাতার নাট্যমন্দির বা কৌতূহলগৃহ। মনুষ্য কখন ধনী, কখন দরিদ্র, কখন ভিক্ষুক, কখন সন্ন্যাসী, কখন বিলাসী, কখন রাজা ও কখন বা প্রজা ইত্যাদি বিবিধ রূপে বিবিধ বেশে সজ্জিত হইয়া, মায়াজীবির পুত্তলির ন্যায়, ইহাতে নানাপ্রকার অভিনয়ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। ধনীও এই মুহূর্ত্তে দরিদ্র, আবার দরিদ্রও এই মুহূর্ত্তে ধনী হইতে পারে। অতএব আমি ধনী, আমি গুণী, আমি বিদ্বান্, আমি বুদ্ধিমান্, ইত্যাকার অভিমানে অন্ধ হওয়া মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সৌম্য! আমি তুমি সকলেই সেই নিয়তিবিধাতার ক্রীড়াকন্দুক। কন্দুক যেমন পতিত ও উৎপতিত হইতে হইতে গমন করে, মনুষ্যেরও তেমনি উচ্চ নীচ বিবিধ অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। হিংসা দ্বেষের, বশবর্ত্তিতা অজ্ঞানের প্রবলতা ও মোহের অতিশয়তা প্রযুক্ত লোকে সহজে এই প্রকার অবস্থান্তর অনুভব বা লক্ষ্য করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এই সকল পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আশা ও পিপাসাদি মহাদোষ সমস্ত পরিহার করিয়া, সর্ব্বথা সাবধানে এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে পদক্ষেপ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ও যথার্থ তত্ত্বদর্শী।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ। (মনুষ্য স্বাধীন নহে।)

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথা সকল, সকল কালে, সকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতেই সুখসেব্য ও সর্ব্বথা

অধিগম্য। অতএব পুনরায় ঐরূপ সারগর্ভ, নীতিগর্ভ ও যুক্তিগর্ভ বাক্য বিন্যাসে আজ্ঞা হউক।

দেখুন, মনুষ্য সংসারের শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াও, কিছুমাত্র স্বাধীন নহে। কাল, কর্ম্ম, অদৃষ্ট ও দৈব নিরন্তর উহার উপর অসীম প্রভুত্ব করিতেছে। সেইজন্য ইহার সুখ জলবুদ্বুদের ন্যায় অচির-স্থায়ী এবং সেইজন্য ইহার শান্তি ও সন্তোষ কুজ্ঝটীকার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ও মেঘচ্ছায়ার ন্যায় নিতান্ত নশ্বর। এতদ্‌ভিন্ন রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, ভয়, জন্ম, জরা, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য ও সন্তাপ প্রভৃতি বহুবিধ উপদ্রব ও উপসর্গে সতত বেষ্টিত হওয়াতে, প্রকৃত সুখের বার্ত্তা স্বপ্নেও ইহার জ্ঞানগোচর হয় না। পরের দাসত্ব করিলে, যেমন দুঃখসত্ত্বেও সুখ জানিতে পারা যায় না এবং পিতা-মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইলেও, দাস যেমন তাহাদের বিরহযোগজনিত দারুণ দুঃখ সহ্য করে, কালকর্ম্মাদির পরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত মানুষের অবস্থাও তদ্রূপ সর্ব্বদাই শোকাবহ। সে ইচ্ছানুসারে ঐ সকল ভোগ করিতে পায় না।

দেখুন, জননী বহু ক্লেশে গর্ভ ধারণ করিয়া, বহু ক্লেশে পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন এবং স্তন্যচ্ছলে স্বীয় রক্ত প্রদান করিয়া, বহু ক্লেশে তাহারে পালন ও পোষণ করিতে লাগিলেন। পিতাও স্বয়ং না খাইয়া ও না পরিয়া, দিবারাত্র বহু ক্লেশে জননীর সহকারিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের আশা ও আনন্দের সহিত পুত্র ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে বাল্যশৈশব অতিক্রান্ত ও যৌবন-সীমা সমুপস্থিত হইল। শুভক্ষণে সন্তানরত্ন সংসারপথে পদার্পণ-পূর্ব্বক স্বীয় স্কন্ধে সমুদায় ভার বহন করিবার উপযোগী হইল। পিতামাতার আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা মনে করিলেন, এইবার আমাদের সমুদায় ক্লেশরাশির অবসান হইবে, এইবার আমরা দুঃখের সংসারে সুখী হইব এবং এইবার আমাদের সংসার ভারের লাঘব হইবে। এইপ্রকার সুখময়ী আশার অঙ্কুরসমুদ্-

গমেই দুরন্ত কাল অজ্ঞাতসারে সমাগত হইয়া, একবারেই সেই আশালতার মূলোৎপাটন করিয়াদিল। সুখের সংসার পুনরায় দুঃখের হইল। তাঁহারা আশার সংসারে সহসা অনাথ ও অশরণ হইয়া পড়িলেন!!

ব্রহ্মন্! কাল যদিও কোন রূপে পরিহার বা অনুকূলভাব প্রদর্শন করে, দারুণ কর্ম্মবিপাক কোন মতেই তাহা সহ্য করিতে পারে না। হয়ত সেই তনয়রত্ন কর্ম্মবশে দুরাচার,দুর্ব্বৃত্ত, উচ্ছৃঙ্খল বা উৎপথগামী হইয়া পিতা মাতার আশালতা ছিন্ন করে, না হয়, পঙ্গু, আতুর ও অক্ষম হইয়া, পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। ফলতঃ, কাল ও কর্ম্মাদি সংসারের সকল বিষয়েই মনুষ্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, এইরূপ অসীম প্রভুত্ব বিস্তার করত বিচরণ করিতেছে। এই জন্যই লোকে যাহা মনে করে, তাহা ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন করিতে পারে না। এইজন্যই মনীষিগণ কালকে অনন্তশক্তি ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং কর্ম্মকে তাহা অপেক্ষাও পূজনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম প্রজাদিগের সৃষ্টি করে এবং কাল তাহাদের বিনাশ করিয়া থাকে। আব দৈব ও অদৃষ্ট ইহাদের সহকারিতা করে। মনুষ্য স্বভাবতঃ অন্ধ। এইজন্য মিথ্যা ও সংকল্পস্বরূপ দৈব ও অদৃষ্টের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞান করিতে পারে না। তজ্জন্য হতাশ ও মত্ত হইয়া, ধর্ম্মবোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সুখবোধে দুঃখসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম ও মরীচিকায় জলভ্রম হইয়া থাকে,সেইরূপ অসতে সদ্ভ্রম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। সে দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ এই সকলে দৈব ও অদৃষ্টের বিগুণতা আরোপিত করিয়া, হতাশ ও অন্ধ হইয়া, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বালহত্যা ও আত্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাতকপরম্পরার সঞ্চয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

যদি কালকর্ম্মাদির এইপ্রকার গুরুতর শাসন না থাকিত,তাহা হইলে,সংসার কি সুখের স্থান হইত! প্রতারণা,পরদ্রোহ,পরগ্লানি,

পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরপরিবাদ, পরস্বাপহরণ, মিথ্যা ও বিগ্রহাদির নাম থাকিত না!! বসুমতী শত শত নিরপরাধীর শোণিতপাতেও এরূপ অপবিত্র হইতেন না!! সাধুর পর্ণকুটীর ও অসাধুর প্রাসাদ বাস সংঘটিত হইত না!! দুগ্ধের বিনিময়ে মদ্য গৃহীত ও গর্দ্দভমূল্যে হস্তী বিক্রিত হইত না!! এবং একের সর্ব্বনাশ করিয়া অন্যের সন্তোষ বিহিত হইত না!! হায় কি কষ্ট! এ সকল ভাবিলেও, হৃদয় বিদীর্ণ ও আত্মা অবসন্ন হয়।

ঐ দেখুন, কেহ অট্টালিকায় দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় দাসদাসীর ক্রোড়-পদে সুখে বিশ্রাম করিতেছে; কেহ সামান্য পর্ণকুটীরেও বাস করিতে পাইতেছে না; তজ্জন্য অনাবৃত ভূমিশয্যায় অতি কষ্টে যামিনী যাপন করিতেছে! ঐ দেখুন, কেহ রোগে জীর্ণশীর্ণ, উত্থানশক্তিরহিত, ক্ষুধাতৃষ্ণার নাম নাই; প্রচুর ভোগ্য ও বিলাসদ্রব্য সত্ত্বেও তাহা ভোগ করিতে পাইতেছে না; কেহ হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ-শরীর, ক্ষুধাসত্ত্বেও খাদ্যাভাবে উদরপূরণে সমর্থ হইতেছে না, উপবাসেই সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেছে; ঐ দেখুন, কেহ মহার্হ বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া সুখে বিচরণ করিতেছে; কাহারও ভাগ্যে শতগ্রন্থি ছিন্ন কৌপীনও ঘটিয়া উঠিতেছে না!! ঐ দেখুন, কেহ অজস্র দান করিতেছে, কেহ বা অজস্র ভিক্ষা করিয়াও, উদরপূরণে সমর্থ হইতেছে না! ঐ দেখুন, যে ব্যক্তি যানারোহণে গমন করিয়াও, ক্লেশ বোধ করিত, অধুনা সে কালবশে হতসর্ব্বস্ব হইয়া, পদচারে অনায়াসেই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও, কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিতেছে না। ঐ দেখুন, অভ্রভেদী অত্যুচ্চ ভূধর সকলও ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া, অতলস্পর্শ অপার জলধি রূপে পরিণত হইতেছে, আবার, ঐরূপ সাগর সকলও উচ্চশিখরী ভূধররূপ ধারণ করিতেছে! ঐ দেখুন, পিতা দশরথ বহু কষ্টে বহু ব্যয়ে ও বহু দিনে এই যে অতুল্য বিলাসমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা বজ্রের আঘাতেও বিদীর্ণ বা বিচলিত

হয় নাই, সে দিবস সামান্য সূত্রেই সহসা উহাও পতিত অধুনা এই ধূলিরূপে পরিণত হইয়াছে!!

মানুষ মনে করে, আমার এই পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব ও দাস দাসী; কিন্তু কাল তাহার অন্যথা করিয়া থাকে। কালবশে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব ও দাসদাসীও পর বা পরের হইয়া যায়। কালবশে অমৃত হইতেও বিষবিকার সমুৎপন্ন হয়, গুণ হইতেও দোষের উৎপত্তি হয় এবং কালবশে হিতও অহিত হইয়া থাকে। কালবশে আমি তুমি সকলকেই অন্তর্হিত হইতে হইবে। কালবশে এই অসীম আকাশও পতিত ও ইন্দ্রের বজ্রও বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ফলতঃ, কালই প্রাণীগণের সৃষ্টি ও কালই তাহার ধ্বংস করে। অতএব মনুষ্যের স্বাধীনতা কোথায়?

এই সকল চিন্তা করিয়া, মনুষ্যের জন্য আমার হৃদয়ভেদী ও মর্ম্মভেদী দারুণ দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। হায়, মানুষ কি আত্মবিস্মৃত! সে চক্ষুকর্ণাদি সত্ত্বেও, এই সকল দেখিতে বা শুনিতে পায় না! কেবল, আমি করি, আমি বলি, এইপ্রকার অভিমানে অন্ধ ও হতচিত্ত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরা সহ্য করে, ইহাতেও তাহার চৈতন্য হয় না! ভগবন্! দুর্ব্বুদ্ধি মানুষের পরিণাম কি হইবে? আমিত কেবল অন্ধকার দেখিতেছি, যে অন্ধকারের পার নাই, সীমা নাই ও কোন রূপে পরিহার নাই! হায়, মানুষ কালবশে শতবেষ্টনে বদ্ধ রহিয়াছে! তথাপি আপনাকে স্বাধীন মনে করে! কিয়ৎ পরিমাণে ধনসম্পত্তি হস্তগত হইলেই সে আপনাকে সুখী, সচ্ছন্দ ও কৃতার্থ মনে করে। ভাবিয়া থাকে, ধনই পৃথিবীর সারসর্ব্বস্ব। কিন্তু এই ধনের পরিণাম কিরূপ, তাহা একবারও চিন্তা করে না। এই মুহূর্ত্তে যদি দুশ্চিকিৎস্য উৎকট ব্যাধি হয়, অতুল ধনসম্পত্তি কি তাহার ঔষধ হইতে পারে? অথবা এই মুহূর্ত্তে যদি প্রিয়তম পুত্রের প্রাণবিয়োগ হয়, ধনসম্পত্তি কি তজ্জনিত শোক নিরাকরণ করিতে

পারিবে? বরং কত লোক পুত্রশোকে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে, সামান্য ধনসম্পত্তির ত কথাই নাই। অতএব ধন কখনও সুখের নহে। আমার বিচারণায় ধনবান্ অপেক্ষা পরাধীন জগতে দ্বিতীয় নাই। তাহাকে সকলেরই দ্বারে যাইতে হয়। তজ্জন্য সে সকলের দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ দেখুন, মহারাজ দশরথ পৃথিবীর রাজা এবং কুবেরের ন্যায় অতুল বিভবের অধিকারী। কিন্তু ইঁহার স্বাধীনতা নাই। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, ইঁহাকে হয়হস্ত্যাদি ইতরপ্রাণীরও অধীন হইয়া থাকিতে হইয়াছে! অথবা, ইঁহার ন্যায় রাজনামধারী মনুষ্যমাত্রেরই এইপ্রকার হতদশা! লোকে মনে করে, রাজদ্বারে অগণিত হয়হস্তী বদ্ধ রহিয়াছে; অপ্রমিত রক্ষিদল স্ব স্ব কার্য্যসম্পাদন করিতেছে; অসংখ্য দাসদাসী সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছে। এবং অগণিত রাজপুরুষসম্প্রদায় নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এ সকল রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে, এ সকল পরাধীনতার মূর্ত্তিমান্ লক্ষণ। এই হয়হস্ত্যাদি না হইলে, হতভাগ্য নরপতিগণের স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া একপদও চলিবার বা কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব রাজা অপেক্ষা সংসারে পরাধীন কে আছে? এই মুহূর্ত্তে যদি বিপক্ষ আসিয়া এই সকল অধিকার করে,তাহা হইলে,রাজাকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। ফলতঃ, রাজা ও কাষ্ঠপুত্তলি, এই উভয়ের কোনরূপ বিশেষ নাই; বিশেষ কেবল নামে ও অনর্থক বাহ্য ঐশ্বর্য্যে। এইজন্যই, বলিতে কি, অসার, অধম, অতীবজুগুপ্সিত, ক্ষুদ্র রাজপদে আমার অণুমাত্রও অভিলাষ নাই। দেখুন, একেই ত মানুষের স্বাধীনতা নাই, ইহার উপর আবার কোন্ ব্যক্তি পরাধীন হইতে ইচ্ছা করে?

হায়! মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা অবলোকন করুন। সে পশুপক্ষী-প্রভৃতি আপন অপেক্ষা অসহায় ক্ষুদ্রজীবকে পিঞ্জরাদিতে বদ্ধ

করিয়া, কতই আমোদ আহ্লাদ অনুভব করে! কিন্তু সে স্বয়ং যে কালপাশে বদ্ধ হইয়া আছে, তাহা একবারও বিবেচনা করে না! আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার নির্ম্মিত পিঞ্জর কালবশে ভগ্ন ও তৎপ্রযুক্ত বদ্ধপ্রাণীর পরিহার হইতে পারে, কিন্তু সে স্বয়ং যে কালপাশে বদ্ধ আছে, তাহার যে কোন কালে কোন রূপে ছেদ নাই, ভেদ নাই, ইহা তাহাব মনেই ধারণা হয় না! সেইজন্য সে আপনা আপনি স্বাধীন ভাবিয়া অভিমানে মত্ত ও অহঙ্কারে হতচিত্ত হইয়া, অসহায় প্রাণীদিগকে ঐরূপে বদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা আপনা অপেক্ষা দুর্ব্বলের পীড়ন করে, তাহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র নীচ আর কে আছে? বলিতে কি, ঐরূপ পীড়ন করাই পশুতা।

ব্রহ্মন্! আমি দিব্য আহার বিহার ও দশ জনের উপর দিব্য প্রভুত্ব করিতেছি, অতএব আমার পরাধীনতা কোথায়? আমিই যথার্থ সুখী ও স্বাধীন। যাহারা এইপ্রকার আকাশকল্পনায় বৃথা অভিমান ও অহঙ্কারে মত্ত ও উল্লসিত হয়, তাহারা আরও নির্ব্বোধ। দেখুন, একজন গুণবান্ কৃতকর্ম্মা ভৃত্যের মৃত্যু বা অন্য কোন রূপে সহসা বিয়োগ বা অভাব ঘটিলে, প্রভুমাত্রকেই যখন হস্তপদশূন্যের ন্যায়, একান্ত অবসন্ন বা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইতে হয়, তখন তাহা অপেক্ষা পরাধীন আর কে আছে? বলিতে কি, প্রধান সেনানীর মৃত্যু হইলে, মহারাজ দশরথকেও বিচলিত হইতে হইয়াছিল। অথবা, মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের উপর প্রভুত্ব করা সহজ কথা। এ বিষয়ে বলবুদ্ধির প্রাধান্যই কারণ। সেই বল ও বুদ্ধির কোন রূপে ক্ষয় হইলেই, পুনরায় ভৃত্যেরও ভৃত্য ও অধীনেরও অধীন হইতে হয়, যখন এইপ্রকার সাংসারিক বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন লৌকিক স্বাধীনতা কখন প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে পারে না। দেখুন, মন্ত্রিপ্রভৃতি রাজভৃত্যগণ বলবান্ হইয়া, অনেক সময়ে রাজাকে অপদস্থ ও আপনার অধীন করিয়া থাকে। এই-

প্রকার ঘটনা সংসারে বিরল বা অসুলভ নহে। এইজন্য রাজাদিগকে নিতান্ত অধীনের ন্যায় সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতে হয়। তথাহি, মৃত্যু যখন সকলের প্রভু, তখন সংসারে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়? মৃত্যুভয়ে বৃকহস্তপতিত ক্ষুদ্র মেষের ন্যায়, সকলকেই নিতান্ত শঙ্কিত ভাবে কালযাপন করিতে হয়। এবিষয়ে ক্ষুদ্র মহান্ কাহারই কোন রূপে পরিহার বা ভেদ নাই। মহারাজ মহাপ্রভাব দশরথও যেমন মৃত্যুর অধীন, তাঁহার অধিকারস্থ অতি সামান্য প্রজাও তদ্বৎ কালের আয়ত্ত, এবিষয়ে অণুমাত্র ইতরবিশেষ বা তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ও ভাবিয়া চিন্তিয়া হতভাগ্য মানুষকে আমার নিতান্ত পরাধীন বলিয়া, দৃঢ়প্রতীতি জন্মিয়াছে। যে সামান্য রক্তের তেজে বা বুদ্ধির দোষে যাহাই বলুক বা যাহাই ভাবুক, তাহা অপেক্ষা পরাধীন আর কেহ নাই। বনের পশুপক্ষীরা বরং এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, মনুষ্যের ন্যায়, তাহাদের কোনরূপ অতিরিক্ত সংসারবিস্তার নাই, যে সংসার এককালেই সর্ব্বস্বাধীনতা হরণ করিয়া থাকে। পশুপক্ষীরা যে স্বভাবসিদ্ধ বা প্রকৃতিদত্ত সংস্কার পাইয়াছে, তৎপ্রভাবে পরিচালিত হইয়া, স্বভাবসিদ্ধ অযত্নলভ্য ফলমূলাদিতে জীবনধারণ করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বজাতির বা অন্য কাহারও পরাধীন হইতে হয় না। তাহারা কেবল একমাত্র মৃত্যুরই অধীন। কিন্তু আত্মাভিমানী পণ্ডিতাভিমানী দুরাচার দুর্ব্বুদ্ধি মানুষ অতিবুদ্ধির বশীভূত ও অত্যাকাঙ্ক্ষার পরতন্ত্র হইয়া, বিষয়ের উপর বিষয় সংগ্রহে যে পরিমাণে প্রবৃত্ত হয়, সেই পরিমাণেই বদ্ধ ও অধীন হইয়া থাকে। এই রূপে জীবনে মরণে তাহারা পরাধীন।

ভগবন্! আপনি অনেক দেখিয়াছেন ও অনেক শুনিয়াছেন এবং অনেক জানেন। অতএব কি উপায়ে মনুষ্য স্বাধীন হইতে

পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক উপদেশ করিয়া, আমাকে সুস্থ ও সুখিত করিতে আজ্ঞা হউক।

(ঈশ্বরের দাসত্বই স্বাধীনতা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অনভিজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিয়া, আমারে অনুগৃহীত করিতেছ মাত্র। যাহা হউক, আমি লোকশিক্ষার জন্য তোমার নিকট এবিষয়ের উপদেশ করিতেছি, অবধান কর।

বৎস! সংসারে প্রলোভন অনেক। সামান্য তৃণকাষ্ঠও লোকের্ প্রলোভন প্রদীপিত করে। কতলোক এইরূপ জঘন্য তৃণকাষ্ঠের জন্যও রাজদ্বারে দণ্ডিত, লোকদ্বারে ঘৃণিত, স্বর্গদ্বারে বঞ্চিত, আত্মদ্বারে অনুতপ্ত ও মুক্তিদ্বারে ব্যাহত হইয়া থাকে,তাহা তোমার নিকট বর্ণন করা বাহুল্যমাত্র। সে দিবস আমি প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াছি, অতিগলিত ছিন্ন কন্থা চুরি করিয়া, একজন তোমার পিতার দ্বারে দণ্ডিত হইয়াছে। বলিতে কি, সামান্য শাকমুষ্টিও মানুষকে প্রলোভিত ও বিপজ্জালে জড়িত করিয়া থাকে। কতলোক এইরূপ যৎসামান্য বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত ও কৃতপ্রাণান্ত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। যাহারা অতিকৃপণ ও তজ্জন্য অর্থ যাহাদের পুরুষার্থ ও পরমার্থ, তাহারা একমাত্র কাণকপর্দ্দকের জন্যও আত্মত্যাগে সমুদ্যত হয়, এবিষয়ে জ্ঞানী অজ্ঞানীর প্রভেদ নাই।

অথবা, মানুষ ছয় রিপুর দাস। সংসারে এক জনের দাসত্ব করিলেই, বুদ্ধিশুদ্ধি যখন লোপ পাইবার সম্ভাবনা, তখন ছয় জনের দাসত্বে যে কি হইয়া থাকে, তাহা নিজের অনুমানেই বুঝিয়া লও। কাম, ক্রোধ, লোভ, মহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই ছয় রিপুর প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান ও অতীব ভয়াবহ। ইহারা দিবা-

রাত্র মানুষের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। এই প্রভুত্বও অতি দুঃসহ ও ভয়াবহ। ফলতঃ মানুষ রিপুর দাস হইলেই, এক বারে স্বাধীনতাভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরের দাসত্ব ভিন্ন আর তাহার স্বাধীনতালাভের উপায় নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! ঈশ্বরের দাসত্ব কাহাকে বলে, এবং কি করিলেই বা ঈশ্বরের দাসত্ব করা হয়, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! যাহা দ্বারা মানুষের স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহার নাম ঈশ্বরের দাসত্ব। এই দাসত্বকেই পূর্ব্বাচার্য্যগণ মুক্তি বা চরম স্বাধীনতা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারদ প্রভৃতি মহাভাগগণ ঈশ্বরের দাস। এইজন্য তাঁহারা সর্ব্বথা স্বাধীন ও মুক্ত। আত্মত্যাগ বা সংসারে অনাসক্তিই ঈশ্বরদাসেব প্রধান লক্ষণ। সংসারে অন্যের দাসত্ব করা যেরূপ দুষ্কর,ঈশ্বরের দাসত্ব কবা সেইরূপ অতীব সহজ। ইহা ব্যক্তিমাত্রেরই অনায়াসসাধ্য। আমি, তুমি ও এই সংসার, কিছুই কিছু নহে। এইপ্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া, ঐ সকলে মমতা ত্যাগ করিলেই, ঈশ্বরের দাস হওয়া যায়। যাহারা ঈশ্বরের দাস,তাহারা নিত্য সুখী ও নিত্যসন্তুষ্ট এবং পরমানন্দরূপ পীযূষপানে তাহাদের আত্মা সর্ব্বদাই প্রসন্ন। বিপদ কখনও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাহারা আত্মানন্দরূপ দেবদুর্লভ অমৃত পান করিয়া, নির্জ্জর ও নির্ভয় হইয়া থাকে। কামনাত্যাগ,লোভ ত্যাগ,মোহত্যাগ, ক্রোধত্যাগ, মদত্যাগ ও মাৎসর্য্যত্যাগ পুরঃসর শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও ধর্ম্মপর হইলেই, ঈশ্বরের দাস ও বন্ধনচ্যুত হওয়া যায়।

লোভ মানুষকে বন্ধন করে,ক্রোধ মানুষকে বিবিধ ভয়ে নিপাতিত করে, মোহ মনুষকে হিতাহিতজ্ঞানভ্রষ্ট করে, কাম মানুষকে জালবদ্ধের ন্যায় নিতান্ত জড়িত করে, মদ মানুষকে শান্তিসুখভ্রষ্ট করে এবং মাৎসর্য্য মানুষকে ব্যাকুল ও বিচলিত করে। ঈশ্বরের দাসত্বে এই সকল উপদ্রবের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই।

মনুষকে একদিন অবশ্যই মরিতে হইবে, ইহা যেমন স্থির-নিশ্চয়, এমন আর কিছুই নহে এবং আমি কিছুই নহি, ইহাও যেমন সত্য, এমন আর কিছুই নহে। এই সকল বিবেচনা করিলে, স্ত্রী-পুত্রাদি বিফল বিষয় ভোগের অসারতা আপনা হইতেই প্রতীত হয়। মানুষ অনবরত বিষয়ের সেবা করে এবং অনবরত বিষয়-সেবীর সংসর্গে বাস করে। এইজন্য বিষয়ের ভঙ্গুরতা, অসারতা, অবাস্তবতা, অলীকতা, অনর্থকারিতা, বিপজ্জনকতা, অপরিণাম-শীলতা ও পরলোকপরিপন্থিতা প্রভৃতি দোষ সকল জানিতে পারে না। সৌম্য! মদ্য পান করিলে, বুদ্ধিবৃত্তির লয়াবস্থা উপস্থিত হয়, এইজন্য যেমন সুরার অনিষ্টকারিতা সহজে বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই; বিষয়রসে আসক্ত হইলে, তদ্রূপ বুদ্ধিমালিন্য ও মনোমালিন্য প্রভৃতি দোষসমস্ত সংঘটিত হইয়া, মানুষকে এক বারেই জ্ঞানভ্রষ্ট করে; তজ্জন্য সে বিষয়ের বিপজ্জনকতা প্রভৃতি অগুণসমস্ত বুঝিতে পারে না।

অভ্যাস সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তর। বাল্যকাল হইতে যে যেমন অভ্যাস করে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ হইয়া থাকে। মানুষ বাল্যকাল হইতেই বিষয়সুখে অভ্যস্ত হয়। সেইজন্য তাহা সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। আবার, তাহার প্রকৃতি অভ্যাস-দোষে এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে, কেহ উপদেশ করিলেও, সহজে বিষয়ের সঙ্কটময়তা বুঝিতে পারে না। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলোপধায়ক। অতএব মানুষ আপনা আপনি সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা বা পর্য্যালোচনা করিবে যে, আমি এই যে প্রসাদে বা কুটীরে বা গৃহে বাস করিতেছি, ইহা কাহার নির্ম্মিত? আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অধুনা তাঁহারা কোথায়? আমাকেও একদিন অবশ্য তাঁহাদের অনুগামী হইতে হইবে। অথবা হয় ত এই মুহূর্ত্তেই আমি তাঁহাদের অনুগমন করিতে পারি। অথবা, আমি যদি নির্ব্বংশ হই, তাহা হইলে আমার

এই সকল কাহার ভোগাস্পদ হইবে? আমার ঐ প্রতিবেশী নিঃসন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন। ঐ তাঁহার বহুযত্নের গৃহ সামগ্রী পতিত রহিয়াছে এবং সংস্কারাদির অভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়দশার সম্মুখীন হইতেছে। অথবা, আমি যাহাদের সহিত বাল্যকালে এক সঙ্গে ক্রীড়া করিয়াছিলাম, তাহাদের সকলেই একে একে গত হইয়াছে। আর তাহাদের কাহাকেই এখন দেখিতে পাওয়া যায় না; ভাবিলেও তাহাদের আকারপ্রকার মনে পড়ে না। আর কিয়ৎকাল গত হইলেই, তাহাদের নামপর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে। অথবা ঐ যে শূন্য স্থান পতিত রহিয়াছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে একজন প্রসিদ্ধ ধনিজনের প্রসিদ্ধ বসতি ছিল। তাহার দ্বারে সর্ব্বদাই হয় হস্তী বদ্ধ থাকিত, এবং তাহার প্রভাব ও পরাক্রমেরও সীমা ছিল না। আহূত ও অনাহূত কত শত ব্যক্তি নিত্য তাহার দ্বারে যাতায়াত করিত, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু কালবশে তাহার নামপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। শুনিয়াছি, তাহার পরিবারের সংখ্যা ছিল না। এমন কি, এক সময়ে তাহার পরিবারের এরূপ আধিক্য হইয়া উঠে, যে, তাহাদের আর স্থান সমাবেশ হইত না। অনেকে গৃহাভাবে দ্বারদেশে শয়ন করিত। কিন্তু কালের কি দুরন্ত প্রভাব! আজি আর এক ব্যক্তিকেও তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না।

শুনিয়াছি, ঐ স্থানে পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ জনস্থান ছিল। তৎকালে তাহার শোভাসমৃদ্ধির সীমা ছিল না; পৃথিবীর যাবতীয় লোক তাহার গুণের কথা বিদিত ছিল এবং কত লোকেই কার্য্যোপলক্ষে তথায় যাতায়াত করিত। তাহার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল না, বিষয়বিভবের ইয়ত্তা ছিল না, প্রভাবপরাক্রমের সীমা ছিল না, খ্যাতিপ্রতিপত্তির নির্ণয় ছিল না এবং বিবিধ গুণগৌরবেরও তুলনা ছিল না। কিন্তু আজি তাহা এই ভয়াবহ জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে। তাহার নাম পর্য্যন্ত আর কাহারও বিদিত নাই। ঐ দেখ, সেই

জনস্থানের যেখানে রমণীয় উদ্যান বা উপবন ছিল, সেখানে এখন মহামরু হইয়াছে! আর তথায় সেই দিব্যমোনহর কামিনীকুঞ্জ বিরাজ করে না; আর তথায় সেই মনোহর মধুকরনিকর গুঞ্জন করে না; আর তথায় সেই অমৃতায়মান কোকিলকাকলী শুনা যায় না; আর তথায় সেই ঘ্রাণরঞ্জন দিব্য গন্ধ বায়ুভরে সঞ্চালিত হয় না; আর তথায় সেই সুশীতল সুখসেব্য সমীরণ বিবিধ বিচিত্র কুসুমগন্ধ বহন করিয়া,বিলাসভরে মৃদুমন্দ বিচরণ করে না; আর তথায় সেই কমনীয়কান্তি কামিনীলতা ধীরসমীরহিল্লোলভরে সবিলাসে নৃত্য করে না; অথবা, আর তথায় সেই ছায়ালোভী পথিকজনকদম্ব সুখে উপবেশনপূর্ব্বক পরস্পর নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় পথশ্রম অপনোদন করে না! এখন তাহার চতুর্দ্দিকে কণ্টকীলতার বন হইয়াছে; শৃগাল শৃগালীর বিলাসগর্ত্ত হইয়াছে! নকুল নকুলীর আবাসমন্দির হইয়াছে এবং সর্পসর্পিণীর নির্জ্জনবিহারস্থান হইয়াছে! দিবাভাগেও তথায় গমন করিতে ভয় হয়! আমার এই দিব্য অট্টালিকা বা বাসগৃহ হয় ত এক দিন এইরূপে ধূলিসাৎ হইবে। ইহার চতুর্দ্দিকে হয় ত এইরূপ মহামরু হইবে; হয় ত মূষিক মূষিকার সহিত বিচরণ করিবে; শৃগালশৃগালী বিহার করিবে অথবা,একবারেই প্রাণীশূন্য দুর্গম প্রান্তর হইবে এবং দস্যুতস্করাদি সুখে ও নির্ভয়ে বাস করিবে; না হয়,বিবিধ হিংস্র শ্বাপদের আবাস হইবে, অথবা, আরও কি ভয়ঙ্কর স্থান হইবে, কিংবা, অস্থিকঙ্কালভস্মপূরিত, গৃধ্রগোমায়ুর শ্রবণবিদারী মর্ম্মবিদারী ও হৃদয়বিদারী কঠোর নিনাদে প্রতিধ্বনিত, ধূমশিখাসমাচ্ছাদিত, সকল লোকের পরিবর্জ্জিত,ভূতপ্রেতের অধ্যুষিত,ভয়বিপদে পরিবেষ্টিত মহাশ্মশানরূপে পরিণত হইবে। কাল! তুমি সকলই করিতে পার! তোমার তীক্ষ্ণ ভীষণ কঠিন দন্তে ইন্দ্রের বজ্রও চূর্ণ হইয়া যায়; অভ্রভেদী গিরিরাজও বিদলিত হয় এবং কৃতান্তমহীষের মহাশৃঙ্গও বিদীর্ণ হইয়া যায়; সামান্য মানবের সামান্য

গৃহ প্রভৃতির কথা কি বলিব? আমার মাংসময় কোমল দেহ কি তোমার সেই বজ্রময় তীক্ষ্ণ দন্তে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে? কাল! তুমি যখন মৃত্যুরূপে আমার সম্মুখীন হইবে,তখন ভয়ে ও শোকে অভিভূত হইয়া, পিতামাতা আমায় ত্যাগ করিবেন; পুত্রকলত্র মোহাচ্ছন্ন হইয়া, আমায় পরিহার করিবে; বন্ধুবান্ধবেরা ব্যাকুল হইয়া বিসর্জ্জন করিবে; অন্যান্যেরা আর আমায় স্পর্শ করিবে না। ইহা অপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় কি আছে বা কি হইতে পারে! তথাপি, আমার চৈতন্য নাই! তথাপি আমি পাপ-সংসারের দাস হইয়া, পাপপরিবারের পাপশোষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি! এ সকল ভাবিলেও, ঘৃণা হয়! এই পিতা, এই মাতা, আর আমার চরমদিনে আমার হইবেন না; সমুদায় মায়ামমতা স্নেহপ্রীতি এককালেই বিসর্জ্জন করিয়া কালে আমার নামপর্য্যন্তও ভুলিয়া যাইবেন। এই স্ত্রী ও এই পুত্রও তখন আমার হইবে না। তবে আমি কেন ইহাদের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছি! ইহা অপেক্ষা ঘৃণার বিষয়, জুগুপ্সার বিষয় ও লজ্জার বিষয় আর কি আছে!

বুঝিলাম, পৃথিবীর কিছুই কিছু নহে। কালবশে অনায়াসে সকলেরই ধ্বংশ হইয়া থাকে। তবে আর ইহাতে যত্ন কি, মমতা কি, শ্রদ্ধা কি, প্রীতি কি,অনুরাগ কি? তবে কেন আমার আমার করিয়া আমি ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া থাকি? তবে কেন আমি জ্ঞাতির সহিত ও প্রতিবেশীর সহিত অনর্থক ভাবপ্রণয় বা বিবাদ-বিসংবাদ সংঘটন করি? এ সকল কাহার জন্য করি? সংসারে আমার স্থায়ী কে? কালের অনন্তবিস্তৃত বিশাল জিহ্বা আকাশ-পাতাল ব্যাপ্ত করিয়া, সর্ব্বদাই লক লক করিতেছে। কাহারও তাহাতে পরিহার নাই। অনন্তশক্তি কাল সামান্য তৃণকাষ্ঠও পরিহার করে না। অতিকোমল তৃণ যেমন, অতীব দুর্ভেদ্য বজ্রও তেমন ইহার উদরে জীর্ণ হইয়া যায় এবং ঐ প্রস্তরময় দুরাধর্ষ

গিরিদুর্গ যেমন, এই সামান্য পর্ণশালাও তেমন কালের প্রবল নিশ্বাসপবনে তৎক্ষণে উড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়! ফলতঃ, এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ বা খণ্ডবিখণ্ড করিতে কালের এক নিমেষও অতিবাহিত হয় না! ইহার প্রলয়নিশ্বাসে মহাসাগরও তৎক্ষণে শুষ্ক হয়, মহাগিরিও তৎক্ষণে বিদীর্ণ হয়, মহাবজ্রও তৎক্ষণে বিপাটিত হয়, মহাবহ্নিও তৎক্ষণে নির্ব্বাণ হয় এবং মহাজ্যোতিও তৎক্ষণে অন্তর্হিত হয়! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণ মানবের কথা আর কি বলিব! তবে আমি কিজন্য নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় রহিয়াছি? তবে আমি কিজন্য উৎসাহ ও সাহসভরে বিষয়ের উপর বিষয় সংগ্রহ করিয়া, অনর্থক কালের উদরপূরণের চেষ্টা করিতেছি।

হায়, আমার কি নির্ব্বুদ্ধিতা! কি অধমকারিতা! কি জঘন্যচারিতা! যে দেহ এক দিন অবশ্যই এই দিব্য রম্য গৃহ হইতে ভীষণমূর্ত্তি শ্মশানে নীত হইবে, শৃগালকুক্কুরের পরস্পর বিবাদস্থানীয় হইবে, ভস্মরাশিতে বার বার লুণ্ঠিত হইবে এবং চিতানলে দগ্ধ হইয়া যাইবে; এইরূপে যে দেহের কিছুই গৌরব নাই, আমি কি ভাবিয়া ও কি বুঝিয়া, কি আশায় সেই অসার দেহে চন্দন চর্চ্চিত ও দিব্যবস্ত্রাদি পরিহিত করিয়া, এই দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া আছি!! হায়, আমার যে হস্ত পদ শৃগাল কুক্কুরে আকর্ষণবিকর্ষণ করিবে, আমি দাসদাসী দ্বারা কোন্ লজ্জায় সেই হস্ত পদ দলিত বা সংবাহিত করিয়া লইতেছি!

হায়, সংসারের যেরূপ গতি, নিয়তির যেরূপ দুরন্ত প্রভাব, তাহাতে এই দাসদাসীই হয় ত এক দিন আমার প্রভু হইতে পারে। এরূপও শুনা গিয়াছে, অনেকে দাসেরও দাস হইয়াছে! ফলতঃ, সংসারে ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই প্রভু নাই। মানুষ কেবল বলপূর্ব্বক মানুষের উপর প্রভুত্ব করে। যত দিন বল, ততদিনই প্রভুত্ব। এরূপ মিথ্যাপ্রভুত্বে প্রয়োজন বা ইষ্টাপত্তি কি? এক

ঈশ্বর হইতে যখন সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন মনুষ্যমাত্রেই মনুষ্যের ভ্রাতা। ভ্রাতার উপর আবার প্রভুত্ব কি?

বৎস রামভদ্র! প্রত্যেক মনুষ্য যদি এইপ্রকার চিন্তা করে, তাহা হইলে পৃথিবী কি সুখের ও শান্তির স্থান হয়? তাহা হইলে, আর কেহ কামে মোহিত, ক্রোধে অভিভূত, লোভে বুদ্ধিবর্জ্জিত, মোহে জ্ঞানরহিত, মদে উন্মাদসমন্বিত ও মাৎসর্য্যে সমুদ্ধত হইয়া, অনবরত দুঃখক্লেশভোগ করে না; বিষয়ের উপর বিষয়বিস্তার করিয়া, ঊর্ণনাভির ন্যায়, জড়িত ও পতিত হয় না; পরস্পর পরস্পরের দ্বেষ ও হিংসা করিয়া ইহলোক ও পরলোক উভয়লোক ভ্রষ্ট হয় না; মিথ্যা, চৌর্য্য ও প্রতারণার দাস হইয়া, মুক্তিপথে স্বহস্তে কণ্টক আরোপিত করে না; আমি আমার ইত্যাকার অভিমানে অন্ধ ও অবসন্ন হইয়া পরমার্থভ্রষ্ট হয় না এবং আমার তোমার এইপ্রকার ভেদবিচার আশ্রয়পুরঃসর পরমাত্মাসাক্ষাৎকারের ব্যাঘাতযোগ সংঘটিত করে না। তাহা হইলে সকলেই রিপুর দাসত্বপরিহারপূর্ব্বক ঈশ্বরের দাসত্ব করিয়া চিরদিনের জন্য স্বাধীন হয়।

বৎস! এই তোমার নিকট ঈশ্বরের দাসত্বের স্বরূপ, সাধন ও লক্ষণাদি কীর্ত্তন করিলাম। ইহা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ ও শ্রবণ করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ইহা প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাহার আত্মা শুদ্ধ ও মন নির্ম্মল হয় এবং সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। প্রতিদিন প্রীত চিত্তে এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য পরমধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্যলোকে সৎশাস্ত্রের বা সদ্‌বিষয়ের উপদেষ্টা ও বক্তা নাই বলিলেও হয়; কেননা, কে তাহা শ্রবণ করে?

—:*:—

ষষ্টিতম সর্গ। (জ্ঞানের মহাত্ম্য।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথাসকল সকল সময়ে, সকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতেই মনোরম। শুনিয়া কোন মতেই তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। অতএব পুনরায় লীলাচরিত কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! চিৎ সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ। চিৎ প্রকৃত জ্ঞান সমুদ্ভাবন করেন এবং চিৎই স্থুল ও সূক্ষ্ম দেহ। সুতরাং ইঁহাকে অবরুদ্ধ করা কাহারও ক্ষমতাসাধ্য বা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। এই কারণেই সেই চিদ্দেহরূপিণী দেবী সরস্বতী ও লীলা উভয়ে ইচ্ছানুসারে ও অপ্রতিহত গতিতে বিদূরথগৃহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

সে যাহাহউক, তাঁহারা নরনাথপদ্মসদনে প্রবেশ করিলে, উহা যেন চন্দ্রযুগলসহায়ে ধবলীকৃত ও পরমসুন্দর রূপে প্রকাশিত হইল, মন্দারকুসুমবাহী সুশীতল সমীরণ উহাতে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইল এবং পদ্মভিন্ন তত্রস্থ স্ত্রীপুরুষমাত্রেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। ফলতঃ, যাঁহাদের আবির্ভাবে ঐ গৃহ যেন সৌভাগ্যের নন্দনোদ্যান, সকলভয়নিবারণ, বসন্তশোভায় সুশোভিত কানন ও প্রভাত সময়ে সুবিকশিত পঙ্কজসাদৃশ্যে পরিণত হইল। সেই দেবীদ্বয়ের শশাঙ্কশীতল নিস্পন্দ দেহপ্রভার সংসর্গবশে নিরতি অনন্দ উপস্থিত হইলে, নরপতি আপনা আপনি বোধ করিলেন, যেন অমৃতে অভিষিক্ত হইতেছেন।

অনন্তর মেরুশৃঙ্গদ্বয়ে সমুদিত চন্দ্রদ্বয়ের ন্যায়, সেই দেবীদ্বয় সুখাসনে আসীন হইলে, নরনাথ পদ্ম তৎক্ষণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আপনারা জন্মদুঃখরূপ সন্তা-

পের শশিকলা ও বাহ্যাভ্যন্তরসঞ্চারী অন্ধকারের রবিপ্রভা। এই বলিয়া, সেই কুসুমাঞ্জলি তাহাদের পদারবিন্দে সমর্পণ করিলে, লীলা সরস্বতীর প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া, পদ্মের মন্ত্রীকে তদীয় জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিবার নিমিত্ত প্রবোধিত করিলেন। মন্ত্রী প্রবোধিত হইয়া, তাহাদের উভয়কে প্রণাম ও চরণে কুসুমাঞ্জলী প্রদানপূর্ব্বক সম্মুখে সমুপবিষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, হে দেবীদ্বয়! আমার প্রতি এই আদেশ আপনাদের প্রসন্নতা মাত্র। অধুনা, প্রণিধান করুণ, প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি।

ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে রাজা ছিলেন। তিনি স্বকীয় ভুজচ্ছায়ায় দরিদ্রাদির সন্তাপ নিবাকরণপূর্ব্বক যথাবিধি পৃথিবীর পালন করেন। তাঁহার পুত্র ভদ্ররথ, ভদ্ররথের পুত্র বিশ্বরথ, বিশ্বরথের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র সিন্ধুরথ, সিন্ধুরথের পুত্র শৈলরথ, শৈলরথের পুত্র কামরথ, কামরথের পুত্র মহারথ, মহারথের পুত্র বিষ্ণুরথ ও বিষ্ণুরথের পুত্র নভোরথ। আমাদের এই প্রভু সেই নভোরথের পুত্র। ইনি চন্দ্রবৎ প্রজাদিগকে অমৃতাভিষিক্ত করেন এবং অসীম পিতৃপুণ্যে গৌরীর গর্ভে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়, জননী সুমিত্রার গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া, দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, বনগামী পিতার প্রদত্ত রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক তদবধি সমগ্র পৃথিবী পালন করিতেছেন। যাহাহউক,অদ্য আপনাদের প্রসাদে আমাদের পরম সৌভাগ্য ও পুণ্যযোগ সংঘটিত হইল। বহু ক্লেশে, বহু তপস্যা করিয়াও, আপনাদের দর্শন পাওয়া যায় না।

এই বলিয়া মন্ত্রী বিরত হইলে, দেবী সরস্বতী স্বীয় সুপবিত্র হস্তে রাজার মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তুমি বিবেকসহায়ে স্বীয় পূর্ব্বজন্ম সমস্ত স্মরণ কর।

সরস্বতীর হস্তস্পর্শে সমস্ত মোহান্ধকার তৎক্ষণাৎ পর্য্যুদস্ত হওয়াতে, রাজা পদ্মের হৃৎপদ্ম বিকসিত ও প্রাক্তনজন্মপরম্পরা স্মৃতিপথে সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি পূর্ব্বজন্মে লীলার সহিত যেরূপে বিহার ও যেরূপে পৃথিবীর একাধিপত্যতা

বিসর্জ্জনাদি করেন, তৎসমস্ত প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন। তন্নিবন্ধন নিরতিশয় বিস্ময়প্রকাশসহকারে কহিতে লাগিলেন, দেবীর প্রসাদে অদ্য আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইল, এই সংসার মায়া মাত্র; কিছুই নহে। অয়ি মহাদেবি! একদিন মাত্র আমার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এই স্থানে থাকিয়া আমি সপ্ততিবর্ষ যাপন করিলাম। পূর্ব্বজন্মে আমি যে বহু বন্ধু ও মিত্রাদি পরিবার লইয়া, বাল্যযৌবন অতিক্রান্ত ও বহু কার্য্য করিয়াছি, তৎসমস্ত আমার স্মরণ হইতেছে! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? দেবি! এ কিরূপ?

দেবী কহিলেন, আকাশ অপেক্ষা অতীব নির্ম্মল চিদাকাশে এই ভ্রান্তিমাত্রময় ব্যবহারপরম্পরা প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, কিছুই কিছু নহে। এই তুমি কি পূর্ব্বে তুমি ছিলে? কখনই না। আবার, পরেও কখন তুমি থাকিবে না। তুমি মনে করিতেছ, আমি জন্মিয়াছি, আমি বালক ও যুবা ছিলাম; সম্প্রতি বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছি এবং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিগ্‌বিদিক জয় করত ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেছি। এই দেবীদ্বয় আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি ইঁহাদের পূজা ও ইঁহাদের প্রসাদে দিব্য জ্ঞান লাভ করিলাম। তৎপ্রভাবে আমার সকল দুঃখ দূর ও পরম সুখশান্তি সম্পন্ন হইয়াছে। রাজন্! ভ্রান্তিবশেই এইপ্রকার কল্পনার সঞ্চার হইয়া থাকে। দেখ, তুমি এই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলে, তোমার এই রাজ্য, রাজসিংহাসন, মন্ত্রী ও যানবাহন কিছুই থাকিবে না। আবার, এই মুহূর্ত্তে যদি তুমি বিপক্ষকর্ত্তৃক পরাজিত হও, তাহা হইলেও, তোমার এই সকলের কিছুই থাকিবে না। তবে তুমি এ সকল আমার বলিয়া কিরূপে মনে করিতেছ? রাজন্! যাহা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে বিদ্যমান থাকে, তাহাই সত্য বলিয়া জানিবে। তুমি কোথায় ছিলে, কোথায় যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

রাজন্! তুমি পূর্ব্বে যে মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই এইপ্রকার ভ্রম তোমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে। স্বপ্নে যেমন আপনার মস্তকাদি কর্ত্তন বোধ হয়, অথবা বাতপিত্তাদির সংক্ষোভবশতঃ বৃক্ষপর্ব্বতাদির যেমন অপূর্ব্ব নর্ত্তন দৃশ্য হইয়া থাকে; কিংবা নৌকাদির গমন দ্বারা যেমন তীরস্থ বৃক্ষাদির গতি প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ জগৎ মিথ্যা হইলেও ভ্রমবশে সত্য বলিয়া বোধ হয়। বলিতে কি, তোমার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। তুমি সেই শান্তস্বরূপ, বিজ্ঞানরূপ পরমাত্মাতেই অবস্থান করিতেছ। রাজন্! এই আমি, এই তুমি, এই সূর্য্য, এই পর্ব্বত, ফলতঃ, সংসারের কিছুই কিছু নহে। লোকে যে ভ্রমণ ও পরস্পর দর্শনাদি করে, সে সকলই মিথ্যা।

বিদূরথ কহিলেন, দেবি! যদি কিছুই কিছু নহে,তবে আমার এই অনুচরগণও কি আত্মাতে জন্মিয়া আত্মাতেই অবস্থিতি করিতেছে? যে বস্তু কিছুই নহে, তাহা কিরূপে সত্যস্বরূপ আত্মাতে অবস্থিতি করে?

দেবী কহিলেন,যাঁহারা চিদাকাশস্বরূপ ও শুদ্ধবোধৈকরূপ এবং বেদ্য বিষয় বিদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জাগতিক বস্তুমাত্রেই অসৎরূপে প্রতিভাত হয়। মৃগতৃষ্ণার উপশম হইলে,যেমন জলভ্রমেরও শান্তি হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে জগদ্ভ্রম নিরাকৃত হইলে, জাগতিক বস্তুসকলকে আর কিরূপে সত্য বলিয়া বোধ হইবে?

ফলতঃ,বেতাল যেমন বালককে আজীবন দুঃখ দেয়,মরুভূমিতে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ যেমন মুগ্ধ মৃগগণের বারিভ্রম সমুৎপাদন করে,স্বপ্নদৃষ্ট মৃত্যু যেমন সর্ব্বথা মিথ্যা হইলেও,সত্যবৎ প্রতীত হয়, তদ্রূপ মূঢ়বুদ্ধি ও মূঢ়মতি লোকেরাই এই অসত্য জগৎকে সত্যস্বরূপ বোধ করিয়া পদে পদেই বিপদস্থ ও দুঃখগ্রস্ত হইয়া থাকে। রাজন্! মোহবশতঃ পরমপদে মন দৃঢ়বদ্ধ না হইলেই, লোকের

অসতে সংভ্রম হয়। যাহারা স্বর্ণের স্বরূপ না জানে, তাহারাই স্বর্ণনির্ম্মিত কটককে কটক ভিন্ন কদাচ স্বর্ণ বলিয়া বোধ করে না; তদ্রূপ অজ্ঞ লোকেরাই এই আমি, এই তুমি, ইত্যাদি অসৎ দৃশ্য-দৃষ্টি ভিন্ন পরমার্থদৃষ্টির অনুগামী হয় না। বলিতে কি, এই বিশ্ব স্বপ্নপুরসদৃশ। স্বপ্নে যেমন আপনাকে জাত, মৃত, দরিদ্র বা রাজা হইতে দেখা যায়, এই বিশ্বের অধিবাসী দ্রষ্টৃগণ তদ্রূপ যাহাকে যাহা বলিয়া কল্পনা করে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ তৎস্বরূপেই দেখিয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! এই বলিয়া ভগবতী জ্ঞপ্তি-রূপা সরস্বতী বোধরূপ অমৃতসেকপুরঃসর লীলানাথ বিদূরথের বিবেকরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আমি লীলার প্রীতিসাধনজন্য তোমার নিকট এই জ্ঞানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। তোমার অভিলষিত সুসিদ্ধ হউক; অধুনা আমরা চলিলাম।

বিদূরথ ভক্তিভরে কহিলেন, দেবি! আপনি স্বভাবতঃ মহা-ফলপ্রদায়িনী। আপনার দর্শন কখনও বিফল হয় না। মাতঃ! আমি কত দিনে পুরাতন বস্ত্রের ন্যায়, এই বর্ত্তমান কলেবর পরিহার করিয়া, প্রাক্তন শরীর সম্ভোগ করিব। বরদে! আমি আপনারই শরণাপন্ন। অতএব, আপনি প্রসন্ন হইয়া, কৃপাকটাক্ষবিক্ষেপপূর্ব্বক আমাকে এ বিষয়ের উপদেশ করুন। আমি যেখানে যাইব, আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারীও যেন তথায় গমন করে।

দেবী কহিলেন, তথাস্তু।

একষষ্টিতম সর্গ। (অগ্নিকাণ্ড।)

সরস্বতী কহিলেন, রাজন্! তুমি এই মহাসংগ্রামে প্রাণপরি-ত্যাগপূর্ব্বক আপনার সেই পূর্ব্বতন পুর ও প্রাক্তনদেহ প্রাপ্ত হইবে। ঐ দেহ অধুনা জীবশূন্য পতিত রহিয়াছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সরস্বতী ও বিদূরথ উভয়ের এইপ্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে একজন দূত সসম্ভ্রমে তথায় আসিয়া কহিল, মহারাজ! প্রলয়কালীন সাগরসদৃশ সমুদ্ধত বিষম বিপক্ষেরা বিবিধ অস্ত্রবর্ষণ সহকারে সমাগত হইয়া, সমুন্নত প্রাসাদশিখরে পর্ব্বতাকার কাষ্ঠরাশি চয়ন করত তাহাতে অগ্নি-দান করিয়াছে। ভয়ঙ্কর হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া, চটচটাশব্দে সকল পুর দগ্ধ ও ভূমিসাৎ করিতেছে। কল্পান্তকালীন সংবর্ত্ত-মেঘের ন্যায়, ধূমভারে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে।

বলিতে বলিতে,শত্রুসৈন্যের সুভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত ও বহির্দ্দেশে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এবং বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট ধনুঃসকলের টঙ্কার, বেগবান্ মাতঙ্গগণের বৃংহিত,পুরদহন-প্রবৃত্ত পাবকের চটচটাশব্দ, দগ্ধপুরবাসী স্ত্রীগণের তুমুল হলাহল-ধ্বনি ও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ধগ্‌ধগ্ নিনাদ একত্র মিলিত হইয়া, যেন মহাপ্রলয়লীলায় প্রবৃত্ত হইল।

মহীপতি বিদূরথ সেই মহারজনীতে লীলা ও সরস্বতীর সহিত সমাসীন হইয়া,অবলোকন করিলেন,শত্রুসৈন্য অপার একার্ণব সদৃশ একান্ত উদ্বেল হইয়া, পুরীকে পরিব্যাপ্ত ও রুদ্ধ করিয়াছে। চতু-র্দ্দিকে প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নিপ্রতিম হুতাশন প্রবলবেগে গগনতল আলোড়িত করিয়া,যাহা পাইতেছে, তাহাই ভস্মসাৎ করিতেছে। বিপক্ষের গগনরন্ধ্রভেদী বিষম চীৎকারে এবং দস্যুগণের হলহলা-শব্দে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। অপার নিবিড় ধূমরাশি মধ্যে প্রজ্বলিত পাবক শিখা সমুড্ডীন হওয়াতে যেন মহামৃত্যু প্রাদু-র্ভূত হইয়াছে। দহ্যমান লোকসকলের অত্যুচ্চ আর্ত্তনাদ নিরন্তর সমুত্থিত হইতেছে। অগ্নিকণা ও নারাচসমূহে গগনতল সমাকীর্ণ হইয়াছে। প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডসকল চটচটাশব্দে প্রচণ্ড বেগে ইত-স্ততঃ পতিত হইতেছে। সুবিপুল উল্মুকসকল প্রজ্বলিত শিখা বিস্তার করত আকাশে উত্থিত হইয়া,উল্কাবৎ প্রতিভাত হইতেছে।

জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডসকল পৃথ্বীতল আচ্ছন্ন করিয়াছে। দহ্যমান কাষ্ঠখণ্ডের ক্লেঙ্কাবধ্বনি প্রজ্বলিত বংশখণ্ডের রণরণ শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া, চতুর্দ্দিক পরিপূরিত করিতেছে। এই রূপে মুহূর্ত্তমধ্যেই সমুদায় রাজশ্রী ভস্মীভুত হইলে, হুতাশন পরিতৃপ্ত ও বিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর বিদূরথ শ্রবণ করিলেন, স্ত্রীপুত্রাদি সকলে দগ্ধ হইলে, যোধগণ সবেগে হতস্ততঃ ধাবমান হইয়া, আর্ত্তস্বরে এইরূপ কহিতেছে, হা মাতঃ! হা তাত! তোমরা কোথায়! হায়, আমাদের স্ত্রীপুত্রাদি দগ্ধ হইল! হায়, আমরাও পুড়িয়া মরিলাম! হায়, আমাদের স্ত্রীগণের যে মূর্ত্তি সাধুহৃদয়ের ন্যায়, প্রশান্ত ও পরমশীতলতাসম্পন্ন, তাহা ঐ দগ্ধ হইয়া গেল! ঐ দেখ, উহাদের সুস্নিগ্ধ কবরীভার, শুষ্ক তৃণের ন্যায়, দহ্যমান হইতেছে! ঐ দেখ, ধূমরাশি যমুনার ন্যায়, আকাশগঙ্গার সহিত মিলিত হইবার জন্য যেন সবেগে সমুত্থিত হইতেছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল ঐ নদীর বুদ্বুদ।

কেহ বলিতে লাগিল, আমার এই কন্যা যদিও দগ্ধ হয় নাই; কিন্তু ভ্রাতা, ভগিনী ও পুত্রাদিরা দগ্ধ হওয়াতে, প্রবল শোকানল ইহাকে দগ্ধ করিতেছে। কেহ কেহ অন্যকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, সত্বর চলিয়া আইস। তোমার এই মন্দির বিচলিত হইয়াছে; এখনই পতিত হইবে। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ঐ দেখ, শর, শক্তি ও শিলা প্রভৃতি অস্ত্র সকল বাতায়নযোগে অনবরত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ঐ দেখ, বড়বানলশিখা দ্বারা সাগরতরঙ্গ যেমন উৎক্ষিপ্ত হয়, হেতিশিখা সমাক্রান্ত জনগণ তদ্রূপ পলায়নমানসে আকাশে উৎপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, প্রজ্বলিত পাবকসম্পর্কে বাপী ও তড়াগ সকলের শুষ্কদশা উপস্থিত হইয়াছে; ক্রোধের আবির্ভাবে রাগীর হৃদয় এইরূপ শুষ্ক হইয়া যায়। ঐ দেখ, মাতঙ্গেরা ক্রোধে আলান ভঙ্গ করিয়া কটকট

শব্দে পাদপদিগকে নিপাতিত করিতেছে। কেহ কেহ কহিল, ঐ দেখ, ফলকুসুমসম্পন্ন উদ্যানসকল, সর্ব্বস্বভ্রষ্ট গৃহস্থের ন্যায়, শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। ঐ দেখ, পিতৃমাতৃপরিত্যক্ত রথ্যাপতিত বালকগণ ভিত্তিপতনে চূর্ণ হইয়া গেল! ঐ দেখ, পলায়মান হস্তী, অশ্ব, গো ও গর্দ্দভাদি গমনপথ রোধ করত পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে, লোকসকলের যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। ঐ দেখ, অনলভয়ে আর্দ্রবস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক ললনাগণ সবেগে ও সসম্ভ্রমে গমন করাতে, তাহাদের ক্রোড় হইতে শিশুসন্তানগণ স্খলিত হইয়া ভূপতিত ও অন্যান্যের পদদলিত হইতেছে। হায়,মানুষের স্নেহবাগুরা কিছুতেই ছিন্ন হইবার নহে! ঐ দেখ,লোকে স্বয়ং দগ্ধ হইয়াও স্ব স্ব স্ত্রীকে রক্ষা করিবার উপায় সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হায়, বৈরিগণের কি বিষম অসচ্চারিত্র্য দেখ; ইহারা রাজরমণীদিগকেও গ্রহণ করিতেছে! হায়, মানুষের ধনলোভ কি প্রবল! প্রজ্বলিত পাবক চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। তথাপি, লোকে ধনলোভে গৃহত্যাগে সমর্থ হইতেছে না। ধিক্ বিষয়, ধিক্!

দ্বিষষ্টিতম সর্গ। (চিৎস্বরূপ কীর্ত্তন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তারকাকারদশনা মত্তযৌবনা রাজমহিষী লীলা ভয়বশতঃ আলোল মাল্যবসনে শ্বাসোৎকম্পিত পয়োধরে বিহ্বল অন্তঃকরণে বয়স্যা ও দাসীগণসমভিব্যাহারে লক্ষ্মীর ন্যায়, রাজগৃহরূপ সরোজকোঠরে প্রবিষ্টা হইলেন! তখন তদীয় বয়স্যাগণের মধ্যে অপ্সরার ন্যায় পরমসৌন্দর্য্যশালিনী কোন বয়স্যা রাজার নিকট নিবেদন করিলেন, এই দেবী উপস্থিত মহাসংগ্রামদর্শনে ভীতা হইয়া, আপনার শরণাপন্না হইয়াছেন। ঐ দেখুন, শত্রুগণ উদ্বেল সাগরপ্রায় সমুদ্ধত হইয়া,পুররক্ষকদিগকে

বিনষ্ট করিয়া, অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ ও তত্রত্য রমণীদিগকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে সবলে হরণ এবং সেই সকল বিলাসশালিনী কামিনীরা আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। আপনি ভিন্ন এই বিষম বিপদের শান্তি করিতে আর কেহই সক্ষম নহে।

নরনাথ বিদূরথ দাসীর এই বাক্যে কষাহত অশ্বের ন্যায়,একান্ত উত্তেজিত হইয়া, সেই দেবীদ্বয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবীদ্বয়! আমি যুদ্ধে যাইব। আপনারা স্বকীয় পাদপদ্মের ভ্রমরীস্বরূপা মদীয় মহিষী এই লীলাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়াই তিনি রোষারুণলোচনে শৈলগুহা হইতে বিনিঃসৃত কেশরীর ন্যায়, তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

তখন,সরস্বতীর সমভিব্যাহারিণী সংকল্পরূপিণী লীলা রাজমহিষী লীলাকে আপনারই অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্টা অবলোকন করিয়া, দেবীকে কহিলেন, ইনি কিরূপে মৎসদৃশ আকার লাভ করিলেন? আমি প্রথম বয়সে যেরূপ ছিলাম, ইহাঁকেও অবিকল তদ্রূপ দেখিতেছি। অধিক কি, এই মন্ত্রী ও এই যানবাহনাদি সমস্তই আমার সেই প্রাক্তনরাজ্যস্থ লোকাদির ন্যায় বোধ হইতেছে। ইহার কারণ কি?

দেবী কহিলেন, অন্তরে যেরূপে জ্ঞপ্তি সমুদিত হয়, তদ্রূপেই উহার অনুভব হইয়া থাকে। মনোমধ্যে যাদৃক্ আকারে জগতের সংস্কার বদ্ধমূল হয়,তদ্রূপেই তৎক্ষণাৎ তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। দেশকালের দীর্ঘতানুসারে তাহার কোনরূপ পার্থক্য বা বৈচিত্র্য অনুভূত হয় না। জাগ্রদ্দশায় যে বস্তু যে ভাবে বা যে আকারে দেখা যায়, স্বপ্নযোগে তদ্রূপই লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, এই জগৎ সৎ নহে এবং অসতও নহে। কেননা, ইহা ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। যখন ব্রহ্ম ভিন্ন প্রতিভাত হয়, তখনই ইহা অসৎ আর তদিতর অবস্থায় সৎ। সাগরতরঙ্গের ন্যায়, পরব্রহ্মে এই জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে। সুতরাং এই জগৎ ভ্রান্তি ভিন্ন আর কি

হইতে পারে? এরূপ মিথ্যাজগতে আর আস্থা কি? ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে, অন্যান্য জ্ঞান তিরোধানরূপ যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তৎকালে যিনি অবশিষ্ট হন, তিনিই ব্রহ্ম এবং তাঁহাকেই আত্মরূপী চিৎ বলিয়া থাকে।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ। (সাধিলেই সিদ্ধি।)

দেবী কহিলেন, তোমার স্বামী এই বিদূরথ যুদ্ধে তনুত্যাগ-পুরঃসর পুনরায় আপনার সেই পদ্মরূপী প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইবেন।

তিনি আপনার সমভিব্যাহারিণী প্রবুদ্ধ লীলাকে এইপ্রকার কহিলে, রাজমহিষী অপ্রবুদ্ধ লীলা ভক্তিভরে অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, দেবী! আমি নিত্য যাঁহার পূজা ও প্রতিরাত্রিতে যাঁহার দর্শনলাভ করি, আকারপ্রকারে বোধ হইতেছে, আপনিই সেই দেবী! অতএব, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বরদান করুন। দেবী সরস্বতী তদীয় ভক্তিদর্শনে প্রসন্না হইয়া কহিলেন, কি বর দিতে হইবে বল। লীলা কহিলেন, দেবী! আমার স্বামী মরণানন্তর যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, আমি যেন এই শরীরেই তথায় যাইয়া, তাঁহার পত্নী হইতে পারি। দেবী কহিলেন, তথাস্তু।

প্রবুদ্ধ লীলা অপ্রবুদ্ধ লীলার এই বরপ্রাপ্তিতে সন্দিগ্ধা হইয়া কহিলেন, দেবি! সত্যকাম, সত্যসংকল্প ও ব্রহ্মপরায়ণ হইলে, সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে আমি কেন সেই মনুষ্য বা অপ্রবুদ্ধ শরীরে এই লোকান্তরে ও গিরিগ্রামে আসিতে পারি নাই?

দেবী কহিলেন, যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমনি সিদ্ধি লাভ হয়; দেবতা উপলক্ষমাত্র। আমি জ্ঞানমাত্রের অধিষ্ঠাত্রি,

জীবের ভাবিসুখসংঘটনজন্য প্রকাশিত হই। প্রত্যেক জীবে যে চিৎশক্তি বিরাজ করেন, তাহাই জীবের প্রাক্তনকর্ম্মবাসনাময়ী শক্তিস্বরূপ। ঐ শক্তি যে জীবে যে প্রকারে প্রস্ফুরিত হয়, তদনুরূপেই তাহার ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ত্বদীয় জীবশক্তি মুক্তি হইব মনে করিয়া, আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য,তোমার তদনুরূপ ফলোৎপত্তি হইয়াছে। বলিতে কি, লোকে যে কার্য্য করিব বলিয়া, তদুদ্দেশে ধারাবাহিক যত্ন করে,কালসহকারে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিৎ তপস্যা বা দেবতাস্বরূপ হইয়া কোন রূপ ফল প্রদান করেন না, কর্ম্মানুসারী ফলই দান করিয়া থাকেন। তজ্জন্য যাহার যেরূপ ফললাভের ইচ্ছা, তাহার তদনুরূপ কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমিও ফলানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। কার্য্য করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। এবিষয়ে দৈব বা অদৃষ্ট কোনরূপে হন্তা বা অন্তরায় হইতে পারে না। সর্ব্বগত অন্তরাত্মা চিৎস্বরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। তিনি কর্ম্মের ফলদাতা। বিহিত বা অবিহিত যেরূপ কার্য্য করা যায়, তাহা হইতে তদনুরূপ ফলসম্পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইপ্রকার বিচারপুরঃসর পরমপদের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী হও।

কর্ম্ম হইতে এই সংসারের অবির্ভাব হইয়াছে; এ কথা বালকেও জানে; দৈব বা অদৃষ্ট কখনও ইহার সৃষ্টি করে নাই। লোকে যে যানবাহন আরোহণ করে, অট্টালিকায় দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করে, স্বর্ণপাত্রে সঘৃত পলান্ন ভক্ষণ করে, বহুমূল্য বসনভূষণ ধারণ করে, বহুলোকের পোষণ বা পালন করে এবং এইরূপ ও অন্যরূপ সুখাদি সম্ভোগ করে, সমস্তই তাহার কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল। আবার,অনেকের যে ইহার বিপরীত ঘটে, কর্ম্ম না করা বা অপকর্ম্ম করাই তাহার একমাত্র কারণ। বৎস! তুমি যে এই প্রাসাদে বসিয়া রহিয়াছ; এই যে অসংখ্য দাসদাসী দেখিতেছ; এসকল কি আপনা হইতে হইয়াছে, কখনই না।

যাহার যেমন সাধনা,তাহার তেমন সিদ্ধি হয়, ইহা নিশ্চয় অবধারণ করিও। কেহ রৌদ্র বাত শিশির সহ্য করিয়া তপস্বী হয়, কেহ তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ফললাভেচ্ছার তারতম্যই কারণ। চোর রাত্রি জাগরণ করিয়া, চুরি করে, যোগী পুরুষ রাত্রি জাগিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। এই রূপ ব্যক্তিভেদে ইচ্ছাভেদে ফলভেদ হইয়া থাকে। তোমারে আর কি বলিব?

শাস্ত্রকারেরা কর্ম্মের এইপ্রকার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখিয়া বারংবার উপদেশ করিয়াছেন, কর্ম্মই লোকের জীবন এবং কর্ম্ম না করাই মৃত্যু। যাহারা কর্ম্ম না করে, অদৃষ্ট ও দৈব তাহাদিগকেই আক্রমণ ও অধঃপাতিত করিয়া থাকে। লৌহের ন্যায় কঠিন পদার্থ আর নাই, কিন্তু ব্যবহার না করিলে, তাহাকেও মলিন ও ভগ্ন হইতে হয়, ইহাই দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্বদা কৃতকর্ম্মা হইবে। লোকে কর্ম্ম না করিয়া,নিজের দোষে যে ক্লেশাদি ভোগ করে, দৈব ও অদৃষ্ট নামে কল্পিত দুই উপদেবের উপর সেই ক্লেশাদি আরোপ করিয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহাদের মনের প্রবোধ বা শান্তি সঞ্চরিত হয়। এইরূপ দৈব ও অদৃষ্টনির্ভরতায় প্রতিদিন প্রতিপদে যে সর্ব্বনাশ ঘটনা হইতেছে, তাহা ভাবিলেও শোক জন্মে! লোকে বিনাযত্নে কর্ম্মসিদ্ধির জন্য দেবতাদিগকে সময়ে সময়ে যে পূজাদি প্রদান করে, তাহা, ভাবিয়া দেখিলে, পূজা নহে, জঘন্য উৎকোচ মাত্র। দেবতা কখনও এই উৎকোচে সন্তুষ্ট নহেন। বরং রুষ্টই হইয়া থাকেন। এইজন্য দেবোদ্দেশে পূজাদি প্রদান করিয়াও, লোকের প্রকৃত ফল পাওয়া দূরে থাক, সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়া থাকে।

বৎসে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি,কর্ম্ম না করা মহাপাপ ও আত্মার সাক্ষাৎ গ্লানি। ঐ দেখ,কর্ম্ম করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য,তাহা এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি পতঙ্গাদিরও জ্ঞাত আছে। ইহারা সূর্য্যের উদয়াবধি সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত কেবল কর্ম্ম করিতেছে, একদণ্ডও বিশ্রাম নাই। ঐ দেখ,

সামান্য কীট পিপীলিকা স্বকার্য্যে কেমন ব্যস্ত ও মনোযোগী, জগতের মধ্যে মহাপ্রাণীদিগের ত কথাই নাই। ঐ দেখ, মহাপ্রাণ মহাতেজঃপুঞ্জ দিবাকর একক্ষণও বসিয়া নাই। তিনি যদি বসিয়া থাকেন, সমস্ত সংসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া উঠে। কেননা, দিবারাত্রি বিভাগ না থাকিলে, লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। ঐ দেখ, বায়ু অনবরত প্রবাহিত হইয়া, স্বকার্য্য সাধন করিতেছে, একক্ষণও বিশ্রাম করে না। নিমেষমাত্র বিশ্রাম করিলে, মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। কেননা, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ সকল লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এইরূপে কর্ম্ম হইতেই সংসারে আবির্ভাব হইয়াছে।

কর্ম্ম না করিলে, পৃথিবী শস্যশূন্য, সূর্য্য আলোকশূন্য, অগ্নি তেজঃশূন্য, গ্রহগণ জ্যোতিঃশূন্য, বায়ু স্পন্দন ও জীবনীশূন্য এবং তজ্জন্য সমস্ত ভুবন অস্তিত্ব শূন্য হইত। তুমি, আমি, সে, কেহই থাকিতাম না। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি শূন্য হইত। মেঘ আর জল দিত না; পর্ব্বত আর পৃথিবী ধারণ করিত না; নদী আর প্রবাহিত হইত না; সাগর আর সলিলের আধার হইত না; পৃথিবী আর বহন করিত না। ফলতঃ, সকলই লয় পাইত। অতএব, কর্ম্মই জীবন ও অকর্ম্মই মৃত্যু ভাবিয়া সর্ব্বদা কর্ম্মসাধনে তৎপর হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রকারেরা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মার্থকামমুক্তিরূপ চতুর্ব্বর্গলাভ হয়। কর্ম্ম না করিলেই, বন্ধন হইয়া থকে এবং দুর্দ্দশার শেষ দশা উপস্থিত হয়। এইজন্য, স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। অথবা, স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মস্বরূপ। তাঁহার সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণুতে এই কর্ম্মের জাজ্বল্যমান নিদর্শন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা কর্ম্ম না করে, তাহারাই জড় জড়ের কখন হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি নাই। এই যে পথিমধ্যে তৃণরাশি পতিত রহিয়াছে, ইহার প্রতিদিন ক্ষয় ভিন্ন বৃদ্ধি নাই। ইহারই

নাম জড়াবস্থা। যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করে, তাহারই এইপ্রকার জড়াবস্থা ও ক্ষয়দশার আবিষ্কার হইয়া থাকে। এইরূপে উত্তরোত্তর উন্নতি বা বৃদ্ধিই কর্ম্মের লক্ষণ। এই সকল বিশেষ অবস্থানসহ বিচার করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় স্বর্গ কর্ম্মের নামান্তরমাত্র। অর্থাৎ যেখানে কোনরূপ ক্লেশ নাই, অবিচ্ছিন্ন সুখপরম্পরা কেবল বিরাজমান হইতেছে, তাহারই নাম স্বর্গ। কর্ম্মেও অবিচ্ছিন্ন সুখ ভিন্ন দুঃখের নামগন্ধ নাই। অতএব কর্ম্ম ও স্বর্গ উভয়ই এক পদার্থ। যে ব্যক্তি এই কর্ম্মের রাজা বা নিয়ন্তা, তিনিই ইন্দ্র অর্থাৎ সকলের প্রধান। বাস্তবিক যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, তাহারই প্রাধান্য লাভ হইয়া থাকে। সংসারে এবিষয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীকে অধিক বলা বাহুল্য।

বৎসে! কর্ম্ম দ্বিবিধ; শুদ্ধ বা নিবৃত্ত কর্ম্ম এবং অবিশুদ্ধ বা প্রবৃত্ত কর্ম্ম। যাহা পরলোক বা পরমার্থ কিংবা আত্মার চরম উৎকর্ষ অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম শুদ্ধকর্ম্ম, আর তদিতরকে অবিশুদ্ধ কর্ম্ম কহে। শুদ্ধ কর্ম্মে মুক্তি ও অবিশুদ্ধ কর্ম্মে বন্ধন সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে এই তোমার নিকট কর্ম্মযোগ কীর্ত্তন করিলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ। (যুদ্ধ ও মৃত্যু।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! মহারাজ বিদূরথ রোষবশে বহির্গত হইয়া কি করিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! সুরেন্দ্রসদৃশ বিদূরথ সন্নদ্ধ কলেবরে সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া, নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায়, বহির্গমনপূর্ব্বক মেরুশিখরাকার স্বর্গীয়বিমানপ্রতিম রথবরে আরোহণ

করিলেন। ঐ রথের কুবর মুক্তামালার রণরণ ধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিত এবং চক্র ও ভিত্তি কাঞ্চনকীলকে সন্নদ্ধ। উচ্চজাতীয় অষ্ট অশ্ব বায়ুবেগে হ্রেষারবে দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ করিয়া, উহা বহন করিতে আরম্ভ করিলে, জয় জয় ধ্বনি সহকারে প্রমত্ত সৈন্যগণের তুমুল কোলাহল ও সুগভীর দুন্দুভিনিনাদ সমুত্থিত হইল। আয়ুধ-সকলের সংঘট্টনে, শরাসনসকলের টঙ্কারে, শস্ত্রসকলের শীৎকারে ও কিঙ্কিণীসকলের রণরণে ভয়াবহ মিশ্রশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডকুহর পূর্ণ করিল। নিবিড়ধূলিপটলে আদিত্যপথ আচ্ছন্ন হইলে, গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। যৌবনের উদয়ে স্বাভা-বিক অজ্ঞান যেমন গাঢ় হয়, তদ্রূপ ঐ অন্ধকার নিবিড়ভাবাপন্ন হইলে, তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া, সেই সুবিশাল মহাপুরী গর্ভবাসবৎ প্রতীয়মান হইল।

অনন্তর মহারথ বিদূরথ অবিচারিতচিত্তে সংগ্রামসাগরে অব-গাহন করিলে, ধনুর্গুণের চটচটাশব্দে লোকের কর্ণ বধিরপ্রায় হইল; আয়ুধসকলের পরস্পর সংঘট্টনে ঘোর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল; বীরগণ হলহলাশব্দে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; বারিধারার ন্যায়, শরধারায় গগনবিভাগ পূর্ণ হইল; অস্ত্র সকলের পরস্পর নিষ্পেষণপ্রযুক্ত পট পট শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল; সমুজ্জ্বল শস্ত্রানলে প্রগাঢ় অন্ধকার বিনিবৃত্ত হইল; মাংসাশী জন্তুগণের ভীষণ চীৎ-কারে আকাশরন্ধ্র বিদীর্ণপ্রায় হইল; প্রক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডে গগন-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল; রক্তের ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল; শোণিতপ্রবাহে ধূলিরাশি নিরাকৃত ও মরণনিশ্চয় দ্বারা ভয় বিদ্-রিত হইল; শরসকল শন্ শন্ শব্দে চতুর্দ্দিকে সবেগে সঞ্চরমান হইল; ভূষণ্ডীসকলের কট কট নাদে রণস্থল পূর্ণ হইল এবং মহাস্ত্রসকল ঝন্ ঝন্ ধ্বনিতে পতিত হওয়াতে, সেই মহাসমর একান্ত ভয়াবহ ও নিতান্ত দুস্তরভাবে পরিণত হইল।

বৎস রামভদ্র! যে যেরূপ কামনা করিয়া জ্ঞপ্তিদেবীর আরা-

ধনা করে,তাহার তদ্রূপ ফল লাভ হয়। বিদূরথ জীবন্মুক্তির অভিলাষী হইয়া এবং তদীয় বিপক্ষ সিন্ধুরাজ বিজয়কামনা করিয়া, তাঁহার আরাধনা করেন। এইজন্য সিন্ধুরাজেরই জয় হইতে লাগিল।

সে যাহাহউক, ক্রমে রজনী প্রভাত হইলে, ভাস্করদেব সৌম্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার উদয়ে তস্করের ন্যায় অন্ধকার তিরোহিত হইল। তদীয় কনকসন্নিভ সুন্দর রশ্মিজাল বীরগণের শরীরে ও শৈলসমূহে পতিত হইয়া, রক্তচ্ছটাবৎ শোভমান হইল। তৎকালে রণস্থল বীরগণের কুণ্ডলমণ্ডলে রত্নরাজিময়, আয়ুধসমূহে খড়্গাময়, শবসমূহে সিদ্ধপুরুষময়, শরসমূহে শলভময়, হারসমূহে সর্পনির্ম্মোকময়, পতাকাসমূহে লতাবিলাসময় ও ঊরুসমূহে তোরণময়, বোধ হইল। শর, শক্তি, প্রাস ও মুষলাদি অস্ত্রসকলে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে, আকাশ যেন অস্ত্রময় হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষেই রক্তের নদী প্রবাহিত হইল। তাহার প্রবল বেগে অশ্ব-হস্তীপ্রভৃতিও ভাসমান হইল। ভীষণ হাহাকারে চতুর্দ্দিক্ শোকময় হইল। ঐ সময়ে সিন্ধুরাজ ও বিদূরথ উভয়ের রথ গগনমণ্ডলে সূর্য্যচন্দ্রবৎ সমুন্নত শিরে সমুদিত হইয়া, মহাশব্দে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের ঘোরগভীর ঘর্ঘরধ্বনিতে যেন প্রলয়কাল প্রাদুর্ভূত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভীরুগণের উৎসাহ ভগ্ন ও বীরগনের দ্বিগুণ সাহস প্রাদুর্ভূত হইল। বৎস! সেই রথদ্বয়ের অগ্রে অগ্রে সাগরপ্রবাহের ন্যায়,সৈন্যপ্রবাহ সবেগে ধাবমান হইল।

বৎস! বিদূরথ ও সিন্ধুরাজ উভয়েই বরদাতা বিষ্ণুর বরে ধনুর্য্যুদ্ধবিশারদ হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া, প্রলয়কালীন বজ্রধ্বনিবৎ সুভীষণ মুষলশব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রচণ্ড কোদণ্ড-বিনির্ম্মুক্ত শরসমূহ, সাগরতরঙ্গের ন্যায়, সূর্য্যরশ্মির ন্যায়, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, নির্ঝরশীকরের ন্যায়, ইতস্ততঃ প্রবল বেগে

নিপতিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের বাহ্বাস্ফোটের চটচটাশব্দ কর্ণগোচর করিয়া,সৈন্যগণ চিত্রিতের ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করিল। অগস্ত্য যেমন সাগরসলিল পান করিয়াছিলেন, সিন্ধুরাজ তেমনি বিদূরথের শরসমূহ পান করিতে লাগিলেন এবং বিদূরথও তাঁহার শরসকল ব্যর্থ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সিন্ধুরাজের প্রক্ষিপ্ত মোহনাস্ত্রে বিদূরথ ভিন্ন অন্যান্য সকলেই মোহাচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া, মৃতবৎ বিষণ্ণ বদনে ও ম্লান লোচনে ভূপতিত হইল। তদ্দর্শনে বিদূরথ সকলের মোহ নিরাকরণ করিয়া, সিন্ধুরাজের উদ্দেশে মন্দনামক রাক্ষসকে নিয়োগ করিলেন এবং সিন্ধুরাজ তাহাকে দিবাকরপরিতাড়িত অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট করিলে,তিনি গারুড় অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতপ্রমাণ গরুড় সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, পক্ষসঞ্চালনপূর্ব্বক প্রলয়পবন প্রবাহিত করিলে, রণস্থলে কেহই তিষ্ঠিতে পারিল না। ভুজগগণ তাহাদের প্রবল নিশ্বাসে সমাকৃষ্ট ও গগনমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হইলে, পৃথিবী ক্ষণমধ্যেই সর্পশূন্য হইল। তখন সিন্ধুরাজ তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, প্রলয়ান্ধকারে দিগ্‌বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিলে, আর কিছুই দেখা গেল না। বিদূরথ মার্ত্তণ্ড অস্ত্রে সেই নিবিড় অন্ধকার ক্ষণমধ্যেই নিরাকৃত করিয়া, সাধুহৃদয়ের ন্যায়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সুপ্রকাশিত করিলেন। তদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া, রাক্ষসাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, ইন্ধনস্থ হুতাশনের ন্যায়, ধূমায়মান কপিশজটাবিশিষ্ট ভীমকায় রাক্ষসসকল আবির্ভূত হইয়া, ভয়ঙ্কর চিৎকারপুরঃসর আকাশমণ্ডলে আবর্ত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। বিদূরথ নারায়ণাস্ত্রে তাহাদের সকলকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলে, প্রলয়ানল প্রজ্বলিত হইয়া, ভুবনদাহে প্রবৃত্ত হইল। বিদূরথ তাহার নিরাকরণার্থ বারুণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন গাঢ়তমা রজনীর ন্যায়, অপার সলিলরাশি সমুত্থিত হইয়া, সেই অগ্নিরাশি

নির্ব্বাপিত, সমগ্র মেদিনী প্লাবিত, সৈন্যসকলকে সুদূরে প্রবাহিত ও সিন্ধুরাজের রথ বিপর্য্যস্ত করিল। জ্ঞানবলে মোহ যেমন, পুণ্যবলে নরক যেমন ও বিদ্যাবলে সংসার যেমন নিরাকৃত হয়, সিন্ধুরাজ শোষণাস্ত্রে তেমন সেই সলিল শোষণ করিলেন। ক্রোধ যেমন মূর্খকে, তদ্রূপ সেই অস্ত্রতাপ প্রজাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। বিপক্ষ সৈন্যেরা, গ্রীষ্মকালীন দাবদগ্ধ পত্রের ন্যায়, তৎপ্রভাবে একান্ত দগ্ধভাবাপন্ন হইল। বিদূরথ পর্জ্জন্যাস্ত্রে তাহার নিরাকরণ করিয়া, দিব্য স্ত্রীগণের কটাক্ষপাত সদৃশ বিদ্যুৎপুঞ্জে দিক্ বিদিক্ সমুদ্ভাসিত ও মুষলধারা সদৃশ বারিধারায় মেদিনীমণ্ডল প্লাবিত করিলেন। আত্মজ্ঞানের আবির্ভাবে আনন্দরস প্রাদুর্ভূত হইয়া, সংসারবাসনাকে যেমন তিরোহিত করে, তদ্রূপ সেই অস্ত্র-বলে সমস্ত সন্তাপ নিরাকৃত হইল। সিন্ধুরাজ বায়ব্যাস্ত্রে সেই পর্জ্জন্যাস্ত্র প্রতিহত করিলেন। তখন প্রবল পবন প্রবাহিত হইয়া, সৈন্যদিগকে উৎপতিত ও নিপতিত, রক্ষদিগকে উদ্ভ্রামিত ও উৎ-পাটিত এবং সৌধমালাকে চূর্ণিত করিলে, মহারথ বিদূরথ পর্ব্বতাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন! তদ্দ্বারা সেই প্রবল বায়ু প্রতিহত ও বিনিবৃত্ত হইলে, পুর, গ্রাম ও পল্লী প্রভৃতির সূৎকার অর্থাৎ নিশ্বাসশব্দ, ডাঙ্কার অর্থাৎ লুণ্ঠনশব্দ, ভাঙ্কার অর্থাৎ ভীষণশব্দ এবং উৎকার অর্থাৎ উদ্ভটশব্দও শান্তিপ্রাপ্ত হইল। সিন্ধুরাজ বজ্রাস্ত্রে বজ্রসকল আবির্ভূত করিয়া, ঐ পর্ব্বতাস্ত্র প্রতিহত করিলেন। বিদূরথ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, বজ্রাস্ত্র নিরাকৃত হইল।

অনন্তর সিন্ধুরাজ পিশাচাস্ত্র আবিষ্কার করিলে, দীর্ঘকেশ, কৃশভীষণকলেবর, দগ্ধস্তম্ভাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ পিশাচগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া, অস্থি, কপাল, বজ্র ও অসিহস্তে মূর্ত্তিমান্ ভয় ও অন্ধকারের ন্যায়, ধরাতলে সমাগত হইল। তাহারা বিদ্যুতের ন্যায়, কখন দৃশ্য ও কখনও অদৃশ্য হইয়া থাকে এবং শূন্যপুর ও শূন্যগৃহাভ্যন্তর, রথ্যা, বৃক্ষ ও কর্দ্দমাদিতেই বাস করিতে ভাল বাসে। তাহারা উন্মত্ত

হইয়া, সৃক্কণীলেহন পুরঃসর শক্রপক্ষীয়দিগকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, বিদূরথের সৈন্যগণ অস্ত্রহীন, চেতনাহীন, বর্ম্মহীন, চিত্তহীন ও চেষ্টাহীন হইয়া, ভূতাবিষ্টের ন্যায়, কখন হস্তপদাদি কর্ষণ, কখন কৌপীনাদি বর্জ্জন, কখন বিষ্ঠাদি বিসর্জ্জন, কখন বা নর্ত্তন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিদূরথ রূপিকাস্ত্র প্রয়োগ কবিলে উর্দ্ধ-মূর্দ্ধজা, ভীমলোচনা, চঞ্চলশ্রোণিপয়োধরা রূপিকা সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, সন্ধ্যাভ্রসন্নিভ কলেবরে নরমুণ্ডহস্তে মাংস চর্ব্বণ, সৃক্কণীযোগে রুধির ক্ষরণ, শরীর সঞ্চালন ও অন্ত্ররজ্জুসহায়ে মৃত-বালকদিগকে আকর্ষণ করিতে করিতে রণস্থলে নৃত্য ও পিশাচ-দিগকে গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহাদের ঊরু শিলাবৎ কঠিন ও ভুজগবৎ বক্র এবং পার্শ্ব ও কর অত্যন্ত দৃঢ়। তাহাদের মধ্যে কেহ বৃদ্ধা, কেহ যুবতী, কেহ কালিকা এবং কেহ কাকাস্য, কেহ কুক্কুরাস্য, কেহ ব্যাঘ্রাস্য ও কেহ বা উলূকাস্য। তাহাদের উদর, মুখ, কর্ণ, নাসিকা ওষ্ঠ ও ভুজ লম্বিত। তাহাদের প্রতিসংহারার্থ বেতালাস্ত্র প্রযোজিত হইল। তখন পিশাচ, বেতাল ও রূপিকাগণের মহা-সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

অনন্তর উভয়ে উভয়ের প্রতি বৈল্লবাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, শর, শক্তি ও প্রাসাদি অস্ত্র সমুদায় জলময় হইয়া, নদীরূপে প্রবাহিত হইল। তখন বিদূরথ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলে, সিন্ধুরাজের রথ শুষ্কতৃণবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রথ ত্যাগ করিয়া, ভূতলে অবতরণ ও খড়্গাস্ফালনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বিদূরথের রথ মৃণালবৎ ছেদন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সমান যোদ্ধা ও সমান উৎসাহবিশিষ্ট এবং সমান প্রভাবে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপ যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে সিন্ধুরাজ বিদূরথের প্রেরিত কুলিশপাতোপম শক্তির আঘাতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া, ধরাশায়ী হইলেন।

তদ্দর্শনে অপ্রবুদ্ধ লীলা প্রবু লীলাকে কহিলেন, ঐ দেখ,

সিন্ধুরাজ আমাদের ভর্ত্তার হস্তে নিহত হইলেন। ঐ দেখ, শক্তির আঘাতে ইহাঁর বক্ষস্থল হইতে চুলুচুলু শব্দে শোণিত বহির্গত হইতেছে। ঐ দেখ, ইহাঁর রথ চূর্ণ হইল। হায়, আবার কি দুর্ঘটনা দেখুন। আর্য্যপুত্র বিদূরথ সিন্ধুরাজের শরাঘাতে ছিন্নধ্বজ,ছিন্নরথ, ছিন্নাশ্ব, ছিন্নসারথি, ছিন্নকার্ম্মুক, ছিন্নচর্ম্ম ও ছিন্নগাত্র হইয়া, ঐ দেখুন,নিপতিত হইলেন। হা ধিক্! হা কষ্ট! দেবি! অবলোকন করুন। আর্য্যপুত্র চেতনালাভ করিয়া কষ্টেসৃষ্টে রথে আরোহণ করিতেছেন। ঐ দেখুন, সিন্ধুরাজ খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। হা ধিক্! আর্য্যপুত্রের পদ্মরাগমণিসন্নিভ ছিন্ন শির হইতে রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতেছে! দেবি! ঐ দেখুন, সিন্ধুরাজ খড়্গাঘাতে আর্য্যপুত্রের কোমল-মৃণালসন্নিভ পদদ্বয় ছেদন করিয়া দিল! হায়, আমি নিহত হইলাম! দগ্ধ হইলাম! উপহত হইলাম! মৃত হইলাম!! এই বলিয়া তিনি মূর্চ্ছাবশে ছিন্নমূলা লতার ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

এদিকে সারথি বিদূরথকে উত্তোলনপূর্ব্বক গৃহানয়নে প্রবৃত্ত হইলে, সিন্ধুরাজ অনুগমনপুরঃসর তাঁহার কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিলেন। সারথি সত্বর বিদূরথকে লইয়া, সরস্বতীর প্রভাবপূর্ণ পদ্মগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই দেবী সরস্বতীর সম্মুখবর্ত্তী সুখমরণ-যোগ্য সুকোমল শয্যায় স্থাপন করিল। তথায় প্রবেশ করিতে সিন্ধুরাজের ক্ষমতা হইল না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ। (সিন্ধুরাজের অভিষেক।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! বিদূরথ নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, সমস্ত রাজ্য মহাশঙ্কিত হইয়া উঠিল। নগরবাসীরা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া শকটারোহণ পলায়ন করিতে লাগিল। লোকসকল

পরস্পরের দ্রব্যজাত লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। বিপক্ষেরা জয়ধ্বনিসহকারে নৃত্য আরম্ভ করিল। আরোহিহীন হস্ত্যশ্বের ভীষণ শব্দে দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ হইল। উদ্‌ভটগণ দলে দলে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতীয় লোকসকল রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, বিশ্রামলাভে প্রবৃত্ত হইল। পামরেরা রাজ্যভোগ অন্নাদি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হেমহারমণ্ডিত শিশুগণ বীরগণের পদাঘাতে রোদন করিতে লাগিল। বিদূরথের প্রিয়পুরুষবর্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিলেও, পরিহারপ্রাপ্ত হইলেন না। সিন্ধুরাজসৈন্যেরা মণ্ডলমধ্যস্থ গ্রামনগরাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অপহরণাভিলাষী চোরগণের অবরোধপ্রযুক্ত রাজপথ আলোকশূন্য হইল। বিদূরথের বিয়োগবশতঃ নীহারদিবসেও আতপ অনুভূত হইতে লাগিল। মৃতবন্ধুব্যক্তিগণের আর্ত্তনাদ সিন্ধুরাজপক্ষীয় পুরুষগণের জয়নাদে মিশ্রিত হইয়া, অপূর্ব্ব ব্যাপার সমুদ্ভাবিত করিল।

অনন্তর যুগান্ত উপস্থিত হইলে, অপর মনু যেমন সৃষ্টির নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হন,তদ্রূপ সিন্ধুরাজ অভিষেকানন্তর রাজধানীতে প্রবেশ করিলে, চতুর্দ্দিকে তদীয়নামাঙ্কিত মর্য্যাদাচিহ্ন সকল প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রত্যেক পুর ও জনপদের নিয়ম সকল পরিবর্ত্তিত হইল এবং দশ দিক্ হইতে রাজস্ব সকল নূতন রাজার নামে সংগৃহীত হইতে লাগিল। পুরাতন রাজার আর কোন চিহ্নই রহিল না।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ। (কিছুরই ধ্বংস নাই।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর জ্ঞপ্তিসমভিব্যাহারিণী লীলা তদবস্থ স্বীয় স্বামী বিদূরথের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া, সরস্বতীকে কহিলেন, দেবী ! মদীয় ভর্ত্তা কলেবরপরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন।

সরস্বতী কহিলেন,বৎসে! এই জগৎ স্বপ্নমাত্র; ইহার স্থিতি নাই। সুতরাং, এইরূপ মহাসংগ্রামেও ইহার কিছুই নষ্ট হয় না। যে বস্তু নাই বা কিছুই নহে, শূন্যমাত্র, তাহার আবার ধ্বংশ কি? ফলতঃ, আত্মার উৎপত্তি নাই, ধ্বংস নাই, জন্ম নাই, বিনাশ নাই। তিনি এইরূপে কখনও দৃশ্য ও কখনও বা অপ্রকাশিত হয়েন। জন্ম মৃত্যু কল্পনামাত্র। সেইজন্য পণ্ডিতেরা শোকহর্ষবিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন। অনাময় শান্তস্বরূপ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশক। তিনিই চিৎশক্তিপ্রভাবে আত্মাতে সমুদিত হইয়া, জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন।

বৎসে! এইরূপে তুমি যখন কিছুই নহ, তখন তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহাও কিছুই নহে। অতএব জন্মমৃত্যু কল্পনামাত্র; একমাত্র আত্মাই সত্য। আর সকলই মিথ্যা। অতএব তোমার স্বামী মরিলেন কি বাঁচিলেন, কিরূপে বুঝিতেছ? মৃত্যুর পর জন্ম এবং জন্মের পর মৃত্যু, এইরূপ নিয়মে মিথ্যা বস্তু সকলের কল্পিত আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এতদ্বিধায়, এই মেরু ভূধরাদি সকল বস্তুই শূন্যস্বরূপ, কিছুই নহে। ক্ষুদ্র বীজে বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায়, অতিশূক্ষ্ম চিদণুর অভ্যন্তরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে। স্বপ্নে যেমন পুরনগরাদি অবস্থিতি করে,চিদাকাশে তদ্রূপ জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। এইজন্য, স্বপ্নদৃষ্ট পুরাদির ন্যায়, এই জগৎ মিথ্যা কল্পনামাত্র। ইহার আবার স্থিতি কি ও ধ্বংস কি?

এইরূপে তুমি আমি সকলই যখন মিথ্যা, তখন তুমি আমায় ও আমি তোমায় দেখিতেছ ও দেখিতেছি, ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে? ইহা বিবেচনা করিয়া, তুমি নিশ্চয় অবধারণ করিবে, যে, এই যুদ্ধ ভ্রান্তিযুদ্ধ এবং এই সমস্ত লোকও ভ্রান্তিময়। জন্মাদি বিকারহীন আত্মাই সংসার। তুমি ও লীলা উভয়েই স্বপ্নমাত্র। তোমাদের এই ভর্ত্তা ও আমিও স্বপ্নমাত্র। সকলেই সকলের পক্ষে

স্বপ্নমাত্র। ইহা দৃশ্যমাত্র,এইরূপ জ্ঞানের উদয়মাত্রেই দৃশ্যশব্দার্থের পরিহার ও জগদ্ভ্রম দূর হয়। আত্মাই একমাত্র পূর্ণস্বরূপ। তজ্জন্য আমি তুমি সকলেই ভ্রমমাত্র। এবং সেই মহাচিতের মিথ্যা কল্পনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি।

বৎসে। মৃত্যুর পরেও ভর্ত্তাকে তুমি সংকল্পযোগে এই পুরে দেখিতে পাইবে। কেননা, চিত্তে আধিভৌতিক বা স্থূলদেহাভিমান আবির্ভূত হইলে, আধিভৌতিক ভাবকে সত্য ও আতিবাহিককে অসত্য বলিয়া বোধ হয়। চিদাত্মা সর্ব্বগামী, এইজন্য শরীর হইতে শরীরান্তর দৃষ্ট হয়। এইরূপে তুমি আত্মাতে উৎপন্ন হইয়াছ।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ। (সত্য মিথ্যার বিনির্ণয়।)

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন, দেবি! ললিতবাদিনী সেই লীলা আপনার বরপ্রভাবে কিজন্য এই স্থূলশরীরে স্বামিসমীপে যাইতে পারিলেন না?

দেবী কহিলেন, যাহাদের বুদ্ধি প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানালোকে বিকসিত হয় নাই, তাহারা স্থূলদেহযোগে কখনও পবিত্রলোকে গমন করিতে পারে না। সত্যসংকল্প হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির আদিতেই এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যে, সত্য কখনও মিথ্যার সহিত মিলিত হইবে না। তথাহি, ভূতাদির ভয় মিথ্যা, এইজন্য জ্ঞানবানের অন্তঃকরণে উহা স্থান প্রাপ্ত হয় না; অজ্ঞানস্বরূপ বালকহৃদয়েই উহার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইজন্য বালকেরা বেতালভয়ে অভিভূত হয়। জ্বর হইলে, শরীরে যে উত্তাপ অনুভূত হয়, তজ্জন্য সলিলসেকেও শীতানুভব হয় না। এই রূপ, অবিবেকরূপ বিষম জ্বরের উত্তাপ সত্ত্বে আত্মাতে বিবেকরূপ চন্দ্রমার

শৈত্য আবির্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং, আমি পৃথিব্যাদি ভৌতিকশরীরবিশিষ্ট, এইপ্রকার নিশ্চয়বান্ ব্যক্তির পক্ষে অভৌতিক সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? জ্ঞান ও বিবেকপ্রাপ্ত না হইলে, কোন মতেই সূক্ষ্মদেহ সংঘটন ও আকাশগতি সম্পন্ন হয় না। বিবেকবলে বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ লাভ হইলেই, প্রজ্বলিত অঙ্গারনিক্ষিপ্ত শুষ্ক তৃণের ন্যায়, এই স্থূলদেহের তৎক্ষণে লয় হইয়া থাকে। এবিষয়ে কোন অংশেই অন্যথাপত্তির সম্ভাবনা নাই। যাহা আত্মাতে বিদ্যমান নাই, তাহার আবার কার্য্যকারিতা কি? প্রাক্তন অভ্যাসবলেই দেহ প্রভৃতিকে মৃত বা নশ্বর বলিয়া বোধ হয়। হিরণ্যগর্ভই এইপ্রকার অভ্যাস প্রেরণ বা রচনা করিয়াছেন। যাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তাদৃশ অজ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিরাই অন্তরে এই সংসার অনুভব করে। কিন্তু জ্ঞানীরা দূরস্থিত চন্দ্রবিম্ববৎ বাহ্যে ইহার প্রতীতি করিয়া থাকেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ। (জন্মমরণাদিবিষয়ক বিবিধ তত্ত্বকথা।)

দেবী কহিলেন, বৎসে! যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ ও যোগাভ্যাসজনিত পরমধর্ম্মের অনুসারী, তাঁহাদেরই আতিবাহিক লোক লাভ হইয়া থাকে; অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। স্থূলদেহ কিছুই নহে, ভ্রম ও স্বপ্নমাত্র। লীলা যে আতিবাহিক দেহ লাভ করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান ও যোগধর্ম্মের আশ্রয় তাহার কারণ।

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন, দেবি! প্রাক্তন নিয়তিবশে কিরূপে দেহিগণের সুখদুঃখের ভাব ও অভাব সংঘটিত হয়? কিরূপে অনিয়তিবশে পুনরায় জন্মমরণাদি হইয়া থাকে? কিরূপে জলের শৈত্য ও অগ্নির উষ্ণত্ব প্রভৃতি স্বভাব সম্পন্ন হয়? কিরূপে কাল ও আকাশের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে? কিরূপে ঘটপটাদি পদার্থ সকলের আবির্ভাব হয়? কিরূপে বস্তুসকলের স্থূলসূক্ষ্মত্বাদি

নিয়ম সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে? কিরূপে তৃণ, গুল্ম ও মনুষ্যাদির উচ্ছ্রায় বিনিস্পন্ন হয়?

দেবী কহিলেন, মহাপ্রলয়ে অনন্ত আকাশ স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। সেই ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ এবং সূক্ষ্মতেজঃ-স্বরূপ আত্মা। তিনি আত্মাতে স্থূলত্ব অনুভব করিলেই, সেই স্থূলভাব হইতে এই অসত্য ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হয়। বৎসে! সেই ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে অবস্থানপূর্ব্বক, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা রূপে মনোরাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার ঐরূপ সংকল্পস্বরূপ মনোরাজ্যই জগৎ। ব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে স্বীয় ইচ্ছানুসারে যে প্রকারে যে নিয়মে প্রকাশিত হয়েন, সে নিয়মের কোন কালেই অন্যথা হয় না। এইজন্য জগতের কোন কার্য্যই অনিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না। জল চিরকালই সেই জল আছে; বায়ু চিরকালই সেই বায়ু আছে। এই রূপে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে আত্মাতে শীত উষ্ণাদি স্বভাবের অনুসরণক্রমে যেরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই স্বভাবেই বিদ্যমান আছেন। কদাচ স্বীয় স্বাভাবিক সত্তা ত্যাগ করেন না। ভূতগণ এই স্বভাববশে জন্মমরণাদি অনুভব করে। এই রূপে প্রস্ফুরণশীল যে যে সংবিৎ সৃষ্টির আদিতে যে যে প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অদ্যাপি সেই ভাবেই আছে। সেই ব্রহ্ম আকাশ হইতে কল্পনা করিয়া আকাশ হইয়াছেন, কাল হইতে কল্পনা করিয়া কাল হইয়াছেন এবং জল হইতে কল্পনা করিয়া জল হইয়াছেন। এইজন্য জল, আকাশ ও কালাদি সমস্ত পদার্থই অনিত্য।

মনুষ্য যে সত্যযুগে চারিশত বৎসর, ত্রেতায় ত্রিশত, দ্বাপরে দ্বিশত ও কলিযুগে একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকে, সৃষ্টির প্রারম্ভেই এইপ্রকার নিয়তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৎসে! কর্ম্ম, দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি এই কয়েকটী মানবের আয়ুর নিমিত্ত-স্বরূপ এবং ইহারাই সেই আয়ুর ন্যূনাতিরেক বিধান করে। স্বীয়

বিহিত কর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধিতেই আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি সংঘটিত এবং তাহার সমভাবেই আয়ুর সমভাব সাধিত হইয়া থাকে। বালকের মৃত্যুজনক কর্ম্ম দ্বারা বালকগণ, যুবার মৃত্যুজনক কর্ম্ম দ্বারা যুবগণ ও বৃদ্ধেব মৃত্যুজনক কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধগণ মৃত্যু লাভ করে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, তাহার যথাশাস্ত্র পরমায়ু প্রাপ্তি হয়। আয়ুর অবসানে অন্তিম অবস্থা আপতিত হইলে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জন্তুমাত্রেরই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে।

লীলা কহিলেন, দেবী! মৃত্যুকালে সকলেই কি মর্ম্মযাতনা অনুভব করে এবং সকলেরই কি সমান গতি হইয়া থাকে?

দেবী কহিলেন, সংসারে তিনপ্রকার লোক আছে, মূর্খ,ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্। যাহারা স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়সুখে আসক্ত এবং অসার সংসারব্যাপারেই সংসক্ত, তাহাদিগকে মূর্খ বলে। যিনি প্রাণ ও মনকে প্রতিনিয়ত নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ ও ব্রহ্মরন্ধ্রে ধারণ করেন, তাঁহাকে ধারণাভ্যাসী বলে। আর যিনি যোগবলে নাড়ীদ্বারবিশেষে প্রবেশ ও নির্গমন দ্বারা পরশরীরে প্রবেশকৌশল বিদিত আছেন, তাঁহার নাম যুক্তিমান্। তন্মধ্যে ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্ ব্যক্তিবর্গ দেহান্তে সুখানুভব করেন। আর, মূর্খেরা দুঃখভোগ করিয়া থাকে। এই রূপ, যাহারা বাসনার বশীভূত এবং তন্নিবন্ধন যাহাদের মন স্বাধীন নহে, তাহারা মৃত্যুকালে ছিন্ন পদ্মের ন্যায়, নিরতি দৈন্যদশায় পতিত হয়। অসৎশাস্ত্রের অনুসরণপূর্ব্বক বুদ্ধি কলুষিত ও অসজ্জনপরায়ণ হইলে, মৃত্যুসময়ে বহ্নিপতিতবৎ দারুণ অন্তর্দাহ অনুভব করিতে হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে যখন কণ্ঠে ঘুরঘুরধ্বনি উপস্থিত ও দৃষ্টির বিরূপতা সংঘটিত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং তখন তাহার দিনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, আলোকশূন্য ও তারকাসম্পন্ন, দিঙ্মণ্ডলকে মেঘমণ্ডলসমাকীর্ণ ও আকাশমণ্ডলকে শ্যামবর্ণ প্রতীতি হয় এবং দারুণ মর্ম্মবেদনার আবির্ভাব ও দৃষ্টিমণ্ডল এক বারেই

ভ্রমপূর্ণ হইয়া থাকে। তখন সে গাঢ়নিদ্রার আবির্ভাবক্রমে কখনও পৃথিবীকে আকাশ, কখনও আকাশকে পৃথিবী, কখনও দিক্ সকলকে আবর্ত্তবৎ ঘূর্ণমান এবং কখনও আপনাকে আকাশে নীয়মান, কখনও অন্ধকূপে পতমান ও কখনও বা শিলান্তরে যোজ্যমান বলিয়া বোধ করে। তাহার বর্ণোচ্চারণক্ষমতা দূর হয়, ভিন্নহৃদয়ের ন্যায় জড়ভাব উপস্থিত হয় এবং আপনাকে কখনও আবর্ত্তপতিত তৃণের ন্যায় ঘূর্ণিত, কখনও আকাশ হইতে পতিত, কখনও দ্রুতবেগে রথে আরোপিত, কখনও তুষারবৎ গলিত, কখনও নিক্ষিপ্ত, কখনও প্রক্ষিপ্ত, কখনও ক্ষেপণযন্ত্রে ভ্রামিত, কখনও শস্ত্রযন্ত্রে নিপাতিত, কখনও প্রচণ্ডমারুতবেগে তৃণবৎ বাহিত, কখনও সাগরতরঙ্গে নিপতিত এবং কখনও বা আকাশে, গর্ত্তে ও চক্রাবর্ত্তে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার বোধ হয়। আবার, সে কখনও সাগর, পৃথিবী ও আকাশাদি সকলের বিপর্য্যস্তভাব অনুভব করে। দিবাকর অস্তমিত হইলে, দিঙ্মণ্ডল যেমন ঘোরায়িত হইয়া উঠে, তদ্রূপ মৃত্যুকালে লোকের দৃষ্টি অন্ধকারে পরিণত হয়। স্মরণশক্তির ক্ষয় হওয়াতে, তৎকালে পূর্ব্বাপর কিছুই জানিতে পারা যায় না। মোহের আবির্ভাববশতঃ কল্পনাশক্তি ও বিবেকশক্তি বিদূরিত হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে মহামোহজনিত অভিভাবদশা সমুপস্থিত হয়। যাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্তব্ধভাবাপন্ন না হয়, তাবৎ ঈষৎ মূর্চ্ছাবস্থার সঞ্চার থাকে ; কিন্তু প্রাণবায়ুর রোধ হইলেই, মহামোহের আবির্ভাব ও তজ্জনিত অভিভাব উপস্থিত হয়।

লীলা কহিলেন, দেবি ! শিরা, পাণি, পাদ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট হইলেও, এই দেহ কিনিমিত্ত ব্যথিত, বিমোহিত, মূর্চ্ছিত, ভ্রান্ত, ব্যাধিত ও চেতনাহীন হইয়া থাকে ?

দেবী কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি ! বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য অথবা মৃত্যুসময়ে তরুগুল্মাদির ন্যায়, আমাদের যে স্বাভাবিক দুঃখ সংঘটিত হয়, একমাত্র চিত্তবিকাশই ঐ দুঃখের কারণ। ক্রিয়াশক্তিময়

পরমেশ্বরের সংস্থাপিত নিয়মানুসারে নাড়ীসকল প্রতপ্ত পিত্তাদি রসপূর্ণতা বশতঃ ব্যথিত হইয়া, তজ্জন্য সঙ্কোচ ও বিকাশসহযোগে যখন ভুক্ত অন্ন ও পানরস গ্রহণ করে, তখন সমান বায়ু নিজস্থিতি ত্যাগ করিয়া থাকে। সমস্ত বায়ু নাড়ীমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক বিনির্গমন না করিলে, অথবা বিনির্গত হইয়া আর প্রবিষ্ট না হইলে, নাড়ীব্যাপারের অবরোধ ঘটিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের স্পন্দনাদি কার্য্য সকল এক কালেই স্থগিত হয়। এই রূপ, অপানবায়ু দেহপ্রবেশে সমর্থ না হইলে এবং প্রাণবায়ু মুখ ও নাসিকাযোগে নির্গত হইলে, নাড়ীব্যাপার রহিত হইয়া যায়। এই অবস্থাকেই মৃত্যু বলে।

বৎসে! যাবৎ জ্ঞানবলে মুক্তি না হয়, তাবৎ জীবের জন্ম-মৃত্যুর নিবৃত্তি হয় না। দূর্ব্বাদি লতার মধ্যে মধ্যে যেমন গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ জন্ম ও মৃত্যু চেতনসত্তার গ্রন্থিস্বরূপ। চৈতন্য কখন সুস্থির সলিলের ন্যায় নির্ম্মল, ও কখন হিংসাদ্বেষাদি জীব-ধর্ম্মের সংসর্গবশে কলুষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এই চেতন-পুরুষের জন্ম বা মৃত্যু নাই। জন্ম মৃত্যু স্বপ্নবৎ তাহার অভ্যন্তরে অনুভূত হয় মাত্র। চেতনামাত্রই পুরুষ। চেতনা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা পুরুষকারসমুচিতকার্য্য নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। এইজন্য যাহা চেতনাহীন, তাহা কখন পুরুষ হইতে পারে না। বৎসে! বলিতে পার, এই সংসারে কোন ব্যক্তি চৈতন্যের কখনও মৃত্যু দেখিয়াছে? লক্ষ লক্ষ দেহই মরিতেছে; কিন্তু চৈতন্য যেমন অক্ষয়, তেমনই আছেন। বাসনাবৈচিত্র্যকেই জীবন ও মৃত্যু বলে। এইজন্য জীবমাত্রেরই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। তাহারা কেবল স্ব স্ব বাসনাগর্ভেই পুনঃ পুনঃ বিলুণ্ঠিত হয়। সুদৃঢ়-বিচার-সহায়তায় যখন বুঝিতে পারা যায় যে, দৃশ্যবস্তুমাত্রেই বিনশ্বর, তখনই বাসনার বিলয় হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর উপদেশশ্রবণাদি অভ্যাস করিয়া, বিশিষ্টরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে, জীব তৎ-প্রভাবে যেমাত্র এইপ্রকার অনুধাবন করে যে, এই জগৎপ্রপঞ্চ

বিদ্যমান হইলেও,সর্ব্বথা অবিদ্যমান বা অনুদিত, তৎক্ষণাৎ দ্বৈত-বাসনার ক্ষয় ও তৎসহকারে ভবভয় পরিহৃত হইয়া যায়, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ। (জন্ম ও মৃত্যুকথা।)

লীলা কহিলেন, দেবি! আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় এই জন্মমৃত্যুবিষয় কীর্ত্তন করুন।

দেবী কহিলেন, বৎসে! নাড়ীর গতি রুদ্ধ হইয়া, যখন জীবের প্রাণবায়ু স্পন্দনশূন্য হয়, তখন তাহার চেতনারও লোপ হইয়া থাকে। চেতন শুদ্ধ ও নিত্যস্বরূপ; কখনও উদিত বা অস্তমিত হন না। তিনি স্থাবরজঙ্গম সকল পদার্থেই নিত্য বিরাজ করেন। বায়ুর রোধ ঘটিয়া শরীরের যখন স্পন্দনব্যাপার স্থগিত হয়,তখনই তাহাকে মৃত বলে। এই মৃত দেহই জড় নামে অভিহিত হয়। শরীর শব রূপে পরিণত হইলে, প্রাণবায়ু যখন স্বীয় প্রকৃতি লাভ করে, তখন চেতনা বাসনার সহিত পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনর্জ্জন্মের মূল কারণ বাসনার সহিত মিলিত ঐ সূক্ষ্মস্বরূপ চেতনাকেই জীব বলে। এই জীব শবরূপে পরিণত হইয়া, স্বীয় বাসনানুসারে পরলোকে গমনাদি অনুভব করিলেই, ব্যবহারিগণ ঐ অবস্থায় তাঁহাকে প্রেত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ফলতঃ,আমরা যেমন জাগিয়া থাকি ও নিদ্রা যাই, জীবের জন্ম মৃত্যুও সেইরূপ।

বৎসে! প্রেত ছয় প্রকার; সামান্যপাপী, মধ্যপাপী ও স্থূলপাপী এবং সামান্য ধার্ম্মিক, মধ্যম ধার্ম্মিক ও উত্তম ধার্ম্মিক। ইহাদের মধ্যেও আবার অবান্তর ভেদ আছে; যথা,সামান্য পাপী সামান্যতর পাপী ও সামান্যতম পাপী ইত্যাদি। এই সকল পাপাত্মার মধ্যে যাহাদের হৃদয় পাষাণবৎ ও নিবিড় মোহতিমিরে আচ্ছন্ন, সেই সকল মহাপাপী সম্বৎসর যাবৎ অন্তরে মরণমূর্চ্ছা অনুভব করে। অনন্তর কালবশে জাগরিত হইয়া চিরকাল বাসনা-

১০।১১ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

ষড়-দর্শন মীমাংসা ও শঙ্করভাষ্যমতে বর্ত্তমান

রুচির অনুসারে

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও

শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বরাহনগর।

"হিন্দুসৎকর্ম্মমালা যন্ত্রে"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল।

জঠরসমুদিত অ[illegible]খ অনুভব, শত শত যোনিতে সমুদ্ভব ও বহুবিধ দুঃ[illegible]ভব ভোগ করত কদাচিৎ কথঞ্চিৎ পরিহার প্রাপ্ত[illegible] অথবা মরণানন্তর শত-সহস্র-জড়দুঃখ-সমাকুল বৃক্ষা[illegible]তিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ তদবস্থা ভোগ করে।

বৎসে! যাহারা মহাপাপী, মরণমূর্চ্ছার পর কিয়ৎকাল তাহাদের শিলাজঠরবৎ জাড্যদশা ভোগ হইয়া থাকে। পরে কালক্রমে এই দশার অবসান [illegible] অথবা তির্য্যগাদি বিবিধ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। সামান্য পাপীরা মৃত্যুর পরই পুনরায় স্বপ্নসদৃশ তাদৃশ মনুষ্যদেহ এবং তৎসহকারে উল্লিখিতরূপে জন্মমরণভোগাদি স্মৃতি অনুভব করে। বৎসে! পরমপুণ্যবান্ মহাপুরুষগণ মরণমূর্চ্ছার পর্য্যবসানেই স্বর্গীয় বিদ্যাধরীগণের অন্তঃপুর অনুভব করেন। পরে মনুষ্যলোকে পরমশ্রীসম্পন্ন সজ্জনবংশে সমুৎপন্ন হয়েন।

যাঁহারা মধ্যমধার্ম্মিক, তাঁহারা মরণানন্তর ওষধিপল্লবে সুন্দর ফল রূপে অবতরণপূর্ব্বক রেতঃশালী ব্রাহ্মণাদির হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের স্ত্রীগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তম পুণ্যাত্মারা সুশোভন উপবন ও বিচিত্র বিমান-পরম্পরায় পুনঃ পুনঃ বিহার করিয়া থাকেন। মহাপাতকিরা স্বীয় দুষ্কর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ ফলস্বরূপ শিশিরপূর্ণ গর্ত্ত, কণ্টক ও শস্ত্র সমাকুল অরণ্যাদিতে নিপতিত হয়। মধ্যম পুণ্যাত্মারা নবীনতৃণসঙ্কুল গতিসুখপ্রদ পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক যমলোকে গমন করেন। এইরূপে প্রেতগণ নানাপ্রকার কল্পিত-ব্যবহারময় আপাতপ্রকাশশীল বিশাল সংসারকে স্বর্গবৎ অনুভব করে। কিন্তু স্বরূপদৃষ্টিতে দর্শন করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র শূন্যাত্মাই সতত জাগরিত রহিয়াছেন; দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দৈর্ঘ্যাদি দ্বারা প্রকাশমান্ এই জগৎ কিছুই নহে।

বৎসে! বাসনা সকল সংসুপ্ত হইলে, জীব ফল রূপে ভুক্ত

অন্নাদি যোগে পিতৃশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক রেতোভাব প্রাপ্ত ও যোনিদ্বারে গলিত হইয়া, মাতৃশরীরে গর্ভরূপে স্থিতি করে। সেই গর্ভ প্রাক্তনকর্ম্মানুসারে সুখসৌভা[illegible] সাধু চরিত কিম্বা তদ্বিপরীত স্বভাব সম্পন্ন বালক রূপে সমুৎপন্ন হয়। অনন্তর চন্দ্রপ্রভার ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, [illegible] চঞ্চল যৌবনসীমায় পদার্পণ করে। পরে পদ্মমুখে হিমাশনিপতনবৎ জরাভারে অবসন্ন হইয়া উঠে। তদনন্তর বিবিধ ব্যাধির বশীভূত ও মরণ-মূর্চ্ছনায় পতিত হইয়া, পুনরায় বন্ধুগণের প্রদত্ত ঊর্দ্ধদেহিক পিণ্ডপ্রদ কলেবরে যমপুরে গমন করে।

অয়ি বরবর্ণিনি! দেহস্থ বাতযন্ত্র স্বগত বায়ুবশে বিচালিত হইলে, দেহকে জীবিত বলে। বৃক্ষাদির চৈতন্য থাকিলেও, তাহারা চেষ্টাশূন্য। পরাৎপর পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে এই প্রকার চেতনবিভাগস্থিতি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার বিহিত এইপ্রকার জীববিভাগকেই সংবিৎ বলে। এই সংবিদের কোন কালেই শেষ নাই। চিৎস্বরূপ পরমাত্মা বুদ্ধিতে অনুপ্রবিষ্ট ও নরদেহরূপ পুর প্রাপ্ত হইয়া, চক্ষুরাদি বুদ্ধিবৃত্তি যোগে বাহ্যজ্ঞান সঞ্চারিত করেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল স্বয়ং চেতন নহে। অথবা, সৃষ্টির কিছুই চেতন বা জীবিত নহে। একমাত্র চিৎ-সংকল্পই সমস্ত বস্তুর এইপ্রকার ব্যবস্থিতি বিধান করেন। সেই চিৎ, আকাশ হইব সংকল্প করিলে আকাশ, ভূমি সংকল্প দ্বারা ভূমি, জল সংকল্প দ্বারা জল, ফলতঃ স্থাবর সংকল্প দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম সংকল্প দ্বারা জঙ্গম স্বরূপ পরিগ্রহ করেন। এই রূপে তিনি বৃক্ষশিলাদি বিবিধ রূপে আবির্ভূত হয়েন। বস্তুগত্যা, জড় বা চেতন কিছুই নাই। সৃষ্টির আদি হইতেই জড়ের সহিত চেতনের প্রভেদ নাই। চেতনও জড় হয় আবার জড়ও চেতন হয়। এই রূপে চিৎ যখন যেরূপ সঙ্কল্প করেন, তখনই সেইরূপ হয়েন। শুদ্ধ সামাজিকস্থিতি-স্থাপনজন্য এই বৃক্ষ ও এই পর্ব্বত ইত্যাদি কল্পিত নামাদির সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন উত্তরসাগরতীরস্থ জনগণ

দক্ষিণসাগরবাসী লোকসকল আছে কি না, জানিতে না পারিয়া, আপনাদেরই অস্তিত্ব অনুভবে অবস্থিতি করে, এই সকল স্থাবর জঙ্গমও তদ্রূপ।

বৎসে! ঐ দেখ, বিদূরথ প্রাণত্যাগপূর্ব্বক সেই শবরূপী রাজা পদ্মের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন।

লীলা কহিলেন, দেবি! চলুন, আমরা ইহা দর্শন করি। দেবী কহিলেন, পরস্পরের মনোমিলন না হইলেই, সৌহার্দ্দবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব চল, গমন করি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবীর এই বাক্যে লীলার মন নির্ম্মল, সন্তাপ দূর ও জ্ঞানসূর্য্য সমুদিত হইল। ঐ সময়ে চিত্ত বিগলিত ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে, বিদূরথ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

সপ্ততিতম সর্গ (বিবিধ তত্ত্বকথা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর মূর্চ্ছাগমে চক্ষুর তারা পরিবৃত্ত, অধর শুভ্র, দেহ শুষ্ক ও জীর্ণ পর্ণবৎ বর্ণ বিশিষ্ট এবং মুখচ্ছবি মলিন হইলে, বিদূরথের প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিল। অনন্তর ভ্রমরকুজনবৎ ধ্বনি সহকারে তদীয় নিশ্বাস বহিতে লাগিল। ক্রমে চেতনাবিগমে ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধবশতঃ চিত্রন্যস্তবৎ তাঁহার অবস্থা হইল এবং প্রস্তরসমুৎকীর্ণ প্রতিমাদির ন্যায়, তাঁহার স্পন্দন স্থগিত হইয়া গেল। তখন সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু সেই রাজদেহ ত্যাগ করিয়া, দেবী স্বরসতী ও লীলার সমক্ষে আকাশে উত্থান করিল। তদ্দর্শনে তাঁহারা উভয়েই তাহার অনুসারিণী হইলেন। অনন্তর সেই জীবসংবিৎ বহুদূরভরস্থিত বহুজন্তুসমাকীর্ণ যমপুরে সমাগত হইল। তথায় প্রাণিগণের কর্ম্মফল প্রকাশিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্বথা নির্দ্দোষ জানিয়া, দূতদিগকে পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ক্ষেপণী-

যন্ত্রযোগে উপলখণ্ডের ন্যায়, দূতগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সেই জীবকলা আকাশপথে গমন করিতে লাগিলে, দেবী লীলার সহিত তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে লোক হইতে লোকান্তর অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহারা সেই জীবলেখার সহিত পদ্মপুরে সমাগত হইয়া, বাতলেখা যেমন পদ্মমধ্যে ও সুগন্ধ যেমন পবনমধ্যে, তদ্রূপ মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, সেই জীব মৃতশরীর; অতএব কিরূপে পথ জানিতে পারিলেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, জীব বাসনাসিদ্ধ; মনে করিলেই, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। বাসনাবলে তাহার অন্তরেই পথ ও অহং-ভাব প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। যেমন বীজের মধ্যে অঙ্কুর, চিতের মধ্যে ত্রৈলোক্য এবং মনের মধ্যে সমস্ত বিষয় বিরাজ করে, তদ্রূপ জীবের বাসনারমধ্যে অভীষ্ট সকল অবস্থিতি করে।

শ্রীরাম কহিলেন, যে সকল জীব পিণ্ডপ্রাপ্ত না হয়, তাহাদের কিরূপ দেহাদি হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পদার্থের সত্যতা কেবল ভাবনামাত্র। অত-এব বন্ধুরা পিণ্ডদান করুক বা না করুক, আমার পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে, এইপ্রকার বাসনা হৃদয়মধ্যে নিরূঢ় থাকিলেই, পিণ্ডভাগী হওয়া যায়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, চিত্ত যেরূপ, প্রাণি-মাত্রেই তদ্রূপ হইয়া থাকে। অতএব, মনে করিলে, নিষ্পিণ্ডও সপিণ্ড ও সপিণ্ডও নিষ্পিণ্ড হইয়া থাকে। গরুড়ের উপাসকেরা গরুড়ভাবনা দ্বারা সর্পবিষও জীর্ণ করে। আবার, ভাবনাবলে অসত্যও সত্যরূপে প্রতীত হয়; যেমন কণ্টক বিদ্ধ হইলে ভ্রান্তি-প্রযুক্ত সর্পদংশন করিয়াছে, ভাবিয়া, লোকে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই রূপে কারণব্যতীত কখন কোনরূপ ভাবনার উদয় হয় না। স্বয়ংপ্রকাশক ব্রহ্মই কেবল কারণশূন্য। নতুবা, সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেরই কারণ আছে। পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, চিৎই বাসনা-

স্বরূপ। তিনিই কার্য্য ও কারণ রূপে ভ্রান্তিবশে এই জগৎস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন।

শ্রীরাম কহিলেন, বন্ধুবর্গ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া, ধর্ম্মহীন প্রেতকে সমর্পণ করিলে, ঐ ধর্ম্ম নিষ্ফল হইবে কি না? ধর্ম্ম সমর্পণ করিলেও, আমি ধার্ম্মিক নহি, প্রেতের এইপ্রকার অসত্য বাসনা এবং আমি ধর্ম্ম দান করিতেছি, প্রদাতার এই সত্য বাসনা, ইহার মধ্যে কোন্ বাসনা বলবতী?

বশিষ্ঠ কহিলেন. প্রেতের অন্তঃকরণে ধর্ম্মবাসনা থাকিলেই, অন্যের প্রদত্ত সেই ধর্ম্মবলে অবশ্যই সে ফলভাগী হইবে। কিন্তু প্রেত নাস্তিক বা ধর্ম্মবিদ্বেষী হইলে, ফলভোগে বঞ্চিত হইবে। এই জন্য শুভাভ্যাসে যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য হইতে বাসনার উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, মহাপ্রলয়ে দেশকালাদি কিছুই থাকে না। তবে কিরূপে সৃষ্টির আদিতে বাসনার উদয় হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, যথার্থ বলিয়াছ। মহাপ্রলয়ে দেশকালাদি সহকারী কারণ সমস্ত না থাকাতে, কিছুই থাকে না, জন্মে না ও প্রস্ফুরিত হয় না। একমাত্র সচ্চিৎস্বরূপ অনাময় ব্রহ্ম বিরাজ করেন। এ বিষয় পরে বলিব। অধুনা, যাহা বলি, শ্রবণ কর।

লীলা ও সরস্বতী পদ্মভবনে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, উহা পরম শীতল, সুস্নিগ্ধ পুষ্পসংভারে আকীর্ণ, বসন্তকালবৎ শোভা সম্পন্ন এবং পরমশান্তিময় রাজকার্য্যের আধার। উহাতে রাজা পদ্মের মন্দারমাল্যাদিসংচ্ছাদিত শব ও তাহার শিরোভাগে মঙ্গলার্থক পূর্ণকুম্ভাদি বিরাজমান হইতেছে। উহার দ্বার ও গবাক্ষাদি কঠিন অর্গলে বদ্ধ ও অনাবৃত। দীপালোক নির্ব্বাপিত হওয়াতে, উহার নির্ম্মল ভিত্তি শ্যামল হইয়াছে। উহার এক পার্শ্ব নিদ্রিত লোকসকলের সমভাবে-বিনির্গত নিশ্বাসশব্দে পরিপূর্ণ। উহার সৌন্দর্য্যে পুরন্দরমন্দির ও বিরিঞ্চির পদ্মাসনশোভাও তিরস্কৃত হইয়াছে।

একসপ্ততিতম সর্গ (জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! তাঁহারা পদ্মভবনে প্রবেশ করিয়া, আপনাদের পূর্ব্বদৃষ্ট বিদূরথমহিষী সেই অপ্রবুদ্ধ লীলাকে তথায় পদ্মের পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক চামরবীজন করিতে দেখিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনি বলিয়াছেন, প্রবুদ্ধ লীলা পদ্মের অন্তঃপুরমণ্ডপে আপনার প্রাক্তন দেহ স্থাপন করিয়া, ধ্যানবলে দেবীর সমভিব্যাহারে বিদূরথগৃহে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় পদ্মগৃহে গমন করিয়াছেন। তিনি কি রূপেপুনরায় আপনার সেই প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা উহা বিনষ্ট হইয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! লীলার সেই দেহ কোথায়? উহা মরীচিকায় জলবুদ্ধির ন্যায়, ভ্রান্তিময়। একমাত্র আত্মাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং একমাত্র আত্মাই সৎ ও আনন্দস্বরূপ। তুমি যাহা দেখিতেছ, তৎসমস্তই চিন্মাত্রশরীর। জ্ঞানবলে এই লীলার যেরূপ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে, ইহার দেহও তদনুরূপে হিমবৎ গলিত হইয়াছে। ভৌতিক আত্মা শশশৃঙ্গের ন্যায়, একান্ত মিথ্যা। ভ্রমবশে সত্যের লোপ ও আশু অসত্যের উদয় হয়। আত্মা প্রবুদ্ধ বা পরমবিজ্ঞানসম্পন্ন হইলে, এই স্থূলদৃশ্য অমূলক বলিয়া প্রতীত হয়।

শ্রীরাম কহিলেন, আতিবাহিক বা সূক্ষ্মদেহ অদৃশ্য ও অবিনশ্বর হইলে, যোগিগণের আতিবাহিক দেহ কিজন্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং মৃত্যুর পর তাঁহাদের সেই দেহ কিজন্য মুক্ত না হইয়া, দৃশ্যমান হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মুক্ত না হইলে, মুক্তের অবস্থা জানিতে পারে না, চক্ষু বিকৃত হইলে সূর্য্যের আলোক অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই রূপ, লোকে বাসনাভ্রমবশতই যোগীদিগকে মৃত বা

জীবিত দর্শন করে। যোগীদেহ কখন আধিভৌতিক বা স্থূলভাববিশিষ্ট নহে। জ্ঞানের উদয় হইলে, যোগীশরীরদর্শন ভ্রমমাত্র প্রতীত হয়। বস্তুতঃ, দেহই বা কি, তাহার অস্তিত্বই বা কি এবং তাহার বিনাশই বা কি ? যাহা আছে বা ছিল, তাহা চিরকালই আছে ও ছিল। অজ্ঞানই কেবল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! যোগীদিগের স্থূলদেহই কি সূক্ষ্মদেহে পরিণত হয় ?

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে উত্তম ! আমি অনেকবার তোমাকে এবিষয়ে উপদেশ করিয়াছি। ফলতঃ, আতিবাহিক দেহই সত্য, স্থূলদেহ নামমাত্র। যাহা আতিবাহিক, তাহাই আত্মা এবং যাহা স্থূল তাহা আবরণ। তোমার গাত্রাবরণ এই বস্ত্র ছিন্ন হইলে যেমন গাত্র ছিন্ন হয় না, তদ্রূপ স্থূলের বিনাশে কখন সূক্ষ্মের বিনাশ হয় না। স্বপ্নান্তে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকলের জ্ঞান তিরোহিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের উদয়ে এই স্থূলদেহের প্রাক্তনকাঠিন্যাদি ভ্রম বিনষ্ট হয় এবং প্রাক্তন কাঠিন্য ও গুরুত্বাদি ভ্রম তিরোহিত হইলে, সেই দেহ তুলবৎ নিতান্ত লঘু ও আকাশগমনযোগ্য হইয়া থাকে। এই রূপে প্রবোধের আতিশয্যে জীবিতাবস্থাতেই যোগিগণের সূক্ষ্ম দেহ লাভ হইয়া থাকে।

বৎস্য ! যাহাদের বিবেক নাই, তাহারা পশু। তাহারা বিচার না করিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের অনুসারে ব্যবহারপরায়ণ হইয়া থাকে। অজ্ঞানবশতঃ বিচারশক্তি রহিত হইলে, কামকর্ম্মবাসনাদি কিছুরই লোপ হয় না। যেমন জাগরিত হইলে, স্বপ্নশরীর অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অন্য সন্দেহ দূরে থাক, আধিভৌতিকের কথামাত্র থাকে না।

শ্রীরাম কহিলেন, জ্ঞানের উদয়ে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুজাত কোথা যায় ?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য ! অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া, স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হয়, অন্ধকার যেমন আলোকে লীন হয় এবং স্পন্দন যেমন বায়ুতে সংমিলিত হয়, অজ্ঞান তেমনি জ্ঞানের উদয়ে বিনষ্ট

এবং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু তেমনি নির্ম্মলস্বভাব সম্বিদের অন্তর্লীন হইয়া থাকে। দ্রবত্ব যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, স্বপ্ন ও সম্বিদের ভিন্নভাবপ্রতীতি তেমনি ভ্রান্তিমাত্র। মিথ্যাজ্ঞানরূপে সমুদিত সংবিদই সংসার। এই রূপে স্বপ্নসমুদিত পদার্থ কখন সত্য নহে। সম্বিদই নিত্য ও সত্যস্বরূপ। জাগরিত হইলে, স্বপ্নপর্ব্বতাদি যেমন তৎক্ষণাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসবশে এই আধিভৌতিক তেমনি বিলম্বে বা সত্বরে শূন্যতায় পরিণত হইয়া থাকে। বৎস! এই সমস্ত দ্বৈতদৃষ্টি মোহের কল্পিত, এই জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। সমস্ত-জগৎ ইন্দ্রজালবৎ বিষম ভ্রমসমুৎপাদন করে। পণ্ডিতেরা উহাতে মুগ্ধ হন না। অপণ্ডিতেরাই মোহ ও তজ্জন্য বন্ধনঘটনা হয়।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (জন্ম ও মৃত্যুকথা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর সরস্বতী লীলাদ্বয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, আমি এই শবশয্যাশায়ী নরনাথ পদ্মের পুনর্জীবন সংঘটন করিব। এই বলিয়া তিনি পদ্মবিনির্গত গন্ধলেখার ন্যায়, সেই নৃপতির জীবকে অবরুদ্ধ করিয়া মোচন করিলেন, অনিল যেমন বংশরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তদ্বৎ সেই জীবলতা সত্বর রাজার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। তখন পদ্মের হৃদয়ে, সমুদ্রে তরঙ্গ-বৎ বাসনাশত সমুত্থিত হইল এবং তাঁহার মুখপদ্ম জীব সমাগমে, শিশিরারম্ভে পদ্মের ন্যায়, প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। লতা যেমন কালক্রমে পুষ্পসংযোগে বিকসিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় ক্রমে সরস ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। পৌর্ণমাসী শশধরবৎ পরমশোভানিলয় তদীয় বদনেন্দুর সুন্দর মরীচিমালায় সমস্ত ভুবন সমুদ্ভাসিত হইল। তিনি বসন্তকালীন লতাপল্লববৎ কনকোজ্জ্বলকান্তিসম্পন্ন স্বীয় সরস অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভুবনময় বিরাট যেরূপ স্বীয় লোচন স্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য

প্রকাশিত করেন, তিনিও তদ্রূপ সৌভাগ্যলক্ষণাক্রান্ত, একান্ত কান্ত, আলোলনির্ম্মল তারকাদ্বয় উন্মীলিত করিলেন। অনন্তর তিনি প্রফুল্ল কলেবরে বৃদ্ধিমান বিন্ধ্যপর্ব্বতবৎ সমুত্থিত হইয়া, ঘনগম্ভীর নিশ্বাস সহকারে বলিতে লাগিলেন, কে এখানে আছ? তাঁহার এই বাক্যে লীলাদ্বয় সম্মুখীনা হইয়া কহিলেন, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে। মহীপতি তাঁহাদের উভয়কে সর্ব্বাংশেই একভাববিশিষ্ট দর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা তিন জনে কে, কোথা হইতে আসিয়াছ? প্রবুদ্ধ লীলা পুরোবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পূর্ব্বমহিষী লীলা; বাক্যের সহিত অর্থ যেমন মিলিত, তদ্বৎ আপনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আছি। ইনি আমার প্রতিবিম্বস্বরূপিণী দ্বিতীয় লীলা। আর, এই দেবী ত্রিলোকজননী সরস্বতী। ইনিই আমাদিগকে ভাগ্যবলে এখানে আনিয়াছেন।

নরপতি এই বাক্যে উত্থানপূর্ব্বক দেবীর চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, আপনি সকলের কল্যাণবিধান করেন। আমি যেন আপনার প্রসাদে পরমার্থশালিনী বুদ্ধি, সুদীর্ঘ আয়ু ও ধনসমৃদ্ধি লাভ করি। দেবী তদীয় শরীরে পদ্মহস্ত প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং তুমি সর্ব্বথা নিরাপদ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে। আর তোমার রাজ্যও জনতাপূর্ণ ও রাজলক্ষ্মী নিশ্চলা হইবেন। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলে, রাত্রি প্রভাত হইল। রাজদম্পতি পদ্মের সহিত প্রবোধিত হইয়া, পরস্পর পরমানন্দে আলিঙ্গনবিনিময়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত রাজভবন আনন্দে পূর্ণ, গীত ও বাদ্য-নিনাদে প্রতিধ্বনিত, জয়শব্দে ও পুণ্যাহঘোষে সংঘোষিত এবং হৃষ্টপুষ্ট ও পরিতুষ্ট লোকসকলে পরিব্যাপ্ত হইল। অঙ্গনচত্বর অনুচরবর্গে ও পৌরজনাদিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের পুষ্পবৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ পুষ্পময় হইয়া উঠিল। হাস্তিকেরা ঊর্দ্ধহস্তে চীৎকার ও নর্ত্তকীরা উত্তাল নৃত্য আরম্ভ

করিল। মন্ত্রী, সামন্ত ও নাগরিকেরা মঙ্গলসূচক পুষ্প, লাজ ও মুক্তাদি বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দোন্মত্তা রমণীগণের সবিলাস পরিবর্ত্তনে কুণ্ডল সকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। অনবরত পাদসম্পাতে প্রফুল্ল পুষ্পকদম্ব কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল। শরৎকালীন মেঘবৎ বিস্তৃত চন্দ্রাতপে সুশোভিত সেই অজিরচত্বরে বরাঙ্গনাগণের বদনসমূহ চন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। আমাদের রাজা ও রাজ্ঞী পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন, এই কথা, গাথার ন্যায়, শত শত জনমুখে দেশে দেশে প্রবাহিত হইল।

অনন্তর নরপতি পদ্ম চতুঃসাগরসলিলে যথাবিধি স্নানানন্তর ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজগণসহায়ে অভিসিক্ত হইয়া, অমরগণকর্ত্তৃক কৃতাভিষেক দেবেন্দ্রের ন্যায়, শোভমান হইলেন। এই রূপে তিনি সরস্বতীর বরে লীলাদ্বয়সমভিব্যাহারে অষ্টাযুত বর্ষ অনিন্দিত রাজ্য ভোগ করিয়া, জীবন্মুক্তি লাভ করত, সিদ্ধসংবিৎ ও বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (সংবেদনস্বরূপনির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! দৃশ্যদোষশান্তির নিমিত্ত এই সর্ব্বদোষবিরহিত লীলোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। ইহা বিদিত হইয়া, তুমি অসৎস্বরূপ সংসারের সত্যতাবুদ্ধি পরিহার কর। এই সত্যতাবুদ্ধি ত্যাগ করিলে, যমভবনে গমন করিতে হয় না। সৌম্য! যাহা মায়া, তাহা কিছুই নহে। জগৎ এই মায়ার কার্য্য। অতএব জগতও কিছুই নহে। কেবল ভ্রমবশে ইহাতে অস্তিত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। এই আকাশ পূর্ব্বে আকাশ ছিল না এবং পরেও আকাশ থাকিবে না। অন্যান্য ভূতসম্বন্ধেও এইরূপ। অতএব ভৌতিক পদার্থমাত্রেই সত্তাশূন্য।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনার প্রসাদে অদ্য আমি বিবেক লাভ করিলাম; আমার সংসারসন্তাপ দূর হইল। আমি উপাধিশূন্য

ও নির্ব্বাণপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আমার সকল সংশয়ও বিরত হইল। ভগবন্! অধুনা কালের স্বরূপ উপদেশ করুন। লোকে যাহাকে মাসমাত্র মনে করে, তাহা কি কাহারও পক্ষে দিন এবং কাহারও পক্ষে ক্ষণমাত্র স্বরূপ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে ব্যক্তির যে কালে যে বিষয় যেরূপে অনুভূত হয়, তাহার তৎকালে তদ্বিষয়ে তদনুরূপা সত্তাপ্রবৃত্তি সঞ্চরিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা অমৃতসংবেদন দ্বারা বিষও অমৃত ও মিত্রসংবেদন দ্বারা শক্রও মিত্র হয়। চিৎ স্বভাবতঃ প্রকাশ-স্বরূপ। যে রূপে যে ভাবে প্রস্ফুরিত হন, আশু তৎস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিমেষকেও বহুকল্প বলিয়া জ্ঞান হইলে, সেই নিমেষই বহুকল্প হইয়া থাকে। আর, বহুকল্পকেও নিমেষ জ্ঞান হইলে, সেই বহুকল্পই নিমেষভাব পরিগ্রহ করে। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকে দ্বাদশ বর্ষ বোধ করিয়াছিলেন। আবার, রাজা লবণ শতবর্ষ পরমায়ুকেও একরাত্রির ন্যায় ভোগ করিয়াছিলেন। যাহাদের মন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে গাঢ় সংসক্ত, তাহাদের কি দিবা কি রাত্রি, কি জগৎ অথবা অন্যান্য পদার্থ, কিছুই নাই। তাহারা সেই চিৎ ভিন্ন আর কাহারই সত্তা দেখিতে পায় না; এমন কি আপনাদেরও অস্তিত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত শূন্য হইয়া থাকে।

বৎস! বৈরাগ্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, বিষয়াদি অতি প্রিয় বস্তুকেও কটুভাবে চিন্তা করিলে, উহার কটুত্ব বিনিষ্পন্ন হয়; আবার মধুর ভাবে চিন্তা করিলে, কটুও মধুর হয়। এই রূপে শক্রভাবে চিন্তা করিলে, মিত্রও শক্র, আবার, মিত্রভাবে চিন্তা করিলে, শক্রও মিত্র হইয়া থাকে। জগৎসম্বন্ধেও এইপ্রকার। কতিপয় ব্যক্তি কোন স্থানে গমন করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অন্যতর কহিল, ঐ প্রান্তরসীমায় ঘোটক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আর এক ব্যক্তি কহিল, ঐ তাহার লাঙ্গুল দেখা যাইতেছে। আর এক ব্যক্তি কহিল, ঐ উহার পৃষ্ঠাংশ অবলোকন কর। এই রূপে, যাহার যেরূপ বুদ্ধি ও সংবেদন, সে

তাহাই বলিতে লাগিল। অনন্তর নিকটে গিয়া দেখিল, ঘোটক নাই, একটি কাণ্ডমাত্রাবশিষ্ট শাখাপল্লবাদিশূন্য বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তখন সকলের ভ্রম নিরাকৃত হইল। এইরূপে যে বস্তু মিথ্যা, তাহাকে যে যেরূপে ভাবে, সে তাহাই দেখিয়া থাকে। জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। অর্থাৎ জগৎ কিছুই নহে। নৌকাপথে গমনসময়ে তীরবর্ত্তী বৃক্ষাদিকেও যে চলমান বোধ হয়, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। সংবেদনই ঐরূপ ভ্রমের কারণ। যাহাদের সংবেদনভ্রম নাই, তাহাদের কখনও অসত্যকে ঐ রূপে সত্য বোধ হয় না। সংবেদনবলে শূন্য ও পূর্ণবৎ প্রতীয়মান এবং লোহিতও শ্বেত রূপে আভাসমান হইয়া থাকে। অনেক বালক সংবেদনবলে উৎসবকালেও আপদ্‌বৎ বিলাপ ও ক্রন্দন করে। সংবেদনবলে অসৎ যক্ষও মূঢ়দিগের প্রাণ বিনাশ করে এবং স্বপ্ন বনিতাও প্রকৃত বনিতার ন্যায়, রতি সমুৎপাদন করে। এই রূপে অভ্যাস যে যে রূপে সমাগত হয়, সেই সেই রূপেই স্থির ভাব ধারণ করে। ফলতঃ, জগৎ মায়া ভিন্ন কিছুরই নহে। বসন্তকালে তৃণগুল্মাদিযুক্ত রস যেমন পুষ্পাদি রূপে আবির্ভূত হয়, সৃষ্টির আদিতে এই স্বর্গও তদ্রূপ পরম পদে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কনকের অভ্যন্তরে দ্রবত্বের ন্যায়, এই সৃষ্টি অব্যক্তস্বরূপ পরম পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেহীর দেহ হইতে অঙ্গাদি যেমন ভিন্ন নহে, জগৎ ও ব্রহ্মে তেমনি প্রভেদ নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিদূরথের মন্ত্রী ও পৌরগণের একাকৃতি হইবার কারণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রদীপ হইতে প্রদীপ ও বায়ু হইতে বায়ু যেমন উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার সম্বিদই নিয়তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য, একাকৃতি হওয়া অসম্ভব ঘটনা নহে।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। (ব্রহ্মনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সংবিদই ব্রহ্ম। শব্দ, অর্থ ও দৃশ্যাদি কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। কটক ও হেম এবং জল ও তরঙ্গ এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। আবার, কটকাদি যেমন হেমময়; কিন্তু হেম, কটক নহে; তদ্রূপ জগৎ ঈশ্বরময়, কিন্তু ঈশ্বর জগৎ নহেন। কেননা, ব্রহ্ম নিরবয়ব। নিরবয়বে সাবয়বের স্থিতি সম্ভব নহে।

বৎস! সম্বিৎস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় মনস্বরূপ চিন্মাত্রময় সৃষ্টি অনুভব করিলে, মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। পরে তিনি শব্দ তন্মাত্র সংকল্প দ্বারা আকাশরূপে আবির্ভূত হয়েন। পরে সেই আকাশরূপী ব্রহ্ম স্পর্শতন্মাত্র ভাবনা দ্বারা আত্মাতে বায়ুত্ব অনুভব করেন। অনন্তর রূপতন্মাত্র সংস্কার দ্বারা তেজ রূপে প্রকাশিত হয়েন। অনন্তর সেই তেজঃস্বরূপ ব্রহ্ম রসতন্মাত্র সংকল্প দ্বারা জল রূপে আবির্ভূত হয়েন। অনন্তর সেই জলরূপী ব্রহ্ম গন্ধতন্মাত্র দ্বারা আত্মাতে পৃথিবীত্ব অনুভব করিয়া, পৃথিবী রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সেই ব্রহ্ম শুদ্ধস্বরূপ, সৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, স্বাধিষ্ঠিত, নিরাময়, নিরাধার এবং স্বীয় অন্তস্থ দৃশ্য ও প্রলয়স্বরূপ। তিনি সৎ, সন্ময়, সর্গ ও বিসর্গস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ অপবর্গমূর্ত্তি। তিনি চিৎস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। এইজন্য ইচ্ছানুসারে সকল প্রকারেই অনুভূত হইয়া থাকেন। এইজন্যই পণ্ডিতগণ এই জগৎকে তদীয় অনুভবস্বরূপ চিদ্‌বিলাস ভিন্ন আর কিছুই বলেন না।

অধিক কি, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাকার, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তিনি কখন চিৎশক্তি, কখন জড়শক্তি ও কখন উল্লাসশক্তি রূপে প্রকাশিত হয়েন; এবং কখনও বা কোনরূপ বস্তু রূপে প্রতিভাত হয়েন না। পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, তদীয় শক্তি বহু রূপে ও বহু প্রকারে প্রকাশিত

হয়েন। নিয়তি তাঁহার অন্যতর শক্তি। এই শক্তিকে কেহ মহাসত্য, কেহ মহাচিতি, কেহ মহাশক্তি, কেহ মহাদৃষ্টি, কেহ মহাক্রিয়া, কেহ মহোদ্ভব, কেহ মহাস্পন্দ এবং কেহ বা মহাবিভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার, কেহ কেহ ইহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলেন। ব্রহ্ম এই নিয়তিবশেই দেব, মনুষ্য ও তরুগুল্মাদি রূপে আবির্ভূত হইয়া, প্রলয়পর্য্যন্ত প্রস্ফুরিত হন, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ (চিৎসাধন)।

যাহার প্রভাবে নিশ্চেষ্ট ব্রহ্মের চেষ্টা সম্পন্ন ও জীবের চৈতন্য সমুৎপাদিত হয়, তাহার নাম চিৎ। চিৎ অব্যক্তস্বরূপ। উহার নাম নাই, রূপ নাই, এবং নিকৃষ্ট উপাধি নাই। যাহারা চিৎসিদ্ধ, তাহারাই জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কোন দেবতাই থাকিবে না। কালবশে সকলেরই লয় হইবে, একমাত্র চিৎ অবশিষ্ট থাকিবেন। পণ্ডিতেরা এইজন্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বাধার চিতের উপাসনা করিতে উপদেশ করেন। হরি হর ব্রহ্মার আরাধনা চিদারাধনার প্রথম সোপান। যাঁহারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহায়ে বিষয়বিরত হইয়া, চিৎকে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত জয়শালী। কোন কালেই তাঁহাদের বিনাশ নাই!

ষট সপ্ততিতম সর্গ (সৃষ্টিস্বরূপনির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্ম শুদ্ধচিন্মাত্র, আনন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, স্বচ্ছ, আদ্যন্তরহিত, সর্ব্বগ, সকলের ঈশ্বর, অখণ্ড, অদ্বিতীয় ও অব্যয়স্বরূপ। পণ্ডিতগণও সেই শুদ্ধ সত্য শান্তস্বরূপ পরম পদের নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। ব্রহ্মের স্বাভাবিক স্পন্দনরূপ

চৈতন্যময় সত্তাই মুক্তি পর্য্যন্ত জীব নামে অভিহিত হন। নির্ব্বাত প্রদীপের স্বল্পমাত্র প্রস্ফুরণবৎ ব্রহ্মের স্বল্পমাত্র প্রস্ফুরণকেই জীব বলিয়া অবগত হইবে। আত্মার এই জীবভাব তুষারাদির শৈত্যাদির ন্যায়, স্বভাবসিদ্ধ। ইন্ধনাদি দ্বারা অগ্নি যেমন প্রোদ্দীপিত হয়, ব্রহ্ম তেমনি বাসনাদার্ঢ্য সহায়ে অহন্তাব প্রাপ্ত হয়েন। এই অহংভাব সঙ্কল্প দ্বারা দেশকালাদি রূপে আবির্ভূত ও চিত্ত, জীব, মন, মায়া ও প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। এই অহংভাবের সংকল্পাত্মক চিত্তকেই মনস্তত্ত্ব বলে। এই মনস্তত্ত্ব হইতে, ভূতপ্রপঞ্চ ও ভূতপ্রপঞ্চ হইতে দেব, মানুষ ও রাক্ষসাদি বিবিধ দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ, প্রজাপতির ভাবনাত্মক তেজস্কণরূপ এই চিত্ত স্বীয় সংকল্পানুসারে সকলপ্রকার রূপই ধারণ করিতে পারেন। ইনিই কারণ ও ইনিই কার্য্য রূপে সংসার বিস্তৃত করেন। ইহাঁর নাম হিরণ্যগর্ভ জীব। জীবের কর্ম্মকে চিৎস্পন্দন বলে। এই কর্ম্মই শুভাশুভলক্ষণ চিত্ত এবং এই কর্ম্মই দৈব। এই রূপে বৃক্ষ হইতে পুষ্পবৎ, প্রজাপতি হইতে ভুবন-সমূহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে।

ব্রহ্মকে পরমকারণ বলে। মন সেই পরমকারণ হইতে উৎপন্ন ও তদাত্মক দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই দৃশ্যমান বিশ্বের প্রকাশ-স্থানীয় হয়। এই রূপে ব্রহ্ম, জীব, মন, মায়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জগৎ ইত্যাদি পরস্পর অভিন্ন। অসম্যগ্‌দর্শীরা যেমন স্থাণুকে পুরুষ বোধ করে, তদ্রূপ মনের শক্তিপ্রযুক্তই অসৎ সৎজগৎ রূপে প্রতীত হয়। এই চিত্ত হইতে জীব, জীব হইতে অহংভাব, অহং হইতে চিত্ততা, চিত্ততা হইতে ইন্দ্রিয়াদি. ইন্দ্রিয়াদি হইতে দেহাদিভ্রম, ভ্রম হইতে আমি আমার ইত্যাদি অভিমানরূপ মোহ এবং তন্মাত্র হইতে কর্ম্মমূল দেহ, কর্ম্ম ও কর্ম্মানুযায়ী মোক্ষ, বন্ধন, স্বর্গ ও নরকাদি কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জীব, জীব ও চিত্ত এবং দেহ ও কর্ম্ম সমুদায়ই অভিন্ন। কর্ম্ম ভিন্ন দেহ নাই ও চিত্ত নাই এবং চিত্ত ভিন্ন জীব নাই ও জীব ভিন্ন চিৎ নাই।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ (আত্মনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ উৎপন্ন হয়, পরমাত্মা তেমনি একাকীই বিবিধ রূপে সমুদ্ভূত হয়েন। যাহারা বিচার দ্বারা পরমাত্মার এই প্রকার সত্যতা পরিকলনপূর্ব্বক জগতের অসত্যভাব অবগত হয়, তাহা-দিগকে শোক করিতে হয় না। যেমন কদলীতরু পত্র ভিন্ন কিছুই নহে, জগৎ তেমনি ভ্রম ভিন্ন কিছুই নহে। মদ্যপান করিলে যেমন মত্ততাবশে আকাশেও জলভ্রম সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মোহবশেই এই সংসারভ্রম প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। দৃষ্টি তিমিরদূষিত হইলে, যেমন চন্দ্রের দ্বিত্ব অনুভূত হয়, তদ্রূপ চিৎ ভ্রান্তিজননী শক্তির বশীভূতা হইলে, পরমাত্মাতে সংসারভ্রম হইয়া থাকে। চিৎ দ্বিত্বভাব অনুভব করিলেই একত্বে দ্বিত্বভ্রম সমুৎপন্ন হয়; ইহার বৈপরীত্যে বিপরীত হইয়া থাকে। লোকে সমাধিস্থ হউক বা ব্যবহারনিরতই হউক, পরমাত্মাতে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চল হইলেই, জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হয়। চিৎ মায়ার বশীভূত হইলেই, আমি জন্মিয়াছি, আমি মরিয়াছি, এইপ্রকার ভ্রমে পতিত হয়। রজ্জুতে যে সর্পভ্রমের আভাস হয়, তাহারই নাম অবিদ্যাভ্রম। সংবিৎপ্রভাবে সংসারকে রজ্জুসর্পবৎ অলীক বোধ হইলেই, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলে, শান্তি সমুৎপন্ন হয়। বাসনাময়ী চিৎ পরিহার করিলেই, তুমি এই মুহূর্ত্তেই মুক্ত হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ, সংসারভ্রম তিরোহিত হয়। অভিলষণীয় বস্তু পরিহার করিলেই, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই রূপে মুক্তিলাভ দুষ্কর নহে। দেখ, মহাত্মারা প্রাণকেও তৃণবৎ পরিহার করেন। অতএব তুমি সামান্য অভীষ্ট ত্যাগে কেনই না সমর্থ হইবে? পরমাত্মার যে জন্মাদি বিকার নাই, তাহা, এই সম্মুখবর্ত্তী পুরাদির ন্যায়, প্রত্যক্ষ। অজ্ঞেরাই পরমাত্মাকে জগৎরূপে প্রতিভাত বোধ করে। যাহারা

পরমাত্মাকে বিদিত, তাহাদেরই মোক্ষ ও সিদ্ধি লাভ হয় এবং যাহারা অবিদিত, তাহারাই সংসারবন্ধনে পতিত ও বিবিধ যন্ত্রণায় অভিভূত হয়।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ (বিবিধ তত্ত্বকথা)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! দৈব, কর্ম্ম ও কারণ কাহাকে বলে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিৎ স্পন্দ ও অস্পন্দ এই দ্বিবিধ স্বভাবসম্পন্ন। তন্মধ্যে তাঁহার স্পন্দ দ্বারা সৃষ্টি ও অস্পন্দ দ্বারা প্রলয় সংঘটিত হয়। অবিদ্যারূপী চিৎকে স্পন্দনশীল এবং বিদ্যারূপী চিৎকে নিস্পন্দ বলে। চিতের স্পন্দনই সৃষ্টি এবং অস্পন্দনই শাশ্বত ব্রহ্ম। এই চিৎস্পন্দনই জীবের কার্য্য ও কারণ। এবং সংসারের বীজস্বরূপ। দ্বৈতভাবাপন্ন চিত্তের সংকল্প দ্বারা দেহাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল দেহবিশিষ্ট জীবের মধ্যে কেহ বহুকাল-পরে মুক্ত, কেহ সহস্র জন্মে ও কেহ বা এক জন্মেই মুক্ত হয়েন।

এই চিৎ অন্নরসাদি বিবিধ কারণের সহিত স্বভাবতঃ মিলিত হইয়া, শুক্রাদি রূপে পিতৃদেহ হইতে নির্গত এবং যথাক্রমে স্বর্গ, অপবর্গ, নরক ও বন্ধাদির কারণস্বরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়েন। মথুরাপতি লবণের শ্বপচসংভ্রমবৎ চিত্ত এই জগৎস্থিতি অনুভব করে। দৃশ্যজাল কেবল মনোমাত্র। মনেই জগৎ প্রস্ফুরিত হয়। বৎস! চিত্তই সংবিদ্‌যোগে বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও মায়াদি বিবিধ নামযুক্ত জীবসংকল্পময় মন রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। পরে মন হইতে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, আপাতসত্যবৎ প্রতীয়মান অসৎ জগৎ বিস্তৃত হইয়া থাকে। বৎস! তুমি এই সংসারকে জাগ্রৎ, অহঙ্কারকে স্বপ্ন, চিত্তকে সুষুপ্তি ও চিন্মাত্রকে তুরীয় বলিয়া অবধারণ করিবে। অত্যন্ত শুদ্ধ সন্মাত্র নিরাময় ব্রহ্মকেই তুর্য্যাতীত পদ বলে। এই পদ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় শোক করিতে হয় না। নির্ম্মল আকাশে অসৎ মুক্তামালাবৎ, এই জগৎ সেই পরম পদেই

সমুদিত ও সংহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং, এই জগৎ কিছুই নহে এবং পরম পদেও নাই।

আদর্শ যেমন সান্নিধ্যবশতঃ প্রতিবিম্বের কারণ, চিত্তও তদ্রূপ অর্থবেদনের কারণ। যেমন বীজ, অঙ্কুর ও পত্রাদি ক্রমে ফলের উৎপত্তি, তদ্রূপ চিৎ, চিত্ত ও জীবাদিক্রমে মনের জন্ম। যেমন জীবযুক্ত জলবিন্দু বৃক্ষাদিতে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক বীজভাবে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ চিৎ চিত্তাদি ভাবে পরিণত হয়েন। জানিয়া হউক, বা, না জানিয়া হউক, যদিও বীজ ও তরুতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ কল্পিত হয়, কিন্তু জগৎ ও ব্রহ্মে কোন ভেদই নাই।

বৎস! জাত বস্তুমাত্রেই অলীক এবং এই অলীকই বর্দ্ধিত, আস্বাদিত ও অন্তর্হিত হইতেছে। ব্রহ্ম শুদ্ধ, সর্ব্বগ, আনন্দময়, অদ্বিতীয় ও একমাত্রস্বরূপ। অজ্ঞানপ্রযুক্তই লোকে তাঁহাকে অশুদ্ধ; অসৎ অনেক ও অসর্ব্বগ বিবেচনা করে।

যেমন সলিলে তরঙ্গকল্পনা দ্বারা সলিল ও তরঙ্গ পরস্পর পৃথক্‌স্বরূপে প্রস্ফুরিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম স্বয়ং আত্মা দ্বারা পৃথগাত্মা রূপে কল্পিত হয়েন। এই কল্পিত আত্মাই মন ও মন হইতেই অহম্ভাবের উৎপত্তি। মন ও অহঙ্কার দ্বারা স্মৃতি এবং মন, অহঙ্কার ও স্মৃতি দ্বারা ভূততন্মাত্র কল্পিত হইয়া থাকে।

ঊনাশীতিতম সর্গ (বিসূচিকারোগনাশন মন্ত্র)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অধুনা আমি রাক্ষসীর কথিত মহাপ্রশ্নসংবলিত সুবিখ্যাত প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি অবধান কর।

হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে কর্কটীনাম্নী এক ভয়ঙ্করী নিশাচরী বাস করিত। তাহার অপর নাম বিসূচিকা। সে সাক্ষাৎ মৃত্যু, ভয়, শঙ্কা ও সন্দেহস্বরূপ। তাহার শরীর শুষ্ক, কৃশ, কজ্জলবর্ণ ও বিন্ধ্যাটবীবৎ বিস্তৃত; নয়ন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত; কেশপাশ

অন্ধকারবর্ণ, অত্যুর্দ্ধ ও সর্ব্বদাই সমুত্থিত; উত্তরীয় পয়োধর সদৃশ, জানুযুগল তমালতরুবৎ বিশাল; নখপংক্তি সূর্পাগ্রসদৃশ বিস্তীর্ণ; গলদেশে কঙ্কালরূপ পুষ্পমাল্য লম্বিত; বর্ণ কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীবৎ ঘোরায়িত; উদর ও মুখবিবর পাতালবৎ গভীর ও গুহাবৎ ভয়াবহ; জিহ্বা বাড়বানলশিখাবৎ প্রদীপ্ত এবং হাস্যকালে তাহার মুখ হইতে ভস্মনীহার ধূমরাশি বিনির্গত হইত। রাশি রাশি ভক্ষণ করিয়াও, তাহার জঠরানল কিছুতেই তৃপ্ত হইত না।

একদা সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিল, আমি যদি পৃথিবীর যাবতীয় লোককে নিশ্বাসসহকারে অনবরত ভক্ষণ করিতে পাই, তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু লোকসকল মন্ত্র, ঔষধি, নীতি, দান ও দেবপূজাদি দ্বারা সর্ব্বদা যেরূপ সুরক্ষিত, তাহাতে, সকলকে এককালে ভক্ষণ করা দুঃসাধ্য। শুনিয়াছি, তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। এই প্রকার চিন্তানন্তর সে হিমাচলশিখরে একপদে দণ্ডয়মান হইয়া, পাষাণবৎ অবলীলাক্রমে শীতাতপ সহ্য করিয়া অতিমাত্র কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার কৃশ দেহ আরও কৃশ ও ত্বক্ লম্বমান হইয়া পড়িল।

এই রূপে অত্যুগ্র তপস্যায় সহস্র বৎসর অতীত হইলে, পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়া, বরদানার্থ তথায় সমাগত হইলেন এবং কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

রাক্ষসী কহিল, হে ভূত-ভব্য-ভবৎ-প্রভু! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দিন, আমি যেন লৌহময়ী সূচী ও অলৌহময়ী জীবসূচিকা ব্যাধি হইতে পারি। হে দেব! ক্ষুধা-নাশই পরম সুখ। এই উপায়ে জগৎ গ্রাস করিয়া, আমার এই দারুণ ক্ষুধা ক্রমে নিবৃত্তি পাইবে।

পিতামহ তথাস্তু বলিয়া, বরদানান্তে পুনরায় কহিলেন, অয়ি সূচিকে! তুমি বিবিধ উপসর্গবিশিষ্ট বিসূচিকানামধেয় ব্যাধি

হইবে। এবং যাহারা অপরিমিত ভোজন, অশুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, দুর্দ্দেশে অধিবসতিস্থাপন, দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্তি বিধান করিবে, তাহাদিগকে দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম মায়াবলে বিনাশ করিবে। অধিক কি, তুমি বাতলেখারূপে প্রাণবায়ুযোগে তাহাদের অপান হইতে হৃদয়পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া, প্লীহা সমুৎপাদন ও বস্তিশিরাদি নিপীড়ন করিবে। এই রূপে সগুণ নির্গুণ সকলকেই আক্রমণ করিতে পারিবে। তন্মধ্যে সগুণ ব্যক্তিরা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে চিকিৎসিত হইলে, আরোগ্য পাইবে।

মন্ত্র যথা—ওং হ্রীং হ্রাং রীং রাং বিষ্ণুশক্তয়ে নমঃ। ওং নমো ভগবতি বিষ্ণুশক্তিমেনাং ওং হর হর নয় নয় পচ পচ মথ মথ উৎসাদয় উৎসাদয় দূরে কুরু স্বাহা। হিমবন্তং গচ্ছ জীব সঃ সঃ সং। চন্দ্রমণ্ডলগতোসি স্বাহা।

মন্ত্রী পুরুষ স্বীয় বামকরতলে এই প্রকার মন্ত্র লিখিয়া সংযতচিত্তে সেই বামহস্ত দ্বারা রোগীকে মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর রোগী জরামরণাদি সর্ব্বব্যাধি বিনির্ম্মুক্ত ও অমৃতগর্ভে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কর্কটীনাম্নী বিসূচিকাও হিমালয়ে পলায়ন করিয়াছে, এইপ্রকার চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতেই বিসূচিকার ক্ষয় হইবে।

এই বলিয়া পিতামহ স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

অশীতিতম সর্গ (বুদ্ধির দোষে বর ও শাপ হয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! বরলাভান্তে সেই রাক্ষসীর আকাশপাতালব্যাপ্ত বিশাল শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া, সূচীর আকার ধারণ করিল। এই রূপে সূক্ষ্মসূচীত্বপরিগ্রহপূর্ব্বক ব্যোমবিহারিণী লৌহসূচিকা ও ব্যামাকৃতি জীবসূচিকা ব্যাধি হইয়া, মহাভূত, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ, কাম ও কর্ম্মসমূহাত্মক দেহ দ্বারা বিচালিত হইতে লাগিল। উহাতে বাস্তবিক লৌহের

সম্পর্ক ছিল না। ভ্রান্তিবশতই লৌহসূচীবৎ দৃশ্যমান হইতে লাগিল। উহার যে নয়নদ্বয় পূর্ব্বে প্রজ্বলিত দীপবৎ প্রতীত হইত, অধুনা সূচীত্ববশাৎ উহা অদৃশ্যভাব ধারণ করিল। বাহ্যসঞ্চার-কৌতুকবশতঃ উহার সুষুম্নানাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ঊর্দ্ধে সূর্য্য-মণ্ডলাভিমুখে গমনোদ্যত হইল। সে অলৌহসূচী হইয়া, বৌদ্ধ-গণের বিজ্ঞানবৎ, লোকের অলক্ষিতে বিচরণ করিতে লাগিল।

বৎস! সংসারগ্রাসার্থই রাক্ষসী এইপ্রকার সূচীস্বরূপা হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ দেহ তাহার অশ্রদ্ধেয় বোধ হইতে লাগিল। ভাবিল এইপ্রকার নিরুদর সূচীত্ব পরিগ্রহ করিয়া, আমি অতি মূর্খের কার্য্য করিয়াছি। বৎস! অনর্থবুদ্ধি জীব পূর্ব্বাপরপর্য্যা-লোচনাপরিশূন্য হইয়া থাকে। এবিষয়ে রাক্ষসী দৃষ্টান্ত। হায়! যাহারা এক বস্তুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, তাহাদের কি দুর্গতি! তাহারা অজ্ঞানবশতঃ আপনাদের বিনাশকেও, সুখের নিমিত্ত বোধ করে! দেখ, সূচী হইয়া, পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলেও, রাক্ষসী অসুখ বোধ করে নাই। যাহা হউক, সে ঐরূপ দেহদ্বয়-সাহায্যে প্রাণীদেহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের হিংসা করিয়া, দশ দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

বৎস! যে যাহা সংকল্প করে, তাহার তাই ঘটিয়া থাকে। রাক্ষসী সূচী হইব মনে করিয়া, সূচী হইল। ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবগণ ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বস্তুরও অভিলাষী হয়। দেখ, রাক্ষসী তপস্যা করিয়া সূচীরূপ তুচ্ছ শরীর পরিগ্রহ করিল। পুণ্যশরীর প্রাপ্ত হইলেও, জাতিস্বভাবের কদাচ ধ্বংস হয় না; তপস্যা করিয়া শরীর পবিত্র হইলেও, রাক্ষসী লোকহিংসারূপ স্বীয় জাতিস্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বৎস! সেই জীবসূচী অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর সহায়ে বিবশাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ ও বিপুলাঙ্গ জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিসূচিকাব্যাধি এবং স্বস্থ ও সুধীদিগের অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্লক্ষ্য দুর্বুদ্ধিরূপ অন্তর্বিসূচিকামূর্ত্তি ধারণ করিল। সে তদবস্থায় কখন ইচ্ছামতে তৃপ্তিভোগ করিতে লাগিল এবং কখন বা পুণ্য,

মন্ত্র, ঔষধ ও তপস্যাদি দ্বারা প্রতিহত হইয়া, শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিল।

এই রূপে সে কখন পার্থিব রজোরাশিতে, কখন আকাশস্থ প্রভাগধ্যে, কখন লোকের হস্তাঙ্গুলিতে, কখন বস্ত্রস্থিত সূত্রমধ্যে, কখন ঊর্দ্ধশ্বাসবিধানপূর্ব্বক পীড়িতগণের দেহে, কখন ব্যভিচারাদি দোষাক্রান্ত উপস্থেন্দ্রিয়ে, কখন অন্তস্থ স্নায়ুতে, কখন হস্তপদাদির রুক্ষ রেখাবলয়ে, কখন সূক্ষ্ম রোমকূপে, কখন সৌভাগ্যহীন ও কান্তিহীন ব্যক্তিগণের অন্তরে, কখন দুর্গন্ধি তৃণক্ষেত্রে, কখন আত্মনিষ্ঠাবিবর্জ্জিত প্রদেশে, কখন অপবিত্রবসন ব্যক্তিগণের সঞ্চারক্ষেত্রে, কখন বায়সাদির বিশ্রামকোটরে, কখন স্থাণুমধ্যে, কখন ঘনীভূত নীহারপটলে, কখন লোকের বিদীর্ণ অঙ্গুলাদির ব্রণগর্ত্তে, কখন পুরুষের পদচিহ্নে, কখন অরণ্যে কখন বল্মীকে, কখন পর্ব্বতে, কখন মরুতে, কখন রসহীন সৌন্দর্য্যহীন জীর্ণপর্ণ-সমাকীর্ণ দুর্গন্ধি পল্বলমধ্যে এবং কখন বা বিবিধ বিচিত্র বসনভূষিত পত্তনে অবস্থান ও ভ্রমণ করিতে লাগিল। বহুকাল বহু স্থানে অনিয়ত ভ্রমণ করিয়া, সে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল।

সৌম্য! পথিমধ্যে পরিক্ষিপ্ত বস্ত্র ও ভাণ্ড সকল তাহার অলঙ্কার হইয়াছিল। সে লোকের জরাজীর্ণ কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিত। একমাত্র বেধনই তাহার কার্য্য হইয়াছিল। সে অতি নির্দ্দয়ভাবে ক্ষীণদিগকে বিদ্ধ করিত। দুরাত্মাদের স্বভাব এই, পুণ্যকার্য্য করিয়াও পরিতাপ করে। এইজন্য, সে তপস্যা করিয়া যে ক্ষীণ দেহ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য অতিমাত্র অনুতপ্তা হইয়াছিল। দুরাত্মারা অদৃশ্যমুখেই লোকের মর্ম্ম বিদ্ধ করে। এই রাক্ষসী তাহার নিদর্শন। দুর্জ্জনদিগের তপস্যা, পরের হিংসা জন্য। সে যে তপস্যা করে, পরপীড়নই তাহার উদ্দেশ্য। মূর্খের নিকট গুণাগুণবিচার নাই। ইহাই দেখাইবার জন্য সে সাধু অসাধু সকলকেই অবিচারিত চিত্তে বিদ্ধ করিত।

এই রূপে সেই সূচী কখন প্রাণ ও অপান বায়ুপ্রবাহে অবস্থান-

পূর্ব্বক লোকের হৃদয়ে বিচরণ করিত। কখন সমান, উদান ও ব্যান বায়ুর প্রবাহে অধিষ্ঠিত হইয়া, ব্যাধি উৎপাদন ও সর্ব্বাঙ্গে রস সঞ্চারণ করিত। কখন শূলরোগাত্মক বায়ুতে প্রবেশ ও লোকের হৃৎকণ্ঠে গমন করিয়া, তাহাদের বিবর্ণতা সংঘটন ও উন্মাদ সমুৎপাদন করিত। কখন লোকের পাদমধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ত পান করিত। কখন লৌহসূচী হইয়া, বালকের হস্ত বিদ্ধ করিত। যাহারা নীচপ্রকৃতি, তাহারা উৎসব অপেক্ষা কলহে অধিকতর সুখ অনুভব করে। এই জন্য, পর হিংসায় কোনপ্রকার ইষ্টাপত্তি না থাকিলেও, সে অনর্থক পরপীড়ন করিয়া. সুখিনী হইত। কৃপণেরা অর্দ্ধমাত্র কপর্দ্দককেও বহুমূল্য ভাবিয়া থাকে। এইজন্য কণামাত্র রক্তপান নিমিত্তও সে অবলীলাক্রমে প্রাণিহিংসা করিত। লোকের অহংকার স্বভাবতঃ অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। এইজন্য সে স্বজাতিসমুচিত পরহিংসাভিমান ত্যাগ করিতে পারে নাই। হায় কি আশ্চর্য্য! মূঢ়েরা স্বার্থ-বোধে অস্বার্থেও প্রবৃত্ত হয়; তজ্জন্য তাহাদের লজ্জাবোধ হয় না। এই জন্য রাক্ষসী মোহবশে লোকবিনাশে ব্যর্থ বাসনা করিয়াছিল। যে কোনরূপে পরের হিংসা করিতে পারিলেই দুর্জ্জনেরা সন্তুষ্ট হয়। রাক্ষসীর স্বভাব তদ্রূপ হইয়াছিল।

বাল্মীকি কহিলেন, বশিষ্ঠ মহাশয় এইরূপ উপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলশেখর আশ্রয় করিলেন। তদ্দর্শনে সভাগত ব্যক্তিগণ পরস্পর অভিবাদনানন্তর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সকলে পরদিন প্রভাতে পূর্ব্ববৎ একত্র সমবেত হইলেন।

একাশীতিতম সর্গ (পাপের সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ)

বশিষ্ঠ কহিলেন, এইরূপ অনবরত প্রাণিহিংসা করিয়াও রাক্ষসীর তৃপ্তি হইল না। তখন সে খিন্ন চিত্তে কহিতে লাগিল,

হায়, কি কষ্ট! সূক্ষ্ম হইয়া আমার সকল শক্তি নষ্ট হইল! আর আমি পূর্ব্বের ন্যায় গ্রাস করিতে পারি না। আমার সেই কাল-মেঘসদৃশ বিশাল দেহ শীর্ণ হইয়াছে। হায়, আমি হত হইলাম, নিরাশ্রয় হইলাম! আমার মাতা পিতা বন্ধুবান্ধব কেহই নাই। আমি নানাস্থানী ও নানাশ্রয়ী হইয়াছি। পাপ করিলে বুঝি এই রূপই হইয়া থাকে! মরণাভিলাষিণী হইলেও, মৃত্যু আমায় আক্রমণ করিতেছে না! আমি মূর্খতা বশতই দেহ ত্যাগ করিয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইয়াছি। বুঝিলাম, মনের দোষেই লোকের লাঞ্ছনা ও দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে। আমার দুঃখের অবধি নাই। আমি না বুঝিয়াই নিরুদর হইয়াছি। বুদ্ধির দোষেই আমাকে পরের গলগ্রহ ও অধীন হইতে হইল। তপস্যা দ্বারা যাহার শান্তি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আমার ভাগ্যদোষে সেই সর্ব্বনাশই ভীষণ বেতালবৎ প্রাদুর্ভূত হইল। আমি এখন বুদ্ধিদোষে কীট অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইয়াছি, আর আমার উদ্ধার নাই।

বুঝিলাম, পাপ সাক্ষাৎ নরক। বিধাতা হস্তে হস্তেই তাহার ফল প্রদান করেন। পাপের সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্ত, প্রতিফল বা শাস্তি অনুতাপ বা আত্মগ্লানি। আমি যদি তপস্যা না করিতাম, তাহা হইলে, এরূপ ক্ষীণ দেহ হইতাম না। বুঝিলাম, দুর্ব্বুদ্ধিতে কোন কার্য্য করিলে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার বিষম ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন মতেই ইহার অন্যথা হয় না। অতঃপর লোকে আমার দৃষ্টান্তে শিক্ষা করুক, যে, পাপ করিলে, তাহার শাস্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিবিধেয় এবং দুর্ব্বুদ্ধিতে পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, পাপ অপেক্ষাও তাহাতে মহা অনিষ্ট সংঘটন হয়।

হায়, আমার সেই দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ হস্ত, দীর্ঘ পদ, সেই সকলেরই কি এই দশা! হায়, আমার যে দেহে আকাশ পাতাল পর্য্যাপ্ত হইত না, সেই দেহ এখন কীটাণুবৎ অদৃশ্য ভাবে পরিণত হইল! অথবা, পাপ করিলে, লোকের বল, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য ও দেহ

প্রভৃতির এইপ্রকার অণুবৎ ক্ষীণ হইয়া থাকে। বিধিকৃত এই নিয়তির কোন অংশেই পরিহার নাই।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ　(পাপ, পুণ্য ও তপস্যার পরিচয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পাপজনিত অনুতাপের পার নাই। উহাতে আত্মা অহরহ দগ্ধ হইয়া থাকে। যাহারা পাপ করে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই, জানিতে পারিবে, পাপজনিত অবশ্যম্ভাবী অনুতাপের প্রভাব কিরূপ। উহা বিনা অগ্নিতেও দগ্ধ করে, এরূপ দগ্ধ করে যে, সহজে তাহার শান্তি হয় না। অগ্নি জল পাইলে নির্ব্বাণ হয়; কিন্তু অনুতাপরূপ দহন সলিলসেকেও নিবৃত্ত হয় না।

পাপে ও নরকে কোন বিশেষ নাই। কেননা, নরকে ও পাপে সমান যন্ত্রণা। পাপ করিলে, ইহকাল পরকাল এবং ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়, আত্মপথ ভ্রষ্ট হয়, আত্মা দূষিত ও তজ্জন্য পরমাত্মা রোষিত হন এবং স্বর্গ ও অপবর্গ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যেখানে পাপ, সেইখানেই পরাজয়, পরাভব, পরিভব, অভিভাব ও অধোগতি প্রভৃতি পার্থিব মূর্ত্তিমান্ দুঃখ ও ক্লেশ সকলের অধিষ্ঠান।

পাপ প্রবল হইলে, মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হয় এবং পুণ্য প্রবল হইলে, অমৃতরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এইজন্য পাপীদিগকে মর ও পুণ্যশীলদিগকে অমর বলে। পাপের আর এক স্বভাব এই, আত্মাকে দিন দিন ক্ষীণ, মলিন ও বিহীন করিয়া, পরমার্থ ভ্রষ্ট ও স্বার্থ নষ্ট করিয়া থাকে। যাহার পরমার্থ নাই, তাহার কিছুই নাই।

যাহা হউক, রাক্ষসী ব্যাকুল হৃদয়ে এইপ্রকার বিলাপ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিল, যাহাতে আমার এই অতি জঘন্য সূচী-দেহের পরিহার হইয়া, প্রাক্তনদেহলাভ হয়, তজ্জন্য আমি পুনরায় তপস্যা করিব। এইপ্রকার দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া, সে হিমাচল-

শেখরে সমাগত হইল এবং এক পদে ও ঊর্দ্ধমুখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, ত্রিভুবন সন্তপ্ত ও সন্ত্রস্ত করিয়া, ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিল। তদীয় তপঃপ্রভাবে সম্মুখস্থ তরুলতাদিরও সদ্‌বুদ্ধি সমুপস্থিত হইল। তাহারা কুসুমবাসিত পবনযোগে তাহার বাতভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। অন্তঃকরণ সারগ্রাহী হইল, লঘুচিত্তেরাও স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়া থাকে। তথাহি, দেবরাজ রাক্ষসীর তপোবিঘ্নসাধন জন্য আমিষাদি যে সকল অপবিত্র বস্তু তাহার বদনকুহরে নিক্ষেপ করিতেন, সে অপবিত্র জ্ঞানে তাহা ভক্ষণ করিত না।

এইরূপ তপস্যায় বহুকাল অতীত হইলে, ক্রমে তদীয় হৃদয়ে জ্ঞানালোক সঞ্চারিত হইল। সে তৎপ্রভাবে সাতিশয় নির্ম্মল ও পরাপরদর্শনে সমর্থ হইল এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান সমুদিত হওয়াতে, তাহার মানসিক জ্বরেরও শান্তি হইল। সে এই রূপে অমলদর্শিনী হইয়া, চতুর্দ্দশ ভুবন সন্তপ্ত করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে সহস্র বৎসর দারুণ তপস্যায় অতিবাহিত করিল। তদীয় তপঃপ্রভাবে সেই মহাগিরি ও সমস্তজগৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দেবরাজ নারদকে জিজ্ঞাসিলেন, কাহার তপস্যায় এইপ্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে? নারদ কহিলেন, রাক্ষসী সূচী তপস্যা করিতেছে। তৎপ্রভাবে পর্ব্বতসকল বিচলিত, বৈমানিকসকল পতিত, নাগসকল নিশ্বসিত, লোকসকল প্রজ্বলিত, সূর্য্য সহিত দিক্‌সকল মলিনাবৃত এবং সাগর ও মেঘসকল সংশোষিত হইয়াছে।

ত্র্যশীতিতম সর্গ (হিংসার ফল আত্মক্ষয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দেবর্ষি সূচীর বৃত্তান্তবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, এই সূচী ব্যোমবায়ুরূপ রথারোহণে প্রাণবায়ুমার্গ আশ্রয় করিয়া, লোকের

দেহমধ্যে প্রবেশ ও তত্রত্য অন্ত্রতন্ত্রীর রন্ধ্রযোগে গমন-পূর্ব্বক স্নায়ু, মেদ, বসা, শোণিত এবং যাহাতে রোগের নিদান-স্বরূপ বাহ্যবায়ু বহমান হইতেছে, সেই সকল নাড়ীতে অবস্থান করত বিশাল অগ্নিপিণ্ডবৎ বিষম শূল রোগ সমুৎপাদন ও তথায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক প্রাণিগণের ভক্ষিত পদার্থ সকল তাহাদের মাংস সহিত ভক্ষণ করিত।

হে দেব! এই সূচী, অনিলরেখার ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গে, দেহা-ন্তরাকাশে ও নাড়ীতে পরিভ্রমণ করিত। প্রতিদেহেই ইহা প্রস্ফুরিত ও প্রতিভাত হইত এবং কখন রুধিরে অন্তর্হিত, জঠরে বল্‌গিত ও মেদমধ্যে শয়িত হইয়া থাকিত এবং রোগময় বায়ুস্বরূপ হইয়া, দেহিগণের অন্তরে প্রবেশ ও হিংসা দ্বারা অশুক্র রস-নির্য্যাসাদি অধিকার করিয়া ভক্ষণ করিত। অধুনা, সদ্‌বুদ্ধির উদয়ে পরমপবিত্রাশয়া তাপসী হইয়াছে। লোকের হিংসা করা মহাপাপ: যাহারা লোকের হিংসা করে, তাহাদের আত্মার মলিনতা ও তজ্জন্য অধঃপতিততা সংঘটিত হয় এবং পরের অনিষ্ট-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, অগ্রেই আপনার অনিষ্ট হইয়া থাকে। রাক্ষসীই ইহার দৃষ্টান্ত। দেখুন, কর্কটী লোকহিংসা কামনা করিয়া, আপনার তাদৃশ বিপুল দেহে ভ্রষ্ট হইল। এই সকল নীতিকথা বিলক্ষণ হৃদ্গত হওয়াতে এবং ব্যবহার দ্বারা ইহার ফল প্রত্যক্ষ করাতে, নিশাচরী এখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। বহু-বর্ষ হইল, নির্জ্জন অরণ্য আশ্রয় করিয়া, এক পাদে ও এক নিষ্ঠায় তপস্যা করিতেছে। তাহাতে সমস্ত লোক বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব কালবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক আপনি ইহাকে বর দান করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবর্ষির কথানুসারে দেবরাজ সূচীর অন্বেষণ-জন্য পবনকে প্রেরণ করিলেন। পবন সূচীর দর্শনজন্য তৎক্ষণাৎ আপনার সংবিৎ অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টিজ্ঞানকে দশ দিকে প্রেরণ করিলেন। সংবিদ পবন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দিগ্‌দিগন্তপরি-

ভ্রমণপূর্ব্বক সপ্তভুবন পরিকলন করিয়া, ক্রমে সূচীর তপঃস্থান হিমাচলশেখরে সমাগত হইলেন। দেখিলেন, তথায় কোন প্রাণী নাই, তৃণ নাই ও বৃক্ষ নাই; কেবল অসীম আকাশ সূর্য্যকিরণ ও বায়ুমণ্ডলের সহিত বিরাজ করিতেছে। বৎস রাম! পবনের দেহ অনন্ত-দিগদিগন্ত-ব্যাপ্ত। তিনি সূচীর অন্বেষণক্রমে সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ কবিয়া, নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ (তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর পবনদেব অবলোকন করিলেন, সূচী প্রোথিত শিখার ন্যায়, হিমালয়ের ঊর্দ্ধশৃঙ্গস্থ মহারণ্যে একপাদে দণ্ডায়মানা হইয়া, তপস্যা করিতেছে। উত্তপ্তকিরণসম্পর্কে তদীয় শিরোদেশ শুষ্ক ও উদরত্বক্ পিণ্ডীভূত হইয়াছে। সে কখন বিকৃত বদনে বায়ুপান ও কখন তাহা ত্যাগ করিতেছে। প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডকিরণসংযুক্ত বনবায়ুসংসর্গে তদীয় কলেবর জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাহার মস্তক রজোভারে আচ্ছন্ন ও মন একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি বড়িশবৎ সংসক্ত।

তদ্দর্শনে পবনদেব ভয়বিস্ময়ে অভিভূত ও তাহার নিকটস্থ হইয়া, প্রণাম করিলেন। বৎস! তপস্যার প্রভাবই এই। তপস্যা অতি ক্ষুদ্রকেও মহৎ করে। পবন তদীয় তেজে সংকুচিত হইয়া, বাঙ্‌নিষ্পত্তিরহিত হইলেন। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। বৎস! মহাত্মার মান মহাত্মার নিকট। নীচ কখন উচ্চের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না। পবন মৌনী হইয়াই আকাশে উত্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গগনমার্গ উল্লঙ্ঘন, এবং বায়ুমণ্ডল ও সিদ্ধমণ্ডল অতিক্রম করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। সূচীকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, তিনি পবিত্র হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, তপোনিরত মহাপুরুষদিগকে দর্শন

করিলেও, পুণ্যসঞ্চার ও কলুষবিনাশ হয়। পবন সূর্য্যমণ্ডল হইতে নক্ষত্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া, ইন্দ্রপুরে সমাগত হইলেন এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। কহিলেন, জম্বুদ্বীপে হিমালয় নামে যে পর্ব্বত আছে, শশিশেখর ভগবান্ ভব যাহার জামাতা, সূচী তাহার উত্তর মহাশৃঙ্গে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদীয় তীব্র তপস্যায় হিমালয়ের সে তুহিনভার দূর হইয়াছে। অতএব আসুন, আমরা পিতামহের নিকট গমন করি। দেবরাজ তথাস্তু বলিয়া, পিতামহের সান্নিধ্যে গমনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, সূচীকে বর দিতে হইবে। পিতামহ, তাহাই হইবে, বলিলেন। তখন দেবরাজ স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

এদিকে সূচী সপ্তসহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়া, পরমপবিত্র হইল। বৎস! সে একমাত্র প্রত্যগাত্মা চেতনসংবিদ বিচার করিয়াই, পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হইয়াছিল।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ (সৎকার্য্যের ফল দেবপ্রসাদ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর পিতামহ সূচীসান্নিধ্যে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, পুত্রি! বর গ্রহণ কর।

বৎস রাম! তপোবলে সূচীর কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের অভাব হইয়াছিল। সেইজন্য সে কোনপ্রকার কথা কহিতে না পারিয়া, কেবল মনে মনে এইপ্রকার ভাবিতে লাগিল, হায়! আমি বর লইয়া কি করিব! আমার সকল সংশয় ছিন্ন ও পরমপূর্ণভাব সম্পন্ন এবং নিরাময় শান্তি ও নির্ব্বাণপদ সংঘটিত হইয়াছে। সন্দেহ দূর হওয়াতে, কোন বিষয়ই আর আমার অজ্ঞাত নাই। সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান লাভ করিয়া, আমার বিবেকও বিকসিত হইয়াছে। বরে আর প্রয়োজন কি? আমি এখন যেমন আছি, চিরকালই তেমনি থাকিব। পরমার্থ ত্যাগ করিয়া, অনর্থ বর গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন।

অধুনা, আত্মবিচার দ্বারা আমার অবিবেক দূর হইয়াছে। অতএব আমার ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই।

পিতামহ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎসে! বর গ্রহণ কর। তুমি অগ্রে সমস্ত ভোগ্য ভোগ করিয়া, পরে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অনিবার্য্য নিয়তির ইহাই নিশ্চয়। তোমার প্রাক্তন রাক্ষসদেহ লাভ হইবে। তুমি বেদ্য বিষয় বিদিত হইয়াছ। অতএব রাক্ষসী হইলেও, আর কাহাকে বাধা দিবে না। কেবল স্পন্দনশীলা হইবে। তুমি অনবরত সর্ব্বাত্মার ধ্যান ধারণা করিবে। এবং ন্যায়বৃত্তির অনুকরণ করিয়া, অন্যায়-বৃত্ত লোকসকলের হিংসা ও জীবন্মুক্ত হইয়া, স্বদেহে বিবেক পালন করিবে। পিতামহ এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, সূচী পূর্ব্বতন সুবিশাল রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইল।

ষড়শীতিতম সর্গ (সমাধিভঙ্গের পরিণাম বিষয়চেষ্টা)।

সূচী সমাধিবলে আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত ও কিঞ্চিৎ প্রমুদিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইলেও, তাহা কঞ্চুকবৎ ত্যাগ করিল এবং পদ্মাসনবন্ধন ও ধ্যানধারণা অবলম্বনপূর্ব্বক একমাত্র বিশুদ্ধ সংবিদ্ সহকারে সেই গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্গবৎ নিশ্চল হইয়া রহিল। অনন্তর ছয় মাস অতিক্রান্ত হইলে, বোধ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া সমাধি হইতে উত্থিত হইল। তখন অতিমাত্র ক্ষুধা ও বাহ্যবৃত্তিসকল তাহার শরীরে পদ গ্রহণ করিল। কেননা, শরীর থাকিতে, ক্ষুধাদি কোন রূপেই নিবৃত্ত হয় না।

রাক্ষসী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চিন্তা করিল, হায়, আমি এখন কি খাই? অন্যায় করিয়া পরের প্রাণ গ্রাস করা উচিত নহে। অন্যায় করিয়া ভক্ষণ করা অপেক্ষা অনাহারে মরিয়া যাওয়াও ভাল। অতএব প্রাণ গেলেও অন্যায় করিয়া ভক্ষণ করিব না। অন্যায় ভোজন মহাবিষ। বিশেষতঃ, জীবন-মরণ উভয়ই সমান। আমি

মনোমাত্র, আমার দেহাদি ভ্রমমাত্র। আত্মবোধ দ্বারা ভ্রম বিনষ্ট হইলে, দেহাদির আর সম্ভাবনা কোথায়? এই ভাবিয়া সে দেহাদির অভিমান ত্যাগ করিয়া, সন্তুষ্ট ও মৌনী হইয়া, অবস্থান করিল। তাহার ক্ষুৎপিপাসা জ্ঞানোদয়ে দূর হইয়া গেল।

ঐ সময়ে বায়ু তাহাকে আকাশ হইতে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ়দিগকে আশু প্রবোধিত কর। মূঢ়দিগের উদ্ধার করাই তত্ত্বজ্ঞদিগের স্বভাব। যাহারা প্রবোধিত না হইবে, তাহারাই তোমার ভক্ষ্য।

রাক্ষসী এই কথা শুনিয়া, সুদেশনামক কিরাতমণ্ডলে প্রবেশ করিল। তথায় অন্ন, পান, ওষধি, পশু, পক্ষী ও কীটাদি সমস্ত দ্রব্যই প্রচুর।

সপ্তাশীতিতম সর্গ (গুণ সাক্ষাৎ পুরস্কার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! রাক্ষসী কিরাতমণ্ডলে প্রবেশ করিলে, নিবিড়তিমিরা বিভাবরী সমুপস্থিতা হইল। যেন হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায়, এইপ্রকার প্রগাঢ় তমঃপিণ্ডে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। তখন সুধাকর অমৃতভাণ্ড লুণ্ঠনভয়েই যেন পলায়ন করিল, আকাশ ও ধরাতল একীকৃত হইল। আর কিছুই দেখা যায় না। পেচকেরা সুযোগ পাইয়া, স্বভাবসিদ্ধ অত্যাচারপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। নষ্ট লোকেরা তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। জঙ্গলসকল যেন প্রলয়ানলসম্পর্কে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সরোবর সকল ভেকগণে ও বৃক্ষসকল কাকাদিতে পরিব্যাপ্ত হইল। নভোমণ্ডলে নয়নসদৃশ সমুজ্জ্বল শত শত স্পন্দমান নক্ষত্র সমুদিত হইল। পবন প্রবহমান হওয়াতে, বৃক্ষসমূহ হইতে ফলকুসুমসমূহ পতিত হইতে লাগিল। বায়সেরা পেচকরবশ্রবণে বৃক্ষকোটরে নিঃশব্দে অবস্থান করিল। তস্করের আক্রমণে গ্রামবাসিগণের ভীষণ কর্কশ ক্রন্দনরব প্রাদুর্ভূত

হইল। নাগরিকেরা নগরমধ্যে, পক্ষিরা কুলায়মধ্যে, সিংহেরা গুহামধ্যে ও মৃগাদিরা বনকুঞ্জমধ্যে নিস্তব্ধে নিদ্রা যাইতে লাগিল। এইরূপে কজ্জলজলদসদৃশী পঙ্কপিণ্ডসমানাকৃতি তিমিরমাংসলা নিবিড়া যামিনী প্রলয়পবনপরিচালিত পর্ব্বতবৎ, নীহারপটলে পরিবৃতা হইয়া, আকাশে ও বনমধ্যে নিঃশব্দে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে কিরাতমণ্ডলস্থ কোন সুধীর নরপতি তস্কর প্রভৃতির সংহার জন্য মন্ত্রিসমেত বহির্গত হইয়া, তত্রত্য বিক্রমনামক ভীষণ গহন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে সেই রাক্ষসী চিন্তা করিতে লাগিল, অদ্য আমার খাদ্য লাভ হইল। এই মূঢ় বুদ্ধি আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিদ্বয়ের স্বদেহ, ভার বোধ হইয়াছে। ইহলোকে আত্মবিনাশ ও পরলোকে দুঃখভোগ জন্যই মূঢ়দিগের জীবনধারণ হইয়া থাকে। ইহাদিগকে যত্নসহকারে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই, তাহাদের মরণই মঙ্গল। কেননা, মৃত্যু হইলে, পাপাবসানে অভ্যুদয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা; কিন্তু জীবিত থাকিলে, তাহার অভাব হইয়া থাকে। পদ্মযোনি সৃষ্টির প্রথমেই আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়দিগকে হিংস্রজন্তুগণের খাদ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ইহাদিগকে আমি ভক্ষণ করিব। আর উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে; হতভাগ্যেরাই নির্দ্দোষ বিষয়ে উপেক্ষা করে।

পুনশ্চ, ইহারা যদি গুণশালী মহাত্মা হন, তাহা হইলে কি হইবে? গুণবানের রক্ষা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতএব পরীক্ষা করিব। গুণশালী হইলে, ইহাদিগকে ভক্ষণ করিব না। পণ্ডিতেরা বলেন, গুণবানের হিংসা করা উচিত নহে। অকৃত্রিম সুখ, কিৰ্ত্তি, আয়ু অথবা সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান পুরঃসর গুণবানের পূজা করা কর্ত্তব্য। বরং খাদ্যাভাবে দেহনাশ হওয়া ভাল, তথাপি গুণবানের হিংসা করা উচিত নহে। প্রাণ অপেক্ষা গুণবান্ ব্যক্তি আন্তরিক সুখ সমুৎপাদন করে এইজন্য প্রাণ দিয়াও

তাহাদের পূজা করা কর্ত্তব্য। গুণিগুণের সংসর্গ রূপ বশীকরণ ঔষধ যোগে মৃত্যুকেও মিত্র করা যাইতে পারে। গুণবান্ ব্যক্তিরা শশাঙ্কের ন্যায়, এই মর্ত্ত্যধাম স্বর্গবৎ শীতল ও সুখিত করেন। তাঁহারা হৃদয়ের অলঙ্কার। তাঁহাদের তিরস্কারই দেহীগণের মৃত্যু ও তাঁহাদের আশ্রই দেহিদের জীবন এবং তাঁহাদের সঙ্গই স্বর্গ ও সাক্ষাৎ মোক্ষ অপেক্ষাও সমধিক-ফলজনক। অতএব আমি কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা এই রাজা ও মন্ত্রির জ্ঞানবত্তা পবীক্ষা করিব। কেননা, অগ্রে গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ শাস্ত্রানুসারে দণ্ড বা পুরস্কার করা কর্ত্তব্য। ইহাই পণ্ডিতগণের উপদেশ।

অষ্টাশীতিতম সর্গ (বিবেকই পরম বল)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাভাগ! রাক্ষসী এইপ্রকার চিন্তানন্তর ঘোরগভীর ভয়ঙ্কর অহঙ্কার পুরঃসর বক্ষ্যমাণ পরুষ বাক্যে রাজা ও মন্ত্রিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে সর্ব্বভূতের আধার মহা-মায়ান্ধকার রূপ শিলাকোটরের কীটস্বরূপ ব্যক্তিদ্বয়! তোমরা কোন্ মহাবুদ্ধি মহাপুরুষ? অথবা তোমাদের কিছুই বুদ্ধি নাই। সেইজন্য এই ভীষণগহনে সমাগত ও মদীয় মৃত্যুরূপ গ্রাসে পতিত হইয়া, স্বয়ংই প্রাণত্যাগে সমুদ্যত হইয়াছ?

রাজা কহিলেন, অয়ি ক্ষুদ্রপ্রাণি! তুমি কে? তোমার ক্ষুদ্র-দেহ আমাদের লক্ষ্যই হইতেছে না। তোমার এই ভৃঙ্গবৎ মৃদু শব্দেই বা কাহার ভয়সঞ্চার হয়? অর্থিরা সিংহবৎ মহাবেগে স্বীয় লক্ষ্যার্থেই পতিত হয়। অতএব তোমার যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তবে এই বাহ্যাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া, পুরুষাকার অবলম্বন পূর্ব্বক আমার নিকট অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা কর; যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। তুমি দূর হইতে সকোপ সংরম্ভে শব্দ করিয়া, আমাদিগকে কি ভয় দেখাইতেছ? সত্বর আমাদের সম্মুখে আইস। দীর্ঘসূত্র ব্যক্তিগণের আত্মক্ষয় ব্যতীত অন্যবিধ ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই।

নিশাচরী এই কথায় মনে মনে পরমপ্রীতিমতী হইয়া, আত্ম-প্রকাশনিমিত্ত উৎকট নিনাদ সহকারে হাস্য করিতে লাগিল। তাহার সেই শব্দে দশদিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। চৌর, ব্যাঘ্র ও শৃগালাদি জন্তুগণ অদ্রিতটীর ন্যায় সুবিশালকলেবরা, সগর্জ্জন-ঘনঘটাসদৃশী রাক্ষসীর কটকটায়মান দশনসংরম্ভে সাতিশয় ভীত হইয়া, হাহাকারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রাজা ও মন্ত্রী এই শব্দ শ্রবণে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত রাক্ষসীকে দেখিতে পাই-লেন। সে স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া, কজ্জলবর্ণ স্তম্ভ রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদীয় নিশ্বাসপবনের ভয়ঙ্কর শব্দে দশ দিক্ প্রজ্বলিত হইতেছে। তাহার মস্তকে উলূখল, হল, মুষল ও ছিন্ন সুর্প সকল বিরাজমান এবং তাহার মূর্ত্তি অট্টহাসিনী, শিবদূতী কালরাত্রির ন্যায় অতীব ভয়ঙ্কর। তাহার দেহ প্রলয়বিদীর্ণ বৈদূর্য্যশিখরস্থলীর ন্যায় সুবিস্তৃত, প্রলয়জলদবিনির্ম্মুক্ত বজ্র দ্বারা বিনিষ্পিষ্ট অদ্রিতটীর ন্যায় বহ্বায়ত এবং শিলাসমূহে পরিবৃত। তাহার স্তনদ্বয় লম্বমান মেঘবৎ ও উলূখলাদি দ্বারা গ্রথিত হারসমূহে অলঙ্কৃত এবং তাহার সুবিশাল কলেবর অঙ্গারকাষ্ঠে বিভূষিত।

বৎস রাম! বিবেকের সঞ্চার হইলে, লোকমাত্রেরই মন এরূপ তেজঃপূর্ণ হয় যে, সংসারের কোন ভয়ঙ্কর বস্তু দর্শনেই তাহার মোহবিকার সংঘটিত হয় না। রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই বিবেকবলে বলীয়ান্। তজ্জন্য তাদৃশী ভীষণ. মূর্ত্তি দর্শনেও তাঁহাদের ভয় বা মোহ সঞ্চরিত হইল না। প্রত্যুত, মন্ত্রী তাহাকে সতেজে কহিলেন, অয়ি মহারাক্ষসি! ইহাই কি তোমার মহাজনোচিত সংরম্ভ? অথবা, ক্ষুদ্রেরা অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও অতিমাত্র সম্ভ্রম বোধ করে। যদি তুমি বাস্তবিকই ক্ষুদ্র হও, তবে, যাহা বাক্যমাত্রেই লাভ হইতে পারে, তাদৃশ বিষয়ে ঈদৃশ আড়ম্বর করিতেছ কেন? অতএব এই সামান্য রোষ ত্যাগ কর। ইহাতে কোন ফল নাই, সুতরাং ইহা তোমার সমুচিত নহে। স্বার্থসাধনতৎপর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, স্বার্থেই প্রবৃত্ত হয়। অয়ি অবলে!

তোমার ন্যায় কত শত মশক আমাদের ধৈর্য্য রূপ প্রচণ্ড পবন-বেগে তৃণপর্ণবৎ নিরস্ত হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। অতএব তুমি ক্রোধ ত্যাগ ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর। ইহাই সৎপুরুষোচিত সৎসেবিত প্রকৃত পন্থা। তথাহি, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষগণ রোষপরি-হারপুরঃসর স্বস্থ ও সুস্থির বুদ্ধিসহকৃত ব্যবহারসমুচিত যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া, স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। স্বকীয় ব্যবহার সহায়তায় কার্য্য সিদ্ধি হউক বা না হউক, তজ্জন্য অনর্থক ক্রোধাদিতে প্রয়োজন নাই। কেননা, মহানিয়তিই কার্য্যের সিদ্ধাসিদ্ধি সংঘটিত করে। অতএব তুমি সংরম্ভ ত্যাগ করিয়া, অভিমত প্রার্থনা কর। আমরা কখনও স্বপ্নেও অর্থীকে বিমুখ করি না।

রাক্ষসী এই কথা শুনিয়া, তাঁহাদের ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও বলের বারংবার প্রশংসা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহাঁরা সামান্য পুরুষ নহেন। ইহাঁদের বাক্যে, বক্ত্র ও দৃষ্টিতে যেন মনোগত সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর জলরাশি যেমন সঙ্গম দ্বারা একীভূত হয়, মহাত্মাদিগের বাক্য, বক্ত্র ও নেত্র দ্বারা তদ্রূপ আশয়সমূহ একীভূত হয়। ইহাঁরা যেমন আমার মনোগত জানিতে পারিয়াছেন, আমিও তেমনি ইহাঁদের অভিপ্রায় পরি-জ্ঞাত হইয়াছি। ইহাঁরা স্বয়ং অবিনাশী; আমার সাধ্য নহে, ইহাঁদিগকে বিনাশ করি। বোধ হয়, ইহাঁরা আত্মজ্ঞানী। কেননা, আত্মজ্ঞান না হইলে, সদসদ্ভাবরূপ জীবনমরণপ্রত্যয় তিরোহিত হয় না। যাহা হউক, যাহারা প্রাজ্ঞপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াও, সন্দেহবিষয় জিজ্ঞাসা না করে, মনুষ্যমধ্যে তাহারাই অতি অধম। অতএব ইহাঁদিগকে স্বকীয় সন্দেহবিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করি।

রাক্ষসী এইপ্রকার চিন্তানন্তর হাস্যসংযমপুরঃসর তাঁহাদিগকে কহিল, তোমরা কে? মন্ত্রী কহিলেন, ইনি কিরাতগণের রাজা, আর আমি ইহাঁর মন্ত্রী। আমরা তোমার ন্যায় হিংস্রগণের নিগ্রহজন্য নিশাপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দিবারাত্র দুষ্টদিগের

দমন করাই প্রধান রাজধর্ম্ম। যে রাজা স্বধর্ম্মত্যাগ করেন, তাঁহার পুড়িয়া মরাই ভাল।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! তোমার মন্ত্রী অতি দুষ্টপ্রকৃতি। রাজার এরূপ দুর্ম্মন্ত্রী হওয়া বিহিত নহে। বিবেচনাপূর্ব্বক মন্ত্রী নিয়োগ করিলে, রাজার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং প্রজালোকেরও তৎ সদৃশ পদপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। সমুদায় গুণের মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞানই যেমন উৎকৃষ্ট, অধ্যাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট রাজাও তেমনি যথার্থ রাজা। এই রূপ, যে মন্ত্রী বিচাররহস্যে সুপণ্ডিত, তাহাকেই প্রকৃত মন্ত্রী বলে। যে রাজা ও মন্ত্রী আত্মজ্ঞানবলে প্রভুত্ব ও সমদর্শিতার প্রকৃত স্বরূপ বিদিত নহেন, সে রাজা রাজা ও সে মন্ত্রী মন্ত্রীই নহেন। তোমাদের যদি তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে, মঙ্গল হইবে। অন্যথা, তোমরা স্বকীয় প্রকৃতির অনর্থসংঘটক হইলে, আমার উদরস্থ হইবে। তোমরা যদি স্ব স্ব বুদ্ধিসাধ্যে আমার প্রশ্নপঞ্জর বিদারিত করিয়া, মদীয়প্রীতিসমুদ্ভাবনে সমর্থ হও, তাহা হইলেই, আমার হস্তে রক্ষা পাইবে। অতএব বিচার-সহকারে আমার বক্ষ্যমাণ প্রশ্নসমূহের উত্তর কর। আমি তোমাদের নিকট কেবল এইমাত্র প্রার্থনা করি। যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা পালন না করে, তাহাদের ক্ষয়দশার আবির্ভাব হয়, এ বিষয়ে কোন অংশেই ব্যভিচার নাই।

ঊননবতিতম সর্গ (ঈশ্বরজিজ্ঞাসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর নিশাচরী নরপতির অনুজ্ঞালাভান্তে বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন সকল নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, কোন্ পরমাণু এক হইলেও অনেক? কাহার উদরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইয়া থাকে? কে আকাশ হইলেও আকাশ নহে, চেতন হইলেও চেতন নহে, অবস্থিত হইলেও অবস্থিত নহে, গতিশীল হইলেও গতিশীল নহে, বায়ু হইলেও বায়ু নহে, শব্দ হইলেও শব্দ নহে, সর্ব্বস্বরূপ

হইলেও কিছুই নহে এবং অহং হইলেও অহং নহে? কোন্ বস্তু অকিঞ্চিৎ হইলেও কিঞ্চিৎ, চেতন হইলেও পাষাণের ন্যায় অচেতন এবং বহ্নি হইলেও অদাহক? কে আকাশে বিচিত্র চিত্র করে? কে বহ্নিস্বরূপ? কোন্ অবহ্নি নিরন্তর বহ্নি সমুৎপাদন করে? কে চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রকাশ ও লতাগুল্মাদি জাত্যন্ধ ও অচক্ষু বস্তুগণের উৎকৃষ্ট আলোকস্বরূপ? চক্ষু দ্বারা কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না? কাহা হইতে প্রকাশ সম্পন্ন হয়? কে সাগরাদির উৎপাদন ও সত্তার স্বভাব বিধান করে? কে দূর হইলেও নিকট ও নিকট হইলেও দূর এবং অণু হইলেও মহাপর্ব্বত স্বরূপ ও মহাপর্ব্বত হইলেও পরম অণু স্বরূপ? কে নিমেষস্বরূপ হইলেও, মহাকল্পস্বরূপ? কে প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষস্বরূপ? কে লব্ধ হইয়াও লব্ধ নহে এবং স্বস্থ ও জীবিত হইয়াও আত্ম-বিনাশী স্বরূপ? কে পরমাণু হইলেও শত যোজন ব্যাপ্ত করে? কে আমি ও কে তুমি স্বরূপ? কাহার কটাক্ষমাত্রেই জগৎরূপ বালক প্রতারিত হয়? কে জগৎ রূপ রত্নের কোষস্বরূপ? কোন্ অণু আকাশ ও অন্ধকারকে প্রকাশিত করে? কোন্ অণু হইতে জ্ঞানের বা অনুভবের আবির্ভাব হয়? কোন্ অণু সকল পদার্থের আশ্রয়? কোন্ অণু সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া আছে? প্রলয়সময়ে সংহৃত এই জগৎ কোন্ অণুর উদরে সজীব অবস্থিতি করে? কোন্ অণু অজাত হইলেও, বহু রূপে জন্মগ্রহণ করে? বীজমধ্যে বৃক্ষের ন্যায়, কোন্ অণুর অভ্যন্তরে সমস্ত সংসার অবস্থিতি করে? কে কর্ত্তা না হইলেও কর্ত্তা, অচক্ষু হইলেও চক্ষুষ্মান্ এবং কে আত্মাকে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন স্বরূপে প্রকাশিত অথবা স্বর্ণে কটকাদিবৎ আত্মাতে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনরূপে আরোপিত করে? জলে তরঙ্গের ন্যায়, কাহাতে কিছুই ভিন্ন নহে এবং কাহার ইচ্ছাতে পৃথকত্ব অনুভূত হয়? কে একমাত্র হইলেও সকল বস্তুতে ওতপ্রোত বিরাজমান হইতেছে? দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, প্রকাশ ও তিরোধান কাহার অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে? কে অনুদিত

হইলেও বীজ ও বৃক্ষরূপে অবিকৃত ভাবে উদিত হয়েন? কাহা দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত, প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? কাহার দৃষ্টিতে তুমি দৃষ্টি করিতেছ? কে তোমার কার্য্যশক্তি প্রেরণ করিয়াছে? তোমরা আমার এই সংশয়জাল ছেদন কর। যে ব্যক্তি সংশয়নিরাকরণে সক্ষম নহে, তাহাকে পণ্ডিত বলে না। তোমরা আমার এই সামান্য সংশয় ছেদন করিতে না পারিলে, অচিরাৎ আমার জঠরাগ্নির ইন্ধন এবং তোমাদের প্রজামণ্ডলীও তদ্রূপ হইবে। কেননা, মুর্খের আবার রাজ্যাদিভোগবিলাস কি?

রাক্ষসী মেঘনিস্বনে এই কথা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল।

নবতিতম সর্গ (ঈশ্বরমীমাংসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাক্ষসী এইপ্রকার প্রশ্ন করিলে, মন্ত্রী সগর্ব্বে বলিলেন, অয়ি নিশাচরি! আমি তোমার এই প্রশ্নজাল, সিংহক্ষুণ্ন করীন্দ্রকুম্ভের ন্যায় ভেদ কবিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বাগ্‌ভঙ্গি-ক্রমে পরমাত্মার কথাই কীর্ত্তন করিলে সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা মন ও ইন্দ্রিয়ের অগম্য। এইজন্য আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। বীজগর্ভে বৃক্ষবৎ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই পরম চিদণুর অন্তরেই সন্নিহিত আছে। তিনি অনুভবময়। এইজন্য সর্ব্বাত্মক ও সুতরাং সৎস্বরূপ। তিনি বাহ্যে শূন্য, এইজন্য তিনি আকাশ; আবার, চিৎ স্বরূপ বলিয়া, আকাশ নহেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত। এইজন্য কিছুই নহেন। তিনি সর্ব্বাত্মক। এইজন্য অনন্তস্বরূপ। সূক্ষ্মতাবশতঃ তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তিনি মনঃস্বরূপে অবস্থান করেন। এইজন্য সর্ব্বস্বরূপ। তিনি এক, আবার, সর্ব্বভুতের আত্মাতেই অনুভুত হয়েন, এইজন্য অনেক। তিনি জগৎ ধারণ কবেন, এইজন্য জগতের কোষস্বরূপ। দ্বৈতবুদ্ধি, দ্বারা তিনিই আমি তুমি রূপে প্রকাশিত হয়েন। তিনি আকাশরূপী হইলেও,

স্বীয় সম্বেদন দ্বারা লভ্য; এইজন্য তিনি শূন্য নহেন। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, তিনি আর আমি তুমি রূপে উদিত হয়েন না। তিনি সম্বিদ্ দ্বারা বহুযোজন গমন করিয়াও, গমন করেন না। দেশকাল তাঁহার সত্তা। এইজন্য তিনি দেশকালের অবচ্ছিন্ন নহেন। তিনিই বহ্নি আবার তিনি এই বহ্নিদেহ ত্যাগ করিলে, অদাহক ভাব পরিগ্রহ করেন। তাঁহা হইতেই সূর্য্য ও অগ্ন্যাদির প্রকাশ সম্পন্ন হয়। যেহেতু, তিনি চেতনাত্মা ও প্রকাশস্বরূপ। তাঁহা হইতেই সত্তা ও আলোক প্রবর্ত্তিত ও হৃদয়গৃহ প্রদীপিত হয় এবং লতাগুল্মাদি অচক্ষু পদার্থসকলের পুষ্টি সমাহিত হয়। তিনিই তাহাদের উৎকৃষ্ট আলোক। কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা ও জগৎ তাহাঁতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনিই স্বামী, কর্ত্তা, ভোক্তা ও পিতাস্বরূপ। আবার তিনি আত্মা, এইজন্য ঐ সকলের কিছুই নহেন। তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান। তিনি বোধবিষয়ীভূত নহেন, এইজন্য তমঃস্বরূপ। তিনি চিন্মাত্র, এইজন্য প্রকাশস্বরূপ; তিনি সংবিদ্‌স্বরূপ, এইজন্য অবিদ্যমান; তিনি অলভ্য, এইজন্য দূরস্থ; আবার তিনি চিৎস্বরূপ, এইজন্য সর্ব্বদাই নিকটস্থিত। তিনি অণু হইলেও, সর্ব্বসংবেদনপ্রযুক্ত পরমমহান্ বা মহাশৈলস্বরূপ। তিনি যখন নিমেষরূপে প্রতিভাত হন, তখন তাঁহাকে নিমেষ বলে এবং কল্প রূপে প্রতিভাবিত হইলেই কল্প বলিয়া থাকে। মুকুরমধ্যে মহানগর যেমন, নিমেষমধ্যে কল্প তেমন সমুদিত হয়। কাল দুঃখে দীর্ঘ ও সুখে অদীর্ঘ রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রি দ্বাদশ বৎসরবৎ বোধ করিয়াছিলেন। ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। সে যাহা হউক, তিনিই সর্ব্বস্বরূপ, এইজন্য আলোক ও অন্ধকার, দূর ও অদূর, ক্ষণ ও কল্প, এই সকলে কিছুই ভেদ নাই। তিনি চক্ষুর সার, এইজন্য প্রত্যক্ষ এবং দৃষ্টির অগোচর, এইজন্য অপ্রত্যক্ষ। অথবা, তিনি দৃশ্যরূপে প্রাদুর্ভূত হন, এইজন্য প্রত্যক্ষ। কটকজ্ঞান থাকিতে যেমন স্বর্ণজ্ঞান হয় না, তদ্রূপ দৃশ্যজ্ঞান সত্ত্বে পরমার্থজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়

না। দৃশ্যমার্জ্জন হইলেই, একমাত্র পরমশুদ্ধ ব্রহ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাত্মক, এইজন্য সদ্রূপ এবং অপ্রত্যক্ষ, এইজন্য অসদ্রূপ। তিনি চেতন, আবার জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়েন, এইজন্য অচেতন। মরীচিকা যেমন প্রচণ্ড তাপের প্রতিবিম্বন; জগৎ তদ্রূপ সেই অদ্বৈতের বিস্ফুরণ।

ফলতঃ, এই জগৎ গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায়, অসৎ ও দীর্ঘ ভ্রমমাত্র; এই প্রকার নির্ম্মল ভাবনা বারংবার অভ্যাস করিলে, কিম্বা বিচার সহকারে দৃষ্টি পরিষ্কৃত হইলে, পরমার্থদর্শনযোগ বিনিষ্পন্ন ও সংসার বা সৃষ্টি এক বারেই বিনিবৃত্ত হয়। অয়ি নিশাচরি! সেই ব্রহ্ম শান্তস্বরূপ ও সর্ব্বময়; তাঁহার জন্ম নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, দ্বন্দ্ব নাই এবং সজাতীয় ও বিজাতীয়াদি কোনপ্রকার ভেদ নাই। তিনি আভাসরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই।

একনবতিতম সর্গ (ব্রহ্মনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর নরপতি রাক্ষসীর বচনানুসারে অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, জগৎ আছে, এই বিশ্বাসের তিরোধানে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে. যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়; যিনি আছেন, ইহা যেমন পরম বিশ্বাসের স্থল, এমন আর কিছুই নহে; যিনি মায়াবশে আত্মাকে বহুরূপ করিতে ইচ্ছা করিলে, জগতের সৃষ্টি ও তাহার অভাবে ইহার প্রলয় হইয়া থাকে; যিনি আছেন আবার নাই, অথবা যিনি অস্তি নাস্তি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী; এই বিশ্ব যাঁহার সাক্ষাৎ লীলা এবং যিনি বিশ্বাত্মক বলিয়া অখণ্ডস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্মশব্দের বাচ্য।

এই ব্রহ্ম বায়ুসংবেদন হেতু বায়ু ও শব্দসংবেদন হেতু শব্দ এবং তাহাদের ভ্রান্তি দর্শন বশতঃ তাহাদের হইতে পৃথক্। তিনি সর্ব্বস্বরূপ, অথচ কিছুই নহেন। তিনি অহং ভাবস্বরূপ, এইজন্য অহং এবং তদ্বিহীন বলিয়া নাহং। তাঁহাকেই যত্নশত দ্বারা প্রাপ্ত

হওয়া যায়। তিনি লব্ধ হইয়াও লব্ধ নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান চিৎস্বরূপ এবং সৃষ্টির আদিতে যে ভাবে সমুদিত হয়েন সেই ভাবেই লক্ষিত হইয়া থাকেন। এই সূক্ষ্মতম চিদণু শত যোজন দূরে থাকিয়া, সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত বা পূর্ণ করিয়া আছেন। তিনি সর্ব্বগ, অনাদি, অরূপ ও অনাকৃতি এবং শত যোজনেরও অপরিমেয়। তাঁহারই চিদালোকে বালকবৎ সমস্ত বিশ্ব প্রতারিত হইতেছে। তিনি অনন্তরূপ। এইজন্য স্বীয় সম্বিদ দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান হইতেছেন। তিনি দিক্‌কালাদিস্বরূপ। এই জন্য সুমেরু অপেক্ষাও স্থূলতর। তিনি কেশাগ্রের শতভাগস্বরূপ হইলেও, অভ্রভেদী শিলাচয় অপেক্ষাও উচ্চ।

সূর্য্য ও চন্দ্রাদির তেজ পরস্পর ভিন্ন নহে। তাহাদের জড়ত্বই পরস্পর ভিন্ন। মেঘ ও নীহার যেমন প্রভেদ নাই প্রকাশ ও অন্ধকার তদ্রূপ অভিন্ন। সেই চিৎস্বরূপ সূর্য্যই শিলাদির অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা তাপ দিতেছেন। সূর্য্যের অভ্যন্তরে যেমন দিন রাত্রি বিদ্যমান, সেই চিদণুর অন্তরে তেমনি সৎ ও অসৎ বিরাজ করিতেছে এবং ফলাদির মধ্যে যেমন মধুরাদি রস, তদ্রূপ চিদণুর অন্তরে সমস্ত অনুভবাণু বিদ্যমান আছে। আদর্শে প্রতিবিম্ববৎ, সেই আত্মাণুতেই সমস্ত রস প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভিন্ন অন্য রস নাই। এই জগৎ প্রলয়ে লীন হইলেও, সেই চিন্মাত্রকে আশ্রয় করিয়া, সজীবভাবে অবস্থান করে। বসন্তের উদয়ে বনস্থলী যেমন উল্লসিত হয়, চিৎসত্তার আবির্ভাবে জগৎ তেমনি সমুদিত হইয়া থাকে। পল্লবাদি যেমন বসন্তকালীন রস হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ জগৎ ও চিতের কোন ভেদ নাই। এই চিন্মাত্র সর্ব্বভূতের সমষ্টি, এইজন্য সহস্রকর ও সহস্রলোচনবিশিষ্ট এবং পরমাণুস্বরূপ, এইজন্য অনবয়ব। জগদ্‌জাল প্রলয়কালে এই চিদণুতেই অবস্থিতি করে। তুষ দ্বারা তণ্ডুলের ন্যায়, নিমেষ ও কল্পাদি দ্বারা এই চিদণুর এক দেশ ব্যাপ্ত আছে। এই আত্মাণু আকাশের ন্যায়, উদাসীন অর্থাৎ কিছুতেই লিপ্ত নহে; অথচ, সমস্ত বিশ্বের কর্ত্তা।

ব্রহ্ম চিৎ স্বরূপ; এইজন্য সকল বস্তুতে শব্দ রূপেই অবস্থিতি করেন। তিনিই দ্রষ্টা ও তিনিই দৃশ্য রূপে আত্মাকে দর্শন ও সদসদ্রূপে অধিষ্ঠান করেন। সেই আত্মচৈতন্যরূপ ব্রহ্মই লোচন; চক্ষু দ্বারমাত্র। এই চিন্মাত্র পরমাণুই আত্মাকে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য রূপে দর্শন করেন। জল ও ভূমি প্রভৃতি হইতে ভৌতিক পদার্থের ন্যায়, সেই স্বভাবাণু হইতে কোন পদার্থই ভিন্ন নহে। দিক্‌কালাদিস্বরূপ সেই পরমাত্মাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান। তিনিই সকলের আত্মা ও অনুভব স্বরূপ। তিনিই সর্ব্বভূতের চৈতন্য ও দৃষ্টির অবিষয়ীভূত। সম্যগ্‌জ্ঞানের উদয় হইলে, তাঁহাতে আর দ্বৈতভাবের অনুভব হয় না। তিনি সাক্ষিচিন্মাত্র। তাঁহাতেই কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব অনুস্যূত বা অন্তর্নিহিত আছে। তিনি ভিন্ন কিছুই নাই।

হায়, তাঁহার কি আশ্চর্য্য মায়া! তিনি অণুস্বরূপ হইলেও, স্বীয় জঠরে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে ধারণ করেন! বৃক্ষ যেমন শাখাপল্লব ও ফলকুসুমাদি ত্যাগ করিয়া, বীজগর্ভে অবস্থান করে, তদ্রূপ সেই চিদণুর অন্তরে সমস্ত বিশ্ব সন্নিহিত আছে। অতএব যিনি এই জগৎকে অদ্বৈতরূপে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী। চিদণুর অন্তরস্থ জগৎ বাস্তবিক জাত বা অজাত, দ্বৈত বা অদ্বৈত, বিদ্যমান বা অবিদ্যমান, স্থূল বা সূক্ষ্ম, শান্ত বা ক্ষুব্ধ, কিছুই নহে। উহা চিতের বিস্ফুরণমাত্র। সুতরাং, উহা চিৎই। এই চিৎ সর্ব্বাত্মক; যখন যেখানে যে রূপে আবির্ভূত হয়েন, তখন সেখানে সেই রূপেই দৃষ্ট হয়েন। ইনি অনুদিত হইলেও, সৃষ্টি রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন এবং একাত্মা হইলেও, সর্ব্বাত্মক রূপে অবস্থিতি করেন। সেই পরমতত্ত্ব চিৎ জগৎরূপে উদিত হইয়া, স্বয়ং জন্ম-মরণাদির বশীভূত হয়েন। তিনি পরমাণু হইয়াও, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন এবং জগতের বিস্তার, রচনা, সম্পাদন ও সমুৎপাদন করেন। সুতরাং এই জগৎ বিচিত্র হইলেও, শূন্য ভিন্ন কিছুই নহে। অয়ি নিশাচরি! এই জগৎ সচ্চিদানন্দ বিধায় পরমার্থপিণ্ড রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

দ্বিনবতিতম সর্গ (সাধুসঙ্গের ফল চিত্তশুদ্ধি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! রাজার এই কথা শুনিয়া রাক্ষসীর দিব্যজ্ঞানযোগ সংঘটিত, তৎপ্রভাবে ব্রহ্মপদবিনাশী স্বজাতিসমুচিত মাৎসর্য্য পরিহৃত, সমস্ত সন্তাপ বিগলিত, বর্ষাগমে ময়ূরীর ন্যায় অন্তঃশীলতা সমুপস্থিত এবং পরম বিশ্রান্তি সমাগত হইল। সে মেঘধ্বনিশ্রবণে বলাকার ন্যায়, নিরতি আনন্দিত হইয়া কহিল, অন্তঃসারবিশিষ্ট প্রবোধরূপ প্রভাকর সম্পর্কে আপনাদের উভয়েরই বুদ্ধি পদ্মবৎ প্রতিভাত হইয়াছে। শশাঙ্ক-সংসর্গে কুমুদিনীর ন্যায়, আপনাদের সমাগমে আমি অতিমাত্র প্রফুল্ল হইয়াছি। আমার মতে ভবাদৃশ বিবেকীগণের পূজা ও সেবা করাই কর্ত্তব্য। কুসুম হইতে সৌরভের ন্যায়, সাধুসঙ্গে সর্ব্বথা শুভসংঘটন হইয়া থাকে। সূর্য্যের সমাগমে যেরূপ অন্ধকার বিনাশ ও আলোকের আবির্ভাব হয়, সাধুর সংসর্গে তদ্রূপ সর্ব্ব-প্রকার দুঃখনাশ ও সর্ব্বপ্রকার সুখ সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রজ্বলিত প্রদীপ হস্তে থাকিলে যেমন অন্ধকার অভিভূত করিতে পারে না, সাধু সহায় হইলে তদ্রূপ বিপজ্জাল পরাহত হয়। ভবাদৃশ বিবেকিগণ ভাস্করের ন্যায় অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন। তদ্দ্বারা হৃদয়রূপ গৃহ আলোকিত হইয়া থাকে। এই জন্য পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সাধুসংসর্গ সাক্ষাৎ পরম সৌভাগ্য অথবা তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আমি সৌভাগ্যক্রমেই আপনাদের সঙ্গলাভ করিয়াছি। এই সৌভাগ্যের প্রতিদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমাকে কি করিতে হইবে, বল।

রাজা কহিলেন, ক্ষণদাচরি! আমি স্বকীয় অধিকারবাসী ব্যক্তিবর্গের বিসূচীপীড়াজনিত হৃদয়শূলন রূপ দারুণ যন্ত্রণা বিনাশ জন্য বহির্গত হইয়াছি। আমার অভিলাষ, বিসূচীরোগের মন্ত্র গ্রহণ এবং তোমার ন্যায় যাহারা মুগ্ধ ব্যক্তিগণের প্রাণ হত্যা করে, তাহাদিগকে নিগৃহীত করিব। তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আর প্রাণি-

হিংসা করিবে না। যাহারা পাপাত্মা, তাহারা স্বয়ংই বিনষ্ট। কেননা, পাপ তাহাদিগকে অগ্রেই বিনাশ করে; পরে মৃত্যু প্রভৃতি উপলক্ষ হইয়া থাকে মাত্র। অতএব তুমি পাপাত্মাদিগের হিংসা কর, তাহাতে আমার আপত্তি বা নিষেধ নাই। রাক্ষসী কহিল, রাজন্! আজি হইতে সত্য করিলাম, আর কখনও প্রাণিহিংসা করিব না।

রাজা কহিলেন, তুমি যদি আমার কথায় প্রাণিহিংসায় নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে কি রূপে তোমার দেহরক্ষা হইবে?

রাক্ষসী কহিল, আমার আর ভোজনে বাসনা নাই। আমি অধুনা পর্ব্বতশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক প্রাক্তন ধ্যান ধারণা সহকারে চিত্র-পুত্তলিবৎ নিশ্চল অবস্থান করিব এবং যাবৎ মৃত্যু না হয়, তাবৎ আত্মাতেই সংসক্ত হইয়া, দেহ ধারণ ও পরে যথাসময়ে ইহা বিসর্জ্জন করিব, ইহাই আমার একমাত্র সংকল্প। ভাবিয়া দেখুন, আত্মা যখন এক, তখন যাহারা প্রাণিহিংসা করে, তাহারা আত্ম-ঘাতী, সন্দেহ কি? অতএব আর কখনও প্রাণিহিংসা করিব না।

রাজন্! শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাহনপূর্ব্বক উত্তর দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত চন্দ্রাংশুধবল হিমালয় নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহারই হেমশৃঙ্গদরীগৃহে আমি মেঘলেখাবৎ অবস্থিতি করি। আমার নাম কর্কটী। পিতামহ মদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে লোকবিনাশিনী বিসূচিকা বরদান করিয়াছেন। আমি তৎপ্রভাবে বিসূচিকা হইয়া, বহুবর্ষ বহুপ্রাণ ভক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু তৎপ্রকাশিত মহামন্ত্রের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত গুণবান্ ব্যক্তির হিংসা করিতে আমার সাধ্য হয় না। বাস্তবিক, একমাত্র গুণ হইতেই পৃথিবীর স্থিতি বিহিত হয়। অতএব রক্ষাই তাহার প্রকৃত পুরস্কার। গুণ না থাকিলে, পৃথিবী থাকিতে পারে না। আপনি এক্ষণে সেই মন্ত্র গ্রহণ করুন। আমি বিসূচী-রূপে হৃদয়শোণিত শোষণ করিলে, লোকের নাড়ী বিকল ও বিধুর হইয়া থাকে। তাহাদের বংশপরম্পরারও এইপ্রকার অবস্থা

ঘটে। রাজন্! ভবাদৃশ সত্ত্বশালী ব্যক্তিগণ সকলই করিতে পারেন। সত্ত্বই কার্য্যসিদ্ধির মূল। যাহার সত্ত্ব নাই, সে পদার্থই নহে। পণ্ডিতগণ জড়েরও সহিত তাহার তুলনা করেন না। আপনি অবশ্যই বিসূচিকামন্ত্র লাভ করিবেন। আসুন, নদীতীরে গমন ও যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক সংযমসহকারে আমার নিকট সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। গুণশালী ব্যক্তিকে অদেয় কিছুই নাই।

অনন্তর রাজা ও মন্ত্রী রাক্ষসীর সহিত সুহৃদ্ভাবে নদীতীরে গমন করিয়া, তাহার শিষ্য হইলেন এবং রাক্ষসী ব্রহ্মদত্ত বিসূচিকা-মন্ত্র তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রদান করিয়া, গমনোদ্যত হইলে, রাজা তাহাকে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমাদের গুরু ও বয়স্যা। এই কারণে আমরা তোমাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি। আমাদের প্রণয় কখন ব্যর্থ করিতে পারিবে না। দেখ, দর্শন-মাত্রেই সাধুগণের সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি আমার গৃহে যথাসুখে অবস্থিতি কর।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! দেহ বর্ত্তমানে, লোকের পূর্ব্বস্বভাব কখন লোপ পায় না। আমি রাক্ষসী সামান্য মনুষ্য খাদ্যে আমার তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা কি? অতএব তুমি কোন্ দ্রব্যে আমার তৃপ্তি বিধান করিবে?

রাজা কহিলেন, অয়ি অনিন্দিতে! তুমি কিয়ৎকাল সামান্য নারীরূপে মদীয় গৃহে ইচ্ছানুসারে অবস্থিতি করিলেই, আমি রাজ্যস্থ চোর ও অন্যান্য পাপাচার বধ্য ব্যক্তিদিগকে আনায়ন পূর্ব্বক তোমার তৃপ্তি বিধান করিব। তুমি তাহাদিগকে হিমালয়শৃঙ্গে লইয়া গিয়া, যথাসুখে ভক্ষণ করিবে। যেহেতু মহাভোজী ব্যক্তি-গণ নির্জ্জনে ভোজন করিয়াই সুখী হয়। তুমি ঐ সকল পাপাত্মাকে ভক্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় সমাধিস্থ হইবে। পরে সমাধি-ভঙ্গে অন্য কোন সময়ে পুনর্ব্বার আগমন ও পূর্ব্ববৎ অন্যান্য বধ্যদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিবে। এইপ্রকার হিংসায় তোমার

অকর্ম্ম বা পাতিত্যের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মানুসারিণী হিংসা ও দয়া উভয়ই এক কথা। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতীকে এ কথা বলা বাহুল্য, যে, পাপই মানুষকে সংহার করে, রাজাদির দণ্ডাদি উপলক্ষ মাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টির আদিতে এই প্রকার নিয়তি স্থাপন করিয়াছেন; কেহ পাপ করিয়া, পরিহার প্রাপ্ত হয় না। স্থূলবুদ্ধি লোকেই স্থূল দৃষ্টিতে পাপাত্মার সুখৈশ্বর্য্য অবলোকন করে। কিন্তু তাহা নির্ব্বাণের পূর্ব্বদশা। প্রদীপ ইহার দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে এইপ্রকার উজ্জ্বল বা উন্নত দশা ভোগ করে। বস্তুগত্যা, পাপাত্মার সুখ বা উন্নতি নাই। সে ইহ জীবনেও নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। অন্তরে অন্তরে নিরন্তর ঐ যন্ত্রণার অনুভব হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতীকে অধিক বলা বাহুল্য। তুমি সমাধিভঙ্গে পুনরায় অবশ্যই আমার নিকট আসিবে। দেখ, অসতেরাও বদ্ধমূল সৌহার্দ্দ পরিহার করে না। সুখের নিমিত্তই সৌহার্দ্দের সৃষ্টি। বন্ধু বন্ধুকে দেখিলে, যে প্রকার সুখ অনুভব করে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। যাহার বন্ধুর সহিত বাস, বন্ধুর সহিত সম্ভাষ ও বন্ধুর সহিত গতাগতি, সংসারে তাহার তুল্য সুখী দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, সজ্জনের সহিত সৌহার্দ্দ স্বর্গ ও অপবর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বিধাতা যেন চিরকাল ঐ প্রকার সৌহার্দ্দ-সুখ-বিধান করেন। তোমার ন্যায়, সুহৃদ্‌সহবাসে আমার যে প্রকার সুখসঞ্চার হয়, রাজ্যেও সেরূপ সম্ভাবনা নাই। আমি এই অখণ্ড কিরাতাধিপত্যের বিনিময়ে ঈদৃশ সৌভাগ্য সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদাই অভিলাষী।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! আপনার কথা সকল সর্ব্বথা যোগ্য-পদবিশিষ্ট। উহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কোন্ ব্যক্তি সুহৃদের কথা পরিহার করিতে পারে?

রাক্ষসী এই কথা বলিয়া, মুগ্ধা স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রাজা ও মন্ত্রীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। এবং রাজভবনে সমাগত হইয়া,

কোন পরম রমণীয় গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পরম সমাদরে বিবিধ কথোপকথনে রাত্রি যাপন করিল। এই রূপে ছয় দিবসের মধ্যে রাজা স্বরাজ্য ও পররাষ্ট্র হইতে তিন সহস্র বধ্য আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে প্রদান করিল। সে দরিদ্রলব্ধ নিধির ন্যায়, তাহাদিগকে গ্রহণ ও হিমাচলশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক ভক্ষণ ও তৃপ্তিলাভ করিয়া, তিন দিন নিদ্রায় যাপন ও পরে সমাধি অবলম্বন করিল। অনন্তর পঞ্চম বৎসরে সমাধির পর্য্যবসানে পুনরায় রাজসদনে সমাগত হইয়া, পূর্ব্ববৎ বধ্যদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিল। অদ্যাপি সে ঐরূপ করিয়া থাকে। বৎস! রাক্ষসী জীবন্মুক্ত। রাজার সহিত তাহার সৌহার্দ্দও দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে। মহতের সৌহার্দ্দ কখনও খণ্ডিত হয় না।

ত্রিনবতিতম সর্গ (পূজ্য ব্যক্তিই দেবতা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! কিরাতমণ্ডলে সমুৎপন্ন রাজামাত্রেরই সহিত ঐ রাক্ষসীর সৌহার্দ্দ সংঘটিত হয়। সে কিরাতমণ্ডলস্থ পিশাচভয়াদি সর্ব্বপ্রকার মহোপদ্রব ও সকল রোগ নিরাকৃত করে এবং বহুবর্ষ সমাধির পর কিরাতমণ্ডলে সমাগত হইয়া, উল্লিখিত রূপে সংগৃহীত বধ্যদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকে। সে আজিও এই সৌহার্দ্দ বা এই বৃত্তি ত্যাগ করে নাই। অথবা, মহাত্মাদের প্রকৃতিই এই। তাঁহারা কখনও প্রকৃতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন না এবং তজ্জন্য স্বমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া, কদাচ আত্মা বা পরের গ্লানি বিধান করেন না। উপকারের সূত্র পাইলেই, যথাসাধ্য তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। কোন ক্রমে ইহার ব্যভিচার করেন না।

সে যাহা হউক, নিশাচরী ঐরূপে উৎপাতাদি দোষ সকল নিরাকৃত করে; এইজন্য কিরাতমণ্ডলে কন্দরা বা মঙ্গলা নামে

প্রতিষ্ঠিতা ও তত্রত্য গগনস্পর্শী প্রাসাদশিখরে সংস্থাপিতা হইয়াছে। পরম সমাদরে তাহার এই প্রতিমার পূজা বিহিত হইয়া থাকে। এই প্রতিমা জীর্ণ হইলে, পুনরায় অন্য প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়। তত্রত্য ভূপালমাত্রেই এই নিয়মের বশবর্ত্তী। কেননা, ভগবতী কন্দরার প্রতিষ্ঠা না করিলে, সমস্ত প্রজালোকের উচ্ছেদদশা সংঘটিত হয়। বৎস! তাঁহার পূজা করিলে, লোকের বাসনা পূর্ণ হয়; না করিলে, মনোহানি ও বিবিধ অনর্থ আপতিত হইয়া থাকে। অথবা, পূজ্যপূজাব্যতিক্রম কোন মতেই মঙ্গলের নহে! সৌম্য! বধ্যলোকদিগকে বলিদান করিয়া তদীয় পূজা বিহিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি কিরাতমণ্ডলে তাঁহার চিত্রাঙ্কিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ প্রতিমা দর্শন করিলে, অভীষ্ট-সিদ্ধিরূপ পরম ফল লাভ হইয়া থাকে। বৎস! সেই প্রতিমা বালবৎসগণের মঙ্গল বিধান করেন। তিনি পরমবোধবতী এবং জয়সহকারে তথায় বিরাজ করিতেছেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ (চিত্ত নির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! এই আমি তোমার নিকট কর্কটীর মনোহর আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবান্! রাক্ষসী কিজন্য কৃষ্ণবর্ণা ও কর্কটী নামে বিখ্যাত হইয়াছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রাক্ষসদিগের শুক্ল, কৃষ্ণ ও হরিতাদি ভেদে বিবিধ কুল আছে। তদনুসারে শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণভেদ সংঘটিত হয়। আর কর্কটাকৃতি নিশাচরের ঔরসে জন্ম বলিয়া ঐ রাক্ষসীর নাম কর্কটী। আমি কর্কটীর প্রশ্ন উপলক্ষে পরমার্থ-নিরূপণবিষয়িণী আখ্যায়িকাই কীর্ত্তন করিয়াছি।

হে রঘূদ্বহ! এই আদ্যন্তহীন জগৎ সম্পূর্ণ অসম্পন্ন; একমাত্র

পরম কারণ হইতে সম্পন্নবৎ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। বিষয়মাত্রেই যেমন ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় বিদ্যমান, তদ্রূপ সৃষ্টি-পরম্পরা সেই পরম পদে প্রতিষ্ঠিত আছে। বহ্নি যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ দহন করে, ব্রহ্ম তদ্রূপ নানা কর্ত্তার ন্যায়, নানাবিধ সৃষ্টি বিধান করিয়া থাকেন। দারুতে প্রতিমাবুদ্ধির ন্যায়, এই অসৃষ্ট জগৎকে সৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান হয়। বীজ ও অঙ্কুর অভিন্ন; কিন্তু অঙ্কুর যেমন বীজ হইতে ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়, চিত্ত তেমনি চেত্য বা অহংভাব হইতে অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন অর্থাৎ জগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফল ও বীজের ন্যায়, চিৎ ও চেত্য পরস্পর অভিন্ন; তজ্জন্য বস্তু সকলও চিৎ হইতে ভিন্ন নহে। অজ্ঞানপ্রযুক্তই এইপ্রকার ভেদাভেদ বিহিত হইয়া থাকে। সদ্বিচার বা বিজ্ঞানের উদয় হইলেই, এই ভেদাভেদের এক কালেই নিবৃত্তি হয়। বৎস! তুমি প্রকৃষ্ট বিধানে একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া অবগত হও এবং এইভ্রম পরিহার কর। ভ্রান্তি দূর হইয়া, অভেদ-বুদ্ধির উদয় হইলেই, তুমি সেই পরম বস্তুকে জানিতে পারিবে। ব্রহ্মকে জানাই একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞানে আবশ্যক নাই। সদ্বিচারসহায়ে প্রবোধ সঞ্চরিত হইলে, তুমি নিশ্চয় জানিতে পারিবে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন; সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই।

স্থূলদৃষ্টিতেই জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধ হয়। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই ঐ প্রকার ভেদকল্পনার অবতারণা করিয়া, অনর্থক বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়। প্রকৃত জ্ঞানযোগের উদয় সহকারে সেই পরম শান্তস্বরূপ পরমপদের বিশিষ্টরূপ স্বরূপাবধারণ হইলে, আর বাদানুবাদ করিতে হয় না। তখন নিশ্চয় জানিতে পারা যায়, পরমাত্মার আদি নাই, অন্ত নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই। তিনি সর্ব্বময়; এতদ্বিধায় তাঁহা ভিন্ন কিছুই নাই। তুমি অবধান-পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তবাদ শ্রবণ করিয়া, উল্লিখিত ভ্রান্তি নির্ণয় করিতে পারিলে, তোমার সকল বাসনা বিনষ্ট হইবে। মনই জগ-

তের নির্ম্মাতা। ইহার পরিহার হইলে,স্বীয় আত্মাতে আত্মা মাত্র অধিষ্ঠান করেন। সংসারে একমাত্র চিত্তই বিরাজমান, দেহাদি কিছুই নাই। এই রাগদ্বেষাদিসঙ্কুল চিত্তই সংসার। ইহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলে, সংসারজ্ঞানের বিনাশ হয়। অতএব এই চিত্তকে আর্য্যবৎ পরম সমাদরে সাধন, পালন, বিচারণ, আহরণ ও ধারণ করা কর্ত্তব্য। চিত্ত শূন্যস্বরূপ; কিন্তু ত্রিজগৎ ইহার অভ্যন্তরে নিহিত। চিত্তই অহংভাবরূপে দেহাদি ব্যাপ্ত করিয়া আছে। চিত্তের চিদংশই কল্পনার বীজ এবং জড়াংশই ভ্রমময় এই জগৎ। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। ব্রহ্মই কেবল স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহে বিরাজমান ছিলেন। সেই মনোময় আত্মবপু ব্রহ্ম আত্মা দ্বারা সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। চিত্তই অজ্ঞানবশে জগৎ দর্শন ও জ্ঞানবশে আত্মস্বরূপ অবলোকন করে।

বৎস! বক্ষ্যমাণ ঐন্দবোপাখ্যানে এবিষয় সুস্পষ্ট কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ করিলে, শ্রোতার হৃদয় সুশীতল ও আত্মা চরিতার্থ হয়। ভ্রান্তিই জগৎ রূপে প্রকাশিত হইতেছে। অধুনা তাহার বিবরণ করিতেছি, অবধারণ কর।

পঞ্চনবতিতম সর্গ (ঐন্দবোপাখ্যান।—সংসারের অসারতা)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! জ্ঞানবিজ্ঞানবিশিষ্ট তত্ত্ববিদ্‌-বরিষ্ঠ মহামনা বশিষ্ঠ এইপ্রকার অভিনব তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতেছেন, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি দৈববাণীর ন্যায়, বেদবাক্যের ন্যায়, চকিত হইয়া, একতান চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, কোন দিকে কোনরূপ শব্দ বা স্পন্দন নাই; চতুর্দ্দিক্ এরূপ নিস্তব্ধ যে, তৃণপাত হইলেও, তাহা অনায়াসেই শুনা যায়; এমন সময়ে দিবাবসান হইয়া আসিল। দিবাকর যেমন অত্যুচ্চে উঠিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার পতনদশার সূত্রপাত হইল। পতনের পূর্ব্বে ক্ষণেকের জন্য যেন অপূর্ব্ব সমৃদ্ধির আবির্ভাব হয়; প্রদীপ নির্ব্বাণের

পূর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া থাকে। ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। আশু পতন হইবে বলিয়া দিনকরেরও অপূর্ব্ব রাগ বর্দ্ধিত হইল। তিনি বিধিকৃত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, অগত্যা স্থানভ্রষ্ট, মর্য্যাদাভ্রষ্ট ও পদভ্রষ্ট হইলেন। তাঁহার আর সে প্রভাব বা সে মূর্ত্তি রহিল না। ক্রমে তাঁহার উজ্জ্বল কান্তি মলিন হইয়া আসিল।

বৎস! যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা এই দৃষ্টান্তে সংসারের অসারতা অনায়াসেই বিনা উপদেশে বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া তদনুরূপে কার্য্য করিতে পারে। তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায়, ধন বল, মান বল, মর্য্যাদা বল, গৌরব বল, সকলই কিয়দ্দিনের জন্য। শতশঃ যত্ন করিলেও, অবশ্য উহাদের লয় হইবে। কোন মতেই রক্ষা হইবে না। রাজা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া মনে করে, আমি অখণ্ড মেদিনীর অদ্বিতীয় স্বামী। কিন্তু তাহার এই স্বামীত্ব কিয়ৎকালের নিমিত্ত, তাহা তাহার চিন্তাপথেও উদিত হয় না। এইজন্য সে রাজ্যের পর রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য বিবিধ জীবশোণিতে পৃথিবী অপবিত্র করিয়া থাকে। পরিশেষে আপনিও বিনষ্ট অথবা সজীব থাকিয়াই স্বপদভ্রষ্ট হয়।

এই রূপ, প্রভুও ভৃত্যবর্গের বা অধীনবর্গের মধ্যে সিংহের প্রতাপে আসীন হইয়া, সদম্ভে ও সগর্ব্বে মনে করে, আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান্ আর কে আছে? এই সকল ব্যক্তি আমার দ্বারস্থ। আমি ইহাদের অন্নদাতা বিধাতা। এই প্রকার অভিমান ও অহঙ্কারের আতিশয্যক্রমে তাহার মন ঘূর্ণায়মান ও বুদ্ধি বিকৃত হইলে, আপনাকে তাহার প্রকৃত ঈশ্বর বা মানুষরূপী দেবতা বলিয়া ভ্রম জন্মে। কত প্রভু এইপ্রকার অভিমানে অধীনদিগকে পশুবৎ তাড়িত, দণ্ডিত ও নিপীড়িত করে, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এইপ্রকার প্রভুত্ব কিয়ৎ কালের জন্য, তাহা যদি ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বাস্তবিকই নির্ব্বেদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বলিতে কি, কত প্রভু এইপ্রকার অত্যাচারদোষে ভ্রষ্ট ও নষ্ট

হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করা অপেক্ষা সাংসারিক অসারতা আর কি আছে?

ঐ দেখ, সেই বিশাল বটবিটপী এই পতিত রহিয়াছে। এই বৃক্ষ অত্যুচ্চ শিরে গগনমণ্ডল আলোড়ন করিত। প্রচণ্ড বায়ু ইহার এই দশা সাধন করিয়াছে। অন্যান্য বৃক্ষ, যাহারা নত শিরে ছিল, তাহাদের কিছুই হয় নাই। মনুষ্যসংসারে যাহারা এইরূপ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়, কালরূপ বায়ু তাহাদেরও এইরূপ পতনদশার আবিষ্কার করে।

অথবা, কালের স্বভাবই এই, অনবরত সাধন ও অনবরত নিধন করে। সেইজন্য সামান্য কীটাণু হইতে অতিবৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত অথবা সামান্য রজঃকণা হইতে অতি বিশাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত কাহারই সম ভাবে থাকিবার সাধ্য বা কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। আবার, শতবজ্রের আঘাতেও যাহার মৃত্যু হয় না, কাল অতি সামান্য সূত্রেই নিমেষমধ্যে বিনা আঘাতে বা বিনা রোগে অনায়াসে তাহার নিধন সাধন করে। যে ব্যক্তি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সংসারের অসারতা বুঝিতে পারে, সেই যথার্থ বুঝে এবং সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান্, সন্দেহ নাই। নতুবা, রাশি রাশি পুস্তক পাঠ বা প্রচুর অধ্যয়ন করিলেই, প্রকৃত বুদ্ধি উদয় বা পাণ্ডিত্য জন্মে না। বৎস! যে অধ্যয়নে সংসারের অসারতা বুঝিতে পারা যায় না, তাহা ভারবহনমাত্র। গর্দ্দভাদি বৃথাভারবাহী পশুর সহিত ঐরূপ গ্রন্থভারবাহী ধিগ্‌জীবিত পুরুষের কোনপ্রকার প্রভেদ নাই।

ফলতঃ, সংসার যে অসার, তাহা বিনা উপদেশে আপনা আপনিও বুঝিতে পারা যায়। যাহারা সংসারের কীট তাহারাই কেবল এ কথা বুঝিতে পারে না। বৎস! যাহারা কেবল বিষয় বিষয় করিয়াই, যাবজ্জীবন ব্যস্ত থাকিয়া, অনর্থক মানবজন্ম ভ্রষ্ট করে, তাহারাই সংসারের কীটপদের বাচ্য। যাহারা উদয়াস্তযাবৎ সমস্ত দিনমান কেবল অসার উদরের জন্য স্বতঃ পরতঃ ব্যস্ত, তজ্জন্য মহাপাপ করিয়া, পরলোক ভ্রষ্ট করিতেও যাহাদের লজ্জাবোধ হয়

না, তাহারাই সংসারের কীটশব্দে বাচ্য। যাহারা স্ত্রী পুত্রাদি ভয়ানক শত্রুরূপী পরিবারাদির পোষণ জন্য হতজ্ঞান হইয়া, অন্যের স্ত্রী পুত্রদিগকেও নষ্ট করিতে, কষ্ট দিতে বা অন্যরূপে ভ্রষ্ট করিতে কোন মতেই পশ্চাৎপদ হয় না, তাহারাই সংসারের কীটপদ-বাচ্য। যাহারা অসার ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া, পরদারমর্ষণ, পর-দ্রব্যহরণ, পরপীড়ন, পরমোষণ, ইত্যাদি বিবিধ পাতকে, জানিয়াও, প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই সংসারের কীটপদবাচ্য। ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও সংহার করেন। মানুষ উপলক্ষ মাত্র। অতএব যাহারা মনে করে, আমি ছাড়িয়া দিলে, আমার স্ত্রীপুত্রের কি দশা হইবে, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, যাহারা সংসারে গাঢ় আগ্রহ প্রকাশ ও তজ্জন্য পরমার্থ নিরাস করে, তাহারাই সংসারের কীট-পদবাচ্য। কেননা, এই সকল ব্যক্তি সংসারের অসারতা কদাচ বুঝিতে পারে না।

বৎস! সূর্য্য অপেক্ষা তেজস্বী পদার্থ দ্বিতীয় নাই। কিন্তু ঐ দেখ, সন্ধ্যা ক্ষণমধ্যেই উহার সেই জ্বলন্ত তেজোরাশি গ্রাস করিয়া, এক উদ্যমেই উহাকে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যজীবনেও এইপ্রকার সন্ধ্যা আছে। মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা এই সন্ধ্যা স্বরূপ। বৎস! সেই কালরূপিণী দারুণ সন্ধ্যা যখন সমাগত হয়, তখন অতিতেজস্বী জীবনেও সহসা নিবিড় কালিমার আবির্ভাব হইয়া থাকে; এই কালিমা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে! ইহার মন্ত্র নাই, ঔষধ নাই! যাহারা ইহা না জানে ও না ভাবে, তাহারাই সংসারের কীট। কেননা, সংসারের এইপ্রকার অসারতা তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হয় না।

কেহ কেহ বুঝিয়া থাকে, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করে না। তাহারা মুখে বলে, সংসার অসার। কিছুই কিছু নহে। সকলই ক্ষণেকের জন্য। তাহারা মুখে এইপ্রকার বলিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত ব্যবহার করে। এইপ্রকার লোকদিগকে বোধচক্ষু বলে। ইহাদের জ্ঞান থাকা না থাকা, উভয়ই সমান।

কেননা, যে জ্ঞানের কার্য্য নাই, তাহা কখনও জ্ঞান হইতে পারে না, তাহা কাণচক্ষুমাত্র এবং অজগলস্তনমাত্র। অনেক সময়ে ঐরূপ জ্ঞানের পরিণামস্বরূপ প্রভুত অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কেননা, ঐরূপ জ্ঞানীলোকেরা কালসহকারে প্রায়ই বকধার্ম্মিক হইয়া উঠে। বকধার্ম্মিকেরা যে লোকের ভুরি অনিষ্টের হেতু, তাহা সকলেই জানে। বকধর্ম্ম নরকের মূর্ত্তিমান দ্বার। মুখে এক ও অন্তরে এক, অথবা বাক্যে এক ও কার্য্যে তাহার বিপরীত, ইহা অপেক্ষা মহাপাপ আর কি আছে? এইপ্রকার লোকদিগকে দ্বিজিহ্ব বা মনুষ্য-সর্প বলে। বৎস! সর্পের মণি, মন্ত্র ও ঔষধ আছে; কিন্তু মনুষ্য-সর্পের কোনপ্রকার প্রতিকার নাই। উহারা যাহাদিগকে দংশন করে, তাহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও অনায়ত্ত। বোধ হয়, বিধাতা সৃষ্টিনাশ জন্যই উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ, মনুষ্যবংশের কলঙ্ক-স্বরূপ ও সৃষ্টির বিনাশস্বরূপ। উহাদিগকে পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

বৎস! ঐ দেখ, সন্ধ্যার সমাগমে সংসারের আর একপ্রকার দশা হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে, উহার আর সে প্রকাশ নাই। ইহাই সংসারের প্রধান অসারতা। জ্ঞানপণ্ডিত বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মারা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন শোচনীয় দশা দেখিয়া, আপনাদের পরিণাম চিন্তা করেন। কিন্তু অজ্ঞানীরা সে চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা নানাপ্রকার দুরভিসন্ধি সাধনের চিন্তা করিয়া থাকে। কেহ চৌর্য্য, কেহ দস্যুতা, কেহ বেশ্যাসঙ্গ, কেহ স্ত্রীসেবা, কেহ কুৎসিত পানভোজন, কেহ দুর্মন্ত্রণা, কেহ অলস ও অন্ধবিশ্রাম, কেহ অনর্থক পারিবারিক আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি যাহার যে প্রকার অভিরুচি ও উদ্দেশ্য, সে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়। কত লোক এই অন্ধকারে সর্ব্বস্বান্ত, কত লোক প্রাণান্ত-বিপদে পতিত, কত লোক অধঃপতিত, কত লোক প্রতারিত ও কত লোক হতাহত হইয়া থাকে,

তাহা বলিবার নহে। লোকালয়ে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন গৃহে যুবক যুবতী নানাপ্রকার কুৎসিত আমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কোন গৃহে লম্পট লম্পটিকা পশ্বাচারের অনুষ্ঠানে প্রাণ মন নিয়োগ করিয়াছে; কোন গৃহে নানাপ্রকার অনর্থক হাস্যামোদের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; কোন গৃহে বহুবিধ আহারাদির আয়োজন হইতেছে; কোন গৃহে স্ত্রীপুরুষ বৃথা অভিমানকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কোন গৃহ নানাপ্রকার দুর্ম্মন্ত্রণায় নরকতুল্য ঘোর দৃশ্য ধারণ করিয়াছে; কোন গৃহে বিবিধ কূটকারিতার সৃষ্টি হইতেছে। এই রূপে এই রজনীর অন্ধকারে নানাপ্রকার অত্যাচার প্রাদুর্ভূত হইয়া, লোকালয়কে যমালয়বৎ ভীষণ করিয়াতুলিয়াছে। কোন গৃহেই প্রায় ঈশ্বরচিন্তার নাম নাই, পরমার্থকথার প্রসঙ্গ নাই, সত্য ধর্ম্মের আলোচনা নাই। লোকে হত্যামুখ বৃক ও জম্বুকের স্যায়, স্থিরভাবে উপবেশনপূর্ব্বক কেবল বিষয়েরই চিন্তা করিতেছে। কচিৎ কদাচিৎ ঈশ্বরচিন্তা তাহার আনুষঙ্গিক হইয়াছে। বৎস! যে সংসারে এইপ্রকার দুরাচার দুর্ব্বৃত্ত অধমগণের বাস, সে সংসারের অসারতা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। কেননা, উহা যে সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে।

ঐ দেখ, অন্ধকার নিবিড় হওয়াতে, আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। কেবল অন্ধকারই লক্ষ্য হইতেছে। বৎস! অজ্ঞানের আবির্ভাবে লোকের হৃদয় এইপ্রকার মলিন ও ঘোরভাবে পূর্ণ হয় এবং দৃষ্টি আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া থাকে। তখন একমাত্র অজ্ঞানই প্রবল হওয়াতে, ধর্ম্ম ও সত্য প্রভৃতি পরম বস্তুসকল আর লক্ষিত হয় না। যাহার সত্য ও ধর্ম্মে দৃষ্টি নাই, তাহার আবার সারত্ব কি? সংসারে অজ্ঞানান্ধকারের আবির্ভাবপ্রযুক্ত সত্যধর্ম্মরূপ নির্ম্মল আলোকের অভাব হইয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সৌম্য! এই সত্যধর্ম্মের অনুশীলন করিলে, স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, কেহ কাহারও নহে; কাহারও দ্বারা কাহারই কিছুই লভ্য

হয় না। লোকে একাকী আসিয়াছে, একাকীই গমন করে। পিতামাতাদি সম্বন্ধবন্ধন উন্মত্তচেষ্টামাত্র। বিশেষতঃ, এই সংসার আমার নহে। কেননা, আমার বহু পূর্ব্বে ইহা আছে এবং আমি গেলেও থাকিবে। তবে ইহাতে আমার মমতা কি, আগ্রহ কি? আমি থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা। ফলতঃ, কোন দিকে কোন রূপে আমা দ্বারা সংসারের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই যে আমার সম্মুখে প্রতিদিন শত শত লোকের মৃত্যু হইতেছে, ইহার পূর্ব্বেও শত শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে; ফলতঃ, লোকে চিরকালই মরিতেছে, মরিয়াছে ও মরিবে। কিন্তু তাহাতে সংসারের ক্ষতি কি হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে? কিছুই না। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, নিজের অসারতা বুঝিতে পারা যায়। আবার, নিজের অসারতা হৃদয়ঙ্গম হইলে, সংসারের অসারতা ক্রমশঃ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও এই রূপে ক্ষয়োদয়দশায় পতিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা অসার আবার কি আছে?

বৎস! সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এবং রাত্রি প্রভাত হইলে, পরদিন পূর্ব্ববৎ মিলিত হইলেন। মহাভাগ বশিষ্ঠও পুনরায় কথা আরম্ভ করিলেন।

ষণ্ণবতিতম সর্গ (সময়ের সদ্ব্যবহার)।

বাল্মীকি কহিলেন, মহাত্মগণের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ পরদুঃখে কাতর হইয়া থাকে। অথবা, পরের দুঃখদূরীকরণ জন্যই মহাত্মাদের জীবন। সূর্য্য যে অনবরত আলোক বিতরণ করেন, তাহা কি তাঁহার নিজের জন্য? বায়ুও যে দিবারাত্র প্রবাহিত হয়েন, তাহাও কি তাঁহার নিজের জন্য? কখনই নহে। লোকসকলের উপকার জন্যই তাঁহাদের এইপ্রকার প্রবৃত্তি। পরমপ্রভাব শ্রীরামচন্দ্রও শুদ্ধ লোকহিতকামনায় জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য, মানুষের

দুঃখে তাঁহার অতিমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি বিনয় সহকারে পুনরায় বশিষ্ঠ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার কথাসকল হৃদয়, মন ও আত্মার পূর্ণ প্রীতি সম্পাদন এবং সবিশেষ সমুন্নতি সাধন করে। অতএব ক্ষণবিলম্ব-ব্যতিরেকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ তত্ত্বকথাসকল কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হউন। দেখুন, সময় অতি দুর্লভ পদার্থ। উহা গেলে আর পাওয়া যায় না। সংসারে যে সকল স্বাধীন বস্তু আছে, সময় তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইহা রাজা প্রজা, ক্ষুদ্র মহান্, সবল দুর্ব্বল, ধনী দরিদ্র কাহারই বশীভূত নহে। প্রত্যুত, সকলেই ইহার অধীন। শাস্ত্রকারেরা এইজন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন যে, যে সময়ের যে কার্য্য, তাহা সেই সময়েই সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। কেননা, যে সময় যায়, তাহা যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি তাহা লোকের পরমায়ু লইয়া গমন করে। লোকে কথায় কথায় বলিয়া থাকে, অদ্য দিন গত হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার পরমায়ুরও যে একদিন ক্ষয় হইল, তাহা তাহার মনেই হয় না। সেইজন্য, সে কেবল দিন গত করিতেই চেষ্টা করে। যাহারা এই রূপে দিন গত করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের নিজের আয়ুও গত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, সন্দেহ কি? ঐ সকল ব্যক্তিকে আত্মঘাতী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দেখুন, সূর্য্যের উদয়াস্ত-যাবৎ মানুষ যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে সময়ের সমুচিত ব্যবহার হয় না। অধিকাংশ লোকই শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি সামান্য ব্যাপারেই প্রবৃত্ত থাকিয়া, রাত্রিদিন গত করে। আর তাহাদের অন্য কার্য্য নাই বা অন্য চিন্তা নাই। পশুর সহিত এই সকল লোকের বিশেষ নাই। কেহ কেহ বৃথা আমোদ, আহ্লাদ ও ক্রীড়াদিতেই মত্ত থাকিয়া, কালযাপন করে। ইহারাও একপ্রকার পশু। এইপ্রকার পশু-বৃত্তি লোকে পৃথিবী পূর্ণপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য রোগ শোক দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া, ইহাকে মৃত্যুভূমি করিয়া তুলিতেছে।

বলিতে কি, প্রভু যেমন স্বীয় উদরের জন্য ব্যস্ত, ভৃত্যও তদনুরূপদশাপন্ন। ভাবিয়া দেখিলে, ভৃত্যাপেক্ষা প্রভুর ক্ষুধা তৃষ্ণা অধিক বলিয়া বোধ হয়। প্রভু আত্মোদরপরিপূরণ জন্যই ভৃত্যকে নিয়োগ করে, ভৃত্যও আত্মোদরপরিপূরণ জন্যই তাহার কার্য্য করে। এই রূপে একমাত্র উদরপূর্ত্তিই লোকের স্বভাব। ঐ দেখুন, রাজপথ জনতায় পূর্ণ; তিলমাত্র স্থান নাই যে, নির্ব্বিঘ্নে পদবিক্ষেপ করা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য একবিধ; অর্থাৎ ইহারা সকলেই সামান্য উদরপূরণের জন্য রাজপথ পূর্ণ করিয়া, উদয়াস্ত ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখুন, কত লোক দাতার অপেক্ষায় অনর্থক বসিয়া আছে। দাতা কতক্ষণে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিবেন, ইহাই ইহাদের ঐরূপ অপেক্ষা করিবার কারণ। হায়, ইহারা যেক্ষণ বসিয়া আছে, অন্যত্র গমন করিলে, হয় ত সেই ক্ষণে ইহাদের শত দিনের আহার সঞ্চয় হইতে পারিত!

ভগবন্! দাতাও আবার হয় ত সৎ লোক বা সরলচিত্ত নহেন। তিনি হয় ত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। এক্ষণে সেই কলঙ্কপ্রচ্ছাদন জন্যই এই রূপে কষ্টদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলতঃ, লোকে যাহা করে, প্রায়ই উদরের চেষ্টায় করিয়া থাকে। এই উদর পূর্ত্তিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্য, তাহার সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

এইপ্রকার অন্নচিন্তার উপর আবার মানুষের নানাপ্রকার ভোগবিলাসবাসনা আছে। ঐ বাসনা চরিতার্থ করিতেও তাহার বহু সময় বৃথা ব্যয়িত হয়। যাহারা দিবাভাগে উদরের চেষ্টায় বেশবিন্যাসাদি করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না, তাহারা রজনীর আগমনে তাহা সম্পাদন করে। এই রূপে বহু যত্নে, বহু আয়াসেও অনর্থক বহু সময় বিনাশে যাহা সম্পাদন করে, পরদিন প্রভাতে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আবার ঐপ্রকার বেশবিন্যাসাদি না করিলেও, তাহার কোনপ্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি

হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। তথাচ, তাহাতে তাহার প্রবৃত্তির সঞ্চার ভিন্ন নিবৃত্তি নাই।

ব্রহ্মন্! মানুষ এইপ্রকার বৃথাকার্য্যে কত সময় যে বৃথা নষ্ট করে, তাহা বলিবার নহে। সূর্য্যের উদয়াস্তে তাহার আয়ুরও যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা তাহার প্রতীতি হয় না। সুতরাং আয়ুর শেষ হইলে, যখন মৃত্যু গ্রাস করিবে, তখন কোন্ পথে কোন্ দিকে কোন্ স্থানেই বা যাইতে হইবে, স্বর্গ হইবে কি নরক হইবে, কি তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক দশা ঘটিবে, এ সকল ভাবনাও তাহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। সে কেবল পশুর ন্যায়, খাইয়া ও খেলিয়া ভ্রমণ করে। এই রূপেই তাহার জীবন শেষ হয়। সুতরাং, তাহার মৃত্যু ও পশুর মৃত্যু একই কথা।

ঐ দেখুন, দিবাকর যথাসময়ে গগনাঙ্গনে সমুদিত হইয়া, স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই রূপ যথাসময়ে উদিত হইয়া কার্য্য করেন বলিয়া, কোন কালেই ইহাঁর অবসাদ নাই। ইহার তেজ যেমন তেমনি আছে। এবং দীপ্তি ও দ্যুতিরও হ্রাস হয় নাই। এইপ্রকার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তেও মানুষের জ্ঞান হয় না। সে অসময়ে অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য তাহার শক্তি, বল, তেজ, বীর্য্য ও আয়ুরও অসাময়িক ক্ষয় হইয়া থাকে। এবং এই কারণে অকালজরা আক্রমণ করিয়া, তাহাকে এক কালেই অকর্ম্মণ্য ও অবশ করে।

সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ। তাহার আজ্ঞা পালন না করিলে, আমাদিগকে অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা যদি ক্ষুধার সময় আহার না করি, তাহা হইলে, বায়ুপিত্ত উল্বণ হইয়া, আমাদের ক্ষয়দশা আবির্ভূত করে। আমরা যদি তৃষ্ণার সময় জলপান না করি, তাহা হইলে, গলশোষ বা কণ্ঠরোধ হইয়া, প্রাণান্তিক যাতনার সঞ্চার হয়। সকল বিষয়েই সময়ের শাসন এই রূপ।

তথাহি, যাহার বাল্যকাল বৃথা হাস্যামোদে ও অসার ক্রীড়া-

কৌতুকে অতিবাহিত হয়, তাহার উত্তরকাল কখনই ভাল হয় না। যে ব্যক্তি যৌবন কেবল ইন্দ্রিয়সেবায় যাপন করে, তাহার বার্দ্ধক্য অতিমাত্র শোচনীয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বার্দ্ধক্যে বৈরাগ্য-চর্চ্চা না করে, পরিণামে তাহার ঘোর নরক সংঘটিত হয়। এ সকল সময়ের অব্যবহারজনিত মূর্ত্তিমান্ দণ্ড। এই দণ্ডের কোন কালেই পরিহার নাই। যাহারা পরিহারের চেষ্টা করে, তাহারা আরও দণ্ডিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে রাজা প্রজা, বা দুর্ব্বল সবল প্রভেদ নাই।

পৃথিবীহৃদয় যে অনবরত চিতানলে দগ্ধ হইতেছে, রোগ শোক যে গৃহে গহে বিচরণ করিতেছে, সময়ের অবমাননাই তাহার কারণ। নিদ্রার সময় নিদ্রা না যাইয়া, জাগরণ করিলে যে আত্যন্তিকী যন্ত্রণা হয়, তাহা সকলেই জানে। সঞ্চয়ের সময় ব্যয় এবং ব্যয়ের সময় সঞ্চয় করিলে যে অবসন্ন হইতে হয়, তাহাও কাহারই অবিদিত নাই। কিন্তু কার্য্যে লোকে সম্পূর্ণ বিপরীত করে, এইজন্য সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ঐ দেখুন, মনুষ্যলোকে বৃদ্ধ ও বালকে প্রায় প্রভেদ নাই। বালকের যেমন সময়াসময় জ্ঞান নাই, বৃদ্ধেরও প্রায় তদনুরূপ অবস্থা। বালক যেমন অসময়ে আহার বিহার ও শয়ন উপবেশন করে, বৃদ্ধেরও প্রায় তদ্বৎ ভাব। বালক ও বৃদ্ধ উভয়েরই জ্ঞান-কাণ্ড নাই। বৃদ্ধ হইলে বালকের ন্যায়, প্রায়ই বিহ্বলদশার আবির্ভাব হইয়া থাকে। কোন বৃদ্ধেরই স্বজ্ঞান মৃত্যু হয় না। দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়, অন্যান্য লোকেরা ইহা দেখিয়াও সাবধান ও শিক্ষিত হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, মনুষ্যের জন্য আমার অতিমাত্র করুণা ও শোক উপস্থিত হইয়াছে। কি করিলে, তাহাদের উদ্ধার হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হউক।

সপ্তনবতিতম সর্গ (মানুষের কি হইবে)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! পরদুঃখদূরীকরণ জন্য যাঁহাদের জন্ম, সংসারে তাঁহারাই ধন্য ও সফলজীবিত! বিধাতার সৃষ্টিতে তাঁহাদের তুলনা নাই! মানুষের দুঃখ নানাপ্রকার, সুখ নামমাত্র। সে আপনার বুদ্ধিদোষে, বিবেচনাদোষে ও কার্য্য-দোষে এই প্রকার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরা আনয়ন করিয়াছে। যাঁহারা এই দুঃখ নিবারণজন্য নিজের সুখে ও স্বার্থে জলাঞ্জলি প্রদান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেবতা। ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের বিশেষ নাই। স্বয়ং ঈশ্বররূপী শ্রীরামচন্দ্র মানুষের এবংবিধ দুঃখে অতিমাত্র আহতচিত্ত হইয়াছিলেন। ঐ প্রকার বলিতে বলিতে তদীয় মনোবেগ, বর্ষাকালীন নদীপ্রবাহবৎ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে; গুরুদেব বশিষ্ঠের উত্তরবাক্যপ্রতীক্ষা নিতান্ত অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! মানুষ নিজের দোষে দিন দিন পশু অপেক্ষাও অধম হইতেছে। তাহার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে; কিন্তু সে সকলের কার্য্য নাই। পশুদের এই সকলেব কিছুই নাই, সুতরাং তাহার কার্য্যও নাই। এইজন্য মানুষ পশুও অধম। এই মুহূর্ত্তের পর পর মুহূর্ত্তে কি হইবে, যাহারা তাহা বলিতে পারে না, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে প্রয়োজন কি? তাহারা আবার কি বলিয়া আপনাদিগকে পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট জ্ঞানে অভিমান করে?

ব্রহ্মন্! মানুষ যাহা করে; একমাত্র শিশ্নোদর পরিতৃপ্তির জন্যই তাহা করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্যবিধ উদ্দেশ্য নাই। সে, পশুর ন্যায়, যে কোন রূপে আহার পাইলেই সন্তুষ্ট এবং আহারান্তে, যে কোন রূপে স্ত্রীসেবা করিতে পারিলেই জীবন সার্থক বোধ করে। সে দিবসে আহাবের আয়োজনে সমস্ত সময় যাপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা ও স্ত্রীসেবার আয়োজনে তাহার সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই রূপে সে শিশ্নোদর-

পরিতৃপ্তি করিয়া, পশুর ন্যায়, দিনরাত্রি যাপন ও সমস্ত জীবন শেষ করে। তাহার সন্তান সন্ততিরাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। এই রূপে মানবসমাজ পশুভাবেই পরিচালিত হইতেছে। অভ্যাস সর্ব্বাপেক্ষা বলবান পশুভাব ঐরূপে ক্রমশঃ বংশপরম্পরায় অভ্যস্ত হওয়াতে, কেহই তাহার জঘন্যতা, ঘৃণ্যতা, অস্বর্গীয়তা, নারকিতা, অধমকারিতা ও অধঃপাতকতা বুঝিতে পারে না! শূকরাদি পশুরা যে বিষ্ঠাদি ভক্ষণ করে, তাহা তাহাদের জাতীয় অভ্যাস। জাতীয় অভ্যাস সহজে ত্যাগ করা দুষ্কর। ফলতঃ ক্রমশঃ পাপ করিতে করিতে, আর তাহাকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না। চুরি করা অপেক্ষা মহাপাতক আর নাই। কিন্তু অভ্যাসবশে তাহা আর পাতক বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি সর্ব্বদাই মনে করিয়া থাকি, মানুষের কি হইবে!

আপনি কালত্রয়দর্শী মহর্ষি, জ্ঞানবিজ্ঞানের পার দর্শন করিয়া, আপ্তকাম হইয়াছেন। আপনার বিশাল বিজ্ঞানদৃষ্টির অগোচর কিছুই নাই। অতএব উপদেশ করুন, মানুষের কি হইবে? তাহার উপায় কি? ঐ দেখুন, পাপে পাপে তাহার হৃদয় এরূপ মলিন হইয়া গিয়াছে যে, পরমাত্মার প্রসন্ন মূর্ত্তি তাহাতে প্রতিফলিত হয় না; স্ত্রীপুত্রাদি পাপ বিষয় সকলের পাপমূর্ত্তিই তাহাতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সে সমস্ত সংসার ঈশ্বরময় না দেখিয়া, কেবল স্ত্রীময় ও পুত্রাদিময় নিরীক্ষণ করে। এবং সেইজন্য স্ত্রীকে স্বর্গ ও অপবর্গ ভাবিয়া, যেরূপ সস্নেহে, সপ্রেমে, সপ্রণয়ে, সসম্ভ্রমে, সসম্মানে, সসংরম্ভে ও সরাগে আলিঙ্গনাদি করে, যাহা হইতে সেই প্রণয়পাত্রী স্ত্রীর জন্ম হইয়াছে, সেই পরমাত্মাকে কখন সেরূপ অনুরাগে ও আদরে আশ্রয় করে না। ইহা অপেক্ষা মানুষের পাপচারিতা ও অধর্ম্মকারিতা আর কি আছে! হায়! যিনি প্রেম দিয়াছেন, প্রণয় দিয়াছেন, প্রীতি দিয়াছেন, ভক্তি দিয়াছেন ও শ্রদ্ধা দিয়াছেন, আবার যিনি ঐ সকলের প্রকৃতপাত্র স্ত্রীপুত্র ও

মাতাপিতাদি পরমসামগ্রীসকল প্রদান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা কতদূর স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতির আধার, মানুষ ভ্রমেও তাহা চিন্তা করে না। তাহা অপেক্ষা কৃতঘ্ন ও অসংবেদী আর কে আছে? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি সর্ব্বদাই মনে করিয়া থাকি, মানুষের কি হইবে! তাহার উপায় কি?

অষ্টনবতিতম সর্গ (সকলই মিথ্যা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! তুমি কে? কাহার জন্যই বা শোক করিতেছ? শোকই বা কি? সংসার স্বয়ং মিথ্যা ও ভ্রমমাত্র। সুতরাং ইহার সকলই মিথ্যা। কালবশে সকলই লয় পাইবে, কেহই থাকিবে না। একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজ করিবেন। ঘোর নিবিড় দারুণ অন্ধকার মিথ্যার সাক্ষাৎ স্বরূপ। প্রলয়ে সকল পদার্থই সেই অন্ধকারে পরিণত হইবে। অর্থাৎ তখন এই দৃশ্যমান বিশ্বের কিছুই থাকিবে না; এই সূর্য্যচন্দ্র, এই গ্রহতারা, এই বৃক্ষলতা এই পর্ব্বত সাগর, এই তুমি আমি, সকলেরই লয় হইয়া, কেবল অন্ধকার হইবে। তখন অগ্নি আর প্রজ্বলিত হইবে না। বায়ু আর প্রবাহিত হইবে না। সূর্য্য আর উদিত হইবে না। গ্রহনক্ষত্র আর প্রতিভাত হইবে না। আকাশ আর স্থির হইবে না। পৃথিবী আর প্রতিষ্ঠিতা হইবে না। জল আর স্থায়ী হইবে না। শোণিত আর বহিবে না। প্রাণ আর রহিবেনা। চেতনা আর থাকিবে না। সত্তা লুপ্ত হইবে। স্বত্ব বিগলিত হইবে। এবং তেজ হীন হইবে। এই রূপে যাহা লইয়া সংসার, সে সকলের আর কিছুই থাকিবে না। সুতরাং, সংসারেরও লয় হইবে। যখন সকলের লয় হইবে, আকাশ, পাতাল, দিক্, বিদিক্, কিছুই থাকিবে না, তখন আর কি থাকিবে? একমাত্র অন্ধকারই থাকিবে।

তুমি কিজন্য শোক করিতেছ? মানুষ কয় দিনের জন্য?

একতঃ সে কিছুই নহে, তাহার উপর আবার পাপ করিয়া, আরও সত্তাশূন্য হইতেছে। পাপে পাপে ক্ষীণ, মলিন ও বিলীন হইয়া, তাহার বিনাশের দিন ক্রমেই নিকট হইয়া আসিতেছে। মিথ্যারূপী মানুষ এক বারেই মিথ্যা হইবে। তাহার আর নামগন্ধও থাকিবে না। বৎস! পাপের ফল বিবিধরূপে বন্ধন। ঐ দেখ, মানুষ অনবরত পাপ করিয়া, চারি দিকেই শতবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। এই বন্ধন সহজে ছিন্ন হইবার নহে। পুনঃপুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ শোকদুঃখ ইত্যাদি মানুষের প্রধান বন্ধন। প্রলয়ের পরেও পুনরায় সে এই সকল বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে। কোন কালেই তাহার পরিহার নাই। তুমি বৃথা কেন তাহার জন্য শোক করিতেছ? তাহার নিজের বন্ধন নিজের হস্তে এবং নিজের মুক্তিও নিজের হস্তে। বিশ্বকর্ত্তা কিজন্য সৃষ্টি করিলেন, কিজন্য জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম হইয়া থাকে এবং কি করিলেই বা জন্মমৃত্যুর পরিহার হয়, সংসারে কাহারও ঐরূপ পরিহার হইয়াছে কি না, ইত্যাদি বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনাপুরঃসর চিন্তা করিলে, মানুষের বন্ধনচ্যুতি ও মুক্তিলাভের উপায় বিহিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ, ইহাই চিন্তা করিবে, আমি কে? কিছুই নহি। তবে আমার সত্তাপ্রতীতি কিরূপে হইতেছে? ইহা ভ্রমমাত্র। আকাশে মুক্তামালার ন্যায়, স্বপ্নে রাজপদের ন্যায়, আমার সত্তাপ্রতীতি সম্পূর্ণ অলীক ও কল্পনামাত্র। তবে আমি কিজন্য পাপের পর পাপ সঞ্চয় করিয়া, এই অলীক ও অসার সত্তার আরও অলীকত্ব ও অসারত্ব সংঘটন করিতেছি? এইপ্রকার চিন্তা করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে আত্মার উন্নতি হয়, মনের উৎকর্ষ হয়, চিত্তের প্রসারবৃদ্ধি হয়, হৃদয়ের বিস্তার সম্পন্ন হয় এবং পরমার্থপদবী পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাই চিন্তা করিবে, আমি কিছুই নহি। আমি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, আবার ঈশ্বরেই লীন হইব। সুতরাং

আমি ঈশ্বরস্বরূপ। ঈশ্বর ভিন্ন কিছুই নহি। ঈশ্বর অপাপবিদ্ধ। অতএব আমি যতই পাপ করিব, ততই তাঁহা হইতে দূরে পড়িব। আমাতে যে তাঁহার সত্তা আছে, সেই সত্তার ততই অভাব হইবে। তখন আমি কিছুই থাকিব না। এই ধূলিরও ধূলি হইব, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধম হইব, কিম্বা এক বারেই অবস্তু বা অপদার্থ হইব। তবে আমি কেন পাপ করিতেছি?

তৃতীয়তঃ, ইহাই চিন্তা করিবে, আমি কিছুই নহি; কেবল নামমাত্র, ভ্রমমাত্র ও কল্পনামাত্র। আমার এই দেহও কিছুই নহে। ইহা কৃমিকীটের আধার; মলমূত্রের ভাণ্ডার; পূয়শ্লেষ্মার আগার এবং সাক্ষাৎ মহাভারস্বরূপ। কুষ্ঠাদি মহাব্যাধি ইহাতে বাস করিতেছে। যখন যাহা প্রবল হয়, তখনই তাহা ইহাকে সবলে আক্রমণ করে এবং ক্রমে ক্রমে কীটনিষ্কুষিত বংশাদির ন্যায়, ইহাকে ভগ্ন, মগ্ন ও বিলগ্ন করিয়া থাকে। আমার পূর্ব্বে কত দেহ এই রূপে ভগ্ন ও মগ্ন হইয়াছে এবং কত দেহ ঐরূপ হইতেছে ও হইবে, তাহা বলিবার নহে। ফলতঃ, সকল দেহেরই এইপ্রকার জঘন্যদশার সঞ্চার হইয়া থাকে। তবে কেন মহামূল্য বসনভূষণ পরিধান করিতে আমার আগ্রহ হয়? আবার, ঐ বসনভূষণও কি মিথ্যা নহে? এপর্য্যন্ত কত বসন পরিধান করিলাম, তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু সকলই ছিন্ন হইয়াছে, একখানিও স্থায়ী হয় নাই।

পুনশ্চ, বসনভূষণের অসারতা দেখ। তোমার ন্যায় যাহারা মহামূল্য বসনভূষণ নাই, তাহার কি দিন যাইতেছে না? অথব সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে না? বৎস! তোমার ন্যায় যাহারা রাজার পুত্র নহে; যাহারা এইপ্রকার দিব্য অট্টালিকায় দিব্য শয্যায় শয়ন করে না, অথবা দিব্য পাত্রে দিব্য অন্নব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করে না; অথবা শত শত দাস দাসী তোমার ন্যায় যাহাদের সেবা করে না, তাহাদেরও কি সংসার চলিতেছে না ও রাত্রিদিন যাইতেছে না? ঐ দেখ, কত প্রাণী কত দিকে অনাবৃত্ত ক্ষেত্রে অনাবৃত গাত্রে বিচরণ করিতেছে; ইহাদের সহিত তোমার আমার

বিশেষ কি? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবধারণ করিবে, কিছুই কিছু নহে, সকলই মিথ্যা। অতএব যাহার জন্য শোক করিতেছ, সেই মানুষ যেমন মিথ্যা; যে শোক করিতেছ, সেই শোকও তেমনি মিথ্যা।

নবনবতিতম সর্গ (সংসারে সুখী কে?)

শ্রীরাম কহিলেন, সংসারে সুখী কে ও সুখ কি? ঐ দেখুন, কোনদিকে কোনরূপ অভাব নাই, কুবেরের ন্যায় অতুল বিভব, যমের ন্যায় অখণ্ড প্রভাব, ইন্দ্রের ন্যায় একাধিপত্য, শত শত দাস দাসী সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ, সহস্র সহস্র যানবাহন নিরন্তর পরিচর্য্যাপ্রবৃত্ত, ধনের অবধি নাই, বিষয়ের সীমা নাই, যশঃপ্রতিপত্তির ইয়ত্তা নাই, এরূপ ব্যক্তিও সুখী নহে। কেননা, তাহারও রোগ আছে, শোক আছে, জরা আছে, মৃত্যু আছে, পতন আছে, এবং অন্যান্য বহুবিধ আপদ বিপদ আছে, যে সকল আপদ বিপদ অতিসামান্য ব্যক্তিকেও সহ্য করিতে হয়! তবে তাহার সুখ কি?

মানুষ স্বভাবতঃ নীচ, ক্ষুদ্র ও ঈর্ষ্যার দাস। সেইজন্য, সে অন্য ব্যক্তিকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট ভাবিয়া, অস্থলেও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। হয় ত, ঐ ব্যক্তি তাহা অপেক্ষাও অধিক অসুখী। কিন্তু সে তাহা বিবেচনা করে না। দরিদ্রেরা মনে করে, ধনীর অপেক্ষা সুখী নাই। কিন্তু ধন যে প্রকৃত সুখ নহে, তাহা তাহাদের মনেই হয় না। স্থূলদৃষ্টিতে ধনকে আপাততঃ সুখ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ধনীর অবস্থা অতীব শোচনীয়। বিশেষতঃ ধনীরও রোগ আছে, জরা আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপদ্রব আছে। দরিদ্রেরও তত্তৎ রোগাদি ভোগ হইয়া থাকে। তবে ধনী ও দরিদ্রে বিশেষ কি? তবে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর সুখ কি? সুখ কেবল বাহিরে, অন্তরে নহে।

পুনশ্চ, ধনীর যেমন ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, দরিদ্রেরও তদ্রূপ আছে। প্রকৃত ক্ষুধার সময় সামান্য শাকান্ন ভোজন করিলেও যেমন পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা, অত্যুপাদেয় ভোজন করিলেও, তদনুরূপ তৃপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ক্ষুধা না থাকিলে, অমৃতও তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। বলিতে কি, অত্যুপাদেয় ভোজন না করিলে, যদি ক্ষুধানিবৃত্তি ও পরিতৃপ্তি না হইত, তাহা হইলে, ধনী ভিন্ন আর কোন শ্রেণীর লোকই জীবনধারণে সমর্থ হইত না।

ফলতঃ, ধন কখন ক্ষুধানিবৃত্তি, তৃষ্ণাদমন ও মৃত্যুনিবারণ করিতে পারে না। ধনীরও যেমন, দরিদ্রেরও তেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

ভগবন্! প্রতিদিনই যদি ক্ষুধা হয়, তৃষ্ণা হয় এবং তজ্জন্য বিবিধ যত্নে ও ব্যয়ে আহারাদির আয়োজন করিতে হয়, তাহা হইলে, আর পশুপক্ষ্যাদির সহিত মানুষের বিশেষ কি? যে অবস্থায় কাহারই সহিত বিশেষ নাই, সে অবস্থায় আবার সুখ কি? আমি সুখী কি অসুখী, অন্যের সহিত তুলনা করিলেই, জানিতে পারা যায়। কিন্তু সংসারে ধনী দরিদ্র, সবল দুর্ব্বল, রাজা প্রজা, সকলেরই সমান দশা ও সমান ভাব। আমি রাজকুমার, আমারও যেমন, একজন দরিদ্র কুমারেরও তেমন নানাদিকে নানাপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি আছে, যে সকল বিঘ্নবিপত্তি সংসারে থাকিলে, অবশ্যই সহ্য করিতে হয়; কোন মতেই পরিহারের সম্ভাবনা নাই! আমারও এই অত্যুচ্চ অট্টালিকা সহসা ভগ্ন হইতে পারে; দরিদ্রেরও জীর্ণ পর্ণকুটীর হঠাৎ পতিত হইতে পারে। আবার, মৃত্যু আমাকেও যেমন, দরিদ্রকেও তেমন আক্রমণ করিয়া থাকে। তবে সংসারে সুখী কে?

শততম সর্গ (যাহার কিছুই নাই, সেই সুখী)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! সুখ মনে, ধনে নহে। আপনা আপনি অসুখী ভাবিলে, স্বয়ং ব্রহ্মাও তাহাকে সুখী করিতে পারে না। যাহার মন সন্তুষ্ট, সেই সুখী। যাহার কিছুই নাই, সেই সন্তুষ্ট, সুতরাং সেই ব্যক্তিই সুখী। ঋষিগণ ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের কিছুই নাই। সেইজন্য তাঁহারাই সুখী।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! ঋষিরা কি রূপে সর্ব্বত্যাগী ও সুখী হইয়া থাকেন, কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যে সংসার অবশ্যই একদিন ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার আশ্রয়ে সুখের সম্ভাবনা কি? যাহারা মূঢ় ও স্থূলবুদ্ধি, তাহারাই সংসারকে স্থায়ী ভাবিয়া, আসক্ত ও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য পদে পদেই দুঃখ ভোগ করে। সংসারে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যু যেন আমি তুমি, রাজা প্রজা, সকল ব্যক্তিকেই কেশে গ্রহণ করিয়া, দ্বারে দ্বারে, গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছে। বিষয়ের পর বিষয়, ধনের পর ধন, বিভবের পর বিভব, যতই কেন সঞ্চয় কর বা না কর, কিছুতেই তোমার পরিহার নাই। শত পুত্রের পিতা হও বা না হও, শত জনের অধিপতি হও বা না হও, শত পরিবারের কর্ত্তা হও বা না হও, মৃত্যু তোমায় ছাড়িবে না বা দয়া করিবে না। একথা ভাবিলেও, যাহার শরীর লোমাঞ্চিত বা মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার না হয়, সে পশু ও জড়েরও অধম। তাহার হৃদয় নাই; চেতনা নাই এবং প্রাণ ও স্বত্ব নাই।

বলিতে কি, মৃত্যুকে জানিতে পারাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে না জানে, সে সকল পাপই করিতে পারে ও করিয়া থাকে। কোন কুকর্ম্মই তাহার পরিহার্য্য বা অকরণীয়

হয় না। যাবৎ জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ সংসারে থাকা অসম্ভব নহে; কিন্তু যখন জ্ঞানবলে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সংসার একদিন অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে, তখন ইহা ত্যাগ করিয়া, প্রস্থান করাই পরম কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত।

বৎস! সংসারী লোকের সুখভাগ্য কখনই সম্ভব নহে। কেননা একদিকে যেমন তাহার সুখ আছে, অন্যদিকে তেমনি তাহার ততোধিক দুঃখ আছে। এইপ্রকার দুঃখাধিক্যবশতঃই তাহার প্রকৃতসুখভোগ হয় না। বর্ষাকালে সূর্য্যের কিরণ যেমন প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না, সংসারীর সুখেরও তদ্রূপ প্রাদুর্ভাব সম্ভাবনা নাই। সে ধন উপার্জ্জন করিল, চোরে বা দস্যুতে বা অপব্যয়ে বা অতিব্যয়ে বা অন্যবিধ উপদ্রবে তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। সে পুত্রের পর পুত্রের ও কন্যার পর কন্যার জন্মদান করিল, হয় ত সেই পুত্র মূর্খ বা অত্যাচারী অথবা আগুসুখী কিংবা অকালে কালকবলে পতিত হইল। এই রূপে কোন না কোনদিকে, কোন না কোন রূপে তাহার আপদ বিপদ আছেই আছে, কোন কালেই তাহার পরিহার নাই। এইজন্য সংসারীর সুখভোগ আকাশকল্পনার ন্যায় একান্ত অলীক ও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কালদোষ, বুদ্ধিদোষ ও কর্ম্মদোষ ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারেও মানুষের সুখ তিরোহিত হইয়াছে। যে সময়ে যে কার্য্য করা উচিত, সে তাহা করে না। এইজন্য, সুখের পরিবর্ত্তে তাহার দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহারই নাম কালদোষ। সে বাল্যকাল অসৎ ক্রীড়ায় যাপন করে; যৌবনকালে যুবতীসঙ্গে বিষয়সেবায় আত্মমালিন্য সংঘটন করে এবং বৃদ্ধকালে পরমার্থ-চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া, বালকের ন্যায়, ব্যবহার করিয়া থাকে। এই রূপে যাহা করিলে, অসুখ ও অশান্তির সম্ভাবনা, সে তাহাই করিয়া থাকে। অন্যান্যেরা এই দৃষ্টান্তের অনুসারী হয়। এই কারণে কত লোক বাল্যকালেই জন্মের মত নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা বাল্যকালে নষ্ট না হয়, কোন মতে স্বপদে

অবস্থিতি করে, তাহারা যৌবনের সমাগমে তাহার দুরন্ত বেগ-ধারণে অসমর্থ হইয়া, প্রায়ই নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া উঠে। যাহারা যৌবনে নষ্ট না হয়, বৃদ্ধকালে ভীষণ জরার তাড়নায় তাহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায়ই লোপ প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধকাল অতি কঠিন কাল। ইহা সংসারের শেষ সীমা। মৃত্যু ঐ সীমান্তে স্বয়ং দণ্ডায়মান। যাহারা যৌবনের সমাগমে রক্তের তেজে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, নানাপ্রকার কদর্য্য অনুষ্ঠান করে এবং এইরূপে চিরদিন যাইবে, যুবতী ভার্য্যা পীনোন্নতপয়োধরহৃদয়ে মৃণালকোমল দৃঢ় করে আলিঙ্গন করিয়া, মৃত্যুর পাশবন্ধন রোধ করিবে, ইত্যাদি বিবিধ অসার চিন্তা করিয়া, যাহারা যৌবনকাল দূষিত করে, তাহারা এই বৃদ্ধকালে অবশ্যই শোক করিয়া থাকে। কেননা, পাপের ফল অনুতাপ। উহা অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

তোমার শরীরে এখন দিব্য তেজ, দিব্য পুষ্টি ও দিব্য কান্তি। তুমি তৎপ্রভাবে মনে করিতেছ, মৃত্যু তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। এইজন্য, পানদ্বার, বেশ্যাদ্বার, দ্যূতদ্বার ইত্যাদি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে তোমার কিছুমাত্র সংকোচ বোধ হয় না। যুবতীকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর স্বরলহরী শ্রবণ করিতে তোমার যেমন আমোদ বোধ হয়, সদুপদেশ বা কোনপ্রকার সৎকথা শ্রবণ করিতে তোমার সেরূপ আমোদ হয় না, প্রত্যুত বিরক্তিই হইয়া থাকে। তুমি বিবিধ বেশভূষা করিয়া, আপনার এই কৃমিকীটভোজ্য অসার দেহ সজ্জিত করিতে যেরূপ উৎসুক ও আমোদিত হও, স্বীয় ইষ্টদেবতাকে পুষ্পাদি দ্বারা চর্চ্চিত করিতে তোমার সেরূপ আমোদ হয় না। অসার যুবতীসঙ্গে অনবরত বাস ও তাহাদের কথারূপ হলাহল পান করিয়া, আত্মাকে জর্জ্জরিত করিতে তোমার যেরূপ আমোদ অনুভূত ও প্রীতি সমুপজাত হয়; সাক্ষাৎ স্বর্গ ও অপবর্গস্বরূপ সাধুসঙ্গে বাস ও তাঁহাদের সদুপদেশরূপ অমৃত পান করিয়া, অজর, অমর ও

অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে তোমার সেরূপ অভিলাষ বা আমোদ বোধ হয় না। মদ-কল-কোকিল-কাকলী-কোলাহল-সঙ্কুলিত, মলয়মারুত-মৃদুবেগ-বিকম্পিত, মধুকরনিকর-করম্বিত, সুমঞ্জুল লতাকুঞ্জে প্রিয়তমা অঙ্গনার সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া, নিধুবন-লীলা-রসপানবশে জন্মের মত অবশ ও বিবশ হইতে তোমার যেমন প্রীতি উপস্থিত ও একাগ্রতা উপজাত হয়, বিরতি-বনিতা-সহায় হইয়া, তাপসতরুতলে নিরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পরমার্থপীযূষরসপানে অমর ও অক্ষয় হইতে সেপ্রকার বাসনার সঞ্চার হয় না। ভাল খাইব, ভাল পরিব ও ভাল থাকিব, ইত্যাদি অসার বিষয়সেবার অনুসন্ধানপ্রসঙ্গে দিন দিন ক্ষীণ, হীন ও তেজোবিহীন হইতে তোমার যেমন চেষ্টা, অভিলাষ বা প্রবৃত্তি হয়, ভাল খাওয়াইব ও ভাল পরাইব, ইত্যাদি সাধুবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, পরমার্থপদবীপরিষ্করণপূর্ব্বক নির্ব্বাণপদে আরোহণ করিতে সেপ্রকার প্রবৃত্তি হয় না। প্রিয়তমা রমণীর বিরহযোগ সংঘটন হইলে, তোমার যেরূপ অহরহঃ সুদুঃসহ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়া, মনকে ব্যাকুল বা স্বর্গভ্রষ্টের ন্যায়, একান্ত বিষাদিত করে, সাধুসঙ্গের বিচ্ছেদ হইলে, তোমার কখন সেপ্রকার অবস্থার সংযোগ হয় না। তুমি বিচিত্র গৃহে বিচিত্র আসনে উপবেশন করিয়া, বিচিত্র বিলাসবিভূষিতা বারাঙ্গনা সহবাসে বিচিত্র বিহারাদি সংগীত শ্রবণপূর্ব্বক আত্মাকে মলিন, ক্ষীণ ও ম্লান করিতে যেপ্রকার অভিলাষী হও, কুশাসনে আসীন হইয়া, ধ্যানধারণা-প্রসঙ্গে পরমার্থসংগীতরস পান করিয়া, আত্মাকে নির্ম্মল, নিষ্কাত ও নির্ব্বাণপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সেপ্রকার বাসনা হয় না। বৎস! যৌবনের এই সকল দোষ। তৎসমস্তই অতীব ভয়াবহ।

বর্ষাকালীন নদীবেগ যেমন উদ্ধত, যৌবনের বেগ তদপেক্ষাও উদ্দাম হইয়া থাকে। নিতান্ত শিক্ষিত, সদ্‌বুদ্ধি ও ধৈর্য্যশালী না হইলে, যৌবনরূপ অপার জলধি পার হওয়া দুর্ঘট। অনেকেই

ইহাতে অকালে মগ্ন হইয়া থাকে। যাহারা কথঞ্চিৎ উদ্ধার পায়, তাহাদেরও নিস্তার নাই। তাহারা প্রায়ই শক্তিহীন, সামর্থহীন, ক্ষমতাহীন ও গতিহীন হইয়া থাকে। তাহাদের বৃদ্ধকাল পরম শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। অথবা, তাহাদের মধ্যে অনেককেই হয় ত বৃদ্ধদশার মুখাবলোকন করিতে হয় না। তাহারা অকাল জরা বা অকাল-বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হইয়া, অকালেই কালের উদর পূরণ করে।

এই সময়ে সুখও মানুষকে ত্যাগ করে। কেননা, প্রবৃত্তি সকল শতমুখী হইয়া, প্রায়ই কুপথে ধাবমান হয়। তজ্জন্য অকার্য্যে ও অপব্যবহারে আসক্তি জন্মিয়া, দুঃখের শতদ্বার বিস্তার ও সুখের পথ রোধ করে। আমি পূর্ব্বে তোমায় এবিষয় অনেকবার বলিয়াছি। তুমিও স্বয়ং ইহা বিদিত আছ। যাহা হউক, যৌবনে সৎশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে অপেক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ স্বস্তিলাভের সম্ভাবনা।

লোকে সুখের জন্য কর্ম্ম করে; কিন্তু বুদ্ধির দোষে হিতে বিপরীত করিয়া, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের সঞ্চয় করিয়া থাকে। যাহা করিলে, ভাল হইতে পারে, সেবুঝিতে না পারিয়া, তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান ও তজ্জন্য অনিষ্টযোগ ভোগ করে। আমি ভাল বুঝি, সকলেরই প্রায় এইপ্রকার অভিমান আছে। ইহারই নাম বুদ্ধির দোষ। এইপ্রকার বুদ্ধিদোষই মানুষের সুখের পথ রোধ করিয়াছে। সে আপ্তম্মন্য হইয়া, যে যে কার্য্য করে, তাহাই তাহার দুঃখের হেতুভূত হয়। অহম্মন্যতা অপেক্ষা বুদ্ধিদোষ আর কি হইতে পারে? বিধাতা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ কেহ নাই। তিনিই আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সকল বুদ্ধির আকর। তিনি নিজ বুদ্ধিতে যাহা করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার ব্যভিচার বা অন্যথা হয় না। তিনি বুদ্ধিবলে এইপ্রকার মহানিয়তি স্থাপন করিয়াছেন, যে, যে ব্যক্তি অহম্মন্য হইবে, তাহার কখন ভদ্রস্থতা নাই। সে হিত

করিতে বিপরীত করিয়া, আপনিই আপনার শত্রু হইয়া থাকে; এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ বা অসম্ভাবনা নাই। লোকে আপনার বুদ্ধিদোষ সহসা বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলে, কখনও তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া, দুঃখভোগ করে না

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার কিছুই নাই, সেই সুখী। ঋষিগণের কিছুই নাই, সেইজন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সুখী। কিছু না থাকিলে, কোনরূপ বন্ধন থাকে না। ঐ দেখ, পক্ষীরা কেমন সুখে বিহার করিতেছে! তোমার আমার ন্যায় উহাদের কোনরূপ বন্ধন নাই। যখন যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই থাকে এবং যখন যেরূপ ইচ্ছা, সেইমত আহারবিহারাদি করে। মানুষের ন্যায়, ইহাদের প্রত্যাশা নাই, বাসনা নাই এবং বিবিধ ভোগবিলাসেরও চেষ্টা নাই। তজ্জন্য ইহারা লালায়িত হইয়া, মানুষের ন্যায়, লোকের দ্বারে দ্বারে উদয়াস্ত ভ্রমণ করে না; অন্যের গলগ্রহ হইয়া, অতিকষ্টে দগ্ধ উদর পূরণ করে না; প্রতারণা বা শঠতা করিয়া, পরের সর্ব্বনাশপুরঃসর আপনার অভিলাষসাধন করে না; চৌর্য্য বা দস্যুতা করিয়া, পরস্বাপহরণপূর্ব্বক আপনার পোষণ করে না এবং পরের শোণিত শোষণ করিয়া, নিজশোণিত বর্দ্ধন করে না।

হায়, মানুষ! তুমি কতদিনে সৎ হইবে, সৎপথে চলিবে, সৎস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া, শান্তির সোপান অধিকার করিবে, বলিতে পারি না! তোমার মধ্যে যাহারা প্রভু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা সিংহব্যাঘ্রাদি অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর এবং মৃত্যু অপেক্ষাও লোকক্ষয়কর। ইহারা লোকোপকার ভাণ করিয়া, সর্ব্বদাই পরের সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণান্তপর্য্যন্ত সংঘটনপূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় নিরন্তর ব্যাপৃত। সেইজন্য ইহাদিগকে রাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক, ইহারা নবরূপী রাক্ষস, সৃষ্টিবিনাশ জন্যই অবতরণ করে। ইহাদের তাড়নায় সুখ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তজ্জন্য ইহারা নিজেও যেমন অসুখী, ইহাদের জন্য

অন্য লোকেও তেমন সুখভোগে বঞ্চিত হইয়াছে। একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই সংসারের প্রভু হইতে পাবে না। কিন্তু ইহারা স্বয়ং ঈশ্বরপদপবিগ্রহপূর্ব্বক লোকের উপর প্রভুত্ব করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। বসুমতী এই সকল নররাক্ষসের ভারে দিন দিন মলিনা ও অবসন্না হইতেছে! কোন্ দিন ভগ্না তরীর ন্যায়, সহসা মগ্না হইবেন, কে বলিতে পারে?

একাধিকশততম সর্গ (সুখের উপায় কি?)

শ্রীরাম কহিলেন, সুখ কি? সুখলাভের উপায় কি, এবং কি করিলেই বা সুখী হওয়া যায়, পুনবায় সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, নরোত্তম! তুমি ধনে, মানে, কুলে, শীলে, রূপে ও গুণে সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টপদবিশিষ্ট রাজর্ষিবরিষ্ঠ মহারাজ দশরথের ঔরসে সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার পিতার কোন দিকে কোনরূপ অভাব নাই। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবেবাদি লোকপাল ও দিক্‌পালবর্গও তাঁহার আজ্ঞাবহন করেন। বায়ু তাঁহার আজ্ঞায় প্রবাহিত হয়েন, বলিলেও অসঙ্গত হয় না। ঈদৃশ উচ্চ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তোমার সুখ নাই। ইহার কারণ কি? তুমি মনে করিলে, এই মুহূর্ত্তেই ত্রিভুবন আয়ত্ত করিতে পার। স্বয়ং যমও তোমাদিগকে ভয় করে; অন্যের কথা কি বলিব? তথাপি তুমি সুখের অন্বেষণ করিতেছ?

শ্রীরাম কহিলেন ব্রহ্মন্! যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার আবার সুখ কি? পিতৃদেব দশরথের কতিপয় সহস্র ভিন্ন পরমায়ু নহে। সুতরাং অবশ্যই তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমিও এইরূপে মরিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হয় অদ্য, না হয় কল্য, না হয় দশ দিন পরে অবশ্যই মৃত্যু হইবে। এই কথা যখন মনে হয়, তখন রাজাধিরাজ দশরথের পুত্র বলিয়া, অভিমান করিতে বা

সুখী বোধ করিতে ক্ষণমাত্রও অভিলাষ হয় না। আমি বলিয়া নহে; মানুষ যদি বৃথা বিষয়মদে মত্ত না হইয়া, প্রকৃতপথে চিন্তা করে, তাহা হইলে, স্পষ্টই দেখিতে পায়, মৃত্যু ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই। তাহার সুখসম্পত্তি সকলই ফুরাইবে; একমাত্র মৃত্যুই সত্য হইবে। সে যেমন আপনি অবশ্যই মরিবে, তেমনি, যাহাদের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া, অন্নাদিসংস্থান ও সুখের উপায় বিধান করিতেছে, সেই প্রিয়তম পুত্রদারাদি পরিবারেরও কেহই থাকিবে না, অবশ্যই মৃত্যুর উদরসাৎ ও জঠরানলের ইন্ধন হইবে। সুতরাং, তাহার সুখ কি? এইজন্য, জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি উপায়ে সুখলাভ হইয়া থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন। আপনি সাক্ষাৎ সুখবিধাতা পিতামহের পুত্র। লোকের উপকার-বিধান জন্যই ধরাতলে অবতরণপূর্ব্বক তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন। আপনার দিব্যজ্ঞানদৃষ্টি সংসারের সর্ব্বত্র অবিহত বিস্তৃত। তৎপ্রভাবে কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই।

বলিতে কি, মানুষ অতীব দুর্ভাগ্য। দেখুন, সে সুখের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করে; কিন্তু তাহার দুঃখের বিরাম নাই। প্রতিদিন পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে। ইহা অপেক্ষা তাহার মহাদুঃখ কি আছে? কাল নিয়ত তাহার উপর প্রভুত্ব করিতেছে। যে ব্যক্তি অন্যের দাস, আত্মবশ নহে; তাহার আবার সুখ কি? সর্ব্বতোভাবে আত্মবশই সুখ এবং পরবশই দুঃখ। মানুষের আত্মবশ্যতা নাই, সে নিয়তই পরবশ। সেইজন্য সে কখনই সুখী নহে, অনবরত দুঃখ ভোগ করে। তাহার সুখের উপায় কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সংসারে যতই লিপ্ত হওয়া যায়, ততই সুখ দূরে পলায়ন করে। কেননা, সংসারে বন্ধন অনেক। পণ্ডিতেরা বন্ধনকেই দুঃখ বলেন। যাহাহউক, আমি সংক্ষেপে সুখলাভের উপায়াদি যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর।

ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সুখ এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই সুখলাভের চরম উপায়। অন্যান্য যে সমস্ত উপায় আছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা এই

উপায়ই শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট। বলিতে কি, এই উপায়ই সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বলোকবরণীয়। যে সে ব্যক্তি অনায়াসে এই উপায় অবলম্বন করিতে পারে। তিনি অতিমাত্র বৃহৎ; তাঁহা অপেক্ষা আর কেহ বৃহৎ নাই। এইজন্য তাঁহার নাম ব্রহ্ম। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তদাদি-তদন্তক্রমে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কণামাত্র স্থানও তাঁহা ছাড়া নহে। সুতরাং, যখন যেদিকে যেরূপে যাহাতে দৃষ্টি করা যায়, তখন সেদিকে সেইরূপে তাহাতেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আমাদের জন্ম দিয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, আহার দিয়াছেন, ক্ষুধা দিয়াছেন, তৃষ্ণা দিয়াছেন, পানীয় দিয়াছেন। সুতরাং, তিনিই আমাদের সাক্ষাৎ সুখ। এবং তাঁহাকে জানিতে অভিলাষী হইলেই, আমাদের সুখোৎপত্তি হইবে, ইহা কি আর বলিতে হয়? এই চন্দ্র সূর্য্য তাঁহারই সৃষ্টি। ইহারা না থাকিলে সংসার অন্ধকারে মগ্ন হইত। না জানি কি বিপদই হইত! কিন্তু ইহাদের সৃষ্টি হইয়া, আলোকের আবিষ্কারে সে বিপদের পরিহার হইয়াছে, ইহা একটী সাক্ষাৎ সুখ।

সাধক যখন সুগভীর ধ্যানধারণায় বিনিবিষ্ট হইয়া, একমনে ও একজ্ঞানে ব্রহ্মের ভাবনা করেন, তখন তাঁহার সকল ভাবনার তিরোধান হয়। ঐপ্রকার ভাবনার তিরোধানই পরমসুখ। মানুষ সে সুখের বার্ত্তা অবগত নহে। সে অনবরত বিষয়ের ভাবনা করে। এইজন্য তাহার বিবিধ ভাবনার আবির্ভাব হইয়া, সুখের পথ বোধ করিয়া থাকে। সে রাত্রিতেও যখন গাঢ়নিদ্রায় আচ্ছন্ন ও চৈতন্যশূন্য হয়, তখনও তাহার নিস্তার বা পরিহার নাই। স্বপ্নবশে বিবিধ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার আবেশ হইয়া, তাহাকে জাগ্রৎদশা অপেক্ষাও অধিক বিব্রত করিয়া থাকে! বৎস! অনেকে স্বপ্নাবস্থায় এরূপ ব্যাকুলভাবাপন্ন হয় যে, তার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। ইহা অপেক্ষা বিষয়ের দুরন্ত তাড়না ও দারুণ বিড়ম্বনা আর কি আছে? যাহার জন্য রাত্রিতেও সুখে

নিদ্রা হয় না এবং সমস্ত দিনমান বিবিধ আয়াসে অতিবাহিত হয়, সেই বিষয়চিন্তা কি ভয়ঙ্করী! তথাপি মানুষের চৈতন্য হয় না।

সে ব্রহ্মচিন্তাপরিহারপূর্ব্বক উদয়াস্ত পরিবারচিন্তায় ধাবমান, তজ্জন্য শোকদুঃখ কোন কালেই তাহাকে ত্যাগ করে না। নানা দিকে নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে শতবৃশ্চিকদষ্টের ন্যায়, একান্ত ব্যাকুল করিয়া থাকে। ঐ দেখ, নানাপ্রকার ভয়, সন্দেহ, মোহ, ব্যামোহ, শঙ্কা, বিষাদ, অবসাদ, হাহাকার, অহঙ্কার ইত্যাদি প্রতিভয়াকার উপদ্রব সমস্ত গৃহস্থের গৃহ যেন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সে অনর্থময় অর্থের উপার্জ্জনবশে অন্ধপ্রায় হইয়া, দিবারাত্র উন্মত্তপ্রায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। সেইজন্য এইসকল দেখিতে পায় না। এবং দেখিলেও, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহারই নাম অর্থের মোহকারিতা। যাবৎ অর্থের সমাগম, তাবৎ লোকে আপনাকে অমর ভাবিয়া, অথবা ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ভাবিয়া, যথেচ্ছব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। কেহ উপদেশ করিলে, তাহাতে কর্ণপাত করে না। প্রায় সকলেই ভাবিয়া থাকে, অর্থই সংসার। অর্থ না হইলে; জীবন ও জন্ম বৃথা। হায়, ইহারা বিবেচনা করে না যে, অর্থই যদি প্রকৃত সংসার হয়, তাহা হইলে, পশুপক্ষ্যাদি যাহাদের অর্থ নাই, তাহারা সংসারে থাকিতে পারিত না! অথবা, যে সকল ঋষি বা সন্ন্যাসী একবারেই অর্থপরিহার করিয়াছেন, তাঁহারাও এতদিন সংসার হইতে অন্তর্দ্ধান করিতেন। ফলতঃ অর্থ মানুষেরই কল্পনা। যাহাতে তাহার প্রয়োজন, তাহাকেই সে অর্থ বলে। বৎস! পরমার্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া, একমাত্র ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিলে, কিছুতেই আর প্রয়োজন থাকে না। তখন অর্থ আপনা হইতেই নিরর্থক হইয়া উঠে। যে দেশে কেবল নগ্নক্ষপণকের বাস, সে দেশে যেমন রজকের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ, পরমার্থপথের পথিক হইলে, কখনও অনর্থময় অর্থের কোনই আবশ্যকতা হয় না। জ্ঞানযোগের উদয় হইলে, যেমন

ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন পরিহৃত হয়, পরমার্থরূপ প্রশস্ত পন্থা অবলম্বন করিলে, তদ্রূপ অর্থের আবশ্যকতা আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়।

পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থ ও অনর্থ উভয়ই এক কথা। কেননা, অর্থের জন্যই সংসারে বিবিধ বিপদ ও বিবিধ ক্লেশের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সুখের পথও রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই অর্থের জন্য পরম আত্মীয়ও পরম শত্রু হইয়া থাকে। পিতা অপেক্ষা পুত্রের ও পুত্র অপেক্ষা পিতার আত্মীয় কে আছে? কিন্তু এই অর্থের জন্য তাঁহাদের মধ্যেও মহাবিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি এবিষয় তোমায় বারংবার বলিয়াছি। তুমিও ইহা বিদিত আছ। ফলতঃ অর্থের ব্যবহার বিরহিত হইলেই, সংসারে পরমার্থপথ পরিষ্কৃত ও মুক্তিমার্গ আবিষ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। যাবৎ প্রয়োজন, তাহাতেই যদি লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে, ভদ্রস্থতালাভের সম্ভাবনা। বাস্তবিক, আদিপুরুষ ভগবানের ইহাই নিয়তি যে, লোকে যাবৎ-প্রয়োজন অর্থের ব্যবহার করিবে। যেখানে ইহার ব্যভিচার, সেইখানেই নানাপ্রকার অত্যাচার ও বিপদ্ভার আপতিত হইয়া থাকে। অর্থের জন্য দিবসে যেমন লোকের বিশ্রাম নাই, রাত্রিতেও তেমনি নিদ্রা হয় না এবং মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল, চঞ্চল ও অস্থিরভাবাপন্ন। বোধ হয়, কে যেন এই মুহূর্ত্তে কেশে গ্রহণ করিয়া, বধ্যস্থানে লইয়া যাইবে, অর্থী ব্যক্তি সর্ব্বদাই প্রায় এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করে। যাহার যে দ্রব্যে প্রয়োজন নাই, সে তাহাতেও অপরিহার্য্য প্রয়োজন বোধ করিয়া, তাহা পাইবার জন্য নিতান্ত লোলুপ ও ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং না পাইলে, আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অকৃতার্থ বোধ করে। বৎস! এই রূপেই প্রতারণা, বঞ্চনা, বিড়ম্বনা, শঠতা, মিথ্যা, দস্যুতা, তস্করতা ও চৌর্য্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

হায়! অন্ধ, অসার, অপবিত্র ও অধম মানুষ জানে না যে,

যোগবল আশ্রয় করিলে, সংকল্প বা ইচ্ছা মাত্রেই বিনা আয়াসে ও বিনা ব্যাঘাতে সরল পথে ইন্দ্রের আধিপত্যও ভোগ করিতে পারা যায়, পৃথিবীর সামান্য অর্থের কথা কি বলিব? অথবা, ব্রহ্মই সকলের চরম স্থান ও চরম সীমা। তাঁহাতেই সকল অর্থের, সকল সম্পদের, সকল বিষয়ের, সকল বিভবের, সকল ঐশ্বর্য্যের, সকল সুখের, সকল স্বার্থের ও সকল অভীষ্টের অবসান বা অন্তর্ভাব। কেননা, তাঁহা হইতেই এই সকলের উদ্ভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সুতরাং, তাঁহাকে পাইলেই, এই সকলের প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সন্দেহ কি? যাহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া, একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্তি কামনা করে, তাহাদের সকল সম্পদই সংঘটিত হয়। তোমার ন্যায়, বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানবিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অধিক বলা বাহুল্য।

বলিতে কি, ব্রহ্মপ্রাপ্তির চেষ্টায় ধাবমান হইলেই, সুখের সোপান উদ্ভাবিত হয়। যাহারা দিনান্তেও কিয়ৎক্ষণের জন্য ব্রহ্মের চিন্তা করে, তাহাদের মন যে তাৎকালিক পবিত্রতা ও সুখবৈচিত্র্য ভোগ করে, ইহাই এবিষয়ের প্রমাণ। বৎস! বিষয়ের চিন্তায় ধাবমান হইলে, মনে যেরূপ নানাপ্রকার ভাবনার আবির্ভাব হইয়া, আত্মাকে ব্যতিব্যস্ত করে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। কত লোক বিষয়ের জন্য উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাও তুমি বিশিষ্টরূপে বিদিত আছ। কিন্তু পরমার্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, সকল চিন্তার অবসান হয়। এইজন্য ব্রহ্মের নাম চিন্তাময়। তিনিই সর্ব্বস্ব। এইজন্য তাঁহাকে ভাবিবার সময় অন্য চিন্তার পরিহার হইয়া থাকে। তুমি এই বসিয়া আছ, কথা কহিতেছ, তোমার মনে নানা চিন্তার বিস্তার হইতেছে। এই মুহূর্ত্তে পরমাত্মার চিন্তা কর, সকল চিন্তার বিরাম হইয়া, তোমার নিরতিশান্তি সংঘটিত হইবে। এবিষয় প্রত্যক্ষ, কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। নিজেই যাহা জানিতে পারা যায়, তজ্জন্য কাহারও দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে হয় না।

ফলতঃ, মানুষের বুদ্ধি নাই। সেইজন্য সে সুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, দুঃখের রাশি সংগ্রহ করে; প্রকৃত সুখ কোন কালেই প্রাপ্ত হয় না।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ (ব্রহ্মভাবনা)।

শ্রীরাম কহিলেন, অধুনা আপনি ঐন্দবোপাখ্যানসংহিতা কীর্ত্তন করুন, স্বয়ং পিতামহ যাহা আপনাকে বলিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে আমি কোন সময়ে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই দৃশ্য পদার্থ সকল কি রূপে উৎপন্ন হয়?

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! জল যেমন তরঙ্গ ও আবর্ত্তাদি রূপে বিস্তৃত হয়, একমাত্র মনই তেমনি জগদ্ভাবধারণপূর্ব্বক এই সকল দৃশ্য রূপে আবির্ভূত হয়।

আমি একদা প্রলয়নিশার অবসানে জাগরিত হইয়া, প্রজা-সৃষ্টির নিমিত্ত সুবিশাল গগনতলে দৃষ্টিযোজনাপূর্ব্বক যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, অবলোকন করিলাম, একমাত্র অসীম আকাশ বিরাজ করিতেছে; অন্ধকার বা আলোক কিছুই নাই। আমি সেই আকাশেই সৃষ্টি করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, তন্ময় চিত্তে শুদ্ধ সূক্ষ্ম চেতনামাত্র সহায়ে দ্রষ্টব্য বস্তুসকল পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আমার অনুরূপ দশ দশ জন ব্রহ্মা পদ্মকোষমধ্যে রাজহংসে আরোহণ করিয়া, বিষ্ণু প্রভৃতির ব্যবস্থিতির দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যাঘাতরহিত ও তৎসৃষ্টিসমূহে বিরাজমান হইতেছেন। ঐ সকল সৃষ্টির স্থানে স্থানে নদী সকল প্রবাহিত, সূর্য্যের উষ্ণস্পর্শ কিরণরাজি বিরাজিত, সমীরণ প্রস্ফু-রিত, স্বর্গে দেবগণ, মর্ত্ত্যে মানবগণ ও পাতালে ভোগিগণ ক্রীড়ানিরত এবং শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুসকলের যথাযথ পর্য্যায়ক্রমে বসুন্ধরা ফলকুসুমে ভূষিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ভোগমোক্ষের

ফলার্থী প্রাণিগণ অভীষ্ট বিষয়কামনায় যথাযোগ্য যত্ন করিতেছে। যাহাতে ব্যবহার অনুসারে স্বর্গনরকফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে, সেই শুভাশুভবিধায়ক স্মৃতিগ্রন্থসকল সকল বর্ণেই সন্নিবিষ্ট আছে। সপ্ত লোক, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত পর্ব্বত প্রস্ফুরিত হইতেছে। তমঃপটল কোথাও লীন, কোথাও স্থিরভাবে অধিষ্ঠিত এবং কোথাও বা তেজের সহিত মিলিত হইতেছে। বিকসিত তারকা-স্তবক-সমলঙ্কৃত নীলবর্ণ নভোমণ্ডলে মেঘমালা সুকেশর নীলোৎপলদলে ভ্রমররাজিবৎ বিচরণ করিতেছে। ত্রিপথগামিনী ভগবতী ভাগীরথী জগতের যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ও নির্ম্মল চন্দ্রলেখার ন্যায়, প্রস্ফুরিত হইতেছেন। বিদ্যুদ্দাম-পরিরঞ্জিত মেঘমণ্ডল বায়ুভরে অনায়ত্ত হইয়া, কখন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত, কখন ছিন্ন ভিন্ন ও কখন বা প্রাদুর্ভূত হইতেছে। সুর, অসুর ও মনুজগণ, উডুম্বরে মশকের ন্যায় ভুবনবিবরে বিরাজ করিতেছে। কাল অতর্কিত সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষা করতঃ কলাকাষ্ঠাদিরূপে বহমান হইতেছে।

বৎস! বিশুদ্ধ চিত্ত সহায়ে এই সকল দর্শন করিয়া আমার অতিমাত্র বিস্ময় প্রাদুর্ভূত হইল। কেননা, পূর্ব্বে যাহা মাংসময় চক্ষুতে দেখি নাই, মন দ্বারা সেই অপ্রতিম মায়াজাল শূন্যে অবলোকন করিলাম। অনন্তর আমি শূন্যে দৃষ্ট ঐ সকল সৃষ্টি হইতে একতর সূর্য্যকে আনয়নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দেবদেবেশ! তুমি কে? কোন্ ব্যক্তিই বা এই সকল জগৎ সৃষ্টি করিলেন? যদি জানা থাকে ত বল।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার করিয়া, উদার বাক্যে কহিলেন, হে সর্ব্বগ! হে ঈশ্বর! হে মহাত্মন্! আপনি এই দৃশ্য বিশ্বজগতের কারণ। তথাপি, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অবধান করুন। আপনার কল্পনামক দিবসে ভবদীয় মরীচিপ্রমুখ পুত্রবান্ তনয়গণ সুবর্ণজটের বিনাশার্থ যে উৎকৃষ্ট মণ্ডল কল্পনা করেন, ইন্দুনামক কোন ব্রাহ্মণ

সেই মণ্ডলে বাস করিতেন। তিনি পরমধর্ম্মপরায়ণ, শান্তস্বভাব, বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য এবং কশ্যপবংশে সমুৎপন্ন। তাঁহার পুত্র হয় নাই। তজ্জন্য তিনি খিন্ন চিত্তে সস্ত্রীক কৈলাসাচলে গমন করিয়া, সলিলমাত্রভক্ষণপুরঃসর ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিবাবসানে গণ্ডূষমাত্র জল পান করেন।

এই রূপে স্পন্দহীন বৃক্ষের ন্যায়, অবস্থান করতঃ, তপস্যা করিতে করিতে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ পর্য্যবসিত হইলে, দেবদেব মহাদেব তুষারধবল-বৃষভারোহণে তথায় আবির্ভূত হইলেন। বিপ্রদম্পতী পরম ভক্তিভরে সেই সোমার্দ্ধশেখরকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাদেব প্রীতিপ্রকাশপুরঃসর বরদানে উদ্যত হইলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভগবন্! সদ্‌গুণ ও সদাচারসম্পন্ন অসামান্য-ধীশক্তিবিশিষ্ট দশটী পুত্র দান করিয়া, আমার শোকাপনোদন করুন। বৎস! মহাবপু মহেশ্বর তাহাই হইবে বলিয়া; অন্তর্দ্ধান করিলে, বিপ্রদম্পতী প্রীতিভরে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী যথাকালে গর্ভ ধারণ করিয়া, প্রতিপচ্চন্দ্রলেখাসদৃশ পরমসুন্দর দশ পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রেরা সপ্তমবর্ষ বয়সেই বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলস্থ গ্রহবৎ শোভমান হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকালাবসানে পিতা মাতা উভয়েই পরলোক গমন করিলে, পুত্রেরা খিন্ন চিত্তে গৃহত্যাগী ও কৈলাসবাসী হইয়া পরস্পর উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? কি করিলে শ্রেয়োলাভ ও পরিণাম সুখদায়ক হইবে? হে ভ্রাতৃগণ! আমি কি, তুমি কি এবং এই সকল লোকের ঐশ্বর্য্যই বা কি? দেখ, ইহাদের অপেক্ষা গ্রামাধিপতি, গ্রামাধিপতি অপেক্ষা দেশাধিপতি ও দেশাধিপতি অপেক্ষা মণ্ডলাধিপতি সমধিক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট। আবার, ইন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু তিনিও প্রজাপতির মুহূর্ত্তমাত্রস্থায়ী। অতএব, প্রলয়েও বিনষ্ট হয় না, এমন কোন বস্তু জগতে আছে কি না? জ্যেষ্ঠ

কহিলেন, আমার বিবেচনায় একমাত্র ব্রহ্মই সেই বস্তু। কোন কালেই তাঁহার বিনাশ নাই। তখন অন্যান্যেরা তাঁহারে কহিলেন, ভ্রাতঃ! কি রূপে আমরা সেই সর্ব্বদুঃখবিনাশন-পদ্মাসন-ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিব? জ্যেষ্ঠ কহিলেন, আমিই সেই পরমতেজস্বী ব্রহ্মা এবং আমিই চিত্ত দ্বারা সৃষ্টি ও সংহার করি। এইপ্রকার জ্ঞান তোমাদের হৃদয়ে নিরূঢ় হউক। তখন ভ্রাতৃগণ সকলে ধ্যান-ধারণাসহকারে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমিই সমস্ত সংসারের মহেশ্বর ও সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আমিই কর্ত্তা ও ভোক্তা। সমুদায় মহর্ষি, সমস্ত বেদ, গায়ত্রী, শিক্ষা, কল্প, পুরাণ, সরস্বতী, সমুদায় লোক ও লোকপাল, সিদ্ধবর্গ, মানবগণ, সমস্ত পর্ব্বত, দ্বীপ, সাগর, বন, দৈত্যদানবপূর্ণ পাতালবিবর, গ্রহতারাদিসুশোভিত গগন-মণ্ডল, সমস্ত রাজার শ্রেষ্ঠ ও ত্রিলোকীর পালয়িতা মহাবাহু ইন্দ্র, প্রভূতকিরণশালী দ্বাদশ আদিত্য এবং অন্যান্য লোক সকল আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সমস্ত প্রজা আমাতেই প্রাদুর্ভূত, তিরোহিত, বিরাজিত ও নিপাতিত হইতেছে। আমিই সৃষ্টি-সংহারের কারণ এবং আমিই সংবৎসররূপে জাত ও যুগরূপে পরিণত পরমপূর্ণাত্মা পরমেশ্বর।

বৎস! ভ্রাতৃগণ দৃঢ়াসনে উপবেশন ও একাগ্রতা সাধনপূর্ব্বক এইপ্রকার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের ইতরবৃত্তি সকল বিগলিত ও অন্তঃকরণ পরম নির্ম্মলভাবে পরিণত হইল।

ত্র্যধিকশততম সর্গ (কর্ম্মস্বরূপনিরূপণ।)

সূর্য্য কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই মহাড়ম্বরপূর্ণ জগৎ ঐ দশজন ব্রহ্মার চিত্তবিভ্রমস্বরূপ; বাস্তবিক কিছুই নহে। জলে তরঙ্গ যেমন উঠিয়াই লীন হয়, ইহাও তদ্বৎ; যেখান হইতে আসিয়াছে, সেই-খানেই যাইবে। ফলতঃ, জল ও তরঙ্গ পরস্পর ভিন্ন নহে।

ব্রহ্ম ও জগৎ তদ্বৎ। যেমন জলও তরঙ্গ এবং তরঙ্গও জল; তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎ এবং জগৎও ব্রহ্ম।

ভানু এইপ্রকার কহিয়া, বিনিবৃত্ত হইলে, আমি কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক, কহিলাম হে সূর্য্য! আমি আর কি সৃষ্টি করিব, বল! এই দশজন ব্রহ্মা বিদ্যমানে আমার সৃষ্টিতে প্রয়োজন কি?

ভানু কহিলেন, আপনি নিশ্চেষ্ট ও ইচ্ছাবিহীন। এই সৃষ্টি আপনার বিনোদমাত্র। আপনার আসক্তি নাই ও উদ্যম নাই; কেবল বিনোদনজন্যই জগতের সৃষ্টি করেন। যাহারা আসক্তিশূন্য হইয়া, কর্ম্ম করে, তাহারা তাহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হয়। ধীমান ব্যক্তিরা কর্ম্মত্যাগের অভিলাষী হইয়া কর্ম্ম করেন। অতএব কামনাত্যাগপূর্ব্বক যথাযথ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আসক্তিসহকারে প্রবৃত্ত হইলে, সেই ফলে বঞ্চিত হইতে হয়। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। দেখুন, আসক্তির সমান বন্ধন নাই। আসক্তি হইতে দুরাকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়। এই দুরাকাঙ্ক্ষাদোষে আক্রান্ত হইলে, লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি-লোপ হইয়া থাকে। বুদ্ধিলোপ হইলে, কি রূপে যথাযোগ্য কর্ম্ম করিতে পারা যায়? যে যেরূপ কার্য্য করে, তাহার সেইরূপ ফল লাভ হয়। একরূপ কার্য্যের কখনও অন্যরূপ ফল লাভ হয় না। আসক্তিপর লোকের ইহা জ্ঞান নাই। তাহারা দুরাকাঙ্ক্ষার বশ হইয়া, অসাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। এইজন্য পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন যে, সকল কার্য্যেই আসক্তি ত্যাগ করিবে। কেননা, কার্য্যসিদ্ধির যতপ্রকার অন্তরায় আছে, আসক্তি তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

ভগবন্! কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা করা যায়, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে। চিত্ত দ্বারা কৃত বিষয় কদাচ বিনষ্ট হয় না। মন যেমন, পুরুষ তদনুরূপ হইয়া থাকে। কোন মতেই ইহার ব্যভিচার হয় না।

চতুরধিকশততম সর্গ (মনস্তত্ত্ব-কাম-বিকার)।

ভানু কহিলে, ভগবন্! মনই জগতের কর্তা ও মনই হিরণ্যগর্ভনামক পরমপুরুষ এবং মনই সকল কার্য্য করে, শরীর নহে। মনের দ্বারা যাহা ভাবা যায়, তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়; ব্রহ্মভাবনা করিলে, ব্রহ্ম হওয়া যায়, দেহ ভাবনা করিলে, দেহ পাওয়া যায় এবং দেহ ভাবনা না করিলে, জন্মমরণাদিরূপ দেহধর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যাহারা দেহাদি অসার বিষয়কেই আত্মা বলিয়া বোধ করে, তাহারাই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে বাহ্যদর্শী বলে। যাঁহারা অন্তর্দ্দর্শী, তাঁহাদের দেহে প্রিয়াপ্রিয় জ্ঞান নাই। তাঁহাদের পক্ষে এই দেহ থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা। এবিষয়ে অহল্যেন্দ্রসংবাদ নামে এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে মগধরাজ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। তদীয় পুরে ইন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণকুমার বাস করিতেন। তিনি কামবিদ্যাবিশারদ ও কামুকপ্রধান। রাজমহিষী কমললোচনা অহল্যা একদা কথাপ্রসঙ্গে দেবরাজের সহিত অহল্যার প্রণয়ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তদবধি সেই পুরস্থিত ইন্দ্রের প্রতি প্রীতিমতী ও আসক্তা হইলেন। তাঁহার আহারনিদ্রাত্যাগ হইল। তিনি দিন দিন ক্ষীণ ও সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন এবং যাহাতে ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, আর কোথাও যাইতে না পারেন, তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্ব্বিষহ বিরহানলে অহরহ তাঁহার অন্তর্দ্দাহ হইতে লাগিল। মৃণাল ও কদলীপল্লবের সুশীতল আস্তরণেও শয়ন করিয়া, তিনি দারুণ সন্তাপবোধ অনুভব করেন। রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যও তাঁহার আর সুখোৎপাদনে সমর্থ হইল না। যেন কোন দুর্নিবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এই রূপ ভাবে দিবারাত্র যাপন করেন। কামের অসাধ্য কিছুই নাই। দুরাচার দুর্ব্বুদ্ধি মদন যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার সহজ শরীরেও ঘোর সান্নিপাতিক

বিকার উপস্থিত হয়। সামান্য কুলবালা অবলার কথা কি, মহা মহা শূরবীরগণও কামের তাড়নায় কীটবৎ অতি হেয় দশায় নিপতিত হয়। মহিষী বিনা সন্তাপেও সন্তাপ বোধ ও বিনা অসুখেও অসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইপ্রকার অকারণ যন্ত্রণা উৎপাদন করাই কামের স্বভাব। নিদাঘসময়ে সরোবর-সলিল সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ করে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলে, শফরী যেমন চঞ্চল ও খিন্ন হয়, মহিষীর ততোধিক দশা উপস্থিত হইল। তিনি সমস্ত পৃথিবী তন্ময় দেখেন। সর্ব্বদাই ইন্দ্র ইন্দ্র এইপ্রকার প্রলাপকথা প্রয়োগ করেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শয়ন নাই, বিহার নাই। যেন অতি দীনহীন দরিদ্রার ন্যায় অনবরত দুঃখ শোকে পূর্ণ ও জড়ভাবাপন্ন। ক্রমে লজ্জাত্যাগ ও নিতান্ত অধীর দশার সঞ্চার হইল এবং উন্মাদেরও লক্ষণ আবির্ভূত হইল। সমস্ত দিন সেই ব্রাহ্মণকুমারের চিন্তা করিয়া ও সমস্ত রাত্রি তাঁহার উদ্দেশে জাগরণ করিয়া যাপন করেন। তজ্জন্য কৃশদেহ আরও কৃশ হইল।

ইহারই নাম কামবিকার। কোন্ দেবতা এই বিকারের সৃষ্টি করিয়াছেন, বলা যায় না। মানুষমাত্রেই প্রায় এই বিকারে অল্প বা অধিক পরিমাণে আচ্ছন্ন। তজ্জন্য দিবারাত্র স্ত্রীসেবা করিয়া, জীবনকে আরও ভারাক্রান্ত করিয়া থাকে। লোকের যে পুত্রকন্যাদিরূপে সংসারবিস্তৃতি হইয়া, তাহাকে আরও বদ্ধ ও অবসন্ন করে, এই কামবিকারই তাহার কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃদ্ধগণও এই বিকারের পরিহারে সমর্থ নহে। জরায় শরীর অবসন্ন, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, যষ্টিমাত্র অবলম্বন, হস্তপদ অবশ ও অনায়ত্ত, এরূপ অবস্থাতেও বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রণয়যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা ঘৃণ্য, জঘন্য ও নগণ্য ব্যাপার আর কি আছে! কুক্কুর কুক্কুরীর প্রতি যে বৃদ্ধাবস্থাতেও ধাবমান হয়, সে পশুভাব; কিন্তু মানুষ বৃদ্ধাবস্থাতেও যে কামরাগে বিহ্বল ও মত্ত হয়, তাহার নাম কীদৃশ ভাব, বলিতে পারি না।

কামের বিচার নাই। সেইজন্য সে বাল, বৃদ্ধ, যুবা সকলকেই সমভাবে আক্রমণ করে এবং সেইজন্য কামাতুর ব্যক্তিমাত্রেই বিহ্বল ও বিচারবিহীন হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অশীতিপ্রকার কামকলা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে কামাতুর ব্যক্তির আশিপ্রকার অবস্থা হয়। সকল অবস্থাই সমপরিমাণে ঘৃণ্য। এবিষয়ে রাজা মহারাজ, উচ্চ নীচ প্রভেদ নাই। সঘৃত পলান্ন ভক্ষণ করিলেও, যেমন কামের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, শাকাহারেও তদনুরূপ হইয়া থাকে। দরিদ্র ও ধনী উভয়ই সমান কামুক এবং কামাতুর হইলে, উভয়েই বিহ্বল ও বিকৃত হইয়া থাকে।

কাম মূর্ত্তিমান্ মহারোগ ও সাক্ষাৎ জ্বলমান হুতাশন এবং প্রখর হালাহল অপেক্ষাও সাংঘাতিক ও বিপদ্‌পূর্ণ। এইজন্য, পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ কামত্যাগের উপদেশ করিয়া থাকেন। কামহীনই সুখী। বৎস রামভদ্র! তুমি সর্ব্বথা কামহীন হইবে। কামহীন হওয়া অপেক্ষা সংসারে সৌভাগ্য আর নাই। কেননা, কামহীনের কোনই বিপৎপাতের সম্ভাবনা নাই। সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুস্থ, সুরক্ষিত, সন্তুষ্ট ও সচ্ছন্দ, সন্দেহ নাই।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ (মনই সংসারের সর্ব্বস্ব)।

ভানু কহিলেন, রাজমহিষী অহল্যা দিবারাত্র কামবিকারে অভিভূত হইয়া, এই রূপে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আন্তরিক সন্তাপভার প্রকটিত করেন। কেহ কিছু বলিলে, উত্তর দেন না। কামের তাড়নায় চিত্রিতের ন্যায়, সর্ব্বদাই স্থির নিশ্চল বসিয়া, কেবল সেই ব্রাহ্মণকুমারেরই চিন্তা করেন। ঐ ব্রাহ্মণকুমারই তাঁহার তপ, জপ ও ধ্যান। স্বামীর প্রতি আর ভক্তি নাই; গুরুজনে আর শ্রদ্ধা নাই; গৃহে আর মমতা নাই; কোন বিষয়ে আর প্রবৃত্তি নাই; আত্মীয় স্বজনে আর প্রীতি নাই এবং আত্মার প্রতিও আর অনুরাগ নাই। মন সর্ব্বদাই উদাসীনভাবে পূর্ণ।

অথবা দুর্ব্বৃত্ত মদনের শাসনই এই রূপ। কুলবতী ব্যভিচারিণী হইলে; এই কারণেই রাক্ষসী, পিশাচী ও সর্পিণী অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্করী ও সর্ব্বনাশিনী হইয়া থাকে।

ফলতঃ, প্রবল বায়ুবশে অনায়ত্ত হইলে, নৌকাকে আয়ত্ত করা যেরূপ দুঃসাধ্য, মন মদনোন্মাদে আচ্ছন্ন হইলে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করাও তদ্রূপ কঠিন। বহু সাধন, বহুভাগ্য ও বহু পুণ্যবল সহায় না হইলে, এই সাংঘাতিক বিপদে পরিহার, প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে এই বিপদে পতিত হইয়া, পুনরায় আর উত্থান করিতে পারে না। তাহাতেই তাহাদের জীবনান্ত সংঘটিত হয়। রাজমহিষীরও তদনুরূপ ঘটনার উপক্রম হইল। স্রোতোমুখনিপতিত তৃণের ন্যায়, তাঁহার মন কিছুতেই স্থিরপদে প্রতিষ্ঠিত হইল না।

তদীয় অন্যতর বয়স্যা এই ঘটনা দর্শন করিয়া, উল্লিখিত আগন্তুক বিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল এবং রাজমহিষী সমস্ত আনুপূর্ব্বিক তাহার গোচর করিলে, সে কহিল, আমি শীঘ্রই আপনার হৃদয়চোরকে আনয়ন করিব; আপনি উৎকণ্ঠা ত্যাগ করুন। মহিষী নিতান্ত বিহ্বলা ও ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া, বয়স্যার পদযুগলে পতিতা হইলেন।

বয়স্যা তাঁহার এইপ্রকার ম্রিয়মাণ অবস্থার চরমসীমা দর্শন করিয়া, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, ভাবিয়া, রজনীর সমাগমে ব্রাহ্মণকুমারের নিকট গমন ও তাঁহাকে বিহিতবিধানে প্রবোধিত করিয়া মহিষীর নিকট আনায়ন করিল। রাজমহিষী অহল্যা প্রিয়তমসমাগমে নিতান্ত উল্লাসিনী হইয়া, মনোহর মাল্য, হার ও অঙ্গদাদিতে বিভূষিত ও দিব্যচন্দনাদিতে বিলেপিত হইলেন। অনন্তর কুসুমশরের বশীভূতা হইয়া, কোন গুপ্তগৃহে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুমারের সহবাসে মধুবন-লীলারসে মগ্ন হইলেন। তিনি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তজ্জন্য, সমস্ত জগৎ তন্ময় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাদৃশ অসীম-গুণসাগর স্বামী নিতান্ত নির্গুণবৎ তাঁহার হৃদয়ে আর স্থান প্রাপ্ত হইলেন না।

অথবা, চক্ষুর পীড়া জন্মিলে, যেমন সূর্য্যের প্রখর আলোককেও অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, মন দূষিত হইলে তেমনি গুণকেও অগুণ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ব্যভিচার সাক্ষাৎ দোষস্বরূপ। এই জন্য ব্যভিচারমার্গে প্রবৃত্ত স্ত্রী পুরুষমাত্রেই নিতান্ত দূষিতচিত্ত ও দুষ্টস্বভাব হইয়া থাকে। বলিতে কি, অনেক ব্যভিচারিণী রমণী স্বহস্তে স্বামিহত্যা করিয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। ব্যভিচারী পুরুষও এই প্রকার হত্যামুখ হইয়া থাকে।

রাজা সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিয়ৎকালাবসানে রাজ্ঞীর মুখদর্শনে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তিনি পরপুরুষে অনুরাগিণী হইয়াছেন। এই অনুরাগ ক্রমে এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, রাজ্ঞী প্রকাশ্যভাবেই ব্রাহ্মণকুমারের সহিত বিবিধ বিহারকৌতুকে মগ্ন হইলেন। এইদুর্নয়ঘটনা রাজার অতিমাত্র কর্ণপীড়া সমুদ্ভাবিত করিল। তিনি বিবিধরূপে তাহাদের পীড়ন করিতে লাগিলেন। একদা শীতকালে উভয়কে জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহাদের সন্তোষ ভিন্ন কিছুমাত্র ক্ষোভ উপস্থিত হইল না। তদবস্থায় তাহারা রাজাকে উপহাস করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা উভয়কে পুনরায় অত্যুষ্ণ ভর্জ্জনপাত্রে নিপাতিত, মাতঙ্গের পাদাগ্রে জড়িত ও কশাহত করিলেন। তথাপি তাহারা কিছুমাত্র খিন্ন হইল না।

রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কহিল, রাজন্! মনই সুখ দুঃখ বোধের কারণ। আমাদের মন পরস্পরে এরূপ আসক্ত যে, আমরা নিজের স্থিতিও অনুভব করিতে সমর্থ নহি। ফলতঃ, আমাদের মন নিঃশঙ্ক; তজ্জন্য আপনার শাসন আমাদের শঙ্কাসমুদ্ভাবনে সমর্থ নহে। বলিতে কি, শরীর কর্ত্তন করিলেও, আমরা কিছুমাত্র মুগ্ধ হই না।

অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার কহিলেন, রাজন্! আমি যেমন সমস্ত জগৎ আমার এই দয়িতাময় জ্ঞান করিয়া, বিনাশনদুঃখে দুঃখিত নহি, আমার এই দয়িতাও তদ্রূপ জগৎকে আমারই স্বরূপজ্ঞানে

কিছুতেই ব্যাকুলা নহে। ফলতঃ, মন না থাকিলে, সুখে যেমন সুখ বোধ হয় না, দুঃখেও তেমনি দুঃখ জন্মে না। আমাদের মন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া, পরস্পরের অধীন হইয়াছে। তজ্জন্য আমাদের জড়ভাব উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্যই আপনার শাসন ব্যর্থ হইতেছে। আমি মনোমাত্র, এই দেহ মনেরই বিস্তারমাত্র এবং মনই প্রধান পুরুষ। এই মনকে কেহ ভেদ বা ছেদ করিতে পারে না। দেহ বিশীর্ণ হউক বা না হউক, মন যেমন, তেমনি থাকে। মন অভীষ্ট বিষয়ে একান্ত আবিষ্ট ও তন্ময় ভাবে নিবিষ্ট হইলে, দেহের কোনপ্রকার ভাবাভাবই তাহাকে ব্যাহত করিতে পারে না। তীব্রবেগশালী মন সহায়ে যাহা ভাবা যায়, তাহাই স্থির রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরের চেষ্টায় কখনও এরূপ হয় না। অভীষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত বর বা শাপাদিতেও বিচলিত হয় না।

রাজন্! এই অসিতাপাঙ্গী ললনা দেবীর ন্যায়, আমার হৃদয়কোষে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন এবং ইনিই আমার জীবিতেশ্বরী। ইহার সহবাসে থাকিলে, কোন দুঃখেই দুঃখ বোধ হয় না। অনল মধ্যেও ইহাঁর আলিঙ্গনে যার পর নাই শীতল হইয়া থাকি। আমি ইহার প্রতি এরূপ আসক্ত যে, যন্ত্রশত দ্বারাও বিচলিত হইবার নহি। মনই শরীরের কারণ; শরীর সকল বৃথা সমুৎপন্ন এবং মনই জগতের আদিকারণ, জানিবেন। শরীর মনেরই সংকল্পমাত্র। অহং অভিমানে আবির্ভূত হইলেই, মনের শরীর ফলিত হয়। তদ্ভিন্ন কিছুই ফলিত হয় না। মনই সূক্ষ্ম অঙ্কুর রূপে পল্লববিশিষ্ট দেহরূপ বৃক্ষের সমুদ্ভাবন করে। পল্লব ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, অঙ্কুরক্ষয় হয় না; কিন্তু অঙ্কুরের ক্ষয় হইলে, পল্লবের ক্ষয় হইয়া থাকে। দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, মন অন্য দেহ বিস্তার করে; কিন্তু মনের ক্ষয় হইলে, শরীরের আর কিছু করিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব আপনি সর্ব্বতোভাবে রত্নবৎ সযত্নে মনের রক্ষা করুন। বলিতে কি, আমি তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত সকল দিকেই এই হরিণনয়নাকে দর্শন করিয়া, তজ্জন্য বিপুল আনন্দ-

সন্দোহ সম্ভোগ করিতেছি। এই রূপে আমার মন সমস্ত বাহ্য বিষয় ত্যাগ করিয়া, ইহাতেই আসক্ত হওয়াতে, আপনার শস্ত্রাদি-প্রহারেও আমার অণুমাত্র অসুখ অনুভূত হইতেছে না।

ষড়ধিকশততম সর্গ (মনস্তত্ত্ব)।

ভানু কহিলেন, ব্রহ্মন্! তাহারা এইরূপ কহিলে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পার্শ্বে উপবিষ্ট ভরতকে কহিলেন, আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ। এই দুরাচার ইন্দ্র আমার দারহরণ করিয়াছে। অবধ্যের বধ ও বধ্যের পরিহার করিলে, যে পাপ হয়, তদ্বৎপাপপরায়ণ এই দুরাত্মাকে অভিশপ্ত করুন।

ভরত এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, দুরাত্মার পাপপর্য্যালোচনা-পুরঃসর কহিলেন, রে দুর্ম্মতে! এই ভর্ত্তৃদ্রোহকারিণী দুর্ভাগিনী অহল্যার সহিত তুই বিনাশ প্রাপ্ত হ।

তখন অহল্যা ও ইন্দ্র রাজা ও ভরতকে কহিলেন, যাহারা দুশ্চর তপস্যার ক্ষয় করে, তাহাদের শাপে আমাদের কি হইতে পারে? আমরা মনোমাত্র; সুতরাং দেহবিনাশে আমাদের বিনাশ হইবে না। মন সূক্ষ্ম, চিন্ময় ও দুর্লক্ষ্য; উহাকে বিনাশ করা সাধ্য কি? বলিতে বলিতে সেই পরস্পর তন্মনস্ক দম্পতী ভরতের শাপে বৃক্ষভ্রষ্ট পল্লববৎ পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমে মৃগ ও পরে বিহঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর বহুজন্মপর্য্যবসানে তপস্বী ব্রাহ্মণদম্পতী হইয়া, অবতরণ করিল। ভরতের শাপে তাহাদের শরীরমাত্র বিকৃত হইয়াছিল, মনের কিছুই হয় নাই!

ব্রহ্মন্! আমি এই কারণেই বলিতেছি, মন দুরভিভাব্য মুনিশাপেরও গ্রাহ্য বা ভেদ্য নহে। মনই জগতের কর্ত্তা ও মনই প্রধান পুরুষ। দ্রব্য, ঔষধ ও দণ্ডসহায়ে যাহা করা যায়, তাহাও মন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মণির ন্যায় প্রতিবিম্বস্বরূপ মনকে বিনাশ করা কাহারও সাধ্য নহে। চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও পরা-

কাশ, ইহাদের অন্ত নাই। আপনি স্বকীয় চিত্তাকাশে এক বা বহু সর্গ স্থাপন করিয়া, প্রজাসৃষ্টিপ্রসঙ্গে স্বেচ্ছানুসারে আত্মাতে অবস্থান করুন। ইন্দুতনয়েরা আপনার কি করিবেন?

ব্রহ্মা কহিলেন, আমি ভানুর এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তানন্তর কহিলাম, তুমি যথার্থই বলিয়াছ। আমি অভিমত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। হে ভানো! অধুনা তুমিই আমার সেই সৃষ্টিতে প্রথম অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু হইয়া, আমার অভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

ভানু আমার এই কথা শুনিয়া, আত্মাকে দুই ভাগ করিয়া, এক দেহে সূর্য্যরূপে দিবসাবলী বিস্তার ও অন্য দেহে মনুরূপে আমার অভিমত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৎস! আমি এই তোমার নিকট মনের স্বরূপ, কার্য্য ও শক্তি কীর্ত্তন করিলাম। এই মন যে যে রূপে প্রতিভাত হয়, সেই সেই রূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই কারণে যে যাহা মনে করে, সেই তাহা করিতে পারে। প্রতিভাসনই মনের স্বভাব এবং ইহার প্রতিভাসনই দেহাদি রূপে প্রতিভাত হয়। মন নিত্য বিদ্যমান। মন আছে বলিয়াই, দেহাদি প্রতীতি হইয়া থাকে। সমাধিবশে এই মন যখন অভীষ্ট বিষয়ে গাঢ় নিবিষ্ট হয়, তখন আর কোন বাহ্য বস্তুরই সত্তাপ্রতীতি হয় না। ইহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত এই মন কাম ও কর্ম্মাদি বাসনার অনুসরণপ্রসঙ্গে আত্মাকে বহু রূপে বিস্তার করিয়া থাকে। বৎস! মন স্থূলভ্রান্তির বশীভূত হইলে, জীব নামে অভিহিত ও তদ্‌বিহীন হইলে, পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। এই রূপে মন ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। উহাই আমি, তুমি ও অন্যান্য বিবিধ নামরূপাদি স্বরূপ। পরমার্থ-রূপিণী বিশুদ্ধ চিৎই জীবরূপী মন হইয়া, অলীক দেহাদি ভাব অনুভব করেন। এই চিদ্বপু পরমাত্মাই সর্ব্বাত্মা রূপে সংসারে প্রতিভাত হইতেছেন। এই রূপে বৃহদ্বপু মনই জড় ও অজড় দ্বিবিধস্বরূপ। উহা ব্রহ্মরূপ, এইজন্য অজড় এবং দৃশ্যরূপ

এইজন্য জড়। ব্রহ্ম সকলের আত্মা, এইজন্য সমস্ত জগৎ জড় ও চিন্ময়স্বরূপ। আমরা ব্রহ্ম ও স্থাবর স্বভাব; এইজন্য জড়ও নহি এবং চেতনও নহি।

সপ্তাধিকশততম সর্গ (মনোমাহাত্ম্যকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! আমি পুনরায় পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আপনি বলিয়াছেন, শাপ ও মন্ত্রাদির শক্তি সমুদায় অব্যর্থ; কিন্তু কিনিমিত্ত ব্যর্থ হইয়া থাকে? শাপ ও মন্ত্রবলে জন্তুগণের মন বুদ্ধি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলও বিমূঢ় হইতে দেখা যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, মতিমন্! যাঁহারা শুভ কর্ম্মের অনুসারী ও বিশুদ্ধচিত্ত, তাঁহারা সকলই করিতে পারেন। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত শরীরিমাত্রেই দ্বিশরীরবিশিষ্ট। তন্মধ্যে মন এক শরীর। ইহা অতিমাত্র বেগশালী ও চঞ্চল। অন্য শরীর মাংসময়। ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর। কেননা শাপ, মারণ উচ্চাটন ও স্তম্ভনাদি আভিচারিক ক্রিয়া এবং শস্ত্র ও বিষাদি দ্বারা এই দেহ সর্ব্বতোভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, এই মাংস-দেহ ক্ষীণ, হীন, ক্ষণভঙ্গুর ও মূক এবং পদ্মপত্রস্থ সলিলবৎ সাতিশয় চঞ্চল। এই কারণে ইহা দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। পণ্ডিতগণ এই কারণে ইহাতে বিশ্বাসবদ্ধ হয়েন না। ইহা আমপাত্রের ন্যায়, সর্ব্বদাই অবসন্ন ও ভগ্নভাবাপন্ন। কখন্ আছে, কখন্ নাই।

কিন্তু দ্বিতীয় শরীর মন এইপ্রকার ক্ষণিক বা অসার ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। ইহা আয়ত্ত হইয়াও আয়ত্ত নহে। এই মাংসশরীর ইহার আবরণ। কিন্তু এই আবরণে ইহা বদ্ধ নহে। কেননা, ইহা এই মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়া আসিতে পারে। পুরুষকার ও ধৈর্য্য সহায়েও এই মনো-দেহকে আক্রমণ করিতে পারা যায় না। মাংসদেহের কোন চেষ্টাই সফল হয় না। মনের

সকল চেষ্টাই সফল হয়। এই মন যাহার সন্ধান করে, তাহাই তৎক্ষণে লাভ করে। পুরুষকার দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মনই তাহা প্রদান করে। মন না থাকিলে, কোন বিষয়ই শুদ্ধ দেহের চেষ্টায় সম্পন্ন হয় না। অথবা দেহের স্বতঃসিদ্ধ চেষ্টা নাই। মনই তাহার নায়ক। মহর্ষি মাণ্ডব্য শূলে আরোপিত হইলেও, কোন ক্লেশই অনুভব করেন নাই। ইহার কারণ এই, তিনি মনকে রাগহীন ও সন্তাপহীন করিয়াছিলেন। দীর্ঘতপা কোন মহর্ষি কূপে পতিত হইয়াছিলেন। তদবস্থায় মানসিক যজ্ঞ করিয়া, তাঁহার বিবুধপদপ্রাপ্তি হইয়াছিল। ইন্দুর পুত্রেরা মানুষ হইলেও, শুদ্ধ মানসিক ধ্যানবলে ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভকরেন। বলিতে কি, পানভোজনাদি যে সকল কার্য্যে কিছুমাত্র আয়াস আবশ্যক করে না, তাদৃশ অতিসামান্য কার্য্যও, মন না থাকিলে, সম্পন্ন হয় না। সামান্য বায়ুতে যেমন পর্ব্বত প্রচলিত হয় না, সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধি, শাপ ও রাক্ষসাদিও সেইরূপ মনকে বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা শাপাদিতে বিচলিত হয়, তাহাদের মনোবিবেকের কোন ক্ষমতা নাই, বুঝিতে হইবে। সাবধানে বিনাশ নাই, ইহা সকলেই জানে। এমন কি, সাবধান-চিত্ত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থাতেও বিপন্ন হয় না। মন স্থির থাকিলে, সকলই স্থির থাকে এবং মন অস্থির হইলে, সকলই অস্থির হইয়া থাকে। মনের দোষেই দুঃখ এবং মনের গুণেই সুখ, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি পর্ব্বতও ভেদ করিতে পারে। আবার অদৃঢ় বা অস্থির চিত্ত সামান্য মৃণাল ভেদেও সমর্থ হয় না। মনে করিলে, এক মুহূর্ত্তে যে কাজ করা যায়, মনে না করিলে, শত মুহূর্ত্তেও সে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। যে বিষয় যখন মনে করা যায়, সে বিষয় তখনই তাহাতে চিরস্থায়ী রূপে বদ্ধ ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া, উপভোগক্ষমতা লাভ করে। সলিল স্পন্দিত হইলে, যেমন উচ্চ তরঙ্গ বিস্তার করে, মন চালিত হইলে, তদ্রূপ তৎক্ষণাৎ অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করা যায়।

তুমি যদি মনে কর, সূর্য্যে আলোক নাই, অন্ধকার আছে, তাহাই দেখিবে এবং যদি মনে কর, চন্দ্র এক নহে, দুই, তাহাই অনুভব করিবে। এই চক্ষু চক্ষু নহে; মনই চক্ষু। বাহ্য বা এই স্থূল চক্ষু মনের আবরণমাত্র। মন না থাকিলে, শুদ্ধ চক্ষুতে দেখা যায় না। তোমার মন এক দিকে, চক্ষু অন্য দিকে; এরূপ অবস্থায় কোন বস্তুদর্শনই সম্পন্ন হয় না। পুত্তলিকার চক্ষু আছে, মন নাই। সেইজন্য, সে দেখিতে পায় না। মন কখন চন্দ্রে অগ্নি-শিখা দর্শন করে, কখন জ্যোৎস্নায় সন্তাপ অনুভব করে, কখন লবণকে মধুর জ্ঞান করিয়া তাহা পানেও তৃপ্তিবোধ করে এবং কখন আকাশে মহাবল দর্শন করিয়া, তাহা ছেদন করিয়া থাকে। এই রূপে মন যখন যে ইন্দ্রজাল কল্পনা করে, তখনই তাহা দেখিতে পায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই কীর্ত্তন করিলাম। ব্রহ্মার সংকল্পঘনতা হইতেই মনের উৎপত্তি হয় এবং এই মন তন্মাত্র কল্পনায় সন্নিবিষ্ট হইলেই, অবিদ্যাচ্ছন্ন-স্থূলদেহাভিমানী জীব রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মার মনোরূপ। ব্রহ্মা মন সহায়ে এই বিবিধবস্তুপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহা হইতে চৈত্য অর্থাৎ অহংভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই চিৎশক্তিই সহস্র প্রকারে পরিবর্ত্তনশীল জীব নামে অভিহিত হয়েন এবং প্রাণশক্তিসহায়ে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম শরীরে লব্ধ-প্রবেশ হইয়া, শুক্রশোণিতরূপ বীজত্ব পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারে অবতরণ করেন। অনন্তর বাসনানুরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন এবং এই বাসনাবশে কখন ভ্রান্ত, কখন উৎপতিত ও কখন বা অধঃপতিত হন। যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ জন্মসহস্র কর্ম্মরূপ বায়ুবশে বনপর্ণবৎ বিবশ হইয়া, জঠর-গহ্বরে বিলুণ্ঠিত হইতে হয়। কেহ কেহ অজ্ঞানাদিতে বিমোহিত ও তজ্জন্য পুনর্জ্জন্মপরিহারে অসমর্থ হইয়া, বহু শত কল্প কৃমির

ন্যায় সংসারগর্ত্তে পরিভ্রমণ করে। কেহ কেহ কতিপয় অশুভ জন্ম অতিক্রম করিয়া, চরমে শুভকর্ম্মপরায়ণ হইয়া, সুখে বিহার করে। কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে পরমাত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

বৎস! মনই এই জগৎরূপ জীর্ণ বল্লীর দেহ। পরমতত্ত্বজ্ঞানরূপ কুঠার সংগ্রহ করিয়া, ইহা ছেদন করিতে পারিলে, পুনরায় সমুৎপন্ন হয় না।

অষ্টাধিকশততম সর্গ (সর্ব্বসমুৎপত্তিকথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! উত্তম, মধ্যম ও অধম পদার্থ সকল যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, অধুনা তাহা শ্রবণ কর। যে জীব যে জন্মে মুক্তিলাভে অধিকারী হয়, তাহার সেই উৎপত্তিকে প্রথমা কহে। এইপ্রকার উৎপত্তি শুভলোকের আশ্রয় ও শুভকর্ম্মের অনুবন্ধস্বরূপ।

বাসনার ক্ষয় হইলে, কতিপয় জন্মে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। এইজন্য তাদৃশী উৎপত্তি বহুলগুণবিশিষ্ট। উহা দ্বারা সুখ দুঃখ ফলরূপ পুণ্য পাপের নির্ণয় হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ ঐরূপ উৎপত্তিকে সসত্ত্বা নামে অভিহিত করেন। লোকে যদি এই জন্মে বিচিত্র-সংসার-ব্যবহারপরায়ণ হইয়া, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিবিধ দুষ্কর্ম্ম ও দুর্ব্বাসনাদি দ্বারা সহস্র জন্মে জ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে, সাধুগণ ঐরূপ উৎপত্তিকে অধমসত্ত্বা নামে নির্দ্দেশ করেন। অসংখ্য জন্মের পরেও যে উৎপত্তিতে মোক্ষলাভ সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠে, তাহার নাম অত্যন্ততামসী। যে উৎপত্তি প্রাক্তন বাসনার অনুসরণপূর্ব্বক স্বর্গনরক ভোগ বিধান করে এবং যাহাতে মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে, মনুষ্যাদিমধ্যমরূপা তাদৃশ উৎপত্তিকে রাজসী কহে। মুমুক্ষু পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, বৈরাগ্যাদিসহায়ে যে উৎকৃষ্ট জন্ম হইয়া থাকে, সেই জন্মে মরণ-

মাত্রেই মোক্ষলাভের উপযুক্ত হওয়া যায়। আমার মতে ঐরূপ উৎপত্তির নাম রাজসসাত্ত্বিকী। বৎস! যাহাতে যক্ষ ও গন্ধর্ব্বাদি রূপে সমুৎপন্ন হইয়া, ক্রমে ক্রমে মোক্ষভোগ হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদৃশ উৎপত্তিকে রাজসরাজসী নামে নির্দ্দেশ করেন। যাহাতে শত জন্মের পর চিরাভিলষিত মুক্তি লাভ করা যায়, সাধুরা তাদৃশী উৎপত্তিকে রাজসতামসী বলিয়া থাকেন। যাহাতে সহস্র জন্মেও মোক্ষলাভ হয় কি না, সন্দেহস্থল, এরূপ আরম্ভশালিনী উৎপত্তির নাম রাজসাত্যন্ত-তামসী। যাহাতে সহস্র জন্মেও মুক্ত হওয়া যায় না, এরূপ উৎপত্তিকে মহর্ষিরা তামসী নামে নির্দ্দেশ করেন। যাহাতে তামসপ্রধান জন্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদৃশী উৎপত্তিকে তামসসত্ত্বা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যাহাতে কতিপয় জন্মের পর মোক্ষভোগে সমর্থ হওয়া যায়, রজস্তমোগুণবহুলা তাদৃশী উৎপত্তির নাম তমোরাজসরূপা। যাহা পূর্ব্ব সহস্র জন্ম ও আগামী শত জন্মে মোক্ষলাভের উপযোগিনী হয়, তাদৃশী উৎপত্তিকে তামসতামসী বলে। যাহাতে পূর্ব্ব লক্ষ জন্ম ও আগামী লক্ষ জন্মেও মুক্তিলাভ হয় কি না সন্দেহ, সেই উৎপত্তির নাম অত্যন্ততামসী।

বৎস! এই দৃশ্যমান ভূতজাতি, সলিল হইতে ঊর্ম্মির স্থায়, দীপ হইতে মরীচির স্থায়, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের স্থায়, চন্দ্রবিম্ব হইতে কৌমুদীর স্থায়, কনক হইতে কটকাদির স্থায় এবং সলিল হইতে শীকরাদির স্থায়, সেই ব্রহ্ম হইতেই বিনিষ্ক্রান্ত ও সমুৎপন্ন হইয়াছে। মৃগতৃষ্ণা তরঙ্গিণী যেরূপ সূর্য্যতেজ হইতে ভিন্ন নহে; এই দৃশ্যদৃষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে।

বৎস! এই রূপে বিবিধ-ব্যবহার বিশিষ্ট ঈশ্বরাত্মা ব্রহ্মার অনির্ব্বচনীয় ইচ্ছায় বহুবিধ জগত জাত, আগত, পতিত ও উৎপাতিত হইতেছে।

নবাধিকশততম সর্গ (কর্ম্ম ও পুরুষ এক)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! বৃক্ষ হইতে পুষ্প ও গন্ধের ন্যায়, সেই ব্রহ্ম হইতে কর্ত্তা ও কর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অজ্ঞ দৃষ্টির নিকট যেমন আকাশে নীলবর্ণের স্ফূর্ত্তি হয়, তদ্রূপ সর্ব্বসংকল্পত্যাগ হইলে, জীব সেই ব্রহ্মেই প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। জীব প্রকৃষ্টবোধসহকারে ব্যবহারনিরত না হইলেই, তাহাকে ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন বলা যায়; কিন্তু প্রকৃষ্ট-বোধসহায়ে ব্যবহারনিরত হইলে, আর এইপ্রকার উৎপন্ন পদের বাচ্য হইতে পারে না। বাস্তবিক জ্ঞান সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। এইজন্য প্রকৃষ্টবোধশীল ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

এই দৃশ্যমান বিশ্ব জগৎ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ভ্রান্তিদৃষ্টিই ব্রহ্ম হইতে তাহার পৃথকত্ব সমুদ্ভাবন করে। বৎস! এই রূপে এই জগৎ বসন্তকালীন নবাঙ্কুরের ন্যায়, সেই ব্রহ্মই পুনঃ পুনঃ জাত ও গ্রীষ্মকালীন রসের ন্যায় তাঁহাতেই সন্নিহিত হইয়া থাকে। পুষ্প ও গন্ধ যেমন অভিন্ন পুরুষ ও কর্ম্ম তেমন এক এবং সেই পরমপদ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, তাহাতেই সংমিলিত হয়।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! যাহাদের কোনপ্রকার বিসংবাদিতা নাই, যাঁহাদের বেদাদিতে সবিশেষ দৃষ্টিআছে এবং যাহারা রাগদ্বেষাদির বশীভূত নহেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্র বলিয়া লোকে পরিগণিত ও পরিগৃহীত হয়। এই রূপ, যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন, যাহাদের রাগদ্বেষাদি কোনপ্রকার উপদ্রব বা দৌবাত্ম্য নাই, তজ্জন্য যাঁহারা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ; যাঁহারা ব্রহ্মকলাবিশিষ্ট এবং হর্ষ বা বিষাদ কোনপ্রকার বিকারেই যাঁহারা কোন রূপে বিচলিত হয়েন না, তাঁহাদিগকেই সাধু বলে। যাঁহাদের তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তাদৃশ শিষ্ট ব্যক্তিরা সকল কার্য্যের সিদ্ধিবিষয়ে সাধুবৃত্ত ও শাস্ত্র এই উভয়ের অনুসরণ করেন। এইপ্রকার

সাধুবৃত্তের এবং স্বর্গ ও মোক্ষজনক সৎশাস্ত্রের অনুবর্ত্তন না করিলে, সকলের পরিত্যক্ত ও মহাদুঃখে নিপতিত হইতে হয়। বিভো! ইহলোকে ও বেদে যে সকল শ্রুতিনিরূঢ় প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহারা পর্য্যায়ক্রমে কর্ত্তা ও কর্ম্ম স্বরূপ। বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ যেমন সমুৎপন্ন হয়, কর্ম্ম হইতে কর্ত্তাও কর্ত্তা হইতে কর্ম্ম তেমন প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মব্যতিরেকে শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে কি রূপে ভূতগণের উৎপত্তি সঙ্গত হইতে পারে? জন্ম ও কর্ম্মের সহিত প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া আপনিই পূর্ব্বে জগতের তিরস্কার করিয়াছেন। দেখুন, বলবানেরা দুর্ব্বলের হিংসা ও ভক্ষণ করে। কাহা কর্ত্তৃক এই প্রকার বিধি বিহিত হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, তোমার এই প্রশ্ন সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট। যাহাতে এবিষয় উত্তম রূপে তোমার বিদিত হইতে পারে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বৎস! যাহা কিছু বিদ্যমান, সমস্তই মনের বিকাশমাত্র। ই মনোবিকাশকেই কর্ম্মের বীজ বলে। ক্রিয়ানিষ্পত্তির ফল ইপ্রকার বিকাশেই প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম হইতে মনস্তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র, কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং জীবও প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুসারী দেহ আশ্রয় করে। এই কারণে মন ও কর্ম্মে কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই। পণ্ডিতগণের মতে ক্রিয়াস্পন্দনই কর্ম্ম। ঐহিক ও প্রাক্তনভেদে যাবতীয় কর্ম্মই পৌরুষযত্নমাত্র। পুরুষকারসহায়ে যাহা করিবে, তাহাই হইবে; না করিবে, না হইবে। হস্তপদাদি চালনা না করিয়া, এক স্থানে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাক, বসিয়াই থাকিবে। যেহেতু, পুরুষকার কখনও নিষ্ফল হয় না। সেইজন্য, যে যাহা করে, তাহাই তাহার সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং যাহা না করে, তাহা সিদ্ধ হয় না। কোন কর্ম্ম করিতে করিতে ফেলিয়া রাখ, আপনা আপনি আর তাহা সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য কর্ম্ম সমাপ্ত না করিয়া, নিবৃত্ত

হইতে নাই। কর্ম্মের ক্ষয়ে মনের ক্ষয় এবং মনের ক্ষয়েও কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। যাহারা নিরবচ্ছিন্ন জড় ভাবে বসিয়া থাকে, তাহাদের মন স্বভাবতই নিস্তেজ হইয়া থাকে, ইহা সকলেই বিদিত আছে। অগ্নি ও উষ্ণতার ন্যায়, মন ও কর্ম্ম পরস্পর সংবদ্ধ। মন স্পন্দিত হইয়া, কর্ম্মসিদ্ধি রূপে পরিণত হয়। কর্ম্মও তদ্রূপ মনের স্পন্দনাত্মক বিলাস সহ সংমিলিত হইয়া, মন রূপে পরিণত হয়। এই রূপে মন ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দশাধিকশততম সর্গ (মনের সংজ্ঞাবিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! মন ভাবনামাত্র। এই ভাবনা স্পন্দিত হইয়া, বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া অদৃষ্টভাবে পরিণত হইলে, যে ফল সমুদ্ভূত হয়, জীব তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! জড় হইয়াও অজড়স্বরূপ ম[illegible] সুস্বরূপবলে যে যে আকার ধারণ করে, স[illegible]বিস্তার বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্ত ও আত্মতত্ত্বস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের সংকল্পরচিত রূপই মন। যাহা স্মৃতিপ্রাপ্ত ভাব, তাহাই মনের রূপ। মনের কর্ম্মশক্তি স্বভাবসিদ্ধ। অগ্নি ও উষ্ণতা যেমন অভিন্নস্বরূপ কর্ম্ম, মন ও জীব ভিন্ন নহে। এই চিত্তরূপী ম[illegible] [illegible] কর্ম্ম সহায়ে আপনার সংকল্পশরীর বিবিধ রূপে বিস্তার করিয়া, এই সংকল্পসংকুল মায়াময় জগৎকে বহু রূপে প্রকটিত করে। মনের স্পন্দন হইতেই, তরুর বিবিধ শাখা ও ফলের ন্যায়, বহুবিধ ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

বৎস! ব্রহ্মে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, কর্ম্ম, অর্থকল্পনা, সংসৃতি, বাসনা, বিদ্যা, প্রযত্ন, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া

ক্রিয়া প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ আরোপিত হয়। তৎসমস্তই সংসার-ভ্রমের কারণ। ফলতঃ, পরা সংবিদ্ অবিদ্যাসহায়ে কলঙ্কত্ব প্রাপ্ত ও উন্মেষরূপিণী হইয়া, বিবিধ কল্পনাময় মন রূপে বিরাজমান হয়েন এবং বিবিধ চিন্তাবশে একতর পক্ষ অবধারণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই, তাঁহাকে বুদ্ধি নামে নির্দ্দেশ করে। এই রূপ, তিনি দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করিয়া, স্বীয় সত্তা কল্পনা করিলে, অহংকার নামে অভিহিত হয়েন। এই অহঙ্কার সকল অনর্থের হেতু। এইজন্য, এই অহংকারোপাধিবিশিষ্ট সম্বিদ্‌কে ভববন্ধনী বলে। যখন এই সম্বিদ্ পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিহার-পুরঃসর বালকবৎ এক বিষয় ত্যাগ করিয়া, অন্যবিষয়স্মরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন চিত্ত নামে অভিহিত হয়েন। বৎস! এই সম্বিদ্ কর্ত্তার শরীরাদিসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে, কর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি যখন ঘনপূর্ণবস্তুপরিহারপুরঃসর অভীষ্টবিষয়কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন ইহাঁকে কল্পনা নামে নির্দ্দেশ করা যায়। ইহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি বা কখন দেখি নাই, মনোমধ্যে এইপ্রকার নিশ্চয়চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, ইনি স্মৃতি নামে উদাহৃত হয়েন। পদার্থশক্তি রূপে অবস্থিতি করিলে, ইহাঁর নাম বাসনা হইয়া থাকে। একমাত্র বিমল আত্মতত্ত্বই চিরকাল আছেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই বা থাকে না, এই প্রকারে প্রবোধিত হইলে, ইহাঁকে বিদ্যা নামে অভিহিত করা যায়। মিথ্যা[illegible]জালবিস্তার দ্বারা আত্মপ্রদর্শনার্থ প্রস্ফুরিত হইলে, ইনি [illegible]নামে উল্লিখিত হয়েন। বৎস! এই মনোরূপা সম্বিদ্ দর্শন, [illegible]ন ও ভোজনাদি ব্যাপার সহায়ে জীবরূপী পরমেশ্বরের প্রীতি সমুদ্ভাবন করেন, এই জন্য ইহাঁকে ইন্দ্রিয় বলে। ইনি যখন পরমাত্মার অপেক্ষা-পরিহারপূর্ব্বক স্বয়ং কর্ত্রীরূপে এই দৃশ্যজাল বিস্তার করেন, তখন প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়েন। ইনি সৎ ও অসৎ সত্তার বশীভূতা হইলে, মায়ানামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এবং দর্শন,

স্পর্শন ও ঘ্রাণাদি কার্য্য কারণ ভাব প্রাপ্ত হইলে, ক্রিয়ানামে উদাহৃত হয়েন। লোকব্যবহারে এই সম্বিদকেই জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি বলে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মন চেতন কি জড়, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন জড়ও নহে; চেতনও নহে। চিৎ সংসারদশার সহযোগে বিবিধ উপাধিবশে মলিনা হন। তদবস্থায় তাঁহাকে মন বলিয়া থাকে এবং সেই শাশ্বত পরমাত্মার রূপ ব্যতিরেকে অবস্থিতি করেন, এই জন্য চিতের নাম চিত্ত। এই-প্রকার চিত্ত অবস্থায় চিৎ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রমবশেই মনের অহংকার, মন, বুদ্ধি ও জীব ইত্যাদি বিবিধ নাম কল্পিত হয়। বাস্তবিক, মন জড় বা চিন্ময় নহে। মন ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মানুসারে নটের ন্যায় বিবিধ নাম ধারণ করেন।

সৌম্য! আমি মনের যে সকল নাম বলিলাম, বাদীগণ স্ব স্ব কল্পনাবলে ইহার অন্যথাও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মনকে জড়, কেহ চেতনস্বভাব, কেহ অহংকার ও কেহ বা বুদ্ধি নামে নির্দ্দেশ করেন। সাংখ্য চার্ব্বাক, জৈমিনীয়, আর্হত, বৌদ্ধ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সকলেই মনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ গৌতমতন্ত্রানুসারীরা বলিয়া থাকেন, অহংকার দ্রব্যবিশেষ ও সাক্ষাৎ জীবাত্মা। মন পরমাণুস্বরূপ ও অহংকারের সাক্ষাৎকারী ইন্দ্রিয় এবং ক্ষণত্রয়স্থায়িনী বুদ্ধি তাঁহার গুণ। সাংখ্য-বাদীরা বলেন, বুদ্ধি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকৃতিস্বরূপ. মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির কার্য্য, অহংকার মহত্তত্ত্বের কার্য্যান্তর মাত্র এবং মন অন্যতর ইন্দ্রিয়। চার্ব্বাকেরা নির্দ্দেশ করেন, অহঙ্কারই শরীর, বুদ্ধি তাহার চৈতন্যগুণ ও মন তাহার আত্মা। এই মন দ্বারা পূর্ব্বাপরসন্ধান বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জৈমিনীয় মতে মন দ্রব্যবিশেষ ও বুদ্ধি জড়বোধময় অহঙ্কারাত্মার চিদংশ। আর্হ-তেরা চিৎস্বরূপ জীবের শরীরকেই অহঙ্কার, বিষয়বাসনাকেই

মন এবং বুদ্ধিকেই অর্থ বলিয়া থাকেন। বৈশেষিক ও ন্যায়মতে অহঙ্কারই মন। পাঞ্চরাত্র মতে বাসুদেবাখ্য পরমাত্মা হইতে যে সংকর্ষণনামক জীব আবির্ভূত হয়েন. তিনিই অহংকার। অহঙ্কার হইতে প্রদ্যুম্নাখ্য মন ও প্রদ্যুম্ন হইতে বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

বৎস! যদিও ঐ সকল ব্যক্তি পরস্পর ভিন্নমতাবলম্বী; কিন্তু বুদ্ধ্যাদি সহায়েই পরমার্থরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানপ্রযুক্তই লোকে কেবল বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। মন বিবিধ কার্য্যবশেই জীব, বাসনা ও কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সমস্ত সংসার মনোমাত্র, ইহা ব্যক্তিমাত্রেরই অনুভবগোচর। যাহার মন নাই, সে দেখিয়াও দেখে না ও শুনিয়াও শুনে না। সমনস্ক ব্যক্তিগণই শুভাশুভ বিষয় সকলের দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি বিবিধ দশান্তর ভোগ করে। আলোক দ্বারা যেমন রূপের প্রতীতি হয়, অন্ধকারে কোন বস্তুই দেখিতে পাওএা যায় না; মন দ্বারাই তেমনি বিষয় সকলের অনুভবাদি হইয়া থাকে; মন না থাকিলে, কিছুই জানিতে বা অনুভবাদি করিতে পারা যায় না। যাহারা বদ্ধচিত্ত, তাহারাই ঐরূপে হর্ষ বিষাদাদি অনুভব করে; কিন্তু মুক্তচিত্তদিগের এ প্রকার অনুভব হয় না। তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সুস্থ, সুখী ও সচ্ছন্দ।

বৎস! শুদ্ধস্বরূপ চিৎই জীব, মন, বুদ্ধি ও অহংকার রূপে পরিণত হইয়া, চিত্ত,চেতন ও জীব নামে অভিহিত হয়েন। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং কোন রূপ বিবাদের বিষয়ীভূত নহে।

একাদশাধিকশততম সর্গ (চিদাকাশমাহাত্ম্য)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি মনের দোষে মহাকষ্ট পাইতেছি। আমার যদি মন না থাকিত, তাহা হইলে, কি সুখের হইত! মনুষ্য ঐ পাপ করিতেছে এবং তজ্জন্য নানাবিধ দুঃখ পাইতেছে। কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া, পুনরায় পাপ

করিয়া, পুনরায় মহাদুঃখে পতিত হইতেছে। এই কথা ম হইলে, দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় ; কিন্তু মানুষ কোনক্রমে পাপপ্রবৃত্তি পরিহার করিবে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস ! মনের দৃঢ়তাই এইপ্রকার জগদ্বিস্তৃতির কারণ। এই মন কখন দেবরূপে, কখন মনুষ্যরূপে, কখন দৈত্য ও দানবরূপে, কখন যক্ষ ও রাক্ষসরূপে এবং কখন বা গন্ধর্ব্ব ও কিন্নররূপে উদিত ও উল্লসিত হইয়া থাকে। তৃণ, কাষ্ঠ ও লতা প্রভৃতি শরীরী সকল মনস্বরূপে অবস্থিতি করে। মনই য়কমাত্র বিচারের বিষয়। যেহেতু, মনের বিচার করিলে, সকলেরই বিচার করা হয়। মন দ্বারাই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে। আত্মা সকল পদের অতীত সকলের আশ্রয় ও সর্ব্বগ। মন এ আত্মার প্রসাদে সংসারে বিচরণ করে। মনই শরীর সকলে কারণ এবং মনেরই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। বিচার দ্বা মনেরই বিলয় প্রাপ্তি হয় এবং মনের বিলয়ে মুক্তিরূপ পরম শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে। মন কর্ম্মে আশক্ত হইলে, বন্ধনদশা সংঘটিত হয় এবং কর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষীণ হইলে, জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তখন আর তাহাকে এই অলীক সংসারে জন্মিতে হয় না

চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও ভূতাকাশ ; এই তিনপ্রকার আক শুদ্ধ চিত্তশক্তি সহায়ে সত্তা লাভ করত আত্মারূপে সর্ব্বত্র স্ব স্ব কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। যাহা বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থান পূর্ব্বক সত্তা ও অসত্তার বোধ সম্পাদন করে এবং যাহা সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে, তাহার নাম চিদাকাশ। যাহা ভূতগণের ব্যবহার পরম্পরার প্রধান কারণ এবং যাহা দ্বারা জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার নাম চিত্তাকাশ। এই চিত্তাকাশ কালের প্রকাশাত্মা। আর পবন ও মেঘাদি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহা দশ দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান হইতেছে, তাহাকে ভূতাকাশ কহে। তন্মধ্যে চিদাকাশ সকলের কারণ। ইহা হইতেই ভূতাকাশ ও চিত্তাকাশের আবির্ভাব হইয়াছে।

বৎস! যাহাদের প্রবোধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার নাই, তাহাদেরই উপদেশার্থ ... কাশত্রয় কল্পিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের জন্য ... কল্পিত হয় নাই। যাঁহাকে কোন-প্রকার কল্পনায় প্রাপ্ত ... যায় না; যিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও বিদ্যমান, সেই অ... পরব্রহ্মকে যিনি জানেন, তাঁহারই নাম প্রবুদ্ধ। ব্রহ্মকে জানিলে, আর কিছুই জানিবার থাকে না; সকলই জানা হয়। এইজন্য প্রবুদ্ধকে কোনপ্রকার উপদেশদানের অপেক্ষা হয় না। অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি কিছুই জানে না। এইজন্য দ্বৈতাদ্বৈতবিচারযোগ্য বাক্য সন্দর্ভপ্রয়োগসহায়ে তাহাকে উপ-দেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দিবসের প্রখর আলোকে প্রদীপের ব্যবহার হয় না, অন্ধকারেই তাহার ব্যবহার বা প্রয়ো-জন হইয়া থাকে।

ফলতঃ, সূর্য্যকিরণে যেমন মরীচিকার জন্ম, আকাশ ও চিত্তাকাশাদি তেমনি চিদাকাশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই চিৎ চিত্তরূপে আবির্ভূত হইয়া, মনের রূপ প্রকটন করেন, সেই মনই এই জগৎ রূপ ইন্দ্রজালের বিস্তার করিয়াছে।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ (চিত্তোপাখ্যান ও মুক্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! মানুষ বাল্যাবস্থায় স্বভাবতঃ অজ্ঞান-গহ্বরে নিপতিত থাকে। তজ্জন্য আত্মার সুখ দুঃখ বুঝিতে পারে না। বাল্যের পর যৌবনাবস্থা অতীব ভয়াবহ। ইহার স্বরূপ ও উপদ্রবাদি তোমার নিকট সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। তথাপি অভ্যাসের নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছি, এই যৌবনদশা প্রজ্বলিত পাবকশিখার ন্যায়, ধর্ম্মাদিকে দগ্ধ করিয়া থাকে। এই সময়েও অজ্ঞানের অত্যধিক প্রাবল্য ঘটে; যাহার প্রভাবে হিতাহিতজ্ঞানতিরোহিত ও তৎসঙ্গে আত্মার প্রকৃত সুখদুঃখবোধও পরাহত হইয়া থাকে।

অনন্তর বৃদ্ধাবস্থা। ইহাই জীবনের শেষ সীমা। মৃত্যু এই সীমার সন্নিধানে পাশহস্তে দণ্ডায়মান। জরার আবির্ভাব প্রযুক্ত জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়াতে, বৃদ্ধ ব্যক্তি যদিও চক্ষুতে অন্যান্য বস্তু পূর্ব্ববৎ দেখিতে পায় না, কিন্তু মৃত্যুকে উল্লিখিতরূপে সন্নিহিত দেখিয়া থাকে। তৎকালে তাহার নিরতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যতই নয়নগোচর করে, ততই তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে।

এই মুক্তির স্বরূপাদি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মাতে মনকে দৃঢ়রূপে সংযোজিত করিতে পারিলেই, আত্মার সংসাররূপ দারুণ বন্ধন বিচ্যুতি ও তৎসহকারে মুক্তিলাভ-জনিত বিমলানন্দ সংঘটিত হয়। মন পরব্রহ্মে সংযোজিত হইলে, পরম গতি লাভ ও আত্মা কল্পনাবিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন। চিত্তই বন্ধ ও মোক্ষের হেতু। বৎস! ভগবান্ পিতামহের কথিত অত্যাশ্চর্য্য চিত্তোপাখ্যান এই স্থলে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অতীব ভয়াবহ এক অটবী আছে। ঐ অটবী সর্ব্বদাই অস্থির ও অতিমাত্র বিস্তৃত এবং উহাতে পশুপক্ষ্যাদির সমাগম নাই। উহা শতসহস্র যোজন বিস্তৃত হইলেও, অণুরূপে লক্ষিত হয়। উহাতে অতীবভীষণপ্রকৃতি এক পুরুষ বাস করেন। তাঁহার সহস্র লোচন, সহস্র হস্ত, মতি অতি চঞ্চল ও শরীর অতি বিশাল। কোন সময়ে আমি অবলোকন করিলাম, ঐ পুরুষ কুঠারপরম্পরা গ্রহণ করিয়া, আত্মপৃষ্ঠে প্রহার করিতে করিতে ভীত হইয়া, শতযোজন পর্য্যন্ত দ্রুতপদে ধাবমান হইতেছেন। কোন সময়ে তিনি ঐরূপে পলায়ন করিতে করিতে, কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর গাঢ় অন্ধকারে প্রতিহতদৃষ্টি ও স্খলিতপদ হইয়া, অবশ দেহে সহসা সুবৃহৎ অন্ধকূপে পতিত হইলেন। বহুকালের পর তথা হইতে উত্থিত হইয়া, পুনরায় ঐরূপে আপনা আপনি প্রহার করিতে করিতে পলায়ন করত দূরতর প্রদেশে অগ্নিমধ্যে শলভের ন্যায়,

কণ্টকীলতাসমাচ্ছন্ন করঞ্জবনমধ্যে পতিত হইলেন। অনন্তর তথা হইতে উত্থানপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রসঙ্গে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে সহাস্য আস্যে শশাঙ্ককরশীতল কমনীয় কদলীকাননে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে ক্ষণমধ্যেই বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ পলায়ন করিতে করিতে অন্ধকূপে নিপতিত হইলেন। তথা হইতে সত্বরে সমুত্থিত হইয়া, পুনরায় কদলীকাননস্থ গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তথা হইতে বিনির্গমনপূর্ব্বক পুনরায় ঐ করঞ্জবনে ও তথা হইতে পুনরায় ঐ কূপে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক আত্মাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

রাম! আমি বিবেকদৃষ্টিসহায়ে তদবস্থ পুরুষকে দর্শন ও যোগবলসহায়ে সুস্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? কিজন্য আত্মপ্রহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আপনার এইপ্রকার মোহের কারণ কি?

বৎস! আমি এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সেই পুরুষ কহিলেন, আমি কেহই নহি এবং কিছুই বলিতেছি না। তুমি শত্রুর ন্যায়, আমাকে মগ্ন করিতেছ। অতএব তুমি আমার শত্রু। হায়! তুমি আমাকে দেখিয়া, সুখ দুঃখে নিপাতিত ও বিনষ্ট করিলে! এই বলিয়াই তিনি জলদগম্ভীর শব্দে রোদন ও পুনরায় সহাস্য আস্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যাবসানে স্বীয়কলেবরপরিহারে সমুদ্যত হইলে, প্রথমে তাঁহার মস্তক, পরে যথাক্রমে বাহু বক্ষ ও উদর নিপাতিত হইল। এইরূপে ক্ষণমধ্যেই সমস্ত অঙ্গ ত্যাগ করিয়া, তিনি নিয়তির বশীভূত হইয়া, কোন স্থানে গমনের উপক্রম করিলেন।

বৎস! আমি অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে ঐরূপ ব্যবহারপরায়ণ আর এক পুরুষকে দর্শন করিয়া, পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও পূর্ব্ববৎ উত্তর করিয়া, ঐরূপে নিয়তির বশীভূত ও অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর আর এক নির্জ্জন প্রদেশে ঐরূপ ব্যবহারপরায়ণ আর এক পুরুষকে দর্শন করিয়া, উল্লিখিতরূপে সুস্থির করত

সম্ভাষণ করিলে, তিনি আমাকে কহিলেন, আঃ পাপ! আঃ দুর্দ্বিজ! তুমি কিছুই জান না। এই বলিয়াই নিয়তিবশে পূর্ব্বরূপে অদৃশ্য হইলেন।

বৎস! অনন্তর আমি ঐ অটবীতে অন্যান্য অনেক ব্যক্তিকে ঐরূপ অবস্থায় অবলোকন করিলাম। সেই সুবিস্তৃত অরণ্যানী অদ্যাপি বিরাজমান আছে। লোকেও তাহাতে ঐরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। তুমিও ঐ মহাটবী দর্শন ও ঐরূপে ব্যবহার করিয়াছ। কিন্তু বালবুদ্ধি বশতঃ তোমার তাহা মনে হইতেছে না। বিবিধ-কণ্টক-সংকটাঙ্গী অতীবভীষণ সেই মহাটবী ঘনঘোর অন্ধকার দ্বারা নিতান্ত দুর্গম। জীবগণ সতত উহাতে সমাগত হইয়া, পুষ্পবাটিকার ন্যায়, উহার সেবা করিয়া থাকে। পরমাত্মা বোধবিরহই ইহার কারণ।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ (সংসারই মহাটবী)।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! সেই মহাটবী কোথায়? আমি কবে কিরূপে তাহা দেখিয়াছি? সেই পুরুষগণই বা কে? এবং তাঁহারা যাহা করিতেছিলেন, তাহাই বা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই মহাটবী ও পুরুষগণ দূরে নহে। গম্ভীর-গহ্বরপূর্ণ এই সংসারপদবীই সেই মহাটবী। পরমার্থদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন কর, স্পষ্টই দেখিতে পাইবে, ইহাতে কিছুই নাই, ইহা শূন্যমাত্র। এই আমি তুমি, এই পশুপক্ষী, এই কীটপতঙ্গ, সমস্তই অলীক বা কল্পনামাত্র, অথবা দৃষ্টির ভ্রমমাত্র। চক্ষুর পীড়া হইলে, সূর্য্যের আলোককে অন্ধকার জ্ঞান হয়; তদ্রূপ, মন পরমার্থদৃষ্টিশূন্য হইলে, এই সকলকে বাস্তবিক বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

বৎস! এই সংসাররূপ অটবীতে সেই যে পুরুষগণ মত্তবৎ বিচরণ করিতেছে, তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ মন, জানিবে। মন

বিবিধ দুঃখে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া, তাদৃশ ব্যস্ত ও বিত্রস্ত ভাবে বিচরণ করে। আমি বিবেকদৃষ্টিসহায়ে ঐ সকল পুরুষকে দর্শন করিয়াছি, অন্যে কিরূপে দেখিবে? সূর্য্যকিরণ যেরূপ সকল বস্তুকে প্রকাশিত করে, বিবেক তদ্রূপ মনকে প্রবোধিত করিয়া থাকে। এই বিবেকবলে পরম শান্তি লাভ হয়। শান্তিই যথার্থ সুখ।

বৎস! যাহারা বিবেকবলে প্রবোধিত না হয়, তাহারাই অন্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে। অন্ধকূপ শব্দে নরক এবং কদলী-কাননকে স্বর্গ বলিয়া জানিবে। যাহারা ঐ অন্ধকূপে পতিত হইয়া, আর নির্গত হইতে পারে না, তাহারা মহাপাতকী জানিবে। যাহারা কদলীকাননে প্রবেশপূর্ব্বক তথা হইতে আর বহির্গত হয় না, তাহারা পরমপুণ্যাত্মা এবং যাহারা করঞ্জকাননে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় বিনিষ্ক্রান্ত হয় না, তাহারা মনুষ্য অবগত হইবে। করঞ্জকানন শব্দে মনুষ্যসংসার। যাহারা বিশিষ্টরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহারা এই সংসারপার গমন করিতে সমর্থ; তদিতর অর্থাৎ অজ্ঞানীরা উহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই, এই বন্ধনের স্খলন হয়; ইহা তোমার নিকট বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছি। উত্তম জ্ঞান লাভ না হইলে, যোনি হইতে যোন্যন্তরে গমন করিতে হয়। ইহা অপেক্ষা যন্ত্রণা আর নাই।

কেহ কেহ করঞ্জকানন শব্দে কলত্রস্নেহ বলিয়া থাকে। কণ্টকী-লতাশব্দে বহুবিধ দুঃখপরম্পরা। কে না জানে, এই কলত্রস্নেহ বহুদুঃখের আধার। এই করঞ্জকাননে প্রবিষ্ট অর্থাৎ কলত্রস্নেহে আবদ্ধ হইলেই, বারংবার জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়! ইহাও কাহারও অবিদিত নাই।

বৎস! যে ব্যক্তি আমাকে শত্রু বলিয়াছিল, সে স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ এবং তত্ত্বজ্ঞানবিহীন বলিয়াই ঐরূপে বিলাপ করিতেছিল। যে ব্যক্তি উচ্চ স্বরে রোদন করিতেছিল, সেও ঐপ্রকার তত্ত্ববোধ-

পরিশূন্য। এইজন্য ক্ষণভঙ্গুর ভোগসুখে বঞ্চিত হওয়াতে, রোদন করিতেছিল। আমি তোমায় বারংবার বলিয়াছি, পৃথিবীর কিছুই কিছু নহে। এতদ্বিধায় সুতুচ্ছ রাজপদ যেমন, অতিনীচ প্রজাপদ তেমন, ফলতঃ উভয়ই সমান। কেননা, উভয়ই কিছুই নহে। যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, তাহারাই এই ক্ষণভঙ্গুর ভোগসুখের অভিলাষী এবং না পাইলে, অত্যন্ত ব্যাকুল ও রোদনপরায়ণ হয়, ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। সংসারে বালস্বভাব লোকের অভাব নাই। অথবা, বালক না হইলে, অসার সংসারে কোন্ ব্যক্তি বদ্ধ হইয়া থাকে? যাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং কখন্ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, তাদৃশ অলীক ও অসার সংসারে বালক ভিন্ন অন্যের আসক্ত হওয়া সম্ভব নহে।

পুনশ্চ, যাহাদের বিবেক জন্মিয়াছে, অথচ পরিণত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তিরা ব্রহ্মরূপ অমল পদে বঞ্চিত ও ভোগসমূহবিবর্জ্জিত হইয়া, নিরন্তর অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হয়। এইরূপ বঞ্চিত ব্যক্তিই আপনার অঙ্গকে বৃথা ক্লেশজনক, নিষ্প্রয়োজন ও তজ্জন্য নিতান্ত হেয় বা পরিত্যাজ্যভাবিয়া, উল্লিখিত রূপে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া, ক্রন্দন করিয়াছিল। বাস্তবিক, এই দেহের কোন সার নাই; ইহা মাংস, শোণিত, পূয, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মাদি অতীব হেয় পদার্থের আধার এবং ক্রিমিকীটে পরিপূর্ণ ও শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতির আহারস্বরূপ। ব্রহ্মরূপ-অমলপদ-প্রাপ্তিই ইহার সাক্ষাৎ সার্থকতা বা সারাংশ। যদি তাহা প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণে একান্ত নিষ্প্রয়োজন এই দেহ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যাহারা না করে, তাহারা পশুরও অধম। বৎস! আমি বারংবার তোমারে এবিষয়ে উপদেশ করিয়াছি। ফলতঃ, অসার সংসারে অসার দেহ লইয়া বারংবার যাতায়াত করা অপেক্ষা বিড়ম্বনা কি আছে? মানুষ যদি আপনার এক জন্মের কষ্ট মনে করে, তাহা হইলে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে এবং বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে

আর জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় এইপ্রকার অপার ও অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, তাহার জন্য স্বতঃ পরতঃ যত্ন করে। কিন্তু তাহা হইবার নহে। সে বহু ক্লেশের পর নামমাত্র সুখ পাইলেই সকল ভুলিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা পশুভাব আর কি আছে?

সে যাহা হউক, আমি উপদেশ দেওয়াতে, যে ব্যক্তি হাস্য করিয়াছিল, সে বিবেকলাভ করিয়াই ঐপ্রকার সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। যেহেতু, বিবেকলাভ হইলে, এই ক্ষণভঙ্গুর অসার সংসারস্থিতি ও স্বীয় কলেবর পরিহার করিয়া, একমাত্র আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অথবা, সুখ ও সন্তোষই বিবেকের লক্ষণ। পণ্ডিতেরা বিবেককেই নির্ব্বাণ শান্তির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, বিবেকবলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, আনন্দই বর্দ্ধিত হইবে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? তথাপি, অবিবেক অন্ধকার স্বরূপ। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, কোন্ ব্যক্তির সন্তোষরূপ মনোবিকাশ সম্পন্ন হইতে পারে? মেঘমালাপরিবেষ্টিত গগনমণ্ডলে প্রভাকর-কর-নিকর কখন স্বস্বভাব প্রাপ্ত হয় না, ইহা তোমার ন্যায়, মতিমান্ ব্যক্তিকে উপদেশ করা বাহুল্য।

পুনশ্চ, যে ব্যক্তি আত্মাকে দর্শন করিয়া, সেইরূপে উপহাস করিয়াছিল, সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, হায়! আমি মিথ্যা বিকল্প কল্পনা করিয়া, চিরকাল বঞ্চিত রহিলাম! সৌম্য! বিবেকের উদয় হইলে, মন সেই ব্রহ্মরূপ বিস্তৃত পদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া, দূর হইতেই আপনার সুখের ও বিরামের মূল বিষয়-জাত দর্শন করে। যে সহস্রকর ও সহস্রচক্ষু পুরুষের কথা বলিয়াছিলাম, তিনি মনের বহুরূপত্বপ্রকাশক। যে ব্যক্তি পরিঘ-প্রহারে আত্মাকে ব্যথিত করিয়াছিল, সে কুকল্পনার আঘাতে মনকে প্রহার করিতেছিল। যে ব্যক্তি আত্মাকে প্রহার করত পলায়ন করিতেছিল, স্বীয় বাসনা দ্বারা আহত হইয়া, তাহার মন ঐরূপে পলায়মান হইতেছিল।

ফলতঃ, অজ্ঞানের কার্য্যই এই, মন আপনিই আপনাকে প্রহার করত পলায়মান হয় এবং স্বীয় বাসনারূপ অনলশিখায় একান্ত দহ্যমান ও ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিপূর্ব্বক শান্তিলাভে সমুদ্যত হইয়া, পলায়ন করে। এই মনই দুঃখপরম্পরা বিস্তার করিয়া, তদ্দ্বারা স্বয়ং আহত হইয়া, পুনরায় পলায়িত হয়। কোষকার কীট যেমন আপনার লালায় কোষ নির্ম্মাণ করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে, মনও তদ্রূপ সংকল্প ও বাসনাজাল বিস্তার করিয়া, স্বয়ং বন্ধনদশা ভোগ করে। মন স্বভাবতঃ সাতিশয় চঞ্চল। পূর্ব্বাপর-পর্য্যালোচনা না করিয়াই, বালকের ন্যায়, অনর্থক ক্রীড়াকৌতুকে মগ্ন ও তজ্জনিত দুঃখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। মন যদি আত্মস্বরূপ ভাবনা ও আত্মাকে রক্ষা করিয়া, জ্ঞানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, আর কখন শোকে পতিত হয় না। মনই দুঃখপ্রাপ্তি ও দুঃখনাশের মূল। মন যদি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে, দুঃখের আবির্ভাব হয় না এবং যদি স্বপদে না থাকে, তাহা হইলে, শত দিকে শত দুঃখের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই শাস্ত্রসম্মত অনিন্দিত বাসনা সহায়ে রাগাদিতে বিনিবৃত্ত ও সর্ব্বথা মৌনী হইয়া, মুনিবৎ বিরাজমান হইলে, নির্ম্মল জ্ঞানের আবির্ভাবপ্রভাবে জন্মাদি-বিকার-বিরহিত পূর্ণ, শান্ত ও পরম-পবিত্র ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। তৎকালে মহাবিপদ আপতিত হইলেও তাহাকে আর শোকে অভিভূত করিতে পারে না।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ (চিত্তচিকিৎসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! জলে তরঙ্গের ন্যায়, এই তন্ময় ও অতন্ময় চিত্ত পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহাদের প্রবো অর্থাৎ বিশিষ্টরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের ম ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অনুভূত হয় না। অপ্রবুদ্ধেরই পৃথক্ জ্

হইয়া থাকে। নিত্য পূর্ণ অব্যয়স্বরূপ আত্মাই সর্ব্বশক্তিমান্। সংসারে এমন কি আছে, যাহা আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত নাই? আত্মাই সকলের মূল। আত্মা চিৎশক্তিরূপে ভূতদেহে, স্পন্দশক্তিরূপে অনিলে, জড়শক্তিরূপে উপলে, দ্রবশক্তিরূপে জলে, তেজঃশক্তিরূপে অনলে, শূন্যশক্তিরূপে গগনস্থলে ও ভাবশক্তিরূপে সংসারস্থিতিতে বিরাজমান হয়েন। পুনশ্চ, তাঁহার নাশশক্তি নাশে, আনন্দশক্তি হর্ষে, বীর্য্যশক্তি বীরবর্গে, সর্গশক্তি সৃষ্টিতে এবং সর্ব্বশক্তি প্রলয়ে পরিদৃশ্যমান হয়। এই রূপে তাঁহার শক্তি সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত ও ধাবমান। বৎস! মন যে মনন করে, তাহাও সেই ব্রাহ্মী শক্তি। লোককর্ত্তা ব্রহ্মা শক্তিব্যবস্থানপূর্ব্বক এই চিত্তকে ধারণ করিতেছেন।

মন যেরূপে গমন ও অবস্থিতি করে, সেইরূপেই জাত ও উপরত হয় এবং আত্মা দ্বারা বিচিত্র ভাবে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। কারণ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জনন, মরণ ও স্থিতি প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম। লোভ, মোহ, তৃষ্ণা বা শোক কিছুই নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন পরমাত্মাই চিত্ত ও জীব শব্দে উদাহৃত হয়েন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! মন যাহা নিশ্চয় করে, তাহাই প্রাদুর্ভূত হয়। অতএব, কিজন্য মনের কল্পনাস্বরূপ বন্ধন নাই?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সংসারের বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। যাঁহারা প্রাজ্ঞ বা প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের কোন কালেই বন্ধমোক্ষাদিমোহ সমুপস্থিত হয় না। অতত্ত্বদর্শী মূঢ়েরাই রজ্জুতে সর্পদর্শনবৎ অবস্তুতে বস্তুবোধ স্থাপন করিয়া, বৃথা বন্ধমোক্ষাদি কল্পনা করে। সৌম্য! প্রথমে মন, অনন্তর বন্ধ ও মোক্ষ, তৎপরে জগৎপ্রপঞ্চ বিরচিত [হই]য়া থাকে। বালকেরা যেমন মিথ্যা উপকথাকেও সত্যবোধ [ক]রে, অজ্ঞেরা তদ্রূপ এই মিথ্যাপ্রপঞ্চসংস্থিতিকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান [ক]রিয়া থাকে।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ (উপদেশকথা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যাহারা শিশুর ন্যায় মূঢ়চিত্ত ও হতবুদ্ধি, তাহারাই অক্ষয় পরমাত্মার স্বরূপবিজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া থাকে। পরমাত্মার স্বরূপ বিজ্ঞানদৃষ্টির নিকট এই সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ।

শিশুরা যেমন মিথ্যা বেতাল কল্পনা করে, অবিদ্যোপহিত পরমাত্মার বশীভূত ভূতগণ তেমনি অহঙ্কাররূপী বিনশ্বর সঙ্কল্পের কল্পনা করে। এই অহঙ্কার কিছুই নহে; একমাত্র পূর্ণাত্মাই সত্য ও নিত্য বিরাজমান। অসম্যগ্‌দর্শী পুরুষেরা যেরূপ খরতর আতপে মৃগতৃষ্ণাসরিৎ অনুভব করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই অহংকারের অনুভব হইয়া থাকে। বাস্তবিক, অহংকার নামে কোন পদার্থ নাই। মনের যে সংরম্ভ, তাহাই সংসার। বৎস! তুমি অসম্যগ্‌দর্শনরূপ অসৎ বিষয় ত্যাগ করিয়া, সম্যগ্‌দর্শন অবলম্বন কর। তদ্দ্বারা যুগপৎ শ্রেয় ও আনন্দ লাভ করিবে। পুনশ্চ, যাহাতে মোহসংরম্ভের লেশমাত্র নাই, তাদৃশী বিচারধর্ম্মশালিনী বুদ্ধি সহায়ে মিথ্যাপরিহারপুরঃসর একমাত্র সদ্‌বিচার আশ্রয় কর। বৃথা কেন বন্ধমোক্ষ ইত্যাদি বাক্যপ্রপঞ্চে মুগ্ধ হইতেছ? একমাত্র অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে যখন সমুদায় বিদ্যমান, তখন কেই বা বদ্ধ আর কেই বা মুক্ত হইয়া থাকে?

আত্মার ভেদাভেদরূপ বিকার নাই। সুতরাং দেহ নষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? ভস্ত্রা নষ্ট হইলে, বায়ু কখন নষ্ট হয় না, পুষ্প নষ্ট হইলে গন্ধ যখন বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ দেহ উদিত বা অস্তমিত যাহাই হউক, আমাদের তজ্জন্য কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অয়ি রঘূদ্বহ! মেঘ ও বায়ু এবং পদ্ম ও ভ্রমর ইহাদের পরস্পর যেপ্রকার সম্বন্ধ, তোমার দেহের সহিত তোমার আত্মারও ঐপ্রকার সম্বন্ধ। মনই বিশ্ব-জগতের দেহ। এবং কারণীভূত চিৎশক্তির আত্মা। সুতরাং

ইহার বিনাশ নাই। যখন এই আত্মার বিনাশ বা ধ্বংস নাই, তখন কি জন্য বৃথা পরিতাপ করিতেছ? দেহ বিনষ্ট হইলে, আত্মা যেমন তেমনি থাকে এবং স্বীয় স্বরূপ অনন্ত আত্মায় মিলিত হয়। জ্ঞানাগ্নি ব্যতিরেকে যখন এই সংসারবিহারী মনের বিনাশ হয় না, তখন আত্মনাশের কথা আর কি বলিব? ঘট ভগ্ন হইলে যেমন আকাশ আকাশে মিলিত হয়, দেহ বিনষ্ট হইলে তেমন আত্মা আত্মায় মিলিত হইয়া থাকে। মরণরূপ শত্রু মুহূর্তকাল আক্রমণ করিলে, জীবের মন দেহাকাশ হইতে অন্তর্দ্ধান করে। অতএব বৎস! তুমি এই অহম্ভাবশালিনী সর্ব্বনাশিনী বাসনা ত্যাগ কর।

মনের শক্তির স্বরূপই এই, উহা রাগদ্বেষাদি বিস্তার করিয়া, জীবের বন্ধনদশা সংঘটিত করে। এই মানসী শক্তিই স্বপ্নবৎ সম্পূর্ণ অলীক কল্পনাজাল বিস্তার করে। পুনশ্চ, এই মানসী শক্তি দুঃশীলা অবিদ্যাস্বরূপ কেবল দুঃখের জন্যই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং অজ্ঞানপ্রযুক্তই এই মিথ্যাস্বরূপ বিশ্ব বিস্তার করে। এই আরম্ভমন্থর দৃশ্যমান বিশ্ব দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় একান্ত অসৎ। কেবল মানসীশক্তিবলেই সৎস্বরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। দিবাকর যেরূপ কিরণ বিকিরণ দ্বারা হিমশিলার স্বরূপ বিনাশ করেন, তদ্রূপ তুমি বিচারসহায় হইয়া, এই শক্তির স্বরূপ বিনষ্ট কর। কেননা, বিচার দ্বারাই মন বিগলিত হইয়া থাকে। এই মনই ইন্দ্রজালসদৃশী বিনাশশালিনী বিবিধ অনর্থময়ী ক্রিয়া বিস্তার করে; যাহার পরিণাম অতীব ভয়াবহ ও একান্ত দুর্ব্বিষহ। মানুষ কত দিকে কতরূপ অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই মনের কল্পিত। লৌকিক ক্রিয়ামাত্রেই পরিণামবিরস, ইহা তোমাকে বলা বাহুল্য।

মন স্বীয় বিনাশ জন্যই আত্মাকে দর্শন করে। দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ কখন উপস্থিত বিনাশ জানিতে পারে না। এই কারণে পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, মনের নাশই মহান্ উচ্ছেদ। অতএব তুমি সর্ব্বথা মনোনাশে যত্নপরায়ণ হও। এই সংসাররূপ অরণ্য সুখদুঃখরূপ

বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ। কৃতান্তরূপ মহোরগ ইহাতে সর্বদা বিচরণ করিতেছে। মনই এই নিবিড় বনে মহাবিপদের হেতু। যে মনে বিবেক নাই, তাহাই সাক্ষাৎ সর্বনাশ। তুমি এই সর্বনাশ পরিহারে কৃতযত্ন হও। কৃতান্তরূপ কুটিল বিষধর কোন্ দিন দংশন করিয়া, প্রাণনাশ করিবে, কে বলিতে পারে? অতএব এই বেলা সাবধান হও। এবং এই মুহূর্তেই সংসার হইতে যাইতে হইবে, স্থির নিশ্চয় করিয়া, মনোনাশে চেষ্টা কর।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইপ্রকার গুণভূয়িষ্ঠ গরিষ্ঠ বাক্যে শিষ্টপ্রধান বিশিষ্টবুদ্ধি রামকে পরমাভীষ্ট উপদেশে আবিষ্ট করিতেছেন, এমন সময়ে বিশ্বজগতের প্রীতিকর প্রভাকর করনিকর সংহরণপুরঃসর অস্ত ভূধর শেখরবর আশ্রয় করিলেন। মহতের অদর্শন সকলেরই শোকাবহ ও পরম অসুখজনক। ইহাই দেখাইবার জন্য যেন পক্ষিবা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কমলিনী মলিনীবেশে মুদিত হইল; দিক্‌সকল প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিল; আলোক অন্তর্হিত হইল; দিনমুখ ম্লান হইয়া উঠিল; অন্ধকাররূপ মলিন বসনে সর্বশরীর সমাচ্ছন্ন করিয়া, সন্ধ্যা অতিশোকসূচক বেশে সমাগত হইল; এইরূপে সমস্ত সংসার যেন গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইল। আর কিছুই দেখা যায় না। বৎস! সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে! এতদ্বিধায় শোকদুঃখও অলীক। ইহাই দেখাইবার জন্যই যেন পরক্ষণেই শশাঙ্কের কৌমুদীমহোৎসব সমুপস্থিত হইল। তন্নিবন্ধন সমস্ত সংসার শোকভার পরিহার করিয়া, পুলকিত হইয়া উঠিল। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সকলেই বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। বশিষ্ঠ মহাভাগও সায়ংকৃত্যসমাধানানন্তর বিশ্রামসুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া, উপস্থিত যামিনী অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পরদিন সূর্য্যোদয়বেলায় সভায় সমাগত হইয়া, পূর্ব্ববৎ কথা আরম্ভ করিলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ (লবণোপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি তোমার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এবিষয়ে এক উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

উত্তরাপদ নামে বৃহৎপদ জনপদ আছে। তত্রত্য গহন কাননসমূহে তাপসগণ নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান ও বিদ্যাধরীবৃন্দ পরমানন্দ সন্দোহ সহকারে তত্রস্থ উদ্যানবর্ত্তিনী বল্লরীপরম্পরা আন্দোলিত করিয়া ক্রীড়া করেন। উহার সমীপবর্ত্তী ভূধরসকল সরোজ-রজোরাজির নিত্যসম্পর্কে পীতবর্ণে সুরঞ্জিত, অরণ্যশ্রেণী প্রফুল্ল-কুসুমসমূহে সুশোভিত, চতুর্দ্দিক্ খর্জ্জুরতরুষণ্ডে মণ্ডিত ও মক্ষিকাগণের ঘুণঘুণধ্বনিতে প্রতিনাদিত, অন্তর্গত হরিৎক্ষেত্র সকল উৎকৃষ্ট পিঙ্গলমণির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ওষধিসকলে অলঙ্কৃত, জঙ্গলসকল পার্শ্ববর্ত্তী বিহঙ্গমবর্গের প্রচণ্ডধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত, কাননসকল সারসকুলের কলকলশব্দে শব্দিত, অন্তর্ব্বর্ত্তী গ্রামসকল তমাল তরুনিকরে পরিবৃত ও বিবিধজাতিসমুদ্ভূত বিচিত্রবর্ণ বিহঙ্গমবর্গের কাকলীধ্বনিতে পরিপূরিত। এতদ্ভিন্ন ঐ জনপদ তটিনী তটপ্রতিষ্ঠিত কুসুমভূষিত পারিভদ্রপ্রমুখ পাদপপুঞ্জের নিত্য সান্নিধ্যযোগে অরুণায়িত এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের পরমানন্দসহকৃত সুমধুর সঙ্গীতে পরিপূরিত। সমীরণ তথায় অনবরত ফল ও কুসুমসমূহ নিপাতিত করিয়া, বনে বনে ও উদ্যানে উদ্যানে মৃদুমন্দ বিচরণ করিতেছে। দেখিলে, সহসা স্বর্গ বলিয়া ভ্রম জন্মে।

তাত! তথায় হরিশ্চন্দ্রের বংশোদ্ভব পৃথিবীর চন্দ্রস্বরূপ রাজর্ষি লবণ বাস করিতেন। তদীয় নির্ম্মল যশোরাশি কৌমুদীর ন্যায় সর্ব্বভুবনে বিস্তৃত ও তদীয় কৃপাণবলে অরাতিমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন ও নিঃশেষিত হইয়াছিল। বিপক্ষপক্ষ তদীয় স্মরণমাত্রেই প্রভাকর-করতাড়িত কুমুদবৎ সংকুচিত হইত। লোকসকল অভীষ্টদেবতা-বৎ তদীয় পবিত্র চরিত্র সর্ব্বদাই স্মরণ করিত। অপ্সরোগণ পুলকোল্লাসসহকারে দেবসভাসমূহে তদীয় সদ্গুণগাথা গান করিত।

তিনি কুটিলতার লেশ জানিতেন না। দৈন্যদোষময়ী ক্রিয়ার ছন্দাংশেও যাইতেন না। পরস্বাপহরণে বা পরপীড়নে কদাচ অভিলাষ করিতেন না। উদারতাই তাঁহার জপমালা ছিল। তাঁহার ন্যায়, ঔদার্য্যগুণসাগর মহীপতি দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না।

একদা সূর্য্যমণ্ডল নভোমণ্ডলে মুহূর্ত্তদ্বয় সমুদিত হইলে, রাজা সভায় সমাগত হইলেন। সেনাগণ সসম্ভ্রমে উহার ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। বিলাসশালিনী রাজবীজনকারিণী রমণীরা সুচারু চামর হস্তে তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কান্তাগণের সুমধুর সঙ্গীত ও মনোজ্ঞ বীণাধ্বনিতে উহা যার পর নাই মনোহারী হইয়াছে। পবিত্র ঐতিহাসিক পুস্তক সকল উহার চতুর্দ্দিকে বাচ্যমান হইতেছে। নরপতিগণ ও দেশবার্ত্তাপ্রদ মন্ত্রিগন উহার সমন্তাৎ পূর্ণ করিয়া, উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং সূত মাগধ ও বন্দীগণ পবিত্র স্তুতিপাঠে উহা প্রতিধ্বনিত করিতেছে। রাজা পৌর্ণমাসী চন্দ্রমার ন্যায়, সিংহাসনে উপবেশন করিলে, মহাড়ম্বর-সম্পন্ন এক ঐন্দ্রজালিক তথায় আগমন করিল এবং ফলসম্ভার-সমাক্রান্ত পাদপের ন্যায়, অবনত মস্তকে রাজাকে প্রণাম ও সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি আমার প্রণীত এই অত্যদ্ভুত কৌতুক দর্শন করুন।

রাম! সে মধুর বাক্যে এইপ্রকার সম্ভাষণ করিয়া, পরমাত্মার মায়াসদৃশী ভ্রমজননী পিচ্ছিকা ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে নরপতি মনে করিতে লাগিলেন, যেন তেজোরেণুবিরাজিত ইন্দ্র-ধনু গগনগর্ভে বিচরণ করিতেছে। ক্ষণমধ্যেই সৈন্ধবরাজার অশ্বপাল, তারানিকরপরিবৃত্ত ব্যোমবীথিতে জলদের ন্যায়, সভামধ্যে প্রবেশ করিল। দেবরাজের অনুগামী উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায়, পরমবেগবান্ এক অশ্ব তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইল। অশ্বপাল সেই অশ্বকে গ্রহণ করিয়া, রাজা লবণকে কহিল, বিভো! এই অশ্ব সাক্ষাৎ পবনস্বরূপ ও উচ্চৈঃশ্রবার সমান বেগবান্!

মদীয় প্রভু ভবদীয় উপভোগ নিমিত্ত ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কেননা, উত্তমে উত্তম অর্পিত হইলেই, শোভমান হইয়া থাকে।

সে এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, ঐন্দ্রজালিক মধুর বাক্যে কহিল, রাজন্! আপনি এই হয়রত্নে আরোহণ করিয়া, ভগবান্ ভাস্করের ন্যায়, প্রচণ্ড প্রতাপে মহীমণ্ডলে বিহার করুন। ময়ূর যেমন স্বৎকারনিনাদসহকারে সুবিস্তৃত জলদপটল দর্শন করে, রাজা তেমনি নির্নিমেষ নেত্রে সেই অশ্বরত্ন অবলোকন করিতে লাগিলেন। তদীয় দৃষ্টি তাহাতে বদ্ধ হইয়া গেল এবং চিত্রপুত্তলিকার ন্যায়, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও স্পন্দনশক্তি রহিত হইল। মহাভাগ অগস্ত্য সলিলরাশি পান করিতে সমুদ্যত হইলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া, স্বীয় গর্ভান্তর্গত মৎস্য ও পর্ব্বতাদির সহিত মহাসাগর যেমন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং আত্মধ্যানপরায়ণ বীতরাগ মহর্ষিগণ যেমন নিষ্পন্দিত হইয়া থাকেন, রাজারও তদ্রূপ দশা উপস্থিত হইল। রাজাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই বিস্ময়বশে উৎসাহহীন এবং ভয় মোহ ও বিষাদসাগরে বিলীন হইয়া, মুকুলিত পদ্মকাননবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চামরধারিণী রমণীরাও স্পন্দনশূন্য হইল। শারদীয় গগনগহ্বরে যেমন ক্ষণমধ্যেই মেঘগর্জ্জন তিরোহিত হয়, রাজসভাস্থ জনগণের সেই মহাকোলাহলও তদ্রূপ তৎক্ষণাৎ বিনিবৃত্ত হইল। অসুর-সংগ্রামে অমরনিকরের ন্যায়, মন্ত্রিগণ যুগপৎ মহাসন্দেহ ও দুরন্ত চিন্তায় সমাক্রান্ত হইলেন।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ (মন ভাল কর, ভাল হইবে)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর মুহূর্ত্তদ্বয় অতীত হইলে, রাজা জ্ঞান প্রাপ্ত ও আসন হইতে উত্থিত হইয়া, ভূকম্পে অরণ্যানীর ন্যায়, স্বীয় কলেবর কম্পিত করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজগণ বিক্ষুব্ধ হইলে, কৈলাস পর্ব্বত যেরূপ কম্পমান হয়, মহারাজ লবণ

তদ্রূপ কম্পিত কলেবরে পতনোন্মুখ হইলে, পুরোবর্ত্তী জনগণ প্রসারিত ভুজযুগলে তাঁহারে ধারণ করিলেন। তখন তিনি জলমজ্জনোন্মুখ পদ্মকোষস্থ ভ্রমরের ন্যায়, ব্যাকুল হৃদয়ে অস্ফুট-স্বরে তাহাদিগকে কহিলেন, ইহা কোন্ স্থান এবং এই সভাই বা কাহার? সভ্যগণ পরমসমাদরপ্রদর্শনপুরঃসর রাজাকে কহিলেন, দেব! এ কি! কিজন্য এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনার ঈদৃশী বিসদৃশী দশা দর্শন করিয়া, আমরাও অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি। বিভো! আপনার মন অতি নির্ম্মল ও অভেদ্য। কিজন্য ভ্রমবশে ছিন্ন ভিন্ন হইল? কোন্ আপাতরম্য পরিণামবিরস বিকল্পভোগ ইহাকে বিলুণ্ঠিত করিল? বিভো! আপনার মন পরমার্থরূপ পরমোদার সদ্বৃত্তির সান্নিধ্য বশতঃ অতিমাত্র শীতল ও নির্ম্মল। কি কারণে ঈদৃশ মহাভ্রমে মগ্ন হইল? দেখুন, বিষয়ভোগাবলম্বন অতীব তুচ্ছভাবাপন্ন। কেননা, এই ভোগের ক্ষয় বা বিলয় হইলে, ইহার আশ্রিত ব্যক্তিকেও তৎসঙ্গেই শীর্ণ বা অবসন্ন হইতে হয়। কোন স্থলে কোন অংশেই ইহার ব্যভিচার নাই। পণ্ডিতেরা পার্থিব বিষয়মাত্রকেই পিচ্ছিলভূমির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে পদার্পণ করিলেই, পতিত হইতে হয়। হস্তী যেমন মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও, পঙ্কে নিমগ্ন হয়, উত্থান করিতে পারে না; বিষয়ে মগ্নচিত্ত পুরুষেরও তদ্রূপ অধঃ-পাত হইয়া থাকে। বিষয় সাক্ষাৎ বিষস্বরূপ। অথবা বিষ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। কেননা, বিষের প্রতিক্রিয়া আছে; বিষয়ের প্রতিকার নাই। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অনেক দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিভো! মন কেবল মোহ বিস্তার করে; মহত্ত্ব প্রদর্শন করে না। কিন্তু ভবাদৃশ মহাত্মাগণের মন ধৈর্য্যসম্পন্ন, প্রবোধবিশিষ্ট, সংগুণসমালঙ্কৃত ও তুচ্ছবিষয়ে সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ। অতএব আপনার ঈদৃশ মনে এইপ্রকার বিচ্ছিন্নভাব নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই। দেশ ও কাল যাহার প্রভু এবং যাহাতে বিবেকের

সম্পর্ক নাই, তাদৃশ মনই মন্ত্রৌষধির আয়ত্ত হইয়া থাকে। উদার বৃত্তিবিশিষ্ট মন কখন ঐপ্রকার অবস্থাপন্ন হয় না। আলোক যেমন দৃষ্টি প্রতিহত করে না, বরং বিকসিত করিয়া থাকে; বিবেক বিশিষ্ট মন তেমনি অবসন্ন না হইয়া, উত্তরোত্তর উন্নত দশা ভোগ করে। সামান্য বায়ু যেমন সুমেরুশৈল বিচলিত করিতে পারে না, বিবেকবিশিষ্ট মনও তেমনি সামান্য কারণে প্রতিহত হয় না। ফলতঃ, মন ভাল না হইলে, কিছুতেই ভাল হয় না। যাহার মন ভাল নহে, তাহার কখনই ভাল হয় না, ইহা সিদ্ধ বাক্য। মনের দোষেই লোকে কষ্ট পায়, আবার মনের গুণেই লোকের সুখসম্পত্তি সমুদ্ভূত হয়। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমানকে এবিষয় উপদেশ করা, সূর্য্যকে দীপদানবৎ সর্ব্বথা বাহুল্য এবং নিষ্প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ কি?

রাম! স্বজনগণ এইরূপ অনুকূল বাক্যে আশ্বাসিত করিলে, রাজার মুখমণ্ডল, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, সমুজ্জ্বল এবং নয়নযুগল, প্রভাতকমলবৎ, উন্মীলিত হইয়া উঠিল। তখন হিমান্তেবসন্তোদয়শোভার ন্যায়, তাঁহার নিরতিশয় শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর নকুলদর্শনে সর্পের ন্যায়, তিনি সেই ঐন্দ্রজালিককে অবলোকন করিয়া, ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, তাহাকে কহিলেন, রে জাল্ম! তুই আমাকে কি দেখাইলি? তোর এই ইন্দ্রজালে প্রশান্ত মহাসাগরও ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। দেবগণের পদার্থশক্তি বিচিত্র! উহা দ্বারা আমার দুর্ভেদ্য চিত্তও মোহে আচ্ছন্ন ও নিভিন্ন হইল! হে সভাসদ্বর্গ! এই মায়াবী আমাকে মুহূর্ত্তমধ্যে যাহা দেখাইয়াছে, সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর; উহা একটী অত্যাশ্চর্য্য বিস্তৃত উপাখ্যান।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ (বিবাহমহোৎসব)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! রাজা সভাসদ্দিগকে বলিতে লাগিলেন, আমার এই রাজ্য পৃথিবীর অনুজস্বরূপ, বিবিধ হ্রদ,

নদ, জনপদ ও পর্ব্বতাদিতে পরিব্যাপ্ত। যাবৎ এই মায়াবী না আসিয়াছিল, তাবৎ আমি সুখে মহেন্দ্রের ন্যায় এই রাজ্য করিতেছিলাম। অনন্তর মায়াবী আসিয়া, কল্পান্ত বাতবিধূত ঘনমণ্ডলীতে পরিভ্রামিত শক্রচাপলতার ন্যায, পরমতেজঃশালিনী পিচ্ছিকা ঘূর্ণিত করিলে, আমি তদীয় তুরঙ্গমের সম্মুখে অবস্থান-পূর্ব্বক উল্লিখিত বিলোল তেজঃপুঞ্জে হতদৃষ্টি ও হতজ্ঞান হইয়া, যেন একাকী সেই অশ্বে অধিরোহণ এবং প্রলয়পবনপরিচালিত মেঘরাজ পুষ্করাবর্ত্তের ন্যায়, ঐ অশ্বকর্ত্তৃক সবেগে সঞ্চালিত হইয়া, যেন মৃগয়ায় গমন করিলাম। অনন্তর বহুদূরে প্রতিষ্ঠিত প্রলয়দগ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, ভীষণভাবাপন্ন অরণ্যে সমানীত হইয়া, অবলোকন করিলাম, ঐ অরণ্যে জল নাই, বৃক্ষ নাই, পশুপক্ষ্যাদির সম্পর্ক নাই। উহা নিরবচ্ছিন্ন নীহারপটলে আচ্ছন্ন ও অতীবশুষ্কভাবা-পন্ন এবং তত্ত্বদর্শীগণের চেতনের ন্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত ও অজ্ঞজনের ক্রোধের ন্যায় নিতান্ত বিষম এবং রত্ন, ফল ও বান্ধবহীন দরিদ্রের ন্যায় সংস্থিত। উহাতে তৃণপল্লব জন্মে না, মনুষ্যাদি সঞ্চরণ করে না, উহার পুরোভাগে দিঙ্মুখ সকল মরীচিকাসলিলে আপ্লুত।

ঈদৃশ অসীম অরণ্যে সমাগত হইয়া, মদীয় বাহন সাতিশয় পরিশ্রমে অবসন্ন ও আমিও খিন্নভাবাপন্ন হইলাম। ধৈর্য্যসহকারে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তথায় বিচরণ করিলাম। অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর ভুবনভ্রমণপরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, অস্তাচলশিখরে গমন করিলে, মদীয় বাহনও তদ্বৎ পথশ্রমে কাতর হইয়া, জম্বু ও কদম্বাদিপাদপ-পরিপূর্ণ অপর এক অরণ্যে উপনীত হইল। পথিকগণের বন্ধুস্বরূপ পক্ষিগণের অস্ফুট কোলাহলধ্বনিতে ঐ অরণ্যের চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত। কুটিল জনের হৃদয় যেমন অসৎপথে উপার্জ্জিত সম্পত্তি সহায়ে আনন্দ ভোগ করে, তদ্রূপ ঐ অরণ্যে শস্য সকল প্রফুল্ল রহিয়াছে। মরণ অপেক্ষা ব্যাধিও যেমন কথঞ্চিৎ সুখ বিতরণ করে, এই বিরলস্থলীও তদ্রূপ পূর্ব্বপ্রাপ্ত মরুপ্রায় অরণ্যানী

অপেক্ষা কথঞ্চিৎ সুখজনক। আমি তথায় বহু পর্য্যটনে এক জম্বীরবৃক্ষমূলে সমাগত হইয়া, তাহার স্কন্ধাবলম্বিনী লতা ধারণ করিলাম। গঙ্গা আশ্রয় করিলে, পাপ যেমন দূরে পলায়ন করে, লতা ধারণ করিলে, আমার সেই অশ্বও তেমনি পলায়মান হইল।

ঐ সময়ে দিনমণির অন্তর্দ্ধানবশতঃ অন্ধকারের আবির্ভাবে সমস্ত ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে সমাচ্ছন্ন হইলে, রজনী সমাগত হইয়া, আপনার ব্যবহারপরম্পারার প্রবর্ত্তনায় প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে আমি পেলব তরুকোটরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বনীড়ে পক্ষিণীর ন্যায়, অবস্থান করত বিষধরদষ্ট, স্মৃতিভ্রষ্ট, মৃত্যুবশপ্রাপ্ত ও অন্ধকূপমগ্ন দীনজনের ন্যায় ও একার্ণবসলিলে ভাসমান মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ের ন্যায়, কল্পসমা সেই ত্রিযামা কোন রূপে অতিবাহিত কবিলাম। স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ধৈর্য্য নাই, দেবার্চ্চনা নাই, এইরূপ অবস্থায় সেই বিপদবহুল অরণ্যে আপদরাশির মধ্যে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক অতি কষ্টে সেই যামিনী যাপন করিলাম। আমার কলেবর বৃক্ষপত্রের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। জন্তুগণ সেই রজনীতে দুঃসহ শীতে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, কটকটায়মান দশনপংক্তির সংঘট্টনসমুৎপন্ন টঙ্কারধ্বনি আরম্ভ করিল এবং সিংহগণ বেতালগণের সহিত মিলিত হইয়া, অনবরত ক্ষ্বেড়ারবে দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

এবংবিধ ভীষণ তামসী রজনী তারা, চন্দ্র ও কৈরবকুলের সহিত অন্তর্হিত হইলে, আমি দরিদ্রের আকস্মিক নিধিপ্রাপ্তির ন্যায় সহসা দৃষ্টিযোগে পূর্ব্বদিক প্রাপ্ত হইয়া, ভগবান্ ভাস্করকে পূর্ব্বদিগ্‌গজে আরোহণ করিতে অবলোকন করিলাম। তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া, কোটর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক মহাদেবের হস্তি-চর্ম্মবৎ মদীয় আস্তরণবস্ত্র আস্ফোটিত করিয়া, ইতস্ততঃ অরণ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। মূর্খের দেহে যেমন গুণলেশ লক্ষিত হয় না, বহুক্ষণ বিচরণ করিয়াও, তদ্রূপ এক ব্যক্তিকেও তথায় দেখিতে পাইলাম না। বিহঙ্গমগণ শঙ্কাত্যাগপূর্ব্বক অব্যক্ত

কোলাহলধ্বনি করিয়া, তথায় বিচরণ করিতেছে; কেবল এইমাত্র অবলোকন করিলাম।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। এমন সময়ে লোলনয়না কোন ললনা অন্নপূর্ণ পাত্র হস্তে পীযূষকলসধারিণী মোহিনীর ন্যায়, মদীয় পর্য্যটনপথে সহসা সমাগত হইল; দর্শন করিয়া তদীয় সমীপে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, অয়ি বালে! তুমি এই দারুণ বিপত্তি-সময়ে দয়া করিয়া আমাকে স্বহস্তস্থিত অন্ন প্রদান কর। লোকের বিপদ দূর করিলে, সম্পদ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুব্রতে! ক্ষুধা আমায় এই দ্রুমকোটরবিহারীণী নবপ্রসূতা কৃষ্ণসর্পিণীর ন্যায়, একান্ত নিপীড়িত করিয়াছে। আমার অতি মাত্র অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে।

প্রবত্নাতিশয় সহকারে সবিশেষ অর্চ্চনা করিলেও, লক্ষ্মী যেমন দুষ্কৃতিকে দয়া করেন না, তদ্রূপ বারংবার প্রার্থনা করিলেও, সেই কৃষ্ণাম্বরা শ্যামকলেবরা অন্ন প্রদান করিল না। তখন আমি অন্ন-লালসায় ছায়ার ন্যায়, অনুগমনপ্রসঙ্গে বন হইতে বনান্তরে সমাগত হইলে, সেই ললনা আমাকে কহিল, আমি চণ্ডালজাতীয় রমণী; রাক্ষসীর ন্যায় দয়াহীনা ও ক্রূরপ্রকৃতি। তুমি প্রার্থনামাত্রেই আমার নিকট অন্ন প্রাপ্ত হইবে না। এই বলিয়াই সেই চণ্ডালী পদে পদে লীলাপ্রকাশপুরঃসর গমন ও অনতিবিলম্বে এক কুঞ্জকাননে প্রবেশ করিয়া, লীলাভারে অবনত হইয়া, আমাকে কহিল, অয়ি সুন্দর! প্রয়োজন না থাকিলে, সামান্য লোকে কখনও কাহারও উপকার করে না। অতএব তুমি আমার স্বামী হইতে স্বীকার করিলে, আমি এই অন্ন প্রদান করিতে পারি। মদীয় পিতা ক্ষুধায় অতিমাত্র কাতর হইয়া, ধূলি ধূসরিত কলেবরে শ্মশানস্থ বেতালের ন্যায়, সমীপবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে বৃষভদ্বয় সহায়ে হলচালনা করিতেছেন। তাঁহার জন্য এই অন্ন লইয়া যাইতেছি। দেখ, প্রাণ দিয়াও পতির পূজা করা কর্ত্তব্য। অতএব আমার স্বামী হইতে স্বীকার কর, অন্নপ্রদান করিব। আমি এই কথায় তাহার স্বামী

হইতে স্বীকার করিলাম। বিপৎকালে কোন্ ব্যক্তি কুলক্রম, বর্ণ ও ধর্ম্মবিচার করিতে পারে?

অনন্তর চণ্ডালী আমায় সেই অন্নের অর্দ্ধেক ভাগ প্রদান করিলে, আমি মোহবশে হতচিত্ত হইয়া, সেই পক্বান্ন ভক্ষণ ও জম্বূরস পান করিয়া, তথায় বিশ্রাম করিলাম। তখন যাতনা যেমন অবীচি নামক নরকে গমন করে, চণ্ডালী তদ্রূপ বহিশ্চর প্রাণীর ন্যায়, আমাকে গ্রহণ করিয়া, আপনার দুরাচার কদর্য্যাকার পিতার নিকট গমন করিল এবং অলিনিঃস্বনে তাহারে কহিল, তাত! আপনি অনুজ্ঞা করুন; ইনি আমার স্বামী। পীবরাকৃতি ভীষণপ্রকৃতি সেই চণ্ডাল, কন্যা বাক্যে সম্মত হইয়া, সায়ংসময়ে কৃতান্ত যেমন কিঙ্করদিগকে, তদ্রূপ কর্ম্মপাশবদ্ধ ব্রমভদ্বয়কে মোচন করিল। অনন্তর দিঙ্মণ্ডল পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত ও ধূলিপটলে প্রোদ্ধূলিত হইলে, আমরা শ্মশান হইতে শ্মশানান্তরে সমাগত বেতালদলের ন্যায়, সেই অরণ্য হইতে চণ্ডালপুরে সমবেত হইলাম। দেখিলাম, চণ্ডালের গৃহে কোন ব্যক্তি কপি, কুক্কুট ও কাকাদির মাংস ছেদনপূর্ব্বক ভাগ করিতেছে। তত্রত্য ভূবিভাগ শোণিতসিক্ত ও মক্ষিকাময়। পক্ষিবা কেহ ভোজনলালসায় আন্ত্রতন্ত্রীজালে নিপতিত হইতেছে; কেহ গৃহান্তর্গত উদ্যানমধ্যবর্ত্তী জম্বীর বৃক্ষে কাকলিধ্বনি ও কেহ বা উল্লসিত হইয়া, শুষ্কবসাপিণ্ডপূর্ণ বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠে বিচরণ করিতেছে এবং বালকগণের হস্তস্থ মাংসপিণ্ডে মক্ষিকারা ঘুম্ঘুম্ধ্বনিসহকারে সঞ্চরমাণ হইতেছে। রাশি রাশি শিরা ও অন্ত্রে ঐ গৃহের সকল স্থল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমরা তথায় প্রবেশ করিবামাত্র, তত্রত্য ব্যক্তিরা আমাকে অবলোকন করিয়া, সম্ভ্রমসহকারে পরমসমাদরে বসিবার জন্য এক বিস্তৃত কদলীখণ্ড আনিয়া দিল। আমি সেই আসনে উপবেশন করিলে, মদীয় নব শ্বশুর সেই লোহিতলোচন চণ্ডাল আমার শ্বশ্রূকে কহিলেন, ইনি জামাতা। সেই কেকরাক্ষী স্বামীর এই বাক্যে অভিনন্দন করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আমি সাক্ষাৎ দুষ্কৃতির ন্যায়, অজিনাসনে সঞ্চিত চণ্ডালভোজন সকল ভক্ষণ করিয়া, অনন্ত দুঃখের বীজস্বরূপ অশুভময় প্রণয়বাক্য সকল কর্ণগোচর করিলাম। তদনন্তর, মেঘের সম্পর্ক নাই, আকাশে নক্ষত্রসকল বিরাজমান হইতেছে; এইরূপ কোন দিনে সেই চণ্ডাল, দুষ্কৃতি যেমন যাতনা প্রদান করে, তদ্রূপ ঘোর সংরম্ভসহকারে রাশি রাশি বস্ত্র ও বিভবের সহিত সেই কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী কুমারী আমারে সম্প্রদান করিল। এই উপলক্ষে মদ্যমাংসাদি বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন করা হইল। চণ্ডালেরা মদিরা ও আসবরাশি পান করিয়া, একান্ত মত্ত হইয়া উঠিল এবং পটুপটহসমূহ বাদন করত সবিলাসে নৃত্য করিতে লাগিল।

উনবিংশাধিকশততম সর্গ (লবণের আপদ্বর্ণন)।

রাজা কহিলেন, হে সভাসদ্বর্গ! ক্রমাগত সপ্তরাত্রি ঐপ্রকার মহোৎসব হইল। উৎসবান্তে আমি তথায় আটমাস যাপন করিলাম। অনন্তর আমার সহধর্ম্মিণী সেই চণ্ডালনন্দিনী কালসহকারে গর্ভিণী হইয়া, বিপদ যেমন দুঃখক্রিয়া সমুৎপাদন করে, তদ্রূপ দুঃখজননী এক কন্যা প্রসব করিল। মূর্খের নিন্দা যেমন সত্বর বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ সেই কন্যা শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর বর্ষত্রয় পর্য্যবসিত হইলে, দুর্ব্বুদ্ধি যেরূপ আশাপাশবিধায়ী অনর্থ প্রসব করে, সেই চণ্ডালী তেমনি পুনরায় এক অভদ্র পুত্র প্রসব করিল। এইরূপে পুত্রকলত্রে পরিবৃত ও কালক্রমে জরাকবলে নিপতিত হইয়া, আমি ব্রহ্মঘ্ন ব্যক্তির ন্যায়, চিন্তা ও বিবিধ যাতনাভোগ সহকারে বহুবর্ষ যাপন করিলাম। পঙ্কলমধ্যে বৃদ্ধ কচ্ছপ যেমন, আমিও তেমনি শীত, বাত ও আতপাদি বিবিধ ক্লেশে বিবশ হইয়া, তথায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। পুত্রকলত্রাদির দুরন্ত চিন্তায় আমার বুদ্ধি আহত ও দগ্ধ হইয়া উঠিল।

ঐরূপ অবস্থায় সমস্ত দিক্ যেন প্রজ্বলিত ও সাক্ষাৎ ক্লেশসংসক্ত দর্শন করিলাম।

ভ্রমবশে এইরূপ চণ্ডালদেহ ধারণ করিয়া, আমি প্রতিদিন মূর্ত্তিমান্ দুষ্কৃতের ন্যায়, কাষ্ঠভার বহন করিতাম। আমার মস্তকে শিরস্ত্রাণ এবং পরিধান জীর্ণ, শীর্ণ, যূকসমাকীর্ণ, দুর্গন্ধিপূর্ণ, ছিন্ন কৌপীন। নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, ঘনঘননিশ্বাস পরিহারপুরঃসর ধবলীকবৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতাম। কুটুম্বগণের ভরণপোষণ-চিন্তায় আমার দেহ জর্জ্জর হইয়াছিল। হেমন্তকালে হিমবায়ু-সম্পর্কে আরও জর্জ্জরিত হইয়া, ভেকের ন্যায় সেই বনকোটরে বিলীন হইতাম এবং রজনীতে বরাহমাংস ভক্ষণ করিতাম। পয়োদঘন গম্ভীর প্রাবৃট্কালে শৈলপাদসমবস্থিত কুটীরকোষে অবস্থানপূর্ব্বক জীমূতবিদ্রবপরম্পরা সহ্য করিতাম। বান্ধবগণের সহিত সৌহার্দ্দ ছিল না; সর্ব্বদাই কলহ হইত। তজ্জন্য অন্তঃকরণ অতিমাত্র ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল। এইপ্রকার অবস্থায় মুখর বালক-গণের সহিত সেই চণ্ডালভবনে বাস করিতাম।

প্রচণ্ডপ্রকৃতি চণ্ডালেরা মদীয় সহধর্ম্মিণী সেই চণ্ডালীর কলহে প্রচণ্ড রোষভরে যে ভীষণ তর্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, আমার মুখ মলিন হইয়া উঠিত। শিশিরকালে হিমাচলকন্দর হইতে যে শীকরাসার তুষারনিকর সমুত্থিত ও হেমন্তকালে হৈমন্তী বীচিমালা প্রাদুর্ভূত হইত, তৎসমস্ত মৃত্যু-বাণের ন্যায়, আমার অনাবৃত দেহে নিরন্তর নিপতিত হইত। শরীর জরাভারে অবসন্ন এবং তজ্জন্য মনও অতিমাত্র ক্ষুণ্নভাবাপন্ন। এইরূপ অবস্থাতেও উদরভরণজন্য আমাকে ক্ষীণ মহীরুহ সমূহের মূলসকল উৎপাটন করিতে হইত। কুকলত্রপরিবৃত বান্ধবগণ সর্ব্বদাই কলহ করাতে, মনে সুখের লেশমাত্র ছিল না। তাহার উপর লোকের অস্পৃশ্য ও জরাবশে তেজোহীন হইয়াছিলাম। অগত্যা পক্কপল্লব ভক্ষণ করিয়া, উদরপূরণ করিতাম। নারকীরা যেমন পরিবারের ভরণার্থ অর্থোপার্জ্জনে অভিলাষী হইয়া, নরক-

মধ্যে নারকভক্ষ্যই সকল ক্রয় বিক্রয় করে, আমিও তেমন স্বকীয় জন্মসহস্রসঞ্চিত পাপরাশির ন্যায় ছাগ ও মৃগমাংস সকল ক্রয় করিয়া, খণ্ডে খণ্ডে ছেদন ও সংস্কার পুরঃসর অধিকতর অর্থলাভ-লালসায় স্বীয় দেহস্থ মাংসখণ্ডের ন্যায়, বিক্রয় করিতাম। রৌরব-নরকে নিপতিত নারকীগণের যেপ্রকার দুর্দ্দশা হয়, পুলিন্দদেহে আমরও তদ্রূপ দুরবস্থার সঞ্চার হইয়াছিল।

হে সভাসদ্বর্গ! আমি কুগ্রামবাসী অন্ধগণের ভোজনোপযুক্ত যৎসামান্য কোদ্রকণা ও তিলকল্কাদি কুৎসিত অন্ন দ্বারা সেই দৈব-দত্ত স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের পোষণ করিতাম। শীতকাল সমাগত হইলে, শব্দায়মান শুষ্ক-তালতরুতল আশ্রয় করিয়া, বিপিনবাসী বানরবর্গের সহিত রণিত দন্তে যামিনী যাপন করিতাম। দুরন্ত শীতবেগে রণিতদন্ত ও ক্ষুধায় ক্ষীণকুক্ষি হইয়া মাংসখণ্ডের জন্যও স্ত্রীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতাম। প্রলয়কালে লোকসংহার-মানসে পাশহস্তে জগজ্জালমধ্যে বিচরমাণ কৃতান্তের ন্যায়, আমি মসীমলিন কলেবরে বড়িশধারণপূর্ব্বক বেতালবৎ সরিত্তীরে মৎস্য-বিনাশবাসনায় বিচরণ করিতাম। বালক যেমন মাতৃস্তন পান করে, তদ্রূপ বহু উপবাসের পর শর দ্বারা মৃগহৃদয় ছিন্ন করিয়া, সদ্যোবিনিঃসৃত কবোষ্ণ রুধিরধারা পরম সমাদরে পান করিতাম। বেতালগণও আমার তৎকালীন মৃগরুধিরাক্ত ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন-পূর্ব্বক, প্রচণ্ডচণ্ডিকাতাড়িতের ন্যায়, ভয়ে পলায়ন করিত। স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়বর্গকে পর্য্যবলোকন করিলে, মানুষের মনে যেমন আশা বিস্তৃত হয়, আমিও তেমতি বনমধ্যে মৃগবন্ধনরজ্জু বিস্তার করিতাম। লোকে যেমন মায়ায় বদ্ধ হয়, দিক্সকলও তদ্রূপ আমার সেই জাল দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও জর্জ্জরভাবাপন্ন হইয়াছিল।

হায়, আমার মন তৎকালে তাদৃশ পাপপথেও প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং আশাও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায়, দূরে প্রসারিত হইয়াছিল! সর্প যেমন ময়ূর দর্শনে পলায়ন করে, আমিও তেমনি তৎকালে সদ্বুদ্ধি হইতে বহু দূরে পলায়ন করিয়াছিলাম। ভুজঙ্গ যেমন

নির্ম্মোক মোচন করে, আমিও তেমনি দয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম। অতিনিষ্ঠুরের কার্য্য করিতেও সঙ্কোচবোধ হইত না। হস্তে বাগুরা ও কটিতটে সুশাণিত-বিষাক্ত-শরপূর্ণ-তূণীর-সহ খড়্গ লম্বমান; এইরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায়, মৃগযূথমধ্যে বিচরণ করিতাম। এবং নিতান্ত শ্রম বোধ হইলে, সেই মদীয় পামরী ভার্য্যার কণ্ঠদেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া, বিশ্রাম ও শয়ন করিতাম। বস্ত্র পক্ষিগণের লোলচরণপরম্পরায় আচ্ছন্ন, মন হ্রত মৃগ গণের চীৎকারে আনন্দপূর্ণ এবং শরীর রৌদ্রে ধূম্রবর্ণ; এই প্রকার অবস্থায় আমি অনুরূপস্বভাববিশিষ্ট বিন্ধ্যকন্দরের ন্যায়, বিরাজমান হইতাম গ্রীষ্মকালে যূকপূর্ণ ও কীটকুলসমাচ্ছন্ন কন্থা স্কন্ধে বিচরণ করিতাম। দুর্গ্রহ যেমন অনর্থের পর অনর্থ উপস্থিত করে, আমার ভার্য্যা তেমনি উপর্য্যুপরি বহু সন্তান প্রসব করিয়াছিল। আমি রাজপুত্র হইয়াও, ভ্রমবশে চণ্ডালদেহধারণপূর্ব্বক কুৎসিত অন্ন ভোজন ও কুৎসিতকর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে সেই গুরুসনগরে এই-প্রকারে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলাম।

বিংশত্যধিকশততম সর্গ (অকাণ্ড কীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! রাজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে সভাসদ্বর্গ! অনন্তর বহুবর্ষপর্য্যবসানে মদীয় দেহ জরাপ্রভাবে জর্জ্জরিত ও শ্মশ্রুরাজি তুষারপূর্ণ শস্যবৎ শ্বেতবর্ণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল! বায়ুবেগে যেমন সরস ও বিরস পত্রসমূহ প্রক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ বৃদ্ধদশায় সুখদুঃখময় বর্ষসকল অতিবাহিত হইতে লাগিল। বৃথা কলহেই কেবল আমার ঐপ্রকার সুখদুঃখের বারংবার সঞ্চার হইতে লাগিল। সাগরে কল্লোলের ন্যায়, কল্পনারূপ আবর্ত্তের আবির্ভাবপ্রসঙ্গে মদীয় মন ঘূর্ণিত হইয়া উঠিলে, আমি অনায়ত্ত হইয়া, শূন্যে শূন্যে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন এক-মাত্র ভোজনই আমার উপায় ও আশ্রয় স্থানীয় হইল। মৃত

ব্যক্তি যেমন আপনার প্রাক্তনমহাগতি বিস্মৃত হইয়া থাকে, আমি তদ্রূপ অজ্ঞানবশে স্বকীয় ভূপত্ব বিস্মৃত হইয়া, ঐরূপে সেই চণ্ডাল-দশায় বহুবর্ষ যাপন করিলাম।

অনন্তর অরণ্যে দাবদাহের ন্যায়, এবং শুষ্করক্ষে বজ্রপাতের ন্যায়, সেই বিন্ধ্যকচ্ছ নামক প্রচণ্ড চণ্ডালমণ্ডলে ভূতবিনাশন মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, চণ্ডালেরা আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অন্ন, জল, তৃণ পর্ণ, সমস্তই বিরহিত হওয়াতে, ঐ চণ্ডালভূমি, যমভূমিসম বিষম ভীষণ হইয়া উঠিল। মেঘসকল উদিত হইয়াই, অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আকাশে বিন্দুপাতের সম্পর্ক নাই। বায়ু যেন অতিসূক্ষ্ম অগ্নিকণা বহন করিয়াই, উষ্ণস্পর্শ হইয়া, বহিতে লাগিল। দাবাগ্নিকলিত বনস্থলীতে শীর্ণ শুষ্ক পর্ণসকল মর্ম্মর শব্দে প্রজ্বলিত হওয়াতে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। যুগপৎ অনাবৃষ্টি ও দাবদাহে গহনসকল সংশোষিত, তৃণসকল ভস্মীভূত ও লোকসকল ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া, হাহাকার আরম্ভ করিল। মহিষ সকল আতপসন্তপ্ত কলেবরে একান্ত অসহমান হইয়া, জলভ্রমে মহামরীচিকাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। তৃষ্ণাতুর পথিকগণ দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। ক্ষুধায় জ্ঞানকাণ্ডশূন্য হওয়াতে, কোন কোন প্রাণী আপনা আপনি ধরিয়া ভক্ষণ, কেহ স্বকীয় অঙ্গ চর্ব্বণাশয়ে দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ, কেহ মাংসভ্রমে অত্যুগ্র খদিরকাষ্ঠানল নিগীরণ ও কেহ বা পিষ্টকবোধে বনপাষাণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল! বানরেরা ক্ষুধায় অস্থির ও হতজ্ঞান হইয়া, সিংহগ্রাসবাসনায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। পাদপগণের ফল নাই, পত্র নাই, আপাদমস্তক অগ্নিময়। সমীরণ তৎসমস্ত হইতে প্রজ্বলিত অঙ্গাররাশি বহন করিয়া, সবেগে প্রবাহিত হওয়াতে, কেহই আর তিষ্ঠিতে পারিল না। কুঞ্জবনসঞ্চারী নির্দ্দগ্ধ অজগরগণ ধূমপটলসমুদ্গারে গুল্মসমূহ সমাচ্ছন্ন করিল। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সমীরণ সহায়ে গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া, সায়ংসময়সমুদিত

অরুণবর্ণ জলদপটলের ন্যায় অথবা ত্রিভুবনগ্রাসোদ্যত কৃতান্তের করাল জিহ্বার ন্যায়, প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রোদনপরায়ণ ললনাগণের সম্মুখেই তাহাদের প্রাণাধিক প্রীতিময় বালকগণ ক্ষুধাবেগে অস্থির হইয়া, কেহ রোদন ও কেহ বা প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। এ এক ভয়াবহ শোচনীয় দৃশ্য প্রাদুর্ভূত হইল! ক্ষুধায় জ্ঞানকাণ্ড রহিত হওয়াতে, মৃতমাংসভক্ষণেও লোকে সঙ্কুচিত হইল না। ক্ষুধিত জন্তুরা নীলবর্ণ লতাপত্র ভ্রমে ধূমরাশি পান করিতে সমুদ্যত হইল। প্রজ্বলিত হুতাশন লোকের হৃদয় ও উদর বিদারণপূর্ব্বক সবেগে বিস্তৃত হইতে লাগিল সমীরণ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার যেমন। হুঙ্কারধ্বনি সমুত্থিত হয়, তদ্বৎ ভীষণশব্দে দাবাগ্নিমণ্ডল ইতস্ততঃ বিচরণে প্রবৃত্ত হইল। পাদপসকল প্রচণ্ড দাবানলে দগ্ধ ও অঙ্গার-রূপে পরিণত হইয়া, ভয়াকুল অজগরগণের ফুৎকারবেগে ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, অল্পকালমধ্যেই সেই চণ্ডালমণ্ডল শনৈশ্চরের ক্রীড়াভূমির সাদৃশ্য ধারণ করিল।

একবিংশাধিকশততম সর্গ (লবণের স্বরূপসমাগম)।

রাজা কহিলেন, সদস্যগণ! কল্পান্তের ন্যায়, অতিশয়ক্লেশময় এইপ্রকার দুরত্যয় বিধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে, তত্রত্য অধিবাসী-গণের মধ্যে কেহ দেশান্তরী হইল; কেহ দেহসংলগ্ন অবয়বের ন্যায়, স্ত্রীপুত্র ও আপ্তবন্ধুর সহিত সংমিলিত হইয়া, ছিন্নতরুর ন্যায়, বিশীর্ণদশা প্রাপ্ত হইল; কেহ অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকের ন্যায়, গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের উদরসাৎ হইল; কেহ অগ্নিতে পতিত হইয়া, শলভের ন্যায় দগ্ধ হইয়া গেল এবং কেহ বা শৈলচ্যুত শিলাখণ্ডবৎ গর্ত্তমধ্যে পতিত হইতে লাগিল।

আমিও এই উপস্থিত বিপদ পরিহারার্থ স্ত্রী পুত্রের সহিত গ্রাম হইতে বহির্গত হইলাম। ভাগ্যক্রমে অনল, অনিল বা ব্যাঘ্র সর্পাদি আমার কিছুই করিতে পারিল না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে মৃত্যুর হস্তে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত ও অভীষ্ট দেশের পর্য্যন্তভাগে সমাগত হইয়া, স্কন্ধ হইতে মূর্ত্তিমান্ অনর্থরাশির ন্যায়, সন্তানদিগকে অবতারণ ও তত্রত্য তালতরুতলে স্থাপন করিলাম। এই রূপে রৌরবসদৃশ চণ্ডালপুরী হইতে বহির্গত ও দাবাগ্নিতাপে নিরতিনিপীড়িত ও পথশ্রমে একান্ত ব্যকুলিত হইয়া, পদ্মমূলে নিদাঘতাপার্ত্ত ভেকের ন্যায়, সেই তরুমূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমার স্ত্রী পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া, সেই তরুর শীতল ছায়ায় বিশ্রামবশে নিদ্রিত হইল। ঐ সময়ে পৃচ্ছানামক অত্যন্তপ্রিয়পাত্র কনিষ্ঠ পুত্র বাষ্পাকুল লোচনে আমারে কহিল, তাত! আমার ক্ষুধা ও পিপাসা হইয়াছে, আমাকে মাংস ও শোণিত প্রদান কর। অনন্তর সে, ক্ষুধা ক্ষুধা, বলিয়া, উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলে, তাহাকে কিছুতেই ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া, বাৎসল্যে মুগ্ধ ও তন্নিবন্ধন দুঃখভারে সমাক্রান্ত হইয়া কহিলাম, বৎস! আমার এই বৃদ্ধদেহস্থ পক্কমাংসই ভোজন কর। সে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, এইজন্য, তাহাতে সম্মত হইয়া, আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, দাও দাও বলিয়া, রোদন করিতে লাগিল। তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, স্নেহ-কারুণ্যে আমার চেতনালোপ হইল। তখন আমি এইপ্রকার তীব্রতর বিপদ্‌পরম্পরা সহ্য করিতে না পারিয়া, মরণই মঙ্গল ভাবিয়া, কাষ্ঠরাশি আহরণ ও চিতা প্রস্তুত করিলাম। সেই চিতা চট্‌চটাশব্দে প্রজ্বলিত হইয়া, আমাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, আমি যেমন আত্মাকে তদুপরি নিক্ষেপ করিব, অমনি এই সিংহাসন হইতে সবেগে বিচলিত হইলাম। অধুনা, বাদিত্রনির্ঘোষ ও জয়শব্দে আমার চেতনা ও জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে। অজ্ঞান যেমন লোকের দশাশতসমন্বিত মোহ সমুৎপাদন করে, এই ঐন্দ্রজালিকও আমার তদ্রূপ করিয়াছে।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! বশিষ্ঠদেব এই ঐন্দ্রজালিক উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া, রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, সৌম্য! আমি তৎকালে রাজসভায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, স্বচক্ষে এই ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম, কাহারও নিকট শুনি নাই। ফলতঃ, মনই এইপ্রকার ঐন্দ্রজালিক ভ্রম সমুৎপাদন করে। তুমি এই মনকে বিচারসহায়ে পরাস্ত করিয়া, পরমস্বভাবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারিলে, নিশ্চয়ই পরমপবিত্র ব্রহ্মপদ লাভ করিবে।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ (মনঃশক্তিনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! চিৎ অজ্ঞানরূপ পরমকারণপ্রভাবে কলুষিত ও অসৎ মোহের বশীভূত হইলেই, মনোরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, চিরকাল জন্মমরণাদিভ্রমে মুগ্ধ ও অসৎ দুঃখপরম্পরাবিস্তারে প্রবৃত্ত হন। সূর্য্যকিরণ যেমন তৎক্ষণে অন্ধকার বিনাশ করে, তদ্রূপ বাসনাহীন সৎস্বরূপা চিৎ ক্ষণমধ্যেই মহাদুঃখও নিরাকৃত করেন সুতরাং, মনোবৃত্তি কোন কার্য্যেরই নহে। দেখ, মন নিকটের বস্তুকে দূর ও দূরের বস্তুকেও সন্নিহিত করে। এই মন বাস্তবিক ভয়জনক নহে। যাহারা বাসনার বশীভূত, তাদৃশ অজ্ঞেরাই ইহাকে অতিমাত্র ভয় করে। এই মন কর্ত্তব্যমুগ্ধ পথিকদিগের স্থাণুতেও পিশাচজ্ঞান সমুৎপাদিত করিয়া থাকে। কলঙ্কমলিন মন মিত্রকেও শত্রু ও হিতকেও অহিত বলিয়া, শঙ্কাকুল হয়। যাহাদের মন মোহে আচ্ছন্ন, তাহারা ভূতলকে ভ্রমণ করিতে অবলোকন করে। মন পর্য্যাকুল হইলে, শশিকেও শনি বলিয়া বোধ হয়। বিষ ভাবিয়া ভক্ষণ করিলে, অমৃতও বিষ হইয়া থাকে এবং সৎস্বরূপে কল্পনা করিলে, আকাশেও কুসুম প্রস্ফুটিত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার, যাহারা বাসনার দাস, তাহারা জাগ্রৎকেও স্বপ্নসম জ্ঞান করে।

বলবতী বাসনা হইতেই মনোমোহ সমুদ্ভূত হয়। এই কারণে যত্নাতিশয়সহকারে সমূলে সমুচ্ছেদপূর্ব্বক বাসনাবিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। মন মুগ্ধমৃগরূপে এই সংসাররূপ গহনে বাসনারূপ সুদৃঢ় বাগুরায় পতিত ও বিবশ হইয়া থাকে। বিচাররূপ অসি সহায়ে বাসনারূপ সুদুশ্ছেদ্য জালপাশ ছেদন করিতে পারিলে, মেঘহীন সূর্য্যবৎ বিরাজমান হওয়া যায়। এই মনই দেহবিশিষ্ট নর, জানিবে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, দেহ জড়স্বরূপ; মন জড় বা অজড় কিছুই নহে। মন যাহা করে, তাহাই করা হয় এবং যাহা ত্যাগ করে, তাহাই পরিত্যক্ত হয়। মনই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল, মনই পর্য্যন্তমণ্ডল, মনই ভূমণ্ডল ও মনই আকাশমণ্ডল এবং মনই মহৎ। যাহাদের মন মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদিগকে লোকে মূঢ় বলে। মনই দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদনাদি ক্রিয়াভেদে চক্ষু, ত্বক্ ও জিহ্বাদি রূপে প্রাদুর্ভূত হয়। মন যদি না থাকিত, তাহা হইলে, এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয় বিকল হইয়া যাইত। অতএব এই সকল ইন্দ্রিয় মনেরই প্রকারভেদমাত্র। মন লঘুকেও গুরু, হ্রস্বকেও দীর্ঘ, সত্যকেও মিথ্যা, কটুকেও মধুর ও শত্রুকেও মিত্র করিয়া থাকে। মনের অনুভবে একরাত্রিও দ্বাদশ বৎসর ও একমুহূর্ত্তও শতযুগ বোধ হয় এবং মনোজ্ঞ মনোবৃত্তিবলে রৌরব-নরকও সুখজনক জ্ঞান হইয়া থাকে। তন্তু দগ্ধ হইলে, যেমন মুক্তামালা বিশীর্ণ হয়, মন জয় করিলে, তেমনি সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করিতে পারা যায়।

হস্তপদাদি না থাকিলেও, মন যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পারে। মন সন্তুষ্ট থাকিলে, স্বাদহীন উচ্ছিষ্ট দ্রব্যও অমৃত তুল্য মিষ্ট বোধ হয় এবং বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলে, অমৃতও বিষ হইয়া থাকে। এই মন কামরূপী। যখন যেমন ইচ্ছা, তেমনি হইতে পারে। এমন কি, মন শুক্লকেও কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকেও শুক্ল করিয়া থাকে। ইহার শক্তির সীমা নাই। ইহা অন্যদিকে নিবিষ্ট থাকিলে, কোন বিষয়েরই ভোগজনিত তৃপ্তিলাভে সমর্থ হওয়া

যায় না। তখন ভালরূপ খাইয়া, পরিয়া ও বসিয়াও সুখ হয় না। দেখ, তোমায় যদি কেহ বদ্ধ কারয়া রাখিয়া, স্বর্গের ভোগ প্রদান করে, তুমি কি তাহাতে সুখী হও, কখনই না। পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী রাজভোগও তুচ্ছ করিয়া থাকে। ইহার কারণ, তাহার মন সেই রাজভোগে তুষ্ট বা আসক্ত নহে।

অধিক কি, মন যাহা দেখে, তাহাই দেখা হয়, যাহা না দেখে, তাহা কখনও দেখা হয় না। মন অন্যত্র আসক্ত থাকিলে, সম্মুখের বস্তুও দেখিয়া, দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমুদায় বাহ্য ইন্দ্রিয় নামমাত্র। মনই ইহাদের সত্তা বা আত্মা। অন্ধকারে যেমন কোন বস্তু দেখা যায় না, মন না থাকিলে, তেমন কোন বিষয়ই ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। অন্ধকারে যখন সমস্ত আচ্ছন্ন হয়, কিছুই দেখা যায় না, তখন মনই চালনা করে এবং কোথায় কি আছে, মনের সহায়ে বুঝিয়া যাওয়া যাইতে পারে। যাহারা অন্ধ, তাহারা মনের সাহায্যেই তোমার আমার ন্যায়, অনায়াসে যাতায়াত করে। যে মনের এইপ্রকার শক্তি ও এইপ্রকার ক্ষমতা, সে মনকে সর্ব্বতোভাবে বশ ও আয়ত্ত রাখা কর্ত্তব্য। কেননা, মন বশ থাকিলে, সংসার বশ হয়; এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। পণ্ডিতেরা এইপ্রকার অসীম শক্তি সন্দর্শন করিয়া, মনকে ঈশ্বরস্বরূপে বর্ণনা করিয়াছে। বাস্তবিক, মনই সর্ব্বস্ব এবং মনই সকলের কারণ। যেহেতু, মন আছে বলিয়া, আমি তুমি ইত্যাদি সমস্ত সংসার আছে, সন্দেহ নাই। অতএব মন যাহার আয়ত্ত, সে সকল কার্য্যই করিতে পারে।

মন হইতেই ইন্দ্রিয়সকলের জন্ম হইয়াছে। অতএব ইন্দ্রিয়-সমষ্টিরূপ এই দেহ ও মন ইহাদের কোনরূপ ভিন্ন ভাব নাই। যাহারা স্থূলদর্শী, তাহারাই প্রভেদ বোধ করে। যাঁহারা যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছেন এবং যাঁহাদের বুদ্ধি জ্ঞানবলে মার্জ্জিত হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বথা উভয়ের অভেদভাব জ্ঞান করেন। তোমার মন যদি না থাকে, তাহা হইলে, রূপবতী

রমণীরা কুসুমসমূহে স্ব স্ব ধম্মিল্ল উল্লসিত ও চঞ্চলদৃষ্টি বিসারিত করিয়াও, তোমার বিকারসমুৎপাদনে সমর্থ হইবে না। বীতরাগ নামে কোন মহর্ষি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মন সমাধিবশে এরূপ মগ্ন হইয়াছিল, যে, ঐ সময়ে এক ক্রব্যাদ তদীয় ক্রোড়স্থ হস্ত চর্ব্বণ করিলেও, তাঁহার লক্ষ্যই হয় নাই। অনেকে কার্য্যান্তরে নিবিষ্টমনা থাকাতে, ভোজনের সময় ভোজন করিতেও ভুলিয়া যায়। ক্ষুধার সময়, খাইব বলিয়া, মন করিলে, ক্ষুধার বেগ যেন শত মুখে বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু অন্য দিকে মন করিলে, কিছুই হয় না। আমার অসুখ হইয়াছে, মনে করিলে, অসুখ যেন অগ্রেই উপস্থিত হয়। বৎস রামভদ্র! তুমি মনের এইপ্রকার অসীম শক্তি পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহাকে আপনার আয়ত্ত করিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে, আর কখনও শোক করিতে হইবে না। হে অজ্ঞ মানবগণ! হে সংসাররূপ-গভীর-গহ্বর-গর্ভগত জীবগণ! তোমরাও মনকে এইপ্রকার শক্তিসম্পন্ন জানিয়া, ঈশ্বরবৎ তাহার সেবা ও তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা কর; সকল বিষয়ই সিদ্ধ-মনোরথ হইবে। এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিও না।

সৌম্য! যাহাদের মন অন্যত্র সংসক্ত, তাহাদের নিকট কোন কথা বলিলে, তাহা পরশুচ্ছিন্ন লতার ন্যায়, বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কোন ফলই হয় না। লোকে যখন স্বপ্ন দেখে, তখন মন সমুল্লসিত হওয়াতে, পুর ও পর্ব্বতাদি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া, সত্যবৎ প্রতীত হয়। জল হইতে তরঙ্গ এবং অঙ্কুর হইতে পত্রপুষ্পাদির ন্যায়, মন হইতেই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদি বিভ্রম সমস্ত সমুৎপন্ন হয়। যাহার মন নাই, তাহার কিছুই নাই। বালকের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, এইজন্য সে কোন বিষয়ই ধারণা করিতে পারে না। শিক্ষা দ্বারা এই চঞ্চলতার পরিহার হইলেই, তাহার জ্ঞানোন্নতি লাভ হয়। ফলতঃ, অনাবিষ্ট মন কিছুই করিতে পারে না। অশন-বসনাদি সামান্য বিষয়েও তাহার অপারগতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য, বাল্যকাল হইতেই মনকে যথাসাধ্য আয়ত্ত

করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণের মতে মনকে আয়ত্ত করাই বিদ্যা।

এই মন সঙ্কল্প দ্বারা পিতা হইতে পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হয়; প্রতিভাসবশতঃ রাজা লবণের চণ্ডালত্বপ্রাপ্তির ন্যায় সুরত্ব হইতে দৈত্যত্ব ও গজত্ব হইতে নাগত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সংকল্পবশতঃ জাত ও সংকল্পবশতঃ মৃত এবং নিরাকার হইলেও, অভ্যাসবশতঃ জীবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আবার, বিবিধ মূঢ় বাসনাবশে নানাবিধ ভয়াবহ সুখদুঃখযোনি ভোগ করে। তিলমধ্যে তৈলের ন্যায়, মনেই সুখদুঃখের অবস্থিতি। নতুবা, বাস্তবিক সুখদুঃখ নাই। অনেকে অনাবৃত ভূমিশয্যায়, প্রান্তরে বা বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াও, বাস্তবিক ক্লেশ বোধ করে না। প্রত্যুত, দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় দিব্যপ্রসাদমধ্যে শয়ান কুবেরসম ধনী অপেক্ষাও তাহার পরমসুখে যামিনীযাপন হয়। তুমি রাজার পুত্র। তথাপি, তোমার সুখ নাই, ইহার কারণ কি?

সাধ্বীগণ যেমন অন্তঃপুরে বিচরণ করেন, মন তদ্রূপ সংকল্পসহায়ে দেহমধ্যে বিচরণ করে। এই স্থূলদেহ মনেরই কল্পিত। এই মন কখনও সংকল্পবলে উল্লসিত, কখনও চলিত, কখনও গত ও কখনও বা আগত হয়। যিনি মনের এইপ্রকার স্বরূপ অবগত হইয়া, তাহাকে বিষয়ানুসন্ধানে প্রবর্ত্তিত না করেন, তিনি আলানবদ্ধ হস্তীর ন্যায়, মনের স্থিরত্বজনিত পরমশান্তি অনুভব করেন, সন্দেহ নাই। তোমার মন বস কর, আমার কথা বুঝিতে পারিবে। মন বশ করিলে, আর শোক করিতে হইবে না।

সৌম্য! যাঁহার মন ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু হইতে বিচলিত বা দূরস্থ না হয়, তিনিই উত্তম পুরুষ। যাঁহার মন চঞ্চল হইলেও, ব্রহ্মরূপ এক স্থানে অধিষ্ঠিত হয়, তিনি ধ্যানবলে অনায়াসেই ব্রহ্মরূপ প্রকৃষ্টপদ প্রাপ্ত হন। বায়ুশূন্য প্রদেশে স্থাপন করিলে, প্রদীপ যেমন স্থির হয়, সংকল্প বিরহিত হইলে, মন তেমন স্থির হইয়া থাকে। পুনশ্চ; মন সংযত হইলেই, সংসারভ্রম শান্তি প্রাপ্ত হয়।

মনই সংসাররূপ বিষবৃক্ষের মূল। এই সংসার নদীস্বরূপ; মন তাহার উৎপল, জড়তা তাহার জলবেগ ও চিন্তা তাহার আবর্ত্ত। পুরুষগণ দুর্ভ্রমরস্বরূপ ঐ মনোরূপ উৎপল আলিঙ্গন করিয়া, উল্লিখিত চিন্তারূপ আবর্ত্তে মগ্ন হইয়া থাকে। এই আবর্ত্ত ব্যক্তিমাত্রকেই বিলূন ও বিশীর্ণ করে।

ত্রয়োবিংশাধিকশততম সর্গ (মনের শান্তিই পরম বিশ্রান্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! একমাত্র স্বায়ত্ততা বা স্বপৌরুষ এই মনোরূপ মহাব্যাধি প্রশমনের সাধু ও সুস্বাদু মহৌষধ। আমি তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বাহ্য বিষয়বস্তু সকল কিছুই নহে। তৎসমস্ত ত্যাগ করিয়া, পৌরুষসহায়ে, যত্নপূর্ব্বক মনোরূপ বেতাল জয় করিবে। অভীষ্ট বস্তু ত্যাগ করিতে পারিলেই, মনোব্যাধিহীন ও নিরাময় হইতে পারা যায়। মনকে যত্নসহকারে ভোগ্যবিষয়রূপ অবস্তু হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া, ব্রহ্মপদরূপ প্রকৃত বস্তুতে স্থাপনপূর্ব্বক আত্মসংবেদনসহায়ে প্রবোধিত ও রাগাদি রোগের শান্তিপূর্ব্বক প্রতিপালিত করিবে। রাম! তুমি শাস্ত্ররূপ সৎসঙ্গসহায়ে ধীরভাব সংগ্রহ করিয়া, চিন্তারূপ বহ্নিসন্তপ্ত এই লৌহরূপ মনকে ছেদন কর। মনকে যে রূপে ইচ্ছা, তাহাতেই যোজনা করা যাইতে পারে। ইহাতে কিছুই দুষ্কর নাই। ইত্যাদি চিন্তা করিয়া, পৌরুষ সহায়ে মনকে নির্ব্বাণশান্তিরূপ ভাবী ফলের উদয়কারী সমাধিসাধনরূপ সৎকর্ম্মে যোজনানন্তর চিদাত্মার সহিত মিলিত করা কর্ত্তব্য। অভীষ্টবিষয়পরিত্যাগরূপ বৈরাগ্যবৃত্তি ব্যক্তিমাত্রেরই আয়ত্ত। মনে করিলে, তুমি আমি সকলেই উহা করিতে পারি। সুতরাং, যে ব্যক্তি ইহা করিতে না পারে, সে পুরুষমধ্যে কীটস্বরূপ। তাহাকে ধিক্! সমস্তই ব্রহ্ম; এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা মনোরূপ বালককে আস্ফালনপূর্ব্বক অনায়াসেই জয়

করিতে পারা যায় এবং এইরূপে মন জয় করিলে, অচিত্ত হইয়া, আশু ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। বিষয়ত্যাগরূপ বৈরাগ্য-যোগ আশ্রয় না করিলে, কখনই শুভগতি লাভ হয় না। সাধ্যানুসারে মনকে জয় করিতে পারিলেই, সুখবিরোধীমোহাদি-শত্রুশূন্য ও জীবন্মুক্ত হইয়া, ব্রহ্মরূপ-সাম্রাজ্যসুখভোগে সমর্থ হওয়া যায়। বিষয়ত্যাগই সাক্ষাৎ মনঃপ্রশমন এবং মনঃপ্রশমনই মোক্ষসুখের অদ্বিতীয় সাধন। মনঃ প্রশান্ত না হইলে, গুরূপদেশ, শাস্ত্রার্থ ও মন্ত্রাদিসাধন কিছুতেই কিছু হয় না। সংকল্পত্যাগরূপ তীক্ষ্ণধার শস্ত্রে মন ছিন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ শান্তস্বরূপ সর্ব্বগত ব্রহ্মপদ লাভ হয়। আত্মসংবেদন দ্বারা সংকল্পরূপ অনর্থ পরিত্যাগ করিলে জীবন্মুক্তি সম্পন্ন হয়; তখন আর এই দেহে কোনরূপ ক্লেশ থাকে না। অতএব তুমি মূঢ়গণের সংকল্প-কল্পিত দৈবের অপেক্ষা পরিহার ও পুরুষকার আশ্রয় করিয়া, চিত্তকে বৈরাগ্যে আনায়ন কর। এইপ্রকার বৈরাগ্যরূপ অচিত্ততাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ পরমপদ। প্রথমে চিন্মাত্র ভাবনা করিবে; পরে পরমার্থবুদ্ধির আশ্রয় লইবে। অনন্তর অব্যগ্র হৃদয়ে পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া, পৌরুষসহায়ে চিত্তকে অচিত্ততায় যোজনা করিবে। তাহা হইলে, ব্রহ্মরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।

ফলতঃ, একমাত্র পৌরুষ দ্বারাই মন পরাজিত হয়। মন পরাজিত হইলে, তৃণের ন্যায়, লোকত্রয় জয় করা যাইতে পারে। এবিষয় অনায়াসসাধ্য। যাহারা অসাধ্য বোধ করে, তাহারা পুরুষমধ্যেই গণ্য নহে। আমি মৃত, জাত বা জীবিত, ইত্যাদি কুকল্পনা মনেরই বৃত্তিমাত্র; বাস্তবিক কিছুই নহে। দেখ, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, মোক্ষ পর্য্যন্ত যেমন, তেমনই থাকে। অতএব মৃত্যুভয় কোথায়? যে বস্তু না মরে, তাহার আবার জন্ম কি? আবার, যে না জন্মে, তাহার আবার মৃত্যু কি? ভ্রাতা বা ভৃত্যাদির মৃত্যু হইলে, যে মিথ্যা ক্লেশ উপস্থিত হয়, উহা চৈতন্যের বিকাররূপ চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। সৎস্বরূপ, সর্ব্বস্বরূপ,

মায়ামালিন্যবর্জ্জিত পরমপদে মনের বিশ্রাম না হইলে, আর কোন উপায়েই মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

সৌম্য! একমাত্র মনের শান্তিই পরম বিশ্রান্তি। অতএব তুমি সর্ব্বদা-ব্রহ্মভাবনা- দ্বারা- সমুদ্দীপিত পুরুষকার সহায়ে মনকে সংহার কর। মনের মৃত্যু হইলে, আর মৃত্যু হয় না। নির্ব্বাণপদ-প্রাপ্তিরূপ পরম শান্তি সংঘটিত হয়। মনকে বিনাশ করিলে, মনের দুঃখসমূহ আর তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না। এই আমি, এই আমার, ইত্যাদি ভ্রমকল্পনাই মনের দেহ। এই দেহ বিস্তারেই সংসারের বিস্তার! পিতামাতাদি বিষয়সকল আপাতরম্য। ইহাতে বিশ্বাস করিও না। সংকল্পত্যাগরূপ দাত্র সহায়ে উল্লিখিত বিষয়রূপ মনোদেহ ছেদন কর। সংকল্পত্যাগ হইলেই, মনের মৃত্যু হয়। মনের মৃত্যুতেই ব্রহ্মপদ প্রতিষ্ঠিত। মনের সংকল্পকামনাই ভীমভ্রমপ্রদায়িনী বিপদসন্ততিসমুৎপাদন করে। সুতরাং, মনোজয়ে সমর্থ হইলে, আর কিছুতেই পতন নাই। তখন মহাপ্রলয় উপস্থিত বা দ্বাদশ আদিত্যমণ্ডল একত্র সমবেত হইলেও, কোনরূপ ক্ষতি হয় না। সংকল্পত্যাগ হইলে, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ পরমপদরূপ পবিত্র সিংহাসন লাভ হয়।

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে দগ্ধপ্রায় লোকসকল যেরূপ তাহার উপশমে অতুল আনন্দযোগ ভোগ করে, তদ্রূপ মনের উপশম হইলে, সংসার-তাপ-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের অনুপম আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। অনঘ! মনেরই সংকল্পমাত্রবিভাবন দ্বারা জন্ম, মরণ ও নরকাদি অনর্থপরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তুমি বাসনাশূন্য হইয়া, সেই মনকে জয় কর। তাহা হইলে, পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। এই পদ মায়ামালিন্যবর্জ্জিত।

চতুর্ব্বিংশাধিকশততম সর্গ (মায়াস্বরূপনিরূপণ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! মায়া কাহাকে বলে? মায়ার স্বরূপ ও লক্ষণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। পণ্ডিতেরা মায়ার স্বরূপ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহা আছে, আবার নাই, তাহাই মায়া। লোকে এই মায়াবলেই স্ত্রীতে আসক্ত হয়, পুত্রে স্নেহপর হয়, বন্ধুবান্ধবে প্রীতিমান্ হয়, পিতা মাতাতে ভক্তিযুক্ত হয়, আত্মাতে মমতাপরায়ণ হয় এবং অন্যান্য বিষয়ে আসক্তিমান্ হয়। এই মায়াবলে কেহ অর্জ্জন করে, কেহ তাহা হরণ করে; কেহ সঞ্চয় করে, কেহ তাহা ক্ষয় করে; কেহ দান করে ও কেহ বা তাহা ভিক্ষা করিয়া থাকে। এই মায়া হইতে মোহ জন্মে, মোহ হইতে অজ্ঞান জন্মে, অজ্ঞান হইতে বিবিধ উপদ্রব জন্মে এবং উপদ্রব হইতে মৃত্যু প্রভৃতি দুর্নিবার বিপদাদির জন্ম হইয়া থাকে।

লোভ, পিপাসা, বাসনা, আশা, কামনা, তৃষ্ণা, অনুরাগ, আসক্তি, মমতা, অভিমান, অতিমান, অহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা, অহম্মন্যতা, অহম্পূর্য্যাপ্ততা, অহম্পূর্ণতা ইত্যাদি মহাদোষ সমস্ত মায়ার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ বা নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভাব; এবং অবিদ্যা বা তামসীসত্ত্বা ইহার স্বরূপ।

মায়া জগৎকে কুলালচক্রে পতিতবৎ সর্ব্বদাই ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। এইজন্য, জীবের মন বুদ্ধি সর্ব্বদাই চঞ্চল; সহজে স্থির হইতে পারে না। এবিষয়ের শত শত প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। দেখ, তুমি মরিবে, আমি মরিব, কেহই থাকিব না; মৃত্যুই নিশ্চয় ও অবশ্যম্ভাবী, জীবন ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব অস্থির-ভাবাপন্ন। একথা আবালবৃদ্ধ সকলেই জানে ও বলিয়া থাকে। কিন্তু কেহই তদনুরূপ কার্য্য করে না। সকলেই আপনাকে অমর ভাবে। ইহার কারণ কি? উল্লিখিত মায়াই এইপ্রকার বিপ-

রীত ঘটনার হেতু ও উপাদন। মায়াবলে লোকের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, তাহার উপর আবার মোহতিমিরে আচ্ছন্ন। তজ্জন্য, বুঝিয়াও বুঝে না। এই বুঝিল, পরক্ষণেই ভুলিয়া গেল। পরদ্রব্য হরণ করিয়া, চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াও, লোকের চৈতন্য হয় না! পুনরায় তদনুরূপ পাপ করিয়া, তদনুরূপ বা ততোধিক দণ্ডযোগ ভোগ করে। তাহাতেও তাহার জ্ঞানচৈতন্য হয় না। মায়াই ইহার কারণ। জননী যে মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া, জীবিত পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করে, ইহাও এই মায়ার কার্য্য। হতভাগিনী জানে না, তাহাকেও একদিন এইরূপে মরিতে হইবে। সে কাহার জন্য শোক করে? যাহার জন্য শোক করে, সেই পুত্র কি তাহার? এই সংসার শূন্য ও মিথ্যাস্বরূপ। সুতরাং, স্ত্রী বল, পুত্র বল, আর যাহাই বল, কেহ কাহারই নহে। তবে কেন একে অন্যের জন্য শোক করে, ক্রন্দন করে ও হাহাকার করে? সকলই মায়া জানিবে।

এই মায়া আকাশ পাতাল ব্যাপ্ত করিয়া, রাক্ষসীর ন্যায়, সমস্ত গ্রাস করিয়া আছে। ইহার ভেদ হইলেই, পরম পদ লক্ষিত হয়। ভেদ করিতে না পারিলে, ইহার দুরন্ত ও দুরত্যয় বেগে পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায়, একবারেই মগ্ন ও অবসন্ন হইতে হয়। কত শত লোক এই রূপে মগ্ন ও অবসন্ন হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

ঐ দেখ, উঠিবার বা চলিবার শক্তি নাই, জরায় শরীর অবশ ও বিবশ; এখনই মরিলে ভাল হয়; এরূপ অবস্থাতেও বৃদ্ধ গৃহী যষ্টিহস্তে কথঞ্চিৎ উত্থান করিয়া, দ্বারে দ্বারে কুক্কুরবৎ ভিক্ষা করিতেছে। ইহার কারণ কি?—মায়া।

সামান্য শাকমুষ্টিতেও অথবা জলাহার করিয়াও, যে পাপ উদর একদিন পূর্ণ হইতে পারে, ঐ দেখ, লোকে তাহার জন্যও গুরুতর পাপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! এবিষয়ে ধনী, মানী, জ্ঞানী, গুণী প্রভেদ নাই। ইহারই বা কারণ কি? মায়া!

এ মায়া মৃত্যুর ন্যায়, বিকারের ন্যায়, অন্ধকারের ন্যায়,

মহাব্যধির ন্যায়, দৈবদুর্ব্বিপাকের ন্যায়, ভূতাবেশ বা গ্রহাবেশের ন্যায়, লোকের মতি হরণ করিয়াছে, জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়াছে, চৈতন্য লোপ করিয়াছে, বিবেক নষ্ট করিয়াছে এবং সদসদ্‌বিচার পরাস্ত করিয়াছে। সেইজন্য লোকে ভালমন্দ বুঝিতে পারে না; বিষ ও অমৃতের প্রভেদ করিতে পারে না; কাচ ও কাঞ্চন চিনিতে পারে না এবং মৃত্যু ও অভয়স্বরূপ প্রতীতি করিতে পারে না। ফলতঃ, স্ত্রীপুত্রাদিরূপ সংসারে গাঢ় সংসক্ত থাকিলে, মায়ার স্বরূপ বুঝিয়া, তাহার ভেদ করা সহজ নহে।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! শ্রীরামচন্দ্র এই কথায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! তবে কি মানুষের উদ্ধার নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মানুষের যেমন উদ্ধার আছে, এমন আর কাহারই নহে। কিন্তু সে বুদ্ধির দোষে আপনার উদ্ধার পথ আপনিই রুদ্ধ করিয়াছে। সে যদি সর্ব্বদা সদ্‌গ্রন্থের আলোচনা ও সদ্‌গুরুর উপাসনা করে, তাহা হইলে, অনায়াসেই মায়াপাশ ছেদন করিয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ফলতঃ, মায়া শুনিতে অতি কঠিন, দুর্দ্দম্য ও দুরভিভাব্য; কিন্তু কার্য্যে সেরূপ নহে। সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার যেমন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, বিদ্যার উদয়মাত্রে মায়া তেমনি আশু অন্তর্হিত হয়। ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা, ইত্যাকার জ্ঞানের যে উন্নতির চরম অবস্থা, তাহারই নাম বিদ্যা। এই বিদ্যার সমাগম হইলে, সায়ংকালীন সরোজিনীর ন্যায়, বুদ্ধির নিরতি বিকাস সমুদিত ও মায়াপাশ আয়াস ব্যতিরেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারাই হতাশ্বাস ও শান্তির সহবাসলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে; কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

সৌম্য! তোমার নিকট এই মায়ার স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম।

অধুনা, পুনরায় মনোবিষয়ক উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। এই মায়াবাদ শ্রবণ করিলে, নির্ব্বিবাদ ব্রহ্মপদ লাভ ও সমস্ত বিপদ বিদূরিত হয় এবং কোনরূপ আপদের লেশ থাকে না। গুরু শিষ্যকে ইহা উপদেশ করিবেন। কেননা, ইহাই উপদেশের প্রকৃত বিষয় এবং আত্মার পরিতৃপ্তিলাভের প্রধান উপায়।

পঞ্চবিংশাধিকশততম সর্গ (মনের চিকিৎসা ও অবিদ্যানিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! বাসনা দ্বারা মনের তীব্র বেগ সম্পন্ন হয়। এইপ্রকার তীব্ররূপিণী লোলতাই মনের রূপ।

শ্রীরাম কহিলেন, বল প্রকাশ দ্বারা যখন এই লোলতা বা চঞ্চলতার পরিহার হইয়া থাকে, তখন ইহাকে কিরূপে মনের রূপ বলা যাইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, চঞ্চলতাই মনের স্বভাব। সংসারে কোন মনই অচঞ্চল লক্ষিত হয় না। মনের এইপ্রকার চঞ্চলা স্পন্দশক্তিকে মানসী শক্তি জানিবে। বায়ু আছে, ইহা যেমন স্পন্দন দ্বারা জানা যায়, ঐপ্রকার চঞ্চলতা দ্বারা মনেরও অস্তিত্ব তেমন অনুভূত হইয়া থাকে। অচঞ্চল মনকেই মুক্ত ও তপঃশাস্ত্র মতে মোক্ষস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক, মন স্থির না হইলে, স্থির জলে চন্দ্রবিম্ববৎ, পরমাত্মমূর্ত্তি প্রতি ফলিত হয় না। অধিক কি, মন চঞ্চলতা ত্যাগ করিলেই, সকল দুঃখের শান্তি ও চঞ্চল হইলেই, পরম দুঃখের আবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব যদি অনন্ত সুখভোগের বাসনা থাকে, তাহা হইলে, প্রযত্নপূর্ব্বক এই মনোরূপ রাক্ষসকে সত্বর সংহার কর। এই রাক্ষস হইতেই বিবিধ দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

পণ্ডিতেরা মনের এই চঞ্চলতাকে অবিদ্যা শব্দে উল্লেখ করেন। অবিদ্যার অন্যতর নাম বাসনা। তুমি যত্নাতিশয়-সহকৃত বিচার দ্বারা অবিদ্যাকে সংহার কর। বাহ্যবিষয়মাত্রেই অসার, ইত্যাদি কল্পনাপূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হইলেই, এই বাসনানাম্নী অবিদ্যারূপিণী মনঃসত্তা অন্তরে বিলীন হইয়া,

তৎক্ষণাৎ অনন্ত সুখ সমুদ্ভাবন করে। মন জাড্যানুসন্ধান দ্বারা জড়ত্ব ও বিবেকানুসন্ধান দ্বারা চিত্তের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীপুত্রাদি অসার বিষয়াসক্তিকে জাড্যানুসন্ধান ও পরমার্থ প্রভৃতি প্রকৃত বিষয়ানুসন্ধানকে বিবেকানুসন্ধান বলে। অতএব তুমি পুরুষকার আশ্রয় করিয়া, মনকে আক্রমণপূর্ব্বক বিশোক, বীতশঙ্ক ও সুস্থির হও।

অনঘ! মনের দ্বারাই মনের নিগ্রহ হইয়া থাকে। তদ্‌ব্যতীত ইহার নিগ্রহের অন্যবিধ উপায় নাই। এই সংসাররূপ মহাসাগরে মানবগণ তৃষ্ণারূপ কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তুগণে হন্যমান ও চিন্তারূপ বিবিধ আবর্ত্তে উহ্যমান হইতেছে। মনই তাহাদের নৌযানস্বরূপ। আত্মা মনেরই সহায়তায় নয়যুক্তি বিচার করিয়া, এই দৃঢ়বদ্ধ মনোরূপ পাশ ছেদন করিয়া, মুক্ত হন। মন ব্যতিরেকে আর কিছুতেই ইহাঁর মুক্তিলাভ হয় না। প্রাজ্ঞ পুরুষগণ মিথ্যাস্বরূপসন্ধানপূর্ব্বক বাসনাত্যাগে সমর্থ হইলেই, তৎক্ষণে তাঁহাদের অবিদ্যার ক্ষয় হয়। অতএব তুমি প্রথমে ভোগবাসনা, পরে দ্বৈত বাসনা ও তদনন্তর ভাবাভাব ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মভাবনাপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সুখ সম্ভোগ কর। পরমাত্ম ভাবনা দ্বারা বাসনা সমস্তের ক্ষয় হইলেই, মনের ও অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া থাকে। কেননা, বাসনাই অবিদ্যা ও অবিদ্যাই বাসনা। এই তিনে কোনরূপ প্রভেদ নাই। পৌরুষপ্রযত্নসহকারে এইপ্রকার ঘটনা অনায়াসসাধ্য। অতএব প্রযত্নপূর্ব্বক নিত্যই ইহার আহরণ করা কর্ত্তব্য। রাগাদি উপদ্রব সমস্ত মনেরই ইচ্ছা, জানিবে। অতএব তুমি রাগাদি অবস্তু সকলকে ত্যাগ করিয়া, পরম পরিতৃপ্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে পুরুষকারসহায়ে রাগাদির বীজস্বরূপ সেই মনকেও ত্যাগ কর।

আকাশে এক ভিন্ন দুই চন্দ্র নাই; কিন্তু ভ্রান্তিবশে যেমন দ্বিত্ব কল্পিত হয়; বাসনা তেমনি অসত্য হইলেও, অজ্ঞগণের হৃদয়ে সৎস্বরূপে প্রতিভাত হয়। প্রাজ্ঞেরা বন্ধ্যাপুত্রবৎ ইহাকে নামমাত্র

ভাবিয়া, তৎক্ষণে ত্যাগ করেন। অতএব তুমি সদ্বিচারসহকারে অজ্ঞতা ত্যাগ করিয়া, প্রাজ্ঞ হও। অপার সাগরে যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নাই, এই অসীম জগতে তেমন পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহা দেখিতেছ, সমস্তই মিথ্যা; অতএব ইহাতে বিশ্বাস করিও না।

কোন কর্য্যেরই কর্ত্তা নাই। আমি করিতেছি, ইহা মত্ত অভিমান মাত্র। তুমি কে, কি করিতেছ, একবার ভাবিলেই, বুঝিতে পারিবে, কেহই কিছু নহে এবং কেহই কিছু করে না। উপাদেয় বস্তুমাত্রেই যত্নসাধ্য। তাহাতে অভিলাষ করিও না। কেননা, কোন কার্য্যেরই যখন কর্ত্তা নাই, তখন যে তোমার উহা লাভ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? তবে যদি সত্যই উপাদেয় ও মিথ্যাই হেয় হয়, তাহা হইলে, সত্যলাভে আসক্তি করিবে। সত্য ভিন্ন অন্যান্য লৌকিক উপাদেয় বস্তুসকল মিথ্যার ন্যায় হেয় এবং ইন্দ্রজালস্বরূপ; ইহাতে আবার আস্থা কি?

অবিদ্যাই সংসারের বীজ এবং বাসনারূপে ইহার তদাদিতদন্তে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বংশলতা যেমন শূন্যগর্ভ ও নিঃসারকোটর, অবিদ্যাও তদ্রূপ অন্তঃসারশূন্য। ইহা মৃদু হইলেও, তীক্ষ্ণ ও গ্রাহ্য হইলেও, অগ্রাহ্য। ইহা কোন স্থানে সংস্থিত না হইলেও, সর্ব্বত্র বিদ্যমান; জড়রূপিণী হইলেও, চৈতন্যময়ী, নিমেষমাত্রস্থায়িনী হইলেও চিরস্থায়িনী এবং জ্বালাবৎ শুভ্র হইলেও, সমীপবৎ মলিনা প্রতিভাত হয়। সৌম্য! এই অবিদ্যা অন্ধকারে বিরাজমান ও আলোকে একান্ত ম্লান হইয়া থাকে। তৃষ্ণা ইহার রূপ। চঞ্চলতা ইহার স্বভাব। কৃষ্ণসর্পিণীর ন্যায় বিষময়ী, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রকাশশালিনী, মুগ্ধগণের ভয়জননী, এই অবিদ্যা দুঃখানলে দগ্ধ করে এবং রমণীয় হইলেও, অনর্থপরম্পরা প্রসব করিয়া থাকে। ইহা দুঃস্বপ্নের ন্যায়, বিস্মৃতিভ্রমসমুৎপাদনপূর্ব্বক কেবল অনর্থের নিমিত্ত তর্কিত হয়। ইহারই প্রভাবে রাজা লবণ এক মুহূর্ত্তকে বহু বৎসর ও রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর

বোধ করিয়াছিলেন। কান্তাবিরহবিধুর দুর্ব্বুদ্ধি বিয়োগী পুরুষগণ এই অবিদ্যাবলেই এক রাত্রিকে এক বৎসর বোধ করে। প্রবাসী-পুরুষ এই অবিদ্যাবলেই আপনার প্রিয়তমার মুখকমল স্মরণ করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে প্রলয় অনুভব করে। গৃহী ব্যক্তি এই অবিদ্যাবলেই গৃহিণীকে দর্শন করিয়া, কখন যমদর্শনবৎ ও কখন বা দেবদর্শনবৎ মোহে ও আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া থাকে। যুবা এই অবিদ্যাবলেই যুবতীকে স্বর্গসম জ্ঞান করিয়া মত্ত হইয়া উঠে। এই অবিদ্যাবলেই দুঃখীদিগের কাল সুদীর্ঘ ও সুখী জনের সময় সাতিশয় স্বল্পভাবাপন্ন হয়। এই অবিদ্যাবলেই লোকে আপনা আপনি বড় জ্ঞান করিয়া, হত ও নিহত হইয়া থাকে।

এই অবিদ্যা কর্ত্তৃত্বহীন, সত্যবর্জ্জিত, শতসহস্রশাখাবিশিষ্ট, অলীকস্বরূপ ও মৃগতৃষ্ণা নদীর ন্যায় মিথ্যা আড়ম্বরসম্পন্ন। ইহা মুগ্ধদিগকেও বঞ্চিত করে; প্রাজ্ঞদিগের কিছুই করিতে পারে না। ইহা উৎপত্তির ধ্বংস করে; দাহরূপ খেদ বিধান করে ও নরকদ্বার বিস্তার করে। ইহা বহু দোষের আকর, বহু পাপের আধার ও জড়স্বরূপ বিশিষ্ট। ইহা আপাতমধুর ও পরিণামদারুণ; ইহার পরাক্রমের সীমা নাই। অনঘ! মন এই অবিদ্যায় উপহত বা আচ্ছন্ন হইলেই, লোকে দীর্ঘ সংসার কল্পনা করে, বিবিধ বিভ্রমের আবির্ভাব বশতঃ অবশ ও বিবশ হইয়া থাকে এবং সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ বলিয়া বোধ করে। তখন এই অবিদ্যা করুণোৎফুল্ললোচনশালিনী সমুল্লাসিনী জননী ও পরম-প্রণয়রসবাহিনী মায়াবিনী গৃহিণী রূপে আবির্ভূত হয় এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিস্তার করিয়া লোকদিগের রজ্জুতে সর্পভয় ও স্থাণুতে বেতালভয় সমুৎপাদন করে। লোকে যে একরূে দুই দেখিয়া, বিষম ভ্রমে পতিত হয়, অবিদ্যাই তাহার হেতু। রাঘব! তুমি যত্নাতিশয়সহকারে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা এই অবিদ্যার নিরোধ করিবে। অবিদ্যার রোধ হইলে, স্রোতোনিরোধে নদীর ন্যায়, মনেরও রোধ হইয়া থাকে। মনোনিরোধই প্রকৃত শান্তি।

এই অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই, রূপ নাই, আশয় নাই, চেতনা নাই, গৌরব নাই। ইহা পরমাত্মা রূপ পরম আলোকে লীন ও তমোগুণরূপ অন্ধকারে প্রস্ফুরিত হয়। ইহা কুকর্ম্মের দ্বার, অনন্ত দুঃখের আধার, অসত্যরূপ অন্ধকারে অনবরত আবৃত, আত্মবিষয়ে মূঢ় এবং বোধবিলোকনে অসমর্থ, মৃতকল্প, বোধহীন এবং অতিদীর্ঘ দুঃখপরম্পরা বিস্তার করে। এই অবিদ্যাই জগৎকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত পুরুষ, তিনি কখনও এই স্ত্রীরূপিণী অবিদ্যার প্রভাবে পরাহত হয়েন না।

ষড়বিংশাধিকশততম সর্গ। (দোষপরিহারোপদেশ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! অবিদ্যা হইতেই জন্মমরণাদি বিবিধ সুখদুঃখের আবির্ভাব হয়। কি রূপে ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে, উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! দিবাকরদর্শনে তুষাররাশির ন্যায়, পরমাত্মার সাক্ষাৎকারসংঘটনমাত্রেই অবিদ্যার ধ্বংস হয়। সংসাররূপ-নিবিড় দুঃখকণ্টকপূর্ণ অত্যুচ্চ প্রদেশ হইতে বারংবার অধঃপতিত ও বিলুণ্ঠিত হইলেই, ইহা আপনা হইতেই পরমাত্মদর্শনে সমুৎসুক হইয়া থাকে। যেরূপ ছায়া দ্বারা আতপতাপ নিবারিত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মদর্শন দ্বারা অবিদ্যার আত্মনাশ ও মোহবিনাশ হইয়া থাকে। ইচ্ছাই অবিদ্যা এবং অবিদ্যার বিনাশই মোক্ষ। সংকল্পমাত্র ত্যাগ করিলেই, মোক্ষলাভসিদ্ধি হয়। বাসনারূপ রাত্রির অবসান হইলেই, মনোরূপ আকাশে অবিদ্যার আবরণরূপ কালিমার হ্রাস ও চিৎস্বরূপ দিবাকরের প্রকাশ হইয়া থাকে। দিনকরের উদয় হইলে, তমস্বিনী যামিনী যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিবেকের অভ্যুদয়ে অবিদ্যা তেমনি নিলীন হইয়া থাকে। সন্ধ্যা সমাগত হইলে, বাহকগণের যেমন বেতালসংকল্পের আবির্ভাব হয়, অবিবেকের উদয়ে তেমনি অবিদ্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, যে আত্মভাবনা দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস হয়, সেই আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! সেই আত্ম সর্ব্বস্বরূপ; সর্ব্বগত, অনাবৃত, নিত্য, অক্ষত, অখণ্ডিত, চিৎস্বরূপ, সর্ব্বানুগত, একমাত্র, নামহীন, রূপহীন, সর্ব্বদাবিদ্যমান, সর্ব্বত্রবিস্তৃত, শুদ্ধ, শান্ত, সত্যস্বরূপ, নিরুপদ্রব, চিদ্রূপ ও নির্ব্বিকার। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বই তিনি। তাঁহাকে ভাবনা করিলে, আর কি ভাবনা থাকে? তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, মহাত্মা, মনস্বরূপ। সেই বিতত শান্ত পরমাত্মারই সংকল্পমাত্রে এই অকিঞ্চিৎকর সংসার সমুদিত হইয়াছে।

অনঘ। ভোগবাসনাই অবিদ্যা। পুরুষকারসহকৃত উদ্যোগ-সহায়ে সংকল্পত্যাগ করিলেই, অবিদ্যার ক্ষয় হয়। আমি ব্রহ্ম নহি, এইপ্রকার দৃঢ়সংকল্প দ্বারাই লোকে বদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং, আমিই ব্রহ্ম, এইপ্রকার দৃঢ়সংকল্প দ্বারা মুক্ত হইবে, সন্দেহ কি? সৌম্য! এইরূপে সংকল্পই বন্ধ ও সংকল্পই মোক্ষ। উহা বিষয়ে ধাবমান হইলেই, বন্ধন ও পরমার্থে উন্মুখ হইলেই, মোক্ষলাভ হয়। তুমি আশু সংকল্প জয় করিয়া, যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। বলিতে কি, আমি অতি দুঃখী, কৃশ বা অন্ধ ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারাই লোকে নিবদ্ধ থাকে, এবং আমি দুঃখী নহি, কৃশ নহি, আমার দেহ নাই, এইপ্রকার ব্যবহার দ্বারা মুক্তিলাভ করে। আমি মাংস বা অস্থি নহি; আমিই একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ, ইত্যাদি দৃঢ়নিশ্চয়সম্পন্ন মনকেই ক্ষীণা অবিদ্যা বলে। ফলতঃ, অপ্রবুদ্ধ মানবেরাই অবিদ্যার কল্পনা করে, প্রবুদ্ধের নিকট এই প্রকার কুকল্পনা স্থান প্রাপ্ত হয় না।

হে রঘুকুলপূর্ণচন্দ্র! পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, সংকল্পবর্জ্জনই অবিদ্যানিগ্রহ। এই সংকল্পবর্জ্জন অনায়াসলভ্য। আকাশে নীলিমা যেমন ভ্রমমাত্র, তদ্রূপ ভ্রমমাত্র জগতের বারংবার স্মরণ অপেক্ষা একবারে স্মরণ না করাই ভাল। লোকে, আমি বিনষ্ট

হইলাম, এইরূপ সংকল্প দ্বারা বিনষ্ট ও আমি প্রবুদ্ধ, এইরূপ সংকল্প দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে।

অনঘ! অবিদ্যা হইতেই বিবিধ ভাবের উৎপত্তি ও তজ্জন্য মোহের আবির্ভাব হয়। মন্ত্রীরা যেমন রাজার আজ্ঞা পালন করে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণ তেমনি তৎক্ষণাৎ মনের আজ্ঞা সম্পাদন করে। অতএব, ইন্দ্রিয়বৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া, আমি ব্রহ্ম, এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা পরম শান্তি লাভের চেষ্টা কর। প্রাজ্ঞগণ পরম-পাবন বুদ্ধি সহায়ে প্রযত্নসহকৃত পরম পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক মন হইতে ভোগবাসনাকে সমূলে উন্মূলন করিয়া, দূরে পরিহার করিবেন। লোকের যে পরম মোহ সমুৎপন্ন হয়, তাহা বাসনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বাসনাই আশাপাশবিস্তারপূর্ব্বক লোক-দিগকে বদ্ধ ও মোহিত করে। এই আমার ধন এই আমার পুত্র, এই আমি, ইত্যাদি ইন্দ্রজাল দ্বারা বাসনা বিচলিত হয়। এই অহম্ভাবই অভিমান ও অহংকারের হেতু এবং অভিমানী জীবই বদ্ধ হইয়া থাকে।

হে অনঘ! অবিদ্যাই নদ, হ্রদ ও আকাশাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অজ্ঞেরাই ইহাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করে! কিন্তু প্রাজ্ঞেরা ইহাকে মিথ্যাবোধে ত্যাগ ও অকৃত্রিম ব্রহ্মদৃষ্টিই নির্ণয় করেন। অতএব, তুমি প্রাজ্ঞ হও, অজ্ঞ হইও না এবং সংসারবাসনা বিসর্জ্জন কর। মিছা কেন অজ্ঞের ন্যায়, এই অনাত্মা দেহকে আত্মজ্ঞান করিয়া, রোদন করিতেছ? হে তত্ত্বজ্ঞ! তুমি কে, তোমার এই জড়স্বভাব দেহই বা কি? ইত্যাদি চিন্তা করিয়া সর্ব্বচিন্তার বহির্ভূত হও। আর শোক করিতে হইবে না। আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি জ্ঞান, মৃগতৃষ্ণার ন্যায় ভ্রান্তিমাত্রবিবেচনায় পরিহার ও একমাত্র সত্য আশ্রয় কর। হায়, কি আশ্চর্য্য! হায়, কি দুর্ভাগ্য! লোকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বিস্মরণপূর্ব্বক অসত্যরূপিণী অবিদ্যার আশ্রয় লইতেছে! রাম! তুমি কদাচ এই অবিদ্যাকে স্থান দিও না। এই অবিদ্যা

নির্ম্মল শশাঙ্কবিম্বেও রৌরব কল্পনা, শীতলসলিলশালী সরোবরেও মরুদর্শন ও আকাশেও নগরাদি নির্ম্মাণ করে। ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। মন যদি সংসারবাসনা ত্যাগ করে, তাহা হইলে, আর বিপদ কি? অতএব তুমি সর্ব্বরাগময়ী ভববন্ধনী বাসনা বিবর্জ্জন করিয়া, স্ফটিকের ন্যায়, স্বচ্ছ স্বরূপে অবস্থিতি কর এবং অনাসক্ত হইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যাঁহারা তত্ত্ববিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ তত্ত্বদর্শী পুরুষগণের সহবাসে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার বিচার দ্বারা আমি ব্রহ্ম, এইপ্রকার দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া, যদি তুমি অবিদ্যাবিহিত প্রাকৃতিক ক্রিয়া পরিহার ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন কর, তাহা হইলে, জীবন্মুক্তি লাভ ও বিষ্ণু প্রভৃতির সমভাব অধিকার করিবে।

সপ্তবিংশাধিকশততম সর্গ (দেহতত্ত্ব)।

বাল্মীকি কহিলেন, মহাভাগ বশিষ্ঠ এইপ্রকার বিশিষ্ট বাক্যে উপদিষ্ট করিলে, রঘুবরিষ্ঠ রাম প্রফুল্ল পদ্মবৎ অত্যুৎকৃষ্ট বিকসিত শোভা ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! মৃণালতন্তুতে বদ্ধ পর্ব্বতের ন্যায়, সামান্য, অবিদ্যা কর্ত্তৃক এই বিশ্ব জগৎ বদ্ধ রহিয়াছে! ভগবন্! মদীয় বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় অবিদ্যাস্বরূপ কীর্ত্তন ও দেহ দেহীর মধ্যে কে শুভাশুভ ভোগ করে, তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেহ এই কাষ্ঠকুড্যাদির ন্যায় জড়মাত্র, কিছুই নহে। কেবল মন, স্বপ্নের ন্যায়, ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করে। মনের চালনাতেই দেহের চালনা। তোমার হস্ত পদ এই চলিতেছে; উহাদের কোন্ স্বতন্ত্র পরিচালক নাই। বাস্তবিক, তাহা নহে। মনই উহাদের চালক। তুমি যদি মন না কর, তাহা হইলে, হস্তপদ এখনই নিস্পন্দ হইবে; কোন মতেই চলিতে পারিবে না। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গাদির বিষয়েও এই

রূপ। এইরূপে কর্ম্মফলভোক্তা বিবিধদেহধারী দেহীই মন, অহংকার ও জীব নামে অভিহিত হয়। যাঁহারা প্রবোধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহাদের এই দেহসমুত্থিত সুখ দুঃখের কোনই সম্পর্ক নাই। অপ্রবুদ্ধ মনই বিবিধ কল্পনা বশে বিবিধ বৃত্তি আশ্রয় করিয়া, বিচিত্রাকার ধারণ করে। অপ্রবুদ্ধ মনই নিদ্রা-সময়ে স্বপ্নযোগে নানাপ্রকার সম্ভ্রম দর্শন করে। প্রবুদ্ধ মনে এপ্রকার সম্ভব নহে। অজ্ঞান-নিদ্রায় আচ্ছন্ন জীব যাবৎ প্রবোধিত না হয়, তাবৎ এই দুর্ভেদ্য সংসারবিভ্রম সন্দর্শন করে। প্রভাকর-কর-সম্পর্কে বিকসিত কমল যেমন গর্ভস্থ তিমিরভার পরিহার করে, তদ্রূপ প্রবুদ্ধ মনের অন্তর-তমঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৃতাত্মারা দুঃখকোবিদ দেহকেই চিত্ত, অবিদ্যা, মন, জীব, বাসনা ও কর্ম্মাত্মা নামে অভিহিত করেন। জড়দেহ দুঃখার্হ নহে। দেহী অবিচারপ্রযুক্তই দুঃখ ভোগ করে এবং অজ্ঞানপ্রযুক্তই অবিচার উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান দুঃখের হেতু। একমাত্র অবিবেকদোষেই জীবের শুভাশুভ কর্ম্মফল সংঘটিত হইয়া থাকে। অবিবেকবেগে বিক্ষিপ্ত মনই বিবিধবৃত্তিবিশিষ্ট বিবিধ আকারবিহারে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হয়। মনই ক্রন্দন করে, গমন করে, নিন্দা করে, হনন করে; উদিত হয় ও বিচলিত হয়; জড়রূপ দেহ কখন এরূপ করে না। গৃহস্বামী যেমন গৃহমধ্যে বিবিধ বিষয়ের চেষ্টা করে, তদ্রূপ জীবই দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; জড়দেহ কিছুই করে না। যাবতীয় কল্পনা ও যাবতীয় সুখ দুঃখ, মনই সকলের কর্ত্তা ও ভোক্তা, এই জড়দেহ নহে। রাম! মনই শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করে, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর।

রাজা লবণ একদা ঐকান্তিক অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার পূর্ব্বপিতামহ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমি মনদ্বারাই যজ্ঞ করিব। এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি মন দ্বারাই যজ্ঞীয় সামগ্রীসংভার আহরণ, ঋত্বিক্‌গণকে

আহ্বান ও মুনিগণের পূজা এবং পাবক প্রজ্বলিত করিয়া, দেবগণের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনের দ্বারাই এই সকলের অনুষ্ঠান করিয়া, সংবৎসর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর দিবাবসানে প্রাণিগণ ও দ্বিজাতিদিগকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া, মনোযাগের উদ্‌যাপনান্তে ধ্যানত্যাগপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলেন। রাজা লবণ এই রূপে মন দ্বারাই রাজসূয়যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়েন। অতএব এই মনই সুখদুঃখভাগী, জানিবে। আমি দেহ, এইপ্রকার নিশ্চয় অহম্ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনর্থমাত্র।

অষ্টাবিংশাধিকশততম সর্গ (মনঃশোধনোপায় বর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! রাজা লবণ স্বকীয় চিত্তাকাশে কল্পনাজাল প্রাপ্ত হয়েন, এবিষয়ে প্রমাণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি তৎকালে তদীয় সভায় উপস্থিত থাকিয়া, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল হইলেও, কর্ত্তাকে দ্বাদশ বৎসর বিবিধবেদনাজনক আপদ্‌পূর্ণ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিতে হয়। রাজা লবণ মানসিক রাজসূয়ের উদ্‌যাপন করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে দুঃখদানমানসে ঐন্দ্রজালিক-রূপধারী এক জন দেবদূতকে প্রেরণ করেন। তাহাতেই রাজার ঐপ্রকার ভয়ঙ্কর বিপৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল।

ফলতঃ, মনই কর্ত্তা ও ভোক্তা। তুমি হঠযোগ ও রাজযোগ দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করিয়া, আতপতাপে হিমকণার ন্যায়, নির্ব্বিকল্প সমাধি সহায়ে বিলীন করত, বিবেক দ্বারা মোক্ষরূপ পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর। এই মনই মহাড়ম্বরশালিনী অবিদ্যা, জানিবে। এই অবিদ্যা ইন্দ্রজালের ন্যায়, বিচিত্র রচনা বিস্তার করে। অতএব তুমি মন হইতে সংকল্প সমস্ত দূর কর। সংকল্প দূর হইলে, জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছিলেন, মনের ক্ষয়েই দুঃখের ক্ষয় হয়। অধুনা, সেই ক্ষয়োপায় কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন যে বিষয়ে ধাবমান হয়, সেই বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিলেই, মনের ক্ষয় হইয়া থাকে। কল্পনাই মনের প্রাণ। সেই কল্পনার রোধ হইলে, মনের রোধ হইবে, সন্দেহ কি? বিদ্যা-বলে বিবেক জন্মে, বিবেকবলে বৈরাগ্য জন্মে এবং বৈরাগ্যবলে চিত্তের স্বচ্ছতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন সংসার হেয় ও মোক্ষই উপাদেয়, এইপ্রকার বিচার প্রাদুর্ভূত হইলে, চিত্তবিকাশিনী সপ্তবিধ যোগভূমি আবির্ভূত হইয়া, পরমপুরুষার্থ সাধন করে।

ঊনত্রিংশাধিকশততম সর্গ (যোগভূমিনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অজ্ঞানভূমি ও জ্ঞানভূমি, উভয়ই সপ্তপদ; কিন্তু গুণবৈচিত্র্যবশে অসংখ্যপদ হইয়া থাকে। স্বরূপা-বস্থানই মুক্তি। এই স্বরূপাবস্থানভ্রংশকে অহংত্ববেদন বা অজ্ঞতা বলে। মনন অর্থাৎ সংকল্পকল্পনাপরিহারপূর্ব্বক প্রকৃতিতে অবস্থান করার নাম স্বরূপাবস্থান। এই করিব, ঐ করিব, আমার, আমি, ইত্যাকার চিন্তাকে সংকল্প বলে। জাড্য ও নিদ্রাত্যাগ সহকারে সমস্ত কল্পনা বিসর্জ্জন করিয়া, প্রস্তরের ন্যায়, অবস্থান করাকে স্বরূপাবস্থান বলে। অহম্ভাবের শান্তি ও ভেদজ্ঞানের পর্য্যবসান হইলে, চিৎস্বরূপে প্রকাশের নাম স্বরূপাবস্থিতি।

বীজ-জাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন-জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই সাত প্রকার মোহ, জানিবে। চিতের নামরহিত পরমশুদ্ধ প্রথম চেতনকে চিত্ত ও জীবাদি বলে। এই চেতন জাগ্রৎ বীজ রূপে অবস্থিতি করে। এই জন্য ইহার নাম বীজজাগ্রৎ। বীজজাগ্রতেই জপ্তির নব অবস্থা। এই আমি, ইহা আমার, এইপ্রকার দৃঢ়প্রত্যয়ের নাম মহাজাগ্রৎ। যে জাগ্রৎ অবস্থায়

ইহা আমার এইপ্রকার জ্ঞান স্থির বা অস্থির রূপে অবস্থিতি করে, তাহার নাম জাগ্রৎস্বপ্ন। জাগ্রৎস্বপ্ন নানাপ্রকার; যথা, আকাশে দ্বিচন্দ্রদর্শন, রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিকায় রৌপ্যজ্ঞান, ইত্যাদি। আমি এইমাত্র যাহা দেখিলাম, তাহা মিথ্যা; নিদ্রান্তে যে এইপ্রকার জ্ঞান, তাহার নাম স্বপ্ন। এই স্বপ্ন জাগ্রৎদশায় যে মহাজাগ্রৎপদ প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম স্বপ্নজাগ্রৎ। এই ছয় অবস্থার পরিহার হইলে, জীবের যে ভাবিদুঃখশালিনী জড়াবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি। প্রলয়কালে দৃশ্যমাত্রেই এই সুষুপ্তিদশার সঞ্চার হয়। অনঘ! আমি তোমার নিকট এই যে সপ্তপদী অজ্ঞানভূমি কীর্ত্তন করিলাম, তুমি বিশুদ্ধবিচারসহায়ে আত্মাকে প্রবোধবিমল ও পরমাত্মনিষ্ঠ দর্শন করিলে, অনায়াসে এই অবিদ্যাভূমি অতিক্রম করিতে পারিবে।

অধুনা সপ্তপদী জ্ঞানভূমি বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ইহা অবগত হইলে, আর মোহপঙ্কে মগ্ন হইতে হইবে না। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনা, ও তুর্য্যগা, এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমি। আমি কেন মূঢ় হইয়া রহিয়াছি; সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গে অনুরক্ত হই, এইরূপ পূর্ব্ববৈরাগ্যবাসনার নাম শুভেচ্ছা। এইপ্রকার সৎশাস্ত্র ও সজ্জনসম্বন্ধ বৈরাগ্যযোগের অভ্যাস দ্বারা সদাচারে যে প্রবৃত্তি সমুত্থিত হয়, তাহার নাম বিচারণা। এইরূপ শুভেচ্ছা ও বিচারণা দ্বারা ইন্দ্রিয়প্রয়োজনসাধনে যে অনুরাগ জন্মে, তাহার নাম তনুমানসা। শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা এই তিনের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় বিষয়বিরতি উপস্থিত হইলে, শুদ্ধসত্ত্বরূপী আত্মাতে যে অবস্থিতি সংঘটিত হয়, তাহার নাম সত্ত্বাপত্তি। উল্লিখিত শুভেচ্ছাদি দশাচতুষ্টয়ের অভ্যাসযোগপ্রযুক্ত বিষয়সংসর্গপরিত্যাগের নাম অসংসক্তি। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি ও অসংসক্তি, এই পঞ্চ জ্ঞানভূমির অভ্যাস দ্বারা স্বীয় আত্মাতে অতিমাত্র প্রীতির উদ্রেক হওয়াতে, বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ পদার্থমাত্রেরই ভাবনা তিরোহিত হইয়া, একমাত্র

পরব্রহ্মবিষয়িণী যে ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহার নাম পদার্থ-ভাবনা। আর, উল্লিখিত ষড়্বিধ জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাস প্রযুক্ত ভেদজ্ঞানের অভাব হইলে, স্বভাবে যে একনিষ্ঠতা উপস্থিত হয়, তাহারই নাম তুর্য্যগা। জীবন্মুক্তেরই এই তুর্য্যগাদশা ভোগ হয়। ইহার পর তুর্য্যাতীত ব্রহ্মপদ। উহা বিদেহমুক্তিবিষয়ক। তুর্য্যগাবস্থার অধিকারী মহাত্মাগণই আত্মারাম ও মহৎপদের বাচ্য। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ আত্মাতেই বিপুল আরাম অনুভব করেন। এইজন্য, পরমসুন্দরী রমণীরা যেমন সুপ্ত পুরুষের সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ কোন জাগতিক ক্রিয়াই জীবন্মুক্তকে সুখদান করিতে পারে না।

সৌম্য! ধীমান্ জীবন্মুক্তগণই কেবল এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমি অবগত আছেন এবং প্রাপ্ত হয়েন। যাহারা পশু ও ম্লেচ্ছাদির ন্যায়, দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের ইহাতে অধিকার নাই। কিন্তু এই সমস্ত জ্ঞানদশা প্রাপ্ত হইলে, পশু বা ম্লেচ্ছ যাহাই হউক, অবশ্যই মুক্তিলাভ করে। জ্ঞানই সংসার-বন্ধনচ্ছেদনের খরধার অসি। জ্ঞান দ্বারা এই বন্ধন ছিন্ন হইলে, মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মোহ হইতে সমুত্তীর্ণ পুরুষগণ আত্মলাভপরায়ণ হইয়া, এই সপ্তপদী জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করেন। কি সম্পদ কি বিপদ, কি সুখ কি দুঃখ, সকল অবস্থাতেই যাঁহারা জয়শালী হয়েন, তাঁহারাই ধীর, তাঁহারাই উৎকৃষ্ট রাজা এবং তাঁহারাই একমাত্র বন্দনীয়। ফলতঃ, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুজয়ে সমর্থ পুরুষগণ সম্রাট বিরাট্‌কেও তৃণীকৃত ও ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

ত্রিংশাধিকশততম সর্গ (ব্রহ্ম ও সৃষ্টি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয় ও ধ্যেয় পদার্থ। অর্থাৎ, সংসারে যদি কিছু জানিবার ও ভাবিবার থাকে, তবে তাহা

একমাত্র ব্রহ্ম। পুত্র কন্যাকে স্নেহ কর, পিতা মাতাকে ভক্তি কর, ভ্রাতা ভগিনীকে প্রীতি কর এবং আত্মীয় বন্ধুকে অনুরাগ কর, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এই সকল প্রীতির ও ভক্তির পাত্র, সেই একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে এবং সেই একমাত্র ব্রহ্মেই গমন করিবে, ইহা যেন প্রতিক্ষণে, মনে থাকে। ফলতঃ, যাঁহা হইতে প্রীতি আসিয়াছে, প্রেম আসিয়াছে, যে প্রেম ও প্রীতি সংসারে পরম সুখ ও পরম সন্তোষ বিধান করে, সেই ব্রহ্ম অপেক্ষা প্রীতি ও প্রেমের বস্তু আর কি আছে? ইহা ভাবিয়া, সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সেই একমাত্র ব্রহ্মেরই শরণাপন্ন, হও। যাঁহারা ব্রহ্মের শরণাপন্ন, তাঁহারা কখনও অবসন্ন হয়েন না। ইহা ভাবিয়া, সেই একমাত্র ব্রহ্মের আশ্রয়ে অবস্থান কর। তাহা হইলে, কখনও শোক করিতে হইবেনা।

এই জগতে সত্য মিথ্যা কিছুই নাই। ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা। ইহা ভাবিয়া, সেই সত্যস্বরূপের আশ্রয়সাধনে যত্ন ও মিথ্যাস্বরূপ জগতের আশ্রয়পরিহারে অভ্যাস কর। যাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে আর মমতা কি? অদ্যই তাহা পরিত্যাগ করা উচিত; ইহাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তুমি মরিবে, অবশ্যই মরিবে। তুমি মরিলে, তোমার সম্বন্ধে এই জগৎ আর থাকিবে না। তখন ব্রহ্মই তোমার একমাত্র আশ্রয় হইবেন। তবে তুমি কি ভাবিয়া ও কি আশয়ে এই অসার সংসারে বদ্ধ হইবার জন্য যত্নপরায়ণ হইতেছ? হা কষ্ট হা ধিক্!

বলিতে কি, তুমি আমি, মহাভূত, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, কার্য্য, কারণ, ত্রিকালকলহ, স্বর্গ, মেরু এবং অন্যান্য পদার্থ, কিছুই কিছু নহে বা নাই। একমাত্রই ব্রহ্মই কেবল আছেন, থাকিবেন ও ছিলেন। তিনি শান্ত ও শাশ্বতস্বরূপ; তিনি সকলের অবলম্বন; তাঁহার অবলম্বন কেহ নাই। তিনি শিব ও নিরাময়স্বরূপ।

তাঁহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই এবং ধ্বংস বা ক্ষয় নাই। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি শূন্য হইতেও শূন্য ও সুখ হইতেও সুখ এবং মঙ্গল হইতেও মঙ্গল ও সকল কল্যাণের আধার।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার প্রসাদে আমার ব্রহ্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইল। এক্ষণে সর্গস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া, আমারে অনুগৃহীত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ব্রহ্মই সত্য, সর্গ বা সৃষ্টি নামমাত্র। সাগরে সলিলের ন্যায়, একমাত্র ব্রহ্মেই সর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই অগ্নি, ইত্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থ সকল যে প্রকাশিত হইতেছে, সেই ব্রহ্মই তাহার কারণ। ইহাদের স্বভাব-সিদ্ধ প্রভা নাই; অথবা জড়স্বভাব প্রযুক্ত ইহারা এক বারেই প্রভাহীন। সেই ব্রহ্মের প্রকাশেই ইহাদের প্রকাশ। তিনিই চন্দ্রসূর্য্য রূপে দিবারাত্র প্রকাশিত হইয়া, সকলের প্রকাশ সাধন করিতেছেন। যাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ক নহে, তাহারাই সর্গের সত্যতা বা স্বয়ং প্রকাশতা অনুভব করে। বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে, আর এপ্রকার বোধ হয় না। জ্ঞানবিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার সহায়ে স্থির করিয়াছেন, সৃষ্টি নামমাত্র। কেন-না, ইহার নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। যাহারা অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন, তাহারা ইহাকে নানাপ্রকার বোধ করে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার নানাত্ব স্বীকার করেন না, ইহাকে একমাত্রস্বরূপ বলিয়া থাকেন। এই জগতের আরম্ভ নাই, বিনাশ নাই, অন্ত নাই এবং কোন প্রকার অসম্পূর্ণতাও নাই।

বৎস! সৃষ্টির মূলে অবিদ্যা সন্নিহিত আছে। সেইজন্য, সৃষ্টমাত্রেই অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। এই অবিদ্যা জর্জ্জর লতাস্বরূপ। বিচাররূপ হুতাশনে সমূলে দগ্ধ না হইলে, বিবিধ সুখদুঃখরূপ ফলকুসুম প্রসব করে।

একত্রিংশাধিকশততম সর্গ (অবিদ্যা)।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনি পুনরায় অবিদ্যাস্বরূপ কীর্ত্তন করুন। দেখুন, এক বিষয় বারংবার উপদেশ না করিলে, কোন মতেই অভ্যস্ত হয় না। বিশেষতঃ, যাহা সহজে বোধ করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তাদৃশ গুরুতর বিষয় সকল পুনঃ পুনঃ উপদেশ ও অভ্যাস করিতে হয়। যে গুরু ইহা না জানেন, তিনি কোন মতেই স্বকীয়মর্য্যাদারক্ষণে সক্ষম নহেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অবিদ্যাস্বরূপ অনায়াসেই অনুভব করা যাইতে পারে। উহা রাত্রিকালীন তিমিরের ন্যায়, ঘোরান্বিত। পণ্ডিতেরা কাম, ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি অজ্ঞানগণকে অবিদ্যার স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী ও মদ্য এই দুইটি অবিদ্যার প্রধান লক্ষণ।

যাহা বাস্তবিক নাই বা কিছুই নহে, অথচ বস্তুরূপে ও বিদ্যমানরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা নিশাচরীর ন্যায়, অজ্ঞানরূপ তামসী নিশায় বিচরণ করে এবং তদবস্থায় যাহাকে পায়, তাহাকেই গ্রাস করিয়া থাকে। মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই অবিদ্যা কখন পুত্ররূপে, কখন কন্যারূপে, কখন পিতা ও মাতারূপে এবং কখন বা ভ্রাতা ও ভগিনীরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মানুষকে নানাদিকে নানাপ্রকারে বিপন্ন করিয়া থাকে। কখন ধনরূপে, সম্পদ রূপে ও বিবিধ বিভববিস্তাররূপে প্রলোভিত ও প্রণোদিত করিয়া, বিবিধ অতর্কিতপূর্ব্ব বিপৎপাত সংঘটিত করে। ইহার এমনই মোহিনী মায়া যে, লোকে সহসা ইহাকে সাক্ষাৎ অহিত ও অনর্থ বলিয়া, বুঝিতে পারে না। বলিতে কি কেহ বুঝাইয়া দিলেও বুঝে না।

এই অবিদ্যা হইতেই বিবিধ আপদ বিপদের, বিবিধ বিষাদ সন্তাপের, বিবিধ রোগ শোকের, বিবিধ মোহ ব্যামোহের এবং বিবিধ শঙ্কা সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। সংসারে যে সময়ে সময়ে

পিতাপুত্রেও বিরোধ উপস্থিত হয়, এই অবিদ্যাই তাহার কারণ।

অবিদ্যাবলে মতিচ্ছন্ন সংঘটিত হয়। যাহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহার আর ভদ্রস্থতা কি? সুখ কি? স্বস্তি কি? পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিগণ স্বভাবতঃ ছন্নমতি। যেহেতু, তাহারা অবিদ্যা-প্রকৃতি। এইজন্য কোন কালেই তাহাদের উদ্ধার নাই। যে গো, সে চিরকালই গো আছে এবং চিরকালই সেইরূপে ঘাস জল ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার অধিক তাহাদের আর উন্নতি নাই। অন্যান্য জন্তু সম্বন্ধেও এই রূপ। পণ্ডিতেরা অবিদ্যাকে তামসী প্রকৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করেন। এই তামসী প্রকৃতির স্বভাব আত্মাকে আচ্ছন্ন ও আবৃত করা। এবিষয়ে রাজা প্রজা বা পশুপক্ষ্যাদি প্রভেদ নাই। সুর নর, যে কেন হউক না, অবিদ্যাবশে সকলকেই আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইতে হয়। গর্ত্তাদি গহন দুর্গম স্থান সকল যেমন সর্পাদি ক্রূর জন্তুগণের আশ্রয়, স্বভাবতঃ অজ্ঞানী অন্তঃকরণ তেমনি অবিদ্যার নিবাসক্ষেত্র। যেখানে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অতিমাত্র সেবা, যেখানে স্ত্রী পুত্রাদি অসার পার্থিব বস্তুতে অতিমাত্র আসক্তি ও অনুরাগ, যেখানে পরলোক ত্যাগ করিয়া ইহলোকের অতিমাত্র চর্চ্চা, যেখানে শালগ্রামকে পরিহার করিয়া, সামান্য কন্দুকের অতিমাত্র পূজা, যেখানে চুত ও চম্পকাদি বৃক্ষকে ছেদন করিয়া, শাকোটকের অতিমাত্র রক্ষা, সেখানেই অবিদ্যার বাস ও আশ্রয়, জানিবে। যেখানে কাচ ও কাঞ্চনের প্রভেদ নাই, বালু ও শর্করার তারতম্য নাই, হস্তী ও গর্দ্দভের ইতরবিশেষ নাই, মূর্খ ও পণ্ডিতের পার্থক্য নাই, সেইখানেই অবিদ্যার বাস ও আশ্রয়, জানিবে।

তুমি অবিদ্যাবলে জন্মিয়াছ, আবার, অবিদ্যাবলে মরিবে। এই রূপে জন্ম মৃত্যু উভয়ই অবিদ্যার প্রসব। যাহার অবিদ্যা নাই, তাহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। সে ব্যক্তি অজর, অমর, অশোক ও অভয় স্বরূপে লীন হয়। তাহারে আর কোন কালেই যাতায়াত করিতে হয় না। অবিদ্যার অভাবই মুক্তি ও সদ্ভাবই

বন্ধন; তোমার শৃঙ্খল নাই, কারা নাই, তথাপি তুমি বন্দী হইয়া আছ। অবিদ্যাই ঐরূপ বন্ধনের হেতু।

অবিদ্যা স্বয়ং নিগড় পাশ রূপে লোকদিগকে বদ্ধ করে। এবং ব্যাধের বাগুরারূপে আপনা আপনি বিস্তৃত হইয়া, মানবদিগকে মুগ্ধ হরিণরূপে বন্ধন করিয়া থাকে। জ্ঞানরূপ অসি ব্যতিরেকে এই সুদুর্ভেদ্য বাগুরা ছেদন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কৌমুদীর উদয়ে যেমন তিমিরসন্ততি তিরোহিত হয়, বিদ্যার উদয়ে তেমন অবিদ্যার অন্তর্দ্ধান হয়।

সৌম্য! তুমি আমি এই আহার করিতেছি, বিহার করিতেছি, শয়ন করিতেছি, উপবেশন করিতেছি, প্রতিদিনই এইরূপ করিয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছি; রাত্রির পর দিন ও দিনের পর রাত্রি আসিতেছে ও যাইতেছে, বাল্যের পর যৌবন ও যৌবনের পর বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্ধক্যের পর পারলৌকিক ভাব, এ সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য।

হায়, কি কষ্ট! মানুষ প্রতিদিন কত কি কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, আহার সংগ্রহ করে। সে যখনই ঐরূপ আহার সংগ্রহ করে, তখনই ঐরূপ কষ্ট ও লাঞ্ছনাযোগ ভোগ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি তাহার নিবৃত্তি নাই, ইহার কারণ কি, অবিদ্যা। এই অবিদ্যাবলে মানুষের ঘৃণা লজ্জা এক বারেই দূর হয় এবং দয়া মমতাও পরিহৃত হইয়া থাকে। দেখ, এক ব্যক্তি যেমন নির্লজ্জ ও নির্ঘৃণ হইয়া, অপরের দ্বারস্থ হয়, সে ব্যক্তি তেমন নির্দ্দয় ও নির্ম্মম হইয়া, তাহাকে দূর করিয়া দেয়। ভিক্ষুক বাস্তবিকই অতিদীনবেশে দাতার দ্বারদেশে গললগ্নীকৃত বাসে দণ্ডায়মান; তাহার উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, হৃদয়ে লজ্জা নাই, অন্তরে ঘৃণা নাই; সেইজন্য সে সামান্য অন্নের জন্যও দ্বারস্থ। কিন্তু দাতা খড়্গহস্ত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। উভয় স্থলেই অবিদ্যার প্রভাব ও শাসন, জানিবে।

অবিদ্যা হইতে মায়ার উদ্ভব হইয়াছে। এই মায়াস্বরূপ পূর্ব্বেই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। বিবিধ ঐন্দ্রজালিক অবাস্তব ঘটনাও এই অবিদ্যার কার্য্য। এই অবিদ্যাবলে [illegible] থাকে, জীবনকেও মৃত্যু বলিয়া [illegible] ভয়স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সম্পদকেও [illegible]কে।

[illegible]মাত্র ব্রহ্মই ঈশ্বর ও প্রভু এবং গুরুপদবাচ্য। তাঁহারই পূজা করা, দাসত্ব করা এবং বন্দনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু লোকে তাহা বিবেচনা না করিয়া, মানুষ প্রভু ও মানুষ ঈশ্বরের দ্বারস্থ ও সেবাপর হইয়া থাকে। অবিদ্যাই ইহার একমাত্র হেতু। মানুষ এই বিদ্যাবলে এরূপ নিস্তেজ, নিঃসার ও নিঃসত্ত্ব হয় যে, সামান্য ক্ষুধার বেগও সহ্য করিতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানশূন্য ও যার তার দ্বারস্থ হইয়া, দাসত্ব করিতে প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে তাহার সমুদায় জ্ঞানচৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া থাকে। নতুবা, মানুস হইয়া, মানুষের দাসত্ব করা কখনও জ্ঞানের বা বিদ্যার কায্য হইতে পারে না। সৌম্য! আমি তোমায় বারংবার বলিয়াছি, অবিদ্যা অপেক্ষা বন্ধন নাই এবং অবিদ্যা অপেক্ষা ব্যাঘাত নাই। তুমি স্বতঃ পরতঃ এই অবিদ্যাত্যাগে কৃতযত্ন হও। তাহা হইলে, সুখী ও সচ্ছন্দ হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা অবিদ্যাপাশ ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারপার গমন করিয়াছেন, নিশ্চয় জানিবে। যাঁহারা অবিদ্যা জয় করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বজয়ী হইয়াছেন। যুদ্ধ জয় করিলেই, শূর হয় না, অবিদ্যাজয়ীই প্রকৃত শূর-বীর। ফলতঃ যাহা দুঃখ, তাহাই অবিদ্যা এবং যাহা সুখ, তাহাই বিদ্যা। ইহাই বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রকৃত বা বিশিষ্ট লক্ষণ।

সৌম্য! এই অবিদ্যা হইতে মহাভ্রম সমুৎপন্ন হয়। এই ভ্রম সহসা নিরাকৃত করা সাধ্য নহে। এই ভ্রমবলেই সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ বলিয়া মনে হয় এবং যাহা ভাল তাহা মন্দ এবং

যাহা মন্দ তাহা ভাল হইয়া থাকে। অয়ি রঘুকুলোদ্বহ! এই রূপে অবিদ্যার অসাধ্য বা অসম্ভাব্য কিছুই নাই। এই অহং-ভাবময়ী অবিদ্যার উদয়মাত্রেই অনন্ত ভ্রম আবির্ভূত হইয়া থাকে। তখন আলোকেও অন্ধকারদর্শন হয় এবং দিবসেও রাত্রিবৎ দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া থাকে।

এই অবিদ্যাবলে লোকে স্ত্রীকে সাক্ষাৎ স্বর্গাপবর্গের দ্বার বলিয়া চিন্তা করে এবং কেহ কেহ বাস্তবিক তাহাই দেখিয়া থাকে। স্ত্রী মূর্ত্তিমান্ বিষ ও সাক্ষাৎ নরক এবং মুক্তির প্রবল অন্তরায়। অবিদ্যাই কেবল তাহার উপাদেয়তা ও অনুত্তমতা বিধান ও প্রদর্শন করে। স্ত্রীশরীরে সার যদিও কিছুই নাই; কিন্তু অবিদ্যা উহার অত্যুৎকর্ষ প্রদর্শন করে। যে স্ত্রীশরীর অবশ্যই একদিন শ্মশানে লুণ্ঠিত হইবে এবং অবশ্যই ক্রমিকীটে পরিণত হইবে, কোন মতেই ইহার অন্যথা নাই; অবিদ্যা কেবল সেই অসার স্ত্রীশরীরে সারাংশ দর্শন করিয়া, মোহিত হয়। হা কষ্ট, মানুষ কি অন্ধ! সে ইহার কিছুই জানে না বা বুঝে না; সেইজন্য তাহার দুঃখেরও শেষ হয় না।

হে রঘুনন্দন! বালুকাতে তৈলাদির ন্যায়, এই অবিদ্যা ভ্রান্তি বস্তুতঃ কিছুই নহে। আত্মতত্ত্বের সহিত এই অবিদ্যার সম্বন্ধ নাই। অথবা, পরস্পর বিরোধী বস্তুর সম্বন্ধসম্ভাবনা কোথায়? আলোক ও অন্ধকার কখনও একত্র থাকিতে পারে না এবং বিষ ও অমৃতেও মিলন হয় না। অবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারস্বরূপ! এই কারণে, যেখানে আত্মতত্ত্ব, সেখানে অবিদ্যা থাকিতে পারে না।

সৌম্য! তুমি চিত্তকে দূর কর, অবিদ্যা তৎক্ষণাৎ দূর হইবে এবং অবিদ্যা দূর হইলে, ভ্রান্তিজাল নিরাকৃত ও তজ্জনিত দুঃখসন্ততিরও পরিহার হইবে। চিত্তকে দেখা যায় না এবং চিত্ত যাহা করে, তাহাও কিছুই নহে; এইপ্রকার বিবেচনা করিলেই তুমি চিত্তকে অতিক্রম করিতে পারিবে। বলিতে কি, চিত্তকে

দূরে পরিহার করিলেই, তোমার শান্তিলাভ হইবে। এই চিত্ত অসৎস্বরূপ। যাহারা সত্যজ্ঞানে ইহার অনুসরণ করে, তাহাদিগকে ধিক্! অতএব তুমি যুক্তিসহায়ে মনকে ত্যাগ ও ভবভাবনা পরিহার পুরঃসর মুক্ত ও সেই পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হও; যে পদের কোন কালেই ক্ষয় নাই, হ্রাস নাই, ধ্বংস নাই এবং বিনাশ নাই। সকল বস্তুই প্রলয়ে লীন হয়। একমাত্র পরমপদই বিরাজমান থাকে। অথবা, এই পরমপদে সকলের লয় বা সংহারকেই প্রলয় বলে।

দ্বাত্রিংশাধিকশততম সর্গ (স্বরূপনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! জন্মিবামাত্রই লোকের বুদ্ধি বিকসিত হয় না; সৎসংসর্গের সহায়তায় বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। অবিদ্যা প্রবলপ্রবাহশালিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় সংসারক্ষেত্রে অনাহত ধাবমান হইতেছে। অধ্যাত্মশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ রূপ নৌকা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই উহা পার হওয়া যায় না। বিবেকবলে হেয়োপাদেয়বিচার সমুদিত হইলেই, লোকের শুভলাভকামনার সঞ্চার হয় এবং বিবেকজনিত বিচারসহায়ে সমীচীনজ্ঞানলাভ হইলে, বাসনাসমূহ বিগলিত হইয়া থাকে। বাসনা বিগলিত হইলে, সংসারভাবনার ক্ষয় হয়। সংসারভাবনার ক্ষয় হইলে, তনুমানসানাম্নী বিবেকভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগবলে সম্যগ্ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, সত্ত্বাপত্তিনামক যোগভূমি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই সত্ত্বাপত্তির সমুদয়ে বাসনা সকলের ক্ষয় হইলে, লোকে যখন অসংসক্তিনামক জ্ঞানভূমিতে সমাগত হয়, তখন আর কর্ম্মফল তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না।

যোগবলে মন ক্ষীণ হইলে, লোকে বিবেকভূমিতে অধিরোহণপূর্ব্বক বাহ্যভাবনা ত্যাগ করিয়া, প্রথমে তুর্য্যাত্মা নামে অভিহিত, পরে জীবন্মুক্ত নামে পরিগণিত হয়। এইরূপ জীবন্মুক্ত দশার

সঞ্চার হইলে, লাভালাভজনিত সুখ দুঃখ আর অভিভূত করিতে পারে না। অথবা, জীবন্মুক্তের সাংসারিক কোন বস্তুতেই স্পৃহা থাকে না। তিনি একমাত্র অভয়, অশোক ও অপাপবিদ্ধ সেই পরম পদেরই অভিলাষী হয়েন এবং তাহারই অনুসরণ করেন। দেখ, সংসারে ধন অপেক্ষা অভীষ্ট বস্তু আর নাই। লোকে উহা প্রাপ্ত হইলে, আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে। যে ব্যক্তি না পায়, তাহার জন্ম যেন বিফল হইয়া থাকে। কিন্তু এই ধন কোথা হইতে আসিয়াছে; ইহা একবার ভাবিয়া দেখ। জীবন্মুক্তেরা এইপ্রকার ভাবনা করেন এবং যাঁহা হইতে ধন আসিয়াছে, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করেন। ফলতঃ, ধন যদি সুখের হয়, যিনি সেই ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই ধন অপেক্ষা অধিক সুখের আধার। তাঁহারে প্রাপ্ত হইলে, ধনলাভ অপেক্ষা যে অধিক সুখের সঞ্চয় হইবে, তাহা কি আর, বলিতে হয়? সৌম্য! জীবন্মুক্ত পুরুষগণ এইপ্রকার বিচার করিয়াই, সেই ধনদাতা ধনেশ্বরের শরণাগত হয়েন। মূল প্রাপ্ত হইলে, কে আর শাখাদির আশ্রয় করে?

রাম! তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হও। তাহা না হইলে, কোন বিষয়েই তোমার বাসনার ক্ষয় হইবে না। তুমি সমাধি বা লোকব্যবহার যাহাই আশ্রয় কর, নিরাময় হইয়া হর্ষশোক ত্যাগ করিবে। তোমার আত্মা যদি স্বয়ংপ্রভ ও নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে, আর তোমার জন্ম মৃত্যু বা সুখ দুঃখ সংঘটিত হইবে না। তোমার আত্মা অদ্বিতীয়; ইহার কেহ বন্ধু নাই। একমাত্র ব্রহ্মই ইহার আত্মীয়। তবে তুমি কোন্ বন্ধুর জন্য কিনিমিত্ত শোক করিতেছ? তোমার শোকের হেতুই বা কি? এই সমস্ত লোক তোমার কে এবং তুমিই বা ইহাদের কে? তুমি সর্ব্বথা অশোকপদলাভের চেষ্টা কর। তাহা হইলে, আর তোমাকে শোক করিতে হইবে না। তুমি অবিনাশী, অতএব আপনাকে বিনশ্বর ভাবিয়া, শোক করিতেছ কেন? দেখ, ঘট ভগ্ন হইলে

যেরূপ ঘটাকাশ বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না ফলতঃ, আত্মা অদ্বিতীয়; তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। একমাত্র তাঁহারই বাঞ্ছা কর। সংসারবাসনা ত্যাগ কর। আত্মাই একমাত্র দৃশ্য, স্পৃশ্য ও জিজ্ঞাস্য; তদ্ব্যতীত দৃশ্য, স্পৃশ্য ও জিজ্ঞাস্য দ্বিতীয় নাই। তাঁহাকে দেখিলেই, সকল দেখা হয় এবং তাঁহাকে জানিলেই, সকল জানা হয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানে, সে কিছুই জানে না। সে অন্ধকারে আসিয়াছে, অন্ধকারেই গমন করে। অন্ধকূপসংস্থিত অন্ধ ভেকের ন্যায় তাহার জীবন অতিমাত্র শোচনীয় ও যার পর নাই ঘোরায়িত। সৌম্য! তুমি সেই অবিনাশী আত্মাকেই অবগত হও। আত্মা ভিন্ন আর আত্মীয় কে আছে যে, তাহাকে জানিয়া, তাহার শরণাপন্ন ও সুখী হইবে। সাংসারিক আত্মীয়তা নামমাত্র ও দুঃখমাত্র। অনেক সময় পরম আত্মীয়ও পরম অনাত্মীয় হইয়া থাকে, ইহা তোমাকে বলা বাহুল্য।

রঘূদ্বহ! বাসনার ক্ষয় হইলেই, মনের শান্তি হয়। মনের শান্তিতে মায়ার বিনাশ হইয়া থাকে। এই মায়াই বিবিধ ক্রিয়াশক্তির আধার ও জননী। অতএব তুমি বাসনাকে সমূলে বিনাশ কর। আশু বিনাশ না করিলে, পরম বিপদাপত্তির সম্ভাবনা। যাবৎ এই বাসনার স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হয়, তাবৎ বিবিধ মোহ সমুদিত হইয়া, মনকে বিচলিত করে। কিন্তু সম্যগ্বিধানে বাসনার স্বরূপ বিদিত হইলে, অনন্ত সুখ সমুৎপন্ন ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়। তখন আর পার্থিব বস্তুতে মন ধাবমান হয় না। তখন স্বর্গের পর স্বর্গ কামনা করিয়া, হৃদয়ের আবেগনিবৃত্তি করিবার চেষ্টা স্বতঃই সমুদ্ভূত হয়।

ব্রহ্মকে সর্ব্বভূতের আত্মা বলে। তিনি শিবস্বরূপ, শান্তস্বরূপ, অপ্রমেয় ও অনাময়। তাঁহাকে জানিলে, সমস্ত জগৎ জানা যায়। অতএব তিনিই জগতে একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমি তাঁহাকেই জানিবার চেষ্টা কর। বৃথা কেন সংসারভ্রমে পতিত হইয়া,

অন্ধকূপবিলুণ্ঠিতের ন্যায় অবসন্ন হইতেছ? ঐ তোমার সম্মুখে পরম বস্তু বিরাজমান হইতেছে। তুমি তাঁহাকে না দেখিয়া, বৃথা অসার বিষয় সকল অন্বেষণ করিয়া, আত্মাকে অবসন্ন ও অধঃপাতিত করিতেছ।

তোমার দেহ নাই, চিৎই তোমার আকৃতি। অতএব তোমার লজ্জা কি, ভয় কি, বিষাদ কি ও অবসাদ কি? তোমার শোক মোহেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? তোমার দেহ নাই; তথাপি তুমি দুর্বুদ্ধি মূর্খের ন্যায়, অসৎ-দেহসমুত্থিত অসৎ লজ্জাদিতে অভিভূত হইতেছ, ইহার কারণ কি? তুমি যে এই বিচিত্র দুঃখপরম্পরা দর্শন করিতেছ, এ সমস্ত এই স্থূলদেহের, আত্মার নহে।

সৌম্য! পদ্ম মুদিত হইলে মধুকর যেমন আকাশে গমন করে, দেহ বিনষ্ট হইলে, জীব তেমন আপনার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পরমাত্মাতে সমাগত হয়। আর, সেই জীব যদি মিথ্যা হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? অতএব তুমি কিনিমিত্ত অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি নিত্য অনঘাকৃতি পরমাত্মার ভাবনা কর। তাহাতে তোমার চরমতৃপ্তি উপস্থিত হইবে। তখন আর তোমাকে লাভালাভজন্য হর্ষবিষাদে অভিভূত হইতে হইবে না। কেননা, তখন তোমার ইচ্ছা ও বাসনা এক বারেই বিগলিত ও বিদূরিত হইবে। যাহার বাসনা ও ইচ্ছা নাই, তাহার আবার সুখদুঃখ কি? অতএব তুমি আত্মারই ভাবনা কর। এই মোহময় দেহের ভাবনা করিও না। এই জগজ্জাল, মণিতে রশ্মির ন্যায়, সূর্য্যে কিরণের ন্যায়, সেই সাক্ষীস্বরূপ চিদাত্মায় স্বয়ং দৃষ্ট ও প্রতিবিম্বিত হইতেছে। প্রথমে পরমাত্মতত্ত্ব হইতে মন সমুদিত হয়; পরে মন হইতে জগৎ বিস্তৃত হয়। কিন্তু সংকল্পের ক্ষয় হইলে, মনের সহিত এই সংসারমোহমিহিকা বিগলিত হইয়া যায়। তখন একমাত্র পরমাত্মাই প্রকাশমান হন। তিনি আদ্যন্ত-মধ্য-রহিত, চিন্মাত্রস্বরূপ ও সর্ব্বথা ক্ষয়োদয়-বিবর্জ্জিত।

তুমি তাঁহাকেই অবগত হও। আর তোমার ভাবনা বা শোক থাকিবে না।

উৎপত্তি প্রকরণ সম্পূর্ণ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

স্থিতি প্রকরণ।

প্রথম সর্গ (ব্রহ্মনিরাকরণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তোমার নিকট এই উৎপত্তিপ্রকরণ কীর্ত্তিত হইল। অধুনা, পরমনির্ব্বাণজনক স্থিতিপ্রকরণ কীর্ত্তন করি, অবধান কর।

রাম! এই জগতের কর্ত্তা নাই, কর্ম্ম নাই ও রূপ নাই। ইহা নিরাধারে ও বিচিত্রাকারে শূন্যভরে অবস্থিতি করিতেছে। ইহা স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায়, অনুভবমাত্র। বানরেরা যেমন গৈরিক ও গুঞ্জাদিকে বহ্নি বোধ করে, বানরাদির ন্যায় স্বল্পবুদ্ধি স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তিরাই তেমন এই জগৎকে সত্য বোধ করিয়া, বিবিধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ, এই জগতের আধার নাই, সত্তা নাই, স্থিতি নাই ও সার নাই। ইহা আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও শূন্যমাত্রস্বরূপ এবং সর্ব্বথা রসহীন, তেজোহীন ও সত্তাহীন! অধিকন্তু, ইহা জড়স্বরূপ, অন্তঃশূন্য, আপাতরম্য, উৎপত্তিবিনাশময় এবং বারি-বুদ্বুদের ন্যায়, স্থিতিমাত্র। ইহাতে বিশ্বাস করিলে, জ্ঞান নষ্ট, বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। যাহারা সংসারে বিশ্বাস করে, তাহারাই বদ্ধ হইয়া থাকে। কেহ ইহাকে জড়, কেহ শূন্যস্থ, কেহ শূন্য ও কেহ বা পরমাণুস্বরূপ বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহা কিছুই নহে। বালকের নিকট খেলনা যেমন, অজ্ঞের নিকট এই জগৎ তেমন প্রিয়, মনোহর ও প্রীতিপ্রদ।

শ্রীরাম কহিলেন, মহাপ্রলয়ে বীজে অঙ্কুরের ন্যায়, এই দৃশ্যজাল পরব্রহ্মে অবস্থিত ও পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়, ইহা কিরূপ? অজ্ঞ বা প্রাজ্ঞগণ কি এইপ্রকাব মতবাদ প্রকাশ করে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহারা এইপ্রকার কহে, তাহারা বালকের ন্যায় জ্ঞানশূন্য। কেননা, যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার স্থিতি কি? সুতরাং, মিথ্যা জগৎ, মহাপ্রলয়ে বীজে অঙ্কুরবৎ অবস্থিতি করে, এইপ্রকার জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র। বীজ ও তদুৎপন্ন অঙ্কুরাদি সমুদায়ই দৃশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যিনি কোন রূপেই প্রকাশিত নহেন, যিনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাঁহার কোন কারণ নাই এবং যিনি সকলের একমাত্র আত্মা, সেই পরব্রহ্মের বীজত্ব কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? আবার বীজের অভাবে অঙ্কুরেরই বা সত্তাপত্তি কোথায়? এই বৃহৎ স্থূলরূপী ব্রহ্মাণ্ডই বা কি রূপে সেই সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম শূন্যস্বরূপ পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারে? যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার পদার্থত্ব সম্ভাবনা কোথায়? অবস্তুতেই বা বস্তুসকল কি রূপে থাকিতে পারে? যাহা কিছুই নহে, তাহা হইতেই বা কি প্রকারে কিঞ্চিৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে? ফলতঃ, রবিরশ্মিতে অন্ধকারের ন্যায়, অগ্নিতে হিমকণার ন্যায়, সেই সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মাতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান কখনই সম্ভব নহে। শূন্য হইতে পর্ব্বতাদিরও উৎপত্তি-সম্ভাবনা নাই। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিরাই কার্য্যকারণভাব কল্পনা করে। যিনি কার্য্য ও কারণ উভয়স্বরূপ, তাঁহাতে আবার জগতের অবস্থিতি কি? অতএব তিনিই জগৎ। তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র জগৎ নাই।

রাম! তুমি ইহা ভাবিয়া, জগতের মায়া ও মমতা, ফলতঃ, সমস্তই ত্যাগ করিয়া, সেই একমাত্র বোধস্বরূপ, পরমবরণীয় পরমাত্মাতেই মন, প্রাণ ও আত্মা সমর্পণ কর। তাহা হইলে, চরম শান্তি লাভ করিবে। সংসারে যতই মন দিবে, যতই প্রাণ সমর্পণ করিবে, যতই আত্মনির্ভর হইবে, ততই সন্তাপের পর

সন্তাপ ও বিষাদের পর বিষাদ অনুভব করিবে। কেননা, সংসারে রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, ব্যসন এবং ইত্যাকার বহুপ্রকার উপদ্রব অনাহত ধাবমান হইতেছে। সংসারে আসক্ত হইলে, এই সকলে আক্রান্ত হইতে হয়, ইহা সিদ্ধ বাক্য। অতএব রাম! তুমি সংসারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, পরমার্থবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃশোক ও নিঃশঙ্ক হও। সংসারবুদ্ধি অপেক্ষা বন্ধনজননী আর নাই।

ঐ দেখ, পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া; মুখের গ্রাস প্রদানপূর্ব্বক কতই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। ঐ দেখ, জননী আপনার শোণিতস্বরূপ স্তন্য দান করিয়া, সন্তানের ক্ষুৎপিপাসানিবারণপূর্ব্বক আপনার ক্ষুৎপিপাসা বর্দ্ধিত করিতেছেন। এ সমস্তই সংসারবুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু পাপ সন্তান হইতে তাঁহাদের কি হইবে, একবারও চিন্তা করেন না। অন্যান্য সকল বিষয়েও এই রূপ। ফলতঃ, সংসারের কিছুই কিছু নহে। যাহার পরিবর্ত্ত ও বিনাশ আছে, তাহার আবার বস্তুত্ব কি? অতএব তুমি সংসারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, পরমার্থবুদ্ধি অবলম্বন ও তৎসহায়ে শান্তি লাভ কর। বৃথা শোক করিও না।

দ্বিতীয় সর্গ (জগৎস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বেদবিদাংশ্রেষ্ঠ! সৃষ্টির আদিতে নিরাকার ব্রহ্মই সৃষ্টি রূপে আত্মাতে অবস্থিতি করেন। সুতরাং, জন্যজনক-ভাব কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? নিরাকারে সাকারের অবস্থানও সঙ্গত হইতে পারে না। ফলতঃ, জগৎ হয় নাই, হইবেও না। এই রূপে জগতের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলে, ইহা সেই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মনের লয় না হইলে, জগতের লয় হয় না। কেননা, মনই জগৎ রূপে বিস্তৃত হইয়াছে।

তুমি যাহা ভাবিবে, তাহাই হইবে। রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে কর, রজ্জু সর্প হইবে এবং শুক্তিকে মুক্তা বলিয়া ভাব, শুক্তি মুক্তাই হইবে। আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইহা কেবল ভাবনামাত্র, বাস্তবিক সুখ দুঃখ নাই। যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহারাই এবিষয়ে প্রমাণ। তাঁহাদিগকে দিব্য অট্টালিকায় দিব্যশয্যায় শয়ন করাও, তাহাতেও যেমন, আর অতিজীর্ণ পর্ণকুটীরে শুদ্ধ মৃত্তিকার উপরে শয়ন করিতে দাও, তাহাতেও তেমন। কিছুতেই তাঁহাদের সুখদুঃখরূপ বিকার নাই। মানুষই কেবল মনের দোষে সুখ দুঃখ ভোগ করে।

রাম! এই জগৎ কিছুই নহে; ইহা কেবল চিদাকাশের অনুভবমাত্র। ইহা আমি, ইহা আমি নহি, এইপ্রকার জ্ঞান সর্ব্বথা অলীক। এই মহাকল্লান্ত, এই কল্লান্তসংরম্ভ, এই সৃষ্টি-প্রারম্ভ, এই জন্যজনকক্রম এই কল্ল, এই দেশকালাদি, এই গত, এই উপগত, এ সমস্তই সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। যাহা আছে, যাহা ছিল এবং যাহা থাকিবে, তৎসমস্তই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম অনাবৃত, শাশ্বত, যথাস্থিত, অনন্ত, এক ও অদ্বিতীয়মাত্র। তিনিই জগৎ রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। তাঁহার মহিমার সীমা নাই। কেননা তিনিই কার্য্য এবং তিনিই কারণ। তিনি পিতারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, আত্মাকে পুত্ররূপে সৃষ্টি করেন। এইপ্রকার কার্য্যকারণভাবে এই জগতের বিস্তার হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মই জগৎ; তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র জগৎ নাই। জলের তরলতা, বায়ুতে স্পন্দন-শীলতা এবং আকাশে শূন্যতার ন্যায়, এই উদয়াস্তময় অনন্ত জগৎ সেই উদয়াস্তহীন শান্ত বিজ্ঞানরূপী অনন্ত ব্রহ্মেই বিস্তৃত ও প্রতি-ষ্ঠিত এবং তাঁহাতেই প্রস্ফুরিত হইতেছে।

সৌম্য! তুমি অবিদ্যারূপ দীর্ঘ নিদ্রাকে দূরে পরিহার ও সর্ব্বার্থকল্লনারূপ স্বপ্নভ্রম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বথা প্রবুদ্ধ ও অশেষ কল্লনারূপ অনন্ত শয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ দিব্য অলঙ্কারে আত্মাকে ভূষিত কর। দেখ, ব্রহ্মই সত্য, শাশ্বত ও

নিত্য বিরাজমান। তিনি ভিন্ন আর কি আছে বা হইয়াছে বা হইতে পারে? তিনিই সর্ব্বস্ব এবং তিনিই সর্ব্বস্বরূপ। তাঁহাকে না জানিয়া, অন্য বিষয় জানিতে যাওয়া সাক্ষাৎ বিড়ম্বনা। অতএব তুমি পদে পদে তাঁহাকে অবগত ও তাঁহারই শরণাপন্ন হও। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরেই বা হউক, এই জগৎ অবশ্যই তোমার সহিত লয় পাইবে। তবে তুমি কি ভাবিয়া ও কি আশয়ে ইহাতে বদ্ধ হইতেছ? ব্রহ্মকে চিন্তা ও আশ্রয় কর; আর শোক করিতে হইবে না।

তৃতীয় সর্গ (জগদন্ত বর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! প্রলয়ের পর্য্যবসানে যখন সৃষ্টির আরম্ভ, তখন স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়া, এই সংসার সৃষ্টি করেন। তদ্বিধায় সংসারও স্মৃত্যাত্মা।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য। কিন্তু পরমাত্মার জন্ম নাই, এইজন্য তাঁহার স্মৃতি নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে কি প্রাক্তনী স্মৃতির আবির্ভাব হয় না? উহা কি মহাপ্রলয়সংমোহবশে লয় প্রাপ্ত হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি যে সকল প্রাজ্ঞ পুরুষ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব প্রাক্তনী স্মৃতির কর্ত্তা কে, বল। কর্ত্তা যতদিন বিদ্যমান, স্মৃতিও ততদিন বিরাজমান। কর্ত্তার অভাব হইলে, স্মৃতিরও অভাব হইয়া থাকে। মহাকল্পে সকলেরই মুক্তি হয়, সুতরাং, স্মৃতির বিদ্যমানতা কি রূপে সম্ভব? এই স্মৃতিই জগৎরূপে, ভূরূপে, চিৎপ্রভারূপে ও সংবিদ্রূপে দৃশ্যমান, বিদ্যমান ও প্রভাবমান হইতেছে। দেশ, কাল, দ্রব্য, দিন ও রাত্রিসমেত সমস্ত জগৎ সেই চিদণুর অন্তরে, গুণীতে গুণের ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহা কিছুই নহে। একমাত্র অক্ষয় ব্রহ্মই

তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট প্রতিভাত হন; আর, অজ্ঞেরাই জগৎকে প্রস্ফুরিত ও প্রতিভাত অবলোকন করে। ইহাই অজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের লক্ষণ। প্রত্যেক পরমাণুতেই ঐপ্রকার আকারবান্ সহস্র সহস্রব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান হইতেছে। সূর্য্যাদির অংশুতে অসংখ্য পরমাণুর ন্যায়, সেই একমাত্র চিদণুতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড-পরমাণু সমুত্থিত ও সন্নিহিত হইয়া থাকে। যিনি এই বিশ্ব-বীজের কারণ; সেই ঈশ্বরবিজ্ঞানাত্মা জীবই চিদাকাশরূপী ব্রহ্মস্বরূপ। কেননা, যে বস্তু যাহা হইতে জন্মে, সে তাহাই। অতএব একমাত্র চিৎই বেদ্য। ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তরে এই চিত্তের স্বতঃসিদ্ধ বোধ বিরাজমান হইতেছে। কেহই ইহার অপহ্নব বা অস্বীকার করিতে পারে না।

চতুর্থ সর্গ (অজ্ঞাভিজ্ঞ বিনির্ণয়)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি পুনরায় আমার বোধবৃদ্ধির জন্য অজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের লক্ষণ কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। এইরূপ প্রশ্ন করাই বুদ্ধিমানের চিহ্ন ও বিশেষজ্ঞের লক্ষণ। যাহারা ভাল মন্দ এই উভয়ের বিশেষ বিদিত, তাহা-দিগকেই বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ কহে। অথবা, বিশেষ শব্দে ব্রহ্ম। কেননা, বস্তুমাত্রেই তাঁহাতে বিশিষ্ট রূপে সংহৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাই বিশেষজ্ঞ। যাহারা না জানে, তাহারাই অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ অথবা অবিশেষজ্ঞ। সংসারে কিছুই থাকিবে না। তুমি আমি সকলেরই লয় হইবে। এই আকাশের সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারাও এক দিন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। যাহাকে ভালবাসি বা ভালবাস, সে সকলেরই ধ্বংস হইবে। পতিপত্নী, যুবকযুবতী, ভ্রাতাভগিনী, পুত্রকন্যা, পিতা-মাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব, স্বজনপরিজন, কেহই থাকিবে না;

অনন্তশক্তি কালের অনন্ত ও অসীম বেগে কে কোথায় যাইবে। আকাশ পাতাল হইবে, পাতাল আকাশ হইবে; সাগর নগর হইবে; নগর সাগর হইবে; বন উপবন ও উপবন বন হইবে; মহামরু মহাজনপদ ও মহাজনপদ মহামরু হইবে; ঊষর উর্ব্বর ও উর্ব্বর ঊষর হইবে; বিষ অমৃত ও অমৃত বিষ হইবে; গুণ অগুণ ও অগুণ গুণ হইবে; এই রূপে যাহা ভাল, তাহা মন্দ হইবে এবং যাহা মন্দ, তাহা ভাল হইবে; যাহারা এই সকল পারিবর্ত্তিক ঘটনা অবগত হইয়া, পরমার্থরূপ প্রশস্ত পথের পথিক হইতে অভিলাষী, তাহারাই বিশেষজ্ঞ। যাহারা এই সকল অবগত নহে এবং অবগত হইয়াও যাহারা অনবগতের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাই অনভিজ্ঞ বা অবিশেষজ্ঞ।

বাল্যের পর যৌবন এবং যৌবনের পর বার্দ্ধক্য সমাগত হইতেছে; মৃত্যু গৃহে গৃহে, দ্বারে দ্বারে ও অঙ্গনে অঙ্গনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, আয়ু বায়ুবিঘট্টিত ঘনমণ্ডলীর ন্যায় বিগলিত হইতেছে; যাহা আশা করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয় না; যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা আবার মনোমত হয় না; যাহা ভাবা যায়, তাহার বিপরীত হইয়া থাকে; এই আছে এই নাই, সকলেরই প্রায় এই-প্রকার ভাব, যাহাকে আজি দেখি, তাহাকে কালি দেখিতে পাই না; এইরূপে এই সংসার ক্ষণে ক্ষণে বিনষ্ট ও বিভ্রষ্ট হইয়া থাকে; যাহারা ইহা অবগত এবং তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ সাবধান হইয়া, সংসারপরিত্যাগে যত্নবান্, তাহারই বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ। তদিতর ব্যক্তিবর্গ অনভিজ্ঞ।

সৌম্য! শরীর এখন যেমন বলবান্, রূপবান্, সৌন্দর্য্যবান্, কান্তিমান্ ও তেজস্বান্, চিরকাল এরূপ থাকিবে না। কালবশে উত্থানশক্তি রহিত হইবে; যষ্টিমাত্র সার হইবে; হস্তপদ অবশ হইবে; পুনরায় যেন বাল্যকাল উপস্থিত হইবে; এই তেজ, এই বীর্য্য, এই দম্ভ, কিছুই থাকিবে না; এই রূপ, এই সৌন্দর্য্য, এই কান্তি সকলই বিগলিত হইবে। এইরূপে বিধাতৃবিহিত দুরত্যয়,

দুরপনেয়, দুর্নিবার্য্য, দুরভিভাব্য, দুরন্ত নিয়তি সমস্ত সংসারকে আপনার আয়ত্ত করিয়া, সবল দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র মহান্ সকলকেই সমান ভাবে ও সমান বিক্রমে শাসন করিতেছে, এই শাসন লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্য নহে। যাহারা ইহা অবগত এবং তজ্জন্য সতত অবহিত ও প্রযত হইয়া, কালজয়ে কৃতযত্ন, তাহারাই বিশেষজ্ঞ; তদিতর পুরুষনিকর অনভিজ্ঞ।

অনঘ! যাহারা তোমার ন্যায়, সংসাররূপ অবস্তু পরিহার করিয়া, পরমার্থরূপ প্রকৃত বস্তুলাভে যত্নবান্, তাহারাই বিশেষজ্ঞ এবং যাহারা সংসারকেই সার ভাবিয়া, কায়মনে তাহার প্রতি গাঢ় আগ্রহ প্রয়োগ করে, তাহাদিগকে অবিশেষজ্ঞ বলিয়া থাকে। ঐরূপ অবিশেষজ্ঞ পুরুষেরা অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীকেই সাক্ষাৎ স্বর্গ বা অপবর্গ মনে করে এবং স্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেই, বিশ্বসংসারকে তুষ্ট বলিয়া ভাবে। তাহাদের মতে শিশ্নোদরতৃপ্তিই চরম তৃপ্তি। হা কষ্ট! পশুগণের সহিত তাহাদের বিশেষ কি?

সৌম্য! আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে এই অজ্ঞাভিজ্ঞের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শুনিলে, লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও অজ্ঞাননিবৃত্তি রূপ পরমাভীষ্টসিদ্ধি হয়। অতএব তুমি ইহা অবগত হইয়া, সর্ব্বথা অভিজ্ঞতালাভের চেষ্টা কর। তাহা হইলেই প্রকৃত বিধানে সুখী হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। বলিতে কি, অভিজ্ঞতাই সুখ এবং অনভিজ্ঞতাই দুঃখ। শাস্ত্রকারেরা ভূয়োভূয়ঃ আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অনভিজ্ঞ, ধন থাকিলেও সে দরিদ্র এবং সুখ থাকিলেও সে দুঃখী।

অনভিজ্ঞতা ও অন্ধকার, একই পদার্থ। অন্ধকারে যেমন ভাল মন্দ দেখা যায় না, অনভিজ্ঞেরও তেমনি ভাল মন্দ দৃষ্টি নাই। সে কূপমণ্ডূকের ন্যায়, সর্ব্বথা শোচনীয় জীবন বহন করে। তাহার ভাগ্যে কখনও পরমার্থরূপ আলোকদৃষ্টি ও তজ্জন্য নির্ব্বাণ-সুখ প্রাপ্তি সংঘটিত হয় না। সে চিরকালই ঘোরায়িত নিবিড় দশা ভোগ করে। হায়, কি কষ্ট! জ্ঞানবিজ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট মানুষ

হইয়া, যাহারা পশুর ন্যায়, কিছুই জানে না বা বুঝে না, তাহাদের অপেক্ষা বিড়ম্বিত ও ধিক্কৃতজীবন অন্যবিধ প্রাণী আছে কি না, সন্দেহ। তাহারা স্বীয় বংশের অঙ্গার, পৃথিবীর মূর্ত্তিমান্ ভার এবং সাক্ষাৎ নরকের ও পাপের অবতার। তাহাদের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যও দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। আশা করি ও প্রার্থনা করি, তুমি যেন অনভিজ্ঞ হইও না ও অনভিজ্ঞের সহবাসে বাস করিও না। তোমার জীবন যেন জ্ঞানরূপ শান্তিময়, শীতল, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত ও পুলকিত হয়। তোমার আত্মাও যেন বিশেষজ্ঞতারূপ অমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়। অথবা সংসারের কেহই যেন অনভিজ্ঞ না থাকে। ভগবৎপ্রসাদে সকলেরই যেন জ্ঞানবলে তৎসাদৃশ্য বা তৎসারূপ্য লাভ হয়। কেননা, জ্ঞানই ব্রহ্ম, জ্ঞানই শান্তি, জ্ঞানই স্বস্তি ও জ্ঞানই অনন্ত ও চরম কল্যাণ। যাহারা জ্ঞানধনে ধনী, তাহাদের কিছুরই অভাব নাই। তাহারা চিরকালই উন্নত, বর্দ্ধিত ও পরিবৃংহিত, সন্দেহ নাই।

পঞ্চম সর্গ (স্থিত্যুপায়কীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ইন্দ্রিয়গণের সংযমরূপ সেতু দ্বারাই ভবরূপ সাগর পার হওয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা কখনও ওরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ এই দ্বিবিধ উপায়ে বিবেক লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই দৃশ্যজাল, বন্ধ্যার পুত্রবৎ একান্ত অলীক ও অসম্ভব। তিনি বিবেকবলে একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই অবলোকন করেন; জগৎকে বা জগদন্তর্গত কোন পদার্থকেই নহে। তাহাতেই তাঁহার স্থিতি বা শান্তি বিহিত হয়। এই সংসারপরম্পরা যে রূপে আসিয়াছে ও যেরূপে যাইয়া থাকে, তোমার নিকট তাহা বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে আর কি বলিব।

মনই কল্মবৃক্ষের অঙ্কুর। মন্ গলিত হইলে, সংসারবৃক্ষও বিনষ্ট হয়; ইহা স্থির জানিবে এবং ইহাও অবগত হইবে যে, মনই সর্ব্বস্বরূপ। তুমি আমি, যাহা কিছু, সমস্ত মনেরই কল্পনা। মন না থাকিলে, কোন আপদই থাকে না। মনের দোষে বা মনেরই জন্য যত আপদ বিপদ সংসারে পদার্পণ করিয়াছে। এই মনের চিকিৎসা হইলেই, জগৎরূপ মহারোগের চিকিৎসা হয়। মন যে মনন করে, তাহাই ক্রিয়াসাধনের উপযুক্ত দেহ রূপে সমুৎপন্ন হয়। মন না থাকিলে, দেহ কিছুই দেখিতে পায় না। দেহ জড়, মন উহার চালক। এই হস্তপদাদি চলিতেছে, এই মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে, এই আমি দেখিতেছি, এই তুমি শুনিতেছে, এই সে ব্যক্তি করিতেছে, এ সমস্তই মনের কার্য্য। মন অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া, সহজে স্থিতি বা শান্তিলাভ হয় না।

দৃশ্য পদার্থের অত্যন্তাভাব না হইলে, মন রূপ পিশাচের প্রশান্তি হওয়া শতকল্পেও সম্ভব নহে। দৃশ্যপদার্থের ঐরূপ অত্যন্তাভাবই মনোরূপব্যাধিবিনাশের একমাত্র উৎকৃষ্ট মহৌষধ। এই মহৌষধ সংগ্রহ করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, মন হইতেই মোহ প্রাদুর্ভূত হয় এবং মনই জাত ও উপরত হইয়া থাকে। দেহ জড়, উহার জন্ম মৃত্যু নামমাত্র। তিলে তৈল, ধর্ম্মশীলে ধর্ম্ম, জলে শৈত্য ও অনলে উষ্ণতার ন্যায়, মনেই জগৎ বিদ্যমান ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। এইরূপে মনই জগৎ ও জগতই মন। মনের বিনাশে জগতের বিনাশ এবং জগতের বিনাশে মনের বিনাশ সংঘটিত হয়। মনের বিনাশ না হইলে, কিছুতেই কোন মতেই ভদ্রস্থতা নাই। তোমার ন্যায়, বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞপ্তিমান্ ব্যক্তিকে অধিক বলা বাহুল্য যে, মনই বিবিধ বিষয় বিস্তার করিযা, উর্ণনাভের ন্যায় স্বয়ং বদ্ধ হইয়া, মানুষকে বদ্ধ করিয়া থাকে। পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, ইত্যাদি সমস্তই মনের বিস্তারমাত্র। মনই সংসারে বিবিধ সম্বন্ধ বন্ধন করে, যে সকল সম্বন্ধের কোন কালেই কোনরূপ ভিত্তি নাই, মূল নাই।

শাস্ত্রকারেরা এইজন্য ঐ সকল সম্বন্ধকে আকাশকল্পনা বলিয়া, সর্ব্বদা উপহসিত ও ধিক্কৃত করেন। তুমি দশরথকে পিতা বলিতেছ এবং দশরথ তোমাকে পুত্র বলিতেছেন, ইহা মনেরই ঘটনা। দশরথ যে তোমায় স্নেহ করেন, মমতা করেন, তাহাও মনের ঘটনা। আবার, এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে, যে সময়ে তোমরা পিতা পুত্রে সামান্য বিষয়ের জন্যও পৃথক্ হইতে পার। ঐরূপ পার্থক্যও মনের ঘটনা।

এই রূপে, মনই সকল অনর্থের ও সকল সর্ব্বনাশের হেতু এবং স্থিতিভঙ্গের একমাত্র কারণ। অতএব, তুমি মনকে দূরে পরিহার কর। মনের দ্বারাই মনের বিনাশ হইয়া থাকে। দৃশ্যজাল পরিহার করিলেই, মনের বিনাশ হয়। যাহাদের মন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারাই স্থিতিমান্ ও শান্তিমান্; তাহারাই মুক্ত ও স্বাধীনতাযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ভূয়োভূয়ঃ তোমারে উপদেশ করিতেছি, তুমি মনের দ্বারা মনের বিনাশ কর। তাহা হইলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইবে! যতদিন মন, ততদিনই সংসার; জানিয়া, মনোনিবৃত্তিরূপ পরমাভীষ্টলাভে কৃতযত্ন হও।

ষষ্ঠ সর্গ (ভার্গবোপাখ্যান)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্মের অভিজ্ঞ, কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই এবং আপনার ন্যায়, তত্ত্ববিদও দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। যাহা বলিলেন, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদীকৃত করিয়া, আমার নিকট বর্ণন করুন। গুরুতর বিষয়মাত্রেই দৃষ্টান্তপ্রদর্শনসহকারে উপদেশ করা বিধেয়। কেননা, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার দুর্ব্বোধতা অপনোদিত হয়। মুগ্ধস্বভাব বালকেরা এবিষয়ে প্রমাণ। তাহারা যত দেখিয়া শিখে, উপদেশে তত নহে। অনেকের বুদ্ধি এরূপ তরল যে, তাহাতে কোনপ্রকার উপদেশ বা শিক্ষাই স্থানপ্রাপ্ত হয় না; যদিও

কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জলের লিখনবৎ তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপুরঃসর উপদেশ দিবার বিধি বিহিত হইয়াছে। ফলতঃ, দৃষ্টান্ত, সকল বিষয়কেই সহজ ও আয়ত্ত করে। যে শিক্ষায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, সেই শিক্ষাই কার্য্যকরী ও স্থায়িনী হইয়া থাকে। আপনার ন্যায়, সর্ব্বজ্ঞকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! তুমি যথার্থ বলিয়াছ। অতএব তোমার বোধসৌকর্য্যার্থ আমি এবিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ ভার্গবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিব, অবধান কর।

পূর্ব্বে মহাভাগ মহর্ষি ভৃগু মন্দরভূধরের তমালসঙ্কুল কুসুমভূষিত সানুদেশে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে, তদীয় উপযুক্ত পুত্র, পূর্ণেন্দুপ্রতিম, অপ্রতিমতেজোবিশিষ্ট, শিষ্টপ্রধান শুক্র সবিশেষ অবধান সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যাবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বালক। সেই বনমধ্যে রৌপ্যহেমবিনির্ম্মিত বেদিকার উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত কুসুমশয্যায় সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজা ত্রিশঙ্কু যেমন স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তিনিও তদ্রূপ মহাপদ প্রাপ্ত না হইয়া, বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়ের মধ্যস্থল আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তদীয় পিতৃদেব গুণনিধি ভৃগু নিরুপাধি সমাধি অবলম্বন করিলে, সেই জ্ঞানোদধি শুক্র একদা জিতশত্রু রাজার ন্যায়, অব্যগ্র হৃদয়ে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে মন্দারমাল্যভূষণধারিণী, চঞ্চললোচনশালিনী, আকাশবিহারিণী কোন অপ্সরোরমণী নারায়ণের লক্ষ্মীর ন্যায়, তাঁহার নয়নপথবর্ত্তিনী হইল। তদীয় সুন্দর অলকাবৃন্দ মৃদুমন্দ গন্ধবহের হিল্লোলভরে আন্দোলিত হইতেছে; এবং পূর্ণেন্দুবিনিন্দিত দেহপ্রভায় তদীয় গমনপ্রদেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুকুমারী অপ্সরাকে সন্দর্শন করিয়া, শশাঙ্কদর্শী

সাগরের ন্যায়, শুক্রের মন ক্ষুব্ধভাবাপন্ন হইল। তদীয় পূর্ণ সুন্দর বদনশশধর নয়নগোচর করিয়া, অপ্সরারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তৎকালে কুসুমশর অবসর বুঝিয়া, খরতর-শরনিকর-প্রহারপুরঃসর একান্ত নিপীড়িত করিলে, শুক্রেব অন্তঃকরণ হইতে ইতরবৃত্তি-সকল বিগলিত হইল। তিনি চতুর্দ্দিক তন্ময় দেখিতে লাগিলেন।

সপ্তম সর্গ (ভর্গবের মনোরাজ্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অনন্তর তিনি নিমীলিত লোচনে একতান মনে সেই অপ্সরার ধ্যানে মগ্ন হইয়া, এই প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন, আমি এই রমণীর সমভিব্যাহারে স্বর্গলোকে বিরাজমান এই পুরন্দর পুরী প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে ঐ কাঞ্চনবপু দেবগণ মনোহর-মন্দারমাল্য-ভূষণধারণপূর্ব্বক নীলোৎপল-নয়ন-শালিনী, মুগ্ধহাসবিরাজিনী, বিলাসিনী অপ্সরার সহিত বাস করিতেছেন। এই স্থানে ঐ মধুকরগণ ঐরাবতগণ্ডনিঃসৃত মদভরে সংসক্ত না হইয়া, গীর্ব্বাণগণের মধুরধ্বনিসহকৃত-সঙ্গীত-শ্রবণে একতান মনে ব্যাপৃত রহিয়াছে; ঐ সারস ও বিরিঞ্চির হংস সকল তরঙ্গিণী মন্দাকিণীর হৃদয়দেশে পদ্মপংক্তিতে বিচরণ ও সুরনায়কগণ ইহার তীরবর্ত্তী উদ্যানসমূহে বিশ্রামসুখ সেবন করিতেছেন। এই স্থানে ঐ যম, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, অনিল, অনল ও জল বিরাজ করিতেছেন। এই স্থানে সমরোপলক্ষে ঐরাবতের দন্তপ্রহারে দৈত্যেন্দ্রবল প্রোথিত হইয়াছে। বৈমানিকগণ ঐ আকাশমণ্ডলে বিচলিত হওয়াতে, স্ব স্ব দেহ ও বিমানাদির কাঞ্চনময়ী প্রভায় ভূতলবাসী ব্যক্তিগণের নিকট তারকা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। এই সেই মন্দার-গঙ্গাসলিল-বীচিমালা শীকর-নিকর-সহকারে মেরুবিহারী অমরদিগকে সমাসিক্ত করিয়া, সমুত্থিত হইতেছে। এই সেই মন্দার-মঞ্জরীপুঞ্জ-লাঞ্ছিত উপবন-বীথিতে অপ্সরারা চঞ্চল চরণে বিচরণ করিতেছে। এই সেই

চন্দ্রকিরণের ন্যায় সুখস্পর্শ কুন্দ-মন্দার-মকরন্দ সুগন্ধি গন্ধবহ মৃদুমন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। এই সেই নয়ন মনের আনন্দসম্পাদন নন্দন কানন লতারূপ ললনাগণে বেষ্টিত হইয়া, বিরাজ করিতেছে। এই সেই নারদতুম্বুরু স্নিগ্ধস্বর বীণাকরে মনোহর গান করিয়া, অমরনিকরের অন্তর উল্লসিত করিয়া, তাঁহাদিগকে নৃত্য করাইতেছেন। এই সেই মন্মথ মদ-মত্ত-কলেবরা অমরাঙ্গনারা দেবরাজের পরিচর্য্যা করিতেছেন। এই সেই কল্পপাদপসমূহ চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় সুন্দরতর কুসুমগুচ্ছ ও চিন্তামণিতুল্য কণিকারাজি ধারণপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে। এই দেবরাজ সাক্ষাৎ প্রজাপতির ন্যায়, মহনীয় আসনে উপবেশন করিয়া, লোকত্রয়ের স্থিতিবিধান করিতেছেন। আমি ইহাঁকে বন্দনা করি। শুক্র এইপ্রকার কল্পনানন্তর্ দ্বিতীয় ভৃগুর ন্যায়, দেবরাজকে প্রণাম করিলেন্। দেবরাজ হস্তে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সমীপে উপবেশন করাইয়া, কহিলেন, আপনার পবিত্র পদার্পণে স্বর্গভূমি ধন্য হইল। অতএব কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। তখন শুক্র দেবরাজের পার্শ্বে আসীন হইয়া, চন্দ্রবৎ শোভমান হইলেন এবং দেবরাজের অনুগ্রহ ও দেবগণের পূজা লাভ করিয়া, পরমসন্তুষ্ট হইলেন।

অষ্টম সর্গ (কল্পনা, কাম ও প্রণয়স্বরূপ কীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শুক্র তেজোবলে এইরূপ কাল্পনিক স্বর্গলাভ করিয়া, পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইলেন। আপনাকে আর ঋষি বলিয়া, তাঁহার মনে রহিল না। তিনি শচীপতির পার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, সমুৎসুক হৃদয়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বর্গের শোভাদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি নলিনীদর্শনার্থী সারসের ন্যায়, স্বর্গীয় রমণীগণের দর্শনার্থ তাহাদের সমাজে গমন করিয়া, অবলোকন করিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মৃগশাবলোচনা অপ্সরা আকাশমধ্যে বিলাসিনীর ন্যায় ঐ সকল দিব্যাঙ্গনার মধ্যদেশ

অলঙ্কৃত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন। শুক্রকে দেখিবামাত্র অপ্সরার অন্তঃকরণে অতিমাত্র অনুরাগ উপস্থিত হইল। তৎকালে উভয়কে দর্শন করিয়া, অতিশয় আনন্দিত এবং প্রভাতকালীন সূর্য্য ও পদ্মিনীর ন্যায়, পরমশোভমান হইলেন। তদ্দর্শনে বিষম-শর বিষম-শরনিকর-প্রহার-পুরঃসর বারংবার আহত করিলে, সেই অপ্সরার সুকোমল কলেবর পদ্মপত্রস্থ সলিলধারাবৎ কম্পিত ও একান্ত বিবশ হইয়া উঠিল। করী যেরূপ কমলিনীকে, কন্দর্প তদ্রূপ সেই হংস-সারসগামিনী অপ্সরাকে ক্ষোভিত করিতে লাগিল।

রাম! এই কামের অনন্ত ও অসীম প্রভাব। কাম যখন যাহা মনে করে, তখনই তাহা করিতে পারে। ইহার অসাধ্য নাই, বলিলেও হয়। বিধাতা লোকের পরীক্ষার জন্য ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কাম হইতেই কামনার উদ্ভব হইয়াছে। কামনা ও কাম এই দুই একত্র হইলে, সংসারে পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত না হয়, এমন ব্যক্তিই নাই। সাবধান, তুমি কখন ইহাদের বশীভূত হইও না। বশীভূত হইলেই, বিবিধ বিপদে অভিভূত ও অনায়ত্ত হইবে। দেখ, শুক্র আজন্ম-তপস্বী ও বনবাসী, তথাপি, কামবেগে অভিহত ও অভিভূত হইলেন। তাঁহার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইল। তিনি যে স্বয়ং ঋষি ও ঋষির পুত্র, তাহা একবারেই ভুলিয়া গেলেন। তিনি অপ্সরাকে কামবেগের বিষয়ীভূত ও আপনার বশীভূতা দর্শন করিয়া, তাঁহার সহিত সম্ভোগমানসে অন্ধকার সংকল্প করিলেন; তৎক্ষণাৎ স্বর্গের সেই প্রদেশ নিবিড়তিমিরস্তোমে পরিবৃত হইল।

অপ্সরা বিষমশরের বিষম শরে একান্ত জর্জ্জরিতা হইয়াছিল। অন্ধকারদর্শনে দ্রুত পদে সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, ভৃগুতনয়ের হস্ত-ধারণপূর্ব্বক তত্রত্য কাল্পনিক স্ফটিকগৃহে প্রবেশ করিয়া, ঐরাবতের হৃদয়লম্বিনী নলিনীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিলেন এবং মধুরো-দার মনোহর বাক্যে শুক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি

অমলেন্দুনিভানন! মদন আমারে অবলা পাইয়া, নিধন করিতেছে। নাথ! আমি আপনার শরণাপন্ন; আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগতের রক্ষা করাই সাধুদিগের নিত্যব্রত। যাহাদের স্নেহদৃষ্টি নাই, তাহারাই মূঢ় এবং তাহারাই ঈদৃশ বদ্ধমূল প্রণয়কে বহুমান্য করে না। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্বভাব কিন্তু সেরূপ নহে। তাহারা সর্ব্বকালই প্রণয়াতিশয্যের পক্ষপাতী। প্রণয়ই তাহাদের জীবন ও অবলম্বন। যাহাতে কোনরূপ শঙ্কা বা দোষের সম্পর্ক নাই, তাদৃশ প্রণয়, রাশি রাশি অমৃত ও সহস্র সহস্র চন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পরস্পর ঐপ্রকার প্রণয় জন্য যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাতে যেপ্রকার সুখের সম্ভাবনা, ত্রিভুবনের একাধিপত্যও তদ্রূপ সুখজনক নহে। প্রণয় অপেক্ষা হৃদয় মনের আহ্লাদ ও তৃপ্তিজনক মধুর পদার্থ কি আছে? নাথ। চন্দ্রকিরণস্পর্শে কুমুদিনীর ন্যায়, ভবদীয় পাদস্পর্শে আমি পরমসুখিনী ও আশ্বস্তা হইলাম। চপলা চকোরী যেরূপ চন্দ্রাংশুরসপানে আহ্লাদিত হয়, আপনার সংস্পর্শরূপ পীযূষরস পান করিয়া, আমারও তদ্রূপ আনন্দ উপজাত হইল। অধুনা, পাদাবলম্বিনী মধুকরীর ন্যায় আমাকে সুকোমল করপল্লব সহায়ে আলিঙ্গন করিয়া, পীযূষপূর্ণ স্বকীয় হৃদয়সরোজে স্থান দান করুন। প্রবল মদনানলশিখায় মদীয় দেহ দগ্ধ হইয়াছে; ভবদীয় অঙ্গসম্পর্কে শীতল ও আপ্যায়িত হউক। এই বলিয়া, সেই অপ্সরা স্রস্ত দেহে শুক্রের বক্ষস্থলে নিপতিত হইল। তদীয় অঙ্গ কল্পপাদপমঞ্জরীর ন্যায়, সাতিশয় কোমল ও স্নিগ্ধভাবাপন্ন।

রাম! পরস্পরের এইপ্রকার শুভমিলন সম্পন্ন হইলে, সেই দম্পতী, পদ্মিনীমধ্যে মধুকরের ন্যায়, সেই বনস্থলীতে বিহার আরম্ভ করিলেন।

নবম সর্গ (শুক্রের বিবিধ বিভব)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! এইপ্রকার কা[illegible]নিক প্রণয়রসপানে মন মত্ত হইলে, মহামতি শুক্র সেই মন্দারমা[illegible]বিভূষণা অপ্সরার সমভিব্যাহারে কখন মত্তহংসভূষিত কনকপ[illegible]ত মন্দাকিনীর তীরদেশে বিহার, কখন পারিজাতলতাকুঞ্জে [illegible]ন পান, কখন বিদ্যাধরীগণে বেষ্টিত হইয়া, মনোহর চৈত্ররথকাননে লতাসন্ততিতে দোলন, কখন মন্দরভূধরের ন্যায় নন্দনকাননস্থ জলধি আলোড়ন, কখন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তরঙ্গিণীসমূহে জলক্রীড়ন এবং কখন বা হরচন্দ্রাংশুধবলা শুক্লপক্ষীয়া শর্ব্বরীতে দিব্যগীতিশ্রবণপূর্ব্বক কৈলাসবনকুঞ্জে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই অপ্সরা আপনার পাদ পর্য্যন্ত কনকপদ্মে মণ্ডিত করিয়া, সহাস্যবদন মহাতপা শুক্রের সহিত কখন গন্ধমাদনসানুদেশে বিশ্রাম এবং কখন বা বিচিত্রভাবাপন্ন লোকালোকতটপ্রান্তে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইপ্রকারে কল্পিত অমরপুরে মন্দারতটনিকরেহরিণশাবক-গণের সমভিব্যাহারে বিহারপ্রসঙ্গে ষষ্টিবৎসর অতিবাহিত হইলে, মহাত্মা শুক্র প্রিয়ার সহিত শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসাগরতটীতে যুগার্দ্ধ যাপন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে বিবিধ গন্ধর্ব্বনগর ও কান-নাদির সৃষ্টি করিয়া, কালের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি পুনরায় পুরন্দরপুরে প্রিয়াসমভিব্যাহারে দ্বাত্রিংশৎ যুগ সুখে অতিবাহন করিয়া, পুণ্যের ক্ষয়হেতু বিবিধ চিন্তায় আক্রান্ত ও উপভোগানন্দ-বর্জ্জিত হইয়া, বিশীর্ণ কলেবরে অবনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তাঁহাদের দেহ পতনবেগে শতধা চূর্ণ হইলে, তাঁহাদের চিত্ত নিরবলম্বন হইয়া, আকাশে বিহগবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর উহা চন্দ্রকিরণে প্রবেশপূর্ব্বক শিশির হইয়া, পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক ধান্যরূপে সমুৎপন্ন হইল। দশার্ণদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ সেই ধান্য পাক করিয়া, ভক্ষণ করিলে,

উহা শুক্ররূপে পরিণত হইয়া, তদীয় ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর তিনি ঋষিগণের সংসর্গপ্রযুক্ত মেরুগহনে সমাগত হইয়া, কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, মৃগীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তিনি সেই পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করেন, কিরূপে আমার এই পুত্র ধনবান্, গুণবান্ ও আয়ুষ্মান্ হইবে। এই চিন্তায় তাঁহার ধ্যানাদি বিনিবৃত্ত হইল। তদবস্থায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তিনি যাবজ্জীবন ভোগচিন্তায় আসক্ত ছিলেন। এই কারণে পরজন্মে মদ্ররাজের পুত্র হইয়া, দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগান্তে জরার আক্রমণ প্রযুক্ত কলেবর পরিহার করিলেন। রাজদেহপরিত্যাগের পর তাঁহার তপস্বিদেহলাভ হইল। তদবস্থায় তিনি সমঙ্গানদী-তটে ঘোরতর তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সন্তাপ বিগলিত হইল। এই রূপে তিনি বিবিধ বাসনা বশে বিবিধ দেহ পরিগ্রহ করিয়া, সেই সমঙ্গাতটে দৃঢ় পাদপবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দশম সর্গ (দেহের পরিণাম)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! শুক পিতার সম্মুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক এইরূপ কল্পনাবশে বহুবৎসর যাপন করিলে, তদীয় দেহ বাতাতপে জীর্ণ হইয়া, ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় পতিত হইল। তাঁহার মন এতদিন চঞ্চল হইয়া, উল্লিখিত দশা সকলে ভ্রমণ করিতেছিল। এক্ষণে তাহাও ঐ সমঙ্গাতীরে বিশ্রাম করিল। তদীয় দেহ মন্দরসানুতে নিপতিত ও তাপাদিতে অতিমাত্র শুষ্ক হইয়া, চর্ম্মমাত্রে অবশিষ্ট হইল। বায়ু তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক শীৎকার-ধ্বনি সহকারে সঞ্চরমাণ হইলে, বোধ হইল, সেই দেহ যেন আপনার দুর্গতি সকল গান করিতেছে এবং ভবভূমিস্থ গহ্বরমধ্যে বারবার বিলুণ্ঠিত স্বীয় মনকে যেন উপহাস করিতেছে। সেই

দেহ বর্ষাগমে প্রচণ্ড পবনবশে বিলুণ্ঠিত, প্রবল জলধারার পতন-বেগে বিগলিত ও গিরিনদীতটে ধাতুরাগরঞ্জিত হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিল। ভৃগুর তপস্যার এমনি প্রভাব যে, তদীয় পরমপবিত্র আশ্রমক্ষেত্রে রাগদ্বেষাদির নামমাত্র ছিল না। তত্রত্য প্রাণিমাত্রেই পরস্পর বিরুদ্ধভাব পরিহার করিয়াছিল। এই জন্য, মৃগ বা পক্ষিগণ ঐ দেহ ভক্ষণ করিল না; উহা যেমন, তেমনি পড়িয়া রহিল। দেহ বিগলিত হইলে, তদীয় মন যমনিয়মবশে কৃশতনু হইয়া, সেই সমঙ্গাতটে তপস্যা করিতে লাগিল।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন! মানুষমাত্রেরই পরিণাম এই প্রকার হইয়া থাকে। সে রাজ্যের পর রাজ্য ও বিষয়ের পর বিষয় বিস্তার করিয়া, মৃত্যুর কবলসাৎ হইয়া, এইরূপে জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ দেহে শ্মশানক্ষেত্রে দগ্ধ অঙ্গারসমূহে বিলুণ্ঠিত হয়! এইখানেই তাহার সমুদায় উৎসাহ ও সমুদায় আগ্রহ বিনষ্ট হইয়া যায়। হায়! তাহার যে দেহ জননীর কোমল ক্রোড়ে, প্রিয়তমার সুকুমার বক্ষে এবং দুগ্ধফেণনিভ পেলব শয্যায় এক দিন লালিত ও পালিত হইয়াছিল, সেই দেহের পরিণাম এইরূপ হইয়া থাকে! তথাপি, তাহার চৈতন্য হয় না! সে স্বয়ং দেখিতে পায় ও পরের মুখেও শুনিতে পায় যে, তাহার প্রতিবেশীর দেহ শ্মশানানলে চটচটাশব্দে দগ্ধ হইতেছে; শৃগাল কুকুরে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়া বিবাদ করিতেছে; অথবা কৃমিকীটে পরিণত হইতেছে। তাহারও দেহ একদিন অবশ্য এ রূপে পরিণত হইবে! তথাপি তাহার চৈতন্য হয় না! সে আপনাকে অমর, অজর ও অক্ষর ভাবিয়া, কত কি অত্যাচার, অপচার ও অনাচার করে; কেহ নিবারণ ও প্রতিষেধ করিলেও, তাহাতে কর্ণপাত বা ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহা অপেক্ষা মানুষের অসারতা ও ক্ষুদ্রতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতা ও নিশ্চেষ্টতা কি আছে! হায়, সে মরিবে, অবশ্য মরিবে! তাহার পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয় বান্ধবগণও মরিবে, অবশ্য

মরিবে; তথাপি তাহার চৈতন্য হয় না! ঐ দেখুন! প্রতিদিন শত শত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তথাপি অন্যেরা সাবধান হইতেছে না! প্রত্যুত, যার পর নাই অসাবধানের কার্য্য করিতেছে!

ঐ দেখুন, পতি পত্নী পরস্পরকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, প্রণয়শয্যায় নিশ্চিন্ত হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছে। মৃত্যু যে অগ্রেই উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা উহাদের মনেও হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, মনে করিয়া দিলেও, উহাদের চৈতন্য হয় না!

ঐ দেখুন, যুবক যুবতী পরস্পরের প্রগাঢ় প্রণয়পীযূষপরিপান-মদে মত্ত হইয়া, দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়াছে। আর উহাদের মৃত্যুচিন্তা নাই, পরলোকভাবনা নাই এবং আত্মানাত্মপরিকল্পনাও নাই। এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু যদি আগমন করে, তাহা হইলে, উহাদের ঐ স্বর্গীয় প্রেম ও স্বর্গীয় প্রণয় কোথা রহিবে! কত যুবক যুবতী এই রূপে প্রণয়ভ্রষ্ট ও স্বার্থভ্রষ্ট হইয়াছে, বলিবার নহে! তবে কেন অসার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া, মানুষ আত্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে! ভগবন! ইহার কারণ কি, বলিতে পারেন?

আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনাকে যাহাদের পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহারাই অধিকতঃ মৃত্যুচিন্তাপরাঙ্মুখ ও বিষয়চিন্তায় উন্মুখ! ইহারই নাম দগ্ধ-পাণ্ডিত্য! সংসারে এইপ্রকার দগ্ধ-পণ্ডিতের সংখ্যাই অধিক। ভগবন্! আপনি আমার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য পুনরায় ভার্গবোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন। উহা শুনিবার জন্য আমার অতিমাত্র ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। আপনার উপদেশ সকল সারগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ, হেতুমান, উপপত্তিসহ ও পরম প্রামাণিক। কোন্ ব্যক্তির উহা শুনিতে অভিলাষ না হয়?

একাদশ সর্গ (কালসংবাদ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অবধান কর। শুক্রের তদবস্থায় দেবপরিমাণের সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ ভৃগুর সমাধি-ভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই সর্ব্বগুণনিলয় বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না; কঙ্কালমাত্র অবলোকন করিলেন। তাপতপ্ত তিত্তিড়ীবিহঙ্গমবর্গ ঐ অস্থিময় কলেবরের ছিদ্রমধ্যে কুলায় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে, মণ্ডূকগণ উহার শুষ্ক নাড়ীর ছায়া আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; কীটসকল নেত্রগহ্বরে প্রসূত হইয়াছে এবং কোশকার কীটসমূহ উহার পার্শ্বাস্থি মধ্যে বাসস্থাপন করিয়াছে। তদবস্থ কঙ্কাল দর্শনমাত্র ভৃগু তৎক্ষণাৎ উত্থান করিলেন এবং পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এই কঙ্কালই কি আমার পুত্র! এই-প্রকার চিন্তানন্তর তিনি উহাকে পুত্র নিশ্চয় করিয়া, একবারে দারুণ ক্রোধভরে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, এ কি, কাল অকালেই আমার পুত্রকে কবলিত করিল! এই বলিয়া, কালকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দ্বাদশমাসরূপ দ্বাদশভুজ ও ছয় ঋতুরূপ মুখ বিশিষ্ট সর্ব্বভক্ষ কাল আধিভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কালের হস্তে খড়্গ ও পাশ, কর্ণে কুণ্ডল, কলেবর কবচে আবৃত এবং চতুর্দ্দিক্ কিঙ্করসেনাগণে পরিবেষ্টিত। নভোমণ্ডল তদীয় শরীরসমুত্থিত জ্বালামালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া, কুসুমিতকিংশুকভূষিত পর্ব্বতবৎ সুশোভিত হইল। তাঁহার হস্তস্থিত ত্রিশূলাগ্র হইতে যে রাশি রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল, তৎসম্পর্কে দিগঙ্গনাগণ যেন কনককুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। ভূধরনিকর তদীয় প্রবল নিশ্বাস পবনপ্রবাহে ছিন্নশেখর হইয়া, ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে মার্ত্তণ্ডমণ্ডল কল্পান্তকালীন বহ্নিদগ্ধবৎ ধূমায়িত হইয়া উঠিলেন।

অনঘ! কাল এইরূপ বেশে কুপিত মহর্ষির সম্মুখদেশে আবির্ভূত হইয়া, প্রলয়বিক্ষুব্ধ-সাগরগর্জ্জনসদৃশ গম্ভীর নিস্বনে কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! যাঁহারা লোকমর্য্যাদা অবগত ও পূর্ব্বাপরপরিদর্শনসমর্থ, তাদৃশ সজ্জনগণ, মোহের হেতু উপস্থিত হইলেও, মোহিত হন না। কিন্তু আপনি কিজন্য অকারণেই মুগ্ধ হইতেছেন? বিপ্র! আমরা বিধাতৃবিহিত নিয়মের বাধ্য এবং সর্ব্বথা তাহারই পালন করিয়া থাকি। আপনি ব্রাহ্মণ। তজ্জন্য সকলেরই পূজনীয় এবং তজ্জন্য আমাদেরও পূজ্য। আপনি শাপাদি সাধনরূপ ইতর বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, তপস্যার ক্ষয় করিবেন না। আপনার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে। দেখুন, প্রলয়কালীন প্রচণ্ড পাবকও আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না, আপনার সামান্য শাপানলের কথা আর কি বলিব? শত শত ব্রহ্মাণ্ড আমার কবলসাৎ হইয়াছে, কোটি কোটি রুদ্র আমার উদরসাৎ হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র বিষ্ণুও আমার জঠরানলে ভস্মসাৎ হইয়াছে। আমাদের অসাধ্য কি আছে? আমরা বনকে নগর ও নগরকে বন করি এবং মরুকে উর্ব্বর ও উর্ব্বরকে মরু করি। পরমেশ্বর এই রূপে আমাকে তোমাদের ভক্ষক ও তোমাদিগকে আমার খাদ্য করিয়াছেন। অতএব কিরূপে সেই নিয়তির অন্যথা করিতে পারি? ব্রহ্মন্! অগ্নি স্বয়ংই উর্দ্ধগামী ও জল স্বয়ংই নিম্নাভিমুখ হয়। এই রূপ, কাল স্বয়ংই ভক্ষক ও খাদ্য হইয়া থাকে। বিবেক-দৃষ্টিসহায়ে দর্শন করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে, জগতে কেহই কর্ত্তা বা ভোক্তা নাই। অজ্ঞানদৃষ্টিই কর্ত্তা ও ভোক্তার প্রদর্শক। সকলেই আপনা আপনি হইতেছে ও যাইতেছে। মনের দুষ্ট দৃষ্টিই রজ্জুতে সর্পভ্রমরূপ অনর্থ উৎপাদন করে। যে বস্তু যাহা, তাহা তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আপনি অধীর ও রুষ্ট হইবেন না। সত্বর সত্যের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করুন। ভ্রান্তিবশেই অভিমানাদি কল্পিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে বুঝিতে পারে না বলিয়াই, বৃথা অহংকার ও অভিমান প্রকাশ

করে। অতএব অহংকার ও অভিমান কিছু নহে। এই কারণেই আমরা উহার বশীভূত নহি। আমরা স্বভাবতঃ নিয়তিরই বশ। জগতের মর্য্যাদাপালক ঈশ্বরের ইচ্ছাই মহানিয়তি। উহার বশ হইলে, বিশিষ্টরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা কার্য্যবিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ তাহাদের সহায়তায় স্ব স্ব সমুচিত মর্য্যাদা পালন করা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি বৃথা রোষ ও অভিমানাদির বশ হইয়া বিনষ্ট হইবেন না। আপনার সেই জ্ঞানগর্ভ বিশদ দৃষ্টি, সেই ধৈর্য্য ও সেই মহানুভাবতা কোথায়? আপনি কিজন্য প্রসিদ্ধপ্রজ্ঞাপরিহারপুরঃসর মূর্খের ন্যায়, মোহের বশীভূত হইতেছেন?

আপনি কি জানেন না, সংসারে দেহীমাত্রেরই শরীর দ্বিবিধ, বাহ্যদেহ ও অন্তরদেহ। এই অন্তরদেহ মনই বাহ্যদেহের পরিচালক এবং শিশু যেমন কর্দ্দমাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পুরুষমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, এই মনও তেমনি পুনঃ পুনঃ দেহান্তর কল্পনা করিয়া থাকে। মনই পুরুষ, মনই কর্ত্তা, মনই দেহাদির বিধাতা, মনই ভিন্ন ভিন্ন জীব নামে অভিহিত হইয়া, তাহার অনুগামী ও পরে অহংভাব জন্য অভিমানবশে নানা রূপে পরিণত হয়।

ব্রহ্মন্! আপনি সমাধি অবলম্বন করিলে, আপনার পুত্র কল্পনাপথ আশ্রয় করিয়া, দূরতর প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি প্রথমে আপনার ভৌতিক দেহ এই মন্দারকন্দরে পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গে সমাগত ও তথায় কোন অপ্সরার সহিত মিলিত হইয়া, বিবিধ মনোরম স্থানে বিহার করত দ্বাত্রিংশৎ যুগ অতিবাহিত করেন। অনন্তর কালবশে সংকল্পের বাহুল্যবশতঃ পুণ্য ক্ষয় হইলে, স্বকীয় দেবদেহ আকাশে স্থাপনপূর্ব্বক সেই অপ্সরার সহিত পতিত হইয়া, ধরাতলে অবতরণ করিয়া, দশার্ণদেশে ব্রাহ্মণ, কোশলে রাজা, মহারণ্যে ধীবর, ভাগীরথীতটে হংস, সূর্য্যবংশে ও পৌণ্ড্রদেশে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, শৌরশাস্ত্রে মন্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, স্বর্গে বিদ্যাধর, পৃথিবীতে ঋষিবালক, সমঙ্গাতটে

বাসুদেবনামধেয় ব্রাহ্মণ, মদ্রদেশে ও বিনশনে মহীপতি, কৈকটে কিরাত, সৌবীররাজ্যে সামন্ত, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, কিরাতরাজ্যে বংশগুল্ম, চীনদেশে জল-হরিণ, তালবৃক্ষে সরীসৃপ এবং তমালে বনকুক্কুট ইত্যাদি বিবিধ দেহ পরিগ্রহ করেন। এইপ্রকার বহু জন্মের পর, তিনি কোন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কালসহকারে পরমবিজ্ঞ ও মন্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য হইয়া, বিদ্যাধর-পুরপ্রদায়িনী বিদ্যাবিশেষের অর্চ্চনাসহায়ে আকাশে বিদ্যাধর রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। অনন্তর তিনি যখন সংকল্পের সীমায় সমাগত হয়েন, তখন প্রলয় উপস্থিত হইলে, তিনি সেই প্রলয়-কালীন দ্বাদশ আদিত্যের প্রচণ্ড কিরণে ভস্মীভূত হইলেন। তাঁহার বাসনা শূন্যে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর ব্রাহ্মী নিশার অবসানে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডসকল বিরচিত ও বিবিধ সংসার সংঘটিত হইলে, তদীয় বাসনা পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-রূপ পরিগ্রহ করিল। এক্ষণে তিনি বাসুদেব নামে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মন্! এই রূপে আপনার পুত্র বিবিধ বাসনা রূপে খদির ও করঞ্জাদি বিবিধ বৃক্ষকোটরে, বিবিধ প্রাণির গর্ভে ও বিবিধ গহনকাননে ভ্রমণ এবং স্বর্গে বিদ্যাধরদেহে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আকল্প অবস্থান করিয়া, অধুনা সমঙ্গাতীরে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দ্বাদশ সর্গ (কালবাক্য)।

কাল কহিলেন, আপনার পুত্র এখন জটাজূটযুক্ত ও জিতে-ন্দ্রিয় হইয়া, অক্ষবলয়ধারণপূর্ব্বক তপস্বী হইয়াছেন। তদবস্থায় তাঁহার আট শত বৎসর অতীত হইয়াছে। তাঁহারে দেখিতে ইচ্ছা হইলে, এই মুহূর্ত্তেই জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করুন।

রাম। ঋষি সমদর্শী কালের এই বাক্যে তৎক্ষণাৎ জ্ঞাননেত্র বিকসিত করিয়া, পুত্রের ব্যাপারপরম্পরা চিন্তা করিতে লাগিলে,

তৎসমস্তই তদীয় বুদ্ধিদর্পণে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইল। তখন তিনি বিস্মিত ও পুত্রের প্রতি বিগলিতস্নেহ হইয়া, কালকে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! হে ভূতভব্যেশ! হে দেব! আমাদের মন রাগাদি মলভারে আচ্ছন্ন; তজ্জন্য জ্ঞানের লেশমাত্র নাই। আপনারা বুদ্ধিবলে কালত্রয় দর্শন করেন। এই জগৎ মিথ্যা হইলেও, সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া, পণ্ডিতদিগকেও মহাভ্রমে নিপাতিত করে। মন যে ইন্দ্রিয়জালের ন্যায়, মায়ামোহ বিধান করে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ভগবন্! আমার এই পুত্রের প্রলয় পর্য্যন্ত মৃত্যু নাই। এইজন্য ইহার মৃত্যুতে এইরূপ সম্ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াছিলাম, যে, কাল আমার অক্ষীণজীবী পুত্রকে অকালে গ্রহণ করিলেন। হে দেব! কেবল নিয়তিবশেই আমার ঈদৃশী বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। আমরা সংসারগতির কিছুই জানি না। এইজন্য বিপদে বিষণ্ণ ও সম্পদে হর্ষাবিষ্ট হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি অযুক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ ও যুক্ত-কারীর প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমি অজ্ঞানপ্রযুক্তই আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছি; আমারে মার্জ্জনা করুন। যাবৎ জগদ্ভ্রম, তাবৎ কার্য্যাকার্য্যরূপইষ্টানিষ্ট-বিবেচনা। এইপ্রকার নিয়তিবশেই আমি ঐরূপ করিয়াছি। ভগবন্! সংসারে মনই শরীর। ইহা দ্বারা জগৎ অনুভূত হয়। দেখুন, অদ্য আমি মনঃসহায়ে সমঙ্গাতটে পুত্রকে দর্শন করিয়াছি।

কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! মনই শরীর, আপনার এই বাক্য সত্য। মনই সংকল্প সহায়ে বিবিধ দেহ নির্ম্মাণ করে। মনেরই ভেদবাসনামাত্র দ্বারা ঘট পটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। মনই, আমি কৃশ, আমি মূঢ়, ইত্যাদি ভাবনা দ্বারা সংসারী হইয়া থাকে। ঐরূপ মনন কৃত্রিম রূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কেননা, ইহার পরিহার হইলেই, মনের শান্তিতে ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই ও দ্বিতীয় নাই এবং চিৎই যাঁহার স্বরূপ, সেই স্ফাররূপী সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই, জলে তরঙ্গের ন্যায়, ব্রহ্মে অর্থাৎ আপনাতেই বিজৃম্ভিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই স্ত্রীপুরুষাদি কল্পিত রূপ সহায়ে স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত হয়েন। এই রূপে তিনিই অগ্নি, তিনিই জল, তিনিই তেজ, তিনিই নির্ব্বাণ, তিনিই বিষ ও তিনিই অমৃত এবং তিনিই ভয় ও তিনিই অভয় এবং তিনিই জীবন ও তিনিই মৃত্যু। স্থূলদর্শীরাই ভেদ দর্শন করিয়া, জগৎ ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পনা করে। অতএব, এই জগৎ ব্রহ্মমাত্র এবং সেই ব্রহ্ম পূর্ণ ও সম্বিৎমাত্র স্বরূপ, এইপ্রকার ভাব অবলম্বন ও অন্যান্য ভাব পরিহার করুন। সেই আত্মাই আত্মা দ্বারা আত্মাতে বিবিধ রূপে বিহার করেন। তাঁহাতেই এই বিশাল, বিস্তৃত জগতের প্রকাশ ও আবির্ভাব হইয়াছে। তিনিই সূর্য্যরূপে আলোক দেন, আবার তিনিই তমোরূপে অন্ধকার বিতরণ করেন। এই রূপে তিনি আলোক ও অন্ধকার দ্বিবিধস্বরূপ। সংসারে তাঁহা হইতেই আলোক ও অন্ধকার আসিয়াছে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য নহে, এই বিচিত্র রচনাও তদ্রূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। উগ্র আতপে বিচিত্র ..র্ণের ন্যায়, সেই দেবদেবেশেই সদসন্ময়ী চিৎ শক্তি বিরাজ করিতেছে। ব্রহ্ম জড় ও অজড় উভয়স্বরূপ। উর্ণনাভ হইতে তন্তুর ন্যায় এবং পুরুষ হইতে সুষুপ্তির ন্যায়, সেই ব্রহ্ম হইতেই জড়ভাবনার কারণস্বরূপ শক্তি সমুদিত হইয়াছে। সেই মঙ্গলময় পরমাত্মার আত্মবিস্মৃতিভাবনা দ্বারাই এই দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশিত হয়। আবার, তাঁহারই পূর্ণস্বরূপ ভাবনা দ্বারা এই সংসারের বিনাশ হইয়া থাকে। তাঁহার শক্তি অসীম ও অপার ভাবে পরিপূর্ণ। এইজন্য তিনি যাহা ভাবেন, তাহাই হইয়া থাকেন। বর্ষার জলধারা যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তিনিও তদ্রূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া, অবস্থিতি করেন।

আত্মার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। এই জগৎ সেই

আত্মময়, সুতরাং ইহারও বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। সেই ব্রহ্মের যে অনন্ত শক্তি, তাহারই মধ্যে কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ রুদ্র, কেহ পুরুষ, কেহ দেব, কেহ মানুষ, কেহ কৃমি পতঙ্গ, কেহ মশকাদি, কেহ গো, কেহ অজগরাদি, কেহ বানর এবং কেহ বা মৃগ ও জম্বুকাদি বিবিধ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সেই ব্রহ্মেরই সত্তায় সত্তাবান্ হয়; কেহ এই সংসাররূপ স্বপ্নসংভ্রমে সুদীর্ঘজীবী, কেহ অল্পায়ু, কেহ বৃহদ্দেহ, কেহ ক্ষুদ্রতনু, কেহ দৃঢ়বিকল্পবশে বিনাশশীল, কেহ অস্থায়ী জগতের স্থিরত্ব-ভাবনা-বিরত, কেহ দৈন্যাদি দোষরাশির বশীভূত, কেহ, আমি দুঃখী ও কৃশ, ইত্যাদি দুঃখসমূহে আক্রান্ত বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে; কেহ স্থাবর ও কেহ অর্ণব রূপে আবির্ভূত হইয়া, জগতে কল্পশত অবস্থিতি এবং কেহ বা জ্ঞানামৃতে পরিপূর্ণ হইয়া, পরমপদে অধিরোহণ করে। ব্রহ্মন্! সেই ব্রহ্ম অপার অর্ণব স্বরূপ। মননরূপা চিৎ-সংবিৎ তাঁহারই বিলোল লহরী রূপে উদিত ও প্রতিভাত হয়েন।

ত্রয়োদশ সর্গ (সংসারোৎপত্তিবর্ণন)।

কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্! কি সুর, কি অসুর, কি নর, সকলেই সেই সংবিৎমাত্ররূপী ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারা মিথ্যা ভাবনা বশে মলিন হইয়া, আমরা ব্রহ্ম নহি, এইপ্রকার মনন করিয়া, অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অধোগতিরই নাম সংসার। আমি ব্রহ্ম, ইহা চিন্তা করিলে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেননা, যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার তদনুরূপ সিদ্ধি হইয়া থাকে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কোষকার কীট এবিষয়ের প্রমাণ।

ব্রহ্মন্! এই সংসারে আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত যে সমস্ত তুচ্ছ শরীর আবির্ভূত, তিরোহিত ও উল্লসিত হইতেছে, তাহাদের

মধ্যে কেহ প্রধান, যেমন হরিহরাদি ; কেহ অল্পমোহিত, যেমন দেবগণ ; কেহ অত্যন্তমোহাচ্ছন্ন, যেমন তরু তৃণাদি ; কেহ অজ্ঞানমূঢ়, যেমন কৃমি কীটাদি ; কেহ শাস্ত্রাদির অভ্যাস দ্বারা সত্যমাত্রদর্শনপূর্ব্বক সেই সত্যের অভিমুখে সমুত্থিত হইলে, বহুবিঘ্নময় দুরদৃষ্টরূপ মূষিক তাহাকে খনন করিয়া থাকে ; কেহ মুক্তিপ্রাপ্ত না হইয়া, তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করে, যেমন উরগ নাগাদি ; কেহ সেই ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শরীরেই তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, যেমন ব্রহ্মহরাদি ; কেহ কোটি জন্মেও মুক্ত না হইয়া, পুনরায় জন্ম-সহস্র ভোগের নিমিত্ত রাগাদিতে অন্ধপ্রায় হইয়া, অবস্থিতি করে ; কেহ ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগে, কেহ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে ও কেহ বা অধ হইতে অধস্তর স্থানে গমন করে ; ব্রহ্মন্ ! সেই ব্রহ্মরূপ পরমবস্তুকে বিস্মৃত হইলেই, এইপ্রকার সুখদুঃখের আকরস্বরূপ অক্ষয় যোনিপরম্পরার ভোগ হইয়া থাকে এবং সেই ব্রহ্মকে স্মরণ করিলেই, তাহার এককালীন বিনাশ হয়।

চতুর্দ্দশ সর্গ (প্রবোধ)।

কাল কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! ভূতগণের মধ্যে যাঁহারা মনোমোহ জয় করিতে পারেন, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত হইয়া, সংসারে বিচরণ করেন। সুখ ও স্বস্তি তাঁহাদেরই হস্তগত। যাঁহাদের আত্মা জ্ঞানরূপ উজ্জ্বল আলোকেপ্রকাশিত, তাঁহারা অজ্ঞানান্ধ ভূতগণের আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রসমূহ কল্পনা করেন। যাঁহাদের প্রবোধসঞ্চার ও দুষ্কৃতসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল ও তত্তৎ শাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রভাকর আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, যেমন অন্ধকার বিলীন হয়, সৎশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা তেমনি মনের মোহ নিরাকৃত হইয়া থাকে। যাহাদের এই মনোমোহ নিরাকৃত না হয়, তাহাদের

মন কোন কালেই ক্ষীণ ও তজ্জন্য প্রবোধরূপ পরম আলোকের প্রাদুর্ভাব হয় না এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে বদ্ধচক্ষু বা অন্ধের ন্যায়, চিরকাল যেন অন্ধকারে বাস করিতে হয় এবং তজ্জন্য কোন কালেই তাহাদের উদ্ধার হয় না। তাহারা যেমন অন্ধকারে আসিয়াছে, তেমনি অন্ধকারেই গমন করে। এই অন্ধকারের প্রকৃত নাম নরক। কেহ কেহ ইহাকে জড়াবস্থা বলেন। ব্রহ্মন্! মনই সুখদুঃখভোগী শরীর। মাংস-দেহ দেহই নহে। উহা আবরণ মাত্র; অথবা, মনের বিকল্পনমাত্র, জানিবেন। ব্রহ্মন্! আপনার পুত্র এই মনের দ্বারা যাহা কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই তৎক্ষণে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেননা, যে যাহা বাসনা করে, তাহার তদ্বৎফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এবিষয়ে অন্য কাহারই কর্তৃত্ব নাই। এই রূপে, জন্ম মৃত্যু ও নরক ইত্যাদি সমস্তই, একমাত্র মনেরই মনন। এই মনন দুঃখমাত্রের হেতু।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভুবনেশ ভগবান্ কাল এইপ্রকার কহিয়া, ভৃগুর হস্তধারণপূর্ব্বক সমঙ্গানদীতটে গমন করিতে উদ্যত হইলে, সেই ভগবান্ ভৃগু উদয়াচলে সূর্য্যের ন্যায়, সমুত্থিত হইলেন। তৎকালে তিনি বলিতে লাগিলেন, নিয়তির ব্যবস্থা অতি-বিচিত্র।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ এইপ্রকার কহিতেছেন; এমন সময়ে দিবাবসান হইল। ভগবান্ ভাস্কর যেন সায়ংকৃত্যসমাধানার্থ অস্তাচলগৃহ আশ্রয় করিলেন। জ্ঞানের বিনাশে যেমন লোকের হৃদয় মোহে আচ্ছন্ন হয়, ভাস্করের অভাবে তেমনি সমস্ত সংসার অন্ধকারে আবৃত হইল। তদ্দর্শনে সভ্যগণ সকলে পরস্পর অভিবাদনান্তর সায়ন্তন-স্নানবিধি-সমাধানার্থ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রজনীর অবসানে সূর্য্য সমুদিত হইলে, পুনরায় সকলে পূর্ব্ববৎ মিলিত হইলেন।

পঞ্চদশ সর্গ (শুক্রের জন্মান্তর)।

বশিষ্ঠ কহিলেন; সৌম্য! কাল ও ভৃগু উভয়ে সমঙ্গাতটে গমন মানসে সেই শৈলসানু হইতে অবরোহণ ও ধরাতলে অবতরণপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, কোন স্থানে নভশ্চরেরা অভিনব-হেম-লতাজাল বিজড়িত কুঞ্জমধ্যে নিদ্রা যাইতেছে। কোন স্থানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গগনাঙ্গনাগণ লতাবলয়-দোলা অবলম্বন করিয়া, দোলায়মান হইতেছে এবং বিলোল কটাক্ষবিক্ষেপে যেন নীলোৎপল সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে। কোন স্থানে কালত্রয়-ও-ভুবনত্রয়দর্শী সিদ্ধগণ উত্তুঙ্গ শিলাসনে সমাসীন হইয়া, সম্যক্‌রূপে উৎসাহ সহকারে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোন স্থানে যুথপতি মাতঙ্গগণ অজস্র-নিপতিত ধারাসার-সদৃশ কুসুম-পুঞ্জে মগ্ন হইয়া, তালতরুসদৃশ সমুন্নত শুণ্ডাদণ্ড সমুত্থাপিত করিতেছে। তাহাদের কলেবর ঐ সকল কুসুমের কেশররঞ্জিত পরাগসম্পর্কে অরুণবর্ণ। তদবস্থায় তাহারা মদোন্মত্ত ও নিদ্রা-বিরহিত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। কোন স্থানে সুকুমার চমরমৃগনিকর চঞ্চল হইয়া, পর্ব্বতরাজ মন্দরের চারু চামর রূপে বিরাজমান হইতেছে। কোন স্থানে সরলাকৃতি খর্জ্জুর তরুরাজি শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে উৎকট-ভ্রমণশীল পাটলবর্ণ বিকটবদন কপিকদম্ব কীচকদল আশ্রয় করিয়া খর্জ্জুরাদি ফল সকল বিক্ষিপ্ত করত ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থানে তটবর্ত্তী স্থান সকল জনসম্পর্কবিরহিত হওয়াতে, প্রব্রজিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায়, শোভা পাইতেছে এবং কোন স্থানে কুসুমসমূহে সমাচ্ছন্ন পাদপপংক্তি পবন বশে প্রকম্পিত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায়, মধুকররূপ নেত্র ঘূর্ণায়মান করিতেছে।

রাম! কাল ও ভৃগু পর্ব্বতরাজের এবংবিধ মনোহারিণী শোভাসমৃদ্ধি সন্দর্শন করিতে করিতে, পুরপত্তনবিভূষিত বসুধাতলে অবতরণপূর্ব্বক চঞ্চলতরঙ্গশালিনী সমঙ্গার তটে সমাগত হইলেন

এবং মহর্ষি ভৃগু তথায় পুত্রকে অন্য ব্যক্তির ন্যায় অবলোকন করিলেন। পুত্রের আর সে ভাব নাই। তিনি এখন অন্য ভাবে ও অন্য রূপে অন্য দেশে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল শান্ত ও মন নিতান্ত স্থির ভাব অবলম্বন করিয়াছে। তিনি তদবস্থায় সমাধিপরায়ণ হইয়া, অনাদি সংসারের সুচির শ্রম-শান্তির জন্যই যেন চিরকালের নিমিত্ত বিশ্রাম আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি চিরকাল যে হর্ষশোক ভোগ করিয়াছেন, তাহার প্রবাহপূর্ণ সংসারসাগর হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ কবিয়া, সেই অনন্তগতি চিন্তা করিতে করিতে যেন নিশ্চল হইয়াছেন। তিনি এত দিন যে অপার সংসারসাগরের আবর্ত্ত বিবর্ত্তনে বারংবার অতিমাত্র ভ্রামিত হইয়াছেন, অধুনা তাহা হইতে চিরমুক্ত হইয়া, একমাত্র শান্তির আশ্রয়ে একান্তে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার আর সে চিত্তসংভ্রম নাই, আর সে শীতোষ্ণ ও সুখ দুঃখাদির সম্পর্ক নাই, আর সে নানাপ্রকার-বিষয়-পিপাসা জনিত নানা-প্রকার বিকার সংরম্ভ নাই। এখন তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি অব-লম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মল বুদ্ধি সহায়ে যেন নিখিল লোকগতিকে উপহসিত করিতেছেন। এখন তিনি অখিল কল্পনাজাল বিসর্জ্জন করিয়া-ছেন, একমাত্র পরমপদ আশ্রয় করিয়াছেন, অনন্ত বিশ্রান্তির আধার পরমাত্মাতে বিশ্রাম কবিয়াছেন, হেয়োপাদেয়-সংকল্প পবিহার করিয়াছেন, সমস্ত প্রবৃত্তির জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং এখন তাঁহার মতি প্রবুদ্ধ ও নিরতি ধৈর্য্য উপস্থিত হইয়াছে। এখন তিনি অশেষ ফল ভোগশক্তি অধিকার করিয়াছেন।

রাম! কাল তদবস্থ শুক্রকে প্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় পিতা ভৃগুকে অতীবগম্ভীর স্বরে কহিলেন, এই আপনার পুত্র। অধুনা ইনি প্রবুদ্ধ হউন। এই কথায় প্রবোধসঞ্চার হইলে, শুক্র সমাধি হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে যুগপৎ-সমুদিত শশি-সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহাদের উভয়কে অবলোকন করিলেন এবং অব-লোকন করিয়া, কদম্বলতিকার মূল হইতে উত্থান পূর্ব্বক হরিহরের

ন্যায় সেই বিপ্রদ্বয়কে প্রণাম করিলেন। তখন্ তাঁহারা পরস্পর তৎকালকর্ত্তব্য সভাজনাদি করিয়া, মেরুপৃষ্ঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ন্যায় শিলাতলে সমাসীন হইলেন।

রাম! অনন্তর শুক্র শান্ত সুন্দর অমৃতায়মান বাক্যে তাঁহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবদ্বয়! অদ্য আপনাদের দর্শনে আমার পরমশান্তিসঞ্চার হইল। শাস্ত্র, তপস্যা, ব্রহ্মজ্ঞান অথবা উপাসনা দ্বারাও আমার মনোমোহের শান্তি হয় নাই, অদ্য আপনাদিগকে দেখিয়া, তাহা এক বারেই নিরাকৃত হইয়াছে। মহাপুরুষগণের নির্ম্মল দৃষ্টি যাদৃশ সুখ সমুদ্ভাবন করে, অমৃতবর্ষণেও তাদৃশ হর্ষোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়যোগে আকাশের ন্যায় অদ্য আপনাদের পদার্পণে এই প্রদেশ পরম পবিত্র হইল। আপনারা কে? আপনাদের তেজ যেমন অসীম, সেইরূপ ব্যক্তিমাত্রেরই পবিত্রতা বিধান করে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভৃগু এই কথা শুনিয়া, পুত্রকে কহিলেন, তুমি আর অজ্ঞানী নহ, তোমার প্রবোধসঞ্চার হইয়াছে, আত্মাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে, সমস্ত জানিতে পারিবে। ভৃগু এই রূপে প্রবোধিত করিলে, শুক্র ধ্যানবশে নিমীলিতলোচন হইয়া, অবস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই জন্মান্তরীণ দশা সমস্ত তাঁহার মনে পড়িল। তখন তিনি বিস্ময়বিকসিত বদনে, প্রফুল্ল মনে, বিতর্কমন্থর বচনে কহিতে লাগিলেন, যাহা হইতে সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পরমাত্মাই যাহার একমাত্র অবস্থিতি-স্থান, সেই নিয়তির জয়। কি আশ্চর্য্য! অদ্য কল্পান্তকলনার ন্যায় অতীত অনন্ত অবিদিত জন্মান্তর কোটি ও দশা ফল সহস্র আমার পরিজ্ঞাত হইল! এরূপ ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়ই নাই, যাহা আমি দেখি নাই, করি নাই বা ভুগি নাই। অধুনা যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি; যাহা দেখিবার, তাহা দেখিয়াছি, সংসারচক্রের পরিভ্রমণে যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি চিরকালের জন্য বিশ্রামলাভ করিয়াছি এবং আমার

অশেষ ভ্রমও নিঃশেষিত হইয়াছে। অতএব তাত! গাত্রোত্থান করুন। মন্দরাচলে শুষ্ক বনলতার ন্যায় যে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা দর্শন করিব। আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই নাই। অতএব অধুনা কেবল নিয়তির রচনাচক্র পরিদর্শনজন্য বিহার ও একতান বুদ্ধিসহায়ে আর্য্যসেবিত পরমশুভাবহ বস্তুর অনুসরণ করিব।

ষোড়শ সর্গ (বিলাপচ্ছলে উপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সেই তত্ত্বজ্ঞগণ এই রূপে সংসার-গতিপর্য্যালোচনাপ্রসঙ্গে সমঙ্গাতট হইতে প্রস্থান করিয়া, ক্রমে আকাশে অবগাহনপূর্ব্বক মেঘমধ্যস্থ ছিদ্রযোগে বিনির্গত হইয়া, সিদ্ধগণের পথে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অবিলম্বে মন্দরভূধরের কন্দরবিভাগে সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, শুক্রের সেই পূর্ব্বজন্ম কলেবর শুষ্ক পত্রের ন্যায়, খণ্ডিত হইয়া, অধিত্যকায় পতিত রহিয়াছে।

শুক্র আপনার তদবস্থদেহদর্শনপূর্ব্বক পিতাকে কহিলেন, তাত! অবলোকন করুন, আমার সেই দেহ শুষ্ক ও সর্ব্বথা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, ঐ পতিত রহিয়াছে; আপনি অতিযত্নে বিবিধ সুখসম্ভোগে উহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ধাত্রী স্নেহের বশীভূত হইয়া, কর্পূর ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যে সর্ব্বদা যাহার প্রত্যঙ্গ সমুদায় বিলিপ্ত করিত, সেই দেহ ঐ বিশীর্ণ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। আপনি মন্দার কুসুমসমূহ-সংগ্রহপূর্ব্বক সুখস্পর্শ সমীর-সঞ্চার ভূবিভাগে যাহার জন্য সুশীতল শয্যা রচনা করিতেন, ঐ দেখুন, আমার সেই দেহ পতিত রহিয়াছে। দেবাঙ্গনাগণ মত্ত হইয়া, সর্ব্বদা যাহার যত্নসহকৃত পরিচর্য্যা করিতেন, ঐ দেখুন, সেই দেহ পতিত রহিয়াছে এবং সরীসৃপগণ উহাতে ছিদ্র করিয়াছে। তাত! নন্দননামক স্বর্গীয় উপবন যাহার বিহারক্ষেত্র ছিল, ঐ

দেখুন, আমার সেই দেহ শুষ্ক কঙ্কালমাত্রে পরিণত হইয়াছে! দেবাঙ্গনাগণের অঙ্গসঙ্গবাসনায় যাহার মনঃসাগরে উত্তুঙ্গ কাম-তরঙ্গ সরঙ্গে রিঙ্গিত হইত, ঐ দেখুন, সেই দেহ এখন মনোবৃত্তি-পরিশূন্য ও শুষ্কভাবাপন্ন হইয়াছে! হা কলেবর! তোমার সেই সমস্ত বিলাস, সেই সমস্ত অবস্থা ও সেই সমস্ত ভাবাদি এখন কোথায় গেল! তুমি তৎসমস্ত ত্যাগ করিয়া, কিরূপে স্বস্থ রহিয়াছ! হা মদীয় দুর্ভগ দেহ! তুমি এখন শুষ্ক ও কঙ্কালমাত্র সার শব রূপে পরিণত হইয়া, আমারই ভয়োৎপাদন করিতেছ! হায়, কি বিপর্য্যয়! হা ধিক্! যে দেহ পূর্ব্বে আমার পরম প্রীতির আস্পদ ছিল, এক্ষণে তাহাই ভয়ের ও বিষাদের কারণ হইয়াছে! তাত! আমার যে হৃদয়দেশে তারকাস্তবকসদৃশ মনোহর হারাবলী বিলুলিত হইত, ঐ দেখুন, সেই বক্ষঃস্থল এখন পিপীলিকা-গণের বাসগৃহ হইয়াছে! হায়, বর রমণীরা যাহার দ্রবীভূত-কনক-সদৃশ কমনীয় কান্তি নয়নগোচর করিয়া, কামভোগের অভিলাষিণী হইত, ঐ দেখুন, সেই দেহ এখন কঙ্কালমাত্রে পরিণত হইয়াছে! তাত! ঐ দেখুন, আমার সেই সুশোভন দশনরাজি নিতান্ত ভীষণ, বদনমণ্ডল তাপসম্পর্কে শুষ্ক ও বিকৃত এবং সমস্ত দেহ কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বন্যমৃগগণ উহা দর্শন করিয়া ভয়ে চিত্রপ্রায় অবস্থিতি করিতেছে। ঐ দেখুন, সেই দেহ যেন এই অবস্থায় অত্যুচ্চ শিলাতলে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছে। অর্থাৎ বলিতেছে, সকল দেহেরই পরিণামে এই দশা হইয়া থাকে। এবিষয়ে কাহারও সহিত কাহারও প্রভেদ নাই। ঐ দেখুন, দেহ যেন রূপরসাদির প্রলোভনপরিহার-পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধি আশ্রয় করিয়া, পর্ব্বতপ্রান্তে শুষ্ক হইতেছে এবং চিত্তরূপ পিশাচের হস্ত অতিক্রম করিয়া, যেন সুখে অবস্থিতি করিতেছে। ইহার আর এখন দৈবোৎপাদিত বিপদসমূহের কোনই ভয় নাই। আহা! চিত্তরূপ বেতালের উপশম হওয়াতে, মদীয় এই দেহ যাদৃশ আহ্লাদ অনুভব করিতেছে, ত্রিভুবনেও

তাদৃশ আনন্দোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। তাত! ঐ দেখুন, আর এই দেহের সে সন্দেহ নাই, সেই কৌতুক নাই, সে কল্পনাজাল নাই, সেই জন্য কেমন সুখে শয়ন করিয়া আছে! অথবা, যাহাদের সন্দেহ নাই, কৌতুক নাই, তাহারাই সুখী ও শান্তিরসের অনুভাবক এবং তাহারাই স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ, সন্দেহ নাই! তাত! দেহরূপ বৃক্ষ মনোরূপ মর্কটের মহা উপদ্রবে সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ ও সবেগে বিচলিত হইয়া থাকে। হায়, কি আহ্লাদের কথা! আর আমার এই দেহ বৃক্ষে সেই দুরন্ত মনোরূপ মর্কট নাই; সেইজন্য ইহার শান্তিরও সীমা নাই। ঐ দেখুন, মনোরূপ অনর্থের উপশম হওয়াতে, এই দেহ এখন এই ভয়ঙ্কর পর্ব্বতে ভয়ঙ্কর সিংহগজাদির ভয়ঙ্কর গর্জ্জনেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এই ভয়ঙ্কর অরণ্যে অনায়াসেই শয়ন করিয়া আছে! এখন আর ইহার আনন্দের সীমা নাই। এখন ইহা পরমানন্দে পরিণত হইয়াছে। অথবা, যাঁহাদের বুদ্ধি শান্ত ও মনোরূপ বেতালের উপশম হইয়াছে, তাঁহারাই স্বীয় সুবিমল মনীষা সহায়ে অনন্ত সুখসম্ভোগের অন্ত প্রাপ্ত হয়েন; এবিষয়ে আমি তুমি প্রভেদ নাই। হায়, কি আনন্দ! হায়, কি আনন্দ! আমার দেহ এখন চিত্তহীন ও তজ্জন্য পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাত! অদ্য আমি পরমসৌভাগ্যযোগবশতই আমার এই মননহীন, অশেষদুঃখদশাবিহীন, বিগতজ্বরদেহ দর্শন করিলাম!

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! শুক্র বহুদেহ পরিগ্রহ ও পরিহার করেন। তবে তিনি কিজন্য ভৃগুর উৎপাদিত দেহকেই ঐরূপে বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া, তাহাতে অন্যান্য দেহ অপেক্ষা সমধিক স্নেহরস পরবশ হয়েন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, শুক্রের সেই দেহ ঔশনসী তনু রূপে প্রাদুর্ভূত ও ব্রাহ্মণোচিত দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, প্রাক্তন অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। সেইজন্য, প্রাক্তন দেহের জন্য তিনি শোক করিয়াছিলেন। ফলতঃ, জীবন থাকিতে কেহই মর্য্যাদালঙ্ঘনে সমর্থ হয় না। শিশুর ন্যায় মূঢ় এবং জ্ঞানবান্

উভয়েই সমান। কেবল বাসনামাত্র ভেদবশেই তাহাদের বন্ধ ও মোক্ষ সংঘটিত হয়। যত দিন শরীর বিদ্যমান, তাবৎ ধীর ব্যক্তিরাও অজ্ঞের ন্যায়, সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব এবং দুঃখে সুখ ও সুখে দুঃখ বোধ করেন। অনঘ! চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না; সে হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আয়ত্ত হইলেও সর্ব্বথা বিমুক্ত। এই রূপ, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বশীভূত, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আয়ত্ত না হইলেও, সর্ব্বথা অবিমুক্ত বা বদ্ধ। একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ই সুখদুঃখ ও বন্ধমোক্ষাদির অধিষ্ঠান। অতএব মহাবাহো! তুমি সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জন ও শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বাহ্য লোকাচারে বিচরণ কর এবং পরমাত্মাতে অবস্থান ও সকল বাসনা পরিহারপুরঃসর সর্ব্বথা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, বাহ্যব্যাপার-পরম্পরা সাধন কর। কেননা কর্ম্মকার্য্যাদিই দেহের সংস্থানস্বরূপ।

এই সংসারবর্ত্মে মমতারূপ যে মহান্ধকূপ বিরাজ করিতেছে, তাহা বিবিধ আপদের আস্পদ এবং আধি ব্যাধি প্রভৃতির আবর্ত্তপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত। তুমি উহাতে পতিত হইও না। যে ব্যক্তি উহাতে নিপতিত হয়, সে চিরকালের জন্য পতিত হইয়া থাকে। আর তাহাকে উত্থান করিতে হয় না। সংসারে কত ব্যক্তি ঐ রূপে পতিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌম্য! যাহারা পতিত হইয়াছে, তাহারা আর উঠিতে পারে নাই। অয়ি পদ্মপলাশলোচন রাম! তুমি দৃশ্যবস্তুর অন্তরে অবস্থান করিও না; সর্ব্বদা তাহাদের বাহিরে বাহিরে বিচরণ করিবে। ঐরূপ বাহ্য বিচরণই মুক্তির হেতু। পিতা মরিতেছেন, মাতা মরিতেছেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা মরিতেছে এবং বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলেই মরিতেছে, মরুক, তজ্জন্য শোক কি? কেননা, মৃত্যুই নিয়তি ও একমাত্র প্রকৃতি। তদনুসারে সকলেই, মরিবে, অবশ্যই মরিবে। তবে আর শোক কি, দুঃখ কি ও চিন্তা কি? এইপ্রকার পরিকলন ও তদনুরূপ অনুষ্ঠানাদির নাম

বাহ্যে বিচরণ। এই রূপে তুমি বাহ্যে বিচরণ করিবে এবং দৃশ্য বস্তুজাতও যেন তোমাতে অধিষ্ঠান না করে, সর্ব্বদা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলেই, চরমশান্তি লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। অনঘ! তোমার অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার ও তৎসহকারে তোমার নির্ব্বাণ শান্তি সমুপস্থিত হউক এবং তুমি সেই অজ, অমল, শান্ত, সর্ব্বাত্মা বিশ্বেশ্বরকে ভাবনা করিয়া, সর্ব্বথা সুখসম্ভোগ কর। তুমি যদি মোহান্ধকার পরিহার করিয়া, অনুভব দ্বারা সকল বাসনার শান্তিকারক অবিদ্যাহীন অমলপদ লাভ করিতে পার, আমাদের বন্দনীয় হইবে।

সপ্তদশ সর্গ (শুক্রের পুনর্জীবন)।

অনন্তর ভগবান্ কাল শুক্রের সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, তুমি এই তাপস তনু ত্যাগ করিয়া, আপনারই পরিত্যক্ত ঐ ভার্গব দেহে প্রবেশ কর। এই দেহে তুমি অসুরগণের গুরু হইবে এবং মহাকল্পের সমাগমে উহা ত্যাগ করিবে। তখন আর তোমার জন্ম হইবে না। তুমি এই ভার্গব দেহে জীবন্মুক্ত হইবে। তোমাদের কল্যাণ হউক; আমরা অভীষ্ট প্রদেশে গমন করি। এই বলিয়া মহাপ্রতাপ কাল তাঁহাদের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলে, মহামতি শুক্র নিয়তি-পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আপনার সেই শুষ্ক শরীরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্র তাঁহার সেই বাসুদেবনামক বর্ত্তমান দেহ তৎক্ষণাৎ কম্পিত ও ধরাশায়ী হইল। তদ্দর্শনে মহাভাগ ভৃগু মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক কমণ্ডলুসলিলে আশু শান্তিবিধান করিলে, শুক্রের সেই শুষ্ক দেহে নাড়ী সকল পূর্ণভাবে বিরাজিত ও প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হইল। শুক্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পবিত্রদেহ পিতৃদেবকে প্রণাম করিলেন। তখন ভৃগু স্নেহভরে প্রণত পুত্রকে জলদ অদ্রির ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া, হাস্যসহকারে কহিলেন, এই

শুক্রশরীর আমা হইতেই জন্মিয়াছে। অনন্তর পিতা পুত্রে প্রভাতকালীন সূর্য্য পদ্মবৎ পরমশোভা বিস্তার করত মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতির পর তথা হইতে গাত্রোত্থান ও সেই সমঙ্গাতটস্থ দ্বিজদেহ ভস্মসাৎ করিলেন। পরে উভয়ে কিছুকাল কাননবাসে যাপন করিয়া, স্থিরপ্রকৃতি ও জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালসহকারে শুক্র অসুরকুলের গুরু হইলেন।

অষ্টাদশ সর্গ (শুক্রের পুনর্জীবন)।

শ্রীরাম কহিলেন, শুক্রের এই অনুভূতির আভাস যেমন সিদ্ধ হইয়াছিল, অন্য ব্যক্তির কি সেরূপ হয় না?

বশিষ্ঠ কহিলেন, শুক্র স্বীয় চরম জন্মে উপাসনাদি সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তৎপ্রভাবে তদীয় প্রাক্তনদোষ সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাতেই বর্ত্তমানজন্মে পরমাত্মা হইতে তদীয় দেহের প্রথম আবির্ভাব হয়। এই কারণে উহা প্রাক্তন-দোষরহিত ও সর্ব্বথা শুদ্ধভাবাপন্ন। সকল চেষ্টার অবসানে যে বিশুদ্ধ চিত্তমাত্র বিরাজ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে সত্যচিৎ বলিয়া থাকেন। মন নির্ম্মল ও শুদ্ধসত্ত্ব রূপে পরিণত হইলে, যাহা ভাবা যায়, তাহাই হওয়া যাইতে পারে। শুক্রের যেমন, প্রত্যেক জীবেরও তেমন, এই সকল বিভ্রমজাল স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বীজে অঙ্কুরাদি যেমন স্বয়ং সমুৎপন্ন, প্রত্যেক জীবে দ্বৈতভ্রম তেমন স্বয়ংই আবির্ভূত হয়। এই জগৎ দৃশ্যমান হইলেও, একবারেই মিথ্যা। ইহার কখন উদয় বা অস্ত নাই। ইহা মায়ামোহের ন্যায়, ভ্রান্তিমাত্র। স্বপ্ন ও সংকল্পনগরের ব্যবহারপরম্পরা যদ্রূপ পৃথক্ অনুভূত হয় না, সংসারভ্রমও তদ্রূপ। জ্ঞানদৃষ্টির অভাবপ্রযুক্ত আকাশে সংকল্পনগরাদির ন্যায়, এই সমস্ত মিথ্যা নগরাদি দৃশ্য হইয়া থাকে। শুক্র যেমন, আমরাও তেমন

সংকল্পময় মিথ্যা দেহবিশিষ্ট। এই রূপে এই দৃশ্য জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। অজ্ঞানগর্ভে গাঢ়সন্নিবিষ্ট চিত্তই এই মিথ্যা জগতের সত্যত্ব কল্পনা করে। যাবৎ পরমবস্তু দেখিতে পাওয়া না যায়, তাবৎ জগতের অস্তিত্ব। পরমবস্তু অবলোকিত হইলেই, ইহার বিনাশ হইয়া থাকে। মনের মননই জগৎ। সুতরাং, মন ও জগৎ উভয়ে এক বস্তু। সত্য বিচার দ্বারা ইহাদের একের অভাব হইলে, উভয়েরই বিনাশ হইয়া থাকে। মার্জ্জনা দ্বারা মণির প্রভা যেমন প্রস্ফুরিত হয়, সৎশাস্ত্র ও উপাসনাদি উপায়-সহায়ে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, তাহাতে তেমনি সত্যের প্রতিভা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই সত্যই পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান ও সাক্ষাৎ পরমপদ। চিরকাল একাগ্র হইয়া দৃঢ়রূপে অভ্যাস করিলে, চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং চিত্ত শুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই, সত্যের বিমল জ্যোতিঃ তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যেরূপ মলিন বস্ত্রে সুশোভন বর্ণের সংক্রম বা স্থানপ্রাপ্তি হয় না, তদ্রূপ অবিশুদ্ধ চিত্ত কখন অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ধারণ করিতে পারে না। বাসনাক্ষয়ই একমাত্র চিত্তশুদ্ধির কারণ। চিত্ত শুদ্ধ হইলে, তাহাতে যে প্রবোধসঞ্চার হয়, তৎপ্রভাবে অবিলম্বেই পরমাত্মসংসর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সৌম্য! মলিন মন ও এই দগ্ধ মৃত্তিকা উভয়ই এক পদার্থ। কেননা, দগ্ধ বা অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, মলিন চিত্তেও তদ্রূপ জ্ঞানাঙ্কুরের উদ্ভব সম্ভব নহে। যে বস্তু যৎস্বভাব, সে তাহারই সহিত মিলিত হয়; যেমন জলে জল ও অনলে অনল ইত্যাদি। এই নিয়মে মলিন চিত্তে তৎস্বভাব পাপাদিরই আবির্ভাব হয়; অতৎস্বভাব প্রবোধাদির সঞ্চার-সম্ভাবনা কোথায়? এই কারণে সঙ্কুচিত চিত্তে সদ্ভাব সকল স্থানপ্রাপ্ত হয় না। তথাহি, কূপ প্রভৃতি অতীব সঙ্কুচিত স্থানে ভেক প্রভৃতি অতীব হেয় বস্তুরই সন্নিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে আলোক নাই, সেখানে অন্ধকারেরই অধিষ্ঠান এবং যেখানে

অন্ধকার, সেখানে দুষ্ট সর্পাদিরই অবস্থান, ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। অনঘ! তুমি এই দৃষ্টান্তে আপনার মনকে সর্ব্বথা শুদ্ধভাবে পরিণত করিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে, আর কখনও শোক করিতে হইবে না। কেননা, অবিশুদ্ধ চিত্তের স্বভাবই শোক করা। চিরকালই তাহাকে এইপ্রকার শোক করিতে হয়।

ঊনবিংশ সর্গ (জীবনখণ্ডাবতার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ব্রহ্ম, কদলীস্তম্ভের ন্যায়, শীতলস্বভাব। কদলীপত্র যেমন কদলী হইতে ভিন্ন নহে, শত শত সর্গ তদ্রূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বীজ যেমন রসসংযোগে স্ফুটিত ও বৃক্ষরূপে আবির্ভূত হইয়া, পুনরায় বীজরূপেই পরিণত হয়, ব্রহ্মও তদ্রূপ মনোরূপে পরিণত হইয়া, প্রবোধসহায়ে পুনরায় ব্রহ্মভাব ধারণ করেন। বীজ যেমন রসরূপ কারণ সাহায্যে ফল হইয়া থাকে, জীব তেমন ব্রহ্মরূপ কারণসহায়ে জগৎ রূপে পরিণত হয়েন। রস কোথা হইতে জন্মিল, ইহা যেমন বলা বক্তার উচিত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মের কারণ কি, এইপ্রকার বাক্যও উপযুক্ত নহে। যাঁহার বিকার নাই, ও কোন প্রকার কারণ নাই সেই ব্রহ্মে কারণস্বরূপ বস্তুর সত্তা সম্ভব নহে। অতএব একমাত্র সার বস্তুরই বিচার করিবে; অসার বস্তুর বিচারণায় পুরুষার্থের লেশ নাই। বীজ যেমন নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া, অঙ্কুর ও কাণ্ডাদিরূপে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া, জগৎস্বরূপে দৃশ্যমান হয়েন। রাম! বীজ সাকার, অতএব নিরাকার পরমপদের সহিত তাহার তুলনা করা সম্ভব হইতে পারে না। সেই শিবস্বরূপ পরমপদে তুলনার স্থলই বা কোথায়? শুদ্ধ জ্ঞানশিক্ষার জন্য এইপ্রকার উপমা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মই স্বয়ং উৎপন্ন হন; তিনি ভিন্ন আর কিছুই জন্মে না।

অতএব তুমি শূন্যস্বরূপ জগৎকে অজাত ও ব্রহ্মস্বরূপ, জানিবে। যে দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন করে, সে কখন আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না। মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রম হইলে, অজ্ঞানই প্রকাশ পায়। সেই রূপ, জ্ঞানের উদয় হইলে, সেই মৃগতৃষ্ণাই বা কোথায়? চক্ষু দ্বারা সকল বস্তুই দেখা যায়; কিন্তু চক্ষু আপনাকে যেমন দেখিতে পায় না; দ্রষ্টা তদ্রূপ স্বীয় সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি দৃশ্য দর্শন করে, সে দ্রষ্টাকে দেখিতে পায় না। এই রূপ, দ্রষ্টা দৃষ্ট হইলে, দৃশ্যের অভাব হইয়া থাকে। তুমি এই জগৎরূপ দৃশ্য পদার্থকে দর্শন না করিয়া, ইহার দ্রষ্টা বা সাক্ষীস্বরূপ সেই একমাত্র ব্রহ্মকেই দর্শন কর, তাহা হইলে, তোমার দৃষ্টি নির্ব্বাণ শান্তি লাভ করিবে। সংসারে সেই দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য নাই, ইহা জানিয়া, তুমি সর্ব্বথা দৃশ্যদর্শনে নিবৃত্ত হইবে। দৃশ্যদর্শননিবৃত্তিই মুক্তির হেতু ও নির্ব্বাণ সুখের সেতু। যোগীগণ একাগ্র হৃদয়ে এইরূপ দ্রষ্টাকে দর্শন করেন; তাঁহাদের মনোনয়ন হইতে দৃশ্যজাল একবারেই তিরোহিত হইয়া থাকে।

বিংশ সর্গ (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুর্য্যবিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ব্রহ্ম জীবের বীজস্বরূপ। তিনি আকাশরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান; এই কারণে এই জীবোদর জগতে বহুবিধ জীব বাস করে। সমস্ত জীবই সেই চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই জীব আত্মসিদ্ধির জন্য যেরূপ যত্ন করে, বিচিত্র উপাসনাক্রমবশে সেই রূপেই জন্মিয়া থাকে। এই হেতু, দেবজীব দেবতা ও পক্ষীজীব পক্ষী রূপে প্রাদুর্ভূত হয়।

রাম কহিলেন, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন, এই উভয় অবস্থার পরস্পর পার্থক্য নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যে অবস্থায় প্রত্যয়ের স্থিরতা থাকে, তাহার নাম জাগ্রৎ এবং যে অবস্থায় স্থিরতা থাকে না, তাহাকে স্বপ্ন

বলে। জাগ্রতের অভাবই স্বপ্ন এবং স্বপ্নের অভাবই জাগ্রৎ। অনঘ! যাবৎ সম্বেদনের স্থিরত্ব, তাবৎ জাগ্রৎ অবস্থা। এই সম্বেদনস্থিরতার ক্ষণমাত্র ভঙ্গ হইলেই, স্বপ্নদশার সঞ্চার হয়। যাহা দ্বারা প্রাণধারণ হয়, তাহার নাম তেজ, বীর্য্য, শক্তি ও জীবধাতু ইত্যাদি। শরীর মন, কর্ম্ম ও বাক্যসহায়ে ব্যবহারনিরত হইলে, এই জীবধাতু, বায়ুবশে বিক্ষুব্ধ, হৃদয় হইতে প্রসর্পিত ও সমস্ত শরীরে নাড়ী প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া, বিবিধ সম্বিদের সমুদ্বোধন করে। এই অবস্থাকেই স্বপ্ন কহে। স্বপ্নসময়ে এই দৃশ্য জগৎ বিবিধ আকার ও বিকার বিশিষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সম্বেদনের নিবৃত্তি হইয়া, জগদ্‌ভ্রমশান্তি হইলেই, জাগ্রৎ অবস্থা বলা যায়।

রাম! দেহ ঐরূপে ব্যবহারনিরত না হইলেই, জীবধাতু শান্ত ও সুস্থভাবে অবস্থিতি করে। তখন আলোকের একমাত্র কারণ দীপ যেমন বায়ুশূন্য গৃহে বিক্ষুব্ধ হয় না, তদ্রূপ বায়ু সেই জীবধাতুকে কোন মতেই বিক্ষোভিত করিতে পারে না এবং নাড়ী প্রভৃতিতেও তাহার আর সঞ্চার হয় না। ইহারই নাম সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থায় চিৎ উপাধিশূন্য ও স্বচ্ছভাবাপন্ন হইয়া, ব্রহ্মাত্মাতে লীন হন। তখন আর সংসারজ্ঞান প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয় না। তখন, আমি তুমি, বা আমার তোমার, ইত্যাকার অভিমানপ্রচার বিগতসঞ্চার হইয়া, পরম সুস্থদশার আবিষ্কার করে। এই সুষুপ্তির পর তুরীয় দশা। যোগীগণ সমাধিবলে বীতকষায় হইয়া, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া, উল্লিখিত তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই তুরীয় পদই ব্রহ্মপদ। এই পদে অধিষ্ঠিত হইলে, আত্মার সহিত আত্মার মিলন সম্পন্ন হয়। তখন আর শোক, ভয়, সন্দেহ, বিস্ময় ও কৌতুকাদি দুঃখসাধন ব্যাপারপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত, সঙ্কটসমুদ্রে পরিপূর্ণ, বিপদ্বাগুরায় বিনিবদ্ধ, শত ক্লেশের আধারভূত, পাপতাপগ্লানিপূর্ণ যোনিযোগ ভোগ করিতে হয় না।

অয়ি মহাবাহো! তুমি বিশিষ্টরূপ-বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানবিশিষ্ট। এই সমস্ত অবগত হইয়া, অসৎস্বরূপ জগতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর। তাহা হইলে, আর তোমাকে শোক করিতে হইবে না। ইহা ভিন্ন, সংসারে শোকনিবারণের অন্য পন্থাও আর নাই। মানুষ মরিবে, অবশ্য মরিবে। যতদিন থাকা যায়, ততদিন সুখে থাকাই ভাল। আবার মৃত্যুর পর যাহাতে ঐ সুখের কোন কালেই ভঙ্গ বা অভাব না হয়, তদ্বিষয়ক যত্ন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার ন্যায়, পরমবুদ্ধ ও পরমশুদ্ধ মহাভাগ ব্যক্তিকে এই সকল উপদেশ করা বাহুল্য।

একবিংশ সর্গ (বিজ্ঞানবাদ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! মনের স্বভাব ও স্বরূপ প্রভৃতি বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে, বলিয়াই তোমার নিকট জাগ্রদাদি অবস্থা সকল কীর্ত্তন করিলাম; নতুবা ইহার অন্যবিধ উদ্দেশ্য নাই। দৃঢ়নিশ্চয়বিশিষ্ট মন যখন যাহা ভাবনা করে, তখনই সেইরূপে পরিণত হয়। ফলতঃ, অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া সকল বস্তুকেই স্ব স্ব রূপে পরিণত করে, মনও তেমনি দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে সর্ব্বস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই মন শুভ বিষয়ে বিনিবিষ্ট হইলে, অণিমাদি ভূমিসকল অধিকার করা যাইতে পারে এবং অশুভ বিষয়ে নিযুক্ত হইলে, নরকাদি গতি লাভ হয়। সুতরাং, মনই কর্ত্তা, মনই পুরুষ এবং মনই কারণ। শরীর এই মনের অধীন, এই কারণে মনকে চেত ও শরীরকে চেত্য বলে।

রাম কহিলেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। অতএব বলিতে আজ্ঞা হউক, একমাত্র নিত্য নিরাময় বস্তু থাকিতে, এই মনোরূপিণী ম্লান সংবিৎ কোথা হইতে কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল? এই সংবিৎ কে? আমার মনে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামভদ্র! তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমার বুদ্ধি মোক্ষলাভের অধিকারিণী হইয়াছে এবং যেরূপ পূর্ব্বাপর-বিচারার্থপরায়ণা হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই শঙ্করাদির প্রাপ্তপদে অধিরোহণ করিবে! কিন্তু তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপযুক্ত নহে; নির্ব্বাণপ্রকরণে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিও। অধুনা, মনের নির্ণয়রূপ যে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাই শ্রবণ কর। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা নির্দ্দেশ করেন, মনের মননধর্ম্মিণী প্রকৃতিরূপা চিৎই কর্ম্ম, ইহা শ্রুতিপ্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। বাগ্মীপুরুষগণ বিচিত্র শাস্ত্রদৃষ্টি সহায়ে দর্শনাদিভেদে সেই চিত্তের যে অভিমত নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শ্রবণ কর।

কর্ম্মের যে বীজ, তাহাই মন। কুসুম ও গন্ধের সত্তা যেমন পরস্পর ভিন্ন নহে, কর্ম্ম ও মনের সত্তা তদ্রূপ অভিন্ন! বায়ু যেমন গন্ধের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক গন্ধস্বরূপপরিগ্রহ করে, মন তদ্রূপ যাহা আশ্রয় করে, তাহারই স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক তন্ময় হইয়া থাকে। মন আত্মার দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ যাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার অনুরূপ স্পন্দ ও কর্ম্ম নামক শাখা বিস্তার এবং অনুরূপ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল সম্পাদনপূর্ব্বক সত্বর তাহা অনুভব করে। এই মন আপনার প্রীতিপ্রাপ্তি দ্বারা সতত চতুর্ব্বর্গের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হয়। বিবিধ দেহবিশিষ্ট রীতিসমুদায় এই মন হইতেই জন্মগ্রহণ করে। মনের অভ্যাসেই সমুদায় বিষয় আয়ত্ত হয়। মন যদি দৃশ্যবিষয়ে বিচরণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে, আর তজ্জনিত সুখ দুঃখ তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। অনঘ! এই দৃশ্যবন্ধন হইতেই মোহ ও ভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তুমি এই অপবিত্র ও অসৎস্বরূপ দৃশ্যবন্ধন ত্যাগ কর। পণ্ডিতেরা সম্বিদ্‌কেই মায়া, অবিদ্যা ও ভয়াবহ ভাবনা নামে নির্দ্দেশ এবং তাহার তন্ময়তাবেই কর্ম্ম নামে উল্লেখ করেন। তন্ময় ভাবে অবস্থিত দৃশ্যের নাম অবিদ্যা, কথিত

হইয়া থাকে। অনঘ! এই অবিদ্যা সর্ব্বনাশের হেতু ও কল্যাণ-লাভের মূর্ত্তিমান্ অন্তরায়। ইহা দ্বারা লোকের দৃষ্টি অন্ধকারের ন্যায়, প্রতিহত হইয়া থাকে। দৃষ্টি প্রতিহত হইলে, ভাল মন্দ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য, অবিদ্যাচ্ছন্ন অবিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গ অন্ধের সহিত উপমিত হইয়া থাকে।

যে আত্মা পদার্থসঙ্গপরিহার পূর্ব্বক স্থিরভাব আশ্রয় করিয়াছে এবং যাহার সত্যদৃষ্টি প্রসন্ন ও অসত্যদৃষ্টি মলিনভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই বিশুদ্ধ আত্মাই নির্ব্বিকল্প চিৎ লাভ করে! যাহার সত্য বা অসত্য নাই এবং সুখ বা দুঃখ নাই, একমাত্র পরমাত্মভাবই যাহার অন্তরে বিরাজমান এবং মন অনর্থভাবনা সমুপস্থিত করিয়া, যাহার অন্তর ব্যাকুল করিতে সমর্থ না হয়, তাহারই আত্মলাভ হইয়া থাকে। এই আত্মলাভই সাক্ষাৎ মুক্তি, এই আত্মলাভই সাক্ষাৎ নির্ব্বাণসুখ এবং এইআত্মলাভই সাক্ষাৎ চরমশান্তি বা চরমবিশ্রাম। অতএব তুমি সতত আত্মলাভে যত্ন কর। তাহা হইলে, সকল শোক ও সকল দুঃখের বহির্ভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

অনঘ! যাহা অতি উপাদেয় বা অসামান্য, যাহা অনায়াসে লাভ করা যায় এবং যাহা কল্পনার অতীত, তাহাই সুখের হেতু। এই আমি, এই জগৎ, ইত্যাদি সম্ভ্রম সমস্ত বালকের সন্ধ্যাসময়সমুপস্থিত বেতালচ্ছায়ার ন্যায়, সম্পূর্ণ অলীক। লোকের ভাব, অভাব ও সুখ দুঃখাদি যে ক্ষণমধ্যেই উদিত ও অস্তমিত হয়, কল্পনাই তাহার কারণ। অতএব তুমি সর্ব্বভাবময়স্বরূপ সংকল্প ত্যাগ করিয়া, সুষুপ্তবৎ আত্মাতে অবস্থিতি কর, আত্মায় অবস্থানই পরম শান্তি। সংসারে হেয়োপাদেয় যে কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই মোহের কারণ। চঞ্চল মন কল্পনাবশে ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। কদাচ তাহাতে আসক্ত হইও না। আসক্ত হইলে অপার মোহে আচ্ছন্ন ও অভিহত হইতে হইবে। স্ত্রীকে বা পুত্র কন্যাকে আলিঙ্গন করিলে, তৎক্ষণমাত্র সুখ, পশুরাই ক্ষণিক

সুখে আসক্ত হয় এবং এইপ্রকারে ক্ষণিক সুখই মমতার ও মোহের হেতু। ইহার যুক্তি সুস্পষ্ট। অতএব তুমি একমাত্র আত্মাকেই অনাদি অনন্ত ও দৃশ্য জগৎকে অবস্তু অলীক বিবেচনা করিয়া, জগতের অনুরঞ্জন পরিহার ও আত্মার অনুসরণ কর। সংসারে অনুরাগই মৃত্যু ও বন্ধন। কদাচ যেন তোমার চিত্তে সেই অনুরাগ লব্ধপদ বা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত না হয়। তাহা হইলে, জীবন্মৃত হইয়া, অনন্তকাল অনন্ত যাতনা ভোগ করিতে হইবে। তোমার ন্যায়, কৃতপ্রজ্ঞ ও কৃতচিত্ত ব্যক্তিকে অধিক উপদেশ করা বাহুল্য।

দ্বাবিংশ সর্গ (অমুত্তমপদে বিশ্রান্তিবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যাঁহারা আত্মতত্ত্বের বিচারমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইয়াছে, যাঁহারা সংকল্প-ত্যাগ ও হেয় দৃশ্য বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহাদের আত্মা পরিণত হইয়াছে, যাঁহারা উপাদেয় গ্রহণ ও সাক্ষিচিদ্‌বেদ্যমাত্র দর্শন করেন, যাঁহারা আত্মভিন্ন বস্তুর দর্শন করেন না, যাঁহারা অবশ্যজ্ঞেয় চরমতত্ত্বে অবস্থান ও তাহারই ধ্যান করেন, যাঁহারা মহামোহময় নিবিড় সংসারবর্ত্মে লিপ্ত হয়েন না; যাঁহারা অত্যন্তবৈরাগ্যবশতঃ কি সরস, কি নীরস, যাবতীয় আভোগরম্য বিষয়ভোগে বিরক্তি অবলম্বন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের আশার লেশমাত্র নাই, হিম-কণা যেমন আতপে বিগলিত হয়, তাঁহাদের অজ্ঞান তেমনি বিনষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, তাঁহারা আত্মাতে বিলীন ও পরমাত্মাতে চিরকালের জন্য বিশ্রান্ত হন। তখন মূষিক যেরূপ খগজাল ছিন্ন করে, বৈরাগ্যবশে তেমনি বাসনাজাল ছিন্ন ও অহং-কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি বিশীর্ণ হওয়ায়, কেতক বা নির্ম্মাল্যযোগে জল যেমন নির্ম্মল হয়, বিজ্ঞানের সহায়তায় তাঁহাদের স্বভাব তেমনি মলভার পরিহার করে। তখন তাঁহারা বীতরাগ, বিষয়সর্পবির-

হিত, ভার্য্যাদি-দ্বন্দ্ববর্জ্জিত ও নিরাশ্রয় হইয়া, পঞ্জর হইতে পক্ষীর ন্যায়, মনোমোহ হইতে বিনির্গত হয়েন। তখন তাঁহাদের চিত্ত অশান্তিহীন, সন্দেহহীন, দৌরাত্ম্যহীন, কৌতুকহীন, বিভ্রমহীন ও পূর্ণান্তর হইয়া, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান ও নির্ব্বাত সাগরের ন্যায় স্থিরভাবে শোভমান্ এবং সর্ব্বত্র সাম্যবান্ বা সমদর্শী হইয়া থাকে। তখন তাঁহাদের পুণ্যরূপপত্র-শালিনী প্রজ্ঞারূপ পদ্মিনী চিৎরূপ সূর্য্যকে সন্দর্শনপূর্ব্বক হৃদয়রূপ সরোবরে সমুল্লাসিনী হয় এবং সত্ত্বগুণরূপ অমৃতসান্নিধ্যবশতঃ ভুবনের আনন্দ বিধান ও হৃদয় হরণ করিয়া, শশিকলাবৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশালিনী হইয়া থাকে।

বলিতে কি, জ্ঞেয় বস্তু যাঁহাদের পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পরম-বিস্ময়াবহ আকাশকোশের ন্যায়, তাঁহাদের উদয় বা অস্ত নাই। যাঁহারা ঐরূপ ব্রহ্মবিচার দ্বারা আত্মস্বভাব বিদিত হইয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই সেই মহাত্মাদিগকে অনুগ্রহ করেন্। ইতর ব্যক্তিরা যেমন বাসনাবশতঃ বারংবার যাতায়াত করিয়া, জন্মমরণরূপ অজ্ঞানকেই গ্রহণ করে, প্রজ্ঞাকে নহে; প্রাজ্ঞগণের স্বভাব সেরূপ নহে। ব্রহ্মলাভপ্রযুক্ত তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব কিছুই হয় না। তাঁহারা বিশিষ্টরূপ জ্ঞানালোক লাভ করত মায়াদির কৌতুক দর্শন জন্যই সংসারে পর্য্যটন করেন; কদাচ তাহাতে লিপ্ত বা আক্রান্ত হয়েন না। অজ্ঞদের স্বভাব সেরূপ নহে। তাহারা সংসারে লিপ্ত ও বদ্ধ হইয়া থাকে। শরীর ভূষিত বা দূষিত, যাহাই হউক, প্রাজ্ঞগণের কখন মৃত্যু হয় না। তাঁহারা আত্মজ্ঞানবলে একবারেই অজর ও অমর হইয়া থাকেন।

বিবেকরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে, মিথ্যাভ্রমরূপ ভূমিতে প্রাদুর্ভূত বাসনারূপ কৃষ্ণনিশার তৎক্ষণাৎ অবসান হয়। তখন ভাল মন্দ ও আত্মা অনাত্মা সুস্পষ্ট দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়। আমি কে, কিজন্য জন্মিয়াছি, এইরূপ বিচারের উদয়

না হইলে, এই অন্ধকারসদৃশ সংসাররূপ আড়ম্বরের ক্ষয় হয় না। যাবৎ এই আড়ম্বরের ক্ষয় না হয়, তাবৎ কোনকালেই বন্ধন চ্যুত বা মুক্তি অধিগত হয় না। অবিমুক্ত পুরুষ পশুর সমান বা তাহা অপেক্ষাও অধম, এবিষয়ে কোন্ সন্দেহ নাই।

অয়ি প্রাজ্ঞ। এই দেহ বিবিধ আপদের আস্পদ ও মিথ্যা-ভ্রমসমুদিত। যিনি আত্মভাবনা দ্বারা ইহাকে দর্শন না করেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন। যিনি অহঙ্কারের আধার এই দেহে দেশকালবশজনিত সুখদুঃখাদি দর্শন না করেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন্। আমি এই অপার আকাশ ও দিক্কালাদিক্রিয়া-ন্বিত বিশ্বের কিছুই নহি, যিনি এইপ্রকার দর্শন করেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন। আমি কেশাগ্রের লক্ষভাগ অপেক্ষা বহুকোটি অংশে সূক্ষ্ম, যিনি আত্মাকে এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন এবং তিনিই সর্ব্বব্যাপী। যিনি অভেদদৃষ্টির বশীভূত হইয়া, সর্ব্বদাই জীব ও দৃশ্যবস্তুমাত্রকে চিজ্জ্যোতিরূপে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বশক্তি, অনন্তাত্মা ও অদ্বিতীয়স্বরূপ চিৎকে আপনার অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যিনি প্রজ্ঞাবলে আত্মাকে আধি, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু, ভয় ও উদ্বেগহীন দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। আমার মহিমা অধ, ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ সকলস্থানব্যাপী এবং আমি অদ্বিতীয়স্বরূপ, যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। মণি যেমন সূত্রে গ্রথিত, সমস্ত তেমনি আমাতেই সম্বদ্ধ, যিনি এইরূপ দর্শন করেন তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। আমিও নাই এবং অন্য কোন বস্তুও নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি নিরাময়; সৎ ও অসতের মধ্যে যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। এই সমস্ত ভুবন আমারই অবয়ব, যিনি অন্তরে এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। এই ক্ষুদ্র ত্রিলোকী আমার অবশ্যপ্রতিপাল্যা ভগিনী স্বরূপ, যিনি এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই

যথার্থ দর্শন করেন। যাঁহার আত্মত্ব, পরত্ব, তত্ত্ব ও মহত্ত্ব এই সকলের বিনিবৃত্তি হইয়াছে, তিনিই মহাত্মা, তিনিই সুলোচন এবং তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যে চিদ্দেবের বপু এই সমস্ত জগজ্জাল ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন, যিনি তাঁহাকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যিনি আকাশের ন্যায় একাত্মা ও সর্ব্বভাবগত হইয়াও, কোন বিষয়েই লিপ্ত না হন, তিনিই মহাত্মা ও মহেশ্বর। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তমঃপ্রকাশময়ী অবস্থাত্রয় অতিক্রম ও তুরীয়দশা লাভ করিয়া, মৌনী ও স্বস্থভাবে অবস্থান করেন, তাঁহাকে নমস্কার। ব্রহ্মেই যাঁহার ঐকান্তিক মন, যিনি পরমবোধবিশিষ্ট, যিনি সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ, এবং এই সংসারের উদয় আছে, অস্ত আছে, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, যিনি সর্ব্বত্রই অনন্তরূপিণী ব্রাহ্মী সৃষ্টি স্থাপন করেন, সেই মহাপুরুষকে নমস্কার।

ত্রয়োবিংশ সর্গ (দেহস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যিনি জীবন্মুক্ত এবং পরমপদ আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি এই দেহরূপ নগরীতে আসক্ত না হইয়া, রাজ্য করেন। এইজন্য এই নগরীতে কখন কোন রূপে তাঁহার দুঃখের সঞ্চার হয় না। তিনি এই মহাপুরীতেই ভোগ, মোক্ষ ও সুখ-সম্ভোগ করেন।

রামচন্দ্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! কিজন্য শরীরের নাম নগরী? একমাত্র যোগিগণই বা কি জন্য ইহাতে বাস ও রাজ্য করেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো! প্রাজ্ঞের পক্ষে এই শরীরনগরী পরমমনোহারিণী ও সর্ব্বগুণশালিনী। আত্মজ্যোতিরূপ সূর্য্য ইহাতে আলোক বিতরণ করেন। দুই নেত্র ইহার দুই বাতায়ন। ইন্দ্রিয়রূপ প্রদীপ তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, ভুবনান্তর প্রকাশিত করে। করদ্বয় ইহার পথ রূপে বিস্তৃত হইয়া, ইহার পাদরূপ

উপবনপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এই পাদরূপ উপবন রোমরাজি-রূপ গুল্মলতায় আচ্ছন্ন ও জঙ্ঘোরুরূপ স্তম্ভদ্বয়ে অলঙ্কৃত। ইহার বদনরূপ উদ্যান ভ্রূ, ললাট ও ওষ্ঠাদি দ্বারা পরম শোভা বিস্তার করিয়াছে। ইহার কল্পনারূপ বিহারস্থলী কটাক্ষরূপ ভ্রাম্যমাণ উৎপলদলে অলঙ্কৃত ও বক্ষস্থলরূপ সরোবর স্তনরূপ পঙ্কজ সুশোভিত এবং ঐ সরোবরের স্কন্ধরূপ অত্যুচ্চ তীরভূমি ক্রীড়মাণ ঘন রোমরাজিতে বিরাজিত। উদর এই নগরীর কোশাগার। উহা অন্নরূপ ধনে পরিপূর্ণ। কণ্ঠদ্বয় এই উদরকোশের কবাট। বায়ুবশে এই কবাট উদ্ঘাটিত হইলে, বিপুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রাপ্ত শব্দাদিরূপ রত্নপরম্পরা এই মহাপুরীর শোভা বিধান করে। হৃদয়স্থ বিচাররূপ রত্নপরীক্ষকগণ ঐ সকল রত্নের পরীক্ষা করেন। প্রাণরূপ নগরবাসীরা ইহার নবদ্বার দিয়া, সর্ব্বদা যাতায়াত করে। চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপ মর্কটগণ ইহাতে বুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বদ্ধ আছে। ইহার বদনরূপ উদ্যান হাস্যরূপ বিকসিত কুসুমে পরম শোভা বিস্তার করে। এইরূপে মনোজ্ঞ ব্যক্তির এই শরীরনগরী সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরী, পরমহিতকরী ও অনন্তসুখের সেতু স্বরূপ।

রাম! এই নগরী যেমন অজ্ঞগণের অনন্ত দুঃখের আগার, প্রাজ্ঞগণের তেমনি অনন্ত সুখ বিধান করে। ইহার বিনাশে অজ্ঞগণের যেমন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, প্রাজ্ঞগণের তেমন কিছুই হয় না, সামান্যমাত্র ক্ষতি হইয়া থাকে। এই রূপে এই নগরী প্রাজ্ঞগণের অশেষ ভোগমোক্ষ বিধান করে, এইজন্য ইহার নাম দেবরথ এবং ইহা দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ইত্যাদি লাভ হয়, এইজন্য ইহার নাম লাভদা। ইহা সুখদুঃখাদি বিবিধ ক্রিয়ার আধার, এইজন্য ইহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাধার বলে। প্রাজ্ঞপুরুষ, স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায়, এই পুরীতে বিগতজ্বর ও অব্যগ্র হইয়া, অবস্থিতি করেন। তিনি কখনই মনোরূপ মত্তমাতঙ্গকে কামসান্নিধ্যে প্রেরণ, প্রজ্ঞারূপ কন্যাকে অধর্ম্মের হস্তে অর্পণ, অথবা অজ্ঞানরূপ

পররাষ্ট্রের ছিদ্র অন্বেষণ করেন না। কেবল সংসাররূপ শত্রুভয়ের মূলস্বরূপ স্নেহ বিনাশ করিয়া, আপনার প্রজ্ঞারূপ রাজ্য নিরাপদ করেন। এই সংসাররূপ অসার তৃষ্ণানদী কামভোগাদিরূপ ভীষণ জলজন্তুগণে সমাচ্ছন্ন এবং সুখদুঃখাদিরূপ প্রবাহে পরিপূর্ণ। প্রাজ্ঞপুরুষ কখনই ইহাতে মগ্ন হন না। তিনি ইহাতে স্নানমাত্র করিয়া, ইহার অন্তর বাহিরে ব্রহ্মমাত্র দর্শন করেন।

যাঁহারা আত্মাকে অবগত হইয়াছেন, এই শরীরনগরী তাঁহাদের পরম সুখ সমুৎপাদন করে। ইহা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়, ভোগমোক্ষের আধার, ইহার স্থিতিতেই সকলের স্থিতি। কিন্তু ইহার বিনাশে কিছুই বিনষ্ট হয় না। এইজন্যই ইহা নিরতিশয় সুখ সমুৎপাদন করে। ঘট ভগ্ন হইলে, তন্মধ্যস্থ আকাশ যেমন বিনষ্ট হয় না, এই দেহের বিনাশে তেমন তাহার অভ্যন্তরীণ বস্তুর বিনাশ হয় না।

আত্মা রূপী পুরুষ এই নগরের অধিবাসী। তিনি স্বীয় প্রারব্ধের অবসানে মোক্ষভোগ করেন। সেই পুরুষ সকল অর্থ ও সকল ক্রিয়াতেই উন্মুখভাবাপন্ন এবং কখন ব্যবহারদর্শী হইয়া সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কখন পরমার্থদর্শী হইয়া, তৎসমস্ত বিসর্জ্জন করেন, কখন বা মনের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। তখন তিনি অশেষবিধ সম্পত্তি সহায়ে পরমসৌন্দর্য্যশালী হইয়া, পূর্ণচন্দ্রবৎ সকল দিকের শোভা সাধন করত বিরাজমান হয়েন। তখন ভোগ সকল তাঁহার খেদের কারণ না হইয়া, সন্তোষ সমুৎপাদন করে। ব্যবহারিক ক্রিয়াসকল তাদৃশ প্রাজ্ঞপুরুষের কোনরূপ শঙ্কা সম্পাদনে সমর্থ হয় না। তিনি অনাসক্ত হইয়া, তত্তৎ ক্রিয়াসকলে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং কল্পনাহীন, কৌতুকহীন ও সন্দেহবিহীন হইয়া এই শরীরনগরীতে পরমসুখে সাম্রাজ্য করেন।

অঙ্কুশ দ্বারা মাতঙ্গের ন্যায়, বিচার দ্বারা বিষয় বিদ্রুত মন বশীভূত হইয়া থাকে। ভোগে বিনিবিষ্ট মনকে অগ্রে সর্ব্বতো-

ভাবে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যই ঐরূপ বিনাশের সাধন। পণ্ডিতেরা বিষয়মদে মত্ত মনোরূপ মাতঙ্গের দ্বিবিধ অঙ্কুশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে বৈরাগ্যই প্রথম অঙ্কুশ।

কোন ব্যক্তিকে অগ্রে তাড়িত করিয়া, পশ্চাৎ সম্মানিত করিলে, তাহার সেই সম্মান অনন্ত বলিয়া মনে হয়। অনার্ত্ত ব্যক্তি সম্মান বা বহুমান্ জানিতে পারে না। সাগর যেমন সলিলপূর্ণ হইলেও, সলিল গ্রহণ করে, তদ্রূপ পূর্ণ বস্তু অন্য বস্তুর কামনা করে। শত্রুকর্তৃক বদ্ধ ভূপতিকে অনুগ্রহপূর্ব্বক মুক্ত করিয়া, একমাত্র গ্রাম প্রদান করিলে, তাহাতেই তাঁহার পরম সন্তোষ সমুদ্ভূত হয়; কিন্তু স্বাধীন ভূপতি বিশাল রাজ্যকেও তুচ্ছ বোধ করেন। সেই রূপ, মনকে দৃঢ় রূপে নিগৃহীত ও ভোগসুখে বঞ্চিত করিয়া, পশ্চাৎ স্বল্পমাত্র সুখ ভোগ করিতে দিলে, তাহাই তাহার প্রচুর বলিয়া মনে হয়।

ইন্দ্রিয়গণ হৃদয়ের শত্রুস্বরূপ। তাহাদিগকে জয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাঁহারা মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই চেতনাসম্পন্ন, তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই পুরুষগণের অগ্রগণ্য। যাঁহার হৃদয়রূপ-গর্ত্তস্থ মনোরূপ ভুজঙ্গ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং তজ্জন্য যিনি বিগতশোক ও বিগতজ্বর হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষকে নমস্কার।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ (মনের অসত্তা প্রতিপাদন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ মহানরকরূপ সাম্রাজ্যের অধিপতি। তাহাদিগকে জয় করা সহজ নহে। তাহারা দুষ্কৃতিরূপ মত্ত বারণ ও আশারূপ শত শলাকা সহায় হইয়া, বিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা স্বভাবতঃ কৃতঘ্ন, এইজন্য, আপনাদের আশ্রয় দেহকে বিনষ্ট করে। অনঘ! ইন্দ্রিয়গণ পক্ষিরূপে কার্য্যাকার্য্যরূপ পক্ষ বিস্তার ও বিষয়রূপ আমিষ আহার

করিয়া, এই শরীররূপ কুলায়ে সর্ব্বদা বিহার করে। বিবেকরূপ দুর্ভেদ্য জাল বিস্তার করিয়া, ঐ ইন্দ্রিয়রূপ শঠ বিহঙ্গদিগকে বদ্ধ করিলে, আর কোন কালেই শান্তিভঙ্গ হয় না। যে ব্যক্তি এই কুদেহরূপ পত্তনে বিবেকরূপ ধন সঞ্চয় করিতে পারেন, তাঁহার কোন কালেই অশান্তিরূপ দারিদ্র্যদুঃখের ভোগ হয় না। অন্তরিন্দ্রিয়গণ কস্মিন্ কালেও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না এবং তিনি কদাচ এই মৃত্তিকাময় দেহের পরিচর্য্যা করিয়া, আপনার অধোগতির দ্বার বিস্তার করেন না।

চিত্তরূপ সর্প ক্ষয়প্রাপ্ত ও মনোরূপ শত্রু নিগৃহীত হইলে, বসন্তকালীন মঞ্জরীর ন্যায়, উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ হয় এবং ভোগবাসনা সকল হৈমন্তিকী পদ্মিনীর ন্যায়, ক্ষীণ হইয়া, নির্ব্বাণশান্তি সমুদ্ভাবন করে। তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়তর অভ্যাস দ্বারা মন পরাজিত না হইলে, হৃদয়রূপ আকাশ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, বাসনারূপ বেতালসমূহের ভয়ঙ্কর নৃত্যে একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই দেহরূপ সাম্রাজ্যে বিবেকিগণের মনই অভিমত কার্য্য সাধন করে বলিয়া ভৃত্য, সৎকার্য্যসাধনে সবিশেষ নিপুণ বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়াদিরূপ রিপুবর্গের আক্রমণ করে বলিয়া সামন্ত, লালন করে বলিয়া পরমস্নেহময়ী ললনা, পবিত্র করে বলিয়া পাবন, পালন করে বলিয়া পিতা এবং পরমবিশ্বাসভাজন বলিয়া, সুহৃৎস্বরূপ। শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে দর্শন ও অনুভব করিলেই, মন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া, পরম সিদ্ধি সমুদ্ভাবন করে। এই কারণে মনই পরমপিতা। এই মন মহামণিস্বরূপ; সদ্গুণসহায়ে অর্জ্জিত হইয়া, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে, প্রবোধরূপ তেজে সমুদ্দীপিত হইয়া উঠে। যে বিবেকরূপ কুঠার জন্মরূপ বৃক্ষ ছেদন করে, এই মনই তাহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। অতএব রাম! তুমি পরমসিদ্ধি সাধন জন্য বহু পঙ্কে কলঙ্কিত মনোরূপ মণিকে বিবেকরূপ সলিলে প্রক্ষালিত করিয়া, অজ্ঞান-

রূপ অন্ধকারে জ্ঞানরূপ আলোক লাভ কর। জড়ভাবে আচ্ছন্ন সামান্য ব্যক্তির ন্যায়, এই বিবিধোৎপাতপরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর ভবভূমিতে পতিত হইয়া, বিবেকবিহীন ও তজ্জন্য অবসন্ন হইও না। এই বিচিত্র সংসারমায়াবশে যে বিবিধ অনর্থে পরিপূর্ণ মহামোহরূপ হিমিকা সমুত্থিত হইতেছে, কদাচ তাহাতে আচ্ছন্ন হইও না। স্বকীয় নির্ম্মল বুদ্ধির সহায়তায় সত্য বস্তুর দর্শন, বিবেক অবলম্বন ও ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদল দলন করিয়া, ভবরূপ সাগরপারে গমন কর।

সৌম্য! এই অসত্য দেহে সুখ দুঃখাদি সমস্তই অসত্য। অতএব তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থিতি না হয়। তুমি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায়, স্থিতিলাভ ও শোকহীন হইয়া অবস্থিতি কর এবং স্বকীয় সুন্দর মনীষা সহায়ে এই জগৎ, এই আমি, ইত্যাদি বৃথাজ্ঞান ত্যাগ করিয়া, পরমপদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পানভোজনে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, জীবন্মুক্ত, মনোহীন ও অবধ্য হইবে, সন্দেহ নাই!

পঞ্চবিংশ সর্গ (দাম-ব্যাল-কটের উৎপত্তিবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! তুমি ইহলোকে বিশিষ্টবুদ্ধিসহকারে লোকের সাক্ষাৎ আমার স্বরূপে বিচরণ, শ্রেয়োলাভে যত্ন ও পুরুষার্থসাধনে অভিলাষ কর এবং দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায়, অবস্থিতি না করিয়া, ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায়, সংস্থিত ও শোকহীন হইয়া, অবস্থান কর।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনি পরমপ্রভাববিশিষ্ট ও লোকের পাপ হরণ করিয়া থাকেন। উদার বাক্যে দাম, ব্যাল ও কটের বিষয় বর্ণন করিয়া, আমাকে প্রবোধিত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! সমস্ত সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া, যাহা ইচ্ছা, বিধান কর। বিবিধ আশ্চর্য্যের আধার মনোহর পাতালবিবরে শম্বর নামে অসুর বাস করিত। সেই

অসুর মায়ারূপ মণির মহাসাগরস্বরূপ। সে মায়াবলে আকাশে কৃত্রিম নগর সকল নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে বিবিধ মনোহর উদ্যান ও সেই সকল উদ্যানে মনোজ্ঞ দেবমন্দির সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তদীয় গৃহরত্নভূত অঙ্গনাগণের সঙ্গীতে দেবাঙ্গনা-গণের ধ্বনি পরাভূত এবং তাহার বিহারোদ্যানে পাদপপরম্পরা সর্ব্বদাই চন্দ্রবিম্বকলায় অলঙ্কৃত হইত। তাহার প্রফুল্ল নীলোৎ-পলমণ্ডিত সুরম্য রমণালয় সকল কামিগণের ভয় বিধান করিত। তাহার কনকপদ্মপরিপূর্ণ সরোবরসমূহ রত্নহংসগণের নিনাদে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইত। তাহার উদ্যানবর্ত্তী হেমতরু-নিক-রের শেখরদেশে সরোজসমূহ বিকসিত হইয়া, নিরুপম সুষমা সমুৎপাদন করিত। সে সুসজ্জিত অনন্ত দৈত্যসেনা সহায়ে দেবরাজকে পরাজিত করিয়াছিল। তাহার বিবিধ-কুসুমভূষিত পুষ্পোদ্যানের অতুল শোভায় দেবোদ্যানও পরাভূত হইয়াছিল। সর্পসঙ্কুল চন্দনবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত মলয়মহীধর তাহারই মায়াকল্পিত। তাহার অন্তঃপুরচারিণী পরমসুন্দরী কামিনীগণের অনুপম রূপলাবণ্যে স্বর্গের শ্রীও তিরস্কৃত হইত। রাশি রাশি রত্ন অনবরত উড্ডীন হওয়াতে, তাহার পুরমধ্যস্থ আকাশবিভাগ দিবারাত্র যেন তারকামালায় অলঙ্কৃত ছিল। অমাবস্যার রজ-নীতেও তদীয় অধিকারে বিচিত্র কৌমুদী লীলায়িত হইত। তাহার মায়াময় ঐরাবত দেবহস্তীদিগকে ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত করিত। তাহার অববোধমণ্ডপ ত্রিভুবনের যাবতীয় বিভবে পরিপূর্ণ ছিল। সে এই রূপে সকল সম্পদ ও সকল সৌভাগ্যের অধিকারী, সকল ঐশ্বর্য্যে সুসেবিত ও সমস্ত দৈত্যসামন্তে পরিপূজিত হইয়া, উগ্রানু-শাসনে দৈত্যদিগকে পালন করিত। অসুরগণও তাহার মহাভুজ রক্ষের ছায়াতে নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিত। সেই অসুর সর্ব্ববুদ্ধির আধার ও সর্ব্বরত্নে মণ্ডিত ছিল এবং দেবগণের উৎসাদন করিত। তাহার আকৃতি কঠিন ও ভয়াবহ। তাহার অধীনে অনেক সৈন্য ছিল। তাহারা দেবগণের বিনাশসাধনসমর্থ।

একদা মায়াবলে শম্বর দেশান্তরগমনপূর্ব্বক সুপ্ত হইলে, অমরেরা ছিদ্র পাইয়া, সহসা আক্রমণপূর্ব্বক তদীয় সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। শম্বর ইহা জানিতে পারিয়া, মুণ্ডি, ক্রোধ ও দ্রুমাদি সামন্তদিগকে তাহাদেব রক্ষাধিকার প্রদান করিল। তথাপি, দেবগণ তাহাদিগকে শ্যেন-কপোতবৎ গ্রহণ করিয়া, আকাশে প্রস্থান করিলেন! তদ্দর্শনে শম্বর পুনরায় অন্য সেনাপতি নিয়োগ করিল। দেবগণ তাহাদিগকেও বিনাশ করিলেন। তখন শম্বর সাতিশয় ক্রোধভরে দেবগণের বিনাশজন্য স্বর্গপুরে সমাগত হইল। দেবগণ তদীয় মায়ায় ভীত হইয়া, মেরু-কানন-কুঞ্জস্থ-গৌরীবাহন-সিংহ-দর্শনে মৃগগণের ন্যায়, অন্তর্হিত হইলেন। অমরনগরী ক্ষণমধ্যেই কল্পান্তকালীন ব্রহ্মাণ্ডবৎ শূন্য হইল। শম্বর নির্ব্বিঘ্নে ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক তত্রত্য রত্নাদি বস্তুজাত আহরণ করিয়া, স্বীয় নিলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অনন্তর দৈত্যপতি শম্বর পুনঃ পুনঃ সেনাবিনাশ বশতঃ রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া, মায়াবলে মূর্ত্তিমান্ কালের ন্যায় ও পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায়, অতীব ভীষণ ও ঘোর ভাবাপন্ন অসুরত্রয়ের সৃষ্টি করিল। তাহাদের রাম দাম অর্থাৎ শত্রুদমনকর, ব্যাল অর্থাৎ সর্পের ন্যায় শত্রুকে যে বেষ্টন করে এবং কট অর্থাৎ শত্রুকে কটবৎ আচ্ছাদন করে। এইরূপে দাম, ব্যাল ও কটের জন্ম হইল। তাহারা প্রাক্তন জীব; কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মাদির অভাববশতঃ বাসনাহীন এবং শুদ্ধ চিত্তের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত দেহ-পরিস্পন্দন-স্বভাববিশিষ্ট। তাহাদের অভিমান ছিল না, পতন, অপতন বা পলায়ন ইত্যাদি কোন বিষয়েরই জ্ঞান ছিল না এবং তাহাদের জীবন, মরণ ও যুদ্ধে জয়-পরাজয়-বোধও ছিল না। শত্রুকে প্রহার করা কর্ত্তব্য, শম্বরের এইপ্রকার সংকল্প-বাসনামাত্র হইতে তাহাদের আবির্ভাব হয়। এই কারণে তাহারা শত্রুসেনাকে সম্মুখে সন্দর্শন করিবামাত্র সংহার করিতে সমুদ্যত হইত। তাহাদের আবির্ভাবে শম্বরসন্তুষ্ট চিত্তে 'চিন্তা করিতে লাগিল, মদীয়

সৈন্য এই অস্ত্রত্রয়ের সহায়তায় অবশ্যই জয় লাভ করিবে।

ষড়্বিংশ সর্গ (দেবাসুর যুদ্ধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শম্বর এইপ্রকার চিন্তানন্তর দাম ব্যাল কটের সহিত সুরনাশিনী অসুরসেনাকে ভূতলে প্রেরণ করিলে, তাহারা আয়ুধ হস্তে সমুদ্রতীর, কুঞ্জ ও গিরিগুহা হইতে ভীষণ রবে অবলীলাক্রমে উর্দ্ধে প্রস্থান করিল। তাহাদের কর-প্রহারে দিবাকর ক্ষীণতেজ হইলেন। অনন্তর অকাল-প্রলয়ের ন্যায়, ঘোরতর দেবাসুরযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কুণ্ডলমণ্ডিত তেজঃপুঞ্জ শিরাসকল, প্রলয়পর্য্যস্ত চন্দ্র সূর্য্যবৎ ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। ভটগণের ভীষণ সিংহনাদে দশ দিক্ পূর্ণ হইল। সৈন্যগণের শৈলশিলাতুল্য হেতির আঘাতে সিংহগণ ভীত হইয়া, কুলাচলতটে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। অস্ত্র সকলের পরস্পর সংঘট্টনে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া, তারকাবৎ ইতস্ততঃ বিস্ফুরিত হইলে, গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রুধিরপূর্ণ ছিন্ন শির সমস্ত গগনগর্ভে ভাস্করাকারধারণপূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে অসুরগণ অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ করিলে, দেবগণ বায়ু-মেঘের ন্যায় এবং মার্জ্জার-বৃদ্ধমূষিকের ন্যায়, তাহাদিগকে সবলে ও সবেগে আক্রমন করিলেন। অসুরেরাও নিতান্ত মত্ত হইয়া, ভল্লুক যেমন উল্লম্ফনপূর্ব্বক বৃক্ষকে আক্রমণ করে, তদ্বৎ দেবগণকে আক্রমণ করিল। তখন রণস্থলী, সাক্ষাৎ প্রলয়লীলার ন্যায়, নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। কাহার সাধ্য, সেই নিদারুণ সংগ্রামে আর ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে। হস্তস্থিত অস্ত্রসকলের প্রতিভা বিকীরিত ও সর্ব্বশরীর রুধির-ধারাসারে পরিপূরিত হওয়াতে, উভয়পক্ষীয় বীরগণ কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায়, বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। সেই এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল।

সুমেরুশৈলে সঞ্চরিত সমীরণ যেমন কুসুমসমূহে সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ উভয়পক্ষীয় শস্ত্রপাতে দশ দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই রূপে, সুর ও অসুর উভয় পক্ষ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, উত্তাল লোকপালবারণগণ, প্রলয়কালীন ঘনমণ্ডলীর ন্যায়, ঘনঘোর-গর্জ্জনপুরঃসর সমরকোলাহল দারুণ করিয়া তুলিল। অসংখ্য সৈন্যসমবায়ে অবসর বিরহিত হওয়াতে, নভোমণ্ডল ভূবিভাগবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। জলভারমন্থর জলধারার ন্যায়, গভীর রণকোলাহল ঘনীভূত হইয়া, যেন মুষ্টিগ্রাহ্য হইয়া উঠিল এবং মন্দরপ্রচলিত ক্ষীরসাগরের সংক্ষোভ-গর্জ্জনবৎ সপ্তদ্বীপা মেদিনীর নিরতিকম্প উপস্থিত করিয়া, আকাশ পাতাল পরিব্যাপ্ত করিল।

এই রূপে রণস্থলে ভয়ঙ্কর কোলাহল প্রাদুর্ভূত ও সেই বিক্ষুব্ধ সৈন্যগণের সংগ্রাম অতীব ভীষণ ভাবে পরিণত হইলে, গ্রাম, নগর, পর্ব্বত, বন ও মনুষ্যসকল নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল; ছিন্ন ভিন্ন দানবদলে দিক্‌সকল পূর্ণ হইয়া উঠিল; হেতি সকল পরস্পরের প্রহারপ্রযুক্ত চূর্ণ ও তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল; ভুসুণ্ডিমণ্ডলের আস্ফোটে মেরুর শৃঙ্গসকল স্ফুটিত, শরদ্রূপ সমীরণে সুরাসুরগণের মুখরূপ পদ্মরাজি বিলূন, যোদ্ধৃগণ জীর্ণ তৃণের ন্যায় চক্ররূপ আবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণিত, হেতিপ্রহারসমুদ্ভূত বায়ুপ্রবাহে বৈমানিকগণ নিষ্পিষ্ট ও ভূপাতিত, বারুণাস্ত্র সমুত্থিত সাগরসলিলে সমুদায় আকাশ প্লাবিত, শূল ও অসি প্রভৃতি অস্ত্র সকল নদীর ন্যায় প্রবাহিত, শৈল-শেখরস্থ উদ্ভটগণের আস্ফোটনে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ কম্পিত, অসুরগণের পার্ষ্ণিপ্রহারে লোকপালগণের পত্তন সকল নিপতিত, স্ত্রীগণের হলহলারবে মন্দির সকল প্রতিনাদিত, দৈত্যসেনাগণের প্রতিঘাতে জন সকল উদ্ধৃত, শোণিতাক্তদেহ জনগণের ভীষণ সিংহনাদে জনগণ দ্রবীভূত, গৃহীতাস্ত্র সৈন্যগণে রণস্থল পরিব্যাপ্ত এবং ধর্ম্মরাজ যম যোদ্ধৃগণের প্রাণহরণজন্য লোকপালগণের সৈন্যমধ্যে কখন লুকায়িত ও কখন বা প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। পক্ষবান্ পর্ব্বতবৎ ভীষণাকৃতি

দানবগণের যাতায়াতে শরশরধ্বনি সমুত্থিত ও ভয়ঙ্কর তুমুলশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া, রণস্থলের অতিমাত্র ভয়াবহতা সমুৎপাদন এবং আয়ুধাঘাতে ছিন্নদেহ দৈত্যগণের রুধিররাশি নির্ঝরবৎ নিপতিত হইয়া, সমস্ত পর্ব্বত, পৃথিবী ও পয়োনিধি অরুণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। অসংখ্য গ্রাম, পত্তন, নগরাদি উৎসাদিত, বহুসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও অসুর নিপতিত এবং রাশি রাশি অস্ত্র শস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন ও বিদারিত হইল। শর সকল পর্ব্বতবৎ স্তূপাকারে স্থানে স্থানে পতিত হওয়াতে, সে এক ভয়ানক দৃশ্য ও ভয়ঙ্কর কাণ্ড প্রাদুর্ভূত এবং তদ্দর্শনে সকল লোক মোহিত প্রায় হইল। বিলোল নারাচবাজি মাতঙ্গগণের নিরতি শোভা সমুদ্ভাবিত করিল।

এই রূপে ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রলয়সময়-প্রাদুর্ভূত পয়োদপটলীর আসারধারায় পর্ব্বতপ্রচয় প্রমথিত ও মহাবজ্রের বিনিষ্পেষণে কুলাদ্রিতট বিদলিত হইলে, হুতাশন ক্রোধভরে প্রজ্বলিত হইয়া, শত শত শিখাবিস্তার সহকারে দৈত্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। দগ্ধদেহ দৈত্যগণ সমুদ্রকে একাঞ্জলিপুটে আনয়ন-পূর্ব্বক ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া, সুবৃহৎ-শিলাসকল-সমুৎক্ষেপণ-পুরঃসর পুনরায় ভীষণ বহ্নি সমুৎপাদন করিল। দেবগণ সেই শিলাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া, রাশি রাশি অস্ত্রবর্ষণপুরঃসর প্রলয়রাত্রি-প্রাদুর্ভূত দুর্ব্বার তমঃপটল আবিষ্কৃত করিলে, দৈত্যগণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, মায়া নির্ম্মাণ করিয়া, ঐ অন্ধকার নিরাকৃত করিল।

অনন্তর সেই ভীষণ রণস্থলে উভয়পক্ষীয় যোধগণ রাশি রাশি অস্ত্রবৃষ্টি প্রাদুর্ভূত করিলে, আর কিছুই দেখা গেল না; দিঙ্মণ্ডল, গগনমণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল সমস্তই যেন একাকার হইল। আগ্নেয়াস্ত্র সকল রাশি রাশি অগ্নি নিগীরণ করিয়া, সীৎকার সহকারে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ আরম্ভ করিল। মায়াময় মেঘমণ্ডলীর আবির্ভাবে মায়াগ্নিবৃষ্টি উপশমিত হইল। বহুল শিলাস্ত্রবর্ষণে লোকসকল নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। বজ্রবর্ষী ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকলের আবির্ভাবে শিলাবর্ষী অস্ত্র সকল নির্দ্ধূত হইয়া গেল। নিদ্রাময়

অস্ত্রসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, জনগণের নিদ্রাসমুৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। আকাশমণ্ডল আয়ুধসমূহে নীরন্ধ্রিত, শিলাস্ত্রবর্ষণে বিদলিত ও আগ্নেয়াস্ত্রে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রথমণ্ডল পতাকামণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিয়া, চক্ররবে বারংবার চীৎকার করিয়া, উদয় ও অস্ত পর্ব্বত লংঘন করিতে লাগিল। অসুরগণ অবিরত বজ্রাঘাত বশতঃ উপরত হইয়া শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যার সহায়তায় পুনরায় জীবিত হইতে লাগিল। অমরগণের মৃত্যু নাই; তাঁহারা অসুরভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন আরম্ভ করিলেন। জগন্মণ্ডল রুধিরসাগরে প্লাবিত এবং সমুদায় মহার্ণব পর্ব্বতপ্রমাণ শব রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মহাশয় সকল শাখার অগ্রভাগে লম্বমান ও তালবৃক্ষ অপেক্ষাও সমুন্নত শরসকলে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। নৃত্যপরায়ণ কবন্ধগণের বিলোল বাহুবলয়ের সংঘট্টনে তারকা ও মেঘ সকল এবং দেবগণ ও বিমানপংক্তি নিপতিত হইতে লাগিল। শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশসমূহের আঘাতে পর্ব্বতসকল চূর্ণ হইয়া গেল। প্রলয়কালীন প্রমত্ত পয়োদপটলীর প্রচণ্ডগর্জ্জনবৎ ভয়ঙ্কর দুন্দুভিধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করাতে, দিগ্বারণ সকল প্রতিগর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদ্গণ অসুর গণের ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন এবং গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও চারণগণ পলায়নপরায়ণ হইল। ঐ সময়ে সেই ভয়ংকর সংগ্রামে অবিরত ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত, বজ্রসকল নিপতিত, অশনিপ্রহারে যোধগণের অঙ্গসকল খণ্ডিত ও শিলাসমূহ বিদলিত হইতে লাগিল।

সপ্তবিংশ সর্গ (ব্রহ্মবাক্য—অহঙ্কারই সাক্ষাৎ পরাজয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সেই তুমুল সংগ্রামে দেবগণের দেহগর্ত্ত হইতে গঙ্গাপ্রবাহবৎ রুধিরপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে

দানববেষ্টিত অসুরগণের মহারব সমুত্থিত হইলে, সুরালয় সকল ব্যালকরে সমাকৃষ্ট ও সংপিষ্ট হইলে, ঐরাবত ক্ষীণস্বরে পলায়মান হইলে, কটাসুরের কঠিন সংরম্ভে সুরগণ নিপীড়িত হইলে এবং অসুরসৈন্য সকল মধ্যাহ্নসময়সমুদিত প্রভাকরের ন্যায় প্রবর্দ্ধিত হইলে, সুরসৈন্য সমস্ত বিকলাঙ্গ, বেদনাতুর ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া, ভগ্নসেতু সলিলবৎ দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। দাম, ব্যাল ও কট ইহারা সিংহনাদ সহকারে অনুগমনপূর্ব্বক বহুযত্নে ও বহুচেষ্টাতেও তাহাদের সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। সন্ধান না পাইয়া, আপনাদের বিজয় বিবেচনা করত প্রফুল্লচিত্তে পাতালে স্বীয় প্রভুর সকাশে সমাগত হইল।

দেবগণ পরাজয়লাভে সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে জয়লাভ-কামনায় পিতামহের নিকট গমন করিলেন। সায়ংকালে চন্দ্র যেমন স্বীয় কিরণচ্ছটায় সলিলরাশি রক্তীকৃত করিয়া, সাগরে সমুদিত হন, ব্রহ্মা তেমনি রুধিররাগে শোণবর্ণ-মুখশ্রী অমরগণের পুরোভাগে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, দাম, ব্যাল ও কটের প্রণীত অনর্থপরম্পরা যথাযথ নিবেদন করিলেন। পিতামহ তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, দেবগণ! সহস্র বর্ষ অতীত হইলে, শম্বর সমরনিয়ন্তা বাসুদেবের হস্তে নিহত হইবে। তোমরা তৎকালপর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। অধিকন্তু, তোমরা ইহাদের সহিত বারংবার যুদ্ধ ও পলায়ন কর। যুদ্ধাভ্যাসবশতঃ অন্তরে বাসনাবীজ অঙ্কুরিত হইলে, ইহারা বদ্ধ ও পরাজিত হইবে। ইহাদের বাসনা ও সুখদুঃখজ্ঞান নাই। সেই জন্যই ধৈর্য্যগুণে শত্রুজয় করিয়া, দুর্জ্জেয় হইয়া উঠিয়াছে। আশার দাস হইলেই, জালবদ্ধ বিহগের ন্যায়, বাসনাতন্তুতে বদ্ধ ও ইহলোকে বশীভূত হইতে হয়। কোনরূপ বাসনা নাই এবং বুদ্ধিও কুত্রাপি সংসক্ত নহে, এরূপ বীরগণ কিছুতেই হৃষ্ট বা ক্রুদ্ধ হন না এবং তাঁহারাই দুর্জ্জেয় ও তাঁহারাই মহাধিপ। যাহার শরীরের গ্রন্থিসকল অন্তর্দ্ধারিণী বাসনা দ্বারা

বদ্ধ সে ব্যক্তি বহুজ্ঞ ও মহান্ হইলেও, বালকের নিকট পরাজিত হয়। এই আমি, এই আমার, ইত্যাদি কল্পনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিই বিপদের আস্পদ হইয়া থাকে। যতপ্রকার বাসনা আছে, তন্মধ্যে দেহাদিতে অহংজ্ঞানরূপ বাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা অনর্থের হেতু ও বিবিধ বিপদের সেতু। এইপ্রকার-বাসনাবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, সর্ব্বত্র হীনতা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ অহংজ্ঞান, দৃষ্টিসত্ত্বেও লোককে অন্ধ করে। সেইজন্য সে ভাল মন্দ দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি ভাল মন্দ দেখিতে পায় না, তাহার যে কোনকালেই ভদ্রস্থতা নাই, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। পুনশ্চ, অহংজ্ঞান, কর্ণসত্ত্বেও মানুষকে বধির করে। এইজন্য সে ভাল মন্দ শুনিতে পায় না। যে ব্যক্তি ভাল মন্দ শুনিতে না পায়, তাহারও ভদ্রস্থতা নাই। ফলতঃ, অহংজ্ঞান হইতেই নরকের দ্বার আবিষ্কৃত হয়, দুঃখের দ্বার বিস্তৃত হয়, অসুখের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, বিপদের দ্বার প্রকাশিত হয়, আপদের দ্বার বিবৃত হয় এবং সংকটের দ্বার পরিষ্কৃত হয়।

অনদ্বস্তুতে আস্থা যেমন অনন্ত দুঃখের হেতু, অসদ্বস্তুতে অনাস্থা তেমন অনন্ত সুখের সেতু। অতএব সেই দাম, ব্যাল ও কট যতদিন সংসারস্থিতিতে অনাস্থাপ্রদর্শনপূর্ব্বক অবস্থান করিবে, ততদিন তাহাদিগকে জয় করা তোমাদের সাধ্য হইবে না। যে ব্যক্তি সংসারে আস্থাশূন্য, সংসারতাহার বশীভূত, ইহা বিধিকৃত নিয়ম। কোন মতেই এই নিয়মের পরিহার বা ব্যতিক্রম হয় না। সুতরাং, ঐরূপ ব্যক্তিকে জয় করা কাহারও সাধ্য নহে। প্রত্যুত, যে ব্যক্তি তাহাকে জয় করিতে অভিলাষ করে, সেই পরাজিত হইয়া থাকে। দেহাদিতে অহম্ভাবসাধিনী অন্তর্ব্বাসনাই জীবের পরম কাতরতা সমুৎপাদন করে। যে ব্যক্তির ঐরূপ বাসনা নাই, সে হিমাচলের ন্যায়, অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করে। তাহার কোন কালে কোন দেশেই পতন বা অবসাদ নাই।

দেবরাজ ! যাহাতে দামাদি[illegible]করণে, এই আমি, এই আমার, এইপ্রকার অহংমমতারূপ বাসনার সঞ্চার হয়, তদ্বিষয়ক উপায় বিধানে প্রবৃত্ত হও। বাসনাই লোকের বিপদ এবং বাসনাই তাহার ভাবাভাব। এই বাসনা বা তৃষ্ণা করঞ্জ বৃক্ষের কটু কোমল মঞ্জরী স্বরূপ। যেব্যক্তি বাসনাতন্তুতে বদ্ধ হইয়া, সংসারপথে বিচরণ করে, তাহার সেই বাসনা বর্দ্ধিত হইলেই, দুঃখ সমুৎপাদন ও উচ্ছিন্ন হইলেই, সু[illegible]ন করে। সংসারে বাসনাহীন ব্যক্তিই সুখী এবং বাসনাসক্ত ব্যক্তিই দুঃখী। ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই সুলভ বা ভুবিপ্রমাণ। সিংহ যেরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় তদ্রূপ কি ধীর, কি বহুজ্ঞ, কি মহাকুলসম্ভূত, সকলেই তৃষ্ণা-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকেন। এই তৃষ্ণা, দেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয়রূপ নীড়নিবাসী চিত্তরূপ বিহগের বাগুরা। এই বাগুরার সহজে ছেদ বা ভেদ হওয়া সম্ভব নহে। বালকেরা যেমন পাশে বদ্ধ করিয়া, বিবশাঙ্গ ও শ্বাসপ্রবাহবিশিষ্ট পক্ষীদিগকে আকর্ষণ করে, কৃতান্ত তেমনি লোকদিগকে বাসনায় বদ্ধ করিয়া, দারুণ ভাবে আকর্ষণ করে।

অতএব, দেবরাজ ! তোমাদের আর আয়ুধভার বহন বা রণভ্রমণে প্রয়োজন নাই। যাহাতে দামাদি রিপুবর্গ অভিমানের পরতন্ত্র হয়, যুক্তিসহকারে তাহারই চেষ্টা কর। হে সুরনায়ক ! শত্রুগণ যাবৎ কোনরূপ বিকারের বশীভূত না হইবে, তাবৎ শস্ত্র বা শাস্ত্র বা অস্ত্র কিছুতেই তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবে না। পণ্ডিতেরা অভিমানাদি বিকারকেই পরাজয়ের সাক্ষাৎ সাধন বলিয়াছেন এবং কহিয়াছেন ঐরূপ বিকারই লোকবিনাশের অমোঘ অস্ত্র। এই দাম ব্যাল কটাদি মদমত্ত রিপুগণ তোমা-দিগকে বারংবার পরাজয় করিয়া, যখন অহংকারময়ী বাসনার বশীভূত হইবে, তখনই তোমরা উহাদিগকে বিনা আয়াসে ও বিনা ক্লেশে জয় করিতে পারিবে। যাবৎ সেই বিষয়বিহীন শত্রুগণ বাসনাবিশিষ্ট না হয়, তাবৎ যুক্তিরূপ যুদ্ধসহায়ে তাহা-

দিগকে ব্যবহারপদে জাগরিত কর। তাহা হইলেই তাহার বহুবিধ বাসনার বশীভূত হইয়া, শীঘ্রই তোমাদের আয়ত্ত হইবে সংসারে সকলেই বিষয়বাসনার বশীভূত। কোন ব্যক্তিতেই ইহা ব্যভিচার নাই। তবে কেহ অল্প ও কেহ অধিক। এই অল্প আবার কালসহকারে অধিক হইয়া থাকে। সাগরমধ্যে বিলোল লহরী-লীলার ন্যায়, এই জগজ্জাল-প্রবাহ বাসনার অভ্যন্তরে সতত প্রবাহিত হইতেছে। এই কারণে প্রথমেই দামব্যালকটের অন্তরে বাসনা সন্ধুক্ষিত করা সর্ব্বতোভাবেই বিধিবোধিত।

অষ্টাবিংশ সর্গ (দেবাসুরযুদ্ধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! বিলোল বীচি লহরী যেমন বেলা-প্রদেশে ক্ষণকাল কলধ্বনি করিয়াই অন্তর্হিত হয়, ভগবান্ কমলাসন তেমনি এইপ্রকার উপদেশ করিয়াই, সেই সাগরতীরে অন্তর্দ্ধান করিলেন। তদ্দর্শনে, সমীরণ যেমন সরোজের সৌরভ সংগ্রহ করিয়া, কাননবীথিতে গমন করে, অমরগণ তদ্রূপ স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া, পদ্মমধ্যে মধুকরের ন্যায়, স্বস্ব মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে পুনরায় সংগ্রামজন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং প্রলয়কালীন পয়োদনিনাদের ন্যায়, ঘন গম্ভীর ভীষণ দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। দৈত্যগণ তাহা শ্রবণ করিয়া, রোষভরে সত্বরে পাতালতল হইতে সমুত্থিত ও আকাশে সমাগত হইয়া, পুনরায় দেবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং সকোপে রাশি রাশি অসি, শর, শক্তি, মুষল, মুদ্গার, গদা, পরশু, শঙ্খ, চক্র, শিলা, বজ্র, গিরি, অগ্নি, বৃক্ষ এবং গরুড়মুখ ও সর্পমুখ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। ঐ সময় তাহাদের মায়াবলে মহাসলিলপ্রবাহশালিনী, দ্রুতগামিনী, ঘোষবতী, মহাতরঙ্গিণী প্রাদুর্ভূত ও তাহাদের নিক্ষিপ্ত পাষাণ, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া, তত্তৎ অস্ত্রাদি বহন ও সুরমন্দির বেষ্টন

পূর্ব্বক সবেগে প্রবাহিত হইল। বহুসংখ্য হয়, হস্তী, রথ ও পদাতি তাহাতে মগ্ন হইয়া গেল এবং কেহ কেহ বা অনাহত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের পর্ব্বতপ্রতিম আয়ুধপাতে চতুর্দ্দিগ্-বর্ত্তী ভূধরসমস্ত বিঘট্টিত ও চূর্ণ হইয়া গেল এবং শোণিতবারিতে মহাসাগর পূর্ণ হইল। নিকুম্ভ সকল তালীতরুর ন্যায়, পরম শোভা বিস্তার করিল। রণভূমি সুরাসুরগণের বিনির্ম্মুক্ত শৈল-সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অয়োমূর্ত্তি ভীষণ সিংহসকল ইতস্ততঃ পতিত হইয়া, খরতর নখরপ্রহারপুরঃসর প্রাণিদিগকে বিনষ্ট ও দশন দ্বারা নিষ্পিষ্ট করিয়া, ভক্ষণ করিতে লাগিল। মায়াস্ত্র হইতে প্রাদুর্ভূত ভীষণাকৃতি ভুজঙ্গমসমূহ, সাগর-তরঙ্গের ন্যায়, উল্লাসসহকারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ আরম্ভ করিলে, তাহাদের পরম-ভাস্বর লোচন হইতে বিষাগ্নিশিখা সমুত্থিত হইয়া, কল্পান্তকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতে লাগিল। বজ্রাদি আয়ুধ রূপ মকরাদিতে পরিপূর্ণ মায়াসাগরের অতিবেগ প্রবল তরঙ্গে জগন্মণ্ডল নিপীড়িত হইয়া উঠিল। হেতিরূপ তরঙ্গিণী সকল অমরাচল বেষ্টন করিয়া, সবেগে ঐ সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত সুরাসুরগণের যুদ্ধক্ষেত্রস্বরূপ আকাশবিভাগে মায়াবলে কখন সাগরসকল সমুদ্ভূত, কখন অগ্নিরাশি প্রাদুর্ভূত, কখন প্রভাকরনিকর উদ্ভূত ও কখন বা নিবিড় তিমিরপটল আবির্ভূত হইয়া, সমস্ত দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিল। মায়াময় গরুড়গণের গুড়গুড় ধ্বনিতে সমস্ত অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুরালয়, ও ভূতলান্তরাল সমস্ত হেতি-হুতাশনের ঘনপ্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া, প্রলয়কাল-প্রাদুর্ভূত পাবকশিখার ন্যায়, প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। পর্ব্বত হইতে পক্ষিগণ যেমন, পৃথ্বীতল হইতে অসুরগণ তেমন আকাশে উৎপতিত ও তথা হইতে পুনরায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, এক আশ্চর্য্য প্রাদুর্ভূত হইল। কোন পক্ষেরই অবসাদ নাই,

কোন পক্ষেরই পরাজয় নাই, কোন পক্ষেরই বিশ্রাম নাই এব কোন পক্ষেরই বিরাম নাই। উভয় পক্ষই প্রাণান্ত স্বীকার করিয়া পরস্পর-জয়-কামনায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রসকলে ঘাতপ্রতিঘাতে প্রজ্বলিত পাবক প্রাদুর্ভূত হইয়া, দিগ্ বিদি দগ্ধ করিতে লাগিল। কত অশ্ব, কত গজ, কত পদাতি ও ক রথ তাহাতে ভস্মসাৎ হইল, বলিবার নহে। হেতিহুতাশে বিগলিত-দেহ সুরাসুরগণ কল্পাগ্নিশিখাবলয়-বেষ্টিত পর্ব্বতসমূহে ন্যায়, শোভমান হইলেন। উভয় পক্ষই পরস্পর পর্ব্বতবর্ষণ বারিবর্ষণ, উগ্রায়ুধবর্ষণ, অতিভীষণ অশনিবর্ষণ ও অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রণনীতি-বিশারদ বীরগণ গিরীন্দ্রভিত্তিসকল বিদলি করিয়া, চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদে প্রতিঘাতে তুমুল হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইল। গগনভেদী, হৃদয় ভেদী, মর্ম্মভেদী ও শ্রবণভেদী চীৎকারে রণস্থল পূর্ণ হইয়া, সাতিশয় শোকাবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল! উভয় পক্ষই মহোৎ-সাহসহকারে পরস্পরের অঙ্গদলনপুরঃসর ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। হস্ত, মস্তক ও উরু ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তদবস্থায় ভ্রমণশীল সুরাসুরগণে জগজ্জঠর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এতদ্ভিন্ন অশিব শলভশ্রেণী ও প্রচণ্ড পয়োদমণ্ডলী সকল ব্রহ্মাণ্ডোদর পরি ব্যাপ্ত করিল। পৃথিবী উদ্ভটগণের আস্ফোটনে, যন্ত্র সকলের বিক্ষেপণে ও প্রক্ষিপ্ত শিলাপর্ব্বতাদির প্রপতনে শীর্ণবিশীর্ণ-ভাবা পন্ন হইলেন। মেরুর ন্যায় কঠিনাকৃতি বীরগণের শরীর-সংঘট্টে ও তাহাদের প্রক্ষিপ্ত আয়ুধাদির ঘাতপ্রতিঘাতে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে, সেই দেবাসুরসংগ্রাম যুগান্তবৎ সাতিশয় ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। মায়াবলে প্রবর্দ্ধিত উল্লিখিত দেবদানবযুদ্ধে প্রমত্ত অনিল, প্রজ্বলিত অনল, প্রচুর জল ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সমুদি ও প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, অকাল প্রলয়লীলা বিস্তার করিয়া, অতিমাত্র ভয়াবহ হইয়া উঠিল। সেই দারুণ সংগ্রাম-সময়ে আহত বীরগণের সবেগ পরিভ্রমণ ও পীড়িত ব্যক্তিগণের

ভয়ঙ্কর সিংহনাদসদৃশ ক্রন্দনকোলাহলে সমস্ত দিকৃতট পূর্ণ হইয়া উঠিল। পাদপ, পাবক, পর্ব্বত, মায়ানদীর সলিলরাশি, বীরগণের প্রক্ষিপ্ত শর, শিলা ও শৈলসমস্ত, ইতস্ততঃ ভ্রমমাণ প্রাস, শক্তি ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র, দুরন্ত মাতঙ্গগণের সুমেরুর প্রত্যন্ত-পর্ব্বত প্রতিম দারুণ দেহ ও ভটগণের প্রকাণ্ড কলেবর, এই সকলে গগনোদরও পরিপূর্ণ হইল এবং রণদুন্দুভির দুরন্ত শব্দে অন্তরীক্ষ প্রতিনাদিত, ছিন্নদেহ যোধগণের রুধিরাসারে সমস্ত পৃথিবী প্রক্ষালিত এবং রুধিরহ্রদয় পিশাচগণের ঘন ঘন চীৎকারে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল।

উনত্রিংশ সর্গ (অহঙ্কারই মৃত্যুর হেতু)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! এই রূপে লোকবিনাশন মহাসুরগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধাড়ম্বর-পুরঃসর যত্নাতিশয়সহকারে কখন মায়াযুদ্ধ, কখন সন্ধিবিগ্রহ, কখন প্রচ্ছন্ন বেশে পলায়ন, কখন ধৈর্য্যসহায়ে আত্মপক্ষের রক্ষা, কখন অস্ত্র ও কখন বা অন্তর্দ্ধান দ্বারা সুরগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐরূপ যুদ্ধে ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যবসিত হইলে, তাহারা পুনরায় পঞ্চবর্ষ অষ্টমাস দশদিন যুদ্ধ করিয়া, পরে আবার রণস্থলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়সহকারে দ্বাদশ দিন যুদ্ধ করিল। রণভূমি উভয় পক্ষের প্রযোজিত পর্ব্বত, পাদপ, বজ্র ও অন্যান্য অস্ত্রবৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। প্রত্যেক যুদ্ধেই এইপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল।

পুনঃ পুনঃ যুদ্ধজয়বশতঃ অহংকারের উদয় ও দৃঢ়তর অভ্যাস হওয়াতে, কালসহকারে অহংরূপ বাসনা বলবতী হইয়া. সেই দাম ব্যাল ও কটের মন অধিকার করিল। তাহারা তাহাতেই আসক্ত হইয়া উঠিল। বস্তু সকল যেমন সন্নিহিত হইলে, দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ অভ্যাসের দৃঢ়তাপ্রযুক্ত তাহারা অহংকারের বশীভূত হইল। দূরস্থ বস্তু যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না,

তদ্রূপ অভ্যাস না হইলে, বস্তুবাসনার উদয় হয় না। অহংকারই আত্মা, এইপ্রকার বাসনাবিশিষ্ট হওয়াতেই সেই অসুরত্রয়, আমার ধন, আমার প্রাণ, এইপ্রকার ভাবনা করিয়া, দীনদশা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মোহের আবেশবশে ভববাসনার বশীভূত ও আশাপাশে বদ্ধ হওয়াতে, তাহাদের অতিমাত্র অবসন্নভাব সংঘটিত হইল। রজ্জুতে যেমন ভুজঙ্গ কল্পিত হয়, তদ্রূপ মোহবশে তাহাদের মমতা পরিকল্পিত হইলে, তাহারা আমার, এইপ্রকার বাসনার আবির্ভাবে নিতান্ত কাতর ও ক্ষীণভাবাপন্ন এবং আমার এই দেহ স্থায়ী হউক ও আমার এই মন যাবতীয় সুখভোগ করুক, এই-প্রকার নিশ্চয় জ্ঞানসম্পন্ন হইল। তন্নিবন্ধন, তাহাদের ধৈর্য্যবল বিগলিত ও পূর্ব্বপ্রসাদপরতা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইল। আমরা কিরূপে অমর হইব, এইপ্রকার চিন্তাবশে কলেবর অবশ হওয়াতে, সলিল-হীন পদ্মের ন্যায়, তাহারা দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাহা-দের অহংকার যেমন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তেমনি তাহার অনু-সরণক্রমে পানভোজনাদি বিষয়ভোগে তাহাদের অতিমাত্র নিষ্ঠা ও উৎকট রতি প্রাদুর্ভূত হইল। তৎপ্রভাবে ভয় ও কাতরতার সঞ্চার হওয়াতে, তাহারা ব্যাঘ্রদর্শনে ক্ষুদ্র জম্বুকের ন্যায়, সংগ্রামে ভীত ও জীবনে হতাশ হইয়া, আমরা মরিব, বারংবার এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল এবং তদবস্থায় হতাশ হইয়া, রণমধ্যে কুপিত ঐরাবতের ন্যায়, ভ্রমণ আরম্ভ করিল। অন্তঃকরণ অতি-মাত্র কলুষিত ও নিস্তেজ হওয়াতে, নিরিন্ধন অগ্নি যেমন হবির্দ্দহনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ তাহারা সম্মুখীন ভটদিগকে বধ করিতে অশক্ত হইল এবং দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অপারগ হইয়া, সামান্য মস্তটের ন্যায়, ক্ষতবিক্ষত কলেবরে মরণভয়ে সংগ্রাম-ত্যাগপূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল।

এই রূপে সুপ্রসিদ্ধ দাম, ব্যাল ও কট ভয়ে পলায়মান হইলে, তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যসকল প্রলয়-পবন-পরিচালিত তারকা-স্তবকবৎ গগন হইতে ইতস্ততঃ বিচ্যুত হইতে লাগিল। পতনবেগে

সেই পর্ব্বতাকৃতি সুরশক্রগণের অঙ্গ বিস্ফোটিত ও হস্তপদ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাহারা তদবস্থায় অমরাদ্রিকুঞ্জে, শেখরাগ্রভাগে, নাগরকূলে, জলদমণ্ডলে, সাগরাবর্ত্তে, গর্ত্তে, সরিৎসকলে, জঙ্গলে, দিগন্তে, প্রজ্বলিত অবনীপ্রান্তরে, গ্রামে,নগরে, দাবাগ্নিমধ্যে, মরুপ্রদেশে, লোকালোক পর্ব্বতপ্রান্তে, পর্ব্বত ও হ্রদসমূহে, অন্ধ্র, দ্রাবিড় ও কাশ্মীরাদি পুরপত্তনে, সাগর সকলের তরঙ্গমধ্যে, ভাগীরথীর সলীলরাশিতে, দ্বীপান্তরে, সুবিস্তৃত মৎস্যবেধন জালমধ্যে জম্বুখণ্ডে ও লতাসন্ততিতে পতিত হইতে লাগিল। কাহারও অন্ত্রতন্ত্রী তরুশাখায় লগ্ন, কাহার রক্তচ্ছটা বিকির্ণ, কাহার মস্তক বিপর্য্যস্ত এবং কাহার বা আয়ুধসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কেহ কেহ কণ্ঠলম্বিত শিরস্ত্রাণের প্রচণ্ড চটচটাশব্দে সাতিশয় শঙ্কিত ও শৈলশেখরস্থ শিলাখণ্ডে লম্বমান হইল। কেহ কেহ শাল্মলীশেখরে নিপতিত ও কণ্টকবিদ্ধ হইয়া, অতিমাত্র বিপন্ন হইয়া উঠিল। কাহার মস্তক শিলাফলকের আস্ফালনে শতধাচূর্ণ হইয়া গেল। এই রূপে বর্ষাসমাগমে পাংশুরাশির স্থায়, যুদ্ধারম্ভমাত্রেই অসুরশ্রেষ্ঠগণ সমূলে নির্ম্মূল হইল।

ত্রিংশ সর্গ (দামাদির বিচিত্র জন্মান্তর বর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! এই রূপে অসুরশ্রেষ্ঠগণ বিনষ্ট, দেবগণ পরিতুষ্ট ও দাম ব্যাল-কট ভয়ে অতিমাত্র-বিহ্বলভাবাবিষ্ট হইলে, শম্বর প্রলয়পাবকবৎ প্রজ্বলিত হইয়া, বলিতে লাগিল, দাম ব্যাল কট কোথায়? তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তখন দাম ব্যাল কট নিজমণ্ডল ত্যাগ পূর্ব্বক সপ্তম পাতালে গমন করিয়া, অবস্থিতি করিল। যেখানে যমের কিঙ্কর ও নরকার্ণবের পরিপালকগণ বাস করিতেছে এবং যেখানে অন্য কাহা হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

এই রূপে তাহারা শরণাগত হইলে, নির্ভীক যমকিঙ্করগণ

তাহাদিগকে অভয়দানপুরঃসর প্রত্যেককে সাক্ষাৎ হিংসারূপিণী এক এক কন্যা সম্প্রদান করিল। তাহারা তৎসংসর্গে পরিজনবর্গে বেষ্টিত হইয়া, এই আমার স্ত্রী ও এই আমার পুত্র, এইপ্রকার মমতার বশবর্ত্তী ও বিবিধ কুবাসনায় জড়িত হইয়া, দশাধিক সহস্রবর্ষ তথায় অবস্থিতি করিল। ঐ সময় একদা ধর্ম্মরাজ মহা-নরক কার্য্যের পরিদর্শনার্থ যদৃচ্ছাবশতঃ তথায় সমাগত হইলেন। দামাদি তাঁহাকে জানিত না। সুতরাং, সামান্য কিঙ্কর জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করিল না। তজ্জন্য, ধর্ম্মরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভ্রূভঙ্গি করিলে, তৎক্ষণে তদীয় অনুচরেরা সপরিবারে তাহাদিগকে প্রজ্ব-লিত অঙ্গার বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর ভূবিভাগে বলপূর্ব্বক স্থাপন করিল। তাহারা রোদনপরায়ণ হইয়া দাবদগ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায়, সপরিবারে সেই অনলে দগ্ধ হইয়া গেল এবং দাহান্তে কলেবরপরিহারপূর্ব্বক স্ব স্ব ক্রূর বাসনাবশে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। যম-কিঙ্করেরা বধ ও বন্ধনাদি ক্রূর কার্য্য করিত। তাহাদের সহবাস-বশতঃ সদৃশী বাসনার সঞ্চার হওয়াতে, দামাদি প্রথমতঃ বধব-ন্ধনাদি ক্রূরকার্য্যকারী কিরাত হইয়া, কিরাতরাজের কিঙ্করপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। অনন্তর মাতঙ্গ রূপে জন্মগ্রহণ ও গহ্বরাদিতে অবস্থানপূর্ব্বক শরীরাবসানে গৃধ্র ও শূকরযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া, ত্রিগর্ত্তদেশে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর কলেবর পরিহার ও মেষ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পর্ব্বতোপরি কিয়ৎকাল যাপনানন্তর মগধদেশে কীটরূপে সমুদ্ভূত হইল। রাম! এইরূপে বহুযোনি ভোগ করত তাহারা এক্ষণে কাশ্মীরদেশীয় কাননমধ্যস্থ পল্বলে মৎস্যরূপে বাস করিতেছে। পল্বলের পঙ্কতুল্য সলিলবিন্দু তাহা-দের পানীয় হইয়াছে। তাহারা দাবানলে একান্ত ক্লিষ্ট, জর্জ্জরিত ও মৃতপ্রায় হইয়া, জীর্ণ পঙ্কমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সাগর-লহরীর ন্যায়, তাহাদের বারংবার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। সেই মূঢ়বুদ্ধি ও ক্রূরমতি দানবত্রয় বাসনাবশে ভব-সাগরে বিক্ষিপ্ত হইয়া, দেহরূপ তরঙ্গ সহায়ে চিরকাল তৃণের

ন্যায়, ভাসমান হইতেছে। অদ্যাপি এবিষয়ের নিবৃত্তি হয় নাই। রাম! বাসনার কি দারুণ মহত্ত্ব, অবলোকন কর।

একত্রিংশ সর্গ (সদসৎ-নিরাকরণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি তোমার প্রবোধের জন্যই এই দাম ব্যাল কটের দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করিলাম। তুমি এই দৃষ্টান্তে বাসনা ও অহঙ্কারের মহত্ত্ব অবগত হইলে এবং তাহাদের মারাত্মকত্বও তোমার পরিজ্ঞাত হইল। অতএব তুমি অতঃপর বাসনাজাল ছেদন ও অহঙ্কারগ্রন্থি বিদারণপূর্ব্বক আত্মায় আত্মার যোগবিধান ও নির্ব্বাণ শান্তি লাভ কর।

সৌম্য! মন অবিবেকের অনুসারী হইয়া, স্বীয় দুঃখের জন্যই উল্লিখিতরূপ আপদপরম্পরা পরিগ্রহ করে। দেখ, দাম ব্যাল ও কট অমরবিধ্বংসী সেনাপতি ছিল। একমাত্র অবিবেকের অনুসন্ধান প্রযুক্তই তাদৃশ মহৎ পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, তাপতপ্ত জীর্ণ পঙ্কমধ্যে জর্জ্জরদেহ মৎস্য হইল। অহো, সেনাপতি ও মৎস এই দুই অবস্থার কত অন্তর দেখ! পুনশ্চ, তাহাদের সেই অমরবিদ্রাবণ ধৈর্য্যসম্পদই কোথা আর কিরাতপতির ক্ষুদ্র কিংকরত্বই বা কোথা! ফলতঃ, নিরহঙ্কার চিৎসত্তার উদার ধীরতার সহিত কুবাসনাবশতঃ অহংকারের কুকল্পনার কোন মতেই তুলনা হইতে পারে না।

রাম! তুমি নিশ্চয় জানিবে, এই সংসার বিষবৃক্ষ। বিবিধ শোক দুঃখ ইহার শাখা প্রশাখা। একমাত্র অহংকার হইতেই এই গহন বৃক্ষের আবির্ভাব ও প্রচার হইয়াছে। অতএব তুমি সত্বর স্বীয় মন হইতে অহংকারকে দূর করিয়া, আমি কিছুই নহি, এইপ্রকার ভাবনা করত সুখী হও। অহঙ্কার-দূরীকরণই সুখের, সন্তোষের ও নির্ব্বাণের মূল। পরমার্থরূপ পরমরসায়ন সুশীতল শশাঙ্কমণ্ডল অহংকাররূপ মেঘমণ্ডলে আবৃত হইলে,

তৎক্ষণেই অন্তর্হিত হন। এই দাম, ব্যাল ও কট মায়ার মহাত্ম্য-স্বরূপ। ইহারা মিথ্যা হইলেও, অহংকাররূপ পিশাচের নিপীড়নে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইল এবং নবশৈবাল-ভক্ষণলিপ্সু মৎস্য হইয়া, অদ্যাপি কাশ্মীরদেশীয় বনখণ্ডস্থ পল্বল মধ্যে বাস করিতেছে।

শ্রীরাম কহিলেন, অসৎ কখন সৎ ও সৎ কখন অসৎ হয় না। অতএব দামাদি অসৎ হইলেও, কি রূপে সৎস্বরূপতা লাভ করিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো! সৎ ও অসৎ এই উভয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ কর। আমি বিবিধ-সদ্‌দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন পূর্ব্বক এবিষয়ে তোমার প্রবোধ সঞ্চার করিব।

শ্রীরাম কহিলেন, যাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ, তাহার নাম সৎ। যেমন আমরা। এই রূপ, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহাই অসৎ। যেমন দামব্যালাদি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! দামাদি যেরূপ মায়াময় ও অসত্য হইলেও, সৎস্বরূপে প্রতিভাত, আমরাও তদ্রূপ অসত্য হইয়াও, সত্যবৎ যাতায়াত ও অবস্থিতি করিতেছি। লোকে স্বপ্নে আপনার মৃত্যু দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহা কখনই সত্য নহে। তদ্রূপ, মোহবশেই আমাদের সত্তাপ্রতীতি হয়; বাস্তবিক, আমরা সৎ নহি; সম্পূর্ণ অসৎ। যদি আমরা সৎ বা সত্য হইতাম, তাহা হইলে, চিরকাল থাকিতাম। তোমার পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন মাত্র, শুনিয়াছ। এই রূপ, তোমার পুত্রেরা, তুমিও ছিলে মাত্র, শুনিবে; কখনও দেখিতে পাইবে না।

এই রূপে থাকা থাকি, লোকব্যবহারমাত্র; প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে। যাহা যায়, তাহা আর আইসে না, ইহার কারণ কি, না, সে অসত্য; এই জন্য যাইলে, আর আইসে না। তুমিও একদিন অবশ্য যাইবে; কখনই থাকিবে না। এই রূপে তোমার আমার সকলেরই সত্তা ভাব একান্ত অলীক বা স্বপ্নমাত্র।

নিতান্ত মূর্খ না হইলে, এই মিথ্যাস্বরূপ জগৎকে সৎ বলিয়া নিশ্চয় ধারণা করে না। সুতরাং এবিষয়ে আর কোন কথাই নাই। পরমার্থবিচার অভ্যাস না করিলে, জগতের অসত্তা বা মিথ্যাত্ব অনুভূত হয় না। যাহার মনে যেপ্রকার নিশ্চয় বদ্ধমূল, অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার ধ্বংস হয় না। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য ও সত্যস্বরূপ; এইপ্রকার বাক্যে উপহাস করা নিতান্ত মূর্খ ও উন্মত্তের কার্য্য। সূর্য্য ও অন্ধকার এবং ছায়া ও আতপ, কখনও এক নহে; সেইরূপ প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞ কখনও এক হইতে পারে না। অতএব প্রাজ্ঞগণ বহু যত্নে ও বহু অন্বেষণে যে পরমার্থরূপ অনর্ঘ রত্নের আবিষ্কার ও অধিকার করেন, অজ্ঞেরা তাহা হরণ বা গ্রহণ করিতে পারে না। এই জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এ কথা অজ্ঞের মুখে কখনও সম্ভব হয় না। তপোবিদ্যাদির অনুভবের অভাববশতঃ চিরকাল একমাত্র সংসারভাবই তাহাদের দৃশ্য হইয়া থাকে। আমিই ব্রহ্ম, এসকল কিছুই নহে, একথা প্রাজ্ঞের মুখেই বিরাজমান হয়। প্রাজ্ঞগণ বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বক পরম তত্ত্বস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে অনুভব করেন, কাহার সাধ্য সেই অনুভবের লোপ করিতে পারে? হেমে ঊর্ম্মিকা যেমন, আত্মাতে পরমাত্মা তেমন, দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট; সুতরাং পরমাত্মা ভিন্ন তাঁহাদের পক্ষে আর কিছুই নাই। অজ্ঞেরা একমাত্র ভৌতিক কার্য্যকারিকাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে, তাহাদের পক্ষে উহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। প্রাজ্ঞেরা সত্য পরমাত্মময় ও অজ্ঞেরা মিথ্যা অহঙ্কারময়। যাহার যেপ্রকার স্বভাব, তাহার তাহা হরণ করা অপরের সাধ্য নহে। যে ব্যক্তি যন্ময়, তাহার তাহাতে অপহ্নব নাই। মানুষ কখনও ঘট হইতে পারে না এবং ঘটও কখন মানুষ নহে। সুতরাং, পুরুষের, আমি ঘট, এই প্রকার বাক্য মত্তপ্রলাপমাত্র। অতএব অসত্যস্বরূপ আমাদের অস্তিত্ব সম্ভাবনা কোথায়?

যাহার উদয় নাই, অস্ত নাই, তাদৃশ নিরঞ্জন, নিঃশূন্য,

শান্ত, সর্ব্বগত, সর্ব্বস্বরূপ, সম্বেদনরূপ বোধাকাশই সত্য, জানিবে। এই বোধাকাশই ব্রহ্ম। সৃষ্টিপরম্পরা ঐ বোধাকাশেই প্রতিভাসিত হইতেছে। এই চিদাকাশ যখন যাহা মনে করেন, তখনই তাহা হইয়া থাকেন। তাঁহার অনুভববশে দামাদি দানবেরা যেমন উদ্ভূত হইয়াছিল, আমরাও তদ্রূপ জন্মিয়াছি। সুতরাং, ইহাতে সত্যাসত্যবিকল্পনার সম্ভাবনা কোথায়? সেই নিরাকার চিদাকাশ যখন দামাদি বা অস্মদাদি রূপে প্রাদুর্ভূত হইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বয়ংই তদ্রূপ হইয়াছিলেন। তিনি প্রবুদ্ধ বা জাগরিত অবস্থায় জগদাদি নামে অভিহিত হন এবং যখন সুষুপ্ত থাকেন, তখন তাঁহাকে মোক্ষ নামে অভিহিত করা যায়। অতএব সৃষ্টি ও মুক্তি উভয়েই তৎস্বরূপ অবগত হইবে। এইজন্য সৃষ্টি ও নির্ব্বাণ, এই উভয় শব্দই এক। সৌম্য! তুমি অনুভব দ্বারা সেই একমাত্র সৎস্বরূপ শান্তস্বরূপ ব্রহ্মকেই বিদিত হইয়া, শোকভয়াদিভেদপরম্পরা-পরিহারপুরঃসর সুখী হও। নিশ্চয় জানিবে, এই জগৎ অন্তঃশূন্য ও প্রতিবিম্বমাত্র, ইহার কিছুই নাই। অতএব ইহাতে আসক্ত হইও না। সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা ইহা হইতে দূরে দূরে অবস্থান ও বিচরণ কর। তাহা হইলে, কোন বিপদই তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। সৌম্য! সংসার যখন ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে এবং যখন ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই, তখন তুমি কি আশয়ে ও কোন্ সাহসে ব্রহ্মকে অবগত না হইয়া, বৃথা অবস্তুস্বরূপ সংসারেরই হইতে অভিলাষী হইতে পার? যাহারা সংসারের হইতে অভিলাষী হয়, তাহারা নরকের জীবস্বরূপ পরিগ্রহ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি নরকস্বরূপ-পরিহারজন্য ব্রহ্মকেই অবগত হও। ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই নিত্য, ব্রহ্মই শাশ্বত, ব্রহ্মই পরম, ব্রহ্মই অভয় ও ব্রহ্মই অমৃত। তুমি সেই অভয় ও অমৃতের আশ্রয় লইয়া, সুখী ও সচ্ছন্দ হও এবং নির্ব্বাণ শান্তি লাভ কর। ব্রহ্মের সংসর্গে তোমার ভয় শোক, তিরোহিত হইবে।

দ্বাত্রিংশ সর্গ (দামাদির মুক্তি)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এই অসৎস্বরূপ দামব্যাল কটের খন্ মুক্তি হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, ইহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া, স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত াবণ করিলেই, নিঃসন্দেহ নিজ তত্ত্ব অবগত হইয়া, মুক্তিলাভ রিবে।

শ্রীরাম কহিলেন, তাহারা কিরূপে কোন্ স্থানে নিজ জন্ম-ত্তান্ত বিদিত হইবে, সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহামতে! ইহারা সেই কাশ্মীরমণ্ডলস্থ স্থলমধ্যে বারংবার মৎস্যরূপে সমুদ্ভূত ও গ্রীষ্মকালে আতপসন্তপ্ত হিষাদির আলোড়নে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং ভুবনভূষণ সারস রূপে ৎপন্ন হইয়া, কখন সেই পদ্মসরোবরে, কখন প্রফুল্ল কহ্লারকানন ধ্যে কখন বিকসিত সরোজপটলীতে, কখন শৈবালবনবীথিকায়, খন বিলোল তরঙ্গসমূহে, কখন চঞ্চল কুসুমস্তবকে, কখন নীলোৎ-ল-লতাসকলে, কখন সুশীতল শীকরনিকরে ও কখন বা সুখস্পর্শ লিলাবর্ত্তে বিচরণ ও সরোবর সুখভোগ করিবে। এইরূপে হুদিবস বিহারপুরঃসর কালসহকারে বুদ্ধিশুদ্ধিলাভ হইলে, রস্পর যদৃচ্ছাক্রমে বিযুক্ত ও বিবেকযুক্ত হইবে। অনন্তর তাহারা রূপে মুক্ত হইবে, শ্রবণ কর। কাশ্মীর মণ্ডলের অন্তর্গত ধিষ্ঠাননামক রমণীয় নগরে প্রদ্যুম্নশেখর নামে এক ভূধরশেখর াছে। উহা নিতান্ত দুর্লঙ্ঘ্য ও পদ্মকোশস্থ কর্ণিকার সদৃশ। শৃঙ্গের অগ্রভাগে এক বৃহৎ গৃহ আছে। উহা যাবতীয় গৃহের জা ও গগনভেদী শালতরুর ন্যায় একান্ত উন্নত। উহার ভিত্তির রোদেশে ঈশানকোণে অবিশ্রান্ত বাতবিধুত তৃণরহিত যে ছিদ্র াছে, প্রথমে দানব ব্যাল কলেবর পরিহার করিয়া, তন্মধ্যস্থ ান কুলায়ে কলবিঙ্করূপে সমুদ্ভূত হইয়া, শ্রুতশাস্ত্রবৎ অর্থহীন চীকুচীধ্বনি সহকারে অবস্থিতি করিবে। এই রূপ, দামাসুর

সেই গৃহনিবাসী স্বর্গবাসী মহেন্দ্রের ন্যায়, যশঃস্কুরদেব-নামধেয় কোন রাজার গৃহস্থিত সুবৃহৎ স্তম্ভপৃষ্ঠে সারসদেহত্যাগান্তে মশকরূপে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক নিরন্তর মৃদুভাবে ঘুন ঘুন ধ্বনি করিবে। ঐ রাজার মন্ত্রী বন্ধমোক্ষদর্শী নরসিংহ নামে বিখ্যাত। তিনি উল্লিখিত অধিষ্ঠাননগরে রত্নাবলী-বিহার-নামক ক্রীড়াগৃহে বাস করিবেন। মহামায়াসুর কট সারসদেহত্যাগানন্তর শারিকাদেহে সমুদ্ভূত ও তাঁহারই ক্রীড়নক হইয়া, রজতপিঞ্জরে বাস করিবে। ঐ সময়ে মন্ত্রীবর একদা দামাদির শ্লোকরচিত ইতিহাস পাঠ করিলে, ক্রকররূপী কট তাহা শ্রবণপূর্ব্বক, আত্মবিবরণ অবগত হইয়া, আপনাকে স্মরণ করিয়া, পরম শান্তিলাভ করিবে। প্রদ্যুম্নশিখরবাসী কলবিঙ্ক ব্যাল ও রাজমন্দিরস্তম্ভনিবাসী দাম ইহারাও প্রসঙ্গক্রমে উহা শ্রবণপূর্ব্বক আত্মবিবরণ অবগত ও পরমমোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।

সৌম্য! তোমার নিকট এই দামব্যালাদির জীবনচরিত কীর্ত্তন করিলাম। এই রূপে এই সংসার মায়াময় ও শূন্যস্বরূপ হইলেও, অত্যন্ত ভাস্বরস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যাহাদের জ্ঞানের পরিপাক জন্মে নাই, তাহারাই ভ্রমবশে ইহাতে সত্যবুদ্ধি স্থাপন করে। দাম ব্যালাদির ন্যায়, মূঢ় জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইলেই, লোকে অধঃপতিত ও মহৎপদে বঞ্চিত হইয়া থাকে। হায়, যাহারা ভ্রূবিক্ষেপমাত্রে সুমেরুমন্দর তৎক্ষণে বিনিষ্পিষ্ট করিত, তাহাদিগকেও সেই রাজগৃহস্তম্ভে মশক হইতে হইল! হায়, যাহাদের প্রচণ্ড চপেটাঘাতে দিবাকরও চন্দ্রবিম্বরূপে পরিণত হইতেন, তাহাদিগকে সেই প্রদ্যুম্নপর্ব্বতগৃহে পক্ষিদশা ভোগ করিতে হইল! হায়, যাহাদের পুষ্পলীলা বিলোলা ভুজবল্লরী দৃঢ়তায় সুমেরুর সমান ছিল, তাহাদিগকেও পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী হইতে হইল!

অহো! চিদাকাশ রজোগুণে রঞ্জিতপ্রভ হইলেই, স্বরূপ ত্যাগ করিয়া, এইরূপ বিরূপ রূপ ধারণ করেন। জীব স্বীয়

অসত্যবাসনা-ভ্রান্তিকে মরীচিকা সলিলের ন্যায়, সত্যবোধে আশ্রয় করিয়া থাকে। সৎশাস্ত্রের আলোচনা পূর্ব্বক বিশুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে, এই জগৎ দৃশ্যমাত্র, কিছুই নহে, এইপ্রকার নির্ব্বাণ অবলম্বন করিতে পারিলেই, ভবসাগর পার হওয়া যায়। যাহারা বিবিধ দুঃখবিকার, শুষ্ক তর্ক ও নীরস অভিপ্রায় পরিগ্রহ করে, তাহারা পরমার্থলাভেও বঞ্চিত হইয়া থাকে। অনঘ! শ্রুতিশাস্ত্রের অনুসারী হইলে, অবিনশ্বর-পদ-লাভ ও পরমগতি-প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা, ইহা আমার, ইহা আমার, এইপ্রকার দুষ্টবুদ্ধির বশীভূত, তাহাদের দুর্ভাগ্য-দৈন্য দ্বারা পুরুষার্থ এক বারেই বিনষ্ট হইয়া যায়; ভস্মমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। যে উদারচিত্ত পুরুষ ত্রিভুবন তৃণবৎ জ্ঞান করেন, সর্প জীর্ণ ত্বকের ন্যায়, আপদ সমস্ত তাঁহাকে দূর হইতেই ত্যাগ করে। সত্যের পরমবিস্ময়াবহ বিস্ফারণশক্তি যাঁহার অন্তরে নিত্য প্রস্ফুরিত, দেবগণ প্রযত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদাই তাঁহার পরিপালনে প্রবৃত্ত হন।

অয়ি রঘূদ্বহ! রাহু অসৎ পথে গমন করাতেই, অমৃত পান করিয়াও, অমর হইতে পারে নাই। অতএব দুর্নিবার-আপৎপূর্ণ অসৎ পথে বিচরণ করা কাহারই কোন্ অংশেই কর্ত্তব্য নহে। সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গরূপ প্রভাকরের আশ্রয় অবলম্বন করিলে, মোহরূপ অন্ধকার কোন কালেই আক্রমণ করিতে পারে না। যে উদারবুদ্ধি পুরুষগণ বৈরাগ্য ও শমদমাদির সহায়তায় যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যকেও বশ ও বিপদকেও সম্পদ্ রূপে পরিণত করিয়া, অক্ষয় মঙ্গল লাভ করেন, সংশয় নাই। সত্য ও অধ্যাত্মশাস্ত্রে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণই প্রকৃত মানুষ; তদিতর ব্যক্তিরা পশুস্বরূপ। যাঁহাদের হৃদয়রূপ সরোবর যশোরূপ কৌমুদীতে সমুদ্ভাসিত, পরমাত্মা বিষ্ণু ক্ষীরসাগরসদৃশ সেই সকল ব্যক্তির মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকারে বিরাজ করেন।

ভোগ সকল আপদের আস্পদ। উহাতে আসক্ত হইলে, আত্মা বিনষ্ট ও পরলোক ভ্রষ্ট এবং পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা সংঘটিত হইয়া

থাকে। অতএব তুমি যথাক্রম, যথাশাস্ত্র ও যথাস্থিতি অবস্থিতি করিয়া, ভোগসকল মিথ্যা বোধে ত্যাগ ও মুক্তিলাভ কর। তোমার অনন্ত সদ্গুণ সৎকীর্ত্তির সহিত অনন্ত গগনে প্রসারিত হউক এবং সাধুগণ তাহার সাধুবাদ করুন। সাধুগণের ঐরূপ সাধুবাদই মৃত্যু নিবারণে সমর্থ; ভোগ সকলের কখনও সেপ্রকার শক্তি নাই। সিদ্ধ সুন্দরীরা চিরকাল সর্ব্বভুবনব্যাপিনী গীতাবলী সহকারে যাঁহাদের শশাঙ্কধবল যশ গান করেন, তাঁহারাই চিরজীবী হন। তদিতর ব্যক্তিগণ যশোহীন ও কালবশে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। পরম পুরুষকার, যত্ন ও উদ্যম অবলম্বনপূর্ব্বক নিরুদ্বেগ হইয়া, শাস্ত্রানুসারে সাধন সমস্ত নিয়োগ করিলে, কোন্ ব্যক্তি সিদ্ধ না হয়? যথাশাস্ত্র ব্যবহার করিলে, অচিরাৎ সিদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব তুমি শোকহীন, ভয়হীন, আয়াস-হীন, গর্ব্বহীন ও নির্দ্দন্দ্বহীন হইয়া, যথাশাস্ত্র ব্যবহার কর। সাবধান, তোমার জীব যেন এই জীর্ণ অন্ধকূপস্বরূপ অসার সংসারে ইন্দ্রিয়-রূপ দুরন্ত শত্রুগণের আক্রমণে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। সাবধান, তুমি যেন অধম হইয়া, অধোগামী না হও। সাবধান, তোমার আত্মা যেন পাপবশে পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায়, অবসন্ন না হয়। সাবধান, ইন্দ্রিয়গণের অত্যাচারে তোমার পরলোক যেন ভ্রষ্ট না হয়। সাবধান, বিবিধ কুক্রিয়াবশে বুদ্ধিদোষে তুমি যেন পরমার্থ-ভ্রষ্ট না হও। এই সংসার ভীষণ সংগ্রাম স্বরূপ, জরামরণাদি বিবিধ বিপদ ইহাতে পরম শত্রুস্বরূপ এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রসকল মহা অস্ত্রস্বরূপ। ঐ অস্ত্র দ্বারা উল্লিখিত শত্রুসমস্ত নিরাকৃত হইয়া থাকে। তুমি সবিশেষ যত্নসহকারে সেই শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হও। সংসার পঙ্ক সদৃশ; ইহাতে আবার জীবাশা কি? অতএব তুমি অসারভোগবাসনা-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আশু সৎশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হও; পরমাত্মপ্রেরিত বুদ্ধিসহায়ে, কিছুই কিছু নহে, ভাবিয়া, সত্যবিচারে তৎপর হও; দুর্ভাগ্যদায়িনী অমঙ্গলময়ী মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হও; জরামরণাদির শান্তিজন্য

সত্বর সমুত্থিত হও; পল্বলমধ্যে বৃদ্ধ কচ্ছপের ন্যায় সুপ্তপ্রায় না হইয়া, সর্ব্বথা জাগরিত হও; অর্থই অনর্থ, ভোগই রোগ, আপদই সর্ব্বসম্পদ ও অনাদরই সর্ব্বত্র জয়স্বরূপ জানিয়া, ভোগাদির পরিহারে স্বতঃ পরতঃ যত্নবান্ হও; লোকতন্ত্রের অনুসরণ, ব্যবহার সকলের পরিদর্শন ও শাস্ত্রবিহিত আচরণাদি সৎকর্ম্মসহায়ে সৎফললাভে প্রতিশ্রুত হও এবং এখনই যাইতে হইবে, ভাবিয়া, মায়া, মোহ ও মমতাদি বিকারপরম্পরা ত্যাগ করিয়া, প্রকৃতিস্থ হও। যিনি সদাচারসমূহে সুন্দর বিধানে বিচরণ করেন, যিনি সাংসারিক সুখদুঃখদশার অভিলাষী নহেন এবং যাঁহার বুদ্ধি বিবেকবিশিষ্ট হইয়াছে, অনন্ত আয়ু, অক্ষয় যশ ও অমোঘ সদ্গুণাদি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া, কুসুমিত মাধবীলতার ন্যায়, সৎফল সম্প্রদানজন্য উল্লসিত হইয়া থাকে।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ (অহঙ্কারবিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! ঐকান্তিক যত্ন করিলে, সকল বিষয়ই সিদ্ধ হয়। অতএব তুমি কোন বিষয়েই নিরুদ্যম হইও না। উদ্যমই লক্ষ্মী এবং উদ্যমই সুখ ও শুভস্বরূপ। মিত্র ও স্বজনবর্গের আনন্দবর্দ্ধন নন্দী এই উদ্যম বা উদ্যোগবলে ঈশানকে প্রসন্ন করিয়া, মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন। এ বিষয়ের যে ইতিহাস আছে, শ্রবণ কর, প্রসঙ্গক্রমে বর্ণন করিতেছি।

শিলাদ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ-শ্রেষ্ঠপুত্র প্রার্থনায় পরমভক্তিযোগসহকৃত-কঠোর-তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, ভবদেব তদীয় তপস্যায় পরম পরিতুষ্ট ও সাক্ষাৎকারে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, ঋষে! আমি তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। আমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ কেহ নাই ও হইবেও না। অতএব আমিই স্বীয় অংশে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। কিন্তু ষোড়শ

বর্ষে পদার্পণ করিলেই, ঐ পুত্রের মৃত্যু হইবে। যদি এই নিয়মে সম্মত হইতে পার আমি তোমার পুত্র হই। মহর্ষি শিববাক্যের অন্যথা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহার শরণাপন্ন ও সম্মত হইয়া, স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কালপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনাবসানে তদীয় পত্নী গর্ভবতী হইলেন। তদ্দর্শনে শিলাদের হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি পুত্রের মরণ চিন্তা করিয়া, তজ্জনিত উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার যেমন সুখ, পুত্র অকালে মরিবে বলিয়া তাঁহার তেমন দুঃখের সঞ্চার হইল। এই দুঃখ প্রবল হইয়া, তাঁহার ঐ সুখকে একবারেই আচ্ছন্ন করিল। তিনি একান্ত অনুতপ্তের ন্যায়, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার পুত্র না হওয়াই ভাল ছিল। আমি হিত করিতে বিপরীত করিয়াছি। হায়, আমার কি বিড়ম্বনা! অথবা, অহঙ্কার করিলেই, পড়িতে হয়। আমি যেমন অহঙ্কার করিয়াছিলাম, তেমনি আমার হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। সংসারে সর্ব্বজ্ঞ হওয়াই দুর্ঘট, তাহার উপর আবার সকলের শ্রেষ্ঠ হওয়া কত দুর্ঘট, তাহা বলিবার নহে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। আমি তাহা বুঝিলাম না। এইজন্য, দম্ভ করিয়া, অহঙ্কার করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করিলাম। আমার পুত্র সর্ব্বজ্ঞ হইবে, ইহা অপেক্ষা অহঙ্কারের কল্পনা আর কি আছে বা হইতে পারে? দেবতার নিকট অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া থাকে। এইজন্য রুদ্রদেব তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, আমাকে বঞ্চিত করিলেন; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল! আমি আর কখন অহঙ্কার করিব না।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর মহর্ষি শিলাদ পুনরায় কঠোর তপশ্চরণ সহকারে দেবদেব ভবদেবের প্রসাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তের দাস ভবদেব তৎক্ষণে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন ঋষে! জ্ঞানসত্ত্বেও তোমার জ্ঞান নাই, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি

হইতে পারে! তুমি কি জান না, আমার কথার অন্যথা হইলে, সংসারের মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। তোমার ন্যায়, খামানুষগণই কথার অন্যথা করে। কিন্তু তজ্জন্য সময়ে সময়ে যে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হয়, তাহার বেগ অতি অসহ্য। অতএব যাহা বলিয়াছি, কখনও তাহার অন্যথা হইবে না। পুনশ্চ, নিয়তি আমার স্বরূপ। তাহা লঙ্ঘন করা কাহারই সাধ্য নহে। তোমার পুত্রের ঐরূপ নিয়তি, আমি কি করিব? লোকের সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐরূপ নিয়তির সংঘটন হইয়া থাকে। অতএব তুমি ক্ষান্ত হও। আর, তোমার ন্যায়, ব্যক্তিগণের ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া অবশ্য বিধেয়। অতএব তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। বৃথা তপোনুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। যাহাতে কোন ফল নাই, তাহা অসদনুষ্ঠানের ন্যায়, পরিত্যজ্য। এ কথা তোমারে বলা বাহুল্য।

মহর্ষি শিলাদ এই কথায় বিষাদপরিহারপূর্ব্বক, নিয়তির অবশ্যম্ভাবিতা ও আপনার দুরদৃষ্টতা চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ শোকদুঃখে সময় অতিবাহিত হইলে, তদীয় পত্নী যথাকালে পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র, শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায়, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদবস্থ পুত্রকে দর্শন করিয়া, ঋষিদম্পতী পরম আনন্দিত হইলেন এবং কিয়ৎকালের নিমিত্ত তদীয় মৃত্যু-কথা ভুলিয়া গেলেন। এই রূপে বিপুল আনন্দসঞ্চার হওয়াতে, তাহারা পুত্রের নাম নন্দি রাখিলেন। নন্দি পিতামাতার আনন্দের সহিত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

তদবস্থ পুত্রকে দর্শন করিয়া, একদা তদীয় মৃত্যু-কথা সহসা স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে, মহর্ষি শিলাদ বিষাদভরে অবসাদগ্রস্ত ও তদীয় মুখমালিন্য উপস্থিত হইল। পিতৃপ্রাণ নন্দি তাঁহার তদবস্থা দর্শন করিয়া, একান্ত অসহমান হইয়া, ব্যাকুল বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! আপনাকে আজি এরূপ মলিন ও দীনভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া, আমার মন অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছে।

কিজন্য আপনার এপ্রকার দশার আবিষ্কার হইল, বলিতে আজ্ঞা হউক। যে পুত্র পিতামাতার দুঃখনিবারণে অসমর্থ, সে তাঁহাদের বিষ্ঠাস্বরূপ ও যৌবনবনচ্ছেদনের কুঠারস্বরূপ; তাহার জন্ম না হওয়াই ভাল। পশুপক্ষীরাই আপন আপন দুঃস্থ পিতামাতার দুঃখ, বিষাদ ও অবসাদাদি নিরাকরণ করিতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ পুত্রাদির সহিত পশুপক্ষ্যাদির কোনরূপ প্রভেদ নাই। অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি হইয়াছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! পুত্রের কথা শুনিয়া, তদীয় ভাবি মরণ চিন্তা করিয়া, মহর্ষির মহাকষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি অতিকষ্টে আমূলতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, গদ্গদ বচনে কহিলেন, তাত! সংসারে মৃত্যু ভিন্ন অন্য গতি নাই, সত্য। কিন্তু মোহের বন্ধন অতি দুর্ভেদ্য ও ভয়াবহ। নিতান্ত ধীর ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও এই বন্ধন ছেদন করিতে পারে না। আমিও এই বন্ধনে একান্ত বদ্ধ হইয়াছি।

নন্দি কহিলেন, তাত! বিষাদ পরিহার করুন। ভগবান্ ভবদেব, সৎপথে থাকিলে, অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন। আমি সত্বর ইহার বিহিত বিধান করিব। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহা করা যায়, তাহাই অসৎ অনুষ্ঠান। অসৎ অনুষ্ঠানের পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নতুবা, তপোবলে সুসিদ্ধ না হয়, এমন কার্য্যই নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! পুত্র পিতাকে এইপ্রকার প্রবোধিত করিয়া, তৎক্ষণাৎ আলয় ত্যাগপূর্ব্বক কোন নিবিড় গহনে প্রবেশ করিলেন এবং ভগবান্ ভূতপতি রুদ্রকে প্রসন্ন করিয়া, স্বীয় অকাল-মৃত্যু নিবারণ ও পিতার প্রীতি সম্পাদন করিবেন, এই আশয়ে বদ্ধপরিকর ও কৃতোদ্যম হইয়া, ঐ অরণ্যমধ্যবর্ত্তী সরোবরতীর আশ্রয় করিয়া, এক মনে এক ধ্যানে আশুতোষ-তোষসাধনী মৃত্যুনিবারিণী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,

শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, এইরূপ অবস্থায় ঐকান্তিক ভাবে দিন রাত্রি ভবতোষণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট ষোড়শ বর্ষ সমুপস্থিত। তিনি ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানেন না। সর্ব্বদাই আপন কার্য্যে ব্যস্ত। কিন্তু নিয়তি তাহা শুনিবে কেন? মৃত্যু অবসর বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর পাশ হস্তে সেই সরোবরতীরে সমাগত হইলেন। কিন্তু মুনিতনয় ধ্যানস্তিমিতলোচন; ভয় অভয়, বিপদ সম্পদ, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

মৃত্যু তদবস্থ নন্দিকে আপনার হস্তস্থিত সেই কালপাশে বদ্ধ করিবার উপক্রম করিলে, শিবানুচর ভুতগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, সাবধান, শিবভক্তের শরীর স্পর্শ করিও না; এখনই দগ্ধ হইতে হইবে। তুমি কি জান না, নিয়তি ভক্তির দাসী। ফলতঃ, ভক্তের বিনাশ নাই। অতএব তুমি জানিয়া শুনিয়া, কিজন্য ইহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছ? স্বস্থানে প্রস্থান কর। নতুবা, অপমানিত হইতে হইবে। তাহারা এই বলিয়াই, তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, মৃত্যু সহাস্য আস্যে কহিলেন, যাহার যেমন মতিগতি, তাহার বাক্যও তদনুরূপ হইয়া থাকে। তোমরা যেমন মূর্খ, তোমাদের কথাও তদ্বৎ অসার, অগ্রাহ্য, অযৌক্তিক, অকালসহ ও অনাদরণীয়। মূর্খ যাবৎ কথা না কহে, তাবৎ তাহার শোভা হয়, একথা যথার্থ। অথবা, আমি কাহার কথায় প্রতিবাদ করিতেছি। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন্ যোগ্যের সহিত ব্যবহার করিবে। ইহারা কোন অংশেই আমার যোগ্য নহে। অতএব আমি স্বকার্য্য সাধন করি। যাহারা স্বকার্য্য সাধন না করে তাহারাই মূর্খ। কেননা, কার্য্যই জীবন ও কার্য্যই মুক্তি। কার্য্য না করিলে, দেবতারা অপ্রসন্ন ও গ্রহগণ অসন্তুষ্ট এবং পদেপদেই স্বার্থহানি হইয়া থাকে। কার্য্য করিয়া কেহই অবসন্ন হয় না। কার্য্যই সংসার এবং অকার্য্যই প্রলয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মৃত্যু এইপ্রকার বচনরচনাপূর্ব্বক শিবানুচরদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া, নন্দিকে পাশে বদ্ধ করিলেন। কিন্তু নন্দি তখনও যেমন, এখনও তেমন, অভীষ্টদেবের ধ্যানবশতঃ নিশ্চল, নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্ ও নির্ম্মনস্ক। তাঁহার দেহে আর দেহ নাই, প্রাণে আর প্রাণ নাই, মনে আর মন নাই, সমস্তই তিনি অভীষ্টদেব পরমদেব মহাদেবে সমর্পণ করিয়া, কাষ্ঠকুড্য অপেক্ষাও নির্জীবভাবাপন্ন হইয়াছেন। সুখ দুঃখ ও বন্ধমোক্ষ কোন বিষয়েই তাঁহার কোনরূপ বোধ নাই। সুতরাং, তিনি মৃত কি জীবিত, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। মৃত্যু তদবস্থ নন্দিকে পাশবদ্ধ করিয়া, ধর্ম্মরাজপুরে লইয়া গিয়া, ধর্ম্মরাজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মৃত্যুপতি যম নন্দিকে দর্শন করিয়া, আপনার অনুচরদিগকে কহিলেন, ভগবানে যাহার লয় হইয়াছে, তাহার আর বিনাশ নাই। অতএব ইহাকে যথাস্থানে রাখিয়া আইস। ভগবান্ রুদ্রদেবে ন্যস্তচিত্ত হওয়াতে, ইহার জরামরণপরিহার ও তদীয় লোকলাভের অধিকার হইয়াছে। ইহাতে আর আমাদের অধিকার নাই। অতএব ইহাকে স্বস্থানে লইয়া যাও। এই ব্যক্তি স্বকীয় পৌরুষসহায়ে শিবভক্তিবলে অজর ও অমর হইয়াছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ধর্ম্মরাজের কথা শুনিয়া, তদীয় অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই সরোবরতীরে পূর্ব্ববৎ সন্নিবিষ্ট করিয়া, স্বামীসকাশে নিবেদন করিল। এদিকে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বকালদর্শী দেবদেব মহাদেব তদীয় অচলা ভক্তিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং উদার বাক্যে কহিলেন, তাত! ধর্ম্মরাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না। ভক্তির পরিণাম মুক্তি ও অমৃত্যু। সদ্গুণের ও সৎকার্য্যের পুরস্কার হওয়াও আবশ্যক। নতুবা, সংসারস্থিতিরক্ষা হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। যাহা হউক, তুমি চিরজীবী ও আমার প্রধান পার্ষদ হইবে। তুমি স্বীয় যত্নে ও পৌরুষবলে সিদ্ধ হইয়াছ।

অতএব দেবদেব রুদ্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মহাভাগ নন্দি বরলাভে পরম আনন্দিত হইয়া, স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক পিতৃ-গোচরে সমস্ত নিবেদন করিয়া, তাঁহাদের বিপুল পুলক সমুদ্ভাবন করিলেন। তখন তাঁহারা পুনর্জ্জন্ম বোধ করিয়া, পিতৃপ্রাণ পুত্রকে পরম প্রীতিভরে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করিয়া, আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অনতিসময়মধ্যেই এই ঘটনা সর্ব্বভুবনবিদিত হইল।

ফলতঃ, যত্ন ও উদ্যোগের অসাধ্য কিছুই নাই। বলি প্রভৃতি দানবগণ যত্ন ও উদ্যোগসহায়ে সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ পূর্ব্বক দেবগণকেও পরাজিত করেন। মহাভাগ সম্বর্ত্ত মরুত্তযজ্ঞে উদ্যোগবলেই ব্রহ্মার ন্যায়, অন্যতর সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন। এই মহাতপা বিশ্বামিত্র উদ্যোগবলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। যে হতভাগ্য দুগ্ধের জন্য রোদন করিয়া, অবশেষে বহু আয়াসে পিষ্টমিশ্রিত সলিল লাভ করেন, সেই উপমন্যু তপোবলে দেবদেব শঙ্করের প্রসাদে ক্ষীরসাগর অধিকার করিয়াছিলেন। মহাতপা শ্বেত উদ্যোগ-বলেই সর্ব্বসংহর মৃত্যুকে জয় ও ব্রহ্মাদিকেও তৃণবৎ গ্রাস করেন। পতিপ্রাণা সাবিত্রী উদ্যোগবলেই স্বীয় স্বামীকে পরলোক হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রূপে, ত্রিভুবনে এমন ব্যক্তিই নাই, যিনি যত্ন করিয়া, অসিদ্ধ হইয়াছেন। যিনি মনে মনে সবিশেষ-পর্য্যালোচনাপুরঃসর শুভ সমুদ্যোগসহকারে যত্ন করেন, তিনি অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিয়া থাকেন।

রাম! সংসারে আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিষয় আর নাই। আত্মজ্ঞান সমস্ত সুখ দুঃখ ও ভ্রান্তিদৃষ্টি প্রভৃতির উন্মূলন করে। অতএব এই আত্মজ্ঞান লাভেই ঐকান্তিক যত্ন করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অতিমাত্র যত্নশীল পুরুষগণ ইহারই লাভ জন্য চিন্তা করিবেন। অনর্থপরম্পরার সমুদ্ভাবিনী ভোগদৃষ্টি বিনষ্ট করিবার পূর্ব্বে তাহার দোষ অন্বেষণ করিবে। দোষদর্শন-ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই ঘৃণ্যতা ও হেয়তা প্রতীত হয় না এবং

তজ্জন্য তাহাতে বিরক্তিরও সঞ্চার হয় না। এই ভোগদৃষ্টির বিনাশই শঙ্কর ও ব্রহ্মানন্দ সুখপ্রদ, জানিবে। তুমি অভিমান ত্যাগ ও বিচার আশ্রয়পূর্ব্বক ভোগদৃষ্টি পরিহার ও সজ্জনগণের সেবা কর। সাধুসেবাই সংসারসাগর-পারপ্রাপ্তির একমাত্র তরণি। তদ্ব্যতীত, তপস্যা, তীর্থ বা শাস্ত্র, কোন উপায়েই ঐরূপ পারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যাঁহার লোভ নাই, মোহ নাই, ক্রোধ নাই, তিনিই সজ্জন। যিনি শাস্ত্রানুসারে স্বকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই সজ্জন।

পরমার্থরূপ সংবিদই সমস্ত সংসার। চঞ্চলরূপিণী চিৎ আত্মাতে স্বীয় অসামান্য বিস্ফুরণী শক্তি প্রদর্শন করেন। চিতের স্বাভাবিক উন্মেষ ও নিমেষই জগতের উদয় ও অস্ত। অহঙ্কারের অর্থ পরিজ্ঞাত না হইলে, চিতের পরমাত্মাস্বরূপতা আবিষ্কৃত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানাদি সহায়ে অহঙ্কারের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইলে, চিৎ স্বয়ং পরমাত্মা রূপে বিরাজমান হন। অন্তররূপ আকাশে চিৎরূপ কৌমুদী যাবৎ অহঙ্কাররূপ মেঘে আবৃত থাকে তাবৎ পরমার্থরূপ কুমুদ বিকসিত হয় না; একমাত্র তৃষ্ণারূপ মঞ্জরীরই বিকাশ হইয়া থাকে। সৌম্য! চৈতন্য সূর্য্যস্বরূপ, অহঙ্কাররূপ মেঘমণ্ডলে আবৃত হইলে, একমাত্র জড়তাই সমুদিত হয়; প্রকাশতার আবির্ভাব হয় না। এই অহঙ্কার অসত্যস্বরূপ। ইহা কেবল দুঃখের জন্যই কল্পিত হইয়া থাকে; কখনই সুখের জন্য নহে। অহঙ্কার হইতে অভিমান প্রাদুর্ভূত ও তৎপ্রভাবে মন দূষিত হয় এবং অহঙ্কার হইতে মহামোহের আবির্ভাব ও তৎপ্রভাবে অনন্ত সংসারবিস্তৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে এবং সাক্ষাৎ অনর্থস্বরূপ তম আবির্ভূত হইয়া, এই আমি, এই আমার, ইত্যাকার সাংসারিকী ভাব সমুদ্ভাবিত করে। বলিতে কি, সংসারের যাবতীয় সুখদুঃখই অহঙ্কার হইতে প্রসূত এবং অহঙ্কার হইতেই বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। অতএব অহঙ্কার পরিহার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। না করিলে, পরমার্থহানিরূপ পরম

অনর্থ ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ইত্যাদি বিবিধ কারণে পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, নরক হইতে অহঙ্কারের জন্ম হইয়াছে।

অনঘ! আত্মারূপ ক্ষেত্র হইতে বিচার-বিশোধিত মনোরূপ হল দ্বারা অহঙ্কাররূপ অঙ্কুর উন্মূলিত করিলে, সংসারবিনাশন জ্ঞানরূপ মহামহীরুহ সহস্র শাখায় সুশোভিত ও সুদুশ্ছেদ্য হইয়া, পরম ফল প্রসব করে। এই অহঙ্কার জন্মরূপ দুর্ভেদ্য পাদপ-পরম্পরার অঙ্কুর। ইহা আমার, ইত্যাকার বিবিধ কল্পনা ইহার সুবিস্তীর্ণ শাখাসমূহ এবং নরক-শতময়ী তমঃপ্রসূতি অবিদ্যা ইহার মূল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ অসিসহায়ে ইহাকে সমূলে ছেদন করিবেন। ছেদন না করিলে, ইহা শত শাখা ও সহস্র প্রশাখায় অতি বিস্তীর্ণ ও বদ্ধমূল হইয়া, ক্রমে ক্রমে সমুদায় আত্মক্ষেত্র আবরিত ও অনুর্ব্বর করিয়া থাকে। সাবধান, তোমার আত্মক্ষেত্রে ইহা যেন বদ্ধমূল না হয়। সাবধান, ইহার শাখাপরম্পরা যেন বর্দ্ধিত হইয়া, তাহার বিষময়ী ছায়ায় পরমার্থ-রূপ-বিভাকর-তেজের মলিনতা সমুৎপাদন না করে। সাবধান, ইহার মূল যেন তোমার হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া, তোমার মুক্তিদ্বার রুদ্ধ না হয়। অনঘ! তুমি, আমি, ইত্যাদি ভাববর্জ্জিত হইলেও, আত্মা অহঙ্কারবশে রুদ্ধ হইয়া, সংসারচক্র বহন করেন। অহঙ্কার অন্ধকারের ন্যায়, জন্মরূপ গহন বনে আবির্ভূত হইলে, তৎক্ষণাৎ চিন্তারূপিণী পিশাচীগণ মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করে। অহংকাররূপ পিশাচ যাহাকে পরিগ্রহ করে, শাস্ত্র বা মন্ত্র কোন উপায়েই সেই নরাধমের কোন রূপেই নিষ্কৃতি হয় না।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ (অহঙ্কারনিবৃত্তির উপায়)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি সংসারভয়ে অতিমাত্র বিত্রস্ত

ও ব্যস্তভাবাপন্ন হইয়াছি! এই অহংকারই সংসারভয়ের হেতু এবং তাহার নিবৃত্তিই পরম শান্তি ও অভয়ের সেতুস্বরূপ। অতএব যে উপায়ে অহংকারের বৃদ্ধি না হইয়া, নিবৃত্তি হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার ন্যায়, উপযুক্ত পাত্রের এইপ্রকার শুভ প্রশ্নই শোভা পায়। ইহাতে লোকসকলের বিলক্ষণ শিক্ষা হইতে পারে। অতএব আমি যথারীতি, যথাশাস্ত্র, যথাশ্রুত ও যথাজ্ঞান অহংকারনিবৃত্তির উপায় কীর্ত্তন করিব, অবধান কর।

নিশ্চয় জানিও, সৃষ্টিবিনাশের জন্যই অহংকারের সৃষ্টি। রাজা নহুষ অহংকার করিয়া, অজগর হইয়াছেন। রাজা নৃগ অহংকার করিয়া, কৃকলাস হইয়াছেন এবং রাজা যযাতি অহংকার করিয়া, স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং, অহংকার করিলেই, পড়িতে হয়, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত, জানিবে; কোন মতেই এই পতনের নিবৃত্তি নাই। অতএব সর্ব্বথা অহংকার ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবার চেষ্টা করিবে। আমি কিছুই নহি এবং কিছুই কিছু নহে; এইপ্রকার পরিকলনপূর্ব্বক পরমার্থপথে বিচরণ করাই অহংকারনিবৃত্তির প্রধান উপায়। পুনশ্চ, আত্মা সর্ব্বদা আত্মস্বরূপের পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া, চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থিতি করিলে, অহংকারের বৃদ্ধি হইতে পারে না; ক্রমশঃ ক্ষয়দশা সংঘটিত হয়। সমস্তই ইন্দ্রজাল, সমস্তই স্বপ্ন অথবা সমস্তই মায়া; অতএব ইহাতে আর স্নেহ ও অনুরাগাদির আবশ্যকতা ও প্রয়োজনই বা কি, এইপ্রকার বিচারসহকারে আত্মাতে আত্মা স্থাপন করিলে, অহংকারের আর জন্ম হয় না। আত্মা অহঙ্কার ও দৃশ্যশ্রী বিরহিত, শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপ, এইপ্রকার চিন্তা করত রাগাদিপরিহারপুরঃসর আত্মমাত্রনির্ভর হইলে, অহংকার আর বর্দ্ধিত হয় না। অন্তরে অহংকার ও বাহিরে জগৎ এইপ্রকার

হেয় দৃষ্টির ক্ষয় ও সমদর্শিতা উদয় হইলেই, অহঙ্কার আর বর্দ্ধিত হয় না। আমি দ্রষ্টা, জগৎ দৃশ্য, ইহা হেয়, উহা উপাদেয়, এইপ্রকার ভাবের ক্ষয় ও সর্ব্বত্র সমতার আবির্ভাব হইলে, অহংকার আর বর্দ্ধিত হয় না।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! অহঙ্কারের আকার কিপ্রকার? উহা শরীরী কি অশরীরী? উহা কি রূপে ত্যাগ করা যায়? ত্যাগ করিলেই বা কীদৃশ ফলপ্রাপ্তি হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অহঙ্কার তিনপ্রকার। তন্মধ্যে দুই প্রকার শ্রেষ্ঠ ও একপ্রকার নিকৃষ্ট ও অবশ্য পরিত্যাজ্য। অনঘ! আমিই বিশ্ব, আমিই ব্রহ্ম বা অক্ষয় আত্মা; ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইত্যাকার পরমোৎকৃষ্ট কল্পনার নাম প্রথম অহংকার। যাহাতে জীবন্মুক্তগণের মোক্ষলাভ হয়, যাহা কিছুতেই লিপ্ত বা সম্পৃক্ত নহে, যাহা কেশের অগ্রভাগ অপেক্ষা শতাংশে সূক্ষ্ম, যাহা এক-মাত্র কল্যাণের হেতু, সেই অহঙ্কারের নাম দ্বিতীয় অহংকার। আর যাহা মিথ্যাকে সত্যরূপে কল্পনা করে, তাহাকে লৌকিক ও তৃতীয় অহংকার কহে। এই অহংকার অপেক্ষা শত্রু নাই, ইহা যেমন দুরাত্মা, তেমনি অতীব তুচ্ছভাবাপন্ন। অতএব যত্নপূর্ব্বক ইহা পরিহার করিবে। অনঘ! এই অহঙ্কার প্রবল রিপুরূপে বিবিধ আধি সমুদ্ভাবন করে। ইহা একবার অভিহত করিলে, জীবের আর প্রকৃতিস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, এই দুরহংকার বিবিধ বিপদের আস্পদ। মন ইহাতে অতিমাত্র আচ্ছন্ন ও ঘোরায়িত হইয়া থাকে।

রাম! প্রথম দুইপ্রকার অহংকারকে বিশিষ্ট অহংকার বলে। নিতান্ত সৌভাগ্য না হইলে, আর উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহা প্রাপ্ত হইলে, সাক্ষাৎ মুক্তি ও হিরণ্যগর্ভের ভাবনা দ্বারা হিরণ্যগর্ভ স্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে এবং রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষ ও লৌকিক অহংকাররূপ পরমশত্রু নিরাকৃত ও বিনষ্ট এবং মন পরম নির্ম্মল ও নির্ব্বাণশান্তি সঞ্চারিত হয়, সন্দেহ নাই।

আমি দেহী নহি, অথবা আমি কিছুই নহি, এইপ্রকার অবধারণানন্তর বিবিধ দুঃখের আস্পদ তৃতীয় অহংকার ত্যাগ করিলে, সর্ব্বথা স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ হওয়া যায়। বলিতে কি, এই দুঃখজনক ও অবশ্য পরিত্যাজ্য অহংকারকে ত্যাগ করিয়া, যিনি যে ভাবে অবস্থান করেন, তাঁহার তাহাতেই পরম উৎকর্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উল্লিখিত পূর্ব্ব পরমপ্রশস্ত অহংকারদ্বয় আশ্রয় করিয়া, সংসারপথে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পরমপদপ্রাপ্তিরূপ পরমসৌভাগ্যযোগ সংঘটিত হয়, সন্দেহ নাই। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে নির্ম্মল বুদ্ধি সহায়ে লৌকিক অহংকার ত্যাগ করিবে। নিশ্চয় জানিবে, এই পরমপাপময় দুরহংকারই মুক্তিরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের মূর্ত্তিমান্ মহাবিঘ্ন। সুতরাং ইহার পরিহারই পরমপদপ্রাপ্তির পরম সাধন। ব্যক্তিমাত্রেরই এই সাধন সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম। যদি সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইবার অভিলাষ থাকে, দুরহংকার ত্যাগ কর। বিচারসহকারে এই স্থূলস্বভাবসম্পন্ন লৌকিক অহংকার ত্যাগ করিলে, কোন মতেই অধোগামী হইতে হয় না। যিনি অহংকার ত্যাগ করেন, তিনি ভোগ রোগ ও শোকাদির বহির্ভূত হন এবং ভোগাদির বহির্ভূত হইলে, একমাত্র শ্রেয়ই সম্মুখীন হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই দুরহংকারকে অন্ধকারস্বরূপ বলিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা মহাবিঘ্ন আর নাই। সুতরাং ইহার ক্ষয় হইলে, আর কি প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে?

অয়ি মহাবাহো! তুমি কখন অহংকারের দাস হইও না; অহংকারই যেন তোমাদের দাস হয়। তাহা হইলে, সমস্ত সংসার তোমার দাস ও মুক্তি তোমার দাসী হইবে এবং শান্তি ও নির্ব্বাণ ইহারাও তোমার সেবা করিবে, সন্দেহ নাই। এই বিশ্বামিত্র লৌকিক অহংকার ত্যাগ করিয়া, পারলৌকিক অহংকার আশ্রয় করাতেই, ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছেন। পরমপুরুষকার সহকৃত প্রযত্ন সহায়ে অহংকার

পরিহারে সমর্থ হইলেই, ভবসাগরপারপ্রাপ্তি একান্ত অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। সমস্তই আমার, আমিই সমস্ত এবং আমি কিছুই নহি, এইপ্রকার অবধারণপূর্ব্বক একমাত্র আত্মাশ্রয় দ্বারাই মহাত্মারা পরমপদপ্রাপ্তিযোগ ভোগ করেন।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! বলিতে বলিতে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির ন্যায়, দিবাকরের তেজ মন্দীভূত ও হত ভাগ্যের ন্যায়, শ্রী কান্দিগভূত হইল; পূর্ব্বদিকের রাগ বিরহিণীর ন্যায় তিরোভূত ও পশ্চিম দিকের রাগ সনাথার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইল; তদ্দর্শনে সর্ব্বভূত যুগপৎ হর্ষবিষাদে অভিভূত হইল। অদ্ভুতবীর্য্য বশিষ্ঠ মহাশয় ভাস্করের অস্তদর্শনে নিরস্ত হইয়া, ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। সভাস্থ সভ্যসমস্তও তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর পরদিন প্রভাতে সকলে সমবেত হইলে, তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ সৎকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে দৈববাণীর ন্যায়, তাহা শুনিতে লাগি-লেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ (বাসনামাহাত্ম্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘূদ্বহ! দামাদি অসুরত্রয় বিনষ্ট ও স্বীয় সৈন্যসমস্ত বিভ্রষ্ট হইলে, মহামায় শম্বর সৈন্যগণের পরাজয়নিবন্ধন উৎসাহহীন হইয়া, কতিপয়-বর্ষ যাপনানন্তর পুনরায় যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিল, আমি পূর্ব্বে মায়াবলে যে দামাদির সৃষ্টি করি, তাহারা মূর্খতাপ্রযুক্ত দুরহঙ্কারপরবশ হইয়া, বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব পুনরায় মায়াবলে অপর অসুরত্রয় সৃষ্টি করিব। তাহারা যাহাতে ঐরূপ দুরহঙ্কৃতির বশবর্ত্তী না হইয়া, অনায়াসেই অমরদিগকে পরাস্ত করিতে পারে, তজ্জন্য তাহা-দিগকে অধ্যাত্মশাস্ত্র ও বিবেকযুক্ত করিব।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর সে মায়াবুদ্ধির সাহচর্য্যে অপর অসুর-ত্রয় সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে ভীম, ভাস ও দৃঢ় নামে অলঙ্কৃত করিল। তাহারা তিন জনেই তদীয় মায়াবলে বেদবিৎ, বীতরাগ, সর্ব্বজ্ঞ, নিষ্পাপ, আত্মজ্ঞ, সর্ব্বদক্ষ ও পরম-পবিত্র-স্বভাব হইয়া, সমস্ত সংসারকে তৃণবৎ দেখিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শম্বর অনুমতি করিলে, তাহারা মহামেঘমালার ন্যায়, বিবিধ হেতিরূপ বিচিত্র বিদ্যুদ্বলয়ে বিমণ্ডিত হইয়া, গভীরগর্জ্জনপুরঃসর উর্দ্ধে উত্থান করিয়া, বারিধারার ন্যায়, শরধারায় সমস্ত আকাশ প্রচ্ছাদিত করত অমরগণের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিল। তাহারা বিবেকগুণে ভূষিত ছিল। এইজন্য বহুবর্ষ জয়সহকারে যুদ্ধ করিয়াও, তাহারা দুরহংকারের বশীভূত হইল না। যদিও কখন তাহাদের অন্তরে, আমি, আমার, এইপ্রকার বাসনার সঞ্চার হয়, কিন্তু, আমি কে, ইহাই বা কি, এইপ্রকার আত্মবিচারের আবির্ভাব হইয়া, সেই বাসনার সমূলে উন্মূলন করে এবং তৎপ্রভাবে তাহাদের দুরন্ত ও দুরত্যয় তেজ সন্ধুক্ষিত ও উৎসাহশক্তি যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সৌম্য! এইরূপে, আমি কে, ইহা কি, ইত্যাকার বিবেকের আবিষ্কার হওয়াতে,অমরগণ আর তাহাদিগকে বিভীষিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

সেই অসুরত্রয় অহঙ্কারহীন, জরামরণভয়হীন ও অতিমাত্র ধৈর্য্যশালী এবং যথাগত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই দেহ কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধস্বরূপ চিৎই আত্মাতে বিরাজ করেন, অহঙ্কার ও অন্যান্য পদার্থ সকল কিছুই নহে, মনে মনে এইপ্রকার দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া, তাহারা বর্ত্তমান শুভ ও অশুভ ব্যাপারসমূহে প্রবৃত্ত হইল এবং সমস্তবাসনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক অনাশক্ত চিত্তে অবিনাশী রূপে শত্রুগণের সংহারারম্ভকরিল, কোন বিশয়েই তাহাদের আসক্তি রহিল না। প্রভুর কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য, শুদ্ধ এইপ্রকার জ্ঞানেই তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভোজন করিলে, অন্ন যেমন নিঃশেষ হয়,

তদ্রূপ সর্ব্বত্র বীতরাগ সর্ব্বময়দর্শী বিদ্বেষহীন সেই ভীমাদি অসুরত্রয় কর্ত্তৃক ক্ষত, আহত, দগ্ধ ও শুষ্ক হইয়া, অমরসৈন্যের লয় দশা উপস্থিত হইল। তাহাদের পরাক্রমের সীমা নাই। তাহাদের আক্রমণে অমরবাহিনী হিমালয়পরিচ্যুত ভাগীরথীর ন্যায়, বিক্ষিপ্ত ও ইতস্ততঃ বিদ্রুত হইতে লাগিল।

প্রবলপবনপরিচালিত পয়োদপটলী যেমন পর্ব্বত আশ্রয় করে, তদ্রূপ অমরসৈন্যগণ ভীমাদি অসুরগণের প্রবল পরাক্রমে পরাজিত ও পর্য্যদস্ত হইয়া, ক্ষীরসাগরগর্ভস্থ ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন এবং তাঁহার উদ্বোধন জন্য এই বলিয়া, স্তব করিতে লাগিলেন, ভগবন্ সত্যপুরুষ সচ্চিদানন্দ মহাদেব। যোগনিদ্রা পরিহার করুন। আমরা বিপদ্‌গ্রস্ত ও পরিত্রস্ত হইয়া, আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি বিপন্নের উদ্ধার ও অবসন্নের পরিত্রাণ করেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভগবান্ বিষ্ণু এই বাক্যে দেবগণের বর্ত্তমান বিপত্তির নিরাকরণ কামনায় ক্ষীরোদগর্ভ হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলে, মহামায় শম্বর তাঁহার সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। সেই অকাল প্রলয়সদৃশ সুভীষণ সংগ্রামে কুলাচল সকল কম্পিত ও উড্ডীন, মহার্ণব সকল বিক্ষুব্ধ ও বেলাপ্রদেশ বিলংঘনে প্রবৃত্ত, অসুরসকল মহাভয়ে বিহ্বল ও উৎসাহহীন হইয়া, ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও বিনষ্ট, তাহাদের বাহন সকল আর্ত্তনাদপুরঃসর পরলোকে সমাগত, দৈত্যপতি শম্বর সৈন্যগণের সহিত বিনষ্ট ও বৈকুণ্ঠে সমাগত এবং ভীম, ভাস ও দৃঢ় এই অসুরত্রয়ও বিষ্ণুহস্তে নিহত ও বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইল।

রাম! এইরূপে প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ হয়, সেই বাসনাবিহীন দানবত্রিতয় তেমনি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় আর সংসারগতির কিছুই অবগত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মন বাসনাজাল পরিহার করিলেই, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বাস-

নাই বন্ধন এবং বাসনাই নরক। অতএব তুমি ক্ষণবিলম্বব্যতি-রেকেই বিবেক আশ্রয় করিয়া, সমস্ত বাসনা ত্যাগ কর। তুমি যে বদ্ধ হইয়া আছ, বাসনাই তাহার কারণ, সন্দেহ নাই।

সৌম্য! সত্যদৃষ্টি দ্বারা বাসনার ক্ষয় হইলে, মন, তৈলহীন প্রদীপের ন্যায়, স্বয়ংই শান্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করে। পরমার্থই পূর্ণ ও সৎস্বরূপ; এইপ্রকার ভাবনা করিলে, দৃশ্যমান প্রপঞ্চের মিথ্যাস্বরূপতাপ্রতীতি হয়। এইজন্য ঐরূপ ভাবনাকেই পণ্ডিতেরা সম্যগ্দর্শন নামে অভিহিত করেন। আত্মাই এই জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। অতএব কে কোথায় কাহার ভাবনা করিবে? ভাবনা নামে বস্তুতঃ কোন কথাই নাই। এইপ্রকার বিচারকেই সম্যগ্দর্শন বলে। চিত্ত ও বাসনা, ইহাদের যাহাই অর্থ হউক, ইহারা নামমাত্র। সত্যদৃষ্টি দ্বারা ইহারা যাহাতে লীন হয়, তাহারই নাম পরম পদ। মন বাসনাবিশিষ্ট হইলেই, স্থিতি লাভ করে। আর, বাসনাবিমুক্ত হইলে, বিদেহমুক্ত হইয়া থাকে। এই যে ঘটপটাদি বিবিধ আকার কল্পিত হইতেছে, মনই ইহার মূল। ইহার উপশম হইলেই, সকলের উপশম হয়। সুতরাং, এই চিত্তই দামাদির ন্যায়, ভীমাদির আকারে পরিণত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় অবগত হইবে। রাম! তুমি পরম-বুদ্ধিমান্ এবং অতিমাত্র প্রীতিমান্ শিষ্য। এইপ্রকার জ্ঞানেই তোমার নিকট যাহা বলিলাম, পূর্ব্বে পিতৃদেব ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ উপদেশ করেন। প্রার্থনা করি, ভীমাদির ন্যায়, তোমার স্থিতিলাভ হউক।

ষট্ত্রিংশ সর্গ (উপশম)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যাহাদের চিত্ত বিষয়প্রবৃত্তি প্রযুক্ত অবিদ্যার উল্লাসে উল্লসিত হইয়াছিল, সেই সাধুস্বভাব মহাশূরত্রয় অধুনা সর্ব্বোৎকর্ষ ভোগ করিতেছে। ইহার কারণ একমাত্র

মনোনিগ্রহ। সুতরাং, মনকে নিগৃহীত করিলেই, সকল উপদ্রবের হেতুভূত সংসারদুঃখের শান্তি ও পরম নির্বৃতি লাভ হয়। যাহা জ্ঞানের সার, ইদানীং তাহা বলিতেছি, অবধান ও অবধারণ কর।

শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, ভোগবাসনাই বন্ধ ও ভোগেচ্ছা-নিবৃত্তিই মুক্তি। অন্যান্য শাস্ত্রসন্দর্ভ অভ্যাস করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা স্বাদু, তাহাই বিষ ও অগ্নিবৎ জ্ঞান ও দর্শন করিবে; বিষয়ভোগ অতিবিষম, বারংবার ইহা বিচার করিয়া, পরিহার করিবে। তাহা হইলেই, প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিবে। কণ্টকভূমি যেমন কণ্টক প্রসব করে, বাসনাবিশিষ্ট বুদ্ধি তেমনি বিবিধ দোষ সমুৎপাদন করে। যাহা বিবিধ বাসনাবশে বিগলিত ও রাগদ্বেষাদি রিপুগণের এক বারেই পরিজ্ঞাত নহে, তাদৃশ বুদ্ধিই পরম স্থিরভাব আশ্রয়পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে চরম শান্তি লাভ করে এবং উৎকৃষ্ট বীজবতী ভূমির ন্যায়, শান্তিরূপফলশালী সদ্‌গুণ-রূপ অঙ্কুর প্রসব করিয়া থাকে।

ইহা শুভ ও ইহা অশুভ, এইপ্রকার ফলানুসন্ধানপ্রবৃত্তি উদ্ভূত হইলে, মিথ্যাজ্ঞান বায়ুবিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় তিরোহিত হইলে, সুজনতা পূর্ণচন্দ্ররেখার ন্যায় বর্দ্ধিত হইলে, সুবিমল নভস্তলে প্রভাকরকরের ন্যায় হৃদয়ে বিবেক সমুদিত হইলে, শুক্তিমধ্যে মুক্তার ন্যায় অন্তরে ধীরতা আবির্ভূত হইলে, আত্মসুখ লাভ করিয়া আন্তরিক অভিপ্রেত সুসমাহিত হইলে, গুরু প্রভৃতির সৎসঙ্গরূপ মহাপাদপ শান্তিরূপ সুশীতল ছায়ায় অলঙ্কৃত ও মোক্ষ-রূপ মহাফলে বিমণ্ডিত হইলে, সমাধিরূপ সরল বৃক্ষে আনন্দরূপ অমৃতায়মান রস সঞ্চারিত হইলে, মন সন্দেহহীন, দ্বন্দ্বহীন, কামনা-হীন ও উপদ্রববিহীন হইয়া থাকে এবং চপলতা তিরোহিত, শোক মোহ বিগলিত, ভয় ও পাপাদি অনর্থসমূহ নিরাকৃত, শাস্ত্রার্থসম্বন্ধীয় সন্দেহ সকল অপোহিত, সমুদায় কৌতুক নিঃশেষিত ও অশেষ কল্পনাজাল বিদলিত হইয়া যায়। এই রূপে মোহের ক্ষয় ও জ্ঞানের উদয় হইলে, ঈহা, আক্রোশ উপেক্ষা ও আধি প্রভৃতি

উপদ্রব সকলও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তখন অনাসক্তির উদয় বশতঃ শোকরূপ নীহারপটল তিরোহিত, ভববন্ধনগ্রন্থি শিথিলিত ও তৎসহকারে মুক্তি অধিকৃত হইয়া থাকে এবং সমস্ত কলুষ শেষ হওয়াতে, জীবন্মুক্তিরূপ পরমপুরুষার্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন মন কলুষজাল নিরাকৃত করিয়া, মেঘাবরণবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান হইয়া, আপনার স্থূলতার কারণস্বরূপ কল্পনাজাল পরিহারপূর্ব্বক ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে সেই ক্ষীণ দেহ অনায়াসেই তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া থাকে।

বৎস! মনের বিনাশই অভ্যুদয় ও মনের অভ্যুদয়ই বিনাশ। প্রাজ্ঞের মন ক্ষীণ ও অজ্ঞের মন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দৃশ্যমান এই বিশ্ব মন ভিন্ন কিছুই নহে। মনই লোকের মহাশত্রু ও মনই লোকের পরম বন্ধু। মন যখন সৎপথ ত্যাগ করিয়া, অসৎপথে ধাবমান হয়, তখনই শত্রু এবং যখন অসৎপথ ত্যাগ করিয়া, সৎপথের অনুসরণ করে, তখন পরম বন্ধু। এই রূপে যাহারা মনকে চিনিতে না পারে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। চিত্ত যে অবস্থায় বিবিধ বিকল্পনাবশে কলুষিত হইয়া, আত্মাকে বিস্মৃত হয়, তাহার নাম সংসার এবং তাহাকেই কল্পনাস্বভাবা বাসনা বলে। এই বাসনার অন্যতর নাম মন।

আত্মা জীবভাব নহেন, দেহ নহেন এবং শোণিতও নহেন। দেহীর এই দেহ জড়স্বভাব; কিন্তু দেহী স্বয়ং আকাশস্বরূপ। যেমন কদলীস্তম্ভ কর্ত্তন করিলে, তাহাতে পল্লব ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, তদ্রূপ দেহীর দেহ ছেদন করিলে, রক্তাদি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। এই কারণে দেহ জড়স্বরূপ, এবং এই কারণেই আত্মস্বরূপ দেহী দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

মনোরূপ জীবই নর, জানিবে। কোষকার কীট যেমন আত্মার বন্ধন জন্যই জাল রচনা করে, মনোরূপ জীবও তেমন নিজের বন্ধন নিমিত্ত আত্মাতে বিবিধ বিকল্প কল্পনা করে। এবং অঙ্কুর যেমন দেশকালানুসারে পল্লব রূপে পরিণত হয়, সেই

নরও তেমনি বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া, দেশকালান্তরে অন্যদেহ পরিগ্রহ করে। যে যেমন বাসনা করে, তাহার তদ্রূপ সিদ্ধি সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি শুভবাসনাসম্পন্ন, তাহার মনে মহত্ত্বের আবির্ভাব হয় এবং ক্ষুদ্রবাসনাবিশিষ্ট মনে ক্ষুদ্র ভাবই সমুথিত হইয়া থাকে। যে ইন্দ্র, সে স্বপ্নেও আপনাকে ইন্দ্র দেখে এবং যে ব্যক্তি পিশাচভ্রমের বশীভূত, সে রাত্রিতেও স্বপ্নকালীন পিশাচ সকল দর্শন করে। শুভাশুভ বাসনা সম্বন্ধেও এই রূপ। যাহা স্বভাবতঃ নির্ম্মল, তাহাতে যেমন কলুষতা স্থান প্রাপ্ত হয় না তদ্রূপ নির্ম্মল মনে কলুষ ভাবের সংক্রম হয় না। এই রূপ, কলুষতায় নির্ম্মলতার ন্যায়, কলুষিত চিত্তে নির্ম্মলতা অবস্থিতি করিতে পারে না। উত্তম ব্যক্তি ক্ষয়দশায় পতিত হইলেও, মনের নির্ম্মলতারূপ উত্তম গতি পরিত্যাগে কদাচ সমর্থ হয়েন না। সূর্য্য অস্তাচলশিখরে পতনসময়েও স্বীয় স্বভাব পরিহার করেন না। তৎকালীন তাঁহার অপূর্ব্ব রাগবৈচিত্রই এ বিষয়ের প্রমাণ।

আত্মার বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। ইহা কেবল ঐন্দ্রজালিক ভ্রম মাত্র। এই দৃশ্যজাত মৃগতৃষ্ণানদীর ন্যায় অসন্মাত্র। একমাত্র ব্রাহ্মী সত্তাই সকলের সত্তাপ্রতীতির কারণ। আমি অনন্ত নহি, আমি অতি নীচ, ইত্যাকার দুর্নিশ্চয় দ্বারাই দেহীর আবির্ভাব হয় এবং আমি অনন্ত ও ঈশ্বর, এইপ্রকার সুনিশ্চয় সহায়ে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। সেই অহংকারহীন স্বচ্ছ পরমাত্মাতে ঐহিক বন্ধন স্বরূপ অহংভাব নাই। ব্রহ্ম একত্ব, দ্বিত্ব, বন্ধ ও মোক্ষ বিবর্জ্জিত। সংসার তদীয় সত্তা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এইপ্রকার অনহংভাবনাই পরমার্থ। মন নির্ম্মল হইলেই, স্বচ্ছদর্পণে আত্মপ্রতিবিম্বের ন্যায়, তাহাতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রতীতি হইয়া থাকে। ফলতঃ, সমস্তই আমি, এইপ্রকার শুভ ভাবনা সহায়ে শুভাশুভজ্ঞান বিসর্জ্জন করিলেই, বন্ধ মোক্ষের অধিকার ভ্রষ্ট হইয়া যায়। তুমিও ঐরূপে বন্ধমোক্ষ পরিহার কর। সৎশাস্ত্র ও বৈরাগ্যবুদ্ধি এই উভয়ের সহায়তায়

অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হইলে, উহাতে ব্রহ্ম ভিন্ন জগদাদি মলিন পদার্থ প্রতিভাত হয় না। যাহাতে তোমার মন শুদ্ধ মার্জ্জিত হয়, তাহার চেষ্টা কর। যে দৃষ্টি মনের সহিত মিলিত না হইয়া, এই দৃশ্য পদার্থের সহিত মিলিত হয়, তাহার নাম বাহ্যজ্ঞানদৃষ্টি। এই বাহ্যজ্ঞানদৃষ্টি অসতী ও ক্ষণবিনাশিনী জানিবে, মন কি বাহ্য, কি অভ্যন্তরীণ, সমস্ত দৃশ্যদর্শন ত্যাগ করিয়া, তন্নিষ্ঠ হইলে, পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অসতী বাহ্যদৃশ্যদৃষ্টিই মনের স্বরূপ, জানিবে। ইহা হইতেই বিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহারা এই দৃষ্টিকে পরমাত্মার স্বরূপে দর্শন করে, তাহাদের ভুক্তিমুক্তি উভয় ফলই প্রাপ্ত হয়। জলে তরঙ্গ যেমন কল্পনা মাত্র, তদ্রূপ এই দৃশ্যজালও কিছুই নহে। যাহা কিছুই নহে তাহার বিনাশে আবার শোক কি? তুমি স্নেহহীন বন্ধুর ন্যায় রাগদ্বেষবিহীন বুদ্ধি সহায়ে এই সমস্ত ভৌতিক ব্যাপার দর্শন কর। তাহা হইলে ইহাদের অসারতা জানিতে পারিবে। স্নেহহীন বন্ধু যেমন বন্ধুর সুখ দুঃখে লিপ্ত না হইয়া, বিশুদ্ধজ্ঞানবলে আত্মতত্ত্ব পরিকলন করেন, তুমিও তেমনি জাগতিক সুখ দুঃখে লিপ্ত না হইয়া, একমাত্র আত্মাকেই অবগত হও। আত্মাকে অবগত না হইলে, বন্ধন বিগলিত ও শান্তি সমাগত হয় না। যিনি দৃষ্টি ও দৃশ্যের মধ্যে বিরাজ করেন, তিনিই শিবস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, মন পরম শান্ত ভাব অবলম্বন করে এবং মনোরূপ বায়ু প্রশান্ত হইলে, দেহরূপ পাংশু তৎক্ষণে শান্তি প্রাপ্ত হয়। দেহ যদি না থাকে, তবে আর শোক দুঃখ কি?

বাসনারূপ বর্ষা তিরোহিত, মনোরূপ মেঘ আগত, হৃৎকম্পের হেতুভূত জড়তারূপ পঙ্ক নিঃশেষিত, হৃদয়রূপ ভয়াবহ কানন মধ্যস্থ তৃষ্ণারূপ কণ্টকী লতাসকল উপরত, মিথ্যাজ্ঞানরূপ অরণ্যমধ্যে ইন্দ্রিয় রূপ কদম্বৃক্ষকদম্ব ক্ষয়দশায়

উপনীত ও প্রভাতে রজনীর ন্যায়, মোহজাল অন্তর্হিত হইলে, মন্ত্রবলে অপহৃত আশীবিষবিষের ন্যায় জড়তা বিদূরিত হয়। এবং অবিদ্যারূপ নীহারপটলী নিরাকৃত হওয়াতে, সংসাররূপ নগরীর পরম প্রসন্ন দশা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তখন আর পরমার্থ প্রাপ্তি সুদূরপরাহত হয় না, দেহরূপ পর্ব্বতে ভয়রূপ ক্ষুদ্র নদীসকল প্রাদুর্ভূত হয় না, অসৎপক্ষলক্ষিত সংকল্পরূপ শিখীসমূহ লক্ষিত হয় না এবং সম্বিদরূপ আকাশও আর কলুষিত হয় না। তখন অজ্ঞানরূপ মেঘমালা নিরাকৃত হওয়াতে, জীবরূপ প্রভাকর মহোদয়সমলঙ্কৃত ও নিরতি বিরাজিত হইয়া থাকে। তখন রজরূপ রজোরাশি বিগলিত, মোহরূপ মেঘজাল পরাহত, জ্ঞানরূপ সূর্য্য সমুদিত, সুবিমল চিত্তাকাশমঞ্জরী দিগ্‌বলয় সুশীতল করিয়া প্রতিভাত, সুবিবিক্ত বিবেকভূমি সর্ব্বসম্পত্তি প্রকাশিত ও পরমানন্দ বিতরিত করিয়া, অতিমাত্র সফলতাগুণে অলঙ্কৃত এবং ভোগবিভবপরিপূর্ণ ভুবনান্তর পরম আলোকে সমুদ্‌ভাসিত হয়। তখন হৃদয়রূপ কমলের রজোহীন ভাব দর্শন করিয়া, অহঙ্কার রূপ মধুকরগণ চিত্তরূপ সরোবর পরিহার পুরঃসর পলায়িত এবং সর্ব্বনায়ক সর্ব্বগ আত্মা আক্ষেপবিরহিত ও বাসনাবিবর্জ্জিত হইয়া, পরমশান্তদশায় সমাগত হন। ফলতঃ, বিচার দ্বারা মন বিগলিত ও বুদ্ধি স্থির পদে অধিষ্ঠিত হইলে, আত্মভাব প্রাপ্ত ও বিগতজ্বর হইয়া, দেহরূপ নগরে বিরাজ করিতে পারা যায়।

সপ্তত্রিংশ সর্গ (চিদাকাশবর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সেই আত্মরূপী আকাশরূপী জ্ঞানরূপী চিৎস্বরূপ পরমাত্মা বিশ্বাতীত হইলেও, কিরূপে বিশ্বের আধাররূপে তাহাকে ধারণ করেন, আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি উপযুক্ত সময়েই উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ।

অবধান কর। তুমি ও তোমার দেহ, এই দুয়ে যে ভাব, চিৎ ও জগৎ উভয়ে সেই প্রকার ভাব। তথাহি জলে তরঙ্গবৎ এই দৃশ্যমান বিশ্ব তাঁহাতেই আবির্ভূত ও তাঁহাতেই তিরোহিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার আবির্ভাব ও তিরোভাবই জগতের স্বভাব। প্রলয়ের পর প্রলয়, কল্পের পর কল্প ও যুগের পর যুগ অতীত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইহাই চিতের স্বভাব। অর্থাৎ চিতই জগৎ এই রূপে ও বারংবার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বিচারবলে নিঃসংশয়ে ইহাই নিরূপিত করিয়াছেন। কালের পর কাল ও লোকের পর লোক, কতই অতীত হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি, কোন ব্যক্তিই কোন কালে কোন দেশে এই যুক্তির খণ্ডন করিতে পারে নাই। তুমি স্বভাবতঃ সাতিশয় বুদ্ধিবিদ্যাবিজ্ঞানবিশিষ্ট। অতএব নিজেই ইহা বুঝিয়া লও ও মীমাংসা কর, স্পষ্টই জানিতে পারিবে, যে, চিতই জগৎ ও জগৎই চিৎ। উভয়ে কিছুই ভিন্ন ভাব নাই।

আকাশ অতি সূক্ষ্ম। এই জন্য, সর্ব্বগ হইলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। তদ্রূপ, চিৎ সর্ব্বগত হইলেও, অত্যন্ত সূক্ষ্মস্বভাব বলিয়া, লক্ষিত হন না। অনঘ! তুমি যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দ অধিষ্ঠিত আছে, জান, তাহাই পরব্রহ্ম। তিনি এক। তিনি অনেক। তিনি অতীত, তিনি অনতীত। তিনি সর্ব্বগ। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় বাসনাবলেই তদীয় আত্মভূত মায়িক আত্মাতেই এই সমুদায় সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। তিনি বাসনাহীন, এইজন্য তাঁহার চেষ্টা বা অচেষ্টা কিছুই নাই। তিনিই কর্ত্তা ও কার্য্য, এইজন্য তিনি কিছুই করেন না। তিনিই আধার ও আধেয়। এইজন্য তিনি অভিমত কর্ম্মানুষ্ঠানে অপ্রবৃত্ত। তিনি নির্দ্বন্দ্ব ও সকল কার্য্যের কর্ত্তা। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। থাকিলে, পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ তাঁহার দেহাদির উপচয় দেখিতে পাওয়া যাইত। তোমার যেন কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকে। তাহা হইলে, তোমাকে

পুনঃ পুনঃ দেহযোগ ভোগ করিতে হইবে। অধুনা, তুমি শ্রুতি ও গুরুপদেশ সহায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, শান্ত ও সুস্থির ও। যাহা দ্বারা অবিনাশী সুখলাভ হয়, বহুযত্নে বহুদূরে ভ্রমণ করিলেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বুদ্ধিসহকারে এইপ্রকার বিচার করিয়া, বাহ্যবস্তুর অন্বেষণে বিনিবৃত্ত হও। বস্তুগত্যা তুমিই চিদাত্মা।

এই চিদাত্মার কোন প্রকার সংকল্প বা সংজ্ঞা নাই। ইহাকেই চেত্য নামে অভিহিত করে। জল যেরূপ সাগরাদিতে তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদি বিবিধ রূপে প্রকাশিত হয়, চিদাকাশেও তদ্রূপ ত্বদ্ভাব ও মদ্ভাব প্রভৃতি বিবিধ রূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং তুমি আমি সকলেই অভিন্ন এবং তুমি আমি সকলেই চিৎস্বরূপ। তথাহি, রাশীকৃত জলই যেমন সাগর নামে কথিত হয়, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও তেমন চিৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই ভেদ কল্পনা করে।

চিতের উদয় নাই, অস্ত নাই, উত্থান নাই ও স্থিতি নাই। তিনি আগমন বা গমন কিছুই করেন না। তিনি জগতে আছেন এবং নাই। তিনি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধস্বরূপ এবং স্বয়ং আত্মাতেই অবস্থিতি করেন। তেজ দ্বারা তেজের ন্যায়, সেই চিৎ এই সৃষ্টি দ্বারা প্রস্ফুরিত হয়।

এই চিৎ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইলে, পরমপদরূপ স্বপদ হইতে ভ্রষ্ট ও অহমস্মি ইত্যাদি ভাবনাবিশিষ্ট হইলে, অজ্ঞপদ প্রাপ্ত হন এবং সংসৃতিভাবের অনুসরণপ্রযুক্ত বিবিধ রূপে আবির্ভূত হইয়া, ইহা আছে, ইহা নাই, ইহা গ্রাহ্য, ইহা অগ্রাহ্য এবং ইহা ইষ্ট ও ইহা অনিষ্ট, এইরূপে দেহাত্মভাব পরিগ্রহ করেন। এই চিতই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এবং ইহাই রূপ ও রসাদি পঞ্চ বিষয়। ইহাই বসন্ত ও গ্রীষ্মাদি ছয় ঋতু। ইহাই সংবৎসর ও যুগাদি কালস্বরূপ। নিয়তি এই চিৎ সহায়েই প্রলয় পর্য্যন্ত পৃথিবী ধারণ করে। ভূতগণ ইঁহারই প্রভাবে জন্মমরণপ্রবাহপরম্পরায়

পুনঃ পুনঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডকোটির অন্তর্গত মূঢ় প্রাণিগণ ইহারই প্রভাবে কালের বশবর্ত্তী হইয়া, উন্মত্তের ন্যায়, বারংবার যাতায়াত করিতেছে এবং কখন অবস্থান, কখন ধর্ম্মরূপ অর্থ উপার্জ্জন এবং কখন বা জন্মবিনাশ দ্বারা ধাবন করিতেছে। এই রূপে এই স্থিরতরাকার সংসারপরম্পরা সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাব হইতেই বারবার আসিতেছে ও যাইতেছে এবং তাহাতেই বিলীন হইতেছে।

অষ্টত্রিংশ সর্গ (উপশমস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহাদের মন বিগলিত ও তত্ত্বজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদের কর্ত্তৃত্বকে কর্ত্তৃত্ব বলে না, মূঢ়দিগের কর্ত্তৃত্বই কর্ত্তৃত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেননা, আন্তরিক মনোবৃত্তির নিশ্চয় প্রত্যয়কেই কর্ত্তৃত্ব বলে। মূঢ়দিগেরই সচরাচর মোহ ও অজ্ঞানবশতঃ ঐপ্রকার দৃঢ় প্রতীতি হইয়া থাকে। জ্ঞানীগণের কখনও ঐপ্রকার সম্ভব নহে। এই কর্ত্তৃত্বই বাসনাবশে তদনুরূপ ফল সমুৎপাদন করে এবং পুরুষ সেই ফল ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য, পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, কর্ত্তৃত্বই ফলভোক্তৃত্বের কারণ। পুরুষ কার্য্য করুক আর নাই করুক এবং তাহার মন স্বর্গে বা নরকে যেখানেই থাকুক, অবশ্য স্বীয় বাসনার অনুরূপ ফল ভোগ করে। প্রাজ্ঞগণের বাসনা নাই, এইজন্য কর্ত্তৃত্ব নাই এবং এইজন্য কার্য্য করিলেও, তাহার ফলভাগী হন না। তাঁহাদের দেহ স্পন্দিত হয় মাত্র। তাঁহাদের মন কিছুতেই আসক্ত নহে। এইজন্য ফল প্রাপ্ত হইলেও, তাঁহারা ভোগ করেন না। যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহারা কার্য্য না করিলেও, করিয়া থাকে। কেননা, মনই কর্ত্তা, হস্তপদাদি কর্ত্তা নহে। মন যাহা করে, তাহাই করা হয় এবং যাহা না করে, তাহা করা হয় না। পণ্ডিতেরা বিচার সহায়ে বিনির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যে, মন হইতেই সংসারের

আবির্ভাব হইয়াছে। বিষয় সকলের লয় হইলে, একমাত্র বাসনার সহিত সেই বাসনোপহিত জীব বিরাজ করেন। যাঁহারা আত্মাকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের বাসনা ঐ জীবে পরম উপশান্ত ও লীন হইয়া, তুরীয় পদে গমনপূর্ব্বক না সানন্দ, না নিরানন্দ, না চল, না অচল, না স্থির, না অস্থির ভাবে অবস্থিতি করে।

ফলতঃ, মনই বীজরূপে সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা, সকল ভাব, সকল লোক ও সকল গতি সমুৎপাদন করে। মন শান্ত হইলে, সমুদায় কর্ম্ম শান্ত, সমুদায় দুঃখ লয় প্রাপ্ত ও সমুদায় চেষ্টা বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ পুরুষ কখন মনঃকৃত কর্ম্মে আসক্ত, বিবশীকৃত বা অনুরক্ত হন না। মন যাহাই করুক, সমস্তই তাঁহার অকৃত বলিয়া অনুভূত হয়। সুখ দুখঃ বন্ধ মোক্ষ ইত্যাদি যাবতীয় হেয়োপাদেয় মনঃকল্পিত বলিয়া, তিনিএকান্ত মিথ্যা জ্ঞান করেন। এই রূপে তত্ত্বজ্ঞগণের পক্ষে মোক্ষ কিছুই নহে। অজ্ঞগণই কেবল তাহার অপেক্ষা রাখে। বলিতে কি, আমি বদ্ধ হইলাম, ইত্যাদি জ্ঞান কল্পনামাত্র। যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার বন্ধ-মোক্ষ কি? অতএব তুমি মোক্ষবুদ্ধি ও বন্ধমতি ত্যাগ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া, ধৈর্য্যসহায়ে ব্যবহার নিরত হও।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ। (সকলই এক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। সমস্তই তিনি এবং তিনিই সমস্ত। মত্ত্ব, মমত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, আঢ্যত্ব ও অস্তত্ব ইত্যাদি কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। তিনি সর্ব্ব-শক্তি। স্বীয় অনির্ব্বচনীয় ইচ্ছাসহায়ে বিবিধ রূপে প্রকাশিত হন। সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাব হইতেই মন, বাসনা ও কর্ম্ম এই তিনের মূলীভূত শক্তি আবির্ভূত, বর্দ্ধিত, প্রকাশিত, দৃষ্ট, ধৃত ও প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই রূপে তাহা হইতেই

সমস্ত জীব ও সমুদয় পদার্থ নিত্য উদ্ভুত ও তাহাতেই নিত্য সংহৃত হইতেছে। অতএব তুমি আমি ইত্যাদি বস্তুমাত্রেই অভিন্ন। মূঢ়েরাই কেবল ভেদ কল্পনা করে।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার এই বাক্য অতি দুর্ব্বোধ ও কঠিন। এইজন্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, যে বস্তু যাহা হইতে জন্মে, সে তাহারই স্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রহ্মেরই স্বরূপ হইবে। তথাহি, দীপ হইতে দীপ, মানুষ হইতে মানুষ ও শস্য হইতে শস্যই সমুদ্ভুত হয়। সুতরাং, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন জগৎও নির্ব্বিকার হইবে। কিন্তু যখন তাহা হইতেছে না, তখন আপনার কথা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, জগৎ ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান; আর কোন পদার্থই নাই। অগ্নিতে উত্তাপের ন্যায়, সাগরে জলের ন্যায়, আত্মাতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! ইহা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? দেখুন, সংসার অনন্ত দুখের আধার। কিন্তু ব্রহ্মে কোনপ্রকার দুঃখলেশই নাই।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! শ্রীরাম এইপ্রকার কহিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ নিরুত্তর ও চিন্তাপরায়ণ হইলেন। চিন্তাবশে তাঁহার মন পরম শান্ত, বিকসিত ও নিতান্ত নির্ম্মল হইয়া উঠিল। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেকবশে জগতকে জড় ভাবিয়া, একবারেই ত্যাগ করিয়া, একমাত্র চিৎ রূপ রসপানে সমর্থ, এবং মোক্ষোপায়রূপ দুরারোহ পর্ব্বতের পর পার প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের আত্মা সর্ব্বদোষ বিরহিত ও সর্ব্বথা নির্ম্মল ভাবে পরিণত হয়। এই কারণে, বশিষ্ঠ মহাশয় যাবৎ উত্তর দানে বিরত রহিলেন, তাবৎ মহামতি রা[illegible] বিশ্রান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। যাহারা

পরমার্থে অর্দ্ধব্যুৎপন্ন ও তজ্জন্য সম্যগ্দৃষ্টিবিবর্জ্জিত, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য শোভা পায় না। তাহারা স্বভাবতঃ বাহ্য বিষয়েই আসক্ত। এই কারণে পরমার্থতত্ত্বে বঞ্চিত হইয়া থাকে। বিষয় ও পরমার্থ এই উভয়ে বহুল অন্তর। অর্দ্ধব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ বিষয়দৃষ্টির বশীভূত, বলিয়া, পরমার্থপরিজ্ঞানে সমর্থ হয় না। যাঁহারা পরমার্থদর্শনে ঐকান্তিকক্রমভূসম্পন্ন, এবং তজ্জন্য যাঁহারা এক বারেই ভোগবাসনা বিসর্জ্জন করিয়া, সংসার-পথের বহির্ভূত হইয়াছেন, সমস্তই ব্রহ্ম, ইত্যাকার সিদ্ধান্ত তাঁহাদেরই পক্ষে শোভা পায়। গুরু গুণবান্ শিষ্যকে প্রথমে বিশেষরূপে শোধন করিয়া লইবেন। কেননা যাহারা অর্দ্ধমাত্রায় প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য যাহাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে নাই, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে, সমস্তই ব্রহ্ম, এইপ্রকার উপদেশ করিলে, মহানরকে প্রেরণ করা হয়। যাহাদের ভোগবাসনা বিগলিত হইয়াছে, বুদ্ধিমালিন্য পরিহৃত হইয়াছে এবং সম্যগ্রূপ প্রবোধ সঞ্চারিত হইয়াছে, সেই আশাহীন অপেক্ষাহীন মহাত্মাদিগকেই, অবিদ্যা নাই, এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিবে। যিনি মোহবশতঃ শিষ্যকে সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই, তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে শিষ্যবঞ্চক বলে এবং তাঁহাকে প্রলয় পর্য্যন্ত মহানরক ভোগ করিতে হয়।

চত্বারিংশ সর্গ (শোধনবিধি)।

মহামতি ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! রামের ন্যায়, উপযুক্ত শিষ্য ও বশিষ্ঠের ন্যায়, উপযুক্ত সদ্গুরু কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। সুতরাং, মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায়, রাকাশশিসঙ্গমের ন্যায়, সত্যধর্ম্মসমাগমের ন্যায়, উভয়ের যোগ যার পর নাই মনোহর, জ্ঞান বিজ্ঞানশিক্ষাকর ও অতিমাত্র বিস্ময়াবহ হইয়াছিল। পৃথিবী যেরূপ পাপস্থান ও শোকস্থান, তাহাতে, ঐরূপ গুরুশিষ্যযোগরূপ

মূর্ত্তিমান্ মঙ্গল ঘটনা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, তাহা কি আর বলিতে হয়? অতএব, উভয়ের কিরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, পুনরায় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বোধবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কীর্ত্তন করুন। আমরা শুনিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি। বিশেষতঃ, গুরু যেরূপে শিষ্যকে শোধন করিয়া লইবেন, তাহার বিধি যথাবিধি কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হউক।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমি যথাবুদ্ধি ও যথাজ্ঞান উত্তর করিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে, অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

ইহা স্থির নিশ্চয় যে, দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে যেরূপ প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয়, মৃত্তিকাদি মলিন পদার্থে কখনও সেপ্রকার সম্ভব নহে। বিশেষতঃ, পরমার্থ বিষয়, আহার নিদ্রাদি পশুবৎ ব্যবহারের ন্যায়, সহজ নহে। এই কারণে বুদ্ধি জ্ঞান পরিপক্ক ও বিবেকের প্রাদুর্ভাব না হইলে, কোন অংশেই তাহা বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারা যায় না। এই জন্যই গুরু শিষ্যকে অগ্রে শোধন করিয়া লইবেন। যেমন পুস্তকাদি পাঠ করিবার পূর্ব্বে অকারাদি বর্ণমালা অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাস না করিলে, সহজ জ্ঞানে আপনা হইতেই কাহারও পাঠশক্তির আবির্ভাব হয় না, তদ্রূপ পরমার্থরূপ দুরূহবিষয়ে অধিকারী হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধি-বিবেকাদির মার্জ্জনা করিতে হয়। মার্জ্জনা না করিলে, কোন অংশেই অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার পিতাপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণই বা কোথা হইতে কিরূপে আসিয়াছিলেন, আমরা যেখান হইতে যে স্থানে আসিয়াছি, সেখান ও সে স্থানের স্বরূপাদি কি; আমরা এই যে দেখিতেছি, শুনিতেছি, বলিতেছি, চলিতেছি, ফলতঃ করিতেছি, ইহার কারণ কি এবং চিরকালই কি এই রূপ করিয়াছি ও করিব আমার এই প্রতিবেশীগণও কোথা হইতে কিরূপে আসিয়াছে এবং পুনরায় কোথায় কিরূপে যাইবে

ও কোন্ স্থানে কিরূপেই বা থাকিবে; ইহারা ও আমি, আমরা সকলে এবং এই সকল দৃশ্যমান পদার্থ পূর্ব্বে কোথায় কিরূপে ছিল ও ছিলাম, পরে কোথায় কিরূপে থাকিবে ও থাকিব এবং বর্ত্তমানেই বা কিরূপে কোথায় আছে ও আছি, ইত্যাদি তত্ত্বসকল যে শাস্ত্রের বিষয়, সেই সকল শাস্ত্রের যথাযথ আলোচনা ও তদনুরূপ উপদেশসহকৃত কার্য্যানুষ্ঠান করাইয়া, শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে সংশোধন অর্থাৎ সংসারপথ হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া, পরমার্থ-রূপ প্রশস্ত পথের পথিক করিবে। ক্রীড়াশীল বালক আর বিষয়নিরত ব্যক্তি উভয়ই সমান। বালককে যেমন আদরসহকারে ক্রোড়গত করিয়া, ক্রমে ক্রমে ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়, বিষয়নিষ্ঠ অপ্রবুদ্ধ অথবা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ শিষ্যকে তদ্রূপ যুক্তিযুক্ত মনোমত উপদেশ দ্বারা আয়ত্ত বা হস্তগত করিয়া, বিষয়ে বিরক্ত ও পরমার্থে অনুরক্ত করা কর্ত্তব্য। যত দিন বুদ্ধি মলিন, জড় ও স্তব্ধভাবে অধিষ্ঠান করে, তত দিন তাহাতে বিষয়সংক্রান্ত গ্রাম্য উপদেশ ভিন্ন পারমার্থিক উপদেশরেখা, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় স্থান প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য শিষ্যকে সম্যক্‌রূপে শোধন করা বিধি। বৎস! আমি যাহা বলিলাম, ইহার নাম বিশুদ্ধ শোধন-বিধি। এইপ্রকার শোধনবিধির অনুসারী হইলে আশু অভীষ্ট ফল লাভ হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

একচত্বারিংশ সর্গ (ব্রহ্মের জগৎস্বরূপ প্রতিপাদন)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। শ্রীরামবশিষ্ঠবিধি পুনরায় কীর্ত্তন করি।

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐপ্রকার চিন্তানন্তর মহাভাগ রামকে অনুরাগ সহকারে কহিলেন, অনঘ! বুঝিলাম, তোমার বিশিষ্টরূপ জ্ঞান-পিপাসার আবির্ভাব হইয়াছে। এইপ্রকার জ্ঞানপিপাসাই মুক্তির সোপান এবং আত্মোৎকর্ষের মূল ভিত্তি। যাহার জ্ঞানপিপাসা

নাই, সে, মানুষ হইলেও, পশু। কারণ, জ্ঞানপিপাসা না থাকাই পশুত্ব। সৌভাগ্যক্রমে তোমার জ্ঞানপিপাসার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে তুমি অতি সদ্বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। উপযুক্ত শিষ্য গুরুকে এইরূপই জিজ্ঞাসা করিবে।

বৎস! ব্রহ্মবিষয় অতি দুরূহ। অন্যের পক্ষে তাহা সহজ স্বয়ংই তুমি বুঝিতে পারিবে। আমার উপদেশে আবশ্যক নাই। যদি স্বয়ং বুঝিতে না পার, সিদ্ধান্তসময়ে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিব। এক্ষণে আমার বাক্যমাত্রেই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তি বলিয়া বুঝিয়া লও। ঐন্দ্রজালিক যেমন সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎস্বরূপে প্রতিপাদন করিয়া, জলের উপর অগ্নি ও অগ্নির উপর জল ইত্যাদি বহুবিধ আশ্চর্য্য রচনা করে, ব্রহ্মও তেমনি মায়াবলে আপনাকে বিবিধ পদার্থরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব যাহা কিছু আছে, ছিল ও থাকিবে, তৎসমস্তই অসৎ হইয়াও সৎ। সেই ব্রহ্ম বিচিত্রতার আধার। যখন যাহা মনে করেন, করিয়া থাকেন। তিনি অব্যক্ত হইলেও, জগৎরূপে ব্যক্ত। এইপ্রকারে তিনিই যখন সর্ব্বস্বরূপ, তখন সকল কালে ও সকল স্থানে যে একমাত্র তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব সুখ দুঃখ ও হর্ষ বিষাদ ইত্যাদি বিকার সমস্তের স্থান কোথায়? যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে ও তৎসহকারে যাঁহারা ধৈর্য্যগুণ অধিকার করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিমাত্রেই সমদর্শিতার বশীভূত হইয়া, সুখদুঃখাদি বিকার সমস্ত দূরে পরিহার করেন। তাঁহারা ব্রহ্ম ভিন্ন যেমন আর কাহাকেও দেখেন না, তেমনি আর কাহাকেও চাহেন না।

দীপে আলোক যেমন ও সূর্য্যে প্রভা যেমন, আত্মায় জগৎ তেমন প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। এই জগৎ ব্রহ্মে, আছে, কি, না আছে, এই রূপে অবস্থিতি করে। সুতরাং, ইহা মনের আভাস

মাত্র। আত্মা হইতেই সকলের উদয় বা আবির্ভাব হইয়াছে। ঐরূপ উদয়ের পূর্ব্বে প্রথমেই অবিদ্যার আবির্ভাব হওয়াতে, তত্ত্বজ্ঞান আর দৃঢ় হইতে পারে না। অবিদ্যার আবির্ভাব হইলে, সংসাররূপ মহাবৃক্ষ তাহার অনুসারী হইয়া, জন্ম গ্রহণ করে। এই বৃক্ষের শত সহস্র স্কন্দ ও সহস্র সহস্র শাখা প্রসৃত হইয়া, যেন আকাশ পাতাল ব্যাপ্ত করে। শুভাশুভ ইহার বিচিত্র ফল, আশা ইহার মঞ্জরী, দুঃখাতিদারুণ ভোগসমূহ ইহার পল্লব, জরা ইহার পুষ্প এবং তৃষ্ণা ইহার লতাবধূ। রাম! তুমি বিবেকরূপ অসি দ্বারা ঐ বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া, সচ্ছন্দে বিহার কর। নতুবা দুঃখের অবধি থাকিবে না। যাঁহারা এই বৃক্ষ ছেদন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মুক্তিরূপ নির্বৃতি উপস্থিত হইয়াছে। এই বৃক্ষের তল যেমন শীতল, তেমনি অতীব সন্তাপসংকুল। কেহ কেহ শীতে জড়ীভূত ও কেহ কেহ সন্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া, চিরকাল ক্লেশরাশি ভোগ করে। আবার কেহ বা শীত উষ্ণ একলালীন উভয়েই আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়া দুরন্ত ও দুর্নিবার্য্য যাতনা-পরম্পরা ভোগ করিয়া, চরমে ভয়াবহ মৃত্যু সাক্ষাৎ করে। ফলতঃ, উহার তলস্থিত ব্যক্তিগণের কিছুতেই সুখ নাই।

চিত্ত সেই চিৎ স্বরূপ ব্রহ্মের স্বভাব। এই চিত্ত হইতেই জগৎ জাত, বর্দ্ধিত, স্থিত ও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। সুতরাং জগৎ, আকাশশরীরবিশিষ্ট সংকল্পনগরের ন্যায়, সর্ব্বথা মনোময় ও শূন্যমাত্র। যাহারা ইহাকে বিদ্যমান বোধ করে, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইহার অন্তর্গত ভূতগণের মধ্যে কেহ চেতন ও কেহ অচেতন এবং কেহ বা চেতনাচেতন দ্বিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট। চেতনজাতির মধ্যে কেহ কেহ মোহাচ্ছন্ন, কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, কেহ কেহ মধ্যাবস্থাবিশিষ্ট এবং কেহ কেহ মোক্ষলাভে যত্নবান্; কিন্তু প্রবল বৈরাগ্যের অভাববশতঃ বারংবার বিঘ্ন-পরম্পরায় আক্রান্ত হইয়া, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতেছে না।

বৎস! সংসার অতি বিষম স্থান। ইহাতে বদ্ধ হইলেই,

বিবিধ আধি ব্যাধি, মোহ ব্যামোহ, ভয় সংশয় ইত্যাদি আ
মণ করিয়া থাকে। ভূতমাত্রেই ঐরূপ অবস্থাপন্ন। তস্মা
যে মনুষ্যজাতি উপদেশগ্রহণে সমর্থ, তাহাদের নাম সাত্ত্বি
ও রাজসী জাতি। তদিতর তামসী জাতি নামে অভিহি
পশুপক্ষ্যাদি এই তামসী জাতির অন্তর্গত। এইজন্য, উপদে
গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকেও পশু বলে।

সেই ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, নিরাময়, জন্মরহিত, সর্ব্বব্যা
চিদাভাস ও নিস্পন্দবপু। তাঁহাতে নাম রূপ কিছুই না
শাস্ত্রব্যবহার বা লোকব্যবহার নিমিত্তই তাঁহার নামরূপ ক
হয়। বস্তুগত্যা উহা কিছুই নহে। বিকারিতা ও অবয়
ইত্যাদি ক্রমপরম্পরা তাঁহাতে সম্ভব হয় না। তিনি
কিছুই নাই ও হইবেও না। শব্দ, অর্থ ও বাক্যাদি কল্পনামা
সেই ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এইজন্য তৎসমস্তই তি
যেমন মনুষ্য হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ তাঁহা হইতে তি
প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং, তিনিই জন্য ও জনক।

যে বস্তু অপরিচ্ছিন্ন, তাহাতে নামরূপাদি ব্যবহারক্রম কথ
সম্ভবিত হয় না। একমাত্র সাকার বস্তুতেই তাদৃশ বিভিন্ন
বিরাজ করে। জন্যজনকক্রম কেবল উক্তিবৈচিত্র্য মা
পরমার্থরূপী ব্রহ্মে উহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে? সেই ব্র
এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন এবং অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। সুতর
কোথায় কি উৎপাদন করিবেন? যিনি সেই ব্রহ্মকে জানে
তাঁহার পক্ষে তিনি ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম, শব্দ ব্রহ্ম,
ব্রহ্ম, চিৎ ব্রহ্ম, ধাতু ব্রহ্ম, ফলতঃ তাঁহার পক্ষে সমস্ত বিশ্ব ব্র
ও বিশ্বাতীত বস্তুমাত্রও ব্রহ্ম। এই রূপে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি
নাই।

রাম! তুমি প্রকৃষ্টরূপ-জ্ঞানসম্পন্ন। অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন কি
নাই, এইরূপে পরমার্থতা প্রাপ্ত হও। আমি সিদ্ধান্তসময়ে বি
যুক্তি সহায়ে তোমারে ব্রহ্মবিষয়ক-মীমাংসাসঙ্কুল প্রকৃষ্ট উপদে

করিব। তদ্দ্বারা তোমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, তুমি সেই অনন্ত বিসারিত নির্ম্মলপ্রভ পরমপদে স্থানলাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (অবিদ্যা)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার এই উপদেশ সমস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, শীতল, নির্ম্মল, বিচিত্র ও পরমমাধুর্য্যবিশিষ্ট। শরৎকালে বিলোল মেঘমালা যেমন দিবসকে কখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও কখন প্রকাশিত করে, আমিও তেমনি আপনার এই উপদেশ দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে মুগ্ধ ও প্রবুদ্ধ হইতেছি। যিনি অনন্ত, অপ্রমেয়, একমাত্র ও জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই অনাদি ব্রহ্মে কি রূপে কল্পনার উদয় হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রাজ্ঞ! আমার বাক্য সকল পূর্ব্বাপরবিরোধী বিরূপার্থ বা অসঙ্গত নহে। তোমার জ্ঞান ও প্রবোধ সঞ্চার হইলেই, আমার বাক্যের বলাবল বুঝিতে পারিবে। সে যাহা হউক, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই ও ছিল না, এক্ষণে তুমি ইহাই অবগত হও। শব্দার্থকল্পনা ভ্রমমাত্র। তুমি ঐ ভ্রমে পতিত হইও না। সত্যস্বরূপ শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলেই, তুমি বাচ্যবাচকশব্দার্থ ত্যাগ করিবে। ঐরূপ বাচ্য-বাচকভেদক শব্দার্থ উপদেশেরজন্য এবং উপদেশ্যভেদক শব্দার্থ শাস্ত্রার্থ প্রতিপাদন জন্যই কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানীজনেই ইহা শোভা পায়, জ্ঞানী জনে নহে। আমি সিদ্ধান্তকালে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক এবিষয় পুনরায় কীর্ত্তন করিব। তুমি স্থির জানিও, পরব্রহ্ম শব্দাতীত। তাঁহাতে কোনরূপ অংশ নাই, দ্বিত্ব নাই ও মোহাদি মলিনতারও সম্পর্ক নাই।

অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র ও বিষ দ্বারা বিষ যেমন বিনষ্ট হয়, আত্মা দ্বারা অবিদ্যা তেমন ক্ষয় পাইয়া থাকে। অবিদ্যার অন্যতর নাম

মায়া। ইহা আত্মাকে বিনাশপূর্ব্বক হর্ষ নাশ ও বিষাদ সংঘটন করে। ইহার স্বরূপ লক্ষিত হয় না। কিন্তু একবার লক্ষিত হইলেই, বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা অজ্ঞাতসারে বিবেকপ্রচ্ছাদন-পূর্ব্বক জগৎ বিস্তার করে। তজ্জন্য কাহা দ্বারা জগৎ বিস্তৃত হয়, তাহা কেহই জানিতে পারে না।

বৎস। সেই পরমপদই পুরুষোত্তম। সেই পরমপদে অবিদ্যা নাই, দৃঢ় রূপে ইহা ভাবনা করিলেই, তোমার জ্ঞেয় বস্তু লাভ হইবে। তখন তুমি প্রাজ্ঞ নামে পরিগণিত হইতে পারিবে। যাঁহার অন্তরে ব্রহ্মই সৎস্বরূপে দৃঢ়রূপে বিরাজমান, সেই মহা-পুরুষই মুক্তিলাভ করেন। যিনি এই বন্ধনরজ্জুস্বরূপ জগৎকে স্বপ্নতুল্য অসার ও অলীক দর্শন করেন এবং তজ্জন্য একমাত্র ব্রহ্মনিশ্চয়বশতঃ যাঁহার মন সেই ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুতেই আসক্ত নহে, তিনি সকল দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। এই মিথ্যাস্বরূপ ইন্দ্রিয় ও দেহাদিরূপ দ্বৈত ভাবনাতে অহম্বুদ্ধির সঞ্চার হইলে, অনন্তদুঃখজননী অবিদ্যারূপ তরঙ্গিণীতে মগ্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। জলে যেমন ধূলি সম্ভব নহে, পরমাত্মায় তেমন ঐ সকল দোষ কল্পনামাত্র।

শাস্ত্র পাঠ না করিলে, কখন সম্যগ্‌রূপ স্থিতি লাভ হয় না। শাস্ত্রার্থ হইতে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, আত্মজ্ঞান না হইলে, অবিদ্যা নদীর প্রবল তরঙ্গে পরিচালিত হইয়া, আত্মানুভবশক্তি বিদূরিত হয়। যাহা অক্ষয় পদ, তাহাই অবিদ্যানদীর পার। শাস্ত্রার্থসমুৎপন্ন আত্মজ্ঞান সহায় না হইলে, তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শাস্ত্রপাঠে ইহাও জানা যায় যে, আত্মজ্ঞান না হইলে, অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইয়া, মনকে কলুষিত ও ব্রহ্মপদ প্রচ্ছাদিত করে।

এই অবিদ্যা কোথা হইতে কি রূপে জন্মিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। কি রূপে বিনষ্ট হয়, তাহারই উপায় উদ্ভাবন কর। অবিদ্যার ক্ষয় হইলেই, ইহা কোথা হইতে কি রূপে জন্মিল,

জানিতে পারিবে। বলিতে কি, অবিদ্যা নাই ও প্রকাশিত হয় না। জগতে এরূপ শূরবীর বা এরূপ প্রাজ্ঞ নাই, যিনি অবিদ্যার বশীভূত না হইয়াছেন। এই অবিদ্যা মূর্ত্তিমান্ ব্যাধি এবং বারংবার জন্মদুঃখে নিপাতিত করে। অতএব সবিশেষ যত্নসহকারে ইহার বিনাশে প্রবৃত্ত হও। ফলতঃ, এই অবিদ্যা সকল বিপদের একমাত্র সহচরী, অজ্ঞানরূপ বৃক্ষের মঞ্জরী এবং অনর্থকে অর্থ রূপে প্রকাশ করিয়া, বিপুল দুঃখ সমুদ্ভাবিত করে। অতএব তুমি সত্বরে ইহারে এক বারেই ক্ষয় করিয়া ফেল। পুনশ্চ, এই অবিদ্যা ভয়, বিষাদ ও আধিব্যাধি প্রভৃতি অনর্থ সকলের একমাত্র আধার এবং হৃদয়ে মহামোহপটলের অঙ্কুর উদ্ভাবনপূর্ব্বক অনন্ত দুঃখ আপতিত করে। ইহাকে বিনাশ করিলেই, ভবরূপ অপার সাগরের পারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব তুমি বলপূর্ব্বক ও যত্নপূর্ব্বক ইহাকে বিনাশ কর।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ (জীবগণের নিলয়স্থানোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! দীপ হইতে দীপের ন্যায়, চিদাত্মা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব উদ্ভূত ও দেশকালকল্পনাদি বিবিধ ভেদ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই চিতের শক্তিবিশেষকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে। এই দেহের নাম ক্ষেত্র। যিনি সেই ক্ষেত্রের বাহ্যাভ্যন্তর বিদিত, তাঁহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনাকল্পনা দ্বারা অহংকার প্রাপ্ত হন। অহংকারকে কলঙ্কীবুদ্ধি বলিয়া থাকে। ঐরূপ বুদ্ধির নাম মন। মন ঘন বিকল্পসহায়ে ইন্দ্রিয়রূপ পরিগ্রহ করে। ইন্দ্রিয় এই হস্তপদবিশিষ্ট দেহ রূপে পরিণত হয়।

চিত্ত বিকল্পবশে তৃষ্ণাশোকসংযুক্ত ও সংসারে বদ্ধ হইয়া, জরামরণাদি ভয়, দুঃখ ও ভাবনায় অভিভূত ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই চিত্ত কর্ম্মবৃক্ষের অঙ্কুর ও আশাপাশের

বিধাতা এবং বাসনাবশে একান্ত ক্ষুব্ধ ও উৎপত্তিস্থান বিস্মৃত হইয়া, বিবিধ অবাস্তব অনর্থের কল্পনা করে ; শোকপদ প্রাপ্ত ও কোষকার কীটের ন্যায়, ইচ্ছাপূর্ব্বক বদ্ধ হইয়া, বাসনাবশে অনন্ত নরক ভোগ করে, ভোগরূপ দারুণ সংকটে পতিত হইয়া, চিন্তা-রূপ বহ্নিশিখায় অসহ্য দাহযন্ত্রণা অনুভব করে এবং রোষরূপ অজগর কর্ত্তৃক চর্ব্বিত, কামাদিকল্লোলে প্রবাহিত, বিবিধ শোকে উপহত, বিষয়রূপ বিষানলে প্রজ্বলিত, ইন্দ্রিয়রূপ রিপুগণে প্রতা-ড়িত, বিবিধ দশায় নিপতিত, অশেষ সঙ্কটে অভিভূত ও অপার দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। অয়ি অমরসংকাশ মহাবাহু রাম! তুমি এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ দুঃখে কর্ষিত স্বীয় মনোরূপ মাতঙ্গকে বিষয়রূপ কর্দ্দম হইতে আশু উদ্ধার কর। যে ব্যক্তি ঈদৃশ দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত ও জরামরণাদি দ্বারা অভিভূত মনকে যত্নপূর্ব্বক উদ্ধার না করে, সে নররূপী রাক্ষস। তাহার হৃদয় অতি কঠিন।

এই রূপে ব্রহ্ম হইতে কোটি কোটি জীব জন্মিয়াছে, কোটি কোটি জন্মিতেছে এবং কোটি কোটি জীব জন্মিবে। স্বীয় বাসনাবশে বিবিধ দশান্তর বা ভাবান্তর পরিগ্রহপুরঃসর জলে স্থলে নানাদেশে কত জীব জন্মিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহাদের মধ্যে কাহারও এই প্রথম জন্ম, কাহারও জন্মের সংখ্যা নাই, কেহ এখনও জন্মে নাই, কেহ জন্মিয়াছে, কেহ জন্মিতেছে, কেহ সহস্রবার জন্মিয়াছে, কেহ একবারমাত্র জন্মিয়াছে এবং কেহ জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ বিবিধ দুঃখ সহ্য করিয়া নরকে, কেহ অল্প সুখভোগ করিয়া মনুষ্যলোকে, কেহ বহুভোগী হইয়া, দেবলোকে, এবং কেহ অত্যন্ত সুখভোগ করিয়া, সূর্য্যলোকে বাস করিতেছে। কেহ কিন্নর, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ কেহ মহোরগ, কেহ বিদ্যাধর, কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ মহেশ্বর, কেহ প্রভা-কর, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্র, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র, কেহ শ্বপচ, কেহ রাজা, কেহ চণ্ডাল, কেহ যক্ষ, কেহ

রাক্ষস, কেহ পুক্কশ, কেহ কুষ্মাণ্ড, কেহ বেতাল, কেহ পিশাচ, কেহ কিরাত, কেহ তৃণ, কেহ ওষধি, কেহ কদম্ব, কেহ গুল্ম, কেহ ফল, কেহ মূল, কেহ লতা, কেহ উৎপল, কেহ শাল, কেহ তাল, কেহ তমাল, কেহ হিন্তাল, কেহ জম্বীর, কেহ মন্ত্রী, কেহ সামন্ত, কেহ মৌনী, কেহ মুনি, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ ভুজঙ্গ, কেহ পতঙ্গ, কেহ কৃমি, কেহ কীট, কেহ পিপীলিকা, কেহ মৃগেন্দ্র, কেহ মহিষ, কেহ মৃগ, কেহ ছাগ, কেহ চমর, কেহ ভ্রমর, কেহ সারস, কেহ চক্রবাক, কেহ কাক, কেহ মাতঙ্গ, কেহ করভ, কেহ কোকিল, কেহ কমল, কেহ কুমুদ, কেহ কহ্লার, কেহ পুত্তিকা, কেহ বৃষ, কেহ বরাহ কেহ গর্দ্দভ, কেহ মশক এবং কেহ বা দংশ হইয়া, জন্মিতেছে, জন্মিয়াছে ও জন্মিবে। কেহ বিবিধ বিপদে পতিত ও কেহ বা বিপুল সম্পদে নিষেবিত হইতেছে। কেহ স্বর্গে, কেহ নরকে, কেহ নক্ষত্রমণ্ডলে, কেহ তরুকোটরে, কেহ সূর্য্যকিরণে, কেহ গগনে ও কেহ বা চন্দ্রাংশুতে অবস্থান করিতেছে। কেহ তৃণগুল্মাদির রসাস্বাদ করিয়া জীবনধারণে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। কেহ অশেষকল্যাণভাজন ও জীবন্মুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। কাহারও আত্মা পরিণত ও চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ হইয়াছে। কেহ বিলাসবতী কামিনী, কেহ বেগবতী স্রোতস্বিনী, কেহ দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কেহ পরমসুন্দর পুরুষ ও কেহ বা ক্লীব হইয়া জন্মিতেছে। কেহ প্রবুদ্ধ, কেহ জড়বুদ্ধি ও কেহ বা সমাধিশীল হইয়া, জীবনযাপন করিতেছে। কেহ দুর্ভগ ও কেহ সুভগ এবং কেহ বা মধ্যাবস্থায় উপনীত হইয়া, সংসারপথে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। কাহারও আশা আছে, কেহ হতাশ্বাস হইয়াছে এবং কেহ বা আশার দাস বা বাধ্য নহে।

রাম! একমাত্র বাসনাবশতাই জীবদিগকে অবশ ও বিবশ করিয়া, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া থাকে। জীব এই বাসনাজালে বদ্ধ হইয়া কখনও সংসারে ভ্রমণ কখনও নরকে নিমজ্জন ও কখন স্বর্গে গমন করে এবং পক্ষী যেমন এক বৃক্ষ

হইতে অন্য বৃক্ষে গমন করিয়া থাকে তদ্রূপ বাসনাভাবধারণপূর্ব্বক আশাপাশশরে বদ্ধ হইয়া, নিরন্তর মৃত্যুগ্রস্ত ও দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। এই জগৎ ইন্দ্রজালস্বরূপ; অপারমায়া-শালিনী অবিদ্যা বশে বিস্তৃত হইয়া, অনন্তবিস্তৃত কল্পনাসমূহ আবির্ভূত করিতেছে। যাহারা মূঢ়, তাহারাই আনন্দময় আত্মাকে অবগত না হইয়া, জলে আবর্ত্তের ন্যায় সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান হয়। যাঁহারা আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা মিথ্যা পরিহার ও সত্যজ্ঞান আশ্রয় করিয়া, কালসহকারে পরমপদে আরোহণ ও পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা অতিক্রম করেন। যাহাদের বুদ্ধি নাই, তাহারা সহস্র জন্মের পর বিবেকলাভ করিয়াও, পুনরায় সংসাররূপ সংকটে পতিত হয়। কেহ কেহ তুচ্ছবুদ্ধির বশবর্ত্তিতাবশতঃ ব্রাহ্মণাদি উচ্চযোনি হইতে নীচযোনি ভোগ ও পরে নরকে গমন করে। এই রূপে নদীতে লহরীলীলার ন্যায় সেই পরব্রহ্মে সংসাররচনার হেতুভূত মোহরূপিণী মহামায়া বারংবার আবির্ভূত, বিতত ও তিরোহিত হইতেছে। সাবধান তোমাকে যেন উহা আক্রমণ না করে। তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ সবিশেষ যত্নপরায়ণ হও।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (সংসারতরণ প্রতিপাদন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! সংসার দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায়, নিতান্ত ভ্রমমূলক এবং ইহার অন্তর্গত এই দৃশ্যমান শরীরিমাত্রেও একান্ত অসৎ। বুদ্ধিবলে অন্তরে বিষয়ভাবনা ত্যাগ করিলেই, এই স্বপ্নের প্রকৃতস্বরূপদর্শন ও তৎসহকারে ইহার অসারতা প্রতিপাদন হইয়া থাকে। যাঁহাদের বুদ্ধি প্রশান্ত, অজ্ঞাননিদ্রা পরিহৃত, চিত্ত প্রবুদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত অন্তরে বিষয়ভাবনা বিগলিত হইয়াছে, সেই সকল মহাত্মা এই দীর্ঘ স্বপ্ন দর্শন করেন না। তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পান, যে, জীবের দেহ, বীজে অঙ্কুরের

ন্যায়, অঙ্কুরে পল্লবের ন্যায়, পল্লবে পুষ্পের ন্যায় এবং পুষ্পে, ফলের ন্যায়, মনেরই অন্তরে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং, উহা কিছুই নহে! মনের বহু বাসনাই এই দেহের জননী। সুতরাং ইহা মনেরই প্রতিভাস। এই দেহ চিত্তরূপ পক্ষীর নীড়, তৃষ্ণারূপ পিশাচীর আলয়, জীবরূপ সিংহের গুহা, অভিমানরূপ মাতঙ্গের বন্ধনস্তম্ভ, মানসরূপ পদ্মের সরোবর এবং কামরূপ অশ্বের মন্দুরা। কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ ইহাতে আদর করেন ও শ্রদ্ধাবান্ হন? অতএব তুমি স্বীয় মনকে নিগৃহীত করিয়া, এই অসার কলেবর পরিহারপুরঃসর সংসারপাররূপ তমঃপারে গমন কর। তাহা হইলে, আর তোমাকে কোনকালেই শোক করিতে হইবে না। কেননা, ঐ সংসার পারই অক্ষয় পরমপদ। ইহা আমি তোমাকে পূর্ব্বে অনেকবার উপদেশ করিয়াছি।

ফলতঃ, তুমি নিতরাং বুদ্ধিমান্, তোমাকে অধিক বলা বাহুল্য-মাত্র। তথাপি, আমি লোকশিক্ষার নিমিত্ত একদেশ মাত্র প্রদর্শন ও উপদেশ করিলাম। ইহাতেই তুমি স্বীয় জ্ঞানবলে সমুদায় বুঝিয়া লও। বুদ্ধির প্রধান লক্ষণই এই, উহা আপনা আপনি বুঝিয়া লয়। যাহাদের বুদ্ধি সেরূপ নহে, তাহারাই পশু। ইহাই পশুর প্রকৃত লক্ষণ। পশুবুদ্ধি ব্যক্তিরাই সংসারের স্বপ্নস্বরূপতাদর্শন ও তজ্জন্য তাহার তরণ বা পারগমন করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ তাহার ভয়াবহ প্রবল আবর্ত্তে পতিত ও অবশ হইয়া, ঘোরতর যন্ত্রণা সকল ভোগ করে।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (যথাভূতার্থযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অয়ি মতিমন্! বস্তুগত্যা কিছুই জাত বা মৃত হয় না। যেহেতু, যাহা কিছু নহে, তাহার আবার জন্ম মৃত্যু কি? একমাত্র অনুভব বা কল্পনাই জন্ম মৃত্যু সংঘটিত করে। নৌকা-রোহী যেমন তীরবর্ত্তী বৃক্ষাদিকেও বিচলিত দর্শন করে,

অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি তেমন অসৎ জগৎকে সৎস্বরূপে দেখিয়া থাকে। মনের দৃঢ়তাবশতঃই কেবল এই পর্ব্বত, এই বৃক্ষ, ইত্যাকার বিভ্রম সমুদিত হইয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্মই সকলের স্বরূপ। এমন বস্তুই নাই, যাহা সেই ব্রহ্ম হইতে পৃথক। স্বপ্ন ও জগৎ উভয়ই এক। যেহেতু, উভয়ই অলীক কল্পনামাত্র। যাঁহারা পরম জ্ঞানবান্, তাঁহারা একান্ত অসৎ ভাবিয়া, মৃগতৃষ্ণার অনুসরণ করেন না। তদিতর অর্থাৎ ঢ়-বুদ্ধি মানবগণই আপাতরম্য মনোরথময়ী ভোগশ্রীর পরিচর্য্যা করে। এই ভোগশ্রী তাহাদেরই কল্পনা বা সংকল্প হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক, উহার মূল নাই, আদি নাই, স্থিতি নাই। তাহারা আত্মদুঃখের জন্যই ঐরূপ পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জন্য অশেষ ক্লেশও ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ, ভোগশ্রীর পরিচর্য্যায় দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। পণ্ডিতেরা ঐরূপ পরিচর্য্যাকেই প্রকৃত দুঃখ বা যথার্থ অসুখ বলিয়াছেন।

এই জগৎ মনোবিকার মাত্র। বালকগণই ইহাকে সত্য ভাবিয়া, বঞ্চিত হয়। সুতরাং, তোমার ন্যায় প্রাজ্ঞগণের ঐরূপ বঞ্চিত হওয়া কোনমতেই বিধেয় হয় না। যেখানে মন, সেইখানেই জগৎ এবং যেখানে মনের অভাব, সেখানে জগতেরও অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং, ইহার বিনাশে ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত মিথ্যাবস্তুজাতের ন্যায়, কাহার কি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাতে শোক দুঃখেরই বা স্থান কোথায়? যাহা সৎ, তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না। জগৎ সর্ব্বথা অসৎ, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে বিনাশশীল এবং তজ্জন্য ইহাতে এমন উপাদেয়ও কিছুই নাই, যাহা প্রাজ্ঞগণের অভিলষণীয়, ব্রহ্মই একমাত্র উপাদেয়। যেহেতু, তিনি সর্ব্বময়, সত্যময় ও আত্মময়। এইজন্য পরমপ্রীতিময় ও ইচ্ছাময়। মূর্খেরাই সংসারে বিনাশজন্য শোকদুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞেরা কখনও তদ্রূপ হন না। কেননা, তাঁহারা জ্ঞানদৃষ্টিতে বিষয়মাত্রেরই ক্ষণভঙ্গুরত্ব ও অস্থায়িত্ব দেখিয়া থাকেন।

যাহা পূর্ব্বেও ছিল না ও পরেও থাকিবে না, সুতরাং, তাহা বর্ত্তমানেও নাই, এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া, যে ব্যক্তি জগৎকে তাদৃশ পদার্থ রূপে ভাবনা করে, তাহারই প্রকৃত জ্ঞানযোগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ঐরূপ জ্ঞানযোগই প্রাজ্ঞের লক্ষণ। তোমার যেন ঐরূপ জ্ঞানযোগ হয়।

তাত! বালকেরাই সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ ভাবিয়া, মোহে অভিভূত হয়, প্রাজ্ঞেরা কখনও মুগ্ধ হন না। সেই জন্য সহস্র মূর্খের মধ্যে একমাত্র প্রাজ্ঞের প্রাধান্য বা বিশেষিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। বালকেরা যেমন অলীক কল্পনা করিয়া, সন্তোষ অনুভব করে, প্রাজ্ঞেরা কখন সেপ্রকার অনর্থ সন্তোষের অভিলাষী হন না। কেননা, বালকের ঐরূপ সন্তোষ কদাচ সুখের নিমিত্ত নহে। কেবল অন্তরক্লেশই সমুৎপাদন করে। অতএব রাম! তুমি বালকের ন্যায় না হইয়া, সর্ব্বথা প্রাজ্ঞেরই সদৃশ হও। তাহা হইলে, চিরকাল অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগে সমর্থ হইবে। আত্মার বিনাশ নাই। তিনি নিত্যপূর্ণ সুখস্বরূপ। সুস্থির চিত্তে তাঁহাকেই দর্শন কর। সংসার যেমন বিনাশশীল, আমার দেহও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে, ভাবিয়া, বিনাশজনিত শোক দুঃখ পরিহার কর। অথবা, এই জগৎ আমার ন্যায় অবিনশ্বর। যেহেতু, অবিনাশী ব্রহ্ম হইতে ইহা আসিয়াছে। এইপ্রকার ভাবনা করিয়া, নাশভয় ত্যাগ কর।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ। (শোক করিও না।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! সংসারে যখন কিছুই কিছু নহে; সকলই কিয়দ্দিনের জন্য এবং সকলই কল্পনামাত্র বা অনুমানমাত্র, তখন স্ত্রীপুত্রাদির বিনাশে শোক করিবার প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রজালের ক্ষণবিনশ্বরতা দর্শন করিয়া, আবার শোক কি? নিশ্চয় জানিও, এই স্ত্রী, এই পুত্র, আকাশকুসুমের ন্যায়, অলীক।

সুতরাং, ইহাতে সুখ দুঃখের অবসর কোথায়? যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণী বর্দ্ধিত হইলে, জলার্থীর তাহাতে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই, তদ্রূপ স্ত্রী পুত্রাদির বৃদ্ধিতেও দুঃখেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কদাচ সুখ, সন্তোষের সঞ্চার হয় না। তথাহি, মহামোহের বৃদ্ধিতে কোন্ ব্যক্তির সুখ হইয়া থাকে? যাহার সমৃদ্ধিতে মূর্খেরা আনন্দিত বা সুখিত হয়, প্রাজ্ঞগণ কখনও সেই অসার ভোগসম্পদে অনুরক্ত হন না। সাধুগণ পরাৎপর ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করেন না। তাঁহারা এই স্ত্রীপুত্রাদিতে সর্ব্বথা বিরক্ত। সুতরাং, ইহাতে আর হর্য কি, সুখ কি? অতএব তুমি নষ্টকে নষ্ট জানিয়া, তাহাতে উপেক্ষা কর।

যিনি অনুপস্থিত ভোগের ইচ্ছা না করিয়া, উপস্থিত ভোগমাত্র ভোগ করেন, তিনিই পণ্ডিত। এই সংসার ভ্রান্তিমাত্র এবং কেবল দুঃখ ও মোহমাত্র সমুৎপাদন করে। যাহাতে অজ্ঞান আক্রমণ করিতে না পারে, এরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া, ইহাতে বিচরণ করিবে। যাঁহারা জ্ঞানশালী, তাঁহারা এই বিফল সংসারাড়ম্বরকে দর্শন করেন না। যাহা প্রপঞ্চ রহিত, তাহাই তাঁহাদের দৃষ্টির বিষয় হইয়া থাকে। যাহারা এই ক্ষণবিধ্বংসী সংসারে মুগ্ধ হয়, তাহাদের ন্যায় অতিকুবুদ্ধি দ্বিতীয় নাই। কিছুই কিছু নহে, সকলই মিথ্যা, এইপ্রকার জ্ঞানে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া, একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অভিমুখীন হইলে, অবাস্তবী অবিদ্যা আক্রমণ করিতে পারে না। আমিই এই জগৎ, এইপ্রকার জ্ঞান করিয়া, যিনি সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাঁহাকে কখনও সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না।

তুমি অতি বুদ্ধিমান্। সংসারে যে সমস্ত সৎ অসৎ পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে শুদ্ধ সম্মাত্র বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, দৃশ্য পদার্থসমূহের বাহ্যাভ্যন্তর গ্রহন বা ত্যাগ, কিছুই করিও না। তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও, আকাশের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত অবস্থান করিবে। যাঁহার ভোগে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই, তিনিই

প্রাজ্ঞ এবং তিনি কখনও ভোগে লিপ্ত হন না। তোমার ইন্দ্রিয়বর্গ দর্শন ও স্পর্শনাদি স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হউক বা না হউক, তুমি কার্য্যে অনিচ্ছাপ্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মবান্ হও। আমার ইহা, এইপ্রকার বিষয়ানুসন্ধানে তোমার মন কার্য্য করুক আর নাই করুক, তুমি স্বয়ং তাহাতে নিরত হইও না। বৎস! তোমার হৃদয় ইন্দ্রিয়বিষয়রসপানে নিবৃত্ত হইলেই, তুমি জ্ঞাতজ্ঞেয় ও সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবে। ইন্দ্রিয়সুখ আস্বাদনপূর্ব্বক একবার অরুচি হইলে, তাহাতে আর ইচ্ছা হইবে না। তখন তুমি নিঃসন্দেহই মুক্ত হইবে। তুমি আর বিলম্ব না করিয়া, বিশিষ্টরূপ জ্ঞানবলে স্বীয় চিত্তকে বাসনাজাল হইতে মুক্ত কর।

এই সংসার মহাসাগরস্বরূপ। বাসনারূপ বিপুল সলিলরাশি উহাকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান এই সাগরপা[illegible] তরণী। এই তরণী আরোহণ করিতে পারিলেই, [illegible] সম্ভাবনা; নতুবা একবারেই মগ্ন হইতে হইবে। [illegible] ও বৈরাগ্য সহায়ে বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পরম[illegible] আত্মতত্ত্বের বিচার পুরঃসর পরম পদরূপ [illegible] কর। যাহাদের মন জ্ঞানবলে প্রবর্দ্ধিত [illegible] হইয়াছে, তাদৃশ প্রাজ্ঞ ও তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ [illegible] বিচরণ করেন, তুমি তদনুরূপে বিহার কর। [illegible] শঠ ও মূঢ়, তাহারা মোহবশে একান্ত মুগ্ধ হ[illegible] করে। তুমি যেন তদ্রূপে বিচরণ করিও [illegible] তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, তাদৃশ মহাবুদ্ধি ব্য[illegible]মান, যশ বা লক্ষ্মী, কিছুতেই আসক্ত[illegible]ইলেও, তজ্জন্য প্রাজ্ঞগণের ক্ষোভ উপস্থি[illegible]সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ নন্দনকাননেরও কামনা [illegible]া সর্ব্বথা বাসনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বস্থ বা প্রকৃতিস্থ[illegible]থ অধিষ্ঠান করিয়া, বিজ্ঞানসারথির সমভিব্যাহারে [illegible]প্রাপ্ত ব্যবহারের অনুষ্ঠানক্রমে বিচরণ করেন। রাম! ইহলোকে তোমারও

বিপুল বিবেকসঞ্চার হইয়াছে, প্রজ্ঞাবলে বিশিষ্টরূপ শান্তিলাভ হইয়াছে, এবং সুবিশদ জ্ঞানদৃষ্টির সহায়তায় তোমার অশেষ কলুষ নিঃশেষিত ও মৎসর বিরহিত হইয়াছে। অধুনা তুমি তত্ত্বদর্শিদিগের ন্যায়, যাবতীয়ভাব সংগ্রহপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ কর, পরম সিদ্ধি লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। সৌম্য! যাহারা কৌতুক দর্শনবাসনাবিসর্জ্জন ও অভিলষিত বিষয় সমুদায় ত্যাগ করে, তাহারা পরম সুস্থ, শীতল ও সুখিত হয়। তুমিও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া, তদনুরূপ হও।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! বিমলমতি বশিষ্ঠদেবের এইপ্রকার বিমল উপদেশে বিমলপ্রকৃতি রামের অন্তঃকরণ আরও [illegible]মল হইয়া উঠিল এবং ভূতিসংমিষ্ট দর্পণের ন্যায়, বিমল প্রতিভা [illegible]ার করিল। পূর্ণচন্দ্র যেমন শীতল ও মনোহর, শ্রীরামও [illegible]তি বশিষ্ঠের জ্ঞানামৃতময় মধুর উপদেশে পরম শীতল, [illegible]জিত হইলেন।

[illegible]র্গ (জগদ্বাসনানির্ণয়যোগোপদেশ)।

[illegible] ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ, সমুদায় [illegible]পারদর্শী এবং সমস্ত তত্ত্ব বিদিত আছেন। আ[illegible] সূর্য্যের ন্যায়, উদয় ও প্রতিভাসম্পন্ন, নির্ম্মল ও [illegible]ন্দর্ভে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বলোকসুখাবহ এবং হৃদয়[illegible]কসিত করে। উহা সাক্ষাৎ অমৃতের ন্যায়, শ্র[illegible]র পান করিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না। অ[illegible] কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ [illegible]পর সৃষ্টি হইতেছে ও যাইতেছে। তদ্বিধায় শত শ[illegible] লক্ষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাব হই[illegible]য়াছে এবং হইবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও মুনিগণ, ইঁহারাই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা কখন পদ্মে

কখন জলে, কখন অণ্ডে ও কখন বা আকাশে জন্ম গ্রহণ করেন। এই রূপে ব্রহ্মাদি যে যে সৃষ্টি করেন তাহাদের মধ্যে কোন সৃষ্টি মনুষ্যগণে, কোন সৃষ্টি তরুগণে ও কোন সৃষ্টি ভূধরমাত্রে পরিবৃত; কোন সৃষ্টির ভূমি প্রস্তরময়ী, কোন সৃষ্টির মৃন্ময়ী, কোন সৃষ্টির হেমময়ী ও কোন সৃষ্টির ভূমি তাম্রময়ী এবং কোন সৃষ্টি আলোকে ও কোন সৃষ্টি অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

যাহার আদি নাই ও মধ্য নাই, সেই একমাত্র চিৎ রূপ মহাসাগরই এই জগৎ রূপ তরঙ্গাকারে অধুনা প্রস্ফুরিত হইতেছেন, পূর্ব্বেও হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। এই সুরাসুর মানবাদি অসংখ্যাত ভূতগ্রাম বারংবার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছে। যেরূপ বৎসরে সহস্র সহস্র ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্বে সহস্র সহস্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড লীন হইতেছে। এই রূপে প্রতিনিয়তই উৎপত্তি বিনাশ, সুখ দুঃখ, জ্ঞান অ [illegible] মোক্ষ, স্নেহ অস্নেহ সমস্তই বারংবার আবির্ভ [illegible] হইতেছে। সুতরাং, এই দেহরূপ ব্রহ্মদীপের [illegible] একই কথা। কোন বস্তুর আধিক্যের অভা [illegible] আধিক্যের গ্রহণই উৎপত্তি শব্দে কথিত হয় [illegible] ও বিনাশ বস্তুর ভাববিকারমাত্র। এই রূপে [illegible]র ও কলি, কত বার হইয়াছে ও কত বার হইবে, ত [illegible]হে। ফলতঃ, যাহা যায়, তাহাই আইসে এবং যা [illegible]াহাই যায়। ইহা জানিয়া, তুমি শোকত্যাগ ও [illegible] ব্রহ্মপদ লাভের বিশেষরূপ চেষ্টা কর। কি [illegible], কি দিবা, কি রাত্রি, কি কার্য্যদশা, সকলে [illegible]তেছে। ইহা জানিয়া, তুমি শোক ত্যাগ কর [illegible]দে অধিরূঢ় হও। তাহা হইলে, শান্তি লাভ করি [illegible] কোনরূপ সন্দেহ বা অন্যথা নাই।

যাহার জ্ঞানদৃষ্টি আছে, তিনি সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করেন, সংসারভাবের কিছুই দেখেন না। যাহার জ্ঞানদৃষ্টি নাই, সেই

ব্যক্তিই কেবল সংসারমায়া দর্শন ও তজ্জন্য অন্ধকারদশা ভোগ করে এবং তজ্জন্য তাহার ইহ জীবনেই নরকের পর নরক ভোগ হইয়া থাকে। অতএব তুমি অজ্ঞানদৃষ্টিপরিহারপূর্ব্বক জ্ঞানদৃষ্টি আশ্রয় কর এবং তৎসহকারে নিশ্চয় অবধারণ কর, ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই অসৎ। অতএব তোমার ভয় মোহের কারণ কি?

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (দাশূরোপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! যাহারা কামনার পরতন্ত্র, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যবশে যাহাদের আশয় ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া, পরিগ্রহ করে, সেই আত্মবঞ্চক পরবঞ্চক শঠগণই জগতের প্রকৃতস্বরূপপরিদর্শনে সমর্থ হয় না। যাঁহারা [illegible]ত ও বুদ্ধির পারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণ যাঁহাদিগকে [illegible]ভূত বা আয়ত্ত করিতে পারে না এবং যাঁহাদের [illegible]হত, তাঁহারা এই জাগতী মায়াকে করস্থ আম- [illegible]ক্যকরূপে দর্শন ও সাক্ষাৎ অনিষ্ট ভাবিয়া, এক [illegible]রেন। বিচারবলে বুদ্ধি বিশোধিত হইলেই, [illegible] সমর্থ হওয়া যায়। নতুবা, বিষয়ের কীট হই[illegible]লেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মনীষিগণ বলির[illegible]াদি বিষয় সমস্তই সাক্ষাৎ মায়া। যে মায়া মানুষকে [illegible] জন্য বদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং, মায়ায় আসক্ত হই[illegible]তাহার স্বরূপদর্শনে সামর্থ্য জন্মিবে? এইজন্য সর্ব্ব[illegible]াগ করা কর্ত্তব্য। যাহারা না করে, তাহাদের [illegible] কোন কালেই অভাব হয় না। তাহাদিগকে। চি[illegible]কের কীট হইয়া থাকিতে হয়। যাহারা মায়া ত্যাগ করে; অগ্নিদগ্ধ বীজের ন্যায়, আর তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

এই দেহ আধিব্যাধির মন্দির ও পরিতাপসহস্রে পরিব্যাপ্ত এবং

জলবুদ্বুদের ন্যায়, ক্ষণবিনশ্বর। এই কারণে প্রাজ্ঞগণ ইহার আদর করেন না। অজ্ঞেরাই ইহার হিত কামনা করিয়া, ব্যাকুল হইয়া থাকে। তুমি স্বভাবতঃ সাতিশয় বুদ্ধিমান্; ইহা জানিয়া, প্রাজ্ঞের ন্যায়, এই ক্ষণবিনাশী অসার শরীরের মমতা পরিহার কর এবং ইহা একমাত্র দুঃখেরই আগার, ভাবিয়া, ইহার হিতকামনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র সুখময় আত্মারই পরায়ণ হও। তাহা হইলে, নির্ব্বাণশান্তিলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়া, আমারে অনুগৃহীত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অবধান কর। মাগধ নামে বহুজনসম্পন্ন অতি বিস্তৃত মনোহর মহাজনপদ আছে। ঐ জনপদের কোন স্থান কদম্বকাননে, কোন স্থান তালীতরুকদম্বে এবং কোন স্থান অন্যান্য পাদপপুঞ্জে পরিবৃত ও পরিব্যাপ্ত। বিবিধজাতী[illegible]চিত্র বিহঙ্গমগণের সুমধুর কলরব সর্ব্বদাই তথায় সমুত্থি[illegible]। উহার সীমান্তঃপ্রদেশ নিবিড় নীলিমালঙ্কৃত [illegible] এবং স্থানে স্থানে পরম দিব্য উপবনসকল বি[illegible]। উহার কোন স্থানে কমল, কুমুদ ও কহ্লা[illegible]মূ-হের অসীম সুষমায় সমলঙ্কৃত ও মৃদুমন্দ-প্রব[illegible]ত মনোহর স্রোতস্বিনী বিচিত্রযৌবনশালিনী র[illegible]বিচিত্র বিলাসে ধাবমান হইতেছে। দর্শনমাত্র নয়[illegible]রিতৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। সৌম্য! এই জনপদ এইরূ[illegible]রূপ বিবিধ অদ্ভুত পদার্থের আস্পদ। তজ্জন্য [illegible]শোভা সমৃদ্ধির সীমা নাই।

সৌম্য! ঐ নগবীর স্থা[illegible]াইর কুসুমশালিনী ও সকল লোকের আনন্দবর্দ্ধিনী[illegible]মিনী তরঙ্গিণী আছে, তাহার তীরভূমি কর্ণিকারকুসুমসমূহে সমাকীর্ণ, কদলীদলে পরিপূর্ণ, নীলবর্ণ গুল্মরাজিতে বিরাজিত ও নানাজাতীয় দিব্য কুসুমে অলঙ্কৃত। মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলে সঞ্চালিত তত্তৎপুষ্প-

পরাগের সংসর্গে অরুণবর্ণ ধূলিপটল রেণু-ভার-মন্থর সমীরভরে ইতস্ততঃ পরিচালিত এবং হংস, সারস ও কারণ্ডব প্রভৃতি জলবিহঙ্গমবর্গ সহর্ষে ক্রীড়ানিরত হওয়াতে, ঐ তীরভূমির শোভার সীমা নাই। অনঘ! এই পুণ্যভূমি তীরভূমি অলঙ্কৃত করিয়া, বিহগকুলসংকুল এক দিব্যপর্ব্বত শোভমান হইতেছে।

বৎস রামভদ্র! দাশূর নামে কোন মহাতপা মহর্ষি এই পরমরমণীয় বিচিত্র নগরে বাস করিতেন। তিনি পরমপবিত্রস্বভাব ও অতিশয় ধার্ম্মিক এবং যার পর নাই বুদ্ধিমান্ ও বীতরাগ। তিনি কদম্বতরুপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া, মহাতপোযোগচর্চ্চায় প্রবৃত্ত ছিলেন।

এই মহাতপা মহাযোগী দাশূরের পিতার নাম শরলোমা। শরলোমা দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায়, পরমপ্রশান্তস্বভাব, বীতরাগ, বি[illegible]ত্ত ও অতিশয় ধার্ম্মিক। কচ যেমন দেবগুরু বৃহস্পতির, দা[illegible]মন এই শরলোমার একমাত্র প্রিয় পুত্র। এইজন্য তি[illegible]ত একত্রে অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেন। বৎ[illegible] প্রিয়পুত্র দাশূরের সহিত এইরূপ বিপিনবাসে বর্ত্ত[illegible] হইলে, মহাভাগ শরলোমা, পক্ষী যেমন কুল[illegible] তদ্রূপ কলেবর পরিহার করিয়া, সুরলোকে সমাগ[illegible] পরমস্নেহময় পিতার পরলোক হওয়াতে, দাশূর ত[illegible] অতিমাত্র বিধুর ও ব্যাকুল হইয়া, পিতৃবিরহ-পরিতাড়িত কু[illegible]ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ত[illegible]শোকে সন্তপ্ত, অতিমাত্র গ্লানিযুক্ত ও একান্ত অধীর হ[illegible] তদবস্থায় তিনি শিশিরসঙ্গমে সরোজের ন্যায়, দিন[illegible]শুষ্ক হইতে লাগিলেন।

ঐ বনের অধিষ্ঠা[illegible] দয়ার্দ্রহৃদয়া কোন দেবতা অতি দীনাত্মা বালক দাশূরের তাদৃশী হৃদয়বিদারিণী বিলাপ-পরম্পরা শ্রবণপূর্ব্বক অতিমাত্র দুঃখিত ও অদৃশ্য হইয়া, সবিশেষ-আশ্বাসসহকৃত-মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

অয়ি ঋষিকুমার! তুমি পরমজ্ঞানী। তথাপি, অজ্ঞের ন্যায়, কিজন্য রোদন করিতেছ? সংসার স্বভাবতঃ অস্থায়ী, ইহা কি তুমি বিদিত নহ? অয়ি সাধু! সংসারস্থিতি এই রূপই চঞ্চল। এই দৃশ্যমান পদার্থজাত উৎপন্ন হইয়া, কিয়দ্দিন অবস্থিতি করে, পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। তোমার পিতৃদেবের পূর্ব্বে কত লোকের জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কি তুমি জ্ঞানবলে জানিতেছ না? এই স্থূল দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কিছুই স্থায়ী নহে, সকলকেই অবশ্য বিনষ্ট হইতে হইবে; এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব তুমি পিতার জন্য অনর্থক শোক করিও না। সূর্য্য উদিত হইলেই, যেমন অস্ত প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বস্তু উৎপন্ন হইলেই, বিনষ্ট হইয়া থাকে। কোন কালে কোন দেশে কোন্ ব্যক্তিতেই কোন রূপে বা কোন অংশেই এই নিয়মেব ব্যভিচার হয় না। অতএব বস্তুর বিনাশে বি[illegible]হইবার প্রয়োজন কি?

বনদেবতা অদৃশ্যদেহে এইপ্রকার অমৃত[illegible]বাক্য প্রয়োগ করিলে, লোহিতলোচন সাশ্রুবদন দা[illegible]আশ্বস্ত ও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, পি[illegible]বিধি যথাবিধি সমাহিত করিয়া, সবিশেষ ম[illegible]কারে পরমপদপ্রাপ্তিসাধন তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে[illegible]দবস্থায় ব্রাহ্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, চরমে সংক[illegible]ত্রিয় ব্রাহ্ম-স্বরূপ লাভ করিলেন্। তদ্দ্বারা পবিত্র[illegible]ও, জ্ঞেয়বস্তুর পরিজ্ঞান না হওয়াতে, তাঁহার ম[illegible]সমর্থ হইল না। পৃথিবীর কোন স্থানই অশুদ্ধ নহে[illegible]ভেদজ্ঞান ও তজ্জন্য শুদ্ধাশুদ্ধকল্পনার বশবর্ত্তী হওয়া[illegible] সমস্তই অশুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর [illegible]কল্পবলে স্থির করিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগই শুদ্ধ এবং তথায় অবস্থিতি করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

এইপ্রকার স্থির করিয়া, যাহাতে পক্ষীর ন্যায় অনায়াসেই

বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র প্রভৃতিতে অবস্থিতি করিতে পারা যায়, তজ্জন্য কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভগবান্ হুতাশনকেই অভীষ্টসাধন দেবতা ভাবিয়া, তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তিনি পরমপ্রবল পাবক প্রজ্বলিত করিয়া, স্বীয় মনোরথ সাধন সমুদ্দেশে আপনার স্কন্ধমাংস ছেদনপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিতে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনঘ! দেবগণ অগ্নিমুখে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণের কণ্ঠমাংস এই অগ্নিমুখে ভক্ষণ করিয়া, পাছে সমুদায় দেবতার কণ্ঠ ভস্মসাৎ হয়, এই ভয়ে ভগবান্ হব্যবাহন্ তৎক্ষণাৎ মহাতপা দাশূরের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, মৃদুমধুর ধীর বাক্যে কহিলেন, অয়ি ঋষিকুমার! তুমি তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত হও এবং স্বীয় অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি।

মুনি[illegible]ন দাশূর ভগবান্ সপ্তার্চ্চির আবির্ভাবে ও অনুগ্রহ বাক্যে [illegible] আশ্বস্ত ও কৃতার্থ বোধ করিয়া, স্তুতিবাদপুরঃসর পাদ্যা[illegible]া তাঁহার পূজাবিধি সমাধানানন্তর সবিনয় বচনে [illegible]গিলেন, ভগবন্! এই পৃথিবীর কোন স্থানই আমার [illegible]ধ হইতেছে না। একমাত্র তরুশেখরই পবিত্র বলিয়া [illegible] হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বর দেন [illegible] অনায়াসে তরুশেখরে অবস্থান করিতে পারি।

সকল [illegible]মুখস্বরূপ ভগবান হব্যবাহন, তাহাই হইবে, বলিয়া, তৎক্ষ[illegible]ঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায়, অন্তর্হিত হইলেন। অভীষ্ট বরলাভে [illegible]াহ্লাদ সঞ্চরিত হওয়াতে, ব্রাহ্মণকুমারের বদনমণ্ডল, [illegible] ন্যায়, বিকসিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং ঈষৎ হাস্য[illegible] দশনরাজি বিকসিত হওয়াতে, তাহার প্রফুল্ল কমলতুল্য অতুল শোভার আবির্ভাব হইল। এইরূপে তদীয় বিকসিত-দশনদ্যুতি-বিরাজিত-পরম-পূর্ণভাব বিলসিত বদনমণ্ডলে যুগপৎ যেমন শশী ও সরোজের উদয় হইল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ (কদম্ববৃক্ষবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাভাগ দাশূর অভিমত বর লাভ করিয়া, তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, আপনার বাসোপযোগী বৃক্ষের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই অরণ্যের মধ্যদেশে এক সুবিশাল কদম্বতরু অবলোকন করিলেন। ঐ বৃক্ষ আকাশ ভেদ করিয়া, মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। দিবাকরের তুরঙ্গমবর্গ মধ্যাহ্নসময়ে তাহার স্কন্ধদেশ সেবা করে। উহার বিটপরূপ সুদীর্ঘ বাহু অনাবৃত দিক্‌কুক্ষি সমাচ্ছাদিত করিয়া, প্রসারিত রহিয়াছে। উহা বিকসিত কুসুমরূপ নয়ন-পংক্তি সহায়ে দিঙ্মণ্ডল দর্শন ও পল্লবরূপ প্রসারিত করে, উহা [illegible]রণ এবং পবনপরিচালিত ভ্রমরনিকররূপ শ্যামল কুন্তলজালে অলঙ্কৃত হইয়া, অতিমাত্র শোভা বিস্তার করিতেছে। [illegible]লোল [illegible]তাসকল কুসুমগুচ্ছে বিভূষিতা হইয়া, অলঙ্কৃতা[illegible]ায়, তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ক[illegible]ছে। [illegible]নঘ! ঐ বৃক্ষ, চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্, [illegible] উত্থিত [illegible]ইয়া, সুবিস্তৃত শাখাপরম্পরায় সিদ্ধগণের গমন[illegible]দিত [illegible]রিয়া, আকাশমণ্ডলে অপর ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের [illegible]মান [illegible]ইতেছে। তাহার সুবিস্তৃত শাখাপরম্পরার উপ[illegible] চকোর-[illegible]ণ ও স্কন্ধদেশে ময়ূরগণ সুদীর্ঘশ্রেণীবন্ধন[illegible] অবস্থিতি [illegible]রিতেছে। দেখিলে, বোধ হয়, যেন মেঘ[illegible]ন্দ্রধনু শোভা [illegible]াইতেছে। শ্বেতবর্ণ চমরমৃগকদম্ব [illegible]টরে অবস্থান-[illegible]র্ব্বক কখন বহির্গমন, কখন [illegible]ঙ্করণ ও কখন বা [illegible]টরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অদৃশ্যভা[illegible]রিতেছে। কোকিল-[illegible]লের কাকালী, কপিঞ্জলকুলের কলধ্বনি ও জীবঞ্জীবকুলের [illegible]লাহল, এই সকলে ঐ বৃক্ষ নিরন্তর প্রতিনাদিত।

পরম শান্তস্বভাব কলহংসগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক কুলায়মধ্যে [illegible]লি করিতেছে। তাহাতে, স্বর্গকোটর বিভ্রান্ত সিদ্ধবর্গ

পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের ন্যায়, উহার শোভা হইয়াছে। বালপল্লব-লাঞ্ছিত মঞ্জরীসমূহের সান্নিধ্যবশতঃ, প্রবালহস্ত অপ্সরোগণে পরিবৃত স্বর্গের ন্যায়, উহা বিরাজ করিতেছে। শ্যামলবর্ণ মঞ্জরী ও পল্লবপরম্পরায় পরিশোভিত এবং মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলে সুবেল্লিত পুষ্পপরাগে পরিপূর্ণ লতাসকল বেষ্টন করাতে, ইন্দ্রধনু-রঞ্জিত শ্যামল মেঘমণ্ডলের ন্যায়, উহার শোভার আবিষ্কার হইয়াছে। উহার সহস্র শাখা সহস্র বাহুর ন্যায় এবং চন্দ্রসূর্য্য উহার কনককুণ্ডলের ন্যায়। তদবস্থায় ঐ বৃক্ষ, বিরাটরূপী বিষ্ণুর ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। উহার তলদেশে নাগেন্দ্রগণ, উপরিভাগে বিস্তৃত ব্যোমমণ্ডল এবং মধ্যস্থলে বিবিধজাতীয় ভূতগণ ও লতাসকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাতে, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডোদরাকাশের ন্যায়, উহার শোভা হইয়াছে। তারকানিকরে সমুদ্ভা[illegible] ব্যোমমণ্ডলের যেমন শোভা হয়, পুষ্পপরাগপরিশোভিত কলি[illegible]সান্নিধ্যবশতঃ উহারও তেমনি শোভা সমুদ্ভূত হইয়া[illegible] স্কন্ধদেশ চঞ্চলবিহগসংকুল কুলায়কুলে পরিবৃত। তাহা[illegible]জনতাপূর্ণ-জনপদবেষ্টিত ভূবিভাগের ন্যায়, উহা প্রতি[illegible]তেছে। মঞ্জরীসকল পতাকার ন্যায়, পুষ্পসকল রত্নের [illegible]জমান হওয়াতে, ঐ কদম্বতরু, বনদেবতাগণের অন্তঃপুরের ন্যায়, শোভা ধারণ করিয়াছে। চকোর, ভ্রমর ও কোকিলাদি [illegible]াতে শব্দ করিতেছে। অবিরত পতমান নদীসমূহে প[illegible] পর্ব্বতের যেমন শোভা হয়, নিরন্তর নিপতিত পুষ্পপরাগের স[illegible] উহারও তদ্রূপ শোভা হইয়াছে। উহার স্কন্ধদেশ মৃদুমন্দ মা[illegible]হিল্লোলে সঞ্চালিত কুসুম ও পত্রসমূহে আচ্ছাদিত। তাহাতে, ঐ পাদপ, পবনপরিচালিত পয়োদপটলে পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতের ন্যায়, প্রতিভাত হইতেছে। উহার সন্নিহিত বল্লীসমূহ সমীরহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া, যেন অভিনয় করি-[illegible]নক্ত যেন স্তবকরূপ চঞ্চল অঙ্গুলি সহায়ে উহাদি-

কুসুমরূপ কণ্ডলের সুনির্ম্মল

প্রভায় সমুদ্ভাসিত ও বিবিধ লতা পুষ্প ফল সমৃদ্ধির সান্নিধ্যযোগে সমুল্লসিত হইয়া, উহা যেন প্রান্তস্থিত বট, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, আম্রও ও পলাশ এই পাঁচটি পুণ্যবৃক্ষকে উপহসিত করিতেছে। উহার সহস্র সহস্র স্তবক মধ্যে ভৃঙ্গগণ বিহার করিতেছে। বোধ হয়, ঐ বৃক্ষ যেন অসংখ্য নেত্র বিস্তারিত করিয়া, সহস্রনেত্র ইন্দ্রের পরাজয়ে কৃতোদ্যম হইয়াছে। উহার সহস্র সহস্র গুচ্ছ। তৎসমুদায়ে সহস্র সহস্র পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। বোধ হয়, অনন্তদেব যেন সহস্র মনি ধারণ ও সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া, শোভা পাইতেছেন। ভগবান্ মহাদেব একমাত্র ভক্তগণেরই শঙ্কর। কিন্তু এই তরুবর ছায়া ও ফল প্রদান পুরঃসর সমস্ত ভূতবর্গেরই শঙ্কর। উহার শাখাসকল বিকচ মুকুল-সঙ্কুল-দলরাজি বিরাজিত কুসুমসমূহে সুশোভিত লতাজালে বিভূষিত হইয়া, মণ্ডপবৎ শোভা পাইতেছে এবং বিহঙ্গমগণের অনবরত গতায়াতে নগরবাসীবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তাহাতে ঐ বৃক্ষ ব্যোম-পরীর সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।

পঞ্চাশ সর্গ (দিগ্বর্ণন)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দাশূরের বুদ্ধি প[illegible] নাই। ফলপল্লব পরিবৃত কদম্ববৃক্ষ সন্দর্শনে তাঁহার [illegible]রা[illegible] আহ্লাদ সমাগত হইল। তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু যেমন একার্ণব[illegible] বট-বিটপীতে আরোহণ করেন, তদ্রূপ তিনি আকাশের [illegible]দৃশ সেই কদম্ব-বৃক্ষের অন্তর গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ শাখায় আরোহণপূর্ব্বক তাহার প্রান্তস্থিত পল্লবে তপশ্চরণার্থ অকুতোভয়ে আসীন হইলেন এবং কৌতূহলাক্রান্ত বিলোল লোচনে [illegible] দৃষ্টি বিসারণ করিয়া, অবলোকন করিলেন, দিক্ সকল ললনার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভূধরশেখরসমূহ তাহাদের স্তনকলিকা, সুনির্ম্মল নীলিমালঙ্কৃত ব্যোমমণ্ডল তাহাদের কেশপাশ, বিলোল শ্যামল জলধর সকল

তাহাদের অলকা, তরঙ্গিণীসমূহ তাহাদের হার, বিবিধজাতীয় কুসুম তাহাদের ভূষণ, মকরন্দসুগন্ধি গন্ধবহ তাহাদের নিশ্বাস, কোকিলকুলের কলধ্বনি তাহাদের সুমধুর স্বর-লহরী ও ভ্রমর-নিকর তাহাদের ভুবনান্তর-প্রতি-বিরাবী মনোহর নূপুর, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাদের কনকময় কুণ্ডল, ভূধরসকল তাহাদের স্তনমণ্ডল মেঘসকল তাহদের স্তনাবরণ বস্ত্র, মহার্ণব তাহাদের দর্পন এবং সূর্য্যাংশু তাহাদের কুঙ্কুম ও চন্দ্রাংশু তাহাদের সিতচন্দন। তাহারা ঈদৃশ বেশে ভুবনরূপ অন্তঃপুরমণ্ডল অলঙ্কৃত করিয়া, শোভমান হইতেছে। বারিদমণ্ডল তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র। উহা সমীরভরে কখন প্রসৃত ও কখন বা স্খলিত হইতেছে।

একপঞ্চাশ সর্গ। (দাশূরের পুত্রপ্রাপ্তি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, দাশূর, শূরের ন্যায়, অপরাঙ্মুখ হইয়া, ঐরূপে [illegible] তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, তদবধি কদম্ব দাশূর নামে বিখ্যা[illegible]। সৌম্য! তিনি কদম্বশাখা আশ্রয় ও ক্ষণমাত্র দি[illegible]ক্ষণপূর্ব্বক আত্মাকে অবিলম্বেই প্রত্যাহৃত ও দৃঢ়রূপে [illegible]সন বদ্ধ করিয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার [illegible]র্বজ্ঞান ছিল না। তন্নিবন্ধন ফলকামনার বশংবদ হইয়া, য[illegible] অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সংকল্পমাত্র সহায়ে দশবর্ষ-যাবৎ গোমেধ, হয়মেধ ও নরমেধাদিক্রমে ক্রমে ক্রমে সমুদায় যজ্ঞই স[illegible]ন ও তৎসহকারে দেবগণের সন্তোষ বিধান করিলেন। এই[illegible] দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান সহায়ে মন নির্ম্মল ও প্রশস্ত হইলে, বিম[illegible] দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায়, সহসা তদীয় অন্তরে আত্মপ্রসাদসমুদ্ভূত তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইল। তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে অন্তঃকরণ বায়ুবিক্ষোভবিরহিত মহার্ণবের ন্যায়, [illegible]ভাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার মায়াবরণ বিশীর্ণ ও [illegible]ইয়া গেল। তখন স্নেহোপরোধ

বিনির্ম্মুক্ত হইলে, আকাশের যে প্রকার অভিনব শোভা সমুদ্ভূত হয়, তাঁহারও সেইরূপ অপূর্ব্ব সুষমা সঞ্চার হইল। তখন তিনি একাগ্র হইয়া, কদম্বপল্লবে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক উৎসাহসহকারে আত্ম-সাক্ষাৎকারসংসাধন তপস্যা করিতে লাগিলেন।

তদবস্থায় একদা তিনি অবলোকন করিলেন, তাঁহার সম্মুখে ললনা-ললামভূতা এক ললনা, কুসুমভারে অবনতা লতার ন্যায়, দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল পরমসুকুমার, রূপ-লাবণ্য সর্ব্বলোক মনোহর, লোচনযুগল বিস্তৃত মদভরে বিঘূর্ণিত, ও বিলোল কুসুমবসনে অলঙ্কৃত। তিনি সেই অনবদ্যাঙ্গী ও লজ্জা-নম্রমুখী ললনাকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, মৃদু বাক্যে বলিতে লাগিলেন, অয়ি পদ্মপলাশলোচনে! তোমার কান্তি দেখিলে, কামেরও কামসঞ্চার হইয়া থাকে। তুমি কে? কিজন্য এই কুসুমসমূহের সখী রূপে বিনম্র বদনে লতাদলে অবস্থান করিতেছ?

দাশূর এইরূপ কহিলে, সেই মৃগশাবলোচনা গৌরবর্ণা পীনোন্নত-পয়োধর-ভারমন্থর-গমনা ললনা [illegible]-বিশিষ্ট স্নিগ্ধাক্ষর মনোহর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, [illegible] আপনার ন্যায়, মহাত্মাদের সেবা করিলেই, যাবতীয় দুল[illegible]মত বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার [illegible]কারের আবশ্যক হয় না। সেইজন্য আমি আপনার [illegible] সমাগত হইয়াছি। অদ্য নিশ্চয়ই আমার অভীষ্টসংঘটন হইবে, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মন্! আমি লতাজালবিজড়িত ভবদীয় কদম্বপাদপে পরিশোভিত এই অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। [illegible]থ! চৈত্রমাসীয় শুক্লা ত্রয়োদশীতে নন্দনবনে বনদেবীগণের যে মহতী সভা হয়, আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম, আমার বয়স্যা-গণের মধ্যে সকলেই পুত্রবতী। আমারই কেবল পুত্র নাই। তজ্জন্য আমি সাতিশয় দুঃখিতা হইয়াছি। নাথ! আপনি মহাকল্প-পাদপের ন্যায়, সর্ব্বার্থসিদ্ধি সমুদ্ভাবন করেন। তবে আমি আপনার সহবাসে অবস্থিতি করিয়াও, কিজন্য অনাথার

ন্যায়, পুত্রফলে বঞ্চিত ও তন্নিবন্ধন শোকাচ্ছন্ন হইব? অতএব অনুকম্পাপূর্ব্বক আমারে পুত্রফল প্রদান করুন। নতুবা, আপনার সম্মুখেই অনলে প্রবেশ করিয়া, পুত্রদুঃখদাহের শান্তি করিব।

রাম! মহর্ষি দাশূর এই বাক্যে কারুণ্যবশংবদ হইয়া, সস্মিত বদনে তাঁহারে একটী পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এই কুসুম দ্বারা ভগবান্ অনিললোচনের পূজা কর। একমাস পূজা করিলেই পুষ্পবতী লতা যেমন্ সুন্দর ফল প্রসব করে, তদ্রূপ তুমিও পুত্ররত্ন প্রসব করিবে। কিন্তু ঐ পুত্র, অন্যান্য বনদেবের ন্যায়, ভোগবিলাসী না হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানী হইবে।

অনঘ! মহর্ষি দাশূর এইপ্রকার কহিলে, বনদেবী তাহাতে সম্মতা হইয়া, স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন্। তখন দাশূর আত্মনিষ্ঠ হইয়া, ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া, ঋতুর পর ঋতু ও বৎসরের পর বৎসর ইত্যাদিক্রমে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দীর্ঘকালাবসানে একদা সেই তম্বঙ্গী বনদেবী দ্বাদশবর্ষদেশী[illegible] পুত্র সমভিব্যাহারে সহসা তথায় সমাগতা হইয়া, মৃদুমধুর [illegible] দাশূরকে কহিলেন, নাথ! আপনার ও আমার এই সেই [illegible]। আমি ইহাকে সমস্ত বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি[illegible] করিয়াছি। আপনি এক্ষণে সকল লোকের সুখাবহ [illegible]জ্ঞান প্রদান করুন। নাথ! লোকে যে বারংবার সংসাররূপ দুরন্ত চক্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞান না থাকাই তাহার একমাত্র হেতু। অতএব আপনি কৃপাকটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানপ্রদানপূর্ব্বক ইহার সেই সংসারভ্রমযন্ত্রণা সুদূরে নিক্ষেপ করুন। পৃথিবীতে এমন কে আছে যে, আপনার কুলজাত পুত্রকে মূর্খ করিয়া রাখে?

দাশূর কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহাকে এই স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান কর।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর বনদেবী তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে সেই পুত্র পিতা দাশূরের শিষ্য ও সংযত হইয়া, সূর্য্যাগ্রে

অরুণের স্থায়, তদীয় পুরোভাগে উপবেশন করিয়া, শুশ্রূষা ও ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ স্বীকার পুরঃসর কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি দাশূর তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিয়া, স্বয়ং উদ্বেগশূন্য হইয়া যাহাতে পুত্রের হৃদয়ে পরমাত্মা দৃঢ়রূপে অনুভববিষয় হন এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সহায়ে শত শত আখ্যান, উপাখ্যান, ঐতিহাসিক বিবরণ ও জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশ বিতরণপুরঃসর তদীয় প্রবোধ সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এইপ্রকার উচিত্যার্থসম্পন্ন, বোধোপযোগী, আনন্দবর্দ্ধন উপদেশ দ্বারা পুত্রের প্রবোধ সঞ্চরিত হইল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (রাজবিভববর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দাশূর পুত্রকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন, আমি স্বয়ং তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম [illegible] তোমার বোধবৃদ্ধির জন্য বলিতেছি, অবধান কর।

দাশূর কহিলেন, পুত্র! তুমি স্বভাবতঃ সাতিশয় বুদ্ধিমান্ তোমাকে উপদেশ করা বাহুল্য। তথাপি, পুত্রের [illegible]র পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। পুত্র সাতিশয় গুণবান [illegible] বুদ্ধিমান্ হইলেও, পিতা তাহাকে যথাসাধ্য উপদেশ করিবেন, ইহাই বিধি। আমি এইপ্রকার বিশ্বজনীন বিধির অনুযায়ী হইয়া, বলিতেছি, অবধান কর।

এই ভু[illegible] মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব[illegible]বীর্য্যসম্পন্ন খোথ নামে এক রা[illegible]ছেন, তিনি স্বকীয় লোকোত্তর বীর্য্যে ত্রিলোক আক্রমণ[illegible]তে পারেন। ত্রিলোকের নায়কগণ মহামূল্য মনির স্থায় ত[illegible] শাসন শিরোধার্য্য করেন। তিনি পরমসাহসী, অদ্বিতীয় [illegible]সম্ভাববিশারদ ও বিবিধ আশ্চর্য্যের অভিনেতা। তাঁহাকে কেহই বশ করিতে পারে না। তিনি সুখদুঃখময় যে সহস্র স[illegible] কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, আধিক্য বশতঃ সাগরতরঙ্গের

ন্যায়, তাহাদের সংখ্যা করা দুর্ঘট। ত্রিভুবনে এরূপ বীর্য্যবান্ কেহই নাই, যে ব্যক্তি সেই অতুলবীর্য্য মহীপতিকে শস্ত্রে, অস্ত্রে অথবা অন্য রূপে আক্রমণ করিতে পারে। তিনি অনায়াসেই বহুবিস্তৃত, সংরম্ভময়, ভাস্বর সৃষ্টি বিধান করেন। হরি হরাদি কোন দেবতাই তাঁহার কিছুই করিতে পারেন না। তাঁহার উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ দেহে সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার ঐ শরীরত্রয় শব্দ, বায়ু ও বিহগের ন্যায়, আকাশেই অবস্থিতি করিতেছে। তিনি অনন্তবিস্তৃত আকাশ-মণ্ডলে একটী সুরম্য নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ নগর চতুর্দ্দশ মহামার্গে ও ভাগত্রয়ে বিচ্ছিন্ন, বন ও উপবনে সমাকীর্ণ, বিলোল মুক্তালতা ও অত্যুচ্চ ক্রীড়াপর্ব্বতসমূহে সুষমাসম্পন্ন, প্রফুল্ল পদ্মরাগ ও সপ্ত বাপীতে অলঙ্কৃত, শীতল ও উষ্ণ অক্ষয় দীপদ্বয়ে উদ্ভাসিত এবং ঊর্দ্ধগ ও অধোগ এই দ্বিবিধ বণিকপথে সুশোভিত। তিনি ঐ সুনির্ম্মিত নগরের অধঃ, ঊর্দ্ধ ও মধ্যস্থলে সকর্ণকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালগৃহ সকল সংস্থাপিত করিয়াছেন। তৎসমস্ত বিলম্বে বা শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। শ্যামবর্ণ তৃণ, নব দ্বার, অবিরত বায়ুপ্রবাহ বিবিধ বাতায়ন, পঞ্চ দীপ, স্তম্ভত্রিতয়, শুক্লবর্ণ দারু, মৃত্তিকা, স্নিগ্ধমসৃণ ও বহির্গমনপন্থা এই সকলে ঐ সকল গৃহ ভূষিত, প্রকাশিত, পরিবৃত ও বিনির্ম্মিত। উহাদের রক্ষাজন্য তিনি মায়াবশে অনেক যক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুত্র! সেই রাজা উল্লিখিত যক্ষগণের সহিত প্রোক্তপূর্ব্ব গৃহসমূহে কিয়ৎকাল বিহার করিয়াই প্রস্থান করেন।

পুত্র! তাঁহার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। তিনি যখন ইচ্ছা করিয়া, ভবিষ্যৎ নবনির্ম্মিত পুরীতে বাস করিবার বাসনায় ভূতাবিষ্টের ন্যায়, সহসা বর্ত্তমান পুরী ত্যাগ ও সবেগে বহির্গমন-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বনির্ম্মিত নগরের ন্যায়, সেই নবনির্ম্মিত পুরীতে প্রবেশ করেন। তাঁহার চিত্তের স্থিরতা নাই। তিনি যখন বিনাশ বাসনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বীয় নগরের সহিত বিনষ্ট হন।

পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রাদুর্ভূত ও ব্যবহারপরম্পরায় প্রবৃত্ত হইয়া, কখন ইচ্ছা করিয়া, শত্রু, ব্যাধি ও দারিদ্র্যাদিতে অভিভূত, কখন, আমি দুঃখে পতিত হইয়াছি, কিন্তু আমার জ্ঞান নাই; অতএব কি করিব, ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, শোকগ্রস্ত, কখন বা পূর্ব্বানুভূত সুখ স্মরণ পূর্ব্বক হর্ষভরে বর্ষাকালীন নদীবেগের ন্যায় উচ্ছ্বাসিত, কখন বায়ুবেগবিক্ষোভিত পরমভাস্বর সাগরের ন্যায়, বল্গিত কখন বিজৃম্ভিত ও কখন বা প্রস্ফুরিত হইয়া থাকেন। আবার কখন এক বারেই প্রকাশবিরহিত হয়েন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (সংসারনগরবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! পুত্র পিতার এই বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! সেই খোথনামক রাজা কে? তিনি কি রূপে ভবিষ্যৎপুরে প্রবেশ করেন? যাহা হয় না[illegible] হইবে, তাহাতে প্রবেশ কি রূপে সম্ভব হইয়া থাকে? আমি [illegible]কার অর্থবিরোধে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি যথাথ[illegible]মীমাংসা দ্বারা আমার মনোমোহ নিরাকৃত করুন।

পিতা কহিলেন, পুত্র! আমি এই আখ্যায়িকা[illegible]তোমার নিকট সংসারচক্রের উপদেশ করিলাম। খোথ শব্দে[illegible]কল্পময় মন। কেননা, এই মন খ অর্থাৎ পরম আকাশ হইতে উথ অর্থাৎ উত্থিত বা আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মরূপ আকাশেই লীন হইয়া থাকে। মনের অন্তর নাম সংকল্প পু[illegible]। এই বহুবিস্তৃত জগৎ সেই মনের উৎপত্তিতেই উৎপন্ন ও তাঁহার বিনাশেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, বৃক্ষের শাখার ন্যায় তাহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সেই পরমাকাশরূপী ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে আবির্ভূত হইয়া, স্বকীয় চিত্তাকাশে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ নগর নির্ম্মাণ করেন। আলোকময় চতুর্দ্দশ ভুবন ঐ নগরের চতুর্দ্দশ মহামার্গ, নন্দনাদি উপবন উহার বন ও উপবন, মেরুমন্দরাদি উহার

ক্রীড়াপর্ব্বত, চন্দ্র ও সূর্য্য উহার শীত ও উষ্ণ ভেদে দুইটী প্রদীপ, বিলোলতরঙ্গিণী সকল উহার বিলোল মুক্তাবলী, ইক্ষু ক্ষীরাদি সপ্ত সমুদ্র উহার সপ্ত সরোবর, বাড়বানল ঐ সরোবরের প্রফুল্ল পদ্ম, পুণ্য ও পাপ উহার ধনসমৃদ্ধি, দেব ও মানবগণ উহার বণিক্ এবং তাহাদের পুণ্যফল ক্রয়বিক্রয় জন্য অধোগতিরূপ পৃথিবী ও ঊর্দ্ধগতি রূপ স্বর্গ, এই পন্থাদ্বয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সেই সংকল্পস্বরূপ মহীপতি আপনার ক্রীড়াগৃহস্বরূপ দেবমানবাদি বিবিধ দেহ রচনাপূর্ব্বক দেবনামক দেহকে স্বর্গরূপ ঊর্দ্ধপ্রদেশে, মানবনামক দেহকে পৃথিবীরূপ মধ্য প্রদেশে ও নাগনামক দেহকে পাতালরূপ অধঃপ্রদেশে স্থাপন করিয়াছেন। তত্তৎ দেহরূপ ক্রীড়াভবন সকল প্রাণরূপ বায়ু প্রবাহে সঞ্চালিত, মাংসরূপ মৃত্তিকায় লিপ্ত, অস্থিরূপ বংশাস্থিতে পরিবৃত ও ত্বক্‌রূপ লেপ দ্বারা পরিলিপ্ত। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বিলম্বে ও কতকগুলি অবি[illegible]ম্বে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কেশরূপ তৃণাচ্ছন্ন মস্তক উহাদের আচ্ছা[illegible]র্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি উহাদের নবদ্বার, প্রাণরূপ বায়ু উহাদের কর্ণ [illegible] নাসাদিরূপ বাতায়নযোগে অহরহ প্রবাহিত হইতেছে, ভুজাদি [illegible]কল উহাদের বহির্গমনপন্থা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উহাদের পঞ্চ দী[illegible] এবং অহঙ্কারাদিরূপ মহাযক্ষসমূহ উহাদের রক্ষক। ঐ সকল য[illegible] সংকল্প ও মায়াসহায়ে বিনির্ম্মিত এবং জ্ঞানরূপ আলোকদর্শনমাত্র ভয়ে অভিভূত হইয়া থাকে। মহারাজ খোথ সেই সমস্ত যক্ষের সহিত সর্ব্বদা বিহার করেন এবং কখন বা তাহাদের সমভি[illegible]হারে সাগরে তরঙ্গের ন্যায়, লয় প্রাপ্ত হন।

বৎস! যাহা স[illegible]কল্পমাত্র, তাহাকেই ভবিষ্যৎ বস্তু বলে। সেই রাজা যখন ঐরূপ সাংকল্পিক বস্তু লাভ করেন, তখনই নবনির্ম্মিত ভবিষ্যৎপুরে প্রবিষ্ট হন। তিনি দেহরূপ ক্রীড়াগৃহে বিবিধ ক্রীড়াবশে পরিশ্রান্ত হইয়া, বিশ্রামবাসনায় সুষুপ্ত হইলেই, সর্ব্বসংকল্পবিবর্জ্জিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হন। একমাত্র সংকল্প হইতেই তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে। এইজন্য তিনি অনন্ত দুঃখ ভোগ

করেন; তখন পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ প্রকৃত সুখ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কাষ্ঠমধ্যে বৃষৎ রুদ্ধ হইলে, কপিগণ যেমন ইচ্ছা করিয়া, লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাহা উৎপাটন ও তজ্জন্য দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, এই রাজা খোথও তেমন স্বেচ্ছাক্রমে দুঃখময় ব্যাপারপরম্পরায় প্রবৃত্ত হইয়া, নিরতি ক্লেশ ভোগ করেন। ষট্‌পদ যেমন অকস্মাৎ নিপতিত মকরন্দবিন্দুবিন্দু ঊর্দ্ধমুখে পান করিয়া, নিরন্তর ঊর্দ্ধমুখেই অবস্থিতি করে, বিষয়নিরত সেই রাজা তদ্রূপ সংকল্পজনিত অণুমাত্র বিষয়ানন্দ ভোগ করিয়া, অনবরত তাহারই সন্ধান করিয়া থাকেন। তিনি স্বীয় সংকল্পবলে কখন বিরত, কখন রত ও কখন বা বিকৃত হন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ তাঁহার দেহ। তিনি জগৎস্থিতিবিধানজন্য এই ত্রিবিধ দেহে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে তাঁহার তামসিক দেহ বিবিধ প্রাকৃত চেষ্টার অনুসরণ পূর্ব্বক কৃমিকীটে পরিণত, সাত্ত্বিক দেহ ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রযুক্ত মোক্ষের আসন্নবর্ত্তী সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত এবং রাজসিক দেহ লৌকিক ব্যবহারের বশবর্ত্তিতাবশতঃ স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে সংসারে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ দেহের পরিহার হইলে পরমাত্ম-পদপ্রাপ্তি হয়।

অতএব বৎস! তোমার যদি পরমপদলাভের প্রত্যাশা থাকে, তাহা হইলে, বিকল্পকল্পনা ত্যাগ কবিয়া, বাহ্য ও অভ্যন্তর দৃষ্টির সহিত সংকল্প সকল ক্ষয় কর। এই সংকল্পরূপ মন বিনষ্ট হইলেই, ব্রহ্মদর্শনরূপ পরম অভীষ্ট প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প ভাব আশ্রয় করিলেই, মনের বিনাশ হয়। সহস্র বৎসর দারুণ তপস্যা করিলেও, সুবিশাল শিলাখণ্ডে শরীর চূর্ণ করিলেও, প্রজ্বলিত পাবকে বা বাড়বানল মধ্যে প্রবেশ করিলেও, প্রচণ্ড-বেগাবিঘূর্ণিত সুশাণিত খড়্গের আঘাতে স্বদেহ শত খণ্ড করিলেও, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর উপদেশ করিলেও, দেবরাজ ইন্দ্র অনুগ্রহ করিলেও, পাতালে বা স্বর্গে গমন করিলেও, অথবা এই স্থানে বা অপরত্র

অবস্থান করিলেও, একমাত্রসংকল্পপরিহারব্যতিরেকে কোন রূপেই তোমার শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

অতএব তুমি পুরুষকার অবলম্বন করিয়া, নির্ব্বিঘ্ন, নির্ব্বিকার ও নিরাময় হইয়া, অনায়াসে সংকল্পক্ষয়ে যত্ন কর। একমাত্র সংকল্পতন্তুই এই সমস্ত জগদ্ভাব বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উহা ছিন্ন হইলে, সকলই ছিন্ন হয়। যাঁহাদের উহা ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই মুক্তিরূপ মহাপদার্থ দর্শন ও অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদের আর জন্ম নাই ও সংসাররূপ মহাকারায় বন্দী হইয়া, অহরহ দুর্ব্বিষহ অন্তর্দ্দাহ সহ্য করিতে হয় না। অতএব তুমি সংকল্প ত্যাগ কর। এই সংকল্প মহারোগ। ইহা মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা করে। অতএব তুমি সকল বিষয়েই সংকল্প ত্যাগ কর এবং যথাগত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মের সংকল্প নাই। কিন্তু তিনি মায়াবশে সংকল্পের বশীভূত হইলে, বিবিধ যোনি ভোগ করেন এবং অনাত্মসদৃশ অনর্থভূত জন্মমরণাদি সংসারদুঃখসকল বৃথা অনুভব করিয়া অবসন্ন হয়েন। অতএব অনাত্মসদৃশ তাদৃশ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিবার জন্য মরিয়া আর প্রয়োজন কি? ব্রহ্মপদই একমাত্র আশ্রয়। এইজন্য প্রাজ্ঞগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ইহাই অবলম্বন করেন; কখন কোন রূপে দুঃখময় সংসার আশ্রয় করেন না। তুমি এই সকল বিচার করিয়া, বিকল্পজাল পরিহার ও পরমার্থ পরিগ্রহপুরঃসর সম্যক্‌রূপে সুস্থচিত্ত হইয়া, সেই অদ্বিতীয় পরম পদের সাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে, সংসারদুঃখের পরিহার হইবে এবং পরমানন্দরূপ পরম সুখ লাভ করিতে পারিবে।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (সংকল্পের চিকিৎসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দাশূর এইপ্রকার উপদেশ করিলে, পুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! সংকল্প কাহাকে বলে? উহার স্বরূপ কি? কি রূপেই বা উহার বিনাশ হয়?

পিতা কহিলেন, পুত্র! যাহা অনন্ত দুঃখের নিমিত্ত অবিদ্যাবশে সমুৎপন্ন ও স্বয়ংই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং যাহা কখনই সুখের নিমিত্ত নহে, তাহারই নাম সংকল্প। সাগর যেমন সলিল ভিন্ন কিছুই নহে, এই জগৎ তদ্রূপ সংকল্পমাত্র। অতএব সংকল্পই দুঃখ এবং তাহার ত্যাগই সুখ। বৎস! এই সংকল্প স্বয়ংই তোমার হৃদয়ে সমুদিত হইয়া থাকে।

এই সংসার যেমন কিছুই নহে, ইহার সুখদুঃখময় ভাব সমস্তও তদ্রূপ সর্ব্বথা মিথ্যা। অতএব আমি এই যে সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতেছি, এ সমস্তই মিথ্যা। এইপ্রকার বিচার করিয়া, তত্তৎ সুখদুঃখাদিতে উপেক্ষা না করিলেই, নানা প্রকারে পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হয়। তোমারও এই রূপ ঘটিয়াছে। তজ্জন্য তুমি পরিতপ্ত হইতেছ। যত দিন না তোমার সংকল্প ত্যাগ হইবে, তত দিন তোমার পরিহার বা নিস্তার নাই। অতএব তুমি অনর্থক সংকল্পের অনুসরণপূর্ব্বক, সাক্ষাৎ অনর্থস্বরূপ সংসারের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, একমাত্র ভাব্য বস্তু ব্রহ্মেরই ভাবনা কর। সংসারভাবনা আর নরকভাবনা উভয়ই সমান। যাহারা সংসারভাবনা ত্যাগ করিয়া, পরমার্থপরিচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি সংসারের ভাবনা না করিয়া, পরম ঐশ্বর্য্য অধিকার কর।

বৎস! যাহারা সংকল্পবিনাশে যত্ন করে, তাহাদের সকল ভয় ও সংশয় বিনষ্ট হয়। যাহাদের সকল ভয় ও সকল সংশয় নাই, তাহাদের কি নাই? কেননা, তাহারা নিত্য সুখী ও নিত্য অভ্যুদিত। বিষয়ভাবনার অভাব হইলেই, সংকল্প সকলের বিনাশ হইয়া থাকে। শিরীষকুসুম দলন করিতেও বরং কিছু কষ্ট হয়, কিন্তু সংকল্পদলনে কোন ক্লেশই স্বীকার করিতে হয় না। ভাবনামাত্র ত্যাগ করিলেই, সংকল্পের ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি বিষয়ভাবনাপরিহারপূর্ব্বক শিরীষকুসুম-বৎ সংকল্প দলন কর। তাহা হইলে, সংসারে সুখী হইতে

পারিবে। ঈশ্বর বিষয়ের দাস নহেন। সুতরাং, বিষয়চিন্তা করিলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যাহারা বিষয়ের যত চিন্তা করে, তাহারা ততই ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতি ও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া, অবসন্ন হয়। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ বা অন্যবিধ বিচারণা নাই।

পুত্র! তোমার সংকল্প ক্ষয় ও তৎসহকারে আত্মাতে স্থিতি প্রাপ্তি হইলে, তোমার সকল অসাধ্যই সুসাধ্য হইবে। তখন তুমি যাহা মনে করিবে, তাহাই করিতে পারিবে। যাহার সংকল্পের ক্ষয় হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ কি, শোক কি? কি মন, কি জীব, কি চিত্ত, কি বুদ্ধি, কি বাসনা, সমস্তই সকল্প নামে উদাহৃত হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে ইহাদের সংকল্পরূপ অর্থ ভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থ নাই। এবং সংকল্প ভিন্ন সংসারে অন্য পদার্থও কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। অতএব তুমি হৃদয় হইতে সংকল্প দূর করিয়া দাও। তাহা হইলে আর শোক করিতে হইবে না।

এই [illegible]মান আকাশের ন্যায়, এই দৃশ্যমান জগতও শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে; তবে কেন তুমি ইহাতে আসক্ত হইতেছ? এই জগৎ কোন মতেই সিদ্ধ বা নিত্য পদার্থ নহে। যেহেতু, যাহা কিছুই নহে, সেই সংকল্প হইতেই ইহার জন্ম হইয়াছে। দৃশ্য বস্তুর ভাবনা ক্ষয় কর দেখিতে পাইবে, কিছুই কিছু নহে। তুমি যদি হেলাদৃষ্টিতে অবলোকন কর, তাহা হইলে, স্পষ্টই দেখিতে পাইবে, জগৎ কিছুই নহে। ইত্যাকারবিচারপুরঃসর একমাত্র আত্মার ভাবনা করিলে স্ত্রী পুত্রাদি কোন বিষয়েই আস্থা বা মমতার সঞ্চার হয় না। এই রূপে অবস্থার ক্ষয় হইলে, সুখ দুঃখাদি কিছুই উৎপন্ন হয় না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, যে, সুখ দুঃখাদি ভাবাভাবমাত্রেই মিথ্যা বা ভ্রমমাত্র। সুতরাং জগতও ভ্রমমাত্র।

বৎস। তড়িদগ্নি যেমন ক্ষণবিধ্বংসী, এই সংকল্পও তদ্রূপ

নামমাত্র, কিছুই নহে। সুতরাং, ইহার আশু উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বিহিত বিধানে চিকিৎসা করিলে, অচিকিৎসিত ব্যাধির ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া, ভাবী সুখের পথ রুদ্ধ ও দুঃখের দ্বার বিস্তৃত করে। ইহার চিকিৎসা করাও সহজ। কেননা, যাহা কিছুই নহে, তাহা কখনও কোনরূপ বস্তু হইতে পারে না। বাস্তবিক, আকাশে এক ভিন্ন দুইটী সূর্য্য নাই। কিন্তু তুমি যদি মনে কর, দুইটী আছে, তাহা হইলে দুইটীই লক্ষ্য করিবে। আবার, যদি একমাত্র মনে কর, তাহা হইলে, একমাত্র সূর্য্যই দেখিতে পাইবে। অতএব সংকল্প কিছুই নহে। সুতরাং ইহার চিকিৎসা করাও অতীব সহজ। ফলতঃ, যাহা সৎ বা সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চিকিৎসা করাই দুঃসাধ্য। অঙ্গারে মলিনতা যেমন সত্য, আত্মাতে সংসার তদ্রূপ সত্য হইলে, পুরুষার্থরূপ সলিল দ্বারা কখনও ইহা প্রক্ষালিত করা সাধ্য হইত না। কিন্তু ইহা, তণ্ডুলে তুষকঞ্চুকের ন্যায়, আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, পুরুষকার সহায়ে নিঃসন্দেহই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুত্র! অজ্ঞগণই সংসারকে সত্য ভাবিয়া, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অশেষ ক্লেশ অনুভব করে, কিন্তু প্রাজ্ঞেরা তাম্রে কালিমার ন্যায়, ইহাকে অসত্য ভাবিয়া, এক বারেই ত্যাগ ও তজ্জনিত নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করেন। যত্ন করিলে, ইহা অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব তুমি ইহার বিনাশে যত্নসহকৃত পুরুষকার বিনিযোজিত কর। একমাত্র অসৎ সংকল্পই এই সংসারের উদ্ভব ক্ষেত্র। এতাবতা, অল্পমাত্র যত্ন করিলেই, ইহার লয় হইবে, সন্দেহ কি? ছায়া প্রভৃতির ন্যায়, কোন্ অসৎ বস্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হয়? দীপালোকে অন্ধকারের ন্যায়, একমাত্র আত্মবিচারসহায়েই ইহার লয় হইয়া থাকে। তুমি যেমন এই সংসারের কিছুই নহ, এই সংসারের কিছুই তেমন তোমার নহে। অথবা, কেহই কাহারও কিছুই নহে। অতএব অবিলম্বে এই অনর্থভ্রান্তি পরিহার করিয়া, সুখী ও সচ্ছন্দ হও। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি,

তোমার হৃদয় হইতে সমুদায় ভ্রম দূরে পলায়ন করুক এবং তুমি বিজ্ঞানের উদয়ে আত্মতত্ত্বরূপ পরম পদে বিহার কর।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (দাশূর বশিষ্ঠসমাগম।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি রঘুকুলরূপ নির্ম্মল আকাশের পূর্ণশশাঙ্কস্বরূপ। তোমার সহিত সম্ভাষণ করিলেও পরমপ্রীতি-সঞ্চার হয়। অতএব মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

আমি তৎকালে নভোমণ্ডলে গমন করিতেছিলাম। পিতা পুত্রের এইরূপ সুমধুর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, পক্ষী যেমন আকাশ হইতে বৃক্ষশেখরে পতিত হয়, তদ্রূপ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই ফলকুসুমসমলঙ্কৃত কদম্ববৃক্ষের অগ্রভাগে পতিত হইলাম। দেখিলাম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে মহাশূর মহাতপা দাশূর প্রজ্বলিত পাবকের স্থায়, তেজঃপুঞ্জ কলেবরে আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ-বিনির্গত তেজোময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ধরাতল কাঞ্চনময় এবং সূর্য্যসম প্রভাপরম্পরায় বৃক্ষাগ্র প্রজ্বলিত হইয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র মহর্ষি দাশূর অতিমাত্র সম্ভ্রমসহকারে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন ও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিয়া, আমায় যথাবিধি পূজা করিলেন।

অনন্তর আমি সেই কদম্বাশ্রমের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া অবলোকন করিলাম, ঐ বৃক্ষের কোটর লতামণ্ডলে মণ্ডিত। মহাভাগ দাশূরের প্রসাদে মৃগগণ নির্ভয়ে তাহাতে বাস করিতেছে। চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণ মেঘমালা সঞ্চরণ করাতে, শরৎকালীন আকাশের স্থায়, উহার শোভা হইয়াছে। হিমকণারূপ মুক্তাস্তবক, কুসুমরূপ অলঙ্কার, পুষ্পপরাগরূপ চন্দন, কিসলয়রূপ শক্তবস্ত্র ও পুষ্পমালা এই সকল ধারণ করিয়া, ঐ বৃক্ষ যেন লতারূপ ললনার পাণিগ্রহণে সমুদ্যত হইয়াছে। উহার চতুর্দ্দিকে মঞ্জরীমণ্ডিত লতামণ্ডপমণ্ডলী শোভা পাইতেছে। তাহাতে ঐ বৃক্ষ পতাকা-

পরিব্যাপ্ত উটজরাজিবেষ্টিত মহোৎসবময় পুরীর প্রতিভা ধারণ করিয়াছে। তত্রত্য মঞ্জরীসকল সাক্ষাৎ বনদেবীর ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। অরুণবর্ণ প্রবাল সকল উহাদের বাহু, ঈষদ্বিকসিত কুসুমসকল উহাদের মৃদুহাস্য, বনবাতবিলোলিত পুষ্পগুচ্ছ উহাদের মাল্যদাম, স্তবকসকল উহাদের স্তন, পুষ্পের পরাগসকল উহাদের কুঙ্কুম, কোকিলকুলের কলধ্বনি উহাদের আলাপ এবং অলিকুল উহাদের চঞ্চল লোচন। মদমত্ত ভ্রমরমিথুন পরস্পর প্রণয়সমুচিত ধ্বনিসহকারে কখন পুষ্পগর্ভরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ ও কখন বা বহির্গমন করিয়া নিরতিশয় আহ্লাদভরে উহার চতুর্দ্দিকে কেলি করিতেছে। বনস্থলীর পুত্রস্বরূপ কপিকুল দাশূরের তপোবলে একান্ত শান্ত ও বিনীত হইয়া, অন্তরশাখা সকল আশ্রয়পূর্ব্বক বিহার করিতেছে। এবং পত্রপুটমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, কখন মৃগাদির আক্রোশশ্রবণমানসে ঊর্দ্ধকর্ণ ও কখন বা লুক্কায়িত হইতেছে। পক্ষিগণ নির্ভয়ে স্ব স্ব কুলায়ে বাস করিতেছে। উহার ফলসকল উত্তম রূপে পক্ক হইয়া, ধরাতলে পতিত হইতেছে। উপান্তবর্ত্তী মৃগাদি ভূতগণ তাহার ভক্ষণমানসে সমাগত হইয়া, মণ্ডলাকারে অবস্থিতি করিতেছে। পল্লবপুটমধ্যগত পুষ্পসমূহের মনোহর সৌরভে সমুদায় বনস্থলী আমোদিত হইতেছে। উহার চতুর্দ্দিকই পুষ্প, পরাগ ও ফলাদিতে পরিব্যাপ্ত। মৃগগণ উহার গলিত পত্রে শয়ন করিয়া, বিশ্রাম করিতেছে। এবং পক্ষিগণ নির্ভয়ে উহার প্রত্যেক কক্ষে অন্তর্হিত রহিয়াছে।

আমি এবংবিধ অশেষবিধ গুণবিশিষ্ট কদম্বতরু পরিদর্শনান্তর মহাভাগ দাশূরের সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, তাঁহার সর্ব্বগুণাকর শিষ্যকে বিজ্ঞানালোকরমণীয় জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলাম। আমার উপদেশে তাহার প্রবোধসঞ্চার হইল। এই রূপে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানরমণীয় প্রবোধজনক কথোপকথনে মুহূর্ত্তের ন্যায়, সেই তমস্বিনী রজনী প্রভাত হইলে, আমি

অমরনদীতে অবগাহনাদি অভিমত ব্যাপারপরম্পরা সমাধানানন্তর পুনরায় আকাশপথে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ করিয়া, স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলাম।

রাম! তুমি মহর্ষি দাশূরের দৃষ্টান্তে প্রকৃত বস্তু পরিগ্রহ ও অবস্তুসকল পরিহারপূর্ব্বক আত্মাকে উদারভাবে অলঙ্কৃত কর। এবং অনর্থক কল্পনাজাল ছিন্ন ও আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া, অবিলম্বে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত ও ত্রিভুবনের পরিপূজিত হও।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (বিচারযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! এই দৃশ্যজাল কিছুই নহে, এই-প্রকার বিচার করিয়া, ইহাতে কদাচ আসক্ত হইও না। যাহা কিছুই নহে, বিচারবান্ ব্যক্তিগণের তাহাতে আবার আস্থা কি? অতএব তুমি ইহাতে দৃঢ়ভাবনা দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ করিও না।

জগৎ ও আত্মা উভয়ের বহুল অন্তর বা বহুল পার্থক্য। জগৎ জড় ও আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। জড়স্বরূপে চৈতন্যস্বরূপের আস্থা কখন সম্ভব নহে। আত্মা কর্ত্তা হইলেও, অকর্ত্তা এবং আলোকাধার দীপের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে উদাসীন। তুমি এইপ্রকার বিচার করিয়া, স্বীয় মনকে সম্যক্‌রূপে শোধনপূর্ব্বক তৎসহায়ে পদার্থভাবনা পরিহার কর। এবং অন্তরবিহারিণী ভাবনাজননী আস্থাকেও দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, সুখস্বচ্ছন্দে বিহার কর। প্রদীপ যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও, সান্নিধ্যমাত্রে আলোক বিতরণ করে, অথবা রত্ন যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও, সান্নিধ্যমাত্রেই অন্ধকার নিরাকরণ করে, কিংবা সূর্য্য যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও, সান্নিধ্যমাত্রেই জাগতিক ব্যবহারপরম্পরা প্রবর্ত্তিত করে, তদ্রূপ ইচ্ছা না থাকিলেও, সেই পরমদেবের সত্তাসান্নিধ্যমাত্রেই জগতের স্বয়ং আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই রূপে আত্মাই কর্ত্তা

ও অকর্ত্তা এবং ভোক্তা ও অভোক্তা। তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। অথবা, অকর্ত্তৃত্বকেই শ্রেয় ভাবিয়া, আমি কর্ত্তা নহি, এইপ্রকার দৃঢ়ভাবনার অনুসরণপূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া, উপস্থিত কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান কর। যাহার কর্ত্তৃত্বজ্ঞান নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিশ্চয় মনে করে, আমি কিছুই করি না, সে বিষয়সকল ভোগ করুক আর নাই করুক, তাহার বিরাগ জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। আমি কর্ত্তা নহি, নিত্য এইপ্রকার ভাবনা করিলে, চিত্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে, সমদর্শিতারূপ পরম অমৃতযোগভোগ হইয়া থাকে। অতএব তুমি অকর্ত্তা হইয়া, তাদৃশ অমৃত পান কর।

যেখানে কর্ত্তৃত্ব, সেই খানেই অভিমান, যেখানে অভিমান সেই খানেই পতন ও নরক। এবিষয়ে অন্যবিধ বিচার করিও না। আমি করিতেছি, আমি না করিলে, কিছুই হয় না, ইত্যাদি কর্ত্তৃত্বকল্পনা করিয়াই, লোকে পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায় অবসন্ন ও বিপন্ন হইয়া থাকে। হায়, কি কষ্ট! মানুষ অন্ধ, মানুষ ইহা জানিয়াও জানে না, দেখিয়াও দেখে না ও শুনিয়াও শুনে না। ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতা ও অহংমন্যতা আর কি আছে? এই আমার পুত্র অনশনে রহিয়াছে; এই আমার কন্যা এখনও খাইতে না পাইয়া, মলিনমুখী ও শুষ্কবদনা হইয়াছে; এই আমার পিতা মাতা সেবাবিরহে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন; আমি না হইলে, ইহাদের কি হইবে! ইত্যাকার অন্ধ উদ্ধত ও মলিন কল্পনা করিয়া, আপনা আপনি কর্ত্তৃত্বাভিমানে মত্ত ও হতজ্ঞান হইয়া, হতভাগ্য গৃহী জন্মের মত বা জীবনের মত বিনা কারাবন্ধ ও নিরতিশয় নিযন্ত্রিত হইয়া থাকে। সংসারের ইহাই মোহ, ইহাই ইন্দ্রজাল, ইহাই মায়া এবং ইহাই গ্রহাবেশ বা ভূতাবেশ।

অতএব তুমি কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ কর, আমি কিছুই

নহি ভাবিয়া, একমাত্র আত্মপথের অনুসরণ কর এবং অশেষ সুখের মূল ও হেতু বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগ কর।

সংসার যখন কিছুই নহে, তখন আমি কর্ত্তা, এইপ্রকার চিন্তা করিলেই বা কি হইবে? তুমি নিজে যখন কিছুই নহ, তখন তোমার কর্ত্তৃত্ব আবার সিদ্ধ কি? তুমি কর্ত্তৃত্ব কর আর না কর, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধিও কিছুই নাই। তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার কর্ত্তৃত্ব আছে কি না, বুঝিতে পারিবে। যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই রক্ষা করেন। লোকে উপলক্ষমাত্র। তুমি এই মুহূর্ত্তে দরিদ্র হইতে পার, অথবা এই মুহূর্ত্তেই ক্ষমতাহীন হইতে পার। তখন তোমার কর্ত্তৃত্ব কোথায় থাকিবে? সত্য বটে, তুমি পরিবার-দিগকে ভরণ পোষণ করিতেছ। সত্য বটে, তুমি অনেক লোকের আহারদাতা। কিন্তু তাহাতে তোমার কর্ত্তৃত্ব কি? কেননা, তুমি এই মুহূর্ত্তে উপায়হীন হইলে, আর কে তাহাদের ভরণপোষণ করিবে? তখন তোমার কর্ত্তৃত্ব কোথায় থাকিবে? তখন তুমি নিজেই হয় ত খাইতে পাইবে না। সংসারে শত শত ব্যক্তির এইরূপ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ইহা স্থির নিশ্চয়, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া, ধনী বা দরিদ্র হয় না। তবে তাহাতে তাহার আর কর্ত্তৃত্ব কি?

ইত্যাকার বিচার করিয়া, তুমি কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহার কর এবং ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা ভাবিয়া, তাঁহাকেই আশ্রয় ও উপাসনা কর। সংসার অতি বিষম স্থান। এখানে কেহ কাহারই নহে। এমন কি, নিজেও নিজেরও নহে। মন, যখন ইচ্ছা, যেখানে সেখানে ধাবমান হয়। বর্ষাকালীন বহুবেগা তরঙ্গিণীর ন্যায়, তৎকালীন তাহার উদ্দাম বা বহুদ্ধত গতি নিবারণ করা কাহারও সাধ্য নহে। তুমি শতশঃ চেষ্টা কর, মনকে ফিরাইতে পারিবে না। তুমি বলিয়া নহ, মানুষমাত্রেরই এই দশা। নিতান্ত

ঋষিতপস্বী না হইলে, মনকে আয়ত্ত করা সহজ নহে। তবে আর কাহার উপর কাহার কর্ত্তৃত্ব আছে।

এই সকল ভাবিয়া দেখিলে, একমাত্র সেই পরমাত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। তিনি যাহা করিয়াছেন, কোন কালেই তাহার লয় নাই। সুতরাং তাঁহার কর্ত্তৃত্বই প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব। দেখ, তিনি যে আলোক ও অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা চিরকালই হইতেছে। তিনি যে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিধান করিয়াছেন, তাহাও চিরকাল সমভাবে হইতেছে। তিনি যে জন্ম মৃত্যুর নিয়ম করিয়াছেন, তাহাও চিরকাল সমভাবে হইতেছে। কিন্তু মানুষ আজি যাহা করে, কল্য তাহা থাকে না। অথবা, সে অনেক দূরের কথা। সে এই মুহূর্ত্তে যাহা করে, পর মুহূর্ত্তে তাহা থাকে না, সর্ব্বথা বিপরীতভাব পরিগ্রহ করে। অতএব মানুষের কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তৃত্বই নহে। উহা বালকের ক্রীড়া ও কল্পনা মাত্র, তাহার সন্দেহ নাই। বালক এই যাহা করে, পরক্ষণে তাহার লয় করিয়া থাকে। মনুষ্যেরও তদ্রূপ। তবে তাহার আর কর্ত্তৃত্ব কি? তুমি ইহাই ভাবিয়া, অকর্ত্তা হইতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে, সুখী, স্বচ্ছন্দ, নিরুদ্বেগ, নিরাময়, হতদৌর্ভাগ্য ও হতবিতশোক হইবে, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

অথবা, যদি প্রকৃত রূপে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও, প্রকৃত মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে। কেননা, আমি এই সকলের কর্ত্তা, তদ্ব্যতীত অন্য কর্ত্তা নাই, এইপ্রকার নিশ্চয়বান্‌ ব্যক্তির রাগদ্বেষাদির সম্ভাবনা কোথায়? যাহার রাগদ্বেষাদি নাই, তাহার আবার অমঙ্গল কি? পুনশ্চ আমি জগতের কিছুই নহি এবং তজ্জন্য কিছুরই কর্ত্তা নহি, এইপ্রকার ভাবনা করিলেও হর্ষা-মর্ষেরই বা সম্ভাবনা কোথায়। কেননা, ইত্যাকার বিচার করিলে, একমাত্র সমতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সত্য হইতেই সমতার আবির্ভাব হয়। যাহার চিত্তে সমতার আবির্ভাব হইয়াছে, সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে কখন জন্মমরণক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া, একমাত্র আত্মাতেই অবস্থান কর। এই আমি, উহা আমি নহি, আমি ইহার কর্ত্তা, আমি উহার কর্ত্তা নহি, মূঢ়েরাই দুঃখভোগের জন্য এইপ্রকার ভাবময়ী দৃষ্টির অনুযায়ী হয়। আমি দেহী, এইপ্রকার অবধারণ পূর্ব্বক লোকমাত্রেই যে আত্মদেহে মমতা ও আসক্তি প্রদর্শন করে, ঐরূপ আসক্তিই সাক্ষাৎ কালসূত্রনামক নরকে অবস্থান, মহাবীচিনামক নরকের বন্ধনী এবং অসিপত্রবননামক নরকের সংস্থান জানিবে। অতএব সর্ব্বনাশ ঘটিলেও, সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে তাদৃশী মমতা ও আসক্তি একবারেই পরিহার করা ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এবিষয়ে আর অধিক বক্তব্য নাই। যাঁহারা আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাঁহারা উল্লিখিতরূপ আসক্তি হইতে দূরে অবস্থিতি করেন। এই আসক্তির নাম দেহস্থিতি। এই দেহস্থিতি কুক্কুরমাংসের ভারবাহিনী চণ্ডালিনীর ন্যায়, মাংসমাত্রের ভারবাহিনী এবং অতিমাত্র অনর্থজননী ও সর্ব্বথা সংশয়কারিণী। অতএব ইহাকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বহির্ভূত করিলে, নির্ম্মেঘ জ্যোৎস্নার ন্যায়, দৃষ্টির নির্ম্মলতা উপস্থিত হয়, এবং দৃষ্টি নির্ম্মল হইলে, সংসারপাররূপ তমঃপার অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, আমি কর্ত্তা নহি এবং এই দেহাদিও আমার নহে, এইপ্রকার অবধারণ করিয়া, তুমি আত্মাতে অবস্থান কর। অথবা, আমি কর্ত্তা, আমারই এই দেহাদি এবং সমস্তই আমি, এইপ্রকার দৃঢ় ভাবনা করিয়া, পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হও। কিম্বা, আমি কে, আমি কিছুই নহি, এই প্রকার অবধারণ পূর্ব্বক পদবিৎ সাধুগণের অধিকৃত পরম পদে অধিরোহণ কর।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (বাসনা ত্যাগ কর)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার কথাসকল যেরূপ সত্য,

সেইরূপ সুন্দর। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন তিরোহিত হয়, আপনার উপদেশে আমার অন্তরতম তেমনি নিরাকৃত হইল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, ব্রহ্ম ভোক্তা হইলেও, অভোক্তা এবং কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা। ভগবন্! আপনার শীতল নির্ম্মল সদুপদেশে সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর ব্রহ্ম আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু আমার আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা নিরাকৃত করিতে হইবে। সূর্য্যে অন্ধকার যেমন সম্ভব নহে, কল্পনাহীন স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মে তেমন, ইহা আমি উহা আমি নহি, ইত্যাদি কল্পনাও সর্ব্বথা অসম্ভব। সুতরাং, কিরূপে তাঁহাতে এই কল্পনার আবির্ভাব হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস। সিদ্ধান্তসময় সমুপস্থিত হইলে, তুমি ইহার প্রকৃত-তত্ত্ব-পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে। মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত ভিন্ন এইপ্রকার প্রশ্নের প্রকৃত অর্থাবগতির সম্ভাবনা নাই। যুবা যেমন প্রণয়গীত-শ্রবণের যোগ্যপাত্র, তদ্রূপ আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই এ বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণের উপযুক্ত। রাগদ্বেষময় বাক্য যেরূপ বালকের অনুপযোগী, এবিষয়ের উদারোদার প্রয়োজনক উত্তর তেমন অর্দ্ধ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। অথবা, তুমি স্বয়ং আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই, আপনা হইতে ইহার প্রকৃত উত্তর প্রাপ্ত হইবে। কাহাকেও তখন উপদেশ করিতে হইবে না। যাবৎ আত্মাকে জানিতে পারা না যায়, তাবৎ পরাধীনতা বা অন্যদীয় সাহায্য-সাপেক্ষতা; কিন্তু আত্মাকে অবগত হইলে, তৎক্ষণাৎ লোকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইয়া থাকে।

সৌম্য। বাসনা দ্বারা যে বন্ধন, তাহাই বন্ধন এবং বাসনার যে মুক্তি, তাহাই মুক্তি, এইরূপ বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব তুমি বাসনা ত্যাগ কর। অনর্থক ইচ্ছা করিয়া, বদ্ধ হইও না এবং স্বীয় বুদ্ধির অবমাননা করিও না। কিন্তু এক বারে বাসনা ত্যাগ করিয়া, মোক্ষের অভিলাষী হইও না। বিষয়ের যে বাসনা

তাহার নাম তামসী বাসনা এবং মৈত্র ও দয়াদিরূপ যে বাসনা, তাহার নাম সাত্ত্বিকী বা বিশুদ্ধ বাসনা। প্রথমে তামসী বাসনা ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ বাসনার অনুসারী হও। অনন্তর মনোবুদ্ধিসমন্বিত উল্লিখিত বিশুদ্ধ বাসনা ত্যাগ করিয়া, মনকেবিনষ্ট কর। মন বিনষ্ট হইলেই, পরমপদ অবশিষ্ট ও অনায়াসেই অধিকৃত হয়। তুমিও মনকে বিনষ্ট করিয়া, এই পরমপদে অধিবিষ্ট হও।

বৎস! এই রূপে তুমি কল্পনা, কাল, বাসনাবর্জ্জিত বিষয়, ইন্দ্রিয় ও সমুদায় সংসার ত্যাগ করিয়া, ব্যোমস্বরূপ ও চিন্ময় হইয়া, সংসারের পূজনীয় হও।

যিনি সমস্ত কল্পনা বা ভাবাভাবময়ী বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অব্যগ্র হৃদয়ে অবস্থিতি করেন তিনিই যুক্ত ও তিনিই পরম ঈশ্বর। যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত আস্থাকে দূরে পরিহার করেন, তিনি সমাধি বা তদনুরূপ মুক্তিসাধন অন্যান্য কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করুন আর নাই করুন, অবশ্যই মুক্তিলাভ করিয়াছেন, জানিবে। যাঁহার বাসনা বিগলিত হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম করিলেও যেমন, না করিলেও তেমন, ফল প্রাপ্ত হন না। তাঁহার সমাধি ও জপাদিও তদ্রূপ নিষ্ফল হইয়া থাকে। মনীষিগণ বহুকাল বহু অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন, যে, বাসনা ত্যাগ করিয়া, মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে, পরমপদপ্রাপ্তিরূপ চরম অভীষ্ট লাভ হয় না। দশ দিক্ বা চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিয়া, যে, সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোনটীই সৎ বা বিদ্যমান নাই। লোকে যজ্ঞাদি যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তৎসমস্তই শরীররক্ষা নিমিত্ত। তাহাতেও পরমার্থ প্রতিপত্তির কোনরূপ সম্ভাবনা অথবা আত্মার কিছুমাত্র উপকার নাই। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অন্তরীক্ষে, পাতালে, বা ব্রহ্মলোকে এরূপ জ্ঞানশালী প্রায়ই লক্ষিত হয় না, যাঁহার মন হইতে হেয়োপাদেয় প্রভৃতি অসদুত্থিত নিশ্চয়পরম্পরা বিদূরিত হইয়াছে। লোকে ত্রিভুবনের একাধি-

পত্য প্রাপ্ত হইলেও, আত্মজ্ঞানব্যতিরেকে কোন মতেই বিশ্রান্তি বা শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়রূপ প্রবল শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে যাঁহাদের জয়লাভ হইয়াছে, সেই সকল মহামতি ব্যক্তিবর্গই প্রকৃত পূজার পাত্র।

যিনি তত্ত্বযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তিনিই মহাত্মা এবং তিনি গোষ্পদের ন্যায়, সই সংসার অনায়াসেই অতিক্রম করেন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান বশতঃ তত্ত্বযুক্তিকে এক বারেই পরিহার করিয়া, বিচরণ করে, তাহারা মহাবর্ত্তসঙ্কুল অপার ভীষণ মহাসাগরের ন্যায়, এই সংসারে মগ্ন হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্ত বিস্তৃত বা প্রশস্ত হইয়াছে, তাহারা এই অপার বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডকে সামান্য কদম্বগোলকের ন্যায়, নিতান্ত সামান্য জ্ঞান করেন এবং ধনদারাদি ভোগ্য বস্তু সকলেও একান্ত হেয় বোধে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তুমি স্বভাবতঃ সুনির্ম্মল সুন্দর মনীষা সম্পন্ন। এইসকল বিচার করিয়া, একমাত্র আত্মাতেই অবস্থান ও তত্ত্বজ্ঞান সহায় কর। এবং যাহারা ঈদৃশ অতি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য যুদ্ধাদি ঘোরতর ক্রূরব্যাপারপরম্পরার সাহায্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী বিনাশ করে, তাহাদিগকে মূঢ় ভাবিয়া, পরিহার ও শত সহস্র বার ধিক্কার প্রদান কর। হায়, তাহাদের সেই কার্য্যেও ধিক্! স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা পাতালে কোন স্থানে তত্ত্বজ্ঞানীগণের অবশ্যকর্ত্তব্য কোনরূপ কার্য্যই দৃষ্ট হয় না।

আকাশে মেঘ যেমন প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ হৃদয়ে জগদ্ভাব আবির্ভূত হইলে, তত্ত্ববিদ্গণ কোন মতেই উহার অনুমোদন করেন না। এবং রাজহংস যেমন শৈবালে বীতরাগ হয়, তত্ত্বজ্ঞেরাও তদ্রূপ এই বিষয়সুখকে অতীব হেয়, অতীব ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব বিলোল বোধে এক বারেই পরিহার করেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নির্ম্মল শান্তিসুখেরও কোন কালেই অভাব হয় না। অতএব তুমি সর্ব্বথা তত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ হও।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (কচগাথা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো! সুরাচার্য্য বৃহস্পতির পুত্র কচ এবিষয়ে যে পবিত্র গাথা কীর্ত্তন করেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বৃহস্পতিনন্দন কচ সুমেরু পর্ব্বতের অন্তর্গত কোন গহন অরণ্যে কোন সময়ে ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করিয়া, আত্মাতে বিশ্রান্তি লাভ করিলে, তাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ ও ভ্রম সমুদায় বিগলিত, এবং জ্ঞানামৃত পান করিয়া, তাঁহার পরম তৃপ্তি সঞ্চরিত ও নিরতি বিকাস সমুদ্ভূত হইল। তখন তিনি একমাত্র আত্মাকেই সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া, বিস্মিত, হর্ষিত ও প্রীতচিত্ত হইয়া, গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, অহো! একমাত্র আত্মাই প্রলয়কালীন মহাসাগরের ন্যায়, সমুদায় বিশ্ব ব্যাপ্ত ও পূর্ণ করিয়া আছেন। অতএব কি করি, কোথা যাই, কি গ্রহণ ও কিই বা ত্যাগ করি? আত্মা সমস্তই পূর্ণ করিয়া আছেন। অতএব সুখও আত্মা, দুঃখও আত্মা, আশাও আত্মা আকাশও আত্মা, এই রূপে সমস্তই আত্মা। সুতরাং, আমার সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? আমার সকল ক্লেশের অবসান হইয়াছে। বাহিরে আত্মা, অন্তরে আত্মা, নিম্নে আত্মা, ঊর্দ্ধে আত্মা, সকল দিকেই আত্মা, এখানে আত্মা, ওখানে আত্মা, সকল স্থানেই আত্মা, সকলই আত্মা, আত্মাই সমস্ত, আমিও আত্মা ও আত্মাতেই অবস্থিতি করিতেছি, এমন স্থানই নাই, যেখানে আত্মা নাই এবং এমন বস্তুই নাই, যাহা আত্মা নহে। চেতন, অচেতন, বস্তুমাত্রই আত্মাস্বরূপ। অতএব আমিই সমস্ত। আমার কিছুই অভাবনাই। আমিই মহাসাগরবৎ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত ও পূর্ণ করিয়া, সুখে বিরাজ করিতেছি।

গুরুপুত্র কচ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর মেঘের ন্যায় গভীর স্বরে সূক্ষ্মকোমল ওঁ কারধ্বনি করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার

তুরীয়পদ প্রাপ্তি হইল। আর তাঁহার বাহ্য বা অভ্যন্তর কিছুই রহিল না। তখন তদীয় হৃদয়ে যাবতীয় কল্পনাকলঙ্ক বিগলিত, প্রাণবায়ুবৃত্তি অন্তর্হিত ও ভ্রম সমুদায় অপগত হইলে, তিনি শরৎকালীন নির্ম্মেঘ আকাশের ন্যায়, নিরতি বিরাজমান হইলেন।

একোনষষ্টি সর্গ (বিষয়ই বিষ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! যাঁহারা অন্ন, পান ও স্ত্রীসম্ভোগাদি কোন বিষয়ই সুখের নহে, জানিয়াছেন, তাঁহারা আর এই হেয় জগতে কি প্রার্থনা করিবেন? তাঁহারা পরমপদে আরোহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনার বিষয় কিছুই নাই। অনঘ! স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়পরম্পরা যেরূপ অসার ও আপাতরম্য, সেইরূপ পরিনামবিরস। অতএব যাহারা ইহাতে তৃপ্তি বা সন্তোষ বোধ করে, তাহারা নররূপী গর্দ্দভ। সেই সকল মনুষ্য-গর্দ্দভের মুখ হইতে, ইহা মনোহর, এই স্ত্রীদেহ, এইরূপ কথা সকলই কেবল বহির্গত হয়। যাহারা সেই সকল বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারা অসাধু ও পশু। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানবান্, তাঁহারা কদাচ ঈদৃশ অসার বিষয়ভোগে সুখানুভব করেন না। বিবেক বা বিজ্ঞানের উদয় হইলেই, বিষয়ভ্রম তৎক্ষণে তিরোহিত হয়। সুতরাং উহা মোহময় ও সর্ব্বথা অসত্য। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই সত্য ভাবিয়া, সুখের জন্য উহাকে আশ্রয় করিয়া, বঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাজ্ঞেরা ইহাকে অসৎ ও অস্থির ভাবিয়া, কোন মতেই সন্তোষ অনুভব করেন না।

অনঘ! বিষয় দারুণ বিষস্বরূপ। ভোগ না করিলেও, ইহা বিষের ন্যায়, বিষম মূর্চ্ছা সমুৎপাদন করে। অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তেই এই বিষম বিষয়ব্যবহার বিসর্জ্জন করিয়া, একমাত্র আত্মগতির অনুসারী হও। আত্মদর্শী ভাবনার বশীভূত

হইলে, বিষয় আর ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। অনাত্মময় ভাবনা দ্বারা চিত্ত স্থিতি প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ জগজ্জাল আবির্ভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা এই অনাত্মময় ভাবনাবশেই মনঃকল্পিত মহাশরীর পরিগ্রহ করেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মন কি রূপে ব্রহ্মা রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া এই জগতের প্রকাশ করে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পদ্মযোনি শয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়া, ওঁ ব্রহ্ম, এইপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করেন, এইজন্য তাঁহার নাম ব্রহ্মা। তিনি তেজঃসঙ্কল্প দ্বারা মহাতেজের সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে দিবাকর প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার শরীর হইতে যে অগ্নিশিখা বিনিঃসৃত হয়, তাহার প্রভায় সমস্ত আকাশ আলোকিত এবং তাহার লম্বমান প্রজ্জ্বলিত জটাভারে ভুবনবিবর সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অনন্তর ব্রহ্মা ঐ তেজ বিভাগ করিয়া, মরীচিপ্রমুখ প্রজাপতিবর্গের সৃষ্টি করিলে, তাঁহারা তদীয় সংকল্প সহায়ে যাহা মনে করেন, তাহাই করিয়া থাকেন। এই রূপে তাহাদের সংকল্প হইতে বিবিধ ভূতগণের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে প্রজাবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতিগণের সৃষ্টি হইলে, ব্রহ্মা বেদসংকল্প দ্বারা বেদের ও পরে অন্যান্য শাস্ত্রমর্য্যাদার সৃষ্টি করেন।

মনোময়-বৃহদ্বপু ব্রহ্মা এই রূপে সংকল্পসহায়ে সত্ত্বরজস্তমোময় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং ইহা সংকল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। এতদ্বিধায় দেবগণও সংকল্প হইতে সমুৎপন্ন।

অনঘ! ব্রহ্মা এই সৃষ্টিকে মায়াময়, সংকল্পময় জ্ঞান করিলেই, সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করিয়া, আত্মা দ্বারা সেই আত্মাকেই দর্শন করেন। ঐ সময়ে ব্রহ্মপদে মনোবৃত্তি সন্নিহিত ও অহঙ্কার বিগলিত হইলে তিনি ব্রহ্মপদে মনোবৃত্তি সন্নিহিত ও অহংকার বিগলিত হইলে, ক্ষোভরহিত হইয়া, অতিবিস্তৃত প্রশান্ত মহা-

সাগরের ন্যায়, অপারপর্য্যন্ত বিশুদ্ধস্বরূপ শান্ত আত্মাতে পরম সুখে অধিষ্ঠান করেন। ইহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি।

পরমাকাশে ব্রহ্মের সংকল্পরূপ চিদাত্মার সৃষ্টিকে সত্ত্বপ্রধান প্রথম বিধ্যনীক কহে। তদনন্তর প্রজাপতিগণ যে সৃষ্টি করেন, তাহার নাম মধ্যম বা রাজসসাত্ত্বিক সুরানীক। আর তমোগুণ-প্রধান সৃষ্টির নাম অধম সৃষ্টি বা তামসসাত্ত্বিক নরানীক। সাত্ত্বিক বিধ্যনীক স্বয়ংই জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভ করে, এইজন্য উহা প্রথমপদ-বাচ্য। রাজস-সুরানীক সুরদাদির উপদেশে জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, এই জন্য উহা মধ্যমপদবাচ্য। আর তামস নরানীক তপস্যা ও যজ্ঞাদির সাহায্যে জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভ করে এবং ভোগলম্পটের সংসর্গপ্রযুক্ত ভোগলম্পট হইয়া, সংসারে বদ্ধ ও পরে সঙ্গত্যাগ করিয়া, সাধুসঙ্গ আশ্রয় পূর্ব্বক মুক্ত হয়, এইজন্য উহা অধমপদ-বাচ্য। এইরূপেই রাজসী ও সাত্ত্বিকী জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ষষ্টিতম সর্গ (বিচারপুরুষাশ্রয়যোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহামতে। ব্রহ্মা সমাধি হইতে উত্থান পূর্ব্বক সৃষ্টি করিতে কল্পনা করিলে, ভূতগণ ব্রহ্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভবপঞ্জরে প্রবেশ করে এবং মন মায়াময় ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত চিদাকাশে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তখন জীবগণ নিরন্তর পর-ব্রহ্ম হইতে বিনিঃসৃত হয়। তন্মধ্যে কতক জীব সংসারে লিপ্ত ও কতক বিশ্রাম লাভাশয়ে পুনরায় সেই পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে।

জীবগণ প্রথমে অনাদি-মধ্যান্ত পরমপদ হইতে সমুৎপন্ন হয়। পরে ধূম যেমন মেঘমণ্ডলে, তদ্বৎ ভূতাকাশে প্রবেশপূর্ব্বক, ক্ষীর যেমন জলে, সেইরূপ ব্রহ্মাকাশ-মারুতে মিলিত হয়। অনন্তর আকাশ বায়ুবশে তেজ, জল বা পৃথিবীতে সমাগত হইয়া, রূপ রস

ও গন্ধাদি তন্মাত্রগণের সহিত সমবেত, প্রাণাত্মা রূপে পরিণত ও বিবশীকৃত হইয়া থাকে। অনন্তর প্রাণবায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, ওষধি প্রভৃতিতে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করে। তদবস্থায় ভূতগণ ভক্ষণ করিলে, তাহাদের রেতোরূপে পরিণত হইয়া শরীরধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। তৎকালে তাহাদের দেহে জ্ঞান অনভিব্যক্ত হইয়া, অবস্থিতি করে। এই রূপে রাক্ষসাদি তমঃপ্রধাণ নরানীক সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বৎস! কতকগুলি জীব উল্লিখিত বিধানে ওষধি প্রভৃতিতে প্রবেশ ও পুষ্পাদি দেহ ধারণপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুত হইয়া, ধূমের সহিত সূর্য্যমণ্ডলে সমাগত ও তথা হইতে চন্দ্রমণ্ডলে পতিত ও তদীয় অংশুতে মিলিত হইয়া, কল্পবৃক্ষের ফলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তদবস্থায় দেবগণ ভক্ষণ করিলে, তাঁহাদের রেতোরূপে পরিণত ও দেবজন্মগ্রহণপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া, বিচরণ করে। এই রূপে সুরানীক রাজস-সাত্বিক জাতির সৃষ্টি হয়। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়বিহীন ও প্রলয় পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার ভোগবিরত হইয়া, জীবনযাপন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই এইরূপ দেবজন্ম, তত্ত্বজ্ঞান ও জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

সাত্বিক জাতির অন্তর্নিবিষ্ট জীবগণের মধ্যে কাহারই প্রায় পুনর্জ্জন্ম হয় না। রাজস-সাত্বিক জীবগণ অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনাপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিলে, সাত্বিক পদ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। জীবন্মুক্ত হইয়া, পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকেন। রাক্ষসাদি জীবগণ স্থাবরের ন্যায়, এক কালেই জ্ঞানহীন তৎপ্রযুক্ত তাহারা আত্মজ্ঞানবিচারে বঞ্চিত।

একষষ্টি সর্গ (মরণসংস্থিতিবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! পরমবুদ্ধিমান্ রাসজ্ঞ সাত্বিক জীবগণ আকাশের ন্যায়, নিরতিশয় নির্ম্মল। তাঁহাদের কোন কালেই

খেদ বা গ্লানি নাই। তাঁহারা প্রভাতকালীন পদ্মের ন্যায়, পরম-প্রফুল্ল ও শারদ-পার্ব্বণ শশাঙ্কের ন্যায়, সাতিশয় সৌম্যভাবে অলঙ্কৃত; তজ্জন্য লোকমাত্রেরই প্রীতিকর ও মনোহর। বৃক্ষের সহিত পুষ্পাদির যেরূপ কোন কালেই বিচ্ছেদ নাই, তদ্রূপ তাঁহারা সদাচারের সহিত সর্ব্বকাল অবস্থিতি করেন। শৈত্য যেমন চন্দ্রের সহিত চিরকালই মিলিত, তদ্রূপ সাক্ষাৎ শান্তিস্বরূপা; শশাঙ্কবৎ সৌন্দর্য্যশালিনী, সুধা-সংপূর্ণা, মোক্ষভাগিনী তত্ত্ববুদ্ধি বিপদেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না; সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায়, তাঁহাদের অনুগামিনী হইয়া থাকে। ঐ সকল সাধু ও দুর্লভ মহাপুরুষ সকল গুণের সাগর, সৌম্যপ্রকৃতি ও সর্ব্বত্র সমভাব বিশিষ্ট। তাঁহারা কোনকালেই বৈদিক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। অতএব তুমি অবিলম্বেই সম্পদরূপ সেই মহার্ণবের পদ লাভ কর, বিষয়ভোগরূপ আপৎসাগরে মগ্ন হইও না। ঐ রাক্ষস সাত্ত্বিক পদে কোনরূপ আপদ নাই। তুমি ঐ পদে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বখেদবিবর্জ্জিত হইয়া, পরম সুখে বিহার কর; বারংবার সৎশাস্ত্রের বিচার দ্বারা অসম্যক্‌দৃষ্টি পরিহার, ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনী অনিত্য ক্রিয়া বিসর্জ্জন ও অজ্ঞানসন্ততিরূপ শুভাশুভ পদার্থভাবনা ত্যাগ করিয়া, অনন্ত, নিত্য ও সম্যক্ রূপে সার্থকভাববিশিষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ যত্ন কর এবং সাধুগণের সহবাসে অবস্থিতি করিয়া অবিশ্রান্ত পরম যত্ন সহকারে, বারংবার- আমি কে, এই সংসারই বা কি, এইপ্রকার বিচার কর। কর্ম্মরূপ বিষম আপদে পতিত হইও না। অহংকার, দেহ ও সংসার প্রভৃতির বিচার সহকারে অসৎ বস্তু সকল ত্যাগ করিয়া, একমাত্র সেই পূর্ণ সত্যের ভাবনা কর এবং অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া, সেই নিত্য চিন্মাত্রকে দর্শন কর। এই চিৎ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগ, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বময় ও শিবস্বরূপ। এবং তিনি যেরূপ ভুবনভূষিত শরীরে, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ও ভাস্বর ব্যোমমণ্ডলে বিরাজ করেন, তদ্রূপ পাতালবিবরে ও কীটগণের উদরেও অধিষ্ঠিত হয়েন। আকাশ ও ঘটাকাশ উভয়ই যেমন এক

চিৎ ও দেহও তদ্রূপ অভিন্ন। এইরূপে সেই স্বরূপ অবিনাশী চিৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন। তথাপি, মূঢ়েরাই কেবল এই ব্যক্তি জন্মিল ও অমুক ব্যক্তি মরিল, এইপ্রকার বিবেচনা করে। জন্ম আছে, বিনাশ নাই, এরূপ বস্তু যখন কিছুই নাই, তখন সমস্তই চিতের সদসৎ অভ্যাসমাত্র, সন্দেহ কি? এই দৃশ্য-জাত পূর্ব্বেও ছিল না ও মোক্ষান্তেও থাকিবে না, এইজন্য সম্পূর্ণ অসৎ। লোকে কেবল মোহবশেই সৎ জ্ঞান করিয়া বদ্ধ ও নিযন্ত্রিত হয়।

প্রথমে সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ধীরগণের সমক্ষে শিষ্যা-পরাধসহিষ্ণু, বিষয়বাসনাবিবর্জ্জিত পরম সচ্চরিত্র গুরুর সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। কেননা, ঐ রূপে বৈরাগ্য-সমাযুক্ত পণ্ডিতের সহিত বিচার করিলে, মহাযোগসহায়ে পরম-পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি বেদ বেদাঙ্গপারগ, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সৎ গুরুর সহবাস ও বৈরাগ্যের অভ্যাস দ্বারা সমক্ রূপে শোধিত হন, তিনিই আত্মবিজ্ঞান লাভ করেন।

বৎস! তোমার সমস্ত বিভ্রম বিরহিত ও ধৈর্য্যশক্তি সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমি যেমন সদ্‌গুণের সাগর, সেইরূপ তোমার আচার ব্যবহারও উদারতাময়। তজ্জন্য তুমি আত্মাতে সুখে বিহার করিতেছ। সংসারভাবনার অবসান ও সংবিৎপ্রাপ্তি নিবন্ধন শারদীয় নির্ম্মেঘ আকাশের ন্যায়, তোমার স্বভাবও নির্ম্মল হইয়াছে, এবং তোমার মনও চিন্তাহীন, কল্পনাহীন, বিভাগহীন ও বন্ধনহীন হইয়াছে। লোকে রাগদ্বেষবিহীন হইয়া, তোমার অনুসরণ করিবে। যাহারা তোমার ন্যায় এইপ্রকার নির্ম্মলচরিত হইবে, তাহারা আত্মজ্ঞানরূপ অর্ণবপোত সহায়ে অনায়াসেই সংসারসাগর উত্তরণ করিবে; এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তোমার ন্যায়, সজ্জন ও সমদর্শী ব্যক্তিই আমার এই জ্ঞানদৃষ্টিসমন্বিত তত্ত্বজ্ঞানময় সদুপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত। তুমি এই উপদেশানুসারে সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জন ও রাগদ্বেষ-

বিহীন নির্ম্মল বুদ্ধি সহায় করিয়া, যাবৎ দেহ, তাবৎ লোকাচারের অনুবর্ত্তী হও। এবং যথেচ্ছাচারিণী পরবঞ্চক মূঢ়গণের পদবী পরিহার ও গুণিগণের ন্যায়, সদাচারবর্ত্মের অনুসরণ করিয়া, পরম শান্তি লাভ কর। এবং শুদ্ধ সাত্ত্বিক জীবন্মুক্তগণের স্বভাব সঞ্চয় করিয়া, ভাবিজন্মপরম্পরা অতিক্রম পূর্ব্বক জীবন্মুক্তপদে অধিষ্ঠিত হও। সাত্ত্বিক স্বভাবের অনুসারী হইলে, সাত্ত্বিক উদার জন্ম লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভেদে যে যরূপ জাতির ভজনা করে, পরলোকে সে সেই রূপেই জন্মিয়া থাকে।

প্রাজ্ঞ! পৌরুষ সহায়ে অভিষ্টফলপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিতাপক্ষে কোনরূপ সন্দেহ নাই। অতএব নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হইলেও, মোক্ষলাভের নিমিত্ত পৌরুষ প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হতাশ্বাস হইয়া, হস্ত-পদশূন্যের ন্যায়, বসিয়া থাকা মূঢ়ের কার্য্য, সন্দেহ কি? প্রবল পরাক্রান্ত সসৈন্য নরপতি অথবা গহন-বনসংকুল ভয়াবহভূধর সমস্তই নীতিশাস্ত্রানুযায়ী পৌরুষবলে অবশ্যই পরাস্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধিবিষয়ভোগে নিরত হইলে, পঙ্কপতিত গাভীর ন্যায়, মগ্ন ও অবসন্ন হয়। ধৈর্য্যসহকৃত পুরুষকার সহায় না হইলে, তাহার উদ্ধার করা দুর্ঘট। যাহারা ঐ রূপে বুদ্ধির উদ্ধার করিতে পারে, তাহারাই বিবেকবলে শুদ্ধ সাত্ত্বিক জাতিতেই সমুৎপন্ন ও জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে রাজসী বা অন্যবিধ জাতির কোনরূপ বিশেষ নাই।

রাম! ব্রহ্ম রূপ পরম পদে অধিষ্ঠানই উৎকৃষ্ট বিভব ও উৎকৃষ্ট পৌরুষ। গুণবান্ ব্যক্তিবর্গ তাদৃশ পৌরুষ সহায়েই শুদ্ধ সাত্ত্বিক জাতিতে অধিবিষ্ট হইয়া, মোক্ষলাভের অভিলাষ করেন। সংসারে যদি কিছু অভিলাষ বা বাসনা থাকে, ঐরূপ বাসনাই প্রকৃত বাসনা। স্বর্গে, মর্ত্তে বা পাতালে এমন কি আছে, যাহা গুণশালিগণ পৌরুষবলে অধিকার করিতে না পারেন?

ফলতঃ, ধৈর্য্য, বীর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যবেগ সহকৃত যুক্তিযুক্ত

পৌরুষ আশ্রয় করিলে, পরমকল্যাণময় আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব তুমি শুদ্ধসত্ব বুদ্ধি সহায়ে সবিশেষ বিচার করিয়া, পৌরুষ আশ্রয় ও আত্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সকল শোকের বহির্ভূত হও। এবং লোকেও তোমার দৃষ্টান্তানুসারে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, বীতশোক ও মুক্ত হউক। বৎস! সংসারসঙ্গরূপ বিমোহচিন্তা তোমাতে যেন কোন কালেই স্থান প্রাপ্ত না হয়। তুমি বিবেকমহিমা আশ্রয় করিয়া, সাত্বিকপদে অধিষ্ঠিত ও জীবন্মুক্ত হও।

ইতি শ্রীরোহিণীনন্দনসরকারসঙ্কলিত যোগবাশিষ্ঠরামায়ণা-
নুবাদের বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি ও স্থিতিনামক
প্রকরণচতুষ্টয়বিশিষ্ট পূর্ব্বখণ্ড সমাপ্ত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

উপশম প্রকরণ।

প্রথম সর্গ (আহ্নিক বর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলে, সৌম্য! অধুনা উপশমপ্রকরণ শ্রবণ কর। ইহা নির্ব্বাণজ্ঞান প্রদান করে।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মহাভাগ বশিষ্ঠ এইপ্রকার বিচিত্রার্থবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পার্থিবগণ সকলেই বাঙ্নিষ্পত্তিবিহীন হইয়া, শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিচিত্র বাক্য আকর্ণ করিয়া, চামরধারিণী বিলাসিনী রমণীরাও স্পন্দহীন, মদহীন ও মোহহীন এবং তাহাদের কঙ্কণকিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কারধ্বনিও তিরোহিত হইল। বিজ্ঞানকোবিদ নরপতিগণ নাসাগ্রে তর্জ্জনিস্থাপনপুরঃসর বিচার করিতে লাগিলেন। সুর্য্যোদয়ে অন্ধকার নিরাকৃত হইলে, আকাশ যেমন নির্ম্মল হয়, রামচন্দ্র তদ্বৎ বিকসিত হইলেন। এবং বর্ষাকালে মেঘধ্বনি শ্রবণ করিলে, ময়ুর যেমন আনন্দিত হয়, বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া, মহারাজ দশরথের তদ্রূপ আনন্দ সঞ্চরিত হইল। অমাত্যগণ স্ব স্ব চঞ্চল চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া বশিষ্ঠের বাক্যরূপ পীযূষপানে প্রবর্ত্তিত করিলেন। ফলতঃ, ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় প্রভাতকালীন পদ্মের ন্যায় বিকসিত ও প্রোল্লাসিত হইল এবং সকলেরই মানসিক দুঃখ তিরোহিত ও পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় চিত্তের পুর্ণভাব সংঘটিত হইল। ঐ সময়ে মধ্যাহ্নকালীন শংখধ্বনি, সাগরনির্ঘোষসদৃশ প্রবল বেগে সমুত্থিত হইলে, মহাভাগ বশিষ্ঠের বাক্য তন্মধ্যে লীন হইয়া গেল।

বশিষ্ঠ মহাশয় সেই মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, উহা বিনিবৃত্ত হইলে, রামকে কহিলেন, অনঘ! অদ্য দিবসীয় বক্তব্য বর্ণন করিলাম, প্রভাতে বিষয়ান্তর কীর্ত্তন করিব। অধুনা তুমি স্নানদানাদি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দ্বিজাতিমাত্রেরই মধ্যাহ্নকালীন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই বলিয়া তিনি মহারাজ দশরথের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অদ্রিতট হইতে সমুত্থিত শশিসহিত সূর্য্যের ন্যায়, শোভমান হইলেন। তাঁহাদিগকে উত্থান করিতে দেখিয়া, সভাস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের চঞ্চল-মস্তকস্থিত মণিসমূহের প্রান্তভাগ হইতে বিনিঃসৃত প্রভাপটলে আকাশমণ্ডল পাটল বর্ণে অনুরঞ্জিত হইলে, সহসা যেন কার্য্যসংহারিণী অকালিকী সন্ধ্যার আবির্ভাব হইল। অনন্তর নরপতিগণ মহারাজ দশরথকে যথাবিহিত প্রণাম করিয়া, সভা হইতে বহির্গত হইলে, সুমন্ত্রপ্রমুখ মন্ত্রিগণ প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট সর্ব্বলোকবরিষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠকে ও পরে মহারাজ দশরথকে প্রণাম করিয়া, স্নানার্থ গমন করিলেন। বামদেব ও বিশ্বামিত্রাদি মুনিগণ অনুজ্ঞাপ্রতীক্ষায় মহর্ষি বশিষ্ঠের সম্মুখে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সমবেত মুনিদিগকে যথাবিহিত বন্দনা করিয়া, সভা ত্যাগ ও স্বকার্য্যসাধনে গমন করিলেন, বানপ্রস্থগণ অরণ্যে, ব্যোমচারিগণ আকাশে ও নাগরিকগণ নগরে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ দশরথ গমন করিলে, বশিষ্ঠদেবও স্বীয় আশ্রমে সমাগত হইয়া, পঞ্চযজ্ঞাদি বাসরক্রিয়া সমাহিত করিলেন। সভাত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থানসময়ে মুনিগণ, দ্বিজগণ, পথিকগণ ও রামাদি রাজপুত্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, কিয়দ্দূর গমন করিলেন। তৎকালে বোধ হইল, পিতামহ ব্রহ্মা যেন দেবগণে পরিবৃত হইয়া, গমন করিতেছেন। বৎস! সকলে প্রস্থান করিলে

সেই সুবিপুল সভা এককালেই নিঃশব্দ ও স্তব্ধভাবাপন্ন হইয়া, প্রলয়কালীন লোকসম্পর্কপরিশূন্য ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। নরপতিগণের পরিত্যক্ত মনোহর মাল্যদাম ভূপতিত হইয়া, গগনবিচ্যুত তারাবলীর ন্যায়, সেই সভাপ্রাঙ্গনে বিরাজমান হইলে, তদীয় বহুদূরবিসারী মনোহারী গন্ধে অন্ধ হইয়া, মিলিন্দ-বৃন্দ সুমধুর গুঞ্জনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী তদ্দর্শনে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় সর্গ (শ্রীরামের তত্ত্বচিন্তা)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! রাজগণ, রাজপুত্রগণ মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য সমাগত ব্যক্তিগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান পূর্ব্বক দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ সমাধান করিলেন। ঐরূপ স্নান, দান ও উপাসনাদি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান প্রসঙ্গে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইলে, ক্রমে দিবাকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে, তখন তাঁহারা দিনান্তোচিত কার্য্য সমাধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সন্ধ্যা সমাগত হইলে, সম্যগ্‌বিধানে সন্ধ্যাবন্দনা, অঘমর্ষণজপ, পবিত্র স্তব পাঠ ও মনোরম গাথা সকল গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কামিনীজনের শোকহারিণী বিরামদায়িনী যামিনীর সমাগমে পূর্ব্বদিক শ্যামবর্ণ হইলে, রঘুনন্দনগণ সুশীতল চন্দ্রকিরণে সুবিস্তৃত কুসুমরাশিতে সমুপবেশনপূর্ব্বক সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাভাগ রাম ব্যতিরেকে আর সকলেই মুহূর্ত্তের ন্যায়, সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রামের নয়নে আর নিদ্রা নাই। তিনি ভগবান্ বশিষ্ঠের প্রযোজিত তত্তৎ মনোহর মধুর উদার রচনাবলী একতান চিন্তা করিয়া, সেই রজনীযাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৎস! সূর্য্যের কিরণ কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থে যেরূপ অনুবিদ্ধ হয়, মৃত্তিকাদি অস্বচ্ছ পদার্থে সেরূপ প্রতিফলিত হয় না। রামের

হৃদয় কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ। এইজন্য বশিষ্ঠের বিচিত্র বাক্য সমস্ত সুনির্ম্মল সরোবরে, পৌর্ণমাসিশশিকলার ন্যায়, নিতরাং বদ্ধ বা অনুবিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি সমস্ত রজনী একাগ্র হৃদয়ে তাহাই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, বশিষ্ঠ মহাশয় যে সংসারভ্রম নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা কি? কোথা হইতে কি রূপে তাহার উদ্ভব হয়? এই বিবিধজাতীয় ভূতগ্রাম কি জন্য বারংবার যাতায়াত করিতেছে? এই মায়াজাল কিজন্য এই রূপে উত্থিত ও বিনিবৃত্ত হইতেছে? এই মায়ার নিবৃত্তি হইলে, কিজন্য ভোক্তৃ-ভোগাদির নিবৃত্তি ও তৎসহায়ে পুরুষার্থেরও ধ্বংস হয়?

তিনি পুনরায় চিন্তা করিলেন, বশিষ্ঠ মহাশয় মনের ক্ষয়, ইন্দ্রিয়ের জয় ও আত্মবিজ্ঞানসঞ্চয় ইত্যাদি বিষয়ে যেযে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহার তুলনা নাই। বাস্তবিক, মনই সকলের মূল, ইন্দ্রিয়গণই ভ্রংশের হেতু এবং আত্মজ্ঞানই মুক্তির সাধন। মনের ক্ষয় না হইলে, সংসারের ক্ষয় হয় না। সংসারের ক্ষয় না হইলে, পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি হয় না। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সংসার ও নরকে বিশেষ নাই। যদি বিশেষ থাকিত, তাহা হইলে, মনীষিগণ কখনই ইহা ভোগ করিতে উপদেশ করিতেন না! স্ত্রীপুত্রাদি এই সংসার নরকের কীট। ইহারা যখন প্রবল হইয়া, শত দিকে শত সংখ্যায় দংশন করে, তখন হতভাগ্য গৃহী অস্থির হইয়া, মত্ত হইয়া, ব্যাকুল হইয়া, বিব্রত হইয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। কিন্তু কুত্রাপি তাহার জ্বালানিবৃত্তি হয় না। সে যাবজ্জীবন এইপ্রকার সান্নিপাতিক বিকারজ্বালা সহ্য করিয়া, অতি কষ্টে কোন রূপে পাপদেহ পতন করে এবং ক্রমে পুনরায় এই রূপ বা অন্যরূপ যোনিযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে তাহার কোন কালেই দুঃখের বিরাম হয় না। হায়, ইহারই নাম কি প্রকৃত মনুষ্যত্ব? হায়, ইহারই নাম কি যথার্থ বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানবত্তা?

মানুষ! হতভাগ্য মানুষ! তুমি কিজন্য জন্মিয়াছ? এইরূপ

নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য, না, ঈশ্বরের পথে অভিমুখীন হইয়া, চিরকাল নির্ব্বাণশান্তি ভোগ করিবার জন্য? ঐ দেখ তোমার পাপে সমস্ত সংসার দগ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে! ঐ দেখ, তোমার অত্যাচারে তোমার পরিবারে রোগ শোকের দ্বার দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে! ঐ দেখ, তোমার অনাচারে হাহাকারের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে! তুমি কি এই সকল চিন্তা করিয়া থাক? হায় সৃষ্টির আদিতে কি এইরূপ রোগ শোক ছিল? কখনই না। মানুষ, দুর্ম্মতি মানুষ আপনার দোষে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে রোগ শোক আনয়ন করিয়াছে এবং আপনিই আপনার সুখের পথে কণ্টক হইয়াছে! না জানি, কত দিনে তাহার এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধিতার ধ্বংস হইবে! না জানি, কত দিনে তাহার বিজ্ঞানের উদয় হইয়া, মুক্তির দ্বার ও নির্ব্বাণের দ্বার প্রশস্ত হইবে! হায়, সংসারে পাপ মানুষ যেরূপ অত্যাচারী ও অবিচারী, তাহাতে, তাহার পক্ষে মুক্তিলাভ, স্বপ্ন রাজ্যের ন্যায়, একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

বাল্মীকি কহিলেন, ভরদ্বাজ! মহাভাগ রাম পুনরায় চিন্তা করিলেন, আত্মাই জীব, মন, চিত্ত ও মায়াদি বিবিধ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, এই মিথ্যাস্বরূপ সংসারকে সত্যরূপে বিস্তৃত করিতেছে। বাস্তবিক, কিছুই কিছু নহে। মন তন্তুর ন্যায়, জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার আর কোন দিকে কোন রূপে পরিহারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। উহাই তাহার দুঃখের একমাত্র হেতু এবং সুখের একমাত্র অন্তরায়। সুতরাং; মনের ক্ষয় হইলেই, সকল দুঃখের ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব কি উপায়ে মনের চিকিৎসা হইতে পারে?

বাস্তবিক, সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না। একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। মনই কেবল এই সকল দৃশ্যপ্রপঞ্চ আবিষ্কার করিয়াছে। তদবধি দুঃখের ও সুখের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ যদি ইহা একবার চিন্তা করে, তাহা হইলে, তাহার সকল দুঃখের পরিহার হয়।

মনীষিগণ কহিয়াছেন, সাংসারিক সুখ দুঃখ নামমাত্র। কেননা, উহা মনেরই কল্পনামাত্র। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এক ব্যক্তির লক্ষ টাকা আছে। সেও যেমন রোগ শোক ভোগ করে, যাহার কিছুই নাই, সেও তেমন রোগ শোক ভোগ করে। আবার একজন দরিদ্র যেমন অভাব বশতঃ মনে মনে দারুণ অসুখ বোধ করে, একজন কোটিপতিও তেমন দুরাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত তদ্রূপ বা ততোধিক ক্লেশ অনুভব করে।

তিনি পুনরায় চিন্তা করিলেন, কল্পনারূপ দারুণ রোগের প্রায়শ্চিত্ত কি? চিকিৎসা কি? অথবা প্রতিক্রিয়া কি? কোথা হইতে এই কল্পনার জন্ম হইল? কি উপায়েই বা বেগ হ্রাস হইতে পারে? এই কল্পনাই সর্ব্বনাশের মূল। মানুষ যখন একাকী নির্জ্জনে বসিয়া থাকে, তখন এই কল্পনা রাক্ষসীর ন্যায়, পিশাচীর ন্যায়, তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও পীড়ন করে। সে কোন মতেই ইহার হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না। এই কল্পনা কখন তাহাকে আকাশে উত্থিত ও কখন পাতালে প্রোথিত করে, কখন স্বর্গের ঐশ্বর্য্য তাহার হস্তে তৎক্ষণাৎ আনিয়া দেয় এবং কখন বা তাহাকে সমস্ত পৃথিবীর একাধিপত্য প্রদান করে। এই কল্পনাবশে সে কখন ধনী, কখন দরিদ্র, কখন গৃহী ও কখন উদাসীন হয়। এই রূপে কল্পনা তাহার সুখশান্তি হরণ করিয়াছে। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ ও উপদেশ করেন, কল্পনা উত্তালতরঙ্গলীলার ন্যায়, মানুষের হৃদয়ে একবার আঘাত করিলে, সেই আঘাতজন্য যে দারুণ কম্পন বা চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, তাহার বেগ নিবারণ করা সহজ নহে। ঐ কম্পনই শান্তিরূপ লতার সাক্ষাৎ বজ্র। অন্ধকার রজনীতে যখন সকল সংসার নিস্তব্ধ হয়, তখন এই কল্পনার প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হইয়া থকে। মানুষ নিদ্রাবশে স্বপ্নযোগেও এই কল্পনার গুরুতর আঘাত সহ্য করিয়া, পদে পদেই নিদ্রাহানি জন্য দারুণ অশান্তি অনুভব করে। অতএব এই কল্পনারোগের ঔষধ কি? বশিষ্ঠ মহাশয় উপদেশ করিলেন, যেখানে মন, সেই

ানেই কল্পনা! কল্পনা ও মন একই পদার্থ। মনের ক্ষয় হইলে, কল্পনারও ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব কি রূপে মনের ক্ষয় হইবে।

তিনি পুনরায় চিন্তা করিলেন, বুদ্ধিই সকল অনর্থের মূল। তএব হংস যেরূপ নীর ক্ষীর পৃথক্ করে, আমি কিরূপে তদ্রূপ দ্ধিকে পৃথক্ করিব। বুদ্ধি যদি না থাকিত, তাহা হইলে, ভাগরূপ মেঘমণ্ডলী হৃদয়রূপ আকাশকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হইত না। হায়, কি রূপে আমার বুদ্ধি পরমার্থপথের অভি-খীন ও সংসারমার্গের বহির্মুখ হইবে! যত দিন না ভোগসুখে বরত হইবে, ততদিন নিস্তারপ্রাপ্তির কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। ায়, আমরা ভোগত্যাগে অসমর্থ বলিয়াই, পদে পদে বিষম বপদে পতিত হইয়া থাকি এবং কোনরূপ বিপদ্ প্রতিকারেই মর্থ নহি!

মনই আত্মতত্ত্ব, এবং মনই বাহ্যবিষয় সমুদায়ের কারণ। নোরূপ আত্মতত্ত্বই অবশ্যপ্রাপ্তব্য। যাহারা মনকে না জানে, তাহারা কিছুই জানে না। যাঁহারা মনকে জানেন, তাঁহাদের কিছুই অবিদিত নাই। মনকে না জানিলে, সংসারকে জানিতে পারা যায় না। সংসারকে না জানিলে, পুনঃ পুনঃ বিপদ্‌বাগুরায় পতিত হইতে হয়। যাহারা সংসারকে জানিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত বিদ্বান্ এবং তাহারাই মোক্ষের অধিকারী। শিশুগণের অজ্ঞানকল্পিত যক্ষের ন্যায়, নিতান্ত মিথ্যাস্বরূপ এই মন পর্ব্বত অপেক্ষাও দুরাসাদ্য বা অনধিগম্য এবং অতিমাত্র দুরুদ্ধর। সংসারসম্ভ্রম তিরোহিত হওয়াতে, আমার বুদ্ধি অধুনা পরম শান্তি লাভ করিয়াছে না জানি, আমার মন কত দিনে সংরম্ভহীন, কৌতুকহীন,পাপহীন ও সকল কলুষ বিহীন হইয়া, আত্মসাক্ষাৎকার-মুদিত ঐরূপ পরম শান্তি লাভকরিবে, বলিতে পারি না। হায়, সই দিন কি সুখের ও আনন্দের দিন, যে দিন আমার মনোমর্কট ঞ্চলতা পরিহার ও পরমপদে বিহার পুরঃসর শান্তিরূপ নির্ব্বাণ-

সুখ ভোগ করিবে। সাংসারিক উৎসাহ ও কৌতুক অপেক্ষা মূৰ্ত্তিমান মহাবিঘ্ন আর কি আছে? যেখানে উৎসাহ ও কৌতুকের আবির্ভাব, সেই খানেই শোকদুঃখের অনন্ত প্রভাব ও অনন্ত বেগ লক্ষিত হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন, সংসারবিষয়ে উৎসাহ ও কৌতুক পরিহার করা একান্ত বিধেয়। পরিহার না করিলে, আশু পতন অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে সন্দেহ কি?

হায়, যে পরমপদ পৌর্ণমাসী শশী অপেক্ষাও পরম শীতল ও সুখময়, না জানি, কত দিনে সেই পরমপদে আমি বিশ্রাম করিব! না জানি, কত দিনে মদীয়মন স্বীয়স্বরূপ পরিহার করিয়া, জলে তরঙ্গের ন্যায়, আত্মাতে লীন ও পরম শান্তি প্রাপ্ত হইবে। হায়, যাহাদের মন চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া, শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা কি সুখী ও স্বচ্ছন্দ! তাহাদিগকে আর আশার দাস হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয় না; অনুরাগের বশ হইয়া, অন্তরে অন্তরে ও মর্ম্মে মর্ম্মে প্রাণান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ কি? হায়, কত দিনে ঐ প্রকার নির্ব্বাণদশার সঞ্চার হইবে।

এই সংসার, সাগরের ন্যায়, অনন্ত বিস্তৃত ও অপার বিশাল। তৃষ্ণারূপ উত্তাল তরঙ্গ আশাবায়ুবশে সমুত্থিত হইয়া, ইহাকে ভয়ঙ্করগণেরও ভয়ঙ্কর করিয়াছে। ইহাতে পতিত হইলে, বিবেকরূপ ভেলক ব্যতিরেকে কোন রূপেই উদ্ধারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। না জানি, কত দিনে আমি এই অপার পারাবার উত্তরণপূর্ব্বক বিগতবিষাদ ও হতজ্বর হইব! আমার পুরোভাগ যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। না জানি, কত দিনে উহা তিরোহিত হইবে। হায়, আমি সংসাররূপ গভীর সাগরে কিজন্য নিপতিত হইলাম! ইহার কিছুই আমার ভাল লাগে না। কত দিনে ইহা হইতে উদ্ধার পাইব!

উপশম অপেক্ষা প্রশস্ত পদবী আর নাই। মুমুক্ষুগণ উহ

আশ্রয় করেন। উহাতে অসুখের ও অশান্তির লেশ মাত্র নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শী ও বিচক্ষণ না হইলে, ঐ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি কতদিনে উহা প্রাপ্ত হইব! উহা প্রাপ্ত হইলে, আমার সর্ব্ব শোক বিগলিত ও সর্ব্ব দুঃখ বিদলিত হইবে। তখন আমি আর পাপসংসারের অপেক্ষা রাখিব না। যাহারা সংসারের অপেক্ষা রাখে না, তাহারাই সুখী, তাহারাই সুস্থ এবং তাহারাই মুক্ত। সংসারের অপেক্ষী হইলে, পদে পদেই বঞ্চিত হইতে হয়। যাহারা বঞ্চিত, তাহারা আবার মানুষ কি? তাহাদের আবার পদার্থ কি? তাহারা তৃণ অপেক্ষাও লঘু ও কীট অপেক্ষাও ঘৃণ্য।

না জানি, কতদিনে আমার সংসারজ্বর বিনষ্ট হইবে! না জানি কতদিনে আমি জ্বরাবসানে বিগতসন্তাপ ও শান্তি প্রাপ্ত হইব। যাহারা সংসারজ্বরে জীর্ণ, তাহাদের পুরুষত্ব নাই। যাহাদের পুরুষত্ব নাই, তাহাদের উদ্ধার নাই। যাহাদের উদ্ধার নাই, তাহারা কীটাণুকীটপদবাচ্য সন্দেহ কি? না জানি, কতদিনে আমার উদ্ধার হইবে!

হে বুদ্ধে! শান্ত হও ও স্বপথে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রসাদে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, বিগতব্যথ ও নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায়, স্থিরভাব প্রাপ্ত ও সকল সন্তাপ হইতে বিনিষ্কাশিত হই।

হে অজ্ঞান! তুমি আমারে পরিহার কর। আমি নিস্তার-পদবী প্রাপ্ত হই। তুমি অন্ধকারের ন্যায়, আমারে আর আচ্ছন্ন করিওনা। আমি জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। ধন জন, বিষয় বিভব, কিছুতেই আমি সুখী ও স্বচ্ছন্দ নহি। আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি, এ সকল তোমারই মায়া।

হায়, আমার ইন্দ্রিয়গণ আমার দুশ্চেষ্টা দ্বারা দগ্ধদেহ হইয়াছে এবং দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায়, অহরহ দহ্যমান হইতেছে। পক্ষিগণ যেমন সাগর সন্তরণ করে, না জানি, আমি কত দিনে অনায়াসে দুঃখরাশি উত্তরণ করিব।

আমার এই দেহ রোদনের নিমিত্তীভূত ও মিথ্যাভ্রমের

আধার। ইহাতে মাংস, মূত্র, শ্লেষ্মা, পূয, বিষ্ঠা ইত্যাদি অসার ও অতীব ঘৃণ্য পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সুতরাং ইহা ভারমাত্র। আর আমি ইহা বহন করিতে পারি না। এবং বহন করিতে ইচ্ছাও করি না। অতএব কতদিনে ইহা শরৎ-কালীন মেঘের ন্যায়, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ইহার বিনাশই জীবন এবং ইহার জীবনই মৃত্যু। আমি এই পাপ দেহভার বহন করিয়া, একান্ত অবসন্ন হইয়াছি। কোন্‌দিন বিপন্ন হইব, বলিতে পারি না! হে দেহ! কবে তুমি আমায় ত্যাগ করিবে? কবে আমি তোমার অভাবে সুখী হইব হায়, সেদিন কি আমার সুখের ও সৌভাগ্যের দিন, যে দিন এই পাপ দেহভার আমায় পরিহার করিবে।

হে মন! যাঁহারা বৈরাগ্যযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারপার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যাহার উল্লেখ করেন, সেই সুনির্ম্মল জ্ঞানদৃষ্টি কতদিনে তোমাতে স্থান প্রাপ্ত হইবে? যাহাদের জ্ঞানদৃষ্টি নাই, তাহাদের কিছুই নাই। তাহারা দৃষ্টি থাকিতেও অন্ধ, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা উপদেশ করেন, জ্ঞানদৃষ্টিই প্রকৃত দৃষ্টি; বাহ্যদৃষ্টি দৃষ্টির ছায়ামাত্র। উহাতে বাস্তবিক সত্তা নাই, পদার্থ নাই, বস্তু নাই। মন! আমি যেন তোমার দোষে দুঃখরূপ অজগরগ্রাসে পতিত হইয়া, হা মাতঃ! হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া, চিন্তানলে দগ্ধ না হই। তুমি প্রসন্ন হও, আমারে পরিত্যাগ কর।

অয়ি বুদ্ধি! তুমি আমার ভগিনী। আমি তোমার ভ্রাতা! অতএব আমার কথায় কর্ণপাত কর। আমি মোক্ষলাভে অভিলাষী হইয়াছি। তুমি আমাকে বিচারমার্গে প্রেরণ কর। আমি তোমার চরণে পতিত হইয়া, পরম প্রীতিভরে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি স্থির হও। তাহা হইলে, সংসারবিনাশরূপ পরম মঙ্গল লাভ হইবে। লোকে বুদ্ধির দোষেই বিবিধ ক্লেশে পতিত ও অবসন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধি! তুমি চঞ্চলতা

পরিহার কর এবং বশিষ্ঠ মহাশয় বিবিধ দৃষ্টান্ত সহকারে যথাক্রমে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রভৃতি বিজ্ঞানগর্ভ সমভাবজনক যে সকল প্রকরণ কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমস্ত যথাযথ স্মরণ কর। বুদ্ধি! তুমি যদি প্রসন্ন না থাক, তাহা হইলে, সবিশেষ দক্ষতাসহকারে শত শত বার বিচার করিয়া সম্যক রূপে নিষ্পাদিত বিষয়ও তৎক্ষণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধি বা মতিই সকল কার্য্যের মূল। গুরু সবিশেষ বিচার সহকারে অতীব বিশদ রূপে উপদেশ করিলেন। শিষ্যের মতি সে বিষয়ে প্রসন্ন বা বিনিহিত নহে। এইজন্য তাহা তাহার আয়ত্ত হইল না। ফলতঃ, কোন কার্য্য করিবার সময় বুদ্ধি সে দিকে না থাকিলে, কোন মতেই তাহা সম্পন্ন হয় না। পণ্ডিতেরা এইজন্যই বিরক্ত চিত্তকে বিষস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিরক্ত চিত্তের কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না।

তৃতীয় সর্গ (সভাসংস্থান)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! যে বিষয়ে উপদিষ্ট হওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপে আয়ত্ত করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সকল ব্যক্তিই উপদেষ্টা হইতে পারে না। বিশেষতঃ, সদ্‌বিষয়ের উপদেষ্টা নিতান্ত বিরল। এইজন্য সদুপদেশের মূল্য নাই। এইজন্যই সদুপদেশের বহু মান বা বহু বোধতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এবং এইজন্যই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ সবিশেষ আগ্রহ সহকারে সদুপদেশ আয়ত্ত করিয়া থাকেন। মহাভাগ রাম অপেক্ষা প্রকৃত বুদ্ধিমান্‌ কেহ নাই। এইজন্য তিনি সমস্ত রজনী বশিষ্ঠ মহাশয়ের প্রয়োজিত মধুরোদার বচনাবলী উল্লিখিতরূপে চিন্তা করিয়া, জাগরণে যাপন করিলেন। রজনীর অবসানে দিঙ্‌মণ্ডল ঈষৎ কপিলবর্ণ ও গগনমণ্ডল বিরল তারক লক্ষিত হইতে লাগিল। এবং পূর্ব্বদিকের মুখরাগ ক্রমে বর্দ্ধিত

হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে রঘুবংশরূপ সুবিস্তৃত সরোজকাননের সুনির্ম্মল প্রভাকর মহাপ্রভাব রাম প্রভাকরের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া, যথাবিধি প্রাতর্ব্বিধি সমাপনান্তে ভগবান্ বশিষ্ঠের আশ্রমে সমাগত হইলেন। দেখিলেন, মহাভাগ মহর্ষি একান্তে আসীন ও ঐকান্তিক ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া, সমাহিত হৃদয়ে আত্মার চিন্তা করিতেছেন। ভাবনার একাগ্রতাবশতঃ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গিয়াছে। ইহারই নাম পরমানন্দসুধাপান। এইরূপ সুধাপানই অমরপদপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু ও নির্ব্বাণ শান্তির চরমসাধনস্বরূপ রাম তদবস্থ ঋষিকে পরম ভক্তিভরে অবনত কন্ধরে যথাবিধি প্রণাম করিলেন। সাধুর প্রতি ভক্তিই সাধুতার লক্ষণ। যতক্ষণ না অন্ধকার বিনষ্ট ও মুখমণ্ডল সুস্পষ্ট লক্ষিত হইল, ততক্ষণ রাম ভ্রাতৃবর্গের সহিত সেই আশ্রমপ্রাঙ্গনে বসিয়া রহিলেন। ঐ সময়ে দেবগণ যেমন ব্রহ্মলোকে আগমন করেন, তদ্বৎ রাজা ও রাজপুত্রগণ এবং ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ নিঃশব্দে বশিষ্ঠ সদনে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সমাগমে রাজভবনের ন্যায়, বশিষ্ঠভবনের শোভা হইল। অনন্তর মহাভাগ বশিষ্ঠ মুহূর্ত্তমধ্যে সমাধি হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, প্রিয়বচনাদি শিষ্টাচার সহকারে প্রণামপরায়ণ জনগণের যথাবিধি সম্ভাষণ করিলেন। পরে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে রথারোহণে দশরথভবনে গমন করিলেন। বোধ হইল, পিতামহ ব্রহ্মা যেন ইন্দ্রভবনে সমাগত হইলেন। তদীয় পবিত্র পদার্পণে সেই রাজভবনের স্বর্গাধিক শোভা সমুদ্ভূত হইল। মহারাজ দশরথ ঐকান্তিক প্রযতহৃদয়ে তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রমসহকারে তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, পদত্রয়গমনপুরঃসর তাঁহার ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ঋষিগণের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

অনন্তর দশরথাদি নরপতিগণ, বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, সুমন্ত্রাদি

মন্ত্রিগণ, সৌম্যাদি পণ্ডিতগণ, ব্যালবাদি ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই সেই সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। সমস্ত সভা তাঁহাদের প্রবেশকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর সকলে স্ব স্ব আসনে আসীন হইয়া, একতানচিত্তে বশিষ্ঠের প্রতি উন্মুখদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সেই কোলাহল বিনিবৃত্ত হইল। বন্দিগণ সকলেই মৌনাবলম্বন করিল। সভাসদ্‌গণ পরস্পর কুশলজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহাতে বিনিবৃত্ত হইলেন। পুরস্ত্রীগণ বাতায়নমধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক অবলোকন করিতে লাগিল। চামরধারিণী রমণীরা মৌনভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, পাছে কঙ্কণের ঝনাৎকার হয়; এই ভয়ে ধীরে ধীরে চামরব্যজনে প্রবৃত্ত হইল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী যথাস্থানে উপবেশন করিয়া, দৈববাণীর ন্যায়, বশিষ্ঠের বদনবিগলিত বচনসুধা পান করিবার জন্য বাঙ্‌নিষ্পত্তিবিরহিত ও স্পন্দন বিবর্জ্জিত হইয়া, একাগ্র হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কোন দিকে কোন রূপ শব্দ নাই, স্পন্দ নাই, আকার নাই, ইঙ্গিত নাই, দৃষ্টি নাই ও মন নাই। বশিষ্ঠের বাক্যসকল যেমন বিস্ময়াবহ, বিশুদ্ধ, নীতি ও যুক্তিগর্ভ, ধর্ম্ম ও অর্থসম্পন্ন, এবং মোক্ষ ও পুরুষার্থের প্রতিপাদক, তেমনি মনোহর, প্রীতিকর, উদার ও মধুরতাময়। এইজন্য শুনিবার জন্য সকলেই আগ্রহসহকারে একাগ্রহৃদয়ে মৌনভাবে বসিয়া রহিল।

চতুর্থ সর্গ (শ্রীরামের প্রশ্ন)।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ সকলে এইরূপে সমাসীন হইলে, মহারাজ দশরথ জলদনিনাদে মুনিনায়ক বশিষ্ঠকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিশ্রব্ধপদবিশিষ্ট সুন্দর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনার বদনবিগলিত অমৃতরসবিনিস্যন্দী মনোহর বচনপরম্পরা কাহার না অন্তরতাপ নিরাকৃত করে? সংসারে যে ত্রিতাপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এমন ব্যক্তি নাই, যাহার শরীরে

তাহার আবেশ বা অনুপ্রবেশ নাই। ব্যক্তিভেদে তারতম্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু কোন ব্যক্তিই এই ত্রিতাপের বহির্ভূত নহে। পৃথিবীতে পদার্পণ করিলে, এই ত্রিতাপের হস্ত অতিক্রম করা অনায়াসসাধ্য নহে। অনেক বুদ্ধি, অনেক বিবেচনা ও অনেক ধৈর্য্যবল সহায় না হইলে, ত্রিতাপপরিহার সম্ভব নহে। এই ত্রিতাপের বেগ অতি দুর্ব্বিষহ। অনেককে ইহার প্রভাবে অকালেই অবসন্ন ও বিপন্ন হইতে দেখা যায়। যাঁহারা সদুপদেশ-প্রদানপূর্ব্বক বা সৎশিক্ষাবিধানপূর্ব্বক এই ত্রিতাপহরণের চেষ্টা করেন, আমি তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি। ভগবন্! আপনার কথা সকল ত্রিতাপহারক। উহা শুনিবার জন্য স্বতই কৌতুহল উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব পুনরায় শ্রুতিসুখাবহ অমৃতবর্ষী সুনির্ম্মল বাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, আমাদিগকে আশ্বাসিত করুন। দেখুন, সংসারে কি আছে, কিছুই নাই। কেবল রোগ আছে, শোক আছে, আর নামমাত্র সুখ আছে। আমরা সেই রোগশোকে সর্ব্বদাই জীর্ণ ও অবসন্ন। আমাদের আর বস্তু নাই, পদার্থ নাই, অথবা জীবন নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব আপনি সুনির্ম্মল শশাঙ্ককিরণ অপেক্ষাও সাতিশয় নির্ম্মল-শীতল মধুরবাক্যসমূহে আমাদের হৃদ্গত ও শরীরগত দোষরাশি বিনষ্ট করিয়া, সকল মোহ দূর ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সুখ সংবিধান করুন। বলিতে কি, আপনার সদুপদেশে আমাদের সংসারনিগড়স্বরূপ বিষয়তৃষ্ণার ক্ষয় হইয়াছে, অকল্মষ আত্মাকে দর্শন করিয়া দৃষ্টির সার্থকতা হইয়াছে, এবং হৃদয়ে অনুপম আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় মহাজনগণের পূজা করিয়া, যে দিন অতিবাহিত হয়, সেই দিনই আলোকিত, অবশিষ্ট দিন সূর্য্যালোকে উদ্ভাবিত হইলেও, অন্ধকারময়। বৎস রাজীবলোচন রামভদ্র! তুমি পুনরায় মহর্ষিকে প্রকৃত বিষয় জিজ্ঞাসা কর।

মহারাজ দশরথ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাতপা

বশিষ্ঠ পরমহর্ষাবিষ্ট ও অভিমুখীন হইয়া, রামকে কহিলেন, অয়ি মহামতি কুলৈকপূর্ণচন্দ্র! আমি পূর্ব্বাপরবিচারপুরঃসর যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা ত তোমার মনে আছে? হে সাধুবাদৈকভাজন সাধু! তোমার ত স্মরণ আছে, আমি বলিয়াছি, ব্রহ্ম কেবল মায়াবলে জগৎস্বরূপে অবস্থিতি করেন। তিনি সর্ব্ব, অসর্ব্ব, সৎ ও অসৎস্বরূপ। সৌম্য! মানুষ, চিত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি লক্ষণাদিবিচারসহায়ে এবিষয় বিশেষরূপে তোমার নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছি। তোমার ত ইহা মনে আছে?

ব্রহ্মাত্মজ মহাভাগ বশিষ্ঠ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক বিনিবৃত্ত হইলে, মহামনা রাম তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সমস্ত রজনী জাগরণপূর্ব্বক আপনার বাক্যার্থ চিন্তা করিয়াছি। আপনার অনুশাসন সর্ব্বপ্রকার আনন্দ বিধান করে, পরমকল্যাণ সম্পাদন করে এবং বিশিষ্টরূপ আত্মশুদ্ধি সাধন করে। অতএব কোন্ ব্যক্তি উহা শিরোধার্য্য না করিবে? আমি যত্নপূর্ব্বক উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি এবং সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি। আপনার কথা সমস্ত, দেব অদেব সকলেরই আনন্দজনক এবং উত্তরকালে মোক্ষফলবিধায়ক। আপনি সর্ব্বপাপবিনাশন পুণ্যরূপ জলরাশির একমাত্র মহাহ্রদ। পুনরায় উপদেশরূপ পবিত্র প্রবাহে আমারে পবিত্র ও শীতল করুন!

পঞ্চম সর্গ (প্রশম)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সবিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক উপশমপ্রকরণ শ্রবণ কর। এই প্রকরণ যেরূপ সুন্দর ও হিতজনক, সেইরূপ উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তসমূহে অলঙ্কৃত। বৎস! যাহারা রজ ও তমোগুণে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই এই সুদীর্ঘ সংসারমায়ার বশীভূত বা বিষয়ীভূত। কিন্তু যাঁহারা তোমার ন্যায়, একমাত্র সত্ত্বাংশে অবতরণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই মায়াকে তুচ্ছ বোধে

দূরে পরিহার ও তজ্জন্য পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। পুনশ্চ, যাঁহারা রাজসসাত্ত্বিক ও শুদ্ধসাত্ত্বিক, তাদৃশ প্রাজ্ঞ পুরুষগণই জগতের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ঐরূপ পর্য্যালোচনায় সুখ ও সন্তোষের সীমা নাই। উহাই একমাত্র মুক্তির হেতু এবং আত্মলাভের সেতু। সৎ শাস্ত্রের আলোচনা, সৎ ব্যক্তির সহবাস ও সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান, এই ত্রিবিধ উপায়ে কায়িকাদি সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং বুদ্ধি, দীপের ন্যায় উজ্জ্বলতর ও নির্ম্মল হয়; এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বৎস! যাবৎ আত্মবিচার দ্বারা জ্ঞেয় আত্মাকে অবগত হওয়া না যায়, তাবৎ আত্মলাভের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। আত্মলাভই প্রকৃত লাভ। যাহাদের আত্মলাভ না হয়, তাহারাই বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত। সংসারে আসিয়া কি, করিলাম, আমার পরিণাম কি হইবে, আমার অতীতই বা কি হইবে, ইত্যাদি বিচারপূর্ব্বক যাহারা এই সংসৃতিমার্গে বিচরণ করে, তাহারাই আত্মলাভের অধিকারী।

অয়ি রঘুনন্দন! তুমি প্রজ্ঞাবান্, নীতিমান্ ও ধীরগণের শ্রেষ্ঠ। অতএব সত্যাসত্যবিচারপূর্ব্বক একমাত্র সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। সত্য ব্যতীত উপায় নাই, আশ্রয় নাই ও সাধন নাই। যাহা আদি বা অন্ত কোন অবস্থাতেই নাই, তাহাই মিথ্যা এবং যাহা আদি ও অন্ত সকল অবস্থাতেই বিরাজমান, তাহাই সত্য; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই সত্য নহে। যাহা আদ্যন্তে নাই তাদৃশ অসৎ বিষয়ে আসক্ত হইলে, অন্তঃকরণে অজ্ঞানেরই প্রভাববৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐরূপ অজ্ঞান চিত্তে বিবেক জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়? যাহাদের বিবেক নাই, তাহারাই পশু। পশুর সহিত তাহাদের কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সংসারে মনই যে জরামরণ ভোগ করে, ইহা আমি বিশেষ বিদিত আছি। অধুনা, যে উপায়ে সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, তাহা উপদেশ করিয়া, আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! জ্ঞানের উদয় হইলে, যেপ্রকার আত্মশুদ্ধি সঞ্চারিত হয়, সৎ শাস্ত্র, সজ্জনসঙ্গ ও বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়সহায়ে অন্তঃকরণে তদ্বৎ শুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিমান দূর ও তৎসহকারে বৈরাগ্যের উদয় হইলেই, বিজ্ঞানগুরু গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গুরু যে উপদেশ প্রদানই করেন, তদ্দ্বারা সগুণ ঈশ্বরের ধ্যান ও অর্চ্চনাদি করিবে, পরম পদ লাভ ও বিশুদ্ধ বিচারসহকারে আত্মদর্শন সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই পরমপদ ও আত্মদর্শন লোকমাত্রেরই পরমপ্রার্থনীয় ও অবশ্যসাধনীয়। বুদ্ধিরূপ ভেলা দ্বারা বিচাররূপ তট প্রাপ্ত না হইলে, সংসাররূপ মহাসাগরে তৃণের ন্যায় ভাসিতে হয়। বুদ্ধি বিচারসহায়ে প্রকৃত বস্তু পরিজ্ঞাত হইলে, সমস্ত সুখ দুঃখের বিনাশ না হইলে, মানুষের আর ভদ্রস্থতা নাই।

হেমকার যেমন বিচারসহকারে স্বর্ণ ও ভস্ম উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়া থাকে, তদ্রূপ বিচারবলে অক্ষয় আত্মাকে জানিতে পারিলে, মোহ আর আক্রমণ করিতে পারে না। মোহে আচ্ছন্ন হওয়াই পশুর লক্ষণ। মানুষ যদি মোহে আচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে, পশুর সহিত তাহার পার্থক্য কি? মোহে আচ্ছন্ন হইলে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কোন জ্ঞানই থাকে না। পশুগণের কালাকাল জ্ঞান নাই। মোহই তাহার কারণ। ফলতঃ, মোহই আত্মার আবরণ। চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, প্রকাশ বা জ্যোতিঃপদার্থ আর নাই। কিন্তু মেঘের আবরণমাত্র তাহাদের প্রতিভা দূর হইয়া থাকে। মোহও এইরূপ আত্মাকে আবরিত করিলে, তাহার মলিনিমা উপস্থিত ও তজ্জন্য শান্তির পথ অলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি মোহ ত্যাগ কর এবং জ্ঞানের পথে বিচরণ কর।

জ্ঞান না হইলে, সংসারে পদমাত্রও চলিবার সম্ভাবনা নাই। দেখ, মানুষের জ্ঞান না থাকাতেই, তাহার সুখের পথ রুদ্ধ ও দুঃখের দ্বার বিস্তৃত হইয়াছে। সে পরমুহূর্ত্তে কি হইবে, তাহা জানিতে পারে না। অথবা কোন্ কার্য্য করিলে, কি হইবে

তাহাও বলিতে পারে না। যদিও বহুদর্শিতা বা ভূয়োজ্ঞানবলে কথঞ্চিৎ বুঝিতে বা বলিতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে সেই জ্ঞানও আবার পর্য্যাপ্ত হয় না। প্রাকৃতিক ঘটনাবলে অনেক সময় অনেক কার্য্যের বহুকাল প্রচলিত ফলেরও বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকে। তৎকালে বহুদর্শন জন্য সংকীর্ণ বা অসিদ্ধ জ্ঞান কোনমতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। পুনশ্চ, আলোচনা না থাকিলে, তাদৃশ ভূয়োজ্ঞানও বিফল বা বিপরীত হইয়া থাকে। এইজন্য জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানের সমান সংসারে মোক্ষ-সাধন কিছুই নাই। জ্ঞানের একরূপ বহুরূপ সাধনশক্তি সন্দর্শন করিয়া, অনেকে জ্ঞানকেই সাক্ষাৎ মোক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাস্তবিক, জ্ঞানই মুক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি সার ও অসার এই উভয়ের পার্থক্য বা স্বরূপ বুঝিতে না পারে, তাহাকেই পদে পদে মোহের বশীভূত হইতে হয়। জ্ঞাতসার ব্যক্তিগণ কখনই মোহে আচ্ছন্ন হন না। অয়ি মানব-গণ! আত্মজ্ঞানই সুখ এবং আত্মাকে না জানাই দুঃখ। তোমরা আত্মাকে জান না বলিয়াই, এইপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছ। ফলতঃ, আত্মপরিজ্ঞানই অনন্ত সুখ ও অতিমাত্র উপশমের কারণ। এই দেহ পঞ্চভূতের সমবায়ে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহা কখনই আত্মা নহে। অতএব তোমরা এই দেহ সহায়ে আত্মাকে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত করিয়া, অচিরে নির্ব্বাণশান্তি লাভ কর। ইহা নিশ্চয় অবধারণ কবিয়া, মনকে শান্তির পথে ও ঈশ্বরের পথে অভিমুখীন কর যে, আত্মার সহিত দেহের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। দেহ আত্মার আবরণমাত্র। জলে ও তৈলে যেমন মিশ্রণ বা সমবায় নাই, এই দেহ ও তদ্বৎ আত্মার নির্লিপ্ত আবরণমাত্র। ইহা থাকুক বা যাউক, আত্মার তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পদ্ম জলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের পরস্পর কোনরূপ সম্পর্ক নাই। আত্মা ও দেহেরও এইপ্রকার ভাব।

জল ও জলবিন্দু, ইহারা উপাধিভেদে দুই যেমন পরস্পর পৃথক্, ব্রহ্ম ও জীব তদ্রূপ পরস্পর পৃথক্। মন কূপ-মণ্ডুকের ন্যায়, আত্মবিচার বিস্মৃত হইয়া, একান্ত মূঢ়ের ন্যায়, ভোগমার্গে অবস্থিতি করিলে, কিছুতেই এই সংসারতিমির নিরাকৃত হয় না। বৎস! আত্মবিচার দ্বারা প্রবোধ সঞ্চরিত হয়। প্রবোধ সঞ্চরিত হইলে, জ্ঞানরূপ দিব্য আলোকের প্রস্ফুরিত হইলেই, সংসার তিমির, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, তৎক্ষণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তখন শান্তির পথ, নির্ব্বাণের পথ সহজেই আবিষ্কৃত বা লক্ষিত হয়, এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় বা কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব তুমি ঐকান্তিকযত্নসহকারে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হও।

সংসারই অনন্ত দুঃখের আধার। ইহা হইতে দূরে থাকাই বিধি। আত্মবিচার দ্বারা প্রবোধ সঞ্চার না হইলে, সংসারের দুঃখহেতুতা বুঝিতে পারা যায় না। অট্টালিকায় বাস করিলেই সুখ, স্ত্রীপুত্রাদির পরিপালন করিলেই সুখ, উত্তমরূপ ভোগবিলাস করিলেই সুখ, দশজনের উপর প্রভুত্ব করিলেই সুখ, আমরা কেবল এই সকলকেই সুখ বলিয়া জানি, মানি ও গ্রহণ করিয়া থাকি। এবং তাহাতে নিরতিশয় তৃপ্তিযোগও ভোগকরিব। কিন্তু এসকল বাস্তবিক সুখ নহে; দুঃখেরই নামান্তর বা প্রকারান্তর। আত্মবিচার না করিলে, এবিষয় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। শূকর যে বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, তাহার কারণ কি? তাহাতে তাহার সুখবোধ হয়, ইহাই একমাত্র কারণ! কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, বিষ্ঠা অপেক্ষা ঘৃণ্য ও জঘন্য পদার্থ আর নাই। শূকরের ইহা বোধ হয় না। বোধ হইলে, কখনও উপাদেয়বোধে তাহা ভক্ষণ করিত না। মানুষের পক্ষেও এই রূপ। সে বুঝিতে পারে না বলিয়াই, দুঃখকে সুখ বোধ করে। এবং এইজন্য কোনকালেই সুখী হইতে পারে না।

ভাবিয়া দেখ, একজন ধনীও যেমন, একজন দরিদ্রও তেমন, সুখের জন্য ব্যস্ত এবং দুঃখের জন্য বিব্রত। তুমি রাজপুত্র।

তোমার গৃহে অন্নবস্ত্রের অভাব নাই। তোমার অসংখ্য দাস-দাসী ও অসংখ্য যানবাহন। কিন্তু ঋষিগণের কিছুই নাই। তথাপি তাঁহাদের তোমা অপেক্ষা সুখের অভাব নাই। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে, দাসদাসী বা যানবাহন কদাচ সুখ বা সুখের কারণ নহে; বাহ্য আড়ম্বরমাত্র। বাস্তবিক সঘৃত পালান্ন না হইলে, শুদ্ধ শাল্যোদনে উদরপূর্ত্তি বা তৃপ্তি হয় না, ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে, শাল্যোদন ভক্ষণ-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের নামপর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত।

এরূপও দেখাগিয়াছে, যে, যিনি অট্টালিকায় বাস না করিলে, কোনমতেই থাকিতে পারিতেন না, তিনি হয় ত পূর্ব্বে কুটীরশায়ী দরিদ্র ছিলেন অথবা ঘটনাবশে কুটীরে বাস করিয়া, শেষজীবন পরমসুখে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার কোন-রূপ অসুখপ্রতীতি হয় নাই। প্রত্যুত, অট্টালিকাবাস অপেক্ষাও সেই কুটীরবাসে পরম প্রীতিযোগ লাভ হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, অট্টালিকা যেমন সুখের হেতু নহে, কুটীরও তেমন দুঃখের কারণ নহে। ফলতঃ, সংসারের কিছুই সুখ বা সুখের নহে, সকলই দুঃখ বা দুঃখের। এই কারণে পণ্ডিতগণ ইহার নাম অনন্তদুঃখ রাখিয়াছেন।

বৎস! কর্দ্দম যেমন কখনও স্বর্ণরূপে পরিণত হয় না, এই দেহ তেমন কদাচ আত্মা রূপে পরিণত হয় না। দেহ জড়, আত্মা চৈতন্য। আত্মাতে সুখদুঃখের অনুভবও অসত্য বা কল্পনামাত্র। আত্মা সর্ব্বাতীত। সুতরাং, সুখদুঃখ কি রূপে তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হইবে? অজ্ঞানীরাই আত্মাতে সুখদুঃখের আরোপ বা অনুভব করে, জ্ঞানীরা কদাচ ঐরূপ চিন্তা করেন না। অথবা আত্মাকে দেহের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞান করাই অজ্ঞান বা মূর্খতার লক্ষণ। বলিতে-কি, সংসারে সুখও নাই, দুঃখও নাই। কেনমা, সমস্তই অনন্ত আত্মময়। ইহা জানিয়া তুমি জগতে

সুখদুঃখবোধ পরিহার কর এবং সমস্তই আত্মময় অবলোকন করিয়া, প্রকৃত সুখ অধিকার কর।

অনঘ! আত্মাই বিতত রূপে বিরাজমান হইতেছেন সুতরাং, যাহা কিছু, সমস্তই আত্মময়। এই আত্মাই ব্রহ্ম। কিছুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অতএব আমি অন্য, ইহা অন্য, আমাতে তোমাতে একত্ব বা অভিন্নতা নাই, এইরূপ কল্পনা ভ্রমমাত্র। তুমি ইহা এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। সমদৃষ্টি ব্যতিরেকে সংসারে সুখলাভের অন্যবিধ সহজ পন্থা নাই। থাকিলেও, সে পথে বিচরণ করিয়া, সকল সময়ে সকল ব্যক্তির পক্ষে সুখলাভ করা সহজ বা সম্ভবপর নহে। অগ্নিতে হিমকণা যেমন অসম্ভব, পরমাত্মাতে তদ্রূপ দ্বিতীয় কল্পনা নাই। সেই আত্মাই আত্মা দ্বারা আত্মাতে বিজৃম্ভিত হয়েন। তাহাতেই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি এবং প্রত্যক্ষরূপে অনুমিতি হইয়া থাকে।

সৌম্য! জগতে জন্তু, জন্ম বা শোক মোহ কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহাই আছে। অতএব তুমি শোক ত্যাগ করিয়া, অবস্থিতি কর। কোন বস্তুর উপার্জ্জনে যত্ন করিও না এবং উপার্জ্জিত হইলে, তাহার রক্ষাও করিও না। সর্ব্বদা দ্বন্দ্বহীন, আত্মবান্ ও শোকরহিত হইবে। তাহা হইলেই, বিজ্বর বা বিগতসন্তাপ হইবে। বৎস! যাহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, স্বস্থ, স্থিরবুদ্ধি, শোকহীন, মৌনী ও স্বচ্ছপ্রকৃতি, তাহারাই বিজ্বর বা নির্ব্বাণশান্তি প্রাপ্ত হয়। তুমিও ঐরূপ হও। তুমি মনকে স্বাধীন, বুদ্ধিকে শান্ত, সংকল্প সকলকে সংহার ও আশয়কে জয় করিয়া, বিজ্বর বা বিগতসন্তাপ হও। যাহারা রাগহীন, কল্মষহীন, আয়াসহীন ও সর্ব্বথা নির্ম্মলপ্রকৃতি, এবং গ্রহণ বা পরিত্যাগ কিছুই করেন না, তাঁহারাই বিজ্বর হন। তুমিও ঐরূপে রাগাদি ত্যাগ করিয়া, বিজ্বর হও। যাহা বিশ্বের অতীত ও যাহা প্রাপ্ত হওয়া ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তুমি সেই পরমপদে অধিষ্ঠান

ও নির্ব্বাত সাগরের ন্যায়, অক্ষুব্ধ অবস্থানপূর্ব্বক বিগতজ্বর হও। রাম! আত্মর া সাহায্যে সমস্ত বিকল্প ত্যাগ ও মায়াজাল পরিহার করিলেই, আত্মতৃপ্তিলাভ ও সন্তাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুমিও ঐরূপ উপায়ে বিজ্বর হও। তুমি আত্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ। অতএব সর্ব্বত্র সমদর্শী ও মেরুর ন্যায় সর্ব্বদা অবিচলিত হইয়া, বিজ্বর হও। তুমি ঔদাস্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাদ্বারা আত্মাতে অবস্থিতি করিলেই, বিমল আনন্দ ভোগ করিবে।

পার্থিব অসার সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্যই মানুষের জন্ম হয় নাই, ইহা যেন চিরকাল তোমার মনে থাকে। ঐরূপ মনে না থাকিলে, কিছুতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে, ইহা যদি লোকে জানিত, তাহা হইলে, অসার স্ত্রীপুত্রের জন্য কাহারই বা চেষ্টা হইত? তাহা হইলে, কেই বা সকল অনর্থের মূল অনর্থের জন্য লালায়িত হইয়া দেশে দেশে বিবিধ বেশে ভ্রমণ করিত? ইহা জানিয়া তুমি বিজ্বর হইবার চেষ্টা কর। আত্মগ্লানির পরিহারই প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত শান্তি। পণ্ডিতেরা উহাকেই বিজ্বর অবস্থা বলিয়া থাকেন।

তত্ত্ব কখনও অসত্যের অনুসরণ করে না। সত্যের অনুধাবন পূর্ব্বক মিথ্যা পরিহার করাই তত্ত্বের স্বভাব বা লক্ষণ। তুমি সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, কল্পনাহীন ও নিরাময় হইয়াছ। অতএব শোক ত্যাগ করিয়া, বিজ্বর হও। তোমার গুণে যাবতীয় রাজা ও প্রজা সম্যগ্‌রূপে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সমদর্শী হইয়া এই একাতপত্র পিতৃরাজ্য পালন কর। ইহাতে অনুরক্ত বা বিরক্ত হইও না।

ষষ্ঠ সর্গ (তত্ত্বোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি সান্নিধ্যমাত্রে কেবল কার্য্য কর, কিছুতেই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই; যে ব্যক্তি এইপ্রকার কর্ত্তৃত্বাভি-

মান পরিহার পুরঃসর কার্য্য করে, আমার মতে সেই ব্যক্তিই মুক্ত। যাহারা কামনা পরতন্ত্র হইয়া, কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা স্বর্গনরকক্রম ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা বিহিত কর্ম্মের পরিহার ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা নরকের পর নরক, দুঃখের পর দুঃখ ও ভয়ের পর ভয় প্রাপ্ত হয়। যাহারা বাসনাবিসর্জ্জনে অসমর্থ, তাহারা স্বকীয় কর্ম্মানুসারে স্থাবর হইতে তির্য্যক্ ও তির্য্যক্ হইতে স্থাবরযোনি ভোগ করিয়া থাকে। যাহাদের মন বিচারপরায়ণ এবং তজ্জন্য আত্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই সংসাররূপ সুদৃঢ় নিগড় ভেদ করিয়া, চরমে পরমপদে অধিরূঢ় হইয়া থাকে।

যাঁহারা কতিপয় জন্মভোগের পর মুক্ত হয়েন, তাঁহারা জন্মান্তে পর্ব্বকালীন শশাঙ্কের ন্যায়, বর্দ্ধিত ও বর্ষাকালীন কুটজকুসুমের ন্যায়, সৌভাগ্যগুণে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন। এবং মুক্তা যেমন বেণুতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সুনির্ম্মল ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাদের শরীরে আবিষ্ট হয়। অঙ্গনারা যেরূপ অবিরত অন্তঃপুরে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সৌম্যতা, হৃদ্যতা, আর্য্যতা, প্রাজ্ঞতা, করুণতা ও মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণপরম্পরা তাঁহাদের হৃদয়েই অধিষ্ঠান করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া, তাহার ফল প্রাপ্ত হইলেও সন্তুষ্ট হয় না এবং কল্য না হইলেও অসন্তোষ প্রকাশ করে না, ফল ও অফল উভয়কেই সমান জ্ঞান করে, দিবসে যেমন অন্ধকারের, তদ্রূপ তাহাতে সমস্ত সদ্‌গুণের শুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সদনুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। সংসারে যদি কিছু অভীষ্ট থাকে, তবে তাহা একমাত্র সদাচার। যেখানে সদাচার, সেই খানেই উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সম্পত্তির অধিষ্ঠান। এইজন্য সদাচার অপেক্ষা পরম অভীষ্ট কি আছে? ঐরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিগণ জাতমাত্রেই সমুদায় গুণশ্রী অধিকার করেন। গুণশ্রী অধিকৃত

হইলেই, মুক্তি অধিকৃত হয়, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বীয় বুদ্ধি সহায়ে আত্মাকে বিবেকের সহিত সংযোজিত করিতে পারিলে, অনায়াসেই মুক্তিমার্গ অধিকৃত হইয়া থাকে। বিবেকবল সহায় না হইলে, সংসারতরঙ্গের গুরুতর আঘাত সহ্য করা কাহারই পক্ষে সহজ নহে। পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বক্ষঃস্থলে দুর্ভেদ্য বজ্রেরও আঘাত সহ্য করিতে পারে, সংসারতরঙ্গের নিদারুণ প্রতিঘাত সহ্য করা তাহার পক্ষেও সুসাধ্য নহে। একমাত্র বিবেকবলই এবিষয়ের সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া। বিবেক প্রভাবে আত্মা সম্যক্‌রূপ বলীয়ান ও মুক্তি লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বতোভাবে বিবেক আশ্রয় করিবে। বিবেকের উদয়মাত্র মনের যেন দ্বিগুণ তেজ বর্দ্ধিত ও সমুদায় গুণ তাহাতে অধিষ্ঠিত হয় এবং আত্মা অনাময় ও আনন্দময় হইয়া থাকে। ফলতঃ একমাত্র পরমানন্দসম্ভোগই বিবেকের ধর্ম্ম। বিবেকবলে মন শান্ত হয়, আত্মা স্থির হয়, এবং প্রাণের অভ্যন্তর শীতল হইয়া থাকে। পুনশ্চ, বিবেকবলে ত্রিতাপের যন্ত্রণাও নিরাকৃত হয়। এই রূপে বিবেকের শতগুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যাঁহাকে পাইলে, আর কিছুই পাইবার অপেক্ষা থাকে না, সেই আত্মরূপী পরমপুরুষার্থরূপী নিরাময় ব্রহ্ম একমাত্র বিবেকেরই আয়ত্ত। বিবেক অতিমাত্র-মলিন হৃদয়কেও দর্পণের ন্যায়, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করে। তখন তাহাতে পরব্রহ্মরূপ পরম বস্তু অনায়াসে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তম সর্গ (আত্মও আত্মজ্ঞান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সংসারে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সকলেরই ক্ষয় হইবে, ও হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার ধ্বংস

নাই। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, আত্মা লইয়াই সংসার। আত্মাকে না জানিলে, কিছুতেই কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মাই এই দেহরাজ্যের রাজা; তুমি বিশেষরূপে ইহাকে অবগত হও। তাহা হইলে, কিছুই তোমার অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। যে ব্যক্তি আত্মাকে জানে না, সে কোন কালেই মুক্ত হইতে পারে না। ইহার যুক্তি ও কারণ সুস্পষ্ট।

পশুজাতির আত্মজ্ঞান নাই, এই জন্য বলবীর্য্য ও বিক্রম সত্ত্বেও তাহারা চিরকালই মনুষ্যের অধীন হইয়া আছে। শারীরিক বল বলই নহে; আত্মবলই বল। আত্মবলে স্বর্গপর্য্যন্তও অনায়াসে জয় করা যাইতে পারে।

আমি এই আমি নহি, তুমিও এই তুমি নহ, এই সমস্ত বস্তুও বস্তুন হে, সংসারের কিছুই থাকিবে না, এই স্ত্রী এই পুত্র আমার নহে, আমিও তাহাদের নহি, এমন কি আমি আমার নিজেরও নহি, যদি নিজের হইতাম; তাহা হইলে, যখন যাহা মনে করিতাম, তখন তাহাই করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, রোগ শোক আমায় আর আক্রমণ বা অভিভূত করিতে পারিত না, ইত্যাদিই আত্মতত্ত্ববিচারণার ফল।

যিনি সর্ব্বদা অত্মতত্ত্বের আলোচনা করেন, অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি শতগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। তিনি সামান্য বিপদে অভিভূত বা সামান্য সম্পদে মত্ত হয়েন না। তাঁহার নিকট লোষ্ট্রকাঞ্চন, হর্ষবিষাদ এবং সুখদুঃখ একইরূপে প্রতীয়মান হয়। তিনি কিছুতেই অবশ অবসন্ন ও বিচলিত হন না। শত শত গ্রামের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও, যেমন তাঁহার কোনপ্রকার বিকারসঞ্চার হয় না, শত দিকে শত রূপে অনিষ্টাপত্তি হইলেও, তেমন তিনি অবিকৃত অবস্থিতি করেন। ইহার নাম আত্মবল।

ইন্দ্র অপেক্ষা প্রভু ও পরাক্রমী দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সামান্যফলমূলাশী অরণ্যবাসী একজন ঋষিও বজ্রসহিত তদীয় হস্ত

স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, ইন্দ্রের আত্মবল নাই। ইহাই আত্মবলের পরীক্ষা ও লক্ষণ।

অষ্টম সর্গ (সিদ্ধগীতা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! বিদেহনগরে জনক নামে রাজা ছিলেন। তিনি যেমন বলবীর্য্যপ্রতাপশালী, তদ্বৎ বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞান-বিশিষ্ট। তাঁহার আপদের যেমন লেশ ছিল না, সম্পদের তেমন শেষ ছিল না। তিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর অভিভাবক, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ, মিত্ররূপ পদ্মের প্রভাকর, বন্ধুরূপ পুষ্পের মধুমাস, শত্রুরূপ তিমিরের দিবাকর, সৌজন্যরূপ রত্নের সাগর ও দ্বিজাতিরূপ কুমুদষণ্ডের পূর্ণচন্দ্র। তিনি দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায়, পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন।

একদা মধুমাস সমাগত হইলে, তিনি অনুচরবর্গ সমভিব্যা-হারে আপনার রমণীয় উপবন বিহারে গমন করিলেন। ঐ উপবন উন্মত্ত কোকিলকুলের কলরবে প্রতিধ্বনিত, বিবিধ কুসুমগন্ধে আমোদিত এবং মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে সুবেল্লিত। তত্রত্য কুঞ্জগৃহ মনোহর মকরন্দে সুরভীকৃত গন্ধবহের সংসর্গে সাতিশয় সুখ-সেব্য। রাজর্ষি জনক দ্বিতীয় নন্দনের ন্যায়, উল্লিখিত উদ্যানস্থ কুঞ্জমধ্যে দ্বিতীয় বাসবের ন্যায়, বিচরণ করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন, সিদ্ধগণ তত্রত্য তমালগহনে অদৃশ্য হইয়া, আত্মবিষয় কথোপকথন করিতেছেন। অয়ি কমললোচন! আমি সেই গিরি কন্দরবিহারী বিজনচারী সিদ্ধগণের, মনোহারিণী গীতগাথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। উহা শ্রবণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পরমাত্মভাবনা সমুৎপন্ন হয়।

সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ কহিলেন, যিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, যিনি নিশ্চয় আনন্দস্বরূপ, যাঁহা হইতে স্বভাবতঃ বিবিধ জ্ঞান সমু-দিত হয়, আমরা সমাধিসহকারে বাহ্য বিষয় হইতে অন্তঃকর-

ণকে প্রত্যাহৃত করিয়া, সেই আত্মার উপাসনা করি।

কেহ কহিলেন, যিনি দর্শনের সাক্ষীস্বরূপ, তিনিই আত্মা। আমরা বাসনা বিসর্জ্জন এবং দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এই ত্রিবিধ বস্তু পরিবর্জ্জন করিয়া, তাঁহারই অর্চ্চনা করি।

কেহ কহিলেন, যিনি দৃশ্য অদৃশ্য বা অস্তি নাস্তি সমস্ত বস্তুর প্রকাশক, সেই আত্মার উপাসনা করি।

কেহ কহিলেন, এই দৃশ্যমান বস্তুজাত যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, যাঁহা দ্বারা যাঁহার নিমিত্ত যাঁহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, যাঁহাতে অধিষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত বস্তুই যাঁহার ও যিনি সমস্ত বস্তুস্বরূপ, আমরা সেই সত্যস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি।

কেহ কহিলেন, যিনি অকারাদি হকারান্ত সমস্ত শব্দের প্রকৃতি, যিনি অশেষ আকারে বিরাজমান, যিনি সমস্ত বস্তুর প্রকাশক এবং যিনি নিরন্তর উচ্চারিত হইয়া থাকেন, সেই অহংস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি।

কেহ কহিলেন যাহারা আপনার হৃদয়গুহাস্থ ঈশানকে ত্যাগ করিয়া, অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা স্বুবর্ণ ফেলিয়া, ধূলিমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

কেহ কহিলেন, বাসনারূপ বিষলতার কুঠারস্বরূপ, সমস্ত আশা ত্যাগ করিলেই, সেই ঈশানকে লাভ করা যাইতে পারে।

কেহ কহিলেন, কিছুই কিছু নহে। সকলই বিনষ্ট হইবে; সুতরাং উহাতে আর আসক্তি কি ও আগ্রহ কি? ইহা অবগত হইয়াও, যে ব্যক্তি দুর্ম্মতিপ্রযুক্ত বারংবার বাসনার বশীভূত হয় সেই মনুষ্যগর্দ্দভ।

কেহ কহিলেন, ইন্দ্র যেমন কুলিশপ্রহারে পর্ব্বত বিপাটিত করেন তদ্রূপ বিবেকরূপ দণ্ড প্রহার পুরঃসর বারংবার সমুদ্ভূত ইন্দ্রিয় সকলের সংহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা ইন্দ্রিয় সকল অতিমাত্র প্রমাথী। অনায়াসেই স্বপথ ও মোক্ষপথ ভ্রষ্ট করিয়া, লোকদিগকে বিনষ্ট করে। ইন্দ্রিয়দোষে স্বয়ং ইন্দ্রকেও

পতিত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা অশ্বের সহিত ইহাদের তুলনা করিয়াছেন। অশ্ব যেমন শিক্ষিত বা সংযত না হইলে, বিপথে গমন ও আরোহীকে পাতিত করে, অসংযত ইন্দ্রিয়গ্রামও তেমনি উৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া, লোকদিগকে নিপাতিত করে। যাহাদের বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, তাহাদিগকেও ইন্দ্রিয়দোষে পতিত হইতে হয়। কত ব্যক্তির এই রূপে পতন হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। শত শত শূরবীর ও মুনি ঋষিরও এই দোষে পতন হইয়াছে, দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়।

পুনশ্চ, অন্তকরণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান ও অধিপতি। ইহাকে বশ না করিয়া, শুদ্ধ চক্ষু কর্ণাদি আয়ত্ত করিলে, নিস্তারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব অন্তঃকরণকে সর্ব্বতোভাবে প্রশান্ত ও স্বপথে পরিচালিত করিবে। না করিলে অসুখ ও অশান্তির সীমা নাই। যেখানে মনোবৃত্তি অসংযত, সেইখানেই অসুখের প্রবাহ শতমুখে বর্দ্ধিত। অতএব মনোবৃত্তি সংযত করিয়া, পরম পবিত্র উপশমসুখ আহরণ করিবে। উপশম সুখ প্রাপ্ত হইলে, শান্তিজন্য মনের যে সুখ হয়, তাহার তুলনা নাই। ঐ সুখই প্রকৃত সুখ। স্বর্গের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও ঐ সুখের বিনিময় করা যাইতে পারে না। বৎস! চিত্ত প্রশান্ত হইলে, অনতিকাল মধ্যেই পারমার্থিক উৎকৃষ্ট স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবম সর্গ (জনকের বিলাপ ও তত্ত্বচিন্তা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম! সিদ্ধগণের আত্মবিষয়ক এবংবিধ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, তুমুল রণকোলাহল আকর্ণন পূর্ব্বক ভীরুগণের অন্তঃকরণে যেমন বিষাদ সঞ্চরিত হয়, রাজর্ষি জনকও তদ্বৎ বিষণ্ণ হইলেন। আর তাঁহার তিলমাত্রও তথায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না। বর্ষাকালীন নদী যেমন একোদগ্র হইয়া, সাগরাভিমুখে ধাবমান হয়, তিনিও তদ্রূপ গৃহগমনে একান্ত

সমুৎসুক হইলেন। তাদৃশ নন্দনসম উপবনে ইন্দ্রের ন্যায়, বিহার করিয়াও আর তাঁহার অন্তঃকরণে অণুমাত্র আনন্দের উদয় হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ উপবন ত্যাগ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং পরিবারদিগকে স্ব স্ব আলয়ে স্থাপন করিয়া, ভগবান্ ভাস্কর যেপ্রকার অস্তাচলশেখর আশ্রয় করেন, একাকী তদ্রূপ আপন প্রাসাদে অধিরোহণ করিলেন। অবসর পাইয়া, প্রবল বিষাদানল তৎক্ষণে প্রজ্বলিত হইয়া, তাঁহারে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি তাহার দুর্নিবার বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! রাজর্ষি জনক যেরূপ স্বভাবতঃ তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাতে, তাঁহার বিলাপ সমস্তও অবশ্যই নীতিগর্ভ, সন্দেহ নাই। এইজন্য উহা শ্রবণ করিতে সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রাজা জনক এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়, আমার চৈতন্য নাই। সেইজন্য আমি অতীবকষ্টজনক, অতীবকঠোর ও অতীবক্ষণভঙ্গুর এই লোকদশায় পাষাণের ন্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছি! হায়, আমার ন্যায়, এই লোকসকলও নিতান্ত হতভাগ্য ও হতচৈতন্য। সেইজন্য ইহারাও, কূপমধ্যে অন্ধ ভেকের ন্যায়, এই সংসাররূপ অন্ধকূপে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। এই অন্ধকূপের সারত্ব কি? গৌরব কি? বহুমান কি? ইহা যেরূপ সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত ও সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ বা নিরুদ্ধ সেই রূপ সংকটশতে সমাকীর্ণ, ও সাতিশয় ভীষণ গহন ঘোরাতি-ঘোর ভাববিশিষ্ট।

আমার এই জীবন অনন্তকালের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। ইহাতে আবার আশা কি ও আশ্বাস কি? কিন্তু আমি এমনই অন্ধ ও অজ্ঞানান্ধ, যে, ঈদৃশ ক্ষুদ্র জীবনেও আশা ও আশ্বাসবন্ধন স্থাপন

করিতেছি; আমার ন্যায় অবোধ, অজ্ঞান ও অসারমতি আর কে আছে? যাহা কিছুই নহে, সুতরাং যাহাতে কিছুমাত্র অভীষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ অসার বিষয়ে আমার ন্যায়, অসার ও অপদার্থ পুরুষ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি অনর্থক আশ্বাসবদ্ধ হইতে পারে? ভগবন্ সত্যপুরুষ! আমারে রক্ষা করুন। আমি আপনার অনুগ্রহে আত্মগতি লাভ করি।

আমার এই রাজ্যও অতি সামান্য। বিশেষতঃ, যত দিন বাঁচিব, ততদিনই ইহা ভোগ করিব। মৃত্যুর পর আর ইহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। হয় ত, ইতিমধ্যেই বা মরণের পূর্ব্বেই ইহা ধ্বংস ও ক্ষয় হইতে পারে। অতএব আমি কি জন্য ঈদৃশ অস্থায়ী, অসার ও অনর্থময় রাজপদে সন্তুষ্ট রহিয়াছি! অথবা, আমি মূঢ় ও হতচৈতন্য। সেইজন্য, ভাবী দুঃখপ্রতীকারের চিন্তা না করিয়া, বর্ত্তমানের অসার সুখে মত্ত রহিয়াছি! এই সুখ কি বাস্তবিক সুখ? কখনই না। ইহা দুঃখের নামমাত্র।

হায়, কোন্ ঐন্দ্রজালিক প্রপঞ্চহীন ইন্দ্রজাল দ্বারা আমারে একান্ত মুগ্ধ করিতেছে। যাহা উদার, অকৃত্রিম, সত্য ও রমণীয়, সংসারে এরূপ বস্তু কি আছে? কিছুই না। তবে আমি ইহাতে কি জন্য আসক্ত রহিয়াছি ও বদ্ধ হইয়াছি? আমার মতি কি ভ্রষ্ট ও বুদ্ধি কি বিনষ্ট হইয়াছে? তাহা না হইলে, আমি ইহাতে আসক্ত হইব কেন? বুঝিলাম, সংসারের কিছুই সত্য নহে! অতঃপর এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানে সমস্ত বাহ্যভাবনা ত্যাগ করিয়া, করিয়া, একমাত্র সত্যস্বরূপে আসক্ত হইব।

এই জীবভাব, জলবিন্দুর ন্যায়, একান্ত ক্ষণভঙ্গুর। এবং দুঃখের জন্যই কেবল সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। তবে আর সুখলাভের ইচ্ছা কি, যত্ন কি ও আগ্রহ কি? প্রতি দিন, প্রতি ক্ষণ, প্রতি মাস ও প্রতি বৎসর বারংবার কেবল দুঃখভোগেই অতিবাহিত হয়। আমার এই ইন্দ্রবৎ ঐশ্বর্য্য, যমবৎ প্রতাপ, এবং সূর্য্যবৎ তেজঃপ্রভা, ইত্যাদি সমস্তই ক্ষণ-

কালের নিমিত্ত; সুতরাং নষ্ট হইয়া আছে; ইহা আমি ক্ষণমাত্র চিন্তা করি না। হায়, সংসারে এমন পদ কি আছে, কিছুই নাই, যাহাতে সজ্জনগণ অনায়াসে অধিষ্ঠান করিতে পারেন। সংসারের কিছুতেই বিশ্বাস নাই। কেননা, কিছুই স্থায়ী বা স্থির নহে। মূঢ়েরাই ইহাতে বিশ্বাস করিয়া আশ্বাসবদ্ধ হয়।

হা হতদগ্ধ পাপচিত্ত! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাত্মাদিগের মস্তকের উপরি অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগকেও অধঃপতিত হইতে হয়। অতএব তোমার এই সামান্য মহত্ত্বে আমার বিশ্বাস কি? দেবগণের তুলনায় তুমি কীটাণুকীট পদবাচ্য হইতেও পার না। সুতরাং, তোমার অধঃপতন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা কি আর বলিতে হয়। যাহারা আমার ন্যায় মূঢ় ও হতজ্ঞান তাহারাই তোমাতে বিশ্বাস করে। বাস্তবিক, তুমি বানরের ন্যায় চঞ্চলতাই লোক সকলের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছ। তুমি চঞ্চল হইয়া, কখন কি কল্পনা কর; স্থিরতা নাই। মানুষ তোমারই চঞ্চলতার জন্য অধীর হইয়া, ব্যাকুল হইয়া, বিধুর হইয়া ও সর্ব্বতোভাবে বিব্রত হইয়া, ইতস্ততঃ অনর্থক বিচরণ করে এবং অমৃতবোধে বিষসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া, অজগর ধারণপূর্ব্বক অকালে বা সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও সঙ্কুচিত হয় না। অতএব মন! তুমি আমায় পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। আমি তোমার প্রসাদে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, সুখী ও সচ্ছন্দ হই।

হায়, কি বিড়ম্বনা! বন্ধন না থাকিলেও আমি বদ্ধ হইয়া আছি এবং পতন না হইলেও পতিত হইতেছি। হায়, আমি স্বীয় স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা আমার কলঙ্কের ও লাঞ্ছনার বিষয় কি আছে! হায়, আমাতে আর আমি নাই। যদি আমাতে আমি থাকিতাম, তাহা হইলে, আমার, আমার করিয়া, এরূপ প্রকৃতিভ্রষ্ট ও সর্ব্বথা নষ্ট হইতাম না। যাহারা স্বীয় স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদের আর পদার্থ কি? তাহাদের

উদ্ধারের পথও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মানুষমাত্রেরই আমার ন্যায়, এইপ্রকার দারুণ দুর্দ্দশার আবিষ্কার হইয়াছে। সেইজন্য সংসারে আর ভদ্রস্থতা নাই।

হায়, নিবিড় নীলিমাপূর্ণ নীরদখণ্ড যেমন দিবাকরের অগ্রগামী হয়, সেইরূপ আমি পরমবুদ্ধিমান্ হইলেও, দারুণ মহামোহ সহসা আমার সম্মুখীন হইয়াছে! ইহার কারণ কি? আমি আর কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা কখনও প্রকৃত নহে। আমি কেবল স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের ভরণপোষণাদি অসার বিষয়ই বুঝিয়া থাকি, যাহাতে ইহকালও নাই, পরকালও নাই এবং স্বার্থও নাই, পরার্থও নাই। যাহারা কেবল স্ত্রীপুত্রাদি বুঝে, তাহারা কিছুই বুঝে না। তাহারাই মহামোহে আচ্ছন্ন। আমারও তাদৃশী শোচনীয় দশার শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে? হায়, আমার পরিণাম কি হইবে! আমি সংসারে আসিলাম, কেবল স্ত্রীপুত্রাদি নরকবিষয় বুঝিলাম; আর কিছুই বুঝিলাম না; কিছুই ভাবিলাম না; কিছুই জানিলাম না; কিছুই শুনিলাম না; ও চিনিলাম না! আমার কি হইবে? সকলই অন্ধকার দেখিতেছি! বোধ হয়, এই ঘোর নিবিড় অন্ধকারেই মরিতে হইবে! তাহা হইলে, আমার কি হইবে! আমি কি এইপ্রকার ভয়ঙ্কর শোচনীয় মৃত্যু লাভ জন্যই পাপ সংসারে আসিলাম! সর্ব্বথা আমাকে ধিক্!

হায়, আমার এই সুবিপুল ভোগবিলাস, এই অসংখ্য দাস দাসী, এই অগণিত বন্ধুবান্ধব, ইহারা বাস্তবিকই কি আমার? না, আমিই বাস্তবিক কি ইহাদের? কখনই না। সকলই স্বপ্নমাত্র, কল্পনামাত্র অথবা ছায়ামাত্র। তবে আমি বালকের ন্যায়, অনর্থক আমার আমার করিয়া, একান্ত মোহিত হইতেছি কেন? আমি যাহাদিগকে আমার বলিতেছি, ইহারা এই মুহূর্ত্তেই হয় ত আমাকে ত্যাগ করিতে পারে অথবা আমিও এখনই ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি। এই রূপে পরিত্যাগ হইলে, আমার

সহিত আর ঐ সকলের সম্পর্ক কি? তবে আমি কেন মোহিত হইতেছি? ধিক্ আমাকে! ধিক্ এই সকলকে।

হায়! সংসারে আস্থা ও আগ্রহ করিলে, অসুখ ও উদ্বেগ এই উভয়কে স্বয়ং আহ্বান করা হয়। পণ্ডিতেরা ঐরূপ সংসারাস্থাকে জরামরণের প্রিয়সখী ও দুঃখবিষাদের প্রসূতি বলিয়া, উপদেশ ও পরিহার করিতে বারংবার আদেশ করিয়াছেন। ইহা জানিয়াও আমি কিজন্য তাদৃশী মৃত্যুসম ভয়ঙ্করী আস্থাকে আশ্রয় করিয়া, পদে পদে বদ্ধ ও দুঃখসাগরে মগ্ন হইতেছি?

সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই বুদ্বুদশ্রীর ন্যায়, মিথ্যাসমুদিত। সুতরাং, আমি যাহা দেখিতেছি তৎসমস্ত আমারই আগ্রহমাত্র। অতএব আমি আর বৃথা আগ্রহ করিব না। যাহা দেখিতেছি, আর তাহা দেখিব না! মন হইতে এক বারেই দৃশ্যজাল মার্জ্জনা করিয়া ফেলিব। দৃশ্য মার্জ্জন না হইলে, পরমার্থদর্শন নিষ্পন্ন হয় না। পরমার্থ দর্শন না হইলে, পুরুষার্থপ্রাপ্তি হয় না। পুরুষার্থপ্রাপ্তি না হইলে, সংসারনিবৃত্তি হয় না। সংসারনিবৃত্তি না হইলে, অশেষ যন্ত্রণার নিরাস হয় না।

পৃথিবীর কত সম্পত্তি কোথায় গিয়াছে। কত বন্ধু বান্ধবও কোথায় গিয়াছে! কত আত্মীয় স্বজনও কোথায় গিয়াছে! স্মরণ করিলেও, সে সকল আর কাহার মনে হয় না। মনে হইলেই বা ফল কি? সকলেরই এইরূপ হইবে; তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। হায়, আমরা কি অন্ধ! কি মূঢ়! ঈদৃশ অসার ও অস্থায়ী ঐশ্বর্য্যে বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া রহিয়াছি! মনে হইতেছে, আমাদের এইবর্ত্তমান ধন জন কিছুরই লয় হইবে না। সকলই চিরদিন এই ভাবে থাকিবে ও এই রূপে যাইবে। কিন্তু এসকল স্বপ্নকথা বা উপকথাবৎ একান্ত অলীক ও অসৎ। বালকেরাই ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে প্রতিপদে সকল বস্তুরই কোন না কোনরূপে ক্ষয় হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কি আশ্চর্য্য! তথাপি আমরা আশা ও আসক্তির

দাস হইয়া, বারংবার মোহিত হইয়া থাকি! অতএব আমাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ বা পাশবপ্রকৃতি আর কে আছে? বলিতে কি, স্বয়ং ইন্দ্রেরও পতন ও ব্রহ্মারও ধ্বংস হইয়া থাকে। অতএব আমার এই অসার ঐশ্বর্য্যে আশ্বাস কি ও বিশ্বাস কি? বুদ্বুদ যেমন জলে লীন হয়, তদ্রূপ লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রের লয় হইয়াছে। অতএব ধীমান্ সাধুগণ কিরূপে এই ভঙ্গুর জীবনে আশা, আশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে পারেন? কোটি কোটি ব্রহ্মা, কোটি কোটি সৃষ্টি ও কোটি কোটি প্রাণী ধূলির ন্যায় দিবানিশি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। তবে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে অসার ও অস্থায়ী জীবনে শ্রদ্ধা কি ও আস্থা কি? আমি কি ভাবিয়া ও কি আশয়ে এই ভঙ্গুর জীবন বহন করিতেছি? বহন করিয়া ফল কি? যাহারা ঈদৃশ অসার জীবনভার বহন করে, ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তাহাদের প্রভেদ কি? তাহারা জীবনে যেমন, মরণেও তেমন, দুঃখভার বহন করিয়া থাকে। কোন কালেই তাহাদের উদ্ধার নাই।

এই সংসার রাত্রিস্বরূপ। এই দেহ তাহার বিবিধক্লেশময় ও ভ্রমময় দুঃস্বপ্ন স্বরূপ। আমি কি রূপে ইহাতে বিশ্বাস বদ্ধ করিয়া আছি? সর্ব্বথা আমাকে ধিক্! যাহাতে বিশ্বাস কিছুই নাই, তাহাতে বিশ্বাস করা আর কুবলয়মালা বলিয়া অসিলতা গলদেশে অর্পণ করা একই কথা! হায়, আমি কি অন্ধ! হায়, সংসারের লোক সকলও কি অন্ধ! আমরা সকলেই অবিশ্বস্ত অসার দেহে মিত্রবৎ ও আত্মবৎ বিশ্বাস বদ্ধ করিয়াছি। আমাদের পরিণাম কি হইবে? অবশ্যই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে। অয়ি হতভাগ্য লোকসকল! তোমরা ভ্রমনিদ্রা পরিহার করিয়া, আলস্য শয্যা ত্যাগ করিয়া, সত্বর জাগরিত হও। নতুবা, তোমাদের নিস্তার নাই।

হায়, দিন ও রাত্রিসকল অজস্র যাতায়াত করিতেছে। এইরূপে কত দিন ও কত রাত্রি অতীত ও আগত হইয়াছে,

বলা যায় না! কিন্তু যাহার বিনাশ নাই, এরূপ একটী দিন বা একটী রাত্রিও কখনও দেখিতে পাইলাম না। যাহা যায়, তাহা ফিরিয়া আইসে না। সমস্তই আমাদের আয়ু লইয়া গমন করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়াও আমার চৈতন্য হয় না! হায় আমাকে ধিক্

হায়, আমি এই দুঃখ হইতে অতিমাত্র দুঃখ ও এই ক্লেশ হইতে অতিমাত্র ক্লেশ ভোগ করিয়াছি; তথাপি আমার বিরতি বা নিবৃত্তি নাই! অতএব আমার এই অধম ও অসার চিত্তকে ধিক্! হায়, আমি কোথায় যাইব, কি করিব! হায়, আমি বিষয় বিষয় করিয়া, পরিণাম হারাইলাম; তথাপি বিষয়ে আমার বিনিবৃত্তি নাই! হায়, আমি অর্থ অর্থ করিয়া, পরমার্থ হারাইলাম; তথাপি আমার অর্থে বিনিবৃত্তি নাই! হায়! আমি কত বিষয় ও কত অর্থ ভোগ করিলাম; তথাপি আমার বিরতি নাই! মৃত্যু আমার নিকট হইয়াছে, কাল আমার আসন্ন হইয়াছে; তথাপি আমার বিরতি নাই হায়, আমার কি হইবে! হায়, আমি কি করিব! হায়, মানুষ! তুমিও আমার ন্যায়, পরিণাম ও পরমার্থ হারাইয়াছ। অতএব এই বেলা বিনিবৃত্তি হও।

আমার যে সকল রমণীয় বস্তু ছিল, যাহাতে আমি অতিমাত্র আশক্ত ছিলাম, তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আর যে প্রকার উত্তম বস্তু কিছুই নাই। তবে আমি কি আশয়ে ও কি ভাবিয়া সংসারে, পাপসংসারে বদ্ধ ও নিবদ্ধ রহিয়াছি! আমার কি হইবে! ধিক্! আমার আসক্তিতে ধিক্।

কি প্রথমাবস্থা, কি মধ্যাবস্থা, কি যৌবনাবস্থা, কি বৃদ্ধাবস্থা, সর্ব্বত্রই মনোরম বিষয়মাত্রেই অপবিত্র। কেননা, তাহাদের কিছুই স্থায়ী নহে! মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ জড়। এইজন্য বাল্যকালে অজ্ঞানবশে হতপ্রায় ও যৌবনে মোহবশে বিনষ্টচিত্ত হইয়া, জীবন যাপন করে। অনন্তর শেষ বয়সে অশেষ চিন্তায় নিপীড়িত হইয়া, চরমে কলেবর বিসর্জ্জন করে! এই রূপে তাহার কিছুই

ভাল নহে। অতএব সে কবে আর কি করিবে? হায় অনন্তদশাদূষিত এই সংসার অনবরত ক্ষয় বিনাশ বা জন্ম মৃত্যু ভোগ করিয়া, একান্ত বিরস হইয়া উঠিয়াছে! ইহাতে সুখের বিষয় কিছুই নাই। না জানি কি বুঝিয়া ও কি ভাবিয়া, হতভাগ্য পাপ মানুষ ঈদৃশ অসারসার সংসারকে সারময় দেখিয়া থাকে! অথবা, মানুষের সকলই বিপরীত। হিতকে অহিত ও অহিতকে হিত দর্শন করাই মানুষের স্বভাব। এই স্বভাব দোষেই তাহার অশেষ ক্লেশ ও বিষম বিপত্তি ভোগ হইয়া থাকে এবং কোন কালে প্রকৃত সুখদর্শন সম্পন্ন হয় না।

রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও কখনও কল্পান্ত-কালাধিক স্বর্গভোগে সমর্থ হওয়া যায় না অতএব আমি কোন্ এক বস্তুর আশ্রয় করিব? সংসারে এমন বস্তুই বা কি আছে, যাহা আশ্রয় করিলে, পরম বিশ্রান্তি লাভ হইতে পারে। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে, আর কাহাকেও এরূপ শতবৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় বিচারণ করিতে হইতনা। হায়, কি কষ্ট! আমারা কিছুই ভাবি না ও কিছুই বুঝি না তাহাতেই আমাদের এই প্রকার দুর্দ্দশার শেষ দশা।

যাহাদের উন্মেষ ও নিমেষে সংসারের উদয় ও লয় হইয়া থাকে, তাদৃশ মহাপুরুষগণই ধন্য! আমার ন্যায়, মূঢ়গণের আর গণনা কি? আমরা কীটাণুকীটমধ্যেও গণ্য নহি। আমরা পশুর ন্যায়, কেবল আহার বিহার করিবার জন্যই জন্মিয়াছি। তদ্ব্যতীত আমাদের জীবনে আর কি স্বার্থ আছে? ভাবিয়া দেখিলে, ঈদৃশ অনর্থক জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র। যে জীবনে জীবনের প্রকৃত কার্য্য করা না হয়, সে জীবন, মৃত্যুর সমান, সন্দেহ কি? পণ্ডিতেরা বাস্তবিকই ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে মৃত বলিয়া, শত শত ধিক্কার প্রদান করিয়াছেন এবং সংসারের বহির্ভূত বলিয়াও, সহস্র ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন।

হায়, এই পদার্থ-শ্রীর কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। ইহা যেমন

আপাত-রমণীয়, তদ্রূপ সাতিশয় ভঙ্গুরভাবাপন্ন। ইহা শত শত যুক্তি, প্রমাণ ও উপপত্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্ণীত হইয়াছে। তবে আর ইহাতে বাসনা কি ও অভিলাষ কি? রম্য হইতেও রম্যতর ও সুস্থির হইতেও সুস্থিরতর বিদ্যমান আছে। তবে কেন ঈদৃশ অরম্য ও অস্থির পদার্থে লোকসকল আদর ও অনুরাগ প্রদর্শন করে? তবে কেন বিষয়ের ব্যামোহকরী, সর্ব্বনাশকরী ও অবসাদ-করী শক্তিতে লোকমাত্রেই মোহিত হইয়া আছে? হায়, কাহারও কি চৈতন্য নাই। কেহই কি বুঝিতে পারে না, যে, অবশ্যই একদিন এই পদার্থশ্রী কুজ্ঝটিকার ন্যায়, কোথায় অদৃশ্য হইবে! কেননা, প্রতিক্ষণে প্রতিপদেই এইপ্রকার অদৃশ্যভাব সংঘটিত হইয়া থাকে।

সম্পদই বিপদ ও বিপদই সম্পদ। মূঢ়েরাই কেবল সংসারে হেয়োপাদেয় কল্পনা করে। বাস্তবিক, যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার হেয়োপাদেয়ত্ব কি? পণ্ডিতেরা হেয় ও উপাদেয় সমভাবে দর্শন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টি একমাত্র পরম বস্তুতেই অভিমুখীন বা একোদগ্র। সংসারের কিছুতেই তাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করেন না। যাহা অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হেয় উপাদেয় যাহাই হউক, তাহাতে আবার আস্থা কি? পতঙ্গের পক্ষে প্রজ্ব-লিত পাবশশিখা যেমন, আমাদের পক্ষে এই সমস্ত অগ্নিশিখাও তেমন, ভয়ঙ্কর ও প্রাণান্তিক। অতএব আমি ঈদৃশ অত্যুত্তপ্ত সুখদৃষ্টির কাহাতে অনুরক্ত হইব? ইহা সান্নিধ্যমাত্রেই মন প্রাণ দগ্ধ করে। অতএব নিরন্তর দুঃখভোগও শ্রেয়ঃকল্প; তথাপি রৌরবাগ্নির প্রবলশিখাসদৃশ অতীবভীষণ ও অতীবপ্রদাহজনক সুখ দুঃখাদির ঘোরতর আবর্ত্তপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত সংসারবৃত্তিতে সুখভোগের প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতেরা সংসারকেই দুঃখের সীমান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং, সংসারে সুখলাভের সম্ভাবনা কি? যাহারা সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাহারা মরী-চিকা আশ্রয় করিয়া পিপাসানিবারণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

ফলতঃ, এই সংসার স্বভাবতঃ দুঃখস্বরূপ। ইহাতে যাহা আছে তৎসমস্তই মহাদুঃখস্বরূপ। মূর্খের নিকট ঐ সকল মহাদুঃখ মধুররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পতঙ্গ যেরূপ আলোকদর্শনে মোহিত হইয়া, প্রজ্বলিত পাবকে পতিত ও তৎক্ষণাৎ উপরত হয়; মূঢ়েরাই তদ্রূপ ঐ সকল দুঃখকে সুখ বোধে আলিঙ্গন করিয়া, আপনা আপনি বিনষ্ট হয়, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি বিষয়ে বদ্ধ হইয়া, যে পিপুল বিষাদে ব্যথিত হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেও, মন প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তথাপি আমার নিবৃত্তি নাই।

এই সংসার বৃক্ষস্বরূপ। দেহাদি ইহার শাখাঙ্কুর, দুঃখাদি ইহার ফল পল্লব এবং মন ইহার মূল, সুতরাং, ইহা কল্পনা ভিন্ন কিছুই নহে। মনকে বিনাশ না করিলে, এই বৃক্ষের ধ্বংস নাই। বৃক্ষের ধ্বংস না হইলেও, উদ্ধার নাই। হায়, এই মনোমর্কট আকারমাত্রে রমণীয়। ইহাতে বিশ্বাস কি? অতএব আমি ইহার ব্যবহারে আর বিরাম করিব না। একবারেই ইহাকে ত্যাগ করিব। যাহারা মনকে ত্যাগ করে, তাহারাই সুখী, স্বচ্ছন্দ ও স্বস্থ, সন্দেহ নাই। মুক্তি তাহাদেরই অধিকৃত, এবিষয়েও সংশয় নাই।

এই সংসারবৃত্তি শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও শত শত উৎপাতে পরিব্যাপ্ত। আমি কিজন্য ইহাতে বদ্ধ হইয়া আছি? কৈ, এতদিন বদ্ধ হইয়া ত, কিছুই সুখলাভ করিতে পারিলাম না? প্রত্যুত, স্বার্থ, পরমার্থ ও পুরুষার্থ, ফলতঃ, সকল অর্থই ভ্রষ্ট করিলাম। কষ্টেরও একশেষ হইয়াছে। বিনষ্টেরও আর অবশিষ্ট নাই। অতএব অদ্যই ইহাতে বিনিবৃত্ত ও বিরত হইব। বিরত না হইলে, আর উদ্ধার নাই। যাহারা বিরত হইয়াছে, তাহারাই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

হায়, আমি বিনষ্ট হইলাম। হত হইলাম এই বলিয়া আর বারংবার রোদন করা যাইতে পারে না। অতএব আর যাহাতে

এই রূপে রোদন করিতে না হয়, অদ্য তাহাই করিব। মনকে বিনাশ করিয়া, আমি প্রবুদ্ধ হইব। কেননা, এই মন আমার পরমার্থসাধন ব্যাহত করিয়াছে। ইহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না। এই মন আমায় বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রভাবে আমি আত্মপথ বা তত্ত্বমার্গ বিস্মৃত হইয়াছি। যাহারা আত্মপথ বিস্মৃত, তাহারাই হত, তাহারাই বিনষ্ট। আর আমি এরূপ হতদশায় থাকিতে পারিব না। মনকে অদ্যই বিনাশ করিয়া, জীবিত হইব ও মুক্ত হইব। এই মনই আমার পরম শত্রু। শত্রু বিনাশ না করিলে, কোন মতেই স্বস্তি বা শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। আত্মা অপেক্ষা প্রিয় নাই ও বন্ধু নাই। মন সেই আত্মার প্রতি বিরক্ত। সুতরাং, মন অপেক্ষা আমার পরম শত্রু বা পরম বিপক্ষ আর কে আছে? বিশেষতঃ, যাহা সাক্ষাৎ অনন্ত দুঃখস্বরূপ এবং যাহাতে দুঃখ ভিন্ন সুখের লেশমাত্রও নাই, মন আমাকে সেই পাপ সংসারেই আসক্ত করিয়া থাকে। অতএব মন অপেক্ষা পরমশত্রুপদবাচ্য আর কে হইতে পারে? যেখানে মন, সেইখানেই ক্ষয়, সেইখানেই বিনাশ সন্দেহ নাই।

এই সাধু সিদ্ধগণের সাধু বাক্যে আমার পরম প্রবোধ সঞ্চার হইয়াছে। অতএব আর আমি বিফল বিষয়ামোদে মত্ত থাকিয়া, পরমার্থপথ পরিহৃত করিব না। সমস্ত ত্যাগ করিয়া, পরমানন্দ সাধন করিব এবং আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিয়া, একবারেই বিশ্রান্ত হইব।

অয়ি বিবেক! অদ্য আমি তোমার অনুগ্রহে অহঙ্কারাত্মক মনকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি। তোমাকে নমস্কার। তুমি চিরকাল আমার প্রতি এইপ্রকার প্রসন্ন থাক, তাহা হইলে, আমি অনায়াসেই সংসারসাগর উত্তরণ করিব। আমার আর ভয় কি? আমি যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন আমার অভয়পদপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়াছে।

দশম সর্গ। (নিশ্চয় বর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজর্ষি জনক এইপ্রকার বিতর্কে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে অন্যতর প্রতিহারী তথায় প্রবেশপূর্ব্বক নিবেদন করিল, দেব! আপনার সুবিশাল ভুজস্তম্ভে সমগ্র মেদিনী-মণ্ডল পরম সুখে বিশ্রাম করিতেছে। অধুনা, গাত্রোত্থান করিয়া, আহ্নিককৃত্য সমাধান করুন।

মহারাজ! স্ত্রী সকল স্নানভূমিতে কর্পূর ও কুঙ্কুমে অলঙ্কৃত সলিলপূর্ণ ঘট সকল স্থাপন করিয়া, ভবদীয় প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ফলতঃ, স্নানীয় সজ্জা সকল সম্যক্ বিধানে প্রস্তুত ও দেবমন্দির সকল সুচারু রূপে সজ্জিত হইয়াছে। দ্বিজগণ স্নান করিয়া, অঘমর্ষণ জপ করত পবিত্র হস্তে স্নানভূমিতে দক্ষিণাপরিগ্রহ জন্য আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। চামরধারিণী রমণীরা স্বকার্য্যসাধনে সমুদ্যত রহিয়াছে। অতএব সত্বর গাত্রোত্থান অনুমতি হউক। আপনার ন্যায় মহাত্মারা কদাচ স্বকার্য্যে অবহেলা করেন না।

বৎস রামভদ্র! প্রতিহার এইপ্রকার নিবেদন করিলেও রাজর্ষি জনক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, পূর্ব্ববৎ বিচিত্র সংসার স্থিতি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন এই সংসার কি? ইহাতে, আমি, এই পদার্থ কি? আমার এই রাজ্য কি? ইহাতে সুখ কি? ক্ষণভঙ্গুর এই রাজ্যেই বা আমার প্রয়োজন কি? সমস্তই ইন্দ্রজাল স্বরূপ ও মায়া স্বরূপ। অতএব এই মুহূর্ত্তেই ইহা ত্যাগ করিয়া, স্থিরভাব ধারণ করিব। মন যে যে দশায় স্বীয় সম্ভ্রম সন্দর্শন করে, তাহাতেই তাহার দুঃখভোগ হইয়া থাকে! এই ভোগভূমিতে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইয়াও, মনের তৃপ্তি সমুদ্ভূত হয় না। অতএব সর্ব্বথা ইহা পরিহার করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর তিনি সহসা ঐরূপ চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, ক্ষণকাল শান্ত চিত্তে ও মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন; প্রতিহার

গৌরব ও ভয়প্রযুক্ত আর কোন্ কথাই বলিল না। বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইয়া, প্রভুর মুখাপেক্ষায় পুত্তলিকার ন্যায়, অবিচলিত দণ্ডায়মান রহিল। অনঘ! স্বভাবতঃ তত্ত্বযোগবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানী জনকের মন একবারেই বীতস্পৃহ ও বীতরাগ হইয়াছিল। সংসারের কিছুতেই আর তাঁহার কিছুমাত্র মতি বা প্রবৃত্তি ছিল না। এইজন্য তিনি বাহ্য ব্যাপার পরিহার ও বাহ্য জ্ঞান বিসর্জ্জন করিয়া, পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, যত্নপূর্ব্বক যাহার সাধন করা যাইতে পারে, সংসারে সেরূপ বস্তু কি আছে? অথবা যাহাতে আস্থা করিতে পারি এবং যাহার বিনাশ নাই, এরূপ বস্তু কি আছে? অথবা মৃত্যু যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, সংসারে সেরূপ বস্তুই বা কি আছে? আমার ক্রিয়া বা অক্রিয়ার প্রয়োজন কি? আমি প্রাপ্ত বস্তুর পরিহার ও অপ্রাপ্তের অভিলাষ করিব না। অতঃপর আমি সংসারের সমস্ত ত্যাগ করিয়া, স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া, আত্মাতেই অবস্থিতি করিব। আমার কৃত বা অকৃত কিছুই নাই। আমার যাহা আছে, তাহা থাক, আমি তাহা ত্যাগ করিব না; আমার আর কিছুতেই স্পৃহা নাই। আমার যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট। তাহা বিনষ্ট হইলেও, তজ্জন্য আর চেষ্টা করিব না। কেননা, সমস্তই অসৎ। কর্ম্ম করিয়া, তাহার ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে কামনা না থাকিলে, সেই কর্ম্ম কর্ম্মমধ্যেই গণ্য হয় না। পুরুষের নিশ্চয়ই অর্থাৎ কর্ম্মকামনাই কর্ম্মফল ভোগ করে। অতএব আমি কর্ম্মফলপ্রত্যাশাপরিহারপুরঃসর বুদ্ধিকে স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া, অন্তরস্থ অধীরতা বিসর্জ্জন করিব। আমি যখন জানিয়াছি, সংসারে উপাদেয় কিছুই নাই, তখন আর ইহাতে আসক্তি কি ও আগ্রহ কি?

একাদশ সর্গ। (মনের শাসন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘুদ্বহ ! রাজর্ষি জনক এই প্রকার চিন্তানন্তর অনাসক্ত হইয়া, তৎকালসমুচিত কার্য্যপরম্পরাসমাধান জন্য সমুত্থিত হইলেন। বোধ হইল, ভগবান্ ভাস্কর যেন স্বীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য উত্থান করিলেন। অনন্তর তিনি বাহ্য চেতনা ও বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া, জীবিতসত্ত্বেও মৃতের ন্যায়, ইষ্টানিষ্টপরিহারপুরঃসর যথাপ্রাপ্ত কার্য্যসকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এই রূপে দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ সম্পন্ন হইলে, রজনীর সমাগমে তিনি একাকী পূর্ব্ববৎ ধ্যানপরায়ণ হইলেন। ঐপ্রকার ধ্যানবশে মনকে জয় ও বিষয়ভ্রম পরাহত করিয়া, তিনি সেই যামিনী যাপনানন্তর পুনরায় প্রভাতে মনকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্ ! রাজা জনক যে রূপে মনকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া, বিষয়-বিসবিদূষিত মদীয় চিত্তকে স্বস্থ ও সুখিত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শ্রবণ কর। রাজর্ষি জনক মনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি সুন্দর ! এই সংসার যেপ্রকার অসার ও অস্থায়ী, তাহাতে ইহা কখনও আত্মার সুখের নিমিত্ত হইতে পারে না। যাহা সুখের জন্য নহে, তাহাতে আবার প্রবৃত্তি কি ! অতএব তুমি শান্তি অবলম্বন কর। শান্তি আশ্রয় করিলে সারভূত নিরুপম সুখলাভ করা যায়। চিত্ত ! তুমি যখন যাহা মনে কর, তখনই তাহা হইয়া থাকে। তোমার ক্ষমতার সীমা নাই। আমি তোমারই দোষে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকি অতএব তুমি শান্ত হও।

মন ! একমাত্র ভোগেচ্ছাই অনন্ত রূপের আবির্ভাবস্থান এবং একমাত্র চিন্তাবিলাসই অনন্ত সংসারবিস্তৃতির হেতুভূত। অতএব তুমি মুহূর্ত্তেই বিবিধ শোকের ও বিবিধ উদ্বেগের উদ্ভবক্ষেত্র ভোগ ও চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত হও। এই পিতা, এই মাতা, এই

স্ত্রী, এই পুত্র, এই দাস, এই দাসী, এই যান, এই বাহন, ফলতঃ, সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই তোমারই কল্পনা। তুমি ক্ষণমধ্যেই আকাশপাতাল ব্যাপ্ত করিয়া, বায়ুর ন্যায়, অপ্রতিহত গতিতে বিচরণ করিয়া থাক। তোমার এইপ্রকার চঞ্চলতাই অশান্তি ও উদ্বেগের হেতু।

অয়ি চিত্ত! নির্ম্মল শান্তিসুখের সহিত সংসারসৃষ্টির তুলনা কর; যদি কিছু সার পাও, সংসারে আসক্ত হইও। যদি না পাও, তাহা হইলে, তৎক্ষণে পরিত্যাগ করিও। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সংসারে কিঞ্চিন্মাত্রও সার নাই। তুমি তুলনা কর আর নাই কর, ইহা সিদ্ধবাক্য, সংসারে কিঞ্চিদপি সার নাই। সার থাকিলে, মনীষীগণ কখনই ইহা পরিহার করিতে উপদেশ ও আদেশ করিতেন না। অতএব এই দৃশ্যদর্শনলালসা ঐকান্তিক অসার ভাবিয়া, একবারেই ইহাতে নিবৃত্ত হও। কোনরূপেই আর ইহাতে আস্থা করিও না। ইহাতে আস্থা করাই দুঃখ এবং না করাই সুখ। অয়ি সাধো! এই দৃশ্যজাত উদিত বা অস্তমিত, সৎ বা অসৎ, যাহাই হউক, ইহার গুণাগুণে তোমার যেন কোন প্রকার বিকারসঞ্চার না হয়। তুমি নিশ্চয় জানিও, এই দৃশ্য জগৎ কিছুই নহে। যাহা কিছুই নহে, তাহার সহিত আবার সম্বন্ধ কি? এই কারণে তোমারও সহিত ইহাদের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। তুমি যেরূপ অসৎ বা সত্তাশূন্য, এই দৃশ্য জগৎও তদ্রূপ নাই। যাহা নাই, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি রূপে হইতে পারে। পুনশ্চ, তুমি সৎ ও এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ অসৎ, যদি এইপ্রকার হয়, তাহা হইলেও, জীবিত ও মৃতের ন্যায়, তোমাদের পরস্পর সম্বন্ধ কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব তুমি বিষাদরূপ বিষম ব্যাধি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মৌনরূপ আত্মস্থিতি অবলম্বন ও তৎসহকারে প্রকৃত শান্তিসুখ ভোগ কর। এই দৃশ্য জগতের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা প্রাপ্ত হইলে, তুমি পূর্ণ বা একবারেই আপ্তকাম ও সকল অভীষ্টের পার প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব

তুমি বৈরাগ্যযোগসহায়ে ধীরতা অধিকার করিয়া, শান্ত ও সুস্থির হও। তাহা হইলে আর তোমার মৃত্যুরূপ মহাযন্ত্রণায় পতিত হইতে হইবে না। পণ্ডিতেরা সংসারকেই ঐরূপ মৃত্যু বলিয়াছেন।

দ্বাদশ সর্গ (প্রজ্ঞামাহাত্ম্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘুদ্বহ! এইপ্রকার চিন্তাবশে সমুদায় মোহ তিরোহিত ও বুদ্ধির পরম প্রশান্তদশা প্রাদুর্ভূত হইলে, রাজর্ষি জনক অনাসক্ত হইয়া, কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যাহা করেন, করিতে হয়, বলিয়াই করেন। নতুবা, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা নাই। যদি অনুষ্ঠিত কার্য্যের কোন ফল থাকে, হউক, তাহাতে কোনরূপ বৃদ্ধি নাই; ফল না থাকে, না হউক, তাহাতেও কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাঁহার সকল কার্য্যেই এই প্রকার মহনীয় উদাসীনভাব ও পরম উদার গতি। কোনরূপ আনন্দনী বৃত্তিতেই তাঁহার চিত্ত আর প্রসক্ত হয় না এবং এই দৃশ্যজাল গ্রহণ বা বিসর্জ্জন কিছুই করে না। তৎপ্রযুক্ত সুষুপ্তের ন্যায়, সমুদায় শঙ্কা বিগলিত ও বিবেকবলে অহংভাবাদি দোষ সমস্ত বিদলিত হওয়াতে, তিনি পরম সনাতন অনাদি স্বভাব লাভ করিলেন। অনবরত বিবেকের অনুশীলন করাতে, তাঁহার জ্ঞানও বিশিষ্টরূপে নির্ম্মল ও অনন্ত প্রভায় প্রতিভাত হইয়া উঠিল। এই রূপে দোষ সমস্ত নিরাকৃত হওয়াতে, তদীয় হৃদয়ে মেঘোপরোধ-বিনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায়, একান্ত উদ্দীপিত চিৎ সমুদিত হইল। তৎপ্রভাবে তিনি অবলোকন করিলেন, সমস্ত দৃশ্যজাত একমাত্র চিৎ শক্তিতে অবস্থিতি করিতেছে। এইপ্রকার দর্শন করিয়া, তাঁহার আত্মা অনন্ত রূপে পরিণত ও সর্ব্বভূতাত্ম জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইল। আর তিনি কিছুতেই হৃষ্ট বা দুঃখিত হন না। আর তিনি কিছুতেই সুখ বা শোক বোধ করেন না। তিনি

জ্ঞানবলে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেনা সংসারের সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সকলই নামমাত্র। মূঢ়েরাই তাহাতে অভিভূত ও মত্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার জ্ঞানযোগ সহায়ে তিনি প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠানে অনবরত নিরত, সর্ব্বত্র সমভাব-বিশিষ্ট, সর্ব্বকালদর্শী ও লোক-পারাবারজ্ঞ হইয়া, স্বীয় রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। হর্ষ-বিসাদাদি কোনরূপেই আর তাঁহাকে পরিতপ্ত করিতে পারে না, মানসিক গুণদোষাদিও আর তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে না এবং রাজ্যসংক্রান্ত অর্থ বা অনর্থও আর তাঁহাকে সন্তুষ্ট বা বিষণ্ণ করিতে পারে না! তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানবলে গুণদোষ ও প্রকৃতি-বিকার সমস্তই আয়ত্ত করিয়া, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন শান্তির সমাগমে নির্ব্বাত সাগরের ন্যায়, অতিমাত্র অবিক্ষুব্ধ দশা ভোগ করিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার বিকারদোষের অপগমনপ্রযুক্ত তিনি সুষুপ্তের ন্যায়, অবস্থিতি করিলে, আর কোনরূপ ভাবনাই তাঁহার হৃদয়ে পদ-গ্রহণ বা প্রভাববিস্তারে সমর্থ হইল না। তাঁহার আর অশন বসনের ভাবনা নাই; শয়ন উপবেশনেরও চিন্তা নাই; কি হইবে, কি করিব, ইত্যাকার কল্পনারও অণুমাত্র অবসর নাই; স্ত্রীপুত্ত্রাদি পরিবার পোষণ জন্যও কোনরূপ ভাবনাবশে ব্যস্তভাব নাই। তিনি সমস্ত অতিক্রম ও পরাজয় করিয়া, পরম শান্ত ও সুস্থ ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ বা অতীত বা বর্ত্তমান কোন বিষয়ের জন্যই আর চিন্তা করেন না। সতত প্রফুল্ল চিত্তে যখন যাহা উপস্থিত হয়, তাহারই সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়েন। আশা বা আগ্রহ করিয়া, বিবাদ বা বিগ্রহ করিয়া, কোন বিষয়েরই অনু-ষ্ঠান করেন না।

অনঘ! রাজা জনক একমাত্র বিচারসহায়েই উল্লিখিত রূপে প্রাপ্য বিষয় প্রাপ্ত হইলেন, কোনরূপ ইচ্ছা দ্বারা নহে। ফলতঃ, বিচারই প্রাপ্যলাভের একমাত্র সাধন। বিচার দ্বারা বুদ্ধি ও মনের প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি ও তৎসহকারে সকল বিষয়ের

সুনামতাসিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব কোন বিষয় বিচারের সীমান্তপ্রাপ্ত না হইলে, বারম্বার চিত্ত দ্বারা তাহার বিচার করিবে। বিচার না করিয়া, কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য। একমাত্র বিচার দ্বারাই হৃদয় নির্ম্মল হইয়া থাকে। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে যেমন তাহার মলিনিমা বিদূরিত ও পরম বিকাস বিস্ফূরিত হয়, বিচারের উদয়ে তেমন হৃদয়ের সকল কালিমা দূর ও পরম প্রকাশসম্পত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞানকেই বিচারশব্দে নির্দ্দেশ করেন। এই প্রজ্ঞান চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যের উদয় বা সংসর্গে কাহার না হৃদয়-বিকসিত ও ভাস্বর হইবে? যাঁহাদের হৃদয় বিচারবলে বিশিষ্টরূপে নির্ম্মল হইয়াছে, তাদৃশ সাধুগণের সহবাসে অবস্থিতি করিলে, যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, শাস্ত্রালোচনা বা পুণ্যানুষ্ঠান কিছুতেই তাদৃশ পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। বিচারই পরমপথ, যে পথে ব্যক্তিমাত্রেরই বিচরণ করা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে বিচরণ করিলে, পরম পুরুষার্থ রূপ পরম অভীষ্টদর্শন সম্পন্ন হয়। বিচার দ্বারা যে সৎসঙ্গসংঘটনী সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোনরূপ পুণ্যানুষ্ঠানযোগেও তাহা সংঘটিত হয় না।

পূর্ব্বাপরবিচারকারিণী পরমসূক্ষ্মাগ্রশালিনী প্রজ্ঞারূপ দীপশিখা সম্মুখে প্রজ্বলিত থাকিলে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার কোন কালেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অয়ি মতিমন্! দুঃখ রূপ বিশাল কল্লোলপরম্পরা যাহাতে নিরন্তর উল্লসিত হইতেছে, সেই বিপদরূপ অপার অকুপারে প্রজ্ঞাই একমাত্র তরণী। এই তরণী সহায় না হইলে; কিছুতেই উহাতে পারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অসার তৃণ সকল যেরূপ মৃদু মন্দ সমীরণভরেই প্রবাহিত হয়, প্রজ্ঞাহীন মূঢ়েরা তদ্রূপ অল্প বিপদেই অবসন্ন হইয়া থাকে। তাহারা কোন কালেই স্বাধীন ও স্বচ্ছচিত্তনহে। তাহারা কূপমণ্ডূকের ন্যায়, পৃথিবীর সকল বিষয়েই অন্ধ। ফলতঃ, প্রজ্ঞাই চক্ষু, প্রজ্ঞাই হস্তপদ এবং প্রজ্ঞাই কার্য্যশক্তি। সহায়হীন ও

শাস্ত্রহীন হইলেও, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ স্বকীয় জ্ঞানবলে ভবসাগর পার হয়েন এবং অন্যদীয়-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও, সকল কার্য্যের সীমা লাভ করেন। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা ঐ ক্ষুদ্র পিপীলিকা অপেক্ষাও অসহায়। প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া, তাহার মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। কোন কালেই তাহার ভাগ্যে কার্য্যসিদ্ধি ঘটিয়া উঠে না। সে হস্তপদ থাকিতেও, অবশ ও পঙ্গুভাবাপন্ন, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ ও শক্তি থাকিতেও সর্ব্বথা অশক্ত। কাষ্ঠের বিড়াল যেমন ইন্দুর ধরিতে পারে না অথবা পুত্তলিকা যেমন কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, প্রজ্ঞাহীন পুরুষ তদ্বৎ নিৰ্জ্জীব ও নিঃশক্তি হইয়া থাকে।

সৎ শাস্ত্রের আলোচনা ও সৎ ব্যক্তির সহবাস, এই উভয়বিধ উপায়ে প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত হইয়া, সৎ ফল প্রসব করে। অতএব লোকে সামান্য অর্থাদি উপার্জ্জন জন্য যেরূপ যত্ন করে, প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রথমেই তাদৃশ যত্নবান্ হওয়া তাহাদের অবশ্য বিধেয়। প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। এমন কি, অতি সামান্য বিষয়ও প্রজ্ঞাসাপেক্ষ। মূঢ়েরা যাহা করে, তাহা অভ্যাস ও দৃষ্টান্তবলেই করিয়া থাকে। অথবা, তাহারা জীব-সাধারণ সামান্য আহার বিহার প্রভৃতি অতীব হেয় ও অতীব অসার ব্যাপার ব্যতিরেকে আর কোন বিষয়ই সাধন করিতে পারে না। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ভুবনত্রয়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রজ্ঞারূপ ভাণ্ডারে তৎসমস্তই প্রচুর পরিমাণে সন্নিহিত আছে। ইচ্ছা করিলে, যে সে ব্যক্তি তাহা অধিকার করিতে পারে, এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ যেরূপ অনায়াসেই ভবসাগর পার হন, কি দানশীল, কি তপস্বী, কি তীর্থসেবী কেহই তদ্রূপ করিতে সমর্থ নহেন। এই জগতে যিনি যে দৈবী সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমস্ত অবশ্যই প্রজ্ঞা হইতে সুসিদ্ধ হইয়াছে। প্রজ্ঞা সহায় হইলে, শৃগালও সিংহকে জয় করিতে পারে এবং পঙ্গুও পর্ব্বত

লঙ্ঘন করিতে পারে। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিক কি, প্রজ্ঞা অগ্নিকেও জল করে, আবার জলকেও অগ্নি করিতে পারে। এরূপও দেখা যায় যে, অতি সামান্য ব্যক্তিও প্রজ্ঞাবলে রাজত্ব, অধিক কি, স্বর্গাপবর্গও লাভ করিয়া থাকে। এই প্রজ্ঞা চিন্তামণির ন্যায়, বিবেকিগণের হৃৎকোষে সর্ব্বদা বিরাজ করে এবং চিন্তিত হইলে, কল্পলতার ন্যায়, কাম ফল প্রদান করে। প্রজ্ঞা যদি বিবেক ও বৈরাগ্য রূপ সৎপথে সম্যগ্‌বিধানে নিয়োজিত হয়; তাহা হইলে, নৌবিদ্যানিপুণ ধীবরের ন্যায়, অনায়াসেই সংসারসাগরের পারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই রূপ, রাগদ্বেষাদি অসৎ পথে পরিচালিত হইলে, বিপরীত ফল লাভ হয়; অর্থাৎ প্রজ্ঞা তখন অপ্রজ্ঞার ন্যায়, মানুষকে বিবিধ বিপদে নিপাতিত ও অবশেষে সংসারসাগরে নিমজ্জিত করিয়া থাকে। কত ব্যক্তি বুঝিবার দোষে বা চালনার দোষে এই রূপে বিপন্ন ও অবসন্ন হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে!

বলিতে কি, বজ্র দ্বারা পর্ব্বত যেমন বিদারিত হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা বিপদ তদ্রূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অথবা, বায়ু দ্বারা মেঘ যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা আপদ তেমনি বিদূরিত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ সামান্য লক্ষ লক্ষ পুরুষ অপেক্ষাও বিশেষিত। ধূলিরাশি অপেক্ষা যেরূপ স্বর্ণরাশি শ্রেষ্ঠ অথবা খদ্যোত অপেক্ষা যেরূপ চন্দ্র প্রধান, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ তদ্বৎ সামান্য পুরুষ অপেক্ষা বিশিষ্টভাববিশিষ্ট। প্রদীপ দ্বারা যেমন অন্ধকার গৃহস্থিত যাবতীয় পদার্থদর্শন বিনিষ্পন্ন হয়, প্রজ্ঞা দ্বারা তদ্রূপ সমস্ত গুণদোষ দৃশ্য হইয়া থাকে। আপদ বা সম্পদ কোন মতেই তাহাদের দর্শনে সমর্থ হয় না। বায়ু যেমন সূর্য্যের অবরোধক মেঘকে অপসারিত করে, প্রজ্ঞা তদ্রূপ আত্ম-জ্ঞান-বিরোধিনী জড়তার অপাকরণ করিয়া থাকে। কৃষীবল যেমন ধান্যাদি ফললাভ প্রত্যাশায় ভূমিকর্ষণ করে, যাঁহার উত্তম

পদ লাভের অভিলাষ আছে, তিনি তদ্রূপ সর্ব্বতোভাবে প্রজার লালন করিবেন। ঐরূপ উত্তমপদপ্রাপ্তিই পরম উদ্দেশ্য বা ফল। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ সর্ব্বদাই সর্ব্বলোকোত্তর পদলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রজ্ঞা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অংশ।

ত্রয়োদশ সর্গ (মনোনিবারণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! রাজর্ষি জনক যেমন আপনা আপনি বিচার করিয়া, অনায়াসে ও বিনা ব্যাঘাতে বিদিতবেদ্য ব্যক্তিগণের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ আত্মসহায়ে বিচারপরায়ণ হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে উল্লিখিত পদ লাভ কর! রাজস-সাত্ত্বিক প্রাজ্ঞ পুরুষগণ রাজর্ষি জনকের ন্যায়, স্বয়ংই প্রাপ্য পদে অধিষ্ঠিত হন। আমি তোমায় বার বার বলিয়াছি, প্রজ্ঞা অপেক্ষা সাধন নাই। আত্মা যাবৎ আত্মসহায়ে মালিন্য-পরিহারপূর্ব্বক প্রসন্ন না হন, তাবৎ ইন্দ্রিয়রূপ শত্রু সকল কোন মতেই পরাজিত হয় না। লোকের শত্রু দ্বিবিধ, বাহ্যশত্রু ও আন্তরশত্রু। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়দিগকে আন্তরশত্রু বলে। যাহারা আন্তরশত্রু জয় না করিয়া, বাহ্যশত্রুপরাজয়ের চেষ্টা করে, তাহারা চিরকালই শত্রুহস্তে নির্যন্ত্রিত হইয়া থাকে। এইজন্য আন্তরশত্রুর পরাজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোনরূপ বিপদই নাই। তিনি সর্ব্বদাই সুস্থ সুখিত ও শান্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

অনঘ! আত্মা সর্ব্বগ ও সর্ব্বস্বরূপ। তাঁহার বিকাসে মোহ-বীজের অন্তর্দ্ধৃঢ়তা; আপদ সকলের বৃষ্টির ন্যায় তৎক্ষণে সর্ব্বত্র প্রসারিতা ও আমি আমার ইত্যাদি কুদৃষ্টি ও দুঃখদৃষ্টি সকল আর কোন মতেই স্থিতিপ্রাপ্ত হয় না। তখন নিত্য সুখ ও নিত্য সন্তোষ ও নিত্য শান্তির উদয় হইয়া, অন্তরাত্মা পরম নির্বৃতি অনুভব করে। ইহারই নাম মুক্তাবস্থা। রাজর্ষি জনক আত্ম-

সাক্ষাৎকার সহকারে সর্ব্বদাই এইরূপ অবস্থাযোগ ভোগ করিতেন। তাঁহার সুখ, স্বস্তি ও শান্তি প্রভৃতির কোন কালেই অভাব ছিল না তুমিও জনকের ন্যায়, জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মাত্মসহায়ে আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, পরমপুরুষার্থরূপ অসীম সমৃদ্ধিযোগ ভোগ কর। তুমি জনকের ন্যায়, নিরন্তর আত্মবিচার করিলে, আত্মা স্বয়ংই প্রসন্ন ও তৎসহকারে তোমার জড়তার অবসন্ন দশার সঞ্চার হইবে, সন্দেহ নাই। বলিতে কি, আত্মবিচারপরায়ণ হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই জনকের ন্যায় পরমপদ-প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ভবভীত মানবগণ যদি স্বয়ং বিশিষ্টরূপ যত্ন না করে, তাহা হইলে, দৈব বা কর্ম্মসমূহ, ধন বা বান্ধববর্গ কোনরূপ উপায়েই তাহাদের ভবভয়নিবারণের সম্ভাবনা নাই। এই আমি তোমার নিকট রাজর্ষি জনকের জ্ঞানবিজ্ঞানবিধায়িনী সুখদায়িনী আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলাম। সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট মহারাজ জনক যেমন আত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দর্শন করিতে পারিলে, দেহীর অন্তরাত্মা, প্রভাতকালীন পদ্মবৎ পরম বিকস্বরতা প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে সামান্য অসামান্য বলিয়া কোনরূপ বিশেষ নাই। ফলতঃ, তোমার আত্মা যেমন, আমার আত্মাও তেমন। অথবা, তোমার যে আত্মা, আমারও সেই আত্মা। তবে কেন কোনরূপ তারতম্য বা বিশেষ সংঘটিত হইবে? যাহারা না জানে, তাহারাই ব্যক্তিভেদে আত্মাকে বিভিন্ন ভাবিয়া থাকে এবং আপন অপেক্ষা অন্যের আত্মোৎকর্ষ দর্শন করিলে, তদ্বিষয়ে দৈবের বা অদৃষ্টের সহকারিতা নির্দ্দেশ করে। যাহা হউক, বৎস! তুমি জনকের ন্যায়, সিদ্ধিলাভ কর এবং অন্যান্য ব্যক্তি সকলও তদনুরূপ সিদ্ধিসাধনে সমর্থ হউক।

অনঘ! সূর্য্যের উদয়ে হিমরাশি যেরূপ বিগলিত হয়, তদ্রূপ বিচার দ্বারা সংসার বিকল্পনার ক্ষয় হইয়া থাকে। সংসার বিকল্পনার ক্ষয় না হইলে, কোন মতেই নির্ব্বাণরূপ কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। পুনশ্চ, অহংভাবরূপ অন্ধকার-রজনীর

তিরোধান না হইলে, সেই সর্ব্বগত আত্মদর্শনরূপ আলোক কোন মতেই প্রাদুর্ভূত হয় না। আত্মার দর্শন না হইলে, জীবনের সকলই বিফল হইয়া থাকে। তখন অন্ধভেকের ন্যায় বা ঐ ভূপতিত পাষাণখণ্ডের ন্যায়, মানুষ এক বারেই অতীবহেয় ও অতীবজঘন্য দশায় পতিত হয়। এই অহংভাবই সাক্ষাৎ সঙ্কোচ বা মূর্ত্তিমতী অবসন্নতা। সুতরাং, ইহার ক্ষয় হইলে, অনন্তভুবন-ব্যাপী বিস্তার সংঘটিত হয়।

অনঘ! তুমি পরম বুদ্ধিমান্। সৎপথে বিচরণ করাই বুদ্ধির লক্ষণ। অতএব রাজর্ষি জনক যেমন অহঙ্কারবাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ বিচারসহায়ে উহা ত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরিচয় প্রদান কর। লোক সকল তোমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুক। অহঙ্কার বর্ষাকাল সমুদ্ভূত নিবিড় জলদজালের ন্যায়, চিৎস্বরূপ আকাশকে আবৃত করিলে, পরমাত্মরূপ-ভাস্কর-দর্শন কোন মতেই সম্ভব নহে। অতএব তুমি বিচাররূপ-বায়ুবল সহায় হইয়া, সেই অঙ্কাররূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, পরমাত্মরূপ-ভাস্কর-দর্শনে পরমসুখী ও সৌভাগ্য-শালী হও।

পুনশ্চ, অহংভাবই অন্ধকার। অন্ধকারে কখনও বস্তুদর্শন সম্পন্ন হয় না। এই জন্য অহংভাব পরমাত্ম-দর্শনের ব্যাঘাত করিয়া থাকে। এই অহংভাবের উপশম হইলেই, প্রকাশ অবশ্য তৎক্ষণে সমুদ্ভূত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাদের অহংভাবের উপশম হয় নাই, তাহাদের হৃদয় ঐ অন্ধকূপের ন্যায়, একান্ত অপ্রকাশিত ও অতিমাত্র নিবিড়তার পরম ঘোর ভাব বিশিষ্ট।

আমি নাই বা কিছুই নহি এবং অন্যেও আমার ন্যায় নাই বা কিছুই নহে, এইপ্রকার ভাবনার ক্ষয় হইলে, মন আপনা হইতেই তৈলহীন প্রদীপের ন্যায়, নির্ব্বাণদশা প্রাপ্ত ও বিষয়ে বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। তখন আর তাহার কোনপ্রকার দুরাগ্রহের লেশ-

মাত্র থাকে না। পবন-সঞ্চার বিরহিত হইলে, সাগর যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করে, মনও তদ্রূপ অহংকারের ক্ষয়দশায় শান্ত স্বরূপে বিরাজমান হয়। সাগরের শান্তভাব সঞ্চরিত হইলে, নাবিকাদি যেমন নির্ভয়ে তাহা পার হইয়া থাকে, মন অহংভাবনার তিরোভাব প্রযুক্ত বিক্ষোভবিরহিত হইলে, তদ্রূপ ভবসাগর অনায়াসে উত্তরণ করা যায়। কেননা, পণ্ডিতেরা মনের-বিক্ষোভকেই ভবসাগরের শান্তিহারিণী প্রবল পবনলেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মন যে, বিষয়কে উপাদেয় ভাবিয়া তাহাতে প্রগাঢ় আসক্তি ও আত্মাকে হেয় ভাবিয়া তাহাতে ঐকান্তিক বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহাই বন্ধ; তদ্ব্যতীত লোকের অন্যবিধ বন্ধ কিছুই নাই। রাম! এই বন্ধই মুক্তির সাক্ষাৎ অন্তরায়। মানুষ যে সংসারে বারংবার যাতায়াত করে, ইহাই তাহার কারণ। ফলতঃ, বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইলে, আত্মার মোক্ষলাভশক্তি এক কালেই বিদূরিত হইয়া থাকে। তখন পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায়, তদীয় অবসাদদশার শেষদশা উপস্থিত হয়। হায়, কি কষ্ট! হায়, কি মূঢ়তা! মানুষ, হতভাগ্য মানুষ ইহা বুঝে না, বুঝিলেও কোন মতেই বিষয়পরিহারে সম্মত হয় না। বিষয়ের যে আপাত-মোহকরী সর্ব্বলোক-প্রলোভনজননী শক্তি আছে, তাহা সহসা বা সহজে ভেদ করা সাধ্য নহে। যাহা হউক, বৎস তুমি ঐরূপ হেয়োপাদেয়দশাপরিহারপুরঃসর একমাত্র আত্মাকেই আশ্রয় ও তৎসহকারে নির্ব্বাণ শান্তি লাভ কর। আত্মা ভিন্ন অন্য গতি নাই ও স্থিতি নাই। ঐ দেখ, তোমার অন্তরে আত্মা, বাহিরে আত্মা, পার্শ্বে আত্মা, বিপার্শ্বে আত্মা, ঊর্দ্ধে আত্মা, অধোদিকে আত্মা, ফলতঃ এই রূপে তোমার সকল দিকে, সকল স্থলে বা সকল বিভাগেই আত্মা। আত্মা ভিন্ন তোমার কিছুই নাই। অতএব আত্মাকে ত্যাগ করিয়া, তুমি আর কি আশ্রয় করিতে পার? যাহারা অন্ধ, তাহারাই আত্মাকে, সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে, সর্ব্বগও

আত্মাকে দেখিতে পায় না। এইজন্য তাহাদের কোন কালেই বিরাম নাই। এই জন্য তাহারা চিরকালই অস্বস্থ ও অস্থির।

বলিতে কি, ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, এইপ্রকার ব্যবস্থার অনুসারী হইলে, কোন মতেই সংসারত্যাগ বা পরমাত্মদর্শনরূপ পরম অভীষ্টলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। যাবৎ মন হইতে হেয়োপাদেয়ভাবনা বিদূরিত না হয়, তাবৎ জলদজালজড়িত গগনমণ্ডলে চন্দ্রিকার ন্যায়, সমতার প্রতিভা প্রাদুর্ভূত হয় না। সমতার সঞ্চার না হইলে, সংসাররূপ দারুণ দুখের পরিহার সম্ভাবনা কোথায়? সমস্ত বস্তুই অবস্তু, এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা মনের চঞ্চলতা দূর হইলেই, সমতার সঞ্চার হইয়া থাকে। লাভালাভবিলাসিনী ইচ্ছা অন্তঃকরণে বিরাজমান থাকিলে, বৈরাগ্যভাগিনী নির্ম্মল সমতা কোন মতেই সমুদ্‌ভুত হইতে পারে না। ঐরূপ ইচ্ছাই মুক্তিরূপ সুকুমার শিরীষলতার সুতীক্ষ্ণ অসিলেখা।

অনাদি, অনন্ত ও নিরাময় ব্রহ্মতত্ত্ব বিদ্যমান থাকিতে, যোগ-বিয়োগ, একত্ব ও অনেকত্বের অবসর কোথায়? হেয়োপাদেয়-ভাবনার পরিহার হইলে, নিত্যতা, নির্ভয়তা, নিরাশতা, নিরীহতা ও সৌম্যতা ইত্যাদির অণুমাত্র বাসনা থাকে না। নিম্নাভিমুখ জল যেমন সেতু দ্বারা নিবারিত হয়, বিষয়াভিমুখ মনকে তেমন বলপূর্ব্বক বিনিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। মন বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত না হইলে, কোন মতেই ভদ্রলাভের সম্ভাবনা নাই। বিষয়রূপ বিষানলে পতিতহইলে, পতঙ্গের ন্যায়, তৎক্ষণে দগ্ধ হইতে হয়। কত গ্রাম, কত নগর, কত রাজ্য, কত জনপদ, কত দেশ, কত মহাদেশ, কত রাজা, কত প্রজা এই রূপে দগ্ধ হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এইজন্য পণ্ডিতেরা বিষয়কে দূরে পরিহার করিতে ভূয়োভূয়ঃ আদেশ, উপদেশ ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষয়, শান্তি-চন্দ্রিকার কৃষ্ণপক্ষ, নির্বৃতি-লতার তীক্ষ্ণধার কুঠার এবং সুখরূপ পুষ্পকাননের দাবদাহ। যাঁহারা বিষয়ের এইপ্রকার

ভয়ঙ্কর স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই সংসারসাগরের পারগমনে সমর্থ, সন্দেহ নাই। বিষয়রূপ বিষধর একবার দংশন করিলে, তাহার জ্বালানিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই। মনীষিগণ বলিয়াছেন, বিষয়ই মৃত্যু; তদ্ভিন্ন মৃত্যু নামে আর কোন পদার্থ নাই। সুতরাং মনকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য; এ বিষয়ে আর অন্য বিচারণা নাই।

রাম! কুঠার দ্বারা পাদপ যেমন ছেদন করা যায়, তদ্রূপ মনের সহায়েই মনকে ছেদন করিতে হয়। যাহারা এই রূপে মনোদ্বারা মনকে ছেদন করে, তাহারাই পরম পাবন পদ লাভ করিয়া, নির্ব্বাণ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। তুমিও মন দ্বারা স্বকীয় মনকে ছিন্ন করিয়া, উল্লিখিত বিধানে সুখী ও সুস্থ হও। সুখ ও স্বস্তি লাভের ইহাই একমাত্র উপায়।

কি শয়ন, কি উপবেশন, কি আহার, কি বিহার, ইত্যাদি কিছুই কিছু নহে। দেখ, তোমার পূর্ব্বে কত লোক শয়ন ও উপবেশন করিয়াছে এবং আহার ও বিহার করিয়াছে; এমন কি, কত লোকের উদরপূরণ ও বিহার সমাধান জন্য কত শত গ্রাম ও রাজ্যাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ বর্ত্তমানে যাহারা আহারাদি করিতেছে, তাহাদেরও ঐ রূপে ধ্বংস হইবে। ভবিষ্যতেও যাহারা আহারাদি করিবে, তাহাদেরও কাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। পুনশ্চ, এই আহার কর, পরক্ষণেই ক্ষুধার উদ্রেক ও পুনরায় আহার করিতে হইবে। আহার যদি সৎ বা নিত্য বস্তু হইত, তাহা হইলে, একবার আহার করিলে, পুনরায় আহারের প্রয়োজন হইত না। আরও দেখ, আহারাদির সংযোগ বা সমাবেশ জন্য কত রূপে কত কষ্ট, কত দিকে কত লাঞ্ছনা ও কত প্রকারে কত গ্লানি সহ্য করিতে হয়, তাহা বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই। হয় ত, তোমার আহারসমাবেশ জন্য অপরের আগারবন্ধও হইয়া থাকে। তুমি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া,

১৮। ১৯ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

ষড়-দর্শন মীমাংসা ও শঙ্করভাষ্যমতে বর্ত্তমান

রুচির অনুসারে

৺রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও

শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বরাহনগর।

"হিন্দুসৎকর্ম্মমালা যন্ত্রে"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৪ সাল।

প্রতি খণ্ডের মূল্য [illegible] আনা। [illegible]

আহারাদিতে আস্থা ত্যাগ কর। তাহা হইলে, নিরতিশয় সুখী হইতে পারিবে। দেখ, মৃত্যু যখন আক্রমণ করিবে, তখন তোমাকে অবশ্যই চিতাভূমির ভস্মরাশি মধ্যে অনাথের ন্যায় বিলুণ্ঠিত হইতে হইবে। সেই ভয়ঙ্কর দিনের স্মরণ কর; তোমার এই রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদস্থ এই বিচিত্র পল্যঙ্ক, পল্যঙ্কস্থ এই বিচিত্র শয্যা কোথায় থাকিবে! যে শয্যা না হইলে, তুমি শয়ন করিয়া, সুখী হইতে পার না। হায়, লোকের কি অন্ধতা! কি নির্বুদ্ধিতা! কি অসারতা! শত শত প্রাসাদবাসী, অট্টালিকাবাসী, হর্ম্মাবাসী ও বিচিত্র শয্যাশায়ী প্রতিদিন চক্ষুর সমক্ষে অনাথের ন্যায়, অসহায়ের ন্যায়, অনাবৃত চিতাক্ষেত্রে ধূলি ও ভস্মরাশি মধ্যে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, তাহারা যেন এ সকল দেখিতে পায় না ও বুঝিতে পারে না! এইজন্য প্রাসাদবাসের ও অট্টালিকানিবাসের ভূরিশঃ চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, তাহাদিগকে যেন ঐ রূপে বিলুণ্ঠিত হইতে হইবে না। বৎস! ভাবিয়া দেখ, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতজনকে ঐ রূপে ভস্মমধ্যে, অঙ্গারমধ্যে, ধূলিমধ্যে, অস্থিস্তূপমধ্যে অসহায় ও অনাথের ন্যায়, বিলুণ্ঠিত হইতে হয় নাই? বোধ হয়, এক জনও নহে। তবে কেন লোকে এত করিয়া, শয়নের জন্য প্রাণ মন নিয়োগ করে? ইহা অপেক্ষা অন্ধতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে! বৎস! তুমি ইহাই ভাবিয়া, শয়নাদিতে আস্থা ত্যাগ কর। অনর্থক শয়নের জন্য অনর্থক কষ্ট করিয়া, জীবনকে আরও অনর্থক করিও না।

অনঘ! সর্ব্বতোভাবে শান্তি আশ্রয় করিয়া, উপস্থিত বিষয়ের সংগ্রহ ও অনুপস্থিতের আশা ও চিন্তা ত্যাগ কর। কেননা, বিষয় বা বস্তুমাত্রেই অসৎ। অসতের জন্য আগ্রহপরায়ণ হইয়া, সদ্বস্তু সাধনে বিমুখ হইলে, কাচমূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করা হয়। যিনি অন্যচিন্তাপরিহারপুরঃসর একমাত্র

পরমার্থচিন্তার অনুসরণ করেন এবং তজ্জন্য যাঁহার মন অসীম দিব্যশক্তিতে আবিষ্ট হইয়া থাকে, হর্ষ, অমর্ষ ও বিষাদ সমুত্থিত দোষ সমস্ত কোন মতেই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। যিনি যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক রাগদ্বেষ পরিহার, লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমদৃষ্টি সাধন ও সংসারবাসনা বিসর্জ্জন করেন, তিনিই মুক্ত। তিনি দান, ভোজন ও হননাদি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন আর নাই করুন, তজ্জন্য সুখ দুঃখাদিতে তাঁহার সমান জ্ঞান হইয়া থাকে। যিনি ইষ্টানিষ্ট ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্যবোধে একমাত্র উপস্থিত বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কোন কালে কোন রূপে অভিভূত হয়েন না।

তুমি পরম বুদ্ধিমান্ ও স্বভাবতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানবিশিষ্ট। তোমাকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। তথাপি, লোকশিক্ষার্থ বলিতেছি, মন ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিয়া, সমস্ত বস্তুকে তৎস্বরূপে জ্ঞান করিলেই, সমতার সঞ্চার হইয়া থাকে। মার্জ্জার যেমন স্বয়ং মাংস আহরণ করিতে না পারিলে, মাংসলাভপ্রত্যাশায় সিংহের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, মন তদ্রূপ স্বভাবতঃ অক্ষম বলিয়া আত্মসিদ্ধির জন্য চিত্তত্ত্বের অনুধাবন করে। ফলতঃ, মনের বাস্তবিক কোন্ ক্ষমতা নাই। একমাত্র চিদ্‌বীর্য্যসহায়েই উপস্থিত বিষয় সকল ভোগ করে। চিত্তরহিত চিৎই সনাতন ব্রহ্ম। কল্পনা কখনও সৎ নহে। এই কল্পনার পরিহার না হইলে, স্বরূপজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই।

সৎ শাস্ত্রের আলোচনা, বৈরাগ্যের চর্চ্চা ও ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি উপায়ে আত্ম-কলনাকে প্রবোধিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য। বিজ্ঞান ও শমদমাদি সাধন দ্বারা সম্যক্‌রূপে সংশোধিত বা প্রবোধিত হইলে, প্রাণিমাত্রেরই কলনা ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইতে পারে। কলনা স্বভাবতঃ জড়স্বরূপ। ইহার নিজের কোনপ্রকার শক্তি নাই। আতপ দ্বারা পদ্মিনী যেমন্ বিকসিত হয়, কলনাও তদ্রূপ একমাত্র বিজ্ঞান দ্বারা বিস্ফুরিত হইয়া

থাকে। শিলাময়ী কন্যা অথবা দারুময়ী পুত্তলি যেমন প্রেরিত হইলেও, চেতনাভাবে নৃত্য করিতে পারে না, জড়স্বভাবা এই কল্পনাও তদ্রূপ বিজ্ঞানরূপ আলোক ব্যতিরেকে কিছুতেই প্রবোধিত হয় না; একমাত্র অনন্ত সংসারপথেই ধাবমান হইয়া থাকে। সংসারপথে ধাবমান হইলে, স্বয়ং বিধাতাও আর মানুষের উদ্ধার করিতে পারেন না। সংসার অপেক্ষা আশু পতনের স্থান আর নাই।

ফলতঃ, মন বিবিধ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে। ঐ সকল ইন্দ্রজালের কোনটীই আপাতরমণীয় ভিন্ন পরিণামসহ নহে। যাহার পরিণাম নাই, তাহা অপেক্ষা অসার আর নাই। বিবিধ অবাস্তব কল্পনাই মনের ইন্দ্রজাল। মানুষ কল্পনাবশে কখন আকাশে উত্থানপূর্ব্বক ইন্দ্রের গৃহেও প্রবেশ করিয়া, চৌর্য্যবৃত্তি করে; ইত্যাদি বিবিধ শূন্য কল্পনাই ঐরূপ ইন্দ্রজাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

আমি, তুমি, ইহা, ইত্যাদি কল্পনা মনেরই ধর্ম্ম। মন বিনষ্ট হইলে, ঐরূপ কল্পনারও লয় হইয়া থাকে। কল্পনার লয় না হইলে, সংসারবন্ধন ছিন্ন হয় না। আমি পূর্ব্বে তোমায় অনেকবার উপদেশ করিয়াছি, কল্পনা মন হইতে প্রসূত হইয়া, মরীচিমালার ন্যায়, আকাশপাতাল ব্যাপ্ত করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। ব্যক্তিমাত্রেরই কোন না কোন রূপ কল্পনা আছে। কল্পনাশূন্য মানব নাই। যিনি কল্পনাশূন্য, তিনিই মুক্ত। যাহার মন নাই, তাহার কল্পনা নাই, ইহা নিশ্চয় জানিও। পুনশ্চ, ইহাও নিশ্চয় জানিও, কল্পনা না থাকিলে, নির্ব্বাণসুখলাভ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ধী, চিত্ত, জীব ইত্যাদি নাম মাত্র, বস্তুতঃ কিছুই নহে। মানুষ কল্পনাবশে এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছে। সুতরাং, কিছুই কিছু নহে। একমাত্র আত্মাই সত্য ও সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বদা সৎরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। আত্মাই কালক্রম

এবং আত্মাই স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল। আত্মা ভিন্ন বস্তু নাই। আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য সর্ব্বাতীত, চিদ্রূপ ও সৎস্বরূপ। আলোকের উদয়মাত্র যেমন অন্ধকারের ক্ষয় হয়, সংবিদের উদয়মাত্র তদ্রূপ মন বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপ, সংকল্পের উদয়ে সংবিদের অনুদয় ও আত্মবিস্মৃতি সংঘটিত হইলে, চিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়। পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, সংকল্পই চিত্ত, চিত্তই বন্ধ এবং অসংকল্প বা চিত্তের অভাবই মোক্ষ। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, তুমি মনোনিবারণে কৃতযত্ন হও। তাহা হইলে, নিত্য সুখভোগে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। এই সংসার বিষবৃক্ষস্বরূপ। মনই তাহার একমাত্র বীজ। সেই মনের উল্লিখিত রূপে জন্ম হইয়া থাকে। প্রাণ-শক্তির লয় হইলে, মনের লয় হয়। কেননা, মনই প্রাণ। দেখ, জীবিত অবস্থায় ব্যক্তিমাত্রেই স্বকীয় অন্তর্ব্বর্ত্তী স্পন্দন ও বেদন সহায়ে অতিদূরবর্ত্তী দেশকেও হৃদয়মধ্যে অনুভব করে। এই রূপে কল্পনাশক্তি ও অনুভবশক্তি এই উভয়ের সংযোগবশতঃ প্রাণই মন। প্রাণায়াম ও পরমার্থনিরোধ দ্বারা প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়।

পণ্ডিতেরা মনকে মিথ্যা সমুৎপন্ন ও মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মনই অবিদ্যা ও মায়া নামে উদাহৃত হইয়া থাকে এবং এই মনই বিষয় সকল প্রদান করে। মন যদি সংকল্প-কল্পনাপরিহারপূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে দৃশ্যমাত্রেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৃশ্যক্ষয় হইলে, নির্ব্বাণসুখ-লাভের আর বিলম্ব বা ব্যতিক্রম কোথায় ?

তুমি পরম বুদ্ধিমান্। এই সকল বিচার করিয়া, মনোমধ্যে কোনরূপ বিষয়সংকল্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। দেখ, মনের কোন সংকল্প নাই। তুমি যদি সংকল্প না কর, তাহা হইলে, ... কোনরূপ সংকল্প করে ? প্রার্থনা ... পরায়ণ হও এবং সেই

বিচারপ্রভাবে তোমার হৃদয় রূপ মরুভূমিতে অজ্ঞানবলে সমুত্থিত কল্পনারূপ মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণী এক কালেই লয়প্রাপ্ত হউক। এই তরঙ্গিণীর লয় না হইলে, কোনমতেই মুক্তিরূপ পরম ভদ্রপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যদি মুক্তিলাভ না হয়, তাহা হইলে, পশুর সহিত বিশেষ কি ?

অনঘ! মন জড়স্বরূপ ও নিঃস্বরূপ বলিয়া, সর্ব্বদাই মৃত। মন এই রূপে মৃত হইয়াও, অন্যকে যে বিনাশ করে, ইহাই বিচিত্র মৌর্খ্যচক্রিকা। মনের আকার নাই, আধার নাই, দেহ নাই ও আত্মা নাই। কিন্তু সেই মনই সকলকে ভক্ষণ করিতেছে; ইহা অপেক্ষাও বিচিত্র মৌর্খ্য-বাগুরা আর কি আছে বা হইতে পারে? এই রূপে নিরাকার, নিরাধার ও সর্ব্বথা অবস্তু মন যাহাকে বিনাশ করে, তাহার মস্তক সুকোমল নীলোৎপলদলের আঘাতেও অনায়াসেই বিদলিত হইতে পারে! অথবা, জড়স্বরূপ ও অন্ধস্বরূপ মূক মন যাহাকে বিনাশ করে, সেই মূঢ় সুশীতল চন্দ্রকিরণেও দগ্ধ হইয়া থাকে! হায়, যাহার হস্ত নাই, পদ নাই, আকার নাই, সেই অসার মন কি রূপে হস্তপদবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করে, ইহা ভাবিয়াও নির্দ্ধারণ করা যায় না! অথবা, মূর্খের স্বভাবই এই! তৃণ যেমন লঘু বলিয়া, বায়ুভরে অনায়াসে অল্পেই পরিচালিত হয়, তরণী যেমন জল অপেক্ষা গৌরবহীন বলিয়া তাহাতে ভাসমান হয়, মূর্খ তেমনি মন অপেক্ষা অসার ও অপদার্থ বলিয়া, তৎকর্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণের কখনও ঐপ্রকার হীনদশার সঞ্চার হয় না। তুমি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, মনোনিবারণে সবিশেষ যত্নবান্ হও। বৎস! মনের কোনরূপ ক্ষমতা নাই ও শক্তি নাই। উহা যার পর নাই কোমল ও মৃদু ভাবাপন্ন। যে ব্যক্তি ঈদৃশ হতশক্তি মনকে বিনাশ করিতে না পারে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া বিধেয় নহে। কেননা, তাহার প্রজ্ঞা বাহ্যজাত বিষয়েই নিবদ্ধ। এই জন্য উহা বীণা বেণুর সুমধুর ঝঙ্কার শ্রবণেও ভীত বা ব্যথিত হয়,

অথবা সুষুপ্ত বন্ধুর বদনদ্যুতিসন্দর্শনেও ভীত হইয়া পলায়ন করে। উহাতে কোন মতেই বিবেক আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। যে প্রজ্ঞায় বিবেকসংযোগ নাই, তাহার নাম মূঢ় জ্ঞান বা জড়সংবিদ্। ঐরূপ মূঢ় জ্ঞানই পতনের হেতু, সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ সর্গ। (স্বচিত্তনিরূপণ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যে সকল লোক সংসাররূপ সাগরের ভয়ঙ্কর কল্লোলে বারংবার প্রবাহিত হইতেছে এবং যাহারা বৈরাগ্য লাভের প্রত্যাশায় পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, মূকের ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছে, আমি সেই সকল হৃদয়শূন্য ব্যক্তিদিগকে এই শাস্ত্রে এই আত্মজ্ঞানময়ী উদার বিচারোক্তি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপদেশ দিতেছি না। যে ব্যক্তি চক্ষু থাকিতেও দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত দেখিতে পায় না, কোন্ দুর্ম্মতি তাহাকে বিচিত্র মঞ্জরীপুঞ্জমণ্ডিত রমণীয় উপবন প্রদর্শন করিয়া থাকে? যাহার দেহে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ও তজ্জন্য যাহার ঘ্রাণ ঘর্ঘরভাবাপন্ন হইয়াছে, কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি তাদৃশ পুরুষকে বিবিধ আমোদপরীক্ষার প্রামাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে? অথবা, মদিরা পানে যাহার লোচনযুগল ঘূর্ণায়মান ও ইন্দ্রিয় সকল বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাদৃশ উন্মত্ত পুরুষকে কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি ধর্ম্মবিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য আশ্রয় করিয়া থাকে? অথবা কোন্ নির্ব্বুদ্ধি শ্মশানপতিত মৃত দেহকে শত শত বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে? বৎস! মন সর্পের ন্যায়, আশা উহার নিবাসগর্ত্ত। উহার চক্ষু বা বাক্‌শক্তি কিছুই নাই। যে ব্যক্তি ঈদৃশ অক্ষম মনকে জয় করিতে না পারে এবং তজ্জন্য চিরকাল যেন অন্ধকারে বাস করিয়া থাকে, সে কি রূপে তত্ত্বোপদেশের পাত্র হইতে পারে? বৎস! মনোরূপ সর্পকে জয় করিতে না পারিলে, ভোগরূপ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, তজ্জনিত মূর্চ্ছারোগে তৎক্ষণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে

হয় । এই মৃত্যু কোন মতেই নিবারিত হইবার নহে ।

অনঘ ! জীব ও অসৎস্বরূপ চিত্ত সমস্ত সংসার জ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিয়াছে । তুমি তাহাদের স্বরূপ ও শক্তি সম্যক্ রূপে অবগত হও । তাহা হইলে, তোমাকে কখনও জ্ঞানশূন্য হইতে হইবে না । মৎস্য যে আমিষ লোভে বড়িশ বিদ্ধ হয়, না জানিয়াই বিদ্ধ হইয়া থাকে । ফলতঃ, বিষকে বিষ বলিয়া জানিলে, পশুও তাহার গ্রহণে কোনমতেই অভিমুখ হয় না । যাহাদের দৃষ্টি মন কর্ত্তৃক নিঃশেষে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদের দুঃখের সীমা নাই । তাহাদের ঐপ্রকার দুঃখপরম্পরা দর্শন করিয়া, আমার অতিমাত্র করুণার সঞ্চার হইয়া থাকে । ঐ দেখ, শত শত ব্যক্তি মনের দোষে নানাপ্রকার দুর্নিবার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ! তাহাদের দৃষ্টি এরূপ দগ্ধ হইয়াছে যে, তাহারা চক্ষু থাকিতেও কিছুই দেখিতে পায় না । হায়, তাহারা মুগ্ধ হইয়া, অনবরত শত দুঃখ ভোগ করিয়াথাকে । তাহাদের বিবিধ সন্তাপের সীমা নাই । তাহারা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগের জন্যই ভূতলে সমুৎপন্ন হইয়াছে । তাহারা বুদ্বুদের ন্যায়, কেবল বিনাশের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া থাকে । জড়ের সহিত তাহাদের কোনরূপ তারতম্যভাব নাই ।

অনঘ ! পশুহিংসকেরা প্রতিদিন প্রতিস্থানে শত শত জীব সংহার করিতেছে ; বায়ু প্রতিক্ষণে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দংশ মশকাদির প্রাণ হরণ করিতেছে ; পুলিন্দেরা লক্ষ লক্ষ অরণ্যচর মৃগের বিনাশ করিতেছে ; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিরা অন্যান্য স্থানে একমাত্র আহারের অনুরোধে কত শত জীবের নিধনসাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা বলিবার নহে । এই রূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই অসংখ্য জীব নানা রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে । অতএব বিনাশে আর দুঃখ কি ও পরিতাপ কি ? দেখ, মক্ষিকারা ক্ষুধিত হইয়া, অণুকণা বং অতিক্ষুদ্র যূকডিম্ব সকল ভক্ষণ করে ; কোষকার কীট সকল আবার ক্ষুধিত হইয়া, সেই সকল মক্ষিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে, দংশগণ আবার সেই সকল কীটকে, ভেকগণ আবার দংশদিগকে,

সর্প সকল আবার ভেক সকলকে, পক্ষিরা আবার সর্পদিগকে, বভ্রুগণ আবার পক্ষিসকলকে, মার্জ্জারেরা বভ্রুদিগকে, কুক্কুরগণ মার্জ্জার সকলকে, ঋক্ষেরা কুক্কুরদিগকে, ব্যাঘ্রগণ ঋক্ষদিগকে, সিংহেরা ব্যাঘ্রদিগকে এবং শরভগণ আবার সিংহ সকলকে ভক্ষণ করিয়া, জীবন ধারণ করে। পুনশ্চ, শরভগণ গর্জ্জনপরায়ণ মেঘমালার পরাভবজন্য উৎপতন পূর্ব্বক শিলাতলে পতিত ও উপরত হইয়া থাকে। সেই মেঘ আবার বায়ুবলে বিদ্রাবিত, সেই বায়ু আবার পর্ব্বতসমূহে ব্যাহত, পর্ব্বতসকল আবার বজ্রের আঘাতে বিপাটিত, বজ্র আবার ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিয়মিত, ইন্দ্র আবার বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত, সেই বিষ্ণু আবার এই দৃশ্যমান সুখদুঃখ-দশাময়ী জরামরণধর্ম্মশালিনী জন্তুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই রূপে ভূতগণ অনবরত জন্মিতেছে ও মরিতেছে। সংসারে এরূপ কেহ নাই যে জন্মিয়া মরে নাই বা মরিয়া জন্মে নাই। অতএব জন্মমরণে আবার দুঃখ কি ও খেদ কি? তুমি জন্মিয়াছ, আবার মরিবে, মরিবে আবার জন্মিবে; আমারও এই দশা এবং সকলেরও এই দশা। কাহারও ইহাতে পরিহার নাই। এই রূপে জন্ম মৃত্যু উভয়ই সমান। অর্থাৎ যে জন্ম, সেই মৃত্যু, যে মৃত্যু, সেই জন্ম। ইহাই ভাবিয়া তুমি মনকে স্থির ও শান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কর। অন্যথা, সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। আরও দেখ, মৎস্য মকরাদিরা জলমধ্যে, বৃশ্চিকাদিরা ভূগর্ভে, বিহগাদিরা অন্তরীক্ষে, সিংহাদিরা অরণ্যে, ক্রিমিযূকাদিরা প্রাণিশরীরে, ঘুণ ও ভেকাদিরা কাষ্ঠশিলাদি মধ্যে এবং অন্যান্য কীটাদিরা বিষ্ঠাদিতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, আবার তত্তৎ স্থানেই বিলম্বে বা সত্বরে, কালে বা অকালে প্রাণ পরিহার করে। প্রাণিগণ এই রূপে কেবল রোদনের জন্যই জন্মগ্রহণ ও লয় গমন করিয়া থাকে। যে সকল মূঢ় প্রাণিসাধারণ এইরূপ জন্ম মৃত্যু ভোগ করিবার জন্যই পৃথিবীতে পদগ্রহণ করে এবং অনবরত কেবল বৃথা আহার বিহারাদি জীবসামান্য ক্ষুদ্র ধর্ম্মেই প্রবৃত্ত

হয়, সেই সকল কুবুদ্ধির জন্য দয়াবান্ হওয়া আর আত্মাকে অনর্থক ক্লেশিত করা উভয়ই সমান। যেরূপ স্থাণুদিগকে কোন রূপ অর্থসঙ্গত কথা বলা বৃথা, তদ্রূপ ঐ সকল তির্য্যক্‌সধর্ম্মা দুর্ব্বুদ্ধিদিগকে উপদেশ দেওয়া পণ্ডশ্রমমাত্র। পশুর সহিত তাহাদের কোনপ্রকার প্রভেদ নাই। পশুরা যেমন রজ্জুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহারাও তদ্রূপ মন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মনই তাহাদের প্রভু। সেই সকল মনোরূপ বেতালগ্রস্ত, আত্মবিনাশসমুদ্যত মূঢ়চিত্তদিগের আপদের সীমা ও অবধি নাই। তাহাদের সেই আপদ্‌পরম্পরা সন্দর্শন করিলে, পাষাণও স্বয়ং দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া রোদন করে। তাহাদের ঐ দুঃখপরম্পরা এরূপ সর্ব্বব্যাপিনী যে, কোন মতেই তাহার অপনয়ন করা সাধ্য নহে।

বৎস! যাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য ও যাহা জানিলে আর কিছুই জানিতে হয় না, তুমি তাহা অবগত হইয়াছ। অধুনা, চিত্তসমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দুঃখসকল বিচার কর। মন নিতান্ত অসৎ বা একবারেই নাই; অতএব উহার কল্পনা করিও না। উহার কল্পনা করিলে, ঐ মন তোমাকে বেতালের ন্যায়, আক্রমণ ও অভিভূত করিবে। তখন তোমার নিস্তারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিদূরিত হইবে। তুমি তখন তত্ত্ববিস্মরণপূর্ব্বক মূঢ়ের ন্যায়, অবস্থিতি করিলে, মনোরূপ সর্প তোমারে অবিদ্যারূপ সুতীক্ষ্ণ দশনপংক্তির দ্বারা দংশন করিয়া, জর্জ্জরিত করিবে। হে পরন্তপ! অধুনা, তুমি ভ্রমের হেতু বিদিত হইয়াছ। ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিও, একমাত্র সংকল্প দ্বারা মন বর্দ্ধিত হয়। অতএব তুমি সত্বর সেই সংকল্প ত্যাগ কর। দৃশ্যকে আশ্রয় করিলে, মনোরূপ বেতাল তৎক্ষণাৎ তোমায় আক্রমণ ও বন্ধন করিবে। পণ্ডিতেরা কহেন, দৃশ্যকে আশ্রয় করিলেই, সচিত্ত ও তজ্জন্য বদ্ধ হইতে হয় এবং পরিত্যাগ করিলে, অচিত্ত ও মোক্ষরূপ চরম অভীষ্টলাভে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব তুমি দৃশ্যমার্জ্জনা করিয়া মুক্ত হও।

মুক্তিলাভের ইহাই সুগম পন্থা। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য পন্থা সকল সহজ বা সুগম নহে। মনীষিগণ, নির্দ্দেশ করেন, চিত্তের আশ্রয়ই বন্ধ ও পরিবর্জ্জনই মোক্ষ। ইহা অবগত হইয়া, তুমি দৃশ্যজাল ত্যাগ ও অচিরাৎ মুক্তিফল লাভ কর। অথবা তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর।

বৎস! অমুক্ত ও সচিত্ত পুরুষের দুঃখপরম্পরা অবলোকন কর; তাহার অহোরাত্র বিরাম নাই। সে কখন স্ত্রীর জন্য, কখন পুত্রের জন্য, কখন নিজের জন্য, কখন পরের জন্য, কখন আত্মীয়ের জন্য এবং কখনও বা কাহারও জন্য নহে, মিছামিছি ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া, অতিমাত্র বিপন্নের ন্যায়, ইতস্ততঃ পরিভ্রমন করে। এইরূপ ভ্রমন করিতে করিতেই অসহায় কাক ও কুক্কুরের ন্যায়, তাহার জীবন বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর অন্ধ মণ্ডুকের ন্যায়, ঘোর গভীর অন্ধকারগহ্বরে নিপতিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম অন্ধকূপ নরকাবস্থা। উদরপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই এইপ্রকার অবস্থাযোগ ভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া মনকে পরিত্যাগ ও অচিরাৎ মুক্তিলাভ কর। মুক্তিই প্রকৃত মনুষ্যত্ব; তদিতরই পশুত্ব। কিছুই নাই, যাহা দেখিতেছি, সমস্তই কল্পনামাত্র, এইপ্রকার অবধারণা করিয়া, তুমি অচলের ন্যায়, স্থাণুর ন্যায়, একমাত্র অনন্তস্বরূপ হৃদয়েশ্বর আত্মাতেই অবস্থান কর। ঐরূপ অবস্থানই প্রকৃত অবস্থান। বৃথা বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিও না। কেননা, বিষয়ে অবস্থান সাক্ষাৎ নরক। তুমি ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছ, ধন বা বিষয় সমৃদ্ধি না থাকিলে, সংসারীর কষ্টের একশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করিলে, রাজাই বা কে, আর প্রজাই বা কে? ধনীই বা কে, আর দরিদ্রই বা কে? সকলেরই সমান সুখ প্রতিপত্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। হতভাগ্য অন্ধ মানুষ ইহা বুঝিয়াও বুঝে না। মত্তের ন্যায়, কেবল সংসারেরই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে।

সেইজন্য, তাহার দুঃখশোকেরও একশেষ সংঘটিত হইয়া থাকে।

তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া, আত্ম, জগৎ, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের অন্তরালে স্বীয় আত্মাকে অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহারই ভাবনা করত অবস্থিতি কর। স্বাদ্যস্বাদক ত্যাগ করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী স্বাদনকে ধ্যান ও তৎপ্রভাবে আত্মময় হইয়া, অবস্থিতি কর। ভাবনাপরিহারপুরঃসর ভাবাভাব দশা হইতে দূরে থাকিয়া, সেই একমাত্র আত্মাকে ভাবনা ও তৎসহায়ে সুস্থ হইয়া, সেই আত্মাতেই অবস্থিতি কর। জ্ঞান ও মুক্তি দ্বারা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে যে, চিত্ততাই শৃঙ্খল। আত্মা সিংহ স্বরূপ, ঐ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকেন। তুমি তাঁহাকে মুক্ত কর। আত্মাকে মুক্ত রাখিলেই, মুক্তদশা ভোগ হইয়া থাকে। কেননা, আত্মাই সর্ব্বস্ব, এই দেহ কিছুই নহে; সামান্য আবরণমাত্র। আত্মা যদি ত্যাগ করে, তাহা হইলে, এই দেহ এই মুহূর্ত্তেই স্খলিত ও তৎক্ষণে পতিত হইবে, তাহাতে অন্যান্য বিষয় সকলেরও সমকালিক পতন অনিবার্য্য। তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া, আত্মারূপ সিংহকে চিত্ততারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্ত কর। বৎস! আত্মাই সর্ব্বস্ব বা সমুদয়, এইপ্রকার সম্বিদ্ সমুদিত হইলে চিত্ত, চেত্য বা চেতনা কিছুই কিছু বলিয়া আর প্রতীতি হয় না। একমাত্র ভ্রমবশেই চিত্তাবতারণ সমুত্থিত এবং একমাত্র সম্যক্ জ্ঞানরূপ মহামন্ত্র দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুমি ইহা অবগত হইয়া, উল্লিখিত মহামন্ত্র সাধন কর। ঐ মন্ত্রসাধনের উপায়ও বিস্তর। তন্মধ্যে দৃশ্যত্যাগ বা কল্পনা পরিবর্জ্জনই অন্যতর প্রধান সাধন।

আমার রাগ নাই, বাহ্যসুখসাধনের উপার্জ্জন নাই, আমি সর্ব্বথা নিরুপদ্রব ও নিরাধি হইয়াছি, এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া, তুমি নিরুদ্বেগ হইয়া, আত্মাতে অবস্থান কর; তাহা হইলে, তোমার চিত্তবেতাল বিদূরিত ও পরমপদপ্রাপ্তিসংঘটন সম্পন্ন হইবে। অনঘ! ঐরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, আর তোমার

কোন রূপ ভয়ই উপস্থিত হইবে না। তখন তুমি সর্ব্বথা সুস্থ, সুখিত ও স্ব স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইবে।

পঞ্চদশ সর্গ (তৃষ্ণাবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তোমার ন্যায়, সৎপাত্রে উপদেশ বিতরণ পরম সৌভাগ্যযোগ, সন্দেহ কি? আমি জ্ঞান লাভে যত না তৃপ্ত হইয়াছি, তোমাকে উপদেশ দিয়া আমার ততোধিক তৃপ্তি সঞ্চার হইতেছে। বাস্তবিক, যাহার যে বিষয়ের অভাব, তাহাকে তাহা দেওয়া অপেক্ষা সংসারে আমোদের ও সুখের বিষয় যেমন নাই, তেমনি তাহাতে অসীম পুণ্যেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। ঐই জন্যই দয়া, দান ও দাতার সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই আহার করে। যে ব্যক্তি অন্যকে আহার করায়, সেই ভাগ্যবান্! তাহাতে সন্দেহ কি? পণ্ডিতেরা এইজন্য শুদ্ধ নিজের উদর পূর্ত্তিকে পশ্বাচার বলিয়াছেন। এইরূপ, যে ব্যক্তি আপনার উপার্জ্জিত জ্ঞান বিজ্ঞান অন্যকে বিতরণ না করিয়া, স্বয়ংই উপভোগ করে, তাহাকেও একপ্রকার পশু বলা যাইতে পারে। অতএব বৎস! অবধান কর। আমি পুনরায় স্বীয় জ্ঞানরূপ মোক্ষ কথাসকল উপদেশ করিতেছি।

একমাত্র চিত্তই সংসারের বীজকণিকা ও জীববন্ধনের বাগুরা এবং সকল কল্মষের আধার। আত্মা ইহার অনুসরণ করিলেই, নিজ রূপ ত্যাগ করিয়া, মন রূপে আবির্ভূত ও কুকল্পনা বিস্তারে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময়েই মহামোহের জননী ও সকল ভয়ের প্রসবকারিণী তৃষ্ণারূপ বিষলতা প্রাদুর্ভূতা হইয়া, তাঁহাকে নিরন্তর মূর্চ্ছাফল প্রদান করে। এই তৃষ্ণা, কৃষ্ণা নিশার ন্যায়, ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিকার রোগের ন্যায়, অবসাদদশায় জড়িত এবং আত্মার সাক্ষাৎ বন্ধন। উহা প্রাদুর্ভূত হইয়াই, মহামোহরূপ দুর্ভেদ্য পাশ বিস্তার করে। এই পাশের অনন্ত-

বিস্তৃতি বিষ-বহ্নিশিখার ন্যায়, ইহার দাহযন্ত্রণা এপ্রকার ভয়াবহ যে, হরাদি দেবগণও তাহা সহ্য করিতে পারেন কি না সন্দেহ! অতএব সামান্য মনুষ্যের সামান্য প্রাণ তৃণবৎ তৎক্ষণে দগ্ধ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কত বীর, কত শূর এই অনলে দগ্ধ হইয়াছে! কত গৃহ, কত জনতা ইহার প্রবল শিখায় পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

এই তৃষ্ণা, কৃষ্ণ সর্পিণীর ন্যায়। ইহাঁর গর্ভে যিনি প্রবেশ না করিয়াছেন, তাঁহারই প্রাণ স্বস্থ ও সুখিত। যেখানে ঐ তৃষ্ণারূপ কৃষ্ণনিশার সঞ্চার নাই, সেইখানই পুণ্যরূপ পূর্ণচন্দ্রের অভ্যুদয়ে আলোকিত এবং সেইখানই শান্তিরূপ সুকোমল কৌমদীলীলায় পরিলালিত ও পরম শীতলভাবে পরিণত। সাক্ষাৎ অমঙ্গলরূপিণী এই তৃষ্ণা স্বয়ং বিষ্ণুকেও বামন করিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, তৃষ্ণার আশ্রয় লইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই বামনদশার সঞ্চার হইয়া থাকে।

এই তৃষ্ণাবশেই সূর্য্য সমুদিত, বায়ু প্রবাহিত, মেঘ বর্ষিত, নদী ধাবিত, পর্ব্বত অবিচলিত ও পৃথিবী ত্রিলোকধারণব্রতে নিরত হইয়া থাকে। তৃষ্ণা রজ্জুরূপে যাহাকে বন্ধন করে, তাহার আর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই সংকল্প বিসর্জ্জন করিয়া, তৃষ্ণাকে দূরে পরিহার কর। নতুবা, বদ্ধ হইয়া, চিরকাল অসীম নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, মন সংকল্পবিরহিত হইলেই, তৎক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং মন বিনষ্ট হইলে, তৃষ্ণাও তৎসঙ্গে লয়দশা ভোগ করে। অতএব তুমি সত্বর সংকল্প ত্যাগ কর। তোমার মন বিনষ্ট ও তৎসহায়ে তৃষ্ণারূপ দুর্ভেদ্য বন্ধন ছিন্ন হইয়া, অচিরাৎ মুক্তিলাভ হউক। তুমি যাবৎ দুঃখসহস্রপ্রসবিনী বন্ধনমাত্রের এক-জননী অনাত্মভাবনা ত্যাগ করিতে না পারিবে, তাবৎ কোনমতেই তত্ত্বজ্ঞ মধ্যে গণ্য হইতে সমর্থ হইবে না। ভব্য! তুমি অনহম্ভাবনারূপ

সুতীক্ষ্ণ অসিলতার সাহায্যে পরম পাপপ্রসবিনী অহম্ভাবনাকে ছেদন করিয়া, অনন্ত সুখস্বরূপ অনাময় ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হও।

ষোড়শ সর্গ (তৃষ্ণাচিকিৎসা)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথাসুধা পান করিয়া, কোনমতেই তৃপ্তির শেষলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অতএব পুনরায় উহা বিতরণ করিয়া, আমার তাপিত প্রাণ শীতল করুন। দুর্নিবার সংসারতাপে আমার অন্তরাত্মার লয়দশার সঞ্চার হইয়াছে।

ব্রহ্মন্! আপনি আমায় অহঙ্কার ত্যাগ করিতে উপদেশ করিতেছেন, 'আপনার এই বাক্য স্বভাবতঃ গম্ভীর। আমি ইহার মর্ম্মার্থ ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, আমি যদি অহংকার ত্যাগ করি, তাহা হইলে, আমাকে তৎসঙ্গে এই দেহও ত্যাগ করিতে হয়। কেননা, স্তম্ভ যেমন গৃহভিত্তি ধারণ করে, তদ্রূপ অহংকার দেহকে ধারণ করিয়া আছে। অতএব মূলদেশ ছিন্ন হইলে, পাদপ যেমন পতিত হয়, অহঙ্কারের ক্ষয় হইলে, দেহেরও তদ্রূপ অবশ্যই পতন হইবে। সুতরাং, আমি কিরূপে অহঙ্কার ত্যাগ করিব এবং ত্যাগ করিলেই বা কিরূপে জীবিত ধারণে সমর্থ হইব? আপনি প্রকৃতরূপে এবিষয়ের মর্ম্মার্থ নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বাসনাত্যাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা, ধ্যেয়, ও জ্ঞেয়। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যাবতীয় বস্তু আমার এবং আমিই ইহাদের জীবন। ইহারা না থাকিলে, আমি কোনরূপ ব্যাপারসাধনে সমর্থ হই না এবং আমি না থাকিলে, ইহারাও থাকিতে পারে না। পুনশ্চ, আমি যেমন এই সকল পদার্থের নহি, ইহারাও তদ্রূপ আমার নহে। মনের সহিত এই প্রকার বিচার ও অন্তরে এইপ্রকার অবধারণ করিয়া,

একবারেই বাসনা ত্যাগ করার নাম ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ। এইরূপ, ব্রহ্মই সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বত্র। অতএব আর কোন্ বস্তুর কামনা করিব? এইপ্রকার দৃঢ়বুদ্ধিসহায়ে মমতা বিসর্জ্জন করিয়া, বাসনার ক্ষয়সহকারে দেহ ত্যাগ করাকে জ্ঞেয়বাসনা ত্যাগ বলে। যিনি অবলীলাক্রমে ঐরূপ অহংকারময়ী বাসনা ত্যাগ করিয়া, জীবন যাপন করিতে পারেন, সেই ধ্যেয়ত্যাগী পুরুষকেই প্রকৃত জীবন্মুক্ত বলা যায়। যিনি অজ্ঞান ও বাসনা, এই উভয়কেই সমকালে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি আশ্রয় করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞেয়ত্যাগী। তাঁহারও জীবন্মুক্তি দশা সংঘটিত হয়। জনকাদি মহাত্মারা এইরূপে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

যাঁহারা জ্ঞেয় বাসনা ত্যাগ ও তন্নিবন্ধন শান্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিদেহমুক্ত হইয়া, পরাপর ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন। অথবা, উভয়বিধ বাসনা ত্যাগ দ্বারাই শান্তিলাভ ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে এবং সমস্ত সন্তাপের পরিহার ও চরমে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়, এবিষয়ে কোনরূপ দ্বৈধাপত্তি নাই।

অনবরত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াও, যাঁহার হর্ষ বা বিষাদ উপস্থিত না হয়, তাঁহাকেই যথার্থ মুক্ত বলে। যিনি ইচ্ছা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, ইষ্টানিষ্টে সুযুপ্তবৎ ব্যবহার করেন, অর্থাৎ কোনরূপ ইষ্ট ঘটিলেও যেমন, কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিলেও তেমন বিকৃত হন না, তাঁহাকেই প্রকৃত মুক্ত বলে। এই অসার অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর দেহে যাঁহার অহংমমতা প্রভৃতি হেয়োপাদেয় পরিহৃত হইয়াছে, তাঁহাকেই প্রকৃত মুক্ত বলে। হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, রোষ, কাম ও কার্পণ্য প্রভৃতি দোষ সমস্ত যাঁহার অন্তঃকরণ আক্রমণ করিতে পারে না, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যাঁহার ভাববৃত্তি সকল প্রশমিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেও সুষুপ্তবৎ ব্যবহার করেন এবং পূর্ণচন্দ্রবৎ সর্ব্বদাই প্রসন্নভাবে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। যিনি আশা, ইচ্ছা, অভিলাষ,

কামনা, তৃষ্ণা, বাঞ্ছা, স্পৃহা এই সকল কামবৃত্তির কোনরূপ অনুরোধ রক্ষা করেন না, তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

সপ্তদশ সর্গ। (তৃষ্ণাবিচ্ছেদোপদেশ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! বিদেহমুক্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অতএব অধুনা জীবন্মুক্তগণের বিষয় শ্রবণ কর। যিনি বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ত্তব্যমাত্রের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। যাহারা বাহ্যতৃষ্ণাবিবর্জ্জিত হইয়া, ব্যবহারবর্ত্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই সংসার-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকে। ঐরূপ ব্যক্তিদিগকেই বদ্ধ বলে। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ব্যসন হইতে উন্মুক্ত হইয়া, একমাত্র আত্মনির্ভরতায় সংসারপথে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলে। বিষয়প্রাপ্তির পূর্ব্বে বা বিষয় ভোগ করিবার সময়ে অথবা বিষয় বিনষ্ট হইবার পরেও, যাঁহারা অনুরাগ বা দুঃখ কিছুরই বশীভূত হন না, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত।

এই সমস্ত বিষয় আমার হউক, এইপ্রকার ভাবনার নাম তৃষ্ণ। ঐ তৃষ্ণাই শৃঙ্খল, জানিবে। যে পরমোদার মহামনা পুরুষ সর্ব্বতোভাবে এই তৃষ্ণা ত্যাগ করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন। অতএব তুমি, বন্ধ ও মোক্ষের আশা এবং সুখদুঃখ ত্যাগ করিয়া, অক্ষুব্ধ মহাসাগরবৎ অবস্থিতি কর। তুমি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গের অগ্রগণ্য। অতএব আত্মাকে অজর ও অমর ভাবিয়া জরামরণ শঙ্কা করত মনকে কখন কলুষিত করিও না। এই সমস্ত দৃশ্য পরমার্থ নহে এবং তুমিও পরমার্থ নহ। তোমরা সকলেই তুচ্ছ। তুচ্ছ বস্তুর আর কামনা কি? ইহা ভাবিয়া তুমি তৃষ্ণা ত্যাগ কর।

যাঁহারা বিচারপরায়ণ, তাঁহাদের হৃদয়ে নিশ্চয় চতুষ্টয় বিততরূপে সমুদিত হয়। প্রথমতঃ, আমার আপাদমস্তক পিতামাতা

কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বদা অসৎ বস্তু সকলের অবলোকন জন্য এইপ্রকার নিশ্চয় সমুদিত হয়। ইহাই বন্ধনের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, আমি সর্ব্বভাবাতীত ও কেশাগ্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এইপ্রকার নিশ্চয় মোক্ষের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হয়। তৃতীয়তঃ, আমি জগতীস্থ যাবতীয় পদার্থের আত্মা, আমার ক্ষয় নাই; এইপ্রকার নিশ্চয়ও মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ, আমি আকাশসদৃশ শূন্যজগৎ; এইরূপ নিশ্চয়ও মোক্ষের জন্য সমুত্থিত হইয়া থাকে। অয়ি মহামতে! আমি সর্ব্বাত্মা, এইপ্রকার নিশ্চয় সমুদিত হইলে, আমার বুদ্ধি আর জন্মমরণাদি বিষাদে আক্রান্ত হয় না। আত্মার মহিমা অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, এই প্রকার নিশ্চয় জন্মিলে, আর বদ্ধ হইতে হয় না।

অষ্টাদশ সর্গ। (জীবন্মুক্তিস্বরূপবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! যাঁহাদের মন সমাহিত ও অসৎদৃষ্টি তিরোহিত হইয়াছে, অধুনা সেই সকল মহাত্মার বিবরণ করি, শ্রবণ কর। জীবন্মুক্ত মুনিগণ সংসারে জন্মমৃত্যু ও নরকাদিতে উপহাস করিয়া বিচরণ করেন এবং শত্রুমিত্রসমদর্শী ও ধ্যেয়বাসনাবিবর্জ্জিত হইয়া, নির্ম্মল সুখশান্তি সম্ভোগ করিয়া থাকেন। কোনরূপ উদ্বেগ আর তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহারা কোনরূপ বিপ্রিয়কার্য্যেও প্রবৃত্ত হন না। বিবেকবলে আত্মাকে দর্শন করিয়া, প্রবোধরূপ উপবনে বিহার করেন। যিনি সর্ব্বাতীত পদ আশ্রয় করিয়া, পূর্ণচন্দ্রবৎ পরমশীতল ও নিরুদ্বেগ হন, তাঁহাকে আর কখন অবসন্ন হইতে হয় না। তিনি দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষা ও অভিনন্দনাদি বিসর্জ্জন করিয়া, সর্ব্বদা মিতভাষী ও আবশ্যক কার্য্যে আলস্যবিহীন হইয়া সর্ব্বতোভাবে পূর্ণদশা ভোগ করেন; পুনশ্চ, যিনি জিজ্ঞাসিত

হইলে, প্রকৃত উত্তর দেন এবং জিজ্ঞাসিত না হইলে, স্থাণুর ন্যায় থাকেন এবং ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়েই বদ্ধ হন না, তিনি কখন সংসারে অবসন্ন হন না। যিনি সকলের অভিমত বাক্য প্রয়োগ, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উৎকৃষ্ট সমাধান ও সকলের অভিপ্রায় বেদনে সমর্থ, তিনি কখন সংসারে অবসন্ন হন না বৎস! ইহা যুক্ত, ইহা অযুক্ত, এইপ্রকার বিবেচনা করিতে পারিলে, করতলস্থ বিল্বফলতুল্য লোকদৃষ্টান্ত বিশিষ্টরূপে বিদিত হওয়া যায়। ঐরূপ বিবেচনাশীল ব্যক্তিগণ পরমপদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সুশীতল বুদ্ধিসহায়ে হাস্য করিয়া এই ভঙ্গুর জগৎস্থিতি দর্শন করেন।

এই আমি তোমার নিকট পরাপরদর্শী জিতচিত্ত মহাত্মাদের স্বভাব ও স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। ভোগকর্দ্দম নিরত অজিতচিত্ত মূর্খদিগের অভিমতবিষয় বর্ণনে আমাদের ক্ষমতা নাই। নরকাগ্নির শিক্ষাস্বরূপ স্ত্রীসকল ও বিবিধ অনর্থের মূল ধনসম্পত্তিই ঐরূপ মূর্খাদির অভিমত। তাহাদের কার্য্যসকলও মদমাৎসর্য্যাদি বিবিধ দোষময়, ফলকামনাবিশিষ্ট ও তজ্জন্য সুখদুঃখে পূর্ণ, উহা বর্ণন করিতেও, আমাদের ক্ষমতা নাই।

অধুনা, তুমি জীবন্মুক্ত ও স্বস্থ হইয়া, পূর্ণদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক বিহার কর। মন হইতে আশা ও বাসনা দূরে পরিহার করিয়া বীতরাগ হইয়া, সংসারে বিহার কর। সর্ব্বাচারনিরত হইলেও, অন্তরে সর্ব্বাচারপরিহারপুরঃসর সংসারে বিহার কর। যাবতীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা ও অতুচ্ছ পরমপদ আশ্রয় করিয়া সংসারে বিহার কর। অন্তরে আশাশূন্য হইয়া, বাহ্য আশা আশ্রয় করিয়া এবং অন্তরে শীতল ও বাহ্যে সন্তপ্ত হইয়া, সংসারে বিহার কর। বাহ্যে আড়ম্বর আশ্রয় ও অন্তরে উহা ত্যাগ করিয়া, বাহ্যে কর্ত্তা ও অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া, সংসারে বিহার কর। সংসারিক বিষমাত্রের সারাসার তোমার বিদিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহা ইচ্ছা তাহাই দর্শন করিয়া, সংসারে বিহার কর। অহঙ্কার

ত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থচিত্ত, পরমশোভমান ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া সংসারে বিহার কর। আশাপাশশত হইতে বিমুক্ত, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনিরত ও বর্ণাশ্রমসমুচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, সংসারে বিহার কর। এই সংসার পরিবর্ত্তিনী ইন্দ্রজালশ্রী সর্ব্বথা মিথ্যা জানিয়া, সংসারে বিহার কর। এখনই যাইতে হইবে ভাবিয়া, সর্ব্বত্র বীতচিত্ত হইয়া, সংসারে বিহার কর। মৃত্যু যখন নিশ্চয় ও অবশ্যম্ভাবী, তখন উহা হইয়াছে ভাবিয়া, জীবনে আস্থা ত্যাগ করিয়া, সংসারে বিহার কর। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই বিস্তৃত সংসারভ্রান্তির হেতু। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, তৎক্ষণে উহার লয় হইয়া থাকে। তুমি স্বকীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে তত্ত্বরূপ অবগত ও অহংকারবিবর্জ্জিত হইয়া, অধুনা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া, সংসারে বিহার কর। বৎস! তুকি বন্ধু, বান্ধব, বাসনা সমস্তই ত্যাগ কর। অসৎ বিষয়ের আলোচনার আবশ্যকতা কি? তোমার পরমতত্ত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে, স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। বাসনাত্যাগই এই তত্ত্বরূপ পরমার্থপ্রাপ্তিতর একমাত্র সাধন।

ভোগ, বা জগদ্ভাব বা শুভাশুভ কর্ম্ম, আত্মা কিছুতেই সম্বন্ধ নহেন। অতএব ঐ সকলের জন্য অনর্থক অনুশোচনার আবশ্যক কি? আমিই আত্মতত্ত্বসার, এইপ্রকার বুদ্ধি আশ্রয় কর। তাহা হইলে, একবারেই অভয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ উপায় থাকিতে কিজন্য ভয় করিতেছ? তুমি স্বভাবতই বন্ধুশূন্য, কাহারই সহিত তোমার কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। অতএব তুমি কাহার জন্য শোক করিতেছ? তুমি দুঃখ বা শোক কিছুতেই আচ্ছন্ন না হইয়া, শান্তি আশ্রয় কর। অগ্নির শিখামধ্যে অন্ধকার যেরন, নিত্যশুদ্ধ তোমাতেও তেমন দুঃখবিষাদের অবসর কোথায়? ইনি আপনার, বা ইনি পর; লঘুচেতারাই এইরূপ গণনা করে; কিন্তু উদারচেতাদের বুদ্ধি সর্ব্বথা আবরণ-শূন্য। এমন বস্তুই নাই, আমিযাহাতে নাই, অথবা যাহা নহি, এইপ্রকার অবধারণ করিয়াই, ধীরগণের বুদ্ধি আবরণশূন্য হইয়া

থাকে। বৎস! বহুশত জন্মের সহায়তায় ভ্রম বদ্ধমূল হওয়াতেই, জগতে বন্ধু ও অবন্ধু এইপ্রকার দৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুগত্যা কেহ কাহার বন্ধু নহে। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর।

উনবিংশ সর্গ (পাবনবোধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ইনি বন্ধু নহেন, এই কথাপ্রসঙ্গে মুনিপুত্রসংবাদ নামক পুণ্যজনক আশ্চর্য্য ইতিহাস আমার মনে পড়িয়া গেল, উহা বলিতেছি, শুন।

জম্বুদ্বীপের কোন স্থানে গিরিব্রজমধ্যে বলব্রজে পরিবৃত এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। উহার নাম মহেন্দ্র। মহর্ষিগণ তত্রত্য কল্পপাদপরম্পরার ছায়ায় বিশ্রাম করেন। উহার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। নীলবর্ণ মেঘমালা ঐ শৃঙ্গে কেশের ন্যায় বিলম্বিত এবং ভগবতী আকাশগঙ্গা ঋষিগণের স্নানপানসমাধান জন্য তত্রত্য রত্নসানুতে প্রবাহিত হইতেছেন। তদীয় তীরদেশে বিকসিত পাদপপূর্ণ এক প্রদেশ আছে। উহা সুমেরুতটের ন্যায়, কনকপ্রভ। পরমাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট উদারবুদ্ধি দীর্ঘতপা নামে কোন ঋষি সাক্ষাৎ তপস্যার ন্যায়, তথায় বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র; পুণ্য ও পাবন। মহর্ষি ঐ দুই পুত্র ও ভার্য্যার সহিত বহুকাল তথায় বাস করেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার গুণজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্যের জ্ঞানপ্রাপ্তি হইল এবং কনিষ্ঠ পাবন মূর্খতার অবসানে প্রভাতকালীন পদ্মবৎ অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ হইলেন। তন্নিবন্ধন, পরমবস্তুর অপ্রাপ্তিবশতঃ তিনি দোলায়মানচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর শতবর্ষ পূর্ণ হইলে, মহর্ষি দীর্ঘতপা জরাক্রান্ত হইয়া, সেই গিরিগুহা মধ্যে দেহভারপরিহারপুরঃসর পুষ্পের গন্ধ যেমন আকাশে সমাগত হয়, তদ্রূপ পরমপদে অধিরোহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় ভার্য্যা, নাথহীন পঙ্কজিনীর

ন্যায়, বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভ্রমরী যেমন পদ্মিনীকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ তিনি স্বামীর উপদিষ্ট যোগসহায়ে জরারোগাদি গ্লানিহীন এবং স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

পুণ্য, শোকাদির পরতন্ত্র না হইয়া, মৃত জনকজননীর ঔর্দ্ধদেহিক সমাহিত করিলেন। কনিষ্ঠ পাবন জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া শোকব্যাকুলহৃদয়ে বিলাপ করিয়া অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। উদারমতি পুণ্য ঔর্দ্ধদেহিকসমাধানান্তে কাননে সমাগত হইলেন এবং কনিষ্ঠকে তদবস্থ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি কিজন্য শোক করিতেছ? শোক অজ্ঞানের হেতু। তোমার পরম প্রাজ্ঞ পিতৃদেব তোমার মাতৃদেবীর সহিত মোক্ষনাম্নী পরম পদবীতে অধিষ্ঠিত ও স্বকীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহার জন্য বৃথা শোক করিতেছ কেন? ঐ পদ স্থিতি, লয় ও উৎপত্তির আধার। একমাত্র মোহই, এই আমার মাতা, এই আমার পিতা, এইপ্রকার ভাবনার সমুদ্ভাবন করে। এই কারণে তাঁহারা তোমার পিতা মাতা নহেন, তুমিও তাঁহাদের পুত্র নহ; তাঁহাদের পুত্রের সংখ্যা নাই। বৎস! তোমারও সহস্র সহস্র পিতা মাতা হইয়া গিয়াছেন। তোমার ন্যায়, ঐ সকল পিতা মাতার আরও অসংখ্য পুত্র জন্মিয়াছিল। নদী তরঙ্গের ন্যায়, লোকের বহুপুত্র গত হয়। প্রত্যেক ঋতুতে বৃক্ষ সকলের ন্যায়, প্রত্যেক জন্মে লোকের বহুপুত্র ও বহুমিত্র অতীত হইয়া থাকে। তাত! যদি বর্ত্তমান পিতামাতাদির জন্য শোক করা সমুচিত হয়, তাহা হইলে, ঐ রূপে গত সহস্র সহস্র পিতামাতাদির জন্য কেননা শোক করিব? বৎস! এই জগৎ ভ্রমবিলাস মাত্র; অতএব পিতা মাতাদিও নামমাত্র। মহাভাগ! এই ছত্রচামরচঞ্চলা লক্ষ্মীও স্বপ্নমাত্র। ইহা তিন বা পাঁচ দিন মাত্র স্থায়িনী। পারমার্থিক দৃষ্টিসহায়ে সত্য বিচার করিয়া, এই ভ্রম পরিহার কর। ইনি জাত বা ইনি মৃত, এই প্রকার কুদৃষ্টি কেবল কল্পনা হইতেই প্রাদু-

ভূত হয়। আত্মা অজ্ঞানরূপ আতপে আচ্ছন্ন হইলেই, মরুভূমির ন্যায়, বাসনারূপ বিলোল মরীচিকা সমুদ্ভূত করিয়া, বিবিধ দুঃখ বিস্তার করিয়া থাকেন।

বিংশ সর্গ। (পাবনের বিজ্ঞানপ্রাপ্তি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, পুণ্য পাবনকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তাত! পিতা কে, মাতা কে, মিত্রকে আর বান্ধবই বা কে? সমস্তই সংজ্ঞামাত্র, বস্তুগত্যা কিছুই নহে। ঐরূপ স্নেহ, মমতা ও রাগদ্বেষাদিও নামমাত্রে কল্পিত। অর্থাৎ মিত্র বলিয়া ভাব, মিত্র হইবে, আবার, শত্রু বলিয়া ভাব, শত্রু হইবে। সমস্তই মনের কল্পনা। যাহাকে যে নাম দেওয়া যায়, সে তাহাই হইয়া থাকে। এই রূপে এই সংসারস্থিতি বিষও অমৃতের ন্যায়। আত্মা যখন সকলের অতীত, তখন আবার আত্মীয় বা পর ভাবনা কি? আত্মার পক্ষে বন্ধুও যেমন, শত্রুও তেমন। এই রক্তমাংসময় অস্থিসমষ্টি দেহে আমি কে এইরূপ বিচারপরায়ণ হও। পরমার্থতঃ দৃষ্টি করিলে, আমি তুমি জ্ঞান ভ্রমমাত্র। অতএব তোমার মাতা কে, পিতা কে, আর পরই বা কে? আকাশের যেমন আত্মীয় বা পর কেহই নাই, অকাশরূপী অনন্তস্বরূপ আত্মারও তদ্রূপ আত্মপর নাই।

ভ্রাতঃ! পূর্ব্বজন্মে তোমার যে বান্ধব বা বিভব ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন? পূর্ব্বজন্মে তোমার যে বহুবিধ পুষ্প ও মৃগাদি ছিল, তুমি তাহাদেরও জন্য শোক করিতেছ না কেন? পূর্ব্বে তোমার পঙ্কজমণ্ডিত তটিনীতটে যে সকল হংস বিচরণ করিত, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ না কেন? অথবা পূর্ব্বে তোমার বিচিত্র বনরাজিতে যে সকল বৃক্ষবন্ধু ছিল, তাহাদের জন্যও শোক কর না কেন? অথবা পূর্ব্বে তোমার পদ্মষণ্ডমণ্ডিত সরোবর সলিলে যে সকল মৎস্যবন্ধু

বিচরণ করিত, তাহাদের জন্যও শোক কর না কেন?

পূর্ব্বজন্মে তুমি দশার্ণদেশে বানর, তুষারে রাজপুত্র, পুণ্ড্রে বন্যবায়স, হৈহয়ে মাতঙ্গ, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, শাল্বে কুক্কুর, সরলদ্রুমে পক্ষী, বিন্ধ্য পর্ব্বতে বিপুল পাদপ ও মন্দরে কুক্কুট, উহার গুহায় ব্রাহ্মণ, কোশল রাজ্যে তিত্তিরি ও বঙ্গদেশে অশ্ব হইয়া জন্মিয়াছিলে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ হইয়াছ। তাত! যে তুমি বিন্ধ্যগিরিস্থ তালমূলের অভ্যন্তরে কীট, উড়ুম্বরে মশক ও বনে বক হইয়াছিলে, সেই তুমি এমন আমার অনুজ হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি স্বকীয় দেশসীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী কুগ্রামে শুষ্ক গোময়কুণ্ডে সার্দ্ধ সং বৎসর বৃশ্চিক হইয়াছিলে, সেই তুমি এখন আমার অনুজ। পূর্ব্বে তুমি, পদ্মবনে ভ্রমর যেমন, পুলিন্দগণের স্তনপীঠে তেমন শয়ন করিয়া থাকিতে; সেই তুমি এখন আমার অনুজ। তুমি অন্যান্য বহুশত যোনিতেও এইরূপে বহুশত সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ।

বৎস! আমারও এইরূপে বহু সহস্র জন্ম সংঘটিত হইয়াছে। আমি যেমন বিশুদ্ধবুদ্ধি সাহায্যে তোমার তত্তৎ জন্মপরম্পরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, অদ্য তেমন সমুদিত জ্ঞানদৃষ্টির সাহচর্য্যে আমারও অতীত জন্ম সহস্র স্মৃতিপথে পদগ্রহণ করিল। আমি ত্রিগর্ত্তে শুক, নদীতটে বক, অরণ্যানীতে ক্ষুদ্রপক্ষী, বিন্ধ্যপর্ব্বতে পুলিন্দ, বঙ্গে বৃক্ষ ও মহেন্দ্রে উষ্ট্র হইয়া জন্মিয়াছিলাম। অধুনা এই অরণ্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি হিমালয়ে চাতক, পৌণ্ড্রমণ্ডলে রাজা ও সহ্যকুঞ্জে ব্যাঘ্র ছিলাম। অধুনা তোমার অগ্রজ হইয়াছি। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি দশবর্ষ গৃধ্র, পঞ্চমাস গ্রাহ ও শত বৎসর সিংহ ছিল, সেই ব্যক্তিই এখন তোমার অগ্রজ। তাত! আমি শ্রীশৈলে চাতক ও অন্ধগ্রামে আচার্য্যপুত্র রূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অধুনা তোমার জ্যেষ্ঠরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। এক্ষণে আমার জন্মান্তরীণ বিবিধাচারচেষ্টিত তত্তৎ সংসার স্মৃতি-পথে সমুদিত হইতেছে।

এই রূপে আমাদের শত শত পিতামাতা, শত শত ভ্রাতা

বান্ধব ও শত শত সুহৃন্মিত্র অতীত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের কাহার জন্য শোক করিব? সংসারের গতিই এই, জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম হইয়া থাকে। অতএব শোক করিয়া লাভ কি? এই সংসার সুবিস্তৃত বনপাদপ; অনন্ত পিতামাতা ইহার অনন্ত পত্র রূপে অহোরহ স্খলিত হইতেছেন। ইহাতে সুখ দুঃখের প্রমাণ কি? অতএব আইস, সংসারের সুখদুঃখ ত্যাগ করিয়া, স্বস্থ ও স্বচ্ছ হইয়া, জীবন যাপন করি। তাত! গতিবিদ্ পুরুষগণ অহংভাবসংবলিত প্রপঞ্চভাবনা ত্যাগ করিয়া, যে গতি লাভ করেন, তুমিও সেই গতি প্রাপ্ত হও এবং ভবভাবনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক অব্যগ্র হৃদয়ে সেই জরামরণবিরহিত আত্মাকে স্মরণ কর; কোন মতেই মোহে আচ্ছন্ন হইও না।

তাত! তোমার জন্ম নাই, দুঃখ নাই; পিতা নাই, মাতাও নাই। তুমি আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহ। অজ্ঞেরাই এই সংসারযাত্রায় রসভাবময়ী বুদ্ধি নিয়োগ করে। যথাপ্রাপ্তার্থদর্শী তত্ত্বজ্ঞেরা পরমাত্মার সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিতি করেন। এই লোকস্থিতিতে তাঁহাদের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ববিনিয়োগ নাই।

একবিংশ সর্গ (তৃষ্ণাচিকিৎসাযোগোৎপত্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! পুণ্য এই রূপে প্রবোধ প্রদান করিলে, প্রভাতে ভূমণ্ডলের ন্যায়, পাবনের প্রকাশ প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর উভয়ে পরমসিদ্ধিসাধনপুরঃসর যদৃচ্ছাক্রমে বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে নির্ব্বাণপদে অধিরূঢ় হইয়া, স্নেহহীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় শম লাভ করিলেন।

হায়! লোকে এই রূপে পূর্ব্বতন দেহের ধন, মান বা বন্ধু কিছুই গ্রহণ বা বিসর্জ্জন করে না। অতএব সর্ব্বতোভাবেই অনন্ত তৃষ্ণা ত্যাগ করা বিধেয়। একমাত্র চিন্তা দ্বারাই তৃষ্ণা বর্দ্ধিত ও চিন্তা না করিলেই, বিনষ্ট হইয়া থাকে। সৌম্য!

তুমি বাসনাত্যাগরূপ রথে আরোহণ করিয়া, সকরুণ নয়নে লোকদিগকে দর্শন করত, উত্থান কর, আর দীনভাবে বসিয়া থাকিও না। অনঘ! পরমবিশুদ্ধ ও নিরাময় ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত মূঢ়েরও মোহ তিরোহিত হয়। বিবেককেই একমাত্র বন্ধু ও পরমার্থবুদ্ধিকেই অদ্বিতীয় সখী রূপে পরিগ্রহ করিয়া, সংসারপথে প্রবৃত্ত হইলে, কোন বিপদই মুগ্ধ করিতে পারে না। সৎ শাস্ত্র, সৎ গুণ ও সৎ প্রযত্ন সহায়ে যেরূপ ইষ্টাপত্তি হয়, ত্রিভুবনের আধিপত্যলাভেও তদ্রূপ সম্ভব নহে। যাহারা বারংবার জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক এই সংসারগর্ত্তে ভ্রমণ করে, তাহাদের আন্তরিক সন্তাপের কোন কালেই বিরাম নাই। মন পূর্ণ হইলে, সমস্ত সংসার সুধাপূর্ণ বোধ হয়। বৈরাগ্য দ্বারা মন পূর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ণচিত্তে আশা আর স্থান লাভ সমর্থ হয় না। আশা দূর হইলে, শরৎকালীন সারসীর ন্যায়, মনের নির্ম্মলতা উপস্থিত হয়। যাহার চিত্তরূপ মহাবৃক্ষে মনোরূপ মর্কট উল্লসিত না হয়, তাহার হৃদয়কানন পরম শোভমান হইয়া থাকে। যাঁহাদের স্পৃহা ও আশা নাই, এই ত্রিভুবন তাঁহাদের নিকট পদ্মবীজকোশের ন্যায়, যোজনসমূহ গোষ্পদের ন্যায়, ও মহাকল্প ও নিমেষার্দ্ধের ন্যায়, নিতান্ত অল্প প্রতীত হয়। স্পৃহাহীন মন চন্দ্র ও হিমালয় অপেক্ষাও শীতল এবং পূর্ণেন্দু অপেক্ষাও দীপ্তিমান্, ক্ষীরসাগর অপেক্ষাও কান্তিমান্ এবং লক্ষ্মীবদন অপেক্ষাও বিকাশবান্। এই স্পৃহা যেরূপ মনকে দূষিত করে, সুনিবিড় মেঘমালাও তদ্রূপ চন্দ্রকে দূষিত করিতে পারে না। চিত্ত সুবিস্তৃত বৃক্ষ, আশা তাহার জগদ্ব্যাপিনী মহাশাখা। এই শাখা ছিন্ন না হইলে, মনের কখনও স্বরূপলাভ হয় না। অখণ্ডিত ধৈর্য্যবল সহায়ে মনের ক্ষয় হইলেই, অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বাবিংশ সর্গ (বিরোচনকথারম্ভ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অয়ি রঘুবংশপূর্ণচন্দ্র! অসুররাজ বলি যেরূপ আত্মসমুদিত বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ জ্ঞানলাভ কর।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্মের বিশেষজ্ঞ। আপনার প্রসাদে আমার প্রাপ্তব্যপ্রাপ্তি, অমল পদে অধিষ্ঠিতি, মন হইতে তৃষ্ণারূপ অন্ধকারের অপসৃতি এবং পূর্ণচন্দ্রবৎ পরম-পূর্ণতাসংস্থিতি সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও সন্দেহ দূর হয় নাই। অতএব আমার বোধবৃদ্ধির জন্য বলির বিজ্ঞানপ্রাপ্তিঘটনা কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অবধানকর; উহা শুনিলে, নিত্যতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ভুবনকোশের কোন দিকে ভূমির অধোভাগে সুবিখ্যাত পাতাললোক। ঐ লোক, চন্দ্রকিরণদিগ্ধাঙ্গী দানব-কন্যাগণে পরিপূর্ণ। উহার কোন স্থানে শেষাদি সহস্র সহস্র সর্প বিলোলজিহ্বাসহায়ে উদ্দামস্বরে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিতেছেন; কোন স্থানে মেরুসম বৃহদাকার দানবনন্দনগণ বলপূর্ব্বক যজ্ঞীয় হবি ভক্ষণ করত পর্ব্বতশৃঙ্গে বিহার করিতেছে; কোন স্থানে দিগ্‌বারণগণ দন্তপ্রহারে পার্ব্বত্যপাদপসকল সমুৎপাটন ও কটকটাশব্দে সকল প্রাণির ত্রাস সমুদ্‌ভাবন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছে; কোন স্থানে সুরাসুরগণ সর্ব্বদা যাঁহার পাদাম্বুজরঃ মস্তকে ধারণ করেন, সেই ভগবান্ কপিল অধিষ্ঠান দ্বারা পবিত্রত বিতরণ করিতেছেন এবং কোন স্থানে অসুরকামিনীরা অন উপচারে অনাদিনিধন হাটকেশের উপাসনা করিতেছে। বিরে চনের পুত্র প্রবলপরাক্রান্ত বলি স্বকীয় ভুজস্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত উল্লিখি পাতাললোকে বাস করেন। স্বয়ং দেবরাজও যাঁহার পাদপ বাঞ্ছা করেন, সেই ভগবান্ হরি এই বলির রক্ষাকর্ত্তা। ব কুপিত হইলে, তাঁহার কল্পাগ্নিকল্প অত্যুগ্র প্রতাপে সপ্তসাগর

শুষ্ক হইয়া উঠে। তাঁহারই যজ্ঞীয় ধূমাভ্রপটলের বারিবর্ষণে সপ্ত-সমুদ্র পূর্ণ হইয়াছে। তিনি লীলাবশতঃ ইন্দ্রাদি অমরদিগকে পরাজিত করিয়া, দশকোটি বৎসর রাজত্ব করেন।

এই রূপে বহুযুগ ত্রিভুবনরাজ্য ভোগ করিয়া, একদা তাঁহার বিরতি উপস্থিত হ'ল। তখন তিনি নির্ব্বেদগ্রস্ত হৃদয়ে বাতায়নকক্ষে উপবেশন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি অপ্রতিহত শক্তি সহায়ে কত যুগ ত্রিভুবনসম্রাজ্য ভোগ করিলাম; কিন্তু আমার কি হইল! ভোগসকল আপাতমধুর; কিন্তু পরিণামে ক্ষয়শীল! ইহাতে আবার সুখ কি? পুনঃ পুনঃ দিন, পুনঃ পুনঃ রাত্রি ও পুনঃ পুনঃ শয়ন উপবেশন ইত্যাদি ব্যাপারপরম্পরা মহাত্মাদের লজ্জা ভিন্ন কখন তুষ্টির নিমিত্ত হইতে পারে না। পুনরায় স্ত্রীসঙ্গ, পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগ বা পুনরায় শিশুবৎ ক্রীড়া ইত্যাদিও মহাত্মাদের একমাত্র লজ্জারই হেতু। প্রতিদিন ভুক্ত বিরস বিষয়সকল পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া প্রাজ্ঞেরা লজ্জা ভিন্ন কখনও কি সুখ অনুভব করিতে পারেন? আমার ত স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, পুনরায় দিন, পুনরায় রাত্রি ও পুনরায় কার্য্যচেষ্টা প্রাজ্ঞগণের সাক্ষাৎ বিড়ম্বনা। যে দিন যায় সেই দিনই পুনরায় পর দিন আসিয়া থাকে। কেননা, সেই সূর্য্য সেই রূপে সেই গগনে সেই স্থানেই উদিত হয়েন। ইহাতে আর নূতনত্ব কি ও বিচিত্রতা কি? যাহাতে নূতনত্ব ও তন্নিবন্ধন রসবত্তা নাই, প্রাজ্ঞগণ কি রূপে তাহাতে আসক্ত হইতে পারেন? ফলতঃ, উল্লিখিত ব্যাপারমাত্রেই মত্তচেষ্টার ন্যায়, বাল্যলীলার ন্যায়, নিতান্ত উপহাসাস্পদ। পুনঃ পুনঃ কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াই বা লাভ কি? যাহা করিলে, পুনরায় কর্ম্ম করিতে হয় না, এরূপ কার্য্যই বা কি আছে? কর্ম্মমাত্র উপহাসাস্পদ ও কিয়ৎকাল মহাড়ম্বর প্রদর্শন করে। তাহার অনুষ্ঠানেই বা ফল কি? বালক্রীড়ার ন্যায়, একান্ত অবাস্তব উল্লিখিত ব্যাপারপরম্পরা দুঃখপরম্পরার জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বৎস! মহারাজ বলি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পার্থিব বিষয়সুখমাত্রেই ক্ষণিক ও তুচ্ছ। অতএব এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহা অবিনাশী সুখ সমুদ্ভাবন করে? অনন্তর চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার মনে হইল, পূর্ব্বে আমি মদীয় আত্মতত্ত্ববিৎ পিতৃদেব বিরোচনকে জিজ্ঞসা করিয়াছিলাম, তাত! যাহা সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখের অতীত, প্রাজ্ঞেরা যাহাকে সংসারসীমার অন্তস্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, এরূপ বস্তু কি? কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইলে, মনোমোহনিবৃত্তি পরম বিশ্রান্তিপ্রাপ্তি ও এই শরীরেই নির্ব্বাণ তৃপ্তি অনুভূত হয় এবং কোন্ বস্তু, সর্ব্বপ্রকার বাসনার অতীত ও পুনরুৎপত্তিবিরহিত এবং কোন্ বস্তু দর্শন করিলে, আর কিছুই দর্শন করিতে হয় না? দেখুন, পার্থিব ভোগ মাত্রেই অসুখের হেতু। বালকেরাই ইহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব যাহা প্রাপ্ত হইলে, আমার চরম আনন্দ ও নির্ব্বাণশান্তি লাভ হইতে পারে, আপনি তাহাই আমাকে বলুন।

এইপ্রকার প্রশ্ন করিলে, পিতৃদেব নিশাকর করসংযোগে দ্বিগুণিত সৌন্দর্য্যবান্ কল্পতরুতলে আসীন হইয়া, আমার অজ্ঞান ভ্রমনিরাকরণবাসনায় যে জরামরণনিবারণ পরমরসায়ন বচনসমূহ বিন্যস্ত করেন, অধুনা তাহা আমার স্মরণপথে সমুদিত হইল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ। (বিরোচনবাক্য)

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাভাগ! বিরোচন দানবরাজ বলিকে কহিয়াছিলেন, পুত্র! বিপুল-কোটর-বিশিষ্ট অতিবিস্তৃত এক প্রদেশ আছে। বহুসহস্র ত্রৈলোক্য ঐ স্থানে যাতায়াত করে। সেখানে নদ, নদী, শাখা, পর্ব্বত, বন, পৃথিবী, বায়ু, তীর্থ, চন্দ্র, সূর্য্য, দেব দানব, ভূত, বেতাল, যক্ষ, রাক্ষস, স্থাবর, জঙ্গম, জল, আকাশ, অধঃ, ঊর্দ্ধ, দিক্, আতপ, স্বর্গ, আমি ও হরিহরাদি কিছুই নাই; একমাত্র রাজা আছেন। তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বগ ও

সকলের কর্ত্তা। তাঁহার একমাত্র মন্ত্রী। ঐ মন্ত্রী সংকল্প হইতে জন্মিয়াছেন। অঘটনঘটনে ও ঘটনার অঘটনে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা। ঐ মন্ত্রী কিছুই জানেন না ও খাইতেও পারেন না; কিন্তু রাজার জন্য সকলই করিয়া থাকেন। ফলতঃ, তিনি রাজার সর্ব্বেসর্ব্বা। রাজা কেবল বসিয়া থাকেন।

বলি কহিলেন, তাত! সেই আধিব্যাধিমুক্ত দেশ কোথা ও কি রূপে পাওয়া যায়? কোন্ ব্যক্তি উহা পাইয়াছেন? সেই রাজা কে? আমরা অনায়াসেই বিশ্ববিনাশে সমর্থ হইলেও, যাহাকে জয় করিতে অক্ষম, রাজার সেই মন্ত্রীই বা কে? সমস্ত উপদেশ করিয়া, আমার সন্দেহ দূর করুন।

বিরোচন কহিলেন, বৎস! সমস্ত দেবাসুর একত্র হইলেও, সেই মহাবল মন্ত্রীকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি ইন্দ্র, যম, কুবের বা অন্য কোন দেব বা অসুরও নহেন। তবে তুমি কি রূপে তাঁহাকে জয় করিবে? অসি, মুষল বা বিষাক্ত অন্যান্য হেতি, সমস্তই তাঁহাতে ব্যর্থ হয়। তিনি শস্ত্রাদির গম্য ও সৈন্যাদিরও গ্রাহ্য নহেন। সমস্ত দেবাসুর তাঁহারই বশীভূত। বিষ্ণু তাঁহারই প্রসাদে হিরণ্যাক্ষাদি অসুরদিগকে সংহার করিয়াছেন। নারায়ণাদি দেবগণ লোকের বিবেকবিধাতা হইলেও, তাঁহারই প্রভাবে ভৃগুশাপে গর্ভগর্ত্তে নিহিত হন। মদন তাঁহারই প্রসাদে পঞ্চমাত্র শরে গর্ব্বভরে সংসার জয় করিয়া, একচ্ছত্রীর ন্যায়, বিহার করিতেছে। শত শত দেবাসুরসংগ্রাম তাঁহারই ক্রীড়া এবং গুণহীন দুর্ম্মতি ক্রোধ তাঁহারই প্রসাদে দেবাসুরদিগকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। বিবেকোদয়ে সেই রাজার যদি আপনার এই মন্ত্রীকে জয় করিতে ইচ্ছা হয়, তবেই তিনি জ্ঞানমাত্র দ্বারা জিত হন। এই মন্ত্রীর উদয়ে ত্রৈলোক্যের প্রকাশ এবং অস্তগমনে তাহার বিলয়দশা আবির্ভূত হয়। তুমি মোহহীন বুদ্ধি দ্বারা সেই মন্ত্রীকে জয় করিতে পারিলেই, ধীরপদে পরিগণিত হইবে। তাহাকে জয় করিলে, সংসার সকলকেই

জয় করিতে পারা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারবিজয়ী, সে সেই মন্ত্রীকে জয় করিতে পারে না। অতএব মৃত্যুঞ্জয়রূপ সিদ্ধি ও নিত্য সুখ লাভের ইচ্ছা হইলে, কষ্টচেষ্টাতেও তাঁহাকে জয় করিতে কৃতযত্ন হও। সেই মন্ত্রী সুরাসুরসমেত যাবতীয় সংসার অনায়াসে বশ করিয়া রাখিয়াছেন।

চতুর্স্ত্রিংশ সর্গ (চিত্তচিকিৎসার উপায়)।

বলি কহিলেন, সেই মন্ত্রী কে এবং কি উপায়ে পরাজিত হয়েন?

বিরোচন কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। একমাত্র যুক্তি দ্বারাই তাঁহাকে তৎক্ষণে বশ করা যাইতে পারে। যুক্তি ব্যতিরেকে তিনি তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষের ন্যায়, দগ্ধ করেন। যাঁহারা যুক্তিবলে ইহাঁকে অল্পমাত্র বিষয়দান ও বিষয়দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাঁকে তাহাতে বঞ্চিত করেন, তাঁহাদেরই সেই রাজদর্শন লাভ ও তৎপদ প্রাপ্তি হয়। এই রূপে সেই রাজাকে দেখিতে পাইলে, মন্ত্রী বশীভূত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্পাদন ও না দেখিতে পাইলে, দুঃখ সংঘটন করে। অভ্যাসই ঐ মন্ত্রীজয়ের একমাত্র উপায় এবং সাক্ষাৎ রাজদর্শন। পৌরুষপ্রযত্নসহায়ে শনৈঃ শনৈঃ এই দুই বিষয় সমাধান করিতে পারিলে, তোমার সেই শুভদেশপ্রাপ্তি হইবে।

অধুনা, ঐ দেশের স্বরূপ শ্রবণ কর। ঐ দেশের নাম সর্ব্বদুঃখবিনাশী মোক্ষ। যিনি সর্ব্বপদাতীত, সেই আত্মাই ঐ দেশের রাজা। তাঁহার মন্ত্রীর নাম মন। তিনি অতিশয় দুর্জ্জয়। তাঁহাকে জয় করিলেই, সমস্ত জয় করা যায়। একমাত্র যুক্তিই ক্ষণমধ্যে তাহাকে জয় করিয়া থাকে।

বলি কহিলেন, তাত! কিরূপ যুক্তি দ্বারা মন পরাজিত হয়, সবিশেষ উপদেশ করুন।

বিরোচন কহিলেন, বিষয়ে অনাস্থাই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তি। এইরূপ যুক্তিই মত্তমাতঙ্গবৎ মনকে ঝটিতি বশীকৃত করে। অভ্যাসব্যতীত অনাস্থাপ্রবর্ত্তিত পুরুষার্থব্যতীত শুভফল লাভ হয় না। অবশ্যম্ভাবী নিয়তিকেই দৈব বলে। পৌরুষই এই নিয়তির উৎপাদক। তুমি এই পৌরুষসহায়ে বিষয়ে অনাস্থা সঞ্চয় কর। ভববিনাশিনী ভোগবিরতি উপস্থিত না হইলে, জয়বিধায়িনী চরম নির্বৃতির সম্ভাবনা নাই।

বলি কহিলেন, বিরতিলাভের উপায় কি?

বিরোচন কহিলেন, আত্মদৃষ্টি এই ভোগবিরতিরূপ শুভফল সমুদ্ভাবন করে। অতএব তুমি স্বকীয় সুন্দর প্রজ্ঞা সহায়ে সবিশেষবিচারপূর্ব্বক আত্মাকে দর্শন করিয়া, বিষয়ে বিরতি অবলম্বন কর। অজ্ঞানজড় চিত্তকে চারিভাগ করিয়া, দুই ভাগ ত্যাগাদিতে, এক ভাগ শাস্ত্রাদিতে ও অবশিষ্ট ভাগ গুরুসেবাদিতে পূর্ণ করিবে। পরে চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানাপন্ন হইলে, এক ভাগ ভোগ দ্বারা, দুই ভাগ গুরুসেবায় ও অপর ভাগ শাস্ত্রার্থচিন্তা করিয়া পূর্ণ করিবে। অনন্তর চিত্ত ব্যুৎপন্ন হইলে, দুই ভাগ শাস্ত্র ও বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা এবং অপর দুই ভাগ ধ্যান ও গুরুশুশ্রূষায় পূর্ণ করিবে। এইরূপে মন নির্ম্মল হইলে, যুক্তিযুক্ত উক্তি দ্বারা বালকের ন্যায়, তাহার লালন করিবে। তাহাতে প্রজ্ঞা বিচারপরায়ণ ও ভোগতৃষ্ণাবিবর্জ্জিত হইয়া, শান্তি ও আত্মদৃষ্টি লাভ করিবে। আত্মদৃষ্টি যেরূপ সুখ সমুদ্ভাবন করে, যজ্ঞ, দান ও তীর্থাদিতেও সেরূপ সম্ভব নহে। ভোগ শ্রেয়োরূপ দ্বারের সুদৃঢ় অর্গল। উহা ভগ্ন করিতে পারিলে, বিচাররূপ ধন লাভ হয়। এই বিচারই আলোকপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় সাধন। তুমি এই বিচার সহায়ে পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, পরম বিশ্রান্তি লাভ করিয়া, সকলের নমস্য হইবে। অতএব তুমি দেশাচারক্রমে ধন অর্জ্জন করিয়া, তদ্দারা সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ দ্বারা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মদৃষ্টি লাভ কর।

পঞ্চবিংশ সর্গ। (বলির চিন্তাসিদ্ধান্তযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! বলি পিতৃবাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিলেন, অহো! বিচারপরায়ণ পিতৃদেবের উপদেশে আমার পরমপ্রবোধসঞ্চার ও ভোগবিরতি উপস্থিত হইয়াছে! তৎপ্রভাবে আমার অমৃতশীতল পরমনির্ম্মল শান্তি-সুখেরও সঞ্চার হইয়াছে। অহো! এই শান্তিভুবন কি রমণীয়! উহাতে সুখদুঃখাদি সকলেরই লয় হইয়া থাকে। এই শান্তি-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, আমারও পরম উপশম ও নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে। যাহা প্রচণ্ড মনোবেগের ও নিয়ত মহাক্ষোভের হেতু, সেই ধনেপার্জ্জন কি ভয়াবহ ও দুঃখময়! আমি সমস্ত বিষয়ের আদর্শস্বরূপ মহাবিভব দর্শন ও সমস্ত ভোগের শ্রেষ্ঠ রাজভোগ-সকল ভোগ করিয়াছি, তথাপি, নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারি নাই! অধুনা আমি আত্মদৃষ্টির উপায় জানিবার জন্য কুল-গুরু শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসাকরিব, আমি কে, আত্মা কে ও এই সমস্তই বা কি? মহাত্মাদের উপদেশ অক্ষয় অর্থফল সমুদ্ভাবন করে।

ষড়্‌বিংশ সর্গ। (বলির উপদেশযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবল বলী এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, শুক্রাচার্য্যের ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। আচার্য্য ইহা জানিতে পা[রিয়া] করিলেয়া, তৎক্ষণাৎ বায়ুবৎ বাতায়নযোগে তদীয় গৃহে প্রবেশ প্রবোধিত তাঁহার দেহপ্রভায় সূর্য্যসমাগমে কমলবৎ বলির অন্তরাত্মা দেবের পাদব[ন্দ]না উঠিল। তখন তিনি রত্নার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক গুরু-রত্নময় আসন অ[র্পণ] ও মন্দারকুসুমে অর্চ্চনা করিয়া, বসিবার জন্য অধ্যাসীন হইয়া, শ্রা[ন্তি] করিলেন। ভগবান্ শুক্র সেই আসনে ... ন্ত দূর করিলে, বলি তাঁহাকে কহিলেন

ব্রহ্মন্! সূর্য্যপ্রভা যেমন সকলকে কার্য্যে নিয়োগ করে, আপনার এই দেহপ্রভাও তেমন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। ভোগসকল মহামোহের নিদান। আমি উহাতে একান্ত বিরক্ত হইয়াছি। যাহা মহামোহের নিবারক, তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব বলুন, আমি কে, আপনি কে, এই সমস্ত লোক ও ভোগপরম্পরাই বা কি?

শুক্র কহিলেন, আমার অবসর নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন। চিৎও সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সুতরাং সমস্তই চিৎ ও চিন্ময়। তুমি চিৎ, আমি চিৎ, সমস্তই চিৎ। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিয়া, বিবেক আশ্রয় কর; সর্ব্বথা সিদ্ধকাম হইবে। যদি তোমার ঐ-প্রকার নিশ্চয়জ্ঞান না হয়, সহস্র সহস্র উপদেশও তোমাতে ভস্মাহুতবৎ বিফল হইবে। চেত্যবিমুক্ত চিৎই পরমাত্মা। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আত্মাকে দর্শন করিলে, তোমার অনন্ত পদ লাভ হইবে। যেখানে সপ্তর্ষিগণ বাস করেন, দেবগণের অনুরোধে আমাকে তথায় কিছুকাল থাকিতে হইবে; আমি চলিলাম। মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শরীরধারণপর্য্যন্ত যথাপ্রাপ্ত কার্য্যসকলের অনুষ্ঠানে কদাচ পরাঙ্মুখ হন না। মহাভাগ শুক্র এই বলিয়া, গ্রহমণ্ডলমণ্ডিত নভোমণ্ডলে দ্রুতগতি অবগাহন করিলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ (বলির বিশ্রান্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন; ভার্গব প্রস্থান করিলে, বলি ভাবিলেন, গুরুদেবের কথা যুক্তিসংগত। বাস্তবিক সমস্তই চিৎ। চিৎ ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। চিতেরই কল্পনাবলে সমস্ত উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব আমার এই কাষ্ঠলোষ্ট্রসম দেহে প্রয়োজন কি? আমিই এই জগতে অদ্বিতীয় চৈতন্যময় আত্মা। আমিই সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, বিকল্পকল্পনাতীত চিদাত্মা এবং আমিই নিত্যোদিত, নিত্যানন্দ, নিরাভাস, দ্রষ্টা পরমেশ্বর। আমাতে দৃশ্য দর্শনের

সম্পর্ক নাই। আমি নির্ম্মলস্বরূপ। হে প্রত্যগাত্মরূপিন্ চেতন-স্বরূপ চিৎ! তোমাকে নমস্কার এবং আমি সকল বস্তুর প্রকাশক চিৎস্বরূপ; আমাকেও নমস্কার। আমি সৎ, মহৎ আকাশের ন্যায় অনন্ত ও অণু হইতেও ক্ষুদ্র পরমেশ্বর।

এইরূপ চিন্তাবশে তুরীয় ভাবনা করিতে করিতে, তিনি যাবতীয় কল্পনা ত্যাগপূর্ব্বক সমাহিত হইলে, ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই তিনের পরিহারপ্রযুক্ত নির্ব্বাত দীপের ন্যায়, পরম শান্ত ও পরম পদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং নির্ম্মল সত্তারূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ (বলির সমাধি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বলি এই রূপে নিঃসঙ্গ ও নিশ্চেষ্ট হইলে, তাঁহার অনুচরেরা তৎক্ষণে তথায় আগমন করিল। অনন্তর ডিম্ভাদি মন্ত্রিগণ, কুসুমাদি সামন্তগণ, সুরাদি রাজগণ, হয়গ্রীবাদি সৈন্যগণ, চক্রজাদি বান্ধবগণ, লড্ডুকাদি সুহৃদ্গণ, বল্লুকাদি পরিচারকগণ, ইন্দ্রাদি সুরগণ, নাগাদি দেবযোনিগণ, রম্ভাদি বরস্ত্রীগণ, উপায়নহস্ত কুবের, যম, সিদ্ধগণ এবং সাগর পর্ব্বত ও নদীবাসী প্রাণিগণ সেই স্ফটিকময় কর্পূরগৌর সুন্দর গৃহে সমাগত হইল। দানবেন্দ্রেরা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে কিরীট অবনত করিয়া, সমাদর-সহকারে সেই চিত্রন্যস্ত পুত্তলিবৎ নিশ্চেষ্ট বলিকে প্রণাম ও তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, বিষাদসাগরে অবগাহন করিল এবং উদাসীনেরা বিস্ময়ে, তত্ত্ববিদেরা আনন্দে ও অনভিজ্ঞেরা ভয়ে অভিভূত ও জড়প্রায় হইল। অনন্তর মন্ত্রিরা তৎক্ষণে কর্ত্তব্যবিচার-পুরঃসর কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের ধ্যানপরায়ণ হইল। ধ্যানমাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় পদার্পণ করিলেন এবং অসুরেরা পূজা করিলে, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামানন্তর তদবস্থ বলিকে ক্ষণকাল সপ্রেম নয়নে দর্শন করিয়া, ঈষৎ হাস্যসহকারে অমৃতায়মান বাক্যে

কহিলেন, সভ্যগণ! এই মহাপ্রভাব বলি অত্যন্ত আত্মবিচার-সহায়ে সিদ্ধ ও পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এই ভাবেই এখানে থাকিয়া, অনাময় পদ দর্শন ও আত্মাতে অবস্থিতি করুন। ইহাঁর চিত্ত প্রশান্ত, ভ্রম বিগলিত, বিশ্রান্তি উপাগত ও মুক্তি অধিগত হইয়াছে এবং রাত্রির অবসানে সুর্য্যালোকের ন্যায়, সমস্ত সংভ্রমের ক্ষয়বশতঃ ইহাঁতে পরমালোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে যথাকালে স্বয়ংই ইহাঁর প্রবোধ সঞ্চারিত হইবে। অতএব তোমরা সকলে স্বামিকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও। ইনি সহস্রবর্ষপর্য্যবসানে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইবেন।

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলে, দৈত্যেরা পূর্ব্ববৎ প্রভুকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান কবিল।

ঊনত্রিংশ সর্গ। (বলির বিজ্ঞানপ্রাপ্তি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর সহস্র বৎসর অতীত হইলে, দেবদুন্দুভির শব্দে বলির চৈতন্য হইল। তখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! পরমার্থপদ কি শীতল! আমি ইহার ক্ষণমাত্র আশ্রয়েই পরম শান্তি লাভ করিয়াছি। অতএব ইহারই আশ্রয়ে আমি নির্ব্বাণশান্তি লাভ করিব। এই বাহ্য ঐশ্বর্য্যে আমার প্রয়োজন কি? ইহা ত ভোগ করিয়াছি। সমাধিজনিত আনন্দে আমার অন্তরাত্মা যেমন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই আর সম্ভব নহে।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি পুনরায় বিশ্রান্তিলাভে কৃতচিত্ত হইলে, দৈত্যেরা আসিয়া তাঁহারে বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার মন পরম সত্তা লাভ করিয়াছে এবং মূর্খতাও দূর হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সংসারে এমন কি উপাদেয় আছে, যাহাতে মন আকৃষ্ট হইতে

পারে? আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি, বন্ধমোক্ষাদি কিছুই নাই। আমার সমুদায় সন্তাপ বিগলিত হইয়াছে। অধুনা আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, অবস্থান করিব এবং যথাপ্রাপ্তমাত্রের অনুষ্ঠান করিব। আর আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি নাই এবং ঐশ্বর্য্যেও অভিলাষ নাই। আমি মৃত জীবিত, সৎ বা অসৎ, ইহার কিছুই নহি। আমি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিষ্ঠিত আছি। অতএব আমিই ঈশ্বর; আমাকে নমস্কার। আমাব আর রাজ্যাদিতে প্রয়োজন কি? লক্ষ্মী আমায় ত্যাগ করেন, করুন। কিছুই আমার নহে; আমিও কিছুরই নহি। আমার আর কর্ত্তব্য কি আছে? অথবা, আমি যখন সর্ব্বত্র সমভাব আশ্রয় করিয়াছি, তখন আমার কার্য্যকরণ ও অকরণ উভয়ই সমান।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি অনাসক্তচিত্তে রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেব, ব্রাহ্মণ ও গুরুবর্গকে পূজা দ্বারা, সুহৃদ্দিগকে সম্মাননা দ্বারা, সামন্ত ও সজ্জনসমূহকে সমাদর দ্বারা, ভৃত্য ও অর্থীদিগকে অর্থ দ্বারা এবং ললনাদিগকে বিচিত্র বিভব দ্বারা তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালসহকারে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে সমুৎসুক হইয়া, শুক্রাদির সহায়তায় ঐ মহামখ সম্পাদিত করিলেন। তাঁহার ভোগবাসনা নাই দেখিয়া, ভগবান হরি তাঁহার মনস্কামনাসাধনমানসে সেই যজ্ঞে আগমন ও তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া, পাতালতলে প্রেরণ করিলেন। তিনি অদ্যাপি জীবন্মুক্ত, স্বস্থ ও নিত্য সমাহিত হইয়া, পাতালে বিরাজ করিতেছেন। আপদ তাঁহার সম্পদ বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে। তিনি একমাত্র সমতারই পক্ষপাতী। তাঁহার প্রজ্ঞা সুখদুঃখ কোন অবস্থাতেই উদিত বা অস্তমিত হয় না। অনঘ! তিনি যে দশকোটি বৎসর জগত্ত্রয়ের আধিপত্য বা ইন্দ্রত্ব ভোগ করেন, তাহাতেও যেমন তাঁহার পরিতোষ জন্মে নাই, স্বপদভ্রষ্ট ও পাতালগহ্বরে নিহিত হইলেও, তেমন তাঁহার অসন্তোষের উদয় হয় নাই। আমি নিত্য, এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, তিনি

হর্ষবিষাদ পরিহার করিয়াছিলেন। তুমিও পৌরুষসহায়ে বলির ন্যায় পরমপদে আরোহণপূর্ব্বক বিবেকসহায়ে আমি নিত্য এই-প্রকার নিশ্চয় করিয়া, স্বস্থ ও সর্ব্বত্র সমভাববিশিষ্ট হও এবং বলি দশকোটি বৎসর যে বিষয় ভোগ করিয়া, কিছুমাত্র রসপ্রাপ্ত হন নাই, তুমি সেই এই বিষয়কে বিষবৎ দূরে পরিহার করিয়া, নিরাময় পদে অধিরোহণ কর। মন যখন যাহাতে বালকের ন্যায়, আসক্ত হইবে, তখনই তাহাকে তাহা হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক একমাত্র তত্ত্বপথে নিয়োগ করিও। তাহা হইলে, অভ্যাসবশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। যাহারা শরীরকেই সত্য ভাবে এবং যাহাদের আশয় মিথ্যাদৃষ্টিবলে বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি যেন সঙ্কল্পের ক্রীতদাস সেই সকল মূঢ়ের সমান হইও না। আত্মনির্ণয় বিষয়ে বিবেক বৈরাগ্যাদির অভাব যেমন শোকাবহ, মুর্খগণের বাক্যে বিশ্বাস করা তাহা অপেক্ষাও দুঃখজনক। অতএব তুমি বিবেকের বশবর্ত্তী হও। যাবৎ আত্ম দৃষ্টির জন্য পৌরুষ আশ্রয় না করিবে, তাবৎ তোমার অন্তস্থ বিচার প্রাদুর্ভূত হইবে না। এই রূপ, আত্মদর্শনে অসমর্থ হইলে, বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা আত্মা কখন প্রতিভাত হন না। বৎস! তুমি এক্ষণে যাহা গ্রহণ, ভোগ বা পরিহার করিতেছ, সমস্তই ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মবৎ অবস্থিতি কর।

ত্রিংশ সর্গ (হিরণ্যকশিপুবধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামভদ্র! প্রহ্লাদ স্বয়ং যে রূপে আত্মজ্ঞান-সঞ্চয় পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন, শ্রবণ কর।

পাতালকুহরে হিরণ্যকশিপু নামে এক অসুররাজ অবস্থিতি করিত। সে স্বীয় পরাক্রমে সুরাসুর বিদ্রাবণ ও ত্রৈলোক্য হরণ পূর্ব্বক, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একেশ্বর হইয়া, কিয়ৎ কাল যাপন করিলে, তাহার কতিপয় পুত্রসন্তান সমুৎপন্ন হইল। মণিগণের মধ্যে

কৌস্তুভের ন্যায়, প্রহ্লাদ ঐ পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এবংবিধ পুত্ররত্নের সান্নিধ্যবশতঃ দৈত্যপতি, সর্ব্বসৌন্দর্য্যসমলঙ্কৃত বসন্তের ন্যায়, পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং ত্রিগণ্ডগলিত মাতঙ্গের ন্যায়, একান্ত উদ্ধত হইয়া, পুত্রগণের সহায়তায় দেবগণের পৌনঃপুনিক উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। দেবগণ তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া, তাঁহার বিনাশবাসনায় ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মারাও বারংবার দুষ্ক্রিয়া মার্জ্জনা করেন না। এইজন্য ভগবান্ মাধব তাহার পুনঃ পুনঃ অত্যাচারে জাতক্রোধ হইয়া, তাহার বিনাশ জন্য তৎক্ষণাৎ অতীবভয়াবহ নারসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন। তদ্দর্শনে জগন্মণ্ডল প্রলয়কবলিতবৎ ঘর্ঘরধ্বনি করিতে লাগিল। স্থিরসৌদামিনীবৎ তদীয় দশনপ্রভায় দিক্ সকল জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সেই ব্রহ্মাণ্ডবৎ ভয়াবহ উদর হইতে প্রবল পবন প্রাদুর্ভূত হইয়া, পর্ব্বতপ্রচয় প্রচলিত করিল। তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রলয়পাবকপ্রতিম প্রজ্বলিত কোপানল সমুত্থিত হইয়া, ত্রিলোক দগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার লোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রস্ফুরিত ও সমস্ত শরীর হইতে পট্টিশাদি অস্ত্র সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল, জগন্মণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দানবগণ সেই নৃসিংহমূর্ত্তির নয়নসমুত্থিত রোষদহনে দহ্যমান হইয়া, মশকবৎ দশদিকে পলায়মান হইল। ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিয়া, তাহাদের অধিপতি হিরণ্যকশিপুর প্রাণ হরণ ও দেবগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে পূজিত হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অসুরনায়কেরা হিরণ্যকশিপুর বিরহে স্থাণুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। প্রহ্লাদ পিতৃশোকে কাতর ও শিশিরকালীন পদ্মবৎ ম্লান হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিলাপান্তে পিতৃদেবের কালোচিত ঔর্দ্ধদেহিকবিধি বিধান করিয়া, স্বয়ং ধৈর্য্যাবলম্বনসহকারে শোকসন্তপ্ত বান্ধবগণের সান্ত্বনা করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ (প্রহ্লাদের নারায়ণস্বারূপ্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর প্রহ্লাদ দুঃখভরে একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়, অসুররূপ অঙ্কুর তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া, উদিত হইলেই; হরিরূপ শাখামৃগ তৎক্ষণে উহা ভক্ষণ করে। হায়, আমাদের ঐশ্বর্য্যরূপ আলোক প্রবর্ত্তিত হইলেই, অরিকুলরূপ তিমিরস্তোম তাহাকে তিরস্কৃত করিয়া থাকে! হায়, কি কষ্ট! মৃগ যেমন সিংহের সম্পত্তি হরণ করে, তদ্রূপ পিতৃদেবের পাদসেবক দেবগণ আমাদের ঐশ্বর্য্য হরণ করিলে, অসুরদিগকেও সন্তপ্তচিত্তে অবস্থিতি করিতে হইল! হায়! অসুরগণের মরকতমণ্ডিত গৃহ সকলও ভস্ম ও তৃণাঙ্কুরে সমাচ্ছন্ন হইল। হা বিধে! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! হায়! যাঁহারা মন্দারমাল্যধারিণী সুররমণীদিগকে বলপূর্ব্বক বন্দিনী করিয়াছিল, এখন তাঁহাদেরই রমণীগণ অমরদিগের বন্দী হইয়াছে! হা পিতঃ! যে ইন্দ্র পূর্ব্বে তোমাকে স্বহস্তে যে চামরে বীজন করিয়াছিল, এখন সেই ইন্দ্র স্বয়ং সেই চামরে উপবীজিত হইতেছে! একমাত্র হরিই সুরগণের রক্ষাকর্ত্তা। হায়! হরির কি পরাক্রম! তিনি ত্রিলোকবিজয়ী পর্ব্বতপ্রায় অসুর দিগকে তৃণপ্রায় অনায়াসেই জয় ও বিনাশ করিলেন; অতএব হরিকে জয় করা দুর্ঘট। হায়! রণচণ্ড অসুরেরা পরমযত্নে দিব্যাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়াও, হরির বজ্রসার দেহ ভেদ করিতে পারিল না! অতএব হরিকে যুদ্ধে বশ করা কাহার সাধ্য! আমি কি উপায়ে সেই হরিকে বশ করিব? তাঁহাকে বশ করিলেই, আমার সকল কামনা সিদ্ধ হইবে। তাঁহার বশীকরণের এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কায়মনোবাক্যে তদীয় শরণ গ্রহণ করাই তাঁহার বশীকরণ। অতএব আমি এই মুহূর্ত্ত হইতে নারায়ণস্বরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম।

নমো নারায়ণায়, এই মন্ত্র সকল অভীষ্ট সাধন করে। ইহা

ধারণ করিলে, নারায়ণ অবশ্যই আমার হৃদয়ে বিরাজমান হইবেন। কদাচ অন্যথা করিতে পারিবেন না। সংসারের সমস্তই বিষ্ণুময়। অতএব আমার আত্মাও বিষ্ণুময়। বিষ্ণুময় না হইয়া, বিষ্ণুর পূজা করিলে, সে পূজায় ফল নাই। অতএব অমি বিষ্ণুরূপে অবস্থিতি করি। যিনি বিষ্ণু, তিনিই প্রহ্লাদ। সুতরাং বিষ্ণু ও আমাতে পার্থক্য নাই। আমি বিষ্ণু, সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া, অবস্থান করিতেছি। এই লক্ষ্মী আমার পার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন। এই শঙ্খচক্রগদাদি আমার হস্তে শোভা পাইতেছে। এই আমি লক্ষ্মীর সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া আছি। এই দুরাত্মাগণ আমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। এই ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার স্তব করিতেছেন। আমি সর্ব্বদ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়াছি। ত্রিভুবন আমার মূর্ত্তি। আমাকে নমস্কার।

দ্বাত্রিংশ সর্গ। (বিবুধবাক্য।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! প্রহ্লাদ এই রূপে আপনাকে নারায়ণরূপে কল্পনা করিয়া, পুনরায় চিন্তা করিলেন' আমার এই বৈষ্ণবী তনু স্থূলসূক্ষ্ম দ্বিবিধস্বরূপ হউক। কিন্তু এই বিষ্ণু প্রাণপ্রবাহ দ্বারা বাহ্যে অপর বিষ্ণুরূপে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শক্তি চতুষ্টয় ধারণ ও গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক ভুজচতুষ্টয়বিভূষিত দিব্যদেহে বিরাজ করুন। তাহা হইলে, আমি মনোময়ী সপর্য্যা দ্বারা সপরিকরে ইহাঁর পূজা করিতে সমর্থ হইব। পশ্চাৎ বাহ্য পূজা করিব। অনন্তর প্রহ্লাদ পূজার দ্রব্য সকল কল্পনাপূর্ব্বক মাধবের মনোময়ী পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবগৃহে রত্নময় বিচিত্র অর্ঘ্যপাত্র, বিবিধ বিলেপন, ধূপ, দীপ, রত্নালঙ্কার, মন্দারমাল্য, কনকপদ্ম, উৎপল, কল্পলতা, রত্নস্তবক, দিব্য বৃক্ষপল্লব, বিবিধ কুসুম, সহকারপল্লব, কিংশুক, বিল্বদল, তুলসী, গুগ্‌গুল, দূর্ব্বা, কুঙ্কুম, নৈবেদ্য, ছত্র, তাম্বূল, চামর, দর্পণ, নীরাজন, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ

প্রণাম, ইত্যাদি উপচারকল্পনাপূর্ব্বক লক্ষ্মীপতি বাসুদেবের বারংবার অর্চ্চনা করিয়া, আত্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। পরে, বিবিধ বাহ্য উপচারে ভক্তিসহকারে প্রতিদিন মাধবের পূজা করিতে লাগিলেন। তদবধি দৈত্যপুরবাসী দৈত্যমাত্রেই বৈষ্ণব হইয়া উঠিল।

কালসহকারে দেবলোকে এই বৃত্তান্ত উপস্থিত হইল। দেবগণ শ্রবণ করিলেন, অসুরেরা বিষ্ণুদ্বেষবিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, বিষ্ণুর চিরবিদ্বেষী অসুরেরাও বৈষ্ণব হইল, ইহা অতিমাত্র বিস্ময়ের বিষয়। অনন্তর দেবগণ ক্ষীরোদগর্ভে অনন্তশয্যাশায়ী ভগবানের সমীপস্থ হইয়া, এই বিস্ময়াবহ বৃত্তান্ত বিনিবেদনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তোমার চিরবিদ্বেষী দৈত্যগণও ত্বন্ময় হইল! ইহা আমাদের মায়া বোধ হইতেছে। কেননা, দৈত্যগণ যেরূপ দুর্ব্বৃত্ত, তাহাতে মহাজন্মলভ্য হরিভক্তিতে তাহাদের অধিকার কোথায়? ইতর ব্যক্তিরা গুণবান্ হইলে, সুখ ও উদ্বেগ উভয়ই সমুৎপাদন করে। কাচের মধ্যে মহামূল্য মণি যেমন শোভা পায় না, তদ্রূপ অনুপযুক্ত স্থলে বস্তু সকলের শোভা হয় না। যে যেমন গুণবান্, তাহার তদ্রূপ গুণযুক্ত বস্তুতেই সংস্থিতিসংঘটন হইয়া থাকে। পশু হইলেই, পশুর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন না। পরস্পর বিসদৃশ বস্তু সকল, বজ্রসূচীর ন্যায় কেবল পীড়ারই হেতু হইয়া থাকে। যাহা যাহার উপযুক্ত, তাহা তাহাতেই শোভা পায়। পদ্ম জলেই জন্মে, কদাচ স্থলে নহে। ফলতঃ, হীনকর্ম্মা, হীন জাতি ও হীনবৃত্তি দানবগণের সহিত শাশ্বতী বৈষ্ণবী ভক্তির বহুল অন্তর। হে দেবেশ! দৈত্যগণ বৈষ্ণব হইয়াছে, এই কথা আমাদের কোনমতেই সুখদায়িনী নহে।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ। (নারায়ণসমাগম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবগণ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাস করিলে, ভগবান্ তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বিষণ্ণ হইও না ; প্রহ্লাদ বাস্তবিকই হরিভক্ত হইয়াছে। তাহার জন্ম পাশ্চাত্য, এইজন্য মোক্ষের উপযুক্ত। দগ্ধ বীজের যেমন অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ প্রহ্লাদের আর জন্ম হইবে না। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, গুণবান্ নির্গুণ হইলেই, অনর্থ সমুদ্ভাবন করে, কিন্তু নির্গুণের গুণবত্তা সিদ্ধপদ কর্ম্মক্রম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন কর। প্রহ্লাদের এই গুণ তোমাদের অসুখ উদ্ভাবন করিবে না। এই বলিয়া তিনি ক্ষীরোদলহরী-মালামধ্যে অন্তর্হিত হইলে, দেবগণ তাঁহার পূজা করিয়া, স্বর্গে গমন্ করিলেন। প্রহ্লাদের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি সমুদ্ভূত হইল। যেহেতু, যে বিষয় মহাত্মাদের উদ্বেগ সমুৎপাদন না করে, মন তাহাতে বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া থাকে।

এ দিকে প্রহ্লাদ প্রতিদিন ঐ রূপে ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, কালসহকারে বিবেকানন্দ ও বৈরাগ্যবিভবাদি গুণ সমস্ত তাঁহাতে অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মন এক বারেই ভোগানন্দ ত্যাগ করিল। পদ্ম যেমন স্থলে স্থিতি প্রাপ্ত হয় না, তাঁহার মন তদ্রূপ বস্তুভোগে আর বিশ্রাম করিল না। তিনি শাস্ত্রার্থ কথা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের জন্য আর জনসমাজে গমন করেন না। ভগবান্ অন্তর্যামী নারায়ণ ক্ষীরোদে থাকিয়াই, সর্ব্বব্যাপিনী বুদ্ধি সহায়ে প্রহ্লাদের ঈদৃশী চিত্তস্থিতি জানিতে পারিয়া, তদীয় পূজাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

প্রহ্লাদ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, দ্বিগুণ উপচারে পূজা করত, সহর্ষে প্রীতভরে বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন, ভগবান্! তুমি ত্রিভুবনের পালন ও সকলের কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়া

থাক। এই ত্রিভুবন গৃহস্বরূপ; তুমি তাহার কোষ। তুমিই পরম বস্তু ও পরম গতি। তুমি স্বপ্রকাশ ও অশরণের শরণ। তুমি অজ্ঞাত, অচ্যুত ও ঈশ্বর। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি হৃৎপদ্মের জলাশয়। ব্রহ্মা সতত বেদগানপূর্ব্বক তোমারই মহিমা গান করেন। হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে কুবলয়-দলসন্নিভ! আমি তোমার একান্ত আশ্রিত। তোমার শ্বেতবর্ণ নখপংক্তি তারকাস্তবকবৎ বিকসিত, বদন চন্দ্রবৎ প্রদীপ্ত এবং কৌস্তুভের সমুজ্জ্বল কান্তি তোমার হৃদয়ে মন্দাকিনীবৎ বিরাজিত আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি নববিকসিত পদ্মরেণুবৎ গৌরবর্ণে অলঙ্কৃত, কমলা তোমার অঙ্কে বিরাজিত, তোমার বদন সায়ংকালীন সূর্য্যবৎ অরুণায়িত এবং তোমার কান্তি কনকবৎ বিকসিত; আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি দানবরূপ পদ্মের তুষার, দেবরূপ পদ্মের সমুদিত দিবাকর, ব্রহ্মারূপ পদ্মের মহাজলাশয় ও হৃদয়রূপ পদ্মের হৃদয়। তুমি মোহরূপ অন্ধকারে প্রদীপ্ত প্রদীপ। তুমি জড় হইলেও, অজড় চিদাত্মতত্ত্বস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনের আর্ত্তি নাশ করিয়া থাক। আমি তোমার শরণা-পন্ন হইলাম।

প্রহ্লাদ এইরূপে বহুবিধ বাক্যে স্তব ও অর্চ্চনা করিলে, ভগবান্ পরমপরিতুষ্ট হইয়া, জলদগম্ভীর নিস্বনে তাঁহাকে আশ্বা-স্বিত করিয়া, কহিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ (প্রহ্লাদের আত্মযোগ)।

ভগবান্ কহিলেন, দৈত্যবংশাবতংস! তুমি জন্মদুঃখবিনাশন অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বসংকল্পফল প্রদান ও লোকের অন্তরে বিরাজ করেন। অতএব যেরূপ বর দিলে ভাল হয়, তাহাই দিন। ভগবান্ হাস্য করিয়া কহিলেন, যাবৎ তোমার মন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ না করে,

তাবৎ সংসারসংভ্রমশান্তিরূপ পরমফল লাভ জন্য ব্রাহ্মবিচার তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হউক।

এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে, প্রহ্লাদ তাঁহার পশ্চাতে মণিরত্নসমেত পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ পদ্মাসনবন্ধনপূর্ব্বক ভগবানের স্তব পাঠ করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ আমাকে আত্মবিচার জন্য আদেশ করিয়াছেন, অতএব আমি আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হই। আমি এই পৃথিবীতে চলিতেছি, বলিতেছি, বসিয়া আছি এবং প্রযত্নপূর্ব্বক বস্তুসকলের সংগ্রহ করিতেছি, আমি কে অথবা আমি কোন্ বস্তু? এই জগৎ আমি নহি। কেননা, উহা জড়স্বরূপ। আমি কখনও জড় হইতে পারি না। এই দেহও আমি নহি। কেননা, ইহাও জড়স্বরূপ; ইহা কেবল কতিপয় বায়ুর ক্ষণকালিক প্রস্ফুরণ মাত্র। আমি শব্দও নহি। কারণ, শব্দ শূন্য হইতে সমুদ্ভূত, এই জন্য জড়স্বরূপ। আমি স্পর্শও নহি। কেননা, ইহা ক্ষণ বিনশ্বর চর্ম্মমাত্রের গ্রাহ্য। সুতরাং জড়স্বরূপ। অচেতন রসও আমি নহি। কেননা, এই রস ক্ষণবিনশ্বর জড়স্বরূপ জিহ্বার আয়ত্ত ও তদ্ভাববিশিষ্ট বস্তু সকলে প্রতিষ্ঠিত। আমি দৃশ্য বা দর্শনও নহি। কেননা, ইহারাও জড়স্বভাব। আমি গন্ধও নহি। যেহেতু, এই গন্ধ অন্ধ জড় ক্ষয়স্বভাব নাসিকায় সমুদ্ভূত; তজ্জন্য জড়স্বভাব। অতএব যাহা কল্পনার অতীত, শান্ত, মমতাবর্জ্জিত ও পঞ্চেন্দ্রিয়ভ্রমবিরহিত, সেই শুদ্ধ চেতনই আমি। আমিই সকল বস্তুর প্রকাশক, সন্ময় ও চিন্মাত্র। সমস্ত বস্তুই চিদাভাস। আমিও চিদাভাস। এই চেতনের অন্তঃপ্রবেশ বশতই বস্তু সকল এই রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই চেতনাই সকলের প্রকাশক। দর্পণ যেমন প্রতিবিম্বের আধার, চেতনাও তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ও ভূতসমূহের আধার। এই অবিকল্প চিদ্রূপই সূর্য্যে উষ্ণতা, চন্দ্রে শৈত্য, পর্ব্বতে ঘনত্ব ও সলিলে তরলতা প্রদান করিয়াছে। এই চেতনা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও

শিবাদিরও আদি কারণ। ইহার কারণ কিছুই নাই। আমি সর্ব্বকল্পনার অতীত স্বয়ং প্রকাশক অদ্বিতীয় আত্মা। আমাকে নমস্কার। এই চেতনা কাহারই দৃশ্য নহে; যাঁহাদের মন বিগলিত হইয়াছে, তাঁহারাই ইহা প্রাপ্ত হন। আত্মবিদ্‌গণ ইহাকে নির্ম্মল আকাশের ন্যায়, অবলোকন করেন। আমিই এই আদ্যন্তহীন সর্ব্বব্যাপিনী চেতনা। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বময় আমারই দেহ। আমি ঈশ্বরস্বরূপ। আমিই সুন্দরভাস্বর সূর্য্যদেহে আলোকদান ও বায়ুরূপে সকলের জীবনাধান করিতেছি। সর্ব্বসৌভাগ্যের আধার সেই গদাধর আমার এই দেহে বিরাজ করিতেছেন এবং সমস্ত জগতও ইহাতে প্রস্ফুরিত হইতেছে। আমি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়স্বরূপ এবং আমি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ ও যুবা। আমি ইন্দ্ররূপে ত্রিভুবন পালন করিতেছি এবং তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌রূপে সমুত্থিত হইয়াছি। সমস্তই আমার এবং আমাতেই উৎপন্ন হইয়া, আমাতেই লয় পাইয়া থাকে।

আমি ভিন্ন এই সংসার কিছুই নহে। আমাতে প্রতিফলিত হইলেই, ইহার সত্তাস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। যেমন রসময়ী আদ্যা শক্তি সমস্ত তৃণ গুল্মাদিতে প্রসৃত হইয়া, তাহাদের স্নেহস্ফূর্ত্তির কারণ হয়, তদ্রূপ আমি আছি বলিয়াই, সমস্ত বস্তু রহিয়াছে। আমি না থাকিলে, কিছুই থাকে না। ঘৃত যেমন দুগ্ধে, রস যেমন জলে ও চিৎ যেমন সকল বস্তুতে, আমি তেমন সকলের অন্তরে বিরাজ করিতেছি। আমিই বিরাট, সম্রাট ও কর্ত্তা। আমি ছেদ্য নহি, ভেদ্য নহি এবং দাহ্য নহি। আমার জরা নাই, জন্ম নাই ও মৃত্যু নাই। বিল্বফলে হস্তীর ন্যায়, এই অতিক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আমার বিপুল দেহ সমাবিষ্ট হইতে পারে না। সাংখ্য বৈষ্ণবাদি ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব ও শৈবপাশুপতাদি অসংখ্য তত্ত্ব অতিক্রম করিয়াও, আমার এই বিপুল দেহ সীমা প্রাপ্ত হয় না। আমি নিরবলম্ব ও অসীমাকৃত; সুতরাং অয়ং শব্দের বাচ্য নহি।

আমি অথবা এই, ইত্যাদি শব্দ কল্পনা ভ্রমমাত্র। কেই বা মরে, কেই বা বাঁচে, দেহই বা কি? কিছুই কিছুই নহে। আমি প্রত্যেক্ চৈতন্যরূপে সকল ভাবের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছি, আমাকে নমস্কার। আমার জয় হউক। আমি অজাত ও সংসারভ্রমবর্জ্জিত। আমার মৃত্যু নাই, আমি সর্ব্বদাই জীবিত।

হায়, আমার নির্ব্বুদ্ধি পিতা যানাদি অবিদ্যাময় অতুল ঐশ্বর্য্য দ্বারা কি প্রাপ্ত হইলেন? তিনি অতি উচ্চ বংশে জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার অনুরূপ পরম পুরুষার্থেরই বা কি লাভ করিলেন? বলিতে কি, আত্মাই আনন্দস্বরূপ। আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে, যেপ্রকার আনন্দের সঞ্চার হয়, শত শত সাম্রাজ্যলাভেও সেরূপ সম্ভব হয় না। যাঁহার এই তুচ্ছ বিষয়ভোগের কিছুই নাই, তাঁহারই অন্তঃকরণ আত্মানন্দরূপ অমৃতপানে পূর্ণ হইয়া, সমস্ত সুখ ভোগ করে। মূঢ়বুদ্ধিরা এই অমৃতপান ত্যাগ করিয়া, বিষয়রূপ বিষপানে ধাবমান হয়, পণ্ডিতেরা কদাচ ইহা ত্যাগ করেন না। এই আনন্দই সাক্ষাৎ শান্তি ও পরম নির্বৃতি। যাহার জ্ঞান আছে, সে কখন ইহা ত্যাগ করিয়া, রাজ্যাদি ভোগরূপ দুঃখ-পরম্পরা অর্জ্জন করিতে সমুৎসুক হয় না। কতিপয় গ্রামের অথবা সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য করিয়াও বা কি হইবে? আমার পিতা ত্রিভুবনের অধিপতি ছিলেন। তাহাতে তাঁহার কি হইয়াছে? ভগবানের রোষে পড়িয়া ভয়াবহ শোচনীয় মৃত্যু লাভ হইয়াছে। হায়! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কি মূর্খ! তাঁহারা পশুর ন্যায় এই আত্মদৃষ্টিপরিহারপূর্ব্বক কেবল অসার রাজ্যভোগসংকটে ক্লেশপরম্পরা অনুভব করিয়াছে! হায়, ত্রৈলোক্যে এমন কি আছে, যাহা এই আত্মদৃষ্টি অপেক্ষা প্রার্থনীয় হইতে পারে।

বলিতে কি, আলোকদায়িনী তৈজসী শক্তি, অমৃতদায়িনী ঐন্দবী শক্তি, মহত্ত্বদায়িনী ব্রাহ্মী শক্তি, ত্রৈলোক্যদায়িনী শাক্তী শক্তি, পরমপূর্ণতাদায়িনী শৈব শক্তি, বিজয়সমৃদ্ধিদায়িনী বৈষ্ণবী শক্তি, শীঘ্রগতি মানসী শক্তি, অতিপ্রবল বায়বী শক্তি,

দাহকারিণী আগ্নেয়ী শক্তি, নির্ৠতিদায়িনী পায়সী শক্তি, সিদ্ধিজননী মৌনী শক্তি; বিদ্যারূপিণী বার্হস্পতি শক্তি, ব্যোমগামিনী বৈমানিকী শক্তি, স্থৈর্য্যরূপিণী পার্ব্বতী শক্তি, গাম্ভীর্য্যরূপিণী সামুদ্রী শক্তি, ঘননিনাদিনী বার্ষিকী শক্তি, কলঙ্কবিরহিণী নাভসী শক্তি, শৈত্যশালিনী তৌষারী শক্তি, ইত্যদি দেশকালক্রিয়াময়ী শক্তিমাত্রেই সেই পরমনির্ম্মল চিদ্‌ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই রূপে এই বৃহদ্দৃশ্য জগৎ শ্রী চিদ্‌ব্রহ্ম হইতেই কল্পিত হইয়াছে। চিত্তের বাসনাবিহীন ভাবই পরমভাব। বিচার দ্বারা মন হইতে দৃশ্যকল্পনাত্যাগ হইলেই, ঐ পরম ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। তখন সমস্ত ভাবের পরিহার ও সমস্ত অভাবের নিরাস হইয়া, একমাত্র পূর্ণতাসংযোগ সংঘটিত হয়। এই চিৎ বাক্যমনের অগোচর। পরম উপশমে লীন হইলেই, ইহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। আমার মূঢ়বুদ্ধি পিতামহগণ ভোগদুঃখের অভিলাষী ও হতচিত্ত হইয়া, ভাবাভাবরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলেন। হায়, কি কষ্ট! ইচ্ছাদ্বেষ ও সুখদুঃখাদি মোহবশে জীবগণ কীটের সমান হইয়াছে। যাঁহার অন্তরাকাশে সত্যবোধরূপ পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া, ইষ্টানিষ্টকল্পনারূপ অন্ধকার তিরোহিত করিয়াছে, তিনিই যথার্থ জীবিত।

ভগবন্! লোকালোকমণে! আমি বহু কালে বহু কষ্টে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমাকে নমস্কার। হে চিদাত্মন্! তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। অতএব শিবস্বরূপ পরাত্মা তোমাকে ও অনন্তস্বরূপ আমাকে, আমাদের উভয়কেই নমস্কার। যিনি সকল কল্পনারূপ মেঘজাল তিরোহিত করিয়া, পূর্ণচন্দ্র রূপে আনন্দময় বিচিত্র দেহে আত্মায় সমুদিত হন, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ। (ব্রহ্মাত্ম দ্বারা আত্মচিন্তা।)

প্রহ্লাদ কহিলেন, যিনি ওঁকারস্বরূপ ও বিকারহীন, সেই আত্মাই এই যাবতীয় দৃশ্য যিনি মেদ ও অস্থি প্রভৃতির অতীত ও অন্তরস্থ দীপস্বরূপ, সেই চেতনই সূর্য্যাদির প্রকাশ করিয়াছেন। সেই চিৎ কার্য্য করিয়াও কার্য্য করেন না; গমন করিয়াও গমন করেন না। তিনি পূর্ব্ব, পর ও মধ্য সকল অবস্থাতেই একরূপ এবং ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সমভাবাপন্ন। তিনি অনিত্য নিত্য, স্পন্দ অস্পন্দ, চল অচল সর্ব্বস্বরূপ এবং আকাশ অপেক্ষাও নির্লিপ্ত। তিনিই মনকে চালনা করেন এবং নিষ্কর্ম্মা হইলেও, কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রসাদ লাভ হইলে, জরামরণসম্ভ্রম দূর হয়। এইজন্য সর্ব্বদা যত্নসহকারে ইঁহার অন্বেষণ, স্তব ও ধ্যান করিবে। তিনি সর্ব্বদাই এই দেহকুহরে বিরাজ করেন। এইজন্য পরমাত্মীয় বন্ধুর ন্যায় নিতান্ত সুলভ ও সুজ্ঞেয়। প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সামান্য রূপেও আহ্বান করিলে, তিনি সম্মুখীন হন। একমাত্র অবিচারবলেই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় না। তখন ইনি হৃদয়স্থ হইলেও, অতিদূরস্থের ন্যায়, অনায়ত্ত হন। এই ঈশ্বরের বিচার করিলেই, পরমানন্দরূপ চরম অভীষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মরণাদির বিচ্ছেদহারিণী শুভ-দৃষ্টি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকে। তখন কামক্রোধাদি শত্রু-বর্গ নিঃশেষ বিনষ্ট ও আশাপাশ সমস্ত একবারেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়। অধিক কি, ইনি দৃষ্ট হইলে, সমুদায় দৃষ্ট, শ্রুত হইলে সমু-দায় শ্রুত ও স্থিত হইলেই সমস্ত স্থিত হইয়া থাকে। ইনি সুপ্তের জাগরণ করেন, অবিবেকীর বিবেক বিধান করেন, আর্ত্তের শান্তি সম্পাদন করেন ও সকলের পরিত্রাণ সাধন করেন। ইনি চৈতন্যরূপে সকল পদার্থের বাহ্যাভ্যন্তরে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ইনি সর্ব্বব্যাপী ও সকল গুণানন্দস্বরূপ। ইহার সত্ত্বা সর্ব্বগামিনী। ইনি পুষ্পে সৌগন্ধের ন্যায়, আমার

অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। অথবা, আমিই এই মহাদেব দেব পরমবোধস্বরূপ ঈশ্বর। আমি এই সমুদায়কে কল্পনা করিলেও, কিছুতেই লিপ্ত বা আসক্ত নহি। আমার সুখ দুঃখাদি হউক, আর নাই হউক, কিছুতেই আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই আকাশরূপী আত্মা কিছুতেই ব্যাহত হন না এবং মন কিছুতেই ব্যাহত হয় না। সুতরাং দেহ শতধা বিচ্ছিন্ন হইলেও, দেহী আত্মার পরিবেদনা কি? ঘট ভগ্ন হইলে, ঘটাকাশের ক্ষতি কি? এই জড়স্বরূপ মন পিশাচের ন্যায়, মিথ্যা উদিত হইয়াছে। হায়, কি মূর্খতা! লোকে ইহা বুঝিয়াও বুঝে না। আত্মাই যখন সমস্ত, তখন আমার ভোগাভোগে বাঞ্ছা কি? যাহা হয় হউক, যায় যাউক, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধিই বা কি? আমি এত দিন অজ্ঞানবশে অন্ধ ছিলাম। এখন স্বয়ং সমুদিত বৈষ্ণব বিবেকের প্রসাদে আমার অবিবেক বিনষ্ট ও ব্রহ্মবোধ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং তৎপ্রভাবে আমার দেহরূপ তরুকোটর হইতে অহংকার রূপ পিশাচও দূরীভূত হইয়াছে। এখন সমস্ত জ্ঞাতব্য আমার জ্ঞাত, সমস্ত দ্রষ্টব্য দৃষ্ট ও সমস্ত প্রাপ্তব্য আমার অধিগত হইয়াছে এবং আমি এখন ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছি। যেখানে বিষয় রূপ সর্পের গর্জ্জন নাই মোহরূপ নীহার পটলের সম্পর্ক নাই, অনর্থরূপ পিশাচের সমাগম নাই, আশারূপ মরীচিকার ন্যায় কোনপ্রকার সঞ্চার নাই এবং যেখানে রজোরূপ ধূলিরাশির প্রসার নাই, আমি এখন পরমদৃষ্টিসহায়ে সেই সর্ব্বোন্নত পারমার্থিকী ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বহুকালের পর স্তব, প্রণাম, বিজ্ঞাপন ও প্রার্থনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়পদাতীত ভগবান্ ব্রহ্মাত্মাকে দর্শন করিয়াছি।

ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে বহুকালের পর আমার বিবেকশ্রী প্রবোধিত, অন্তরাত্মা বিকসিত ও তন্নিবন্ধন অহংকারপিশাচ পলায়িত হইয়াছে। সূর্য্যালোকে চোরের ন্যায়, বিবেকের উদয়ে অহংকারপিশাচ পলায়ন করাতে, আমি পরম উপশম ও

নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বিশেষরূপে জানিয়াছি, আধি-ব্যাধি, স্বর্গনরক, বন্ধমোক্ষ, মোহব্যামোহ, ইত্যাদি একমাত্র অহংকার হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমার হৃদয়াকাশ অহংকাররূপ মেঘ ও তৃষ্ণারূপ বারিধারা বিরহিত হইয়া পরম-নির্ম্মল স্বচ্ছকান্তি ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি আনন্দরসে পরিপূর্ণ পরমাত্মস্বরূপ হইয়াছি; আমাকে নমস্কার। আমার অহংকার বিগলিত, আশা নির্ব্বাপিত ও বাসনা বিদলিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন আমি আনন্দস্বরূপ, শিবস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি; আমাকে নমস্কার। আমার হৃদয়রূপ সরোবরে আনন্দরূপ পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রত্যগাত্মস্বরূপ পরমব্রহ্মস্বরূপ আমাকে নমস্কার।, আমি এখন পরমশান্তি ও সর্ব্বত্র সমতা লাভ করি-য়াছি। সকল প্রাণীর মানসহংস পরমাত্মা আমাকে নমস্কার। আমি শান্ত, সর্ব্বগামী, কল্পনাহীন, ও অমৃতাত্মা হইয়াছি। অদৃশ্য-চিৎ সূর্য্য আমাকে নমস্কার। স্বভাবের আধার অবিচলিত চৈতন্যকে নমস্কার। আমি মন দ্বারা মন, অহংকার দ্বারা অহং-কার ও ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে নষ্ট করিয়া, পরম জয় লাভ করিয়াছি এবং অভাব দ্বারা সর্ব্বভাব ও অতৃষ্ণা দ্বারা সর্ব্বতৃষ্ণা ছেদন করিয়া, কর্ত্তৃত্বাভিমানপরিহারপুরঃসর একমাত্র চৈতন্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছি। অতএব সত্যস্বরূপ অদৃশ্যাত্মা আমাকে নমস্কার। আমি ভগবান্ আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছি। তিনি আমার অনুভূতিতে বিরাজ করিতেছেন। তৎপ্রভাবে আমার মন পরম পদ লাভ করিয়া, মনন, ঐষণ, ভ্রম, রাগরঞ্জন ও অহং-কারাদি বিরহিত হইয়া, পরম সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অদ্বয় ও অক্ষর চিৎ আমার অন্তরে অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি বিষয়রূপ বিষম আপদে উদ্ধার পাইয়াছি। আমাকে নমস্কার।

ষট্ত্রিংশ সর্গ (আত্মস্তব)।

বশিষ্ঠ কহিলেন মহামতি প্রহ্লাদ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বপদাতীত পরমাত্মন্! আমি বহুকাল পরে বিবেকদৃষ্টি সহায়ে তোমারে প্রাপ্ত হইলাম। তুমি আমার স্মৃতিপথে এখন সুখে বিরাজ করিতেছ। তোমাকে নমস্কার! আমি অদ্য তোমাকে সম্যক্ রূপে দর্শন ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক সমাধিযোগে তোমার আনন্দস্বরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি। ভগবন্! তোমার ন্যায় সংসারে পরম প্রিয় বন্ধু আর কে আছেন? মিত্র! যাবৎ তোমাকে জানা না যায়, তাবৎ তুমি গমন, বিনাশ, প্রদান ইত্যাদি কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাক। কিন্তু আমি তোমায় জানিয়াছি; আর তুমি কোথায় যাইবে এবং কি বা করিবে? তুমি সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করিয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ। তোমার আবার গমনের স্থান কোথায়? তুমি কৃতকৃত্য, কর্ত্তা ও ভোক্তা এবং নিত্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে চক্রাব্জপাণি! হে চন্দ্রার্দ্ধধারিন্! হে পদ্মযোনে! তুমি দেবগণের ঈশ্বর; তোমাকে নমস্কার। হে মিত্র! তোমাতে আমাতে জলতরঙ্গবৎ নামমাত্রে বা শব্দমাত্রে ভেদ। তুমি অনন্ত রূপে অনন্ত আকাশে অনন্ত বিচিত্র বিলাসে নিয়তির সহিত বিহার করিয়া থাক। তুমিই দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, সর্ব্বগ ও সর্ব্বভাবময়, তোমাকে নমস্কার।

দেব! মৃণ্ময়, পাষাণময় ও কাষ্ঠময় এই জগতে তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। হায়! কি মূর্খতা! যিনি দর্শনরূপে সর্ব্বদা চক্ষুতে অবস্থিতি করিতেছেন, লোকে কিজন্য তাঁহাকে দেখিতে পায় না? যিনি স্পর্শরূপে সমস্ত ত্বক্ ব্যাপিয়া আছেন, লোকে কিনিমিত্ত তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না? যিনি আত্মারূপে নিয়ত অন্তর্হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, তিনি কি নিমিত্ত দূরস্থ হইয়া থাকেন? যিনি বেদ বেদান্ত সিদ্ধান্ত পুরাণ সর্ব্বত্র

সর্ব্বদা গীত ও বিজ্ঞাত, লোকে কি রূপে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে? আমার কি সৌভাগ্য! অদ্য আমি আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে অবগত হইলাম! ভগবন্ বিশ্বম্ভর! তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠান করাতে, আমার ভোগাসক্তি একবারেই দূর হইয়াছে! আর আমার বিষয়ে বাসনা নাই, রাজ্যে ঐশ্বর্য্যে কামনা নাই, পরিজন পরিকরে কিছুমাত্র স্পৃহা বা অনুরাগ নাই। লোকনাথ! তুমি যেমন আত্মদৃষ্টি দ্বারা মন্ময় হইয়াছ, আমিও তেমন বিমল দৃষ্টি দ্বারা ত্বন্ময় হইয়াছি। তোমাতে ও আমাতে আর প্রভেদ নাই! অতএব তুমি আমি, এই শব্দদ্বয়সম্পন্ন নিরাকার মহাত্মাকে নমস্কার। তুমি ও আমি এই শব্দদ্বয়বিশিষ্ট আত্মাই সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বাতীত। অতএব তোমাকে ও আমাকে নমস্কার।

আত্মন্! তুমি পুষ্পে সৌগন্ধের ন্যায়, তিলে তৈলের ন্যায়, সর্ব্বত্র বিরাজমান হইতেছ। তুমিই যাইতেছ, দিতেছ, মারিতেছ, গ্রাসিতেছ ও প্রকাশিতেছ। তোমার মায়া অতি বিচিত্র। তুমি পরমাণুস্বরূপ হইলেও, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চিরকালই তোমার অন্তরে বিরাজ করিয়া থাকে।

দেব! অদ্য তুমি আমার এই দেহ-নগরে সুবিচারদক্ষ রাজা; আমার মনোরূপ রথ তোমার অধিষ্ঠান, সুখ দুঃখাদি কোনরূপ বিকারই তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তুমি মনোরূপ মাতঙ্গ ও ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদিগের সহিত ভোগরূপ প্রবল রিপুকে পরাজয় করিয়া, নিয়ত বিজয়িবেশে বিরাজ করিতেছ। এই দেহ পুষ্পস্বরূপ, তুমি ইহাতে সৌরভ। অথবা এই দেহ চন্দ্রস্বরূপ, তুমি ইহাতে অমৃত। অথবা এই দেহ বিটপস্বরূপ; তুমি ইহাতে রস। অথবা এই দেহ হিমস্বরূপ, তুমি ইহাতে শৈত্য। তুমিই সকল অর্থের প্রকাশক ও সকল রসের আধার। তুমিই তেজঃ ও তেজের প্রকাশক। তুমিই বায়ুর স্পন্দ ও বহ্নির প্রকাশ। তুমিই আত্মাকে আত্মা দ্বারা আত্মলীলার্থ তুমি, আমি

ও অমুক ইত্যাদি বিবিধ শব্দে অভিহিত করিয়া থাক। তুমি আছ বলিয়াই, সকল আছে, না থাকিলে, কিছুই থাকে না। আদর্শে প্রতিবিম্বিত দেহাদি যেমন কোন কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সত্তা ব্যতিরেকে এই জগৎ একান্ত অবশ ও অনায়ত্ত হইয়া, থাকে। এই দেহও তোমা ব্যতিরেকে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায়, নিতান্ত শোচনীয় দশা ভোগ করে। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, সুখদুঃখাদি সমস্তই তোমাতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ। এইজন্য ক্ষণভঙ্গুর এই সুখ দুঃখাদি তোমাতে কোন মতেই স্থান পাইতে পারে না; আলোক দর্শনে অন্ধকারের ন্যায়, তোমার দর্শনমাত্র ইহাদের তিরোধান সংঘটিত হয়। এই রূপে এই অসত্যস্বরূপ ক্ষণভঙ্গুর সুখদুঃখ কোন কার্য্যকরই নহে। যেখানে অবিবেক ও অবিচার, সেইখানেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব ও প্রসার। অদ্য তোমার প্রসাদে আমি ইহাদের অতিক্রম করিয়াছি। অতএব তোমাকে ও আমাকে নমস্কার।

দেব! তোমার মূর্ত্তি নাই, তথাপি তুমি অনন্ত বস্তুর আস্পদ। তুমি স্থূল সূক্ষ্ম উভয়স্বরূপ। এইজন্য তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তুমি প্রমাণের অতীত হইলেও, প্রামাণ্য, অজাত হইলেও জাত, অস্থিত হইলেও স্থিত ও অভাব হইলেও ভাব; তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার স্বরূপ। অতএব আমি জয়ী ও সর্ব্বক্ষম। আমাকে নমস্কার। আমাতে জন্ম মৃত্যু ও বিপদ সম্পদাদি কোনরূপ ভাবাভাবের কোনপ্রকার সম্পর্ক নাই! আমি অধুনা নির্ব্বাণপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। আমাকে নমস্কার।

সপ্তত্রিংশ সর্গ (অসুরগণের ব্যাকুলতা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘুকুলপূর্ণচন্দ্র! প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তাবশে পরমানন্দস্বরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলে, তাঁহার দেহ, চিত্রিতের ন্যায়, স্পন্দহীন হইল। তদবস্থায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলেও, তাঁহার প্রবোধসঞ্চার হইল না। অনুচরেরা বহুযত্নে চেষ্টা করিয়াও, তাঁহারে প্রবোধিত করিতে পারিল না। তিনি ব্রহ্মাত্মা, একদৃক্ ও বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়াছিলেন।

তদীয় পিতার পরলোক ও তিনি স্বয়ং এইরূপ সমাধিস্থ হইলে, দানবনগরী অরাজকতাজন্য অত্যাচারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলবানেরা দুর্ব্বলের পীড়নে প্রবৃত্ত হইল। অস্বামিক অসুরেরা অতিমাত্র উৎপীড়িত হইয়া, বহুযত্ন করিয়াও, প্রহ্লাদের সমাধিভঙ্গ করিতে পারিল না। তখন ভগ্নোৎসাহ ও উদ্বিগ্ন হইয়া, স্ব স্ব অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিতে লাগিল। দস্যুরা পরমানন্দে সেই অরাজক পুরে অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, অনায়াসে রত্নাদি হরণে প্রবৃত্ত হইল। লোকমর্য্যাদা বিনষ্ট হইল। অবলারা নানাপ্রকারে নিপীড়িত হইতে লাগিল। আর্ত্তনাদ ও রোদনাদির তুমুলশব্দে পাতালকুহর পরিপূর্ণ হইল। অন্ত্যজগণের অত্যাচারে সেই দানবনগরী ভূতশূন্য, লক্ষ্মীশূন্য ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইল। বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ কলিযুগের আবির্ভাব হইয়াছে।

অষ্টত্রিংশ সর্গ। (পরমেশ্বর বিতর্ক।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘূদ্বহ! ঐ সময়ে অনন্তশায়ী ভগবান্ যোগনিদ্রা হইতে উত্থানপূর্ব্বক দেবগণের মঙ্গলচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে স্বর্গের, পরে পৃথিবীর, অনন্তর পাতালের ব্যবহার দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রহ্লাদ সমাধিস্থ ও ইন্দ্রের

সম্পদ প্রৌঢ়দশায় সমাগত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি চিন্তা করিলেন, প্রহ্লাদ পরমপদে বিশ্রাম করিলে, ত্রিলোক দৈত্যহীন ও তজ্জন্য মহাবিপন্ন হইবে। কেননা, দৈত্যাভাববশতঃ জিগীষা দূর হইলে, দেবগণ পরমসাত্বিক ও উপশম প্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষরূপ পরম পদে অধিষ্ঠান করিবেন। দেবগণ মুক্ত হইলে, ভূতলে অবাধে যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইবে। যজ্ঞাদির প্রাদুর্ভাববশতঃ ভূলোকও সমলাভ করিবে। ভূলোক উপশান্ত হইলে, সংসার বিনষ্ট ও তজ্জন্য ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলে, আমার দেহ শূন্যে সংমিলিত ও ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হইবে। এই রূপে যদি আমি সৃষ্টিলয় করি, তাহা হইলে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কি করিলাম? সুতরাং অকালে ব্রহ্মাণ্ডের লয় করা বিধেয় হয় না। দৈত্য-দিগকে জীবিত রাখা সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর। তাহারা জীবিত থাকিলে, দেবগণ, যজ্ঞাদিক্রিয়া ও সংসার সমস্তই থাকিবে। অন্যথা হইলে, অন্যথা হইবে। অতএব আমি দৈত্যপুরে গমন করিয়া, প্রহ্লাদকে যথাবৎ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করি। প্রহ্লাদের পাশ্চাত্য দেহ কল্প পর্য্যন্ত থাকিবে। অতএব আমি গভীরগর্জ্জনপূর্ব্বক তাহার সমাধি ভঙ্গ করি। প্রহ্লাদ সেই গর্জ্জনে প্রবুদ্ধ হইয়া, অবশ্যই রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাতে দেবাসুরদ্বন্দ্ব সমুপস্থিত হইলে, আমার উহা ক্রীড়াস্বরূপ ও ব্রহ্মাণ্ডও স্থায়ী হইবে। অত-এব আমি পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক অসুরদিগকে উদ্বোধিত ও জগতের স্থায়িত্ব বিধান করি।

উনচত্বারিংশ সর্গ। (নারায়ণ বাক্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সর্ব্বাত্মা নারায়ণ এইপ্রকার চিন্তানন্তর সপরিবারে পাতালকুহরে প্রবেশ করিয়া, দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায়, প্রহ্লাদনগরে পদার্পণ করিলেন। দেখিলেন, প্রহ্লাদ স্বর্ণময় প্রাসাদগর্ভে, সুমেরুগুহাগত ব্রহ্মার ন্যায়, সমাধিস্থ রহিয়াছেন।

নারায়ণের তেজে দৈত্যগণ পরাহত হইয়া, সুদূরে গমন করিয়াছে। অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন প্রহ্লাদের গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহাভাগ ! প্রবুদ্ধ হও। এই বলিয়াই, দিগ্‌রন্ধ্র প্রতিধ্বনিত করিয়া, পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদিত করিলেন। তাঁহার সেই প্রলয় প্রাদুর্ভূত বারিদগর্জ্জনের ন্যায়, পাঞ্চজন্যের মহাশব্দে অসুরগণ ভয়ে ও মূর্চ্ছায় ভূপতিত ও বৈষ্ণবগণ বর্ষাকালীন কুটজকুসুমবৎ প্রফুল্ল হইলেন। তখন প্রহ্লাদেরও প্রবোধ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণশক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্থিত হইয়াছিল। উহা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া, পরে একবারে সমস্ত দেহে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতোভাবে সঞ্চারিত হইল। তখন ইন্দ্রিয়সকল সঞ্চরিত হইলে, তাঁহার চিৎ তাঁহার লিঙ্গদেহদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। তখন তাঁহার মন কিয়ৎপরিমাণে অঙ্কুরিত হইলে, তাঁহার নয়নযুগল ক্রমে ক্রমে বিকসিত ও মনও স্থূলভাবে পরিণত হইল।

ভগবান্ তদবস্থ প্রহ্লাদকে কহিলেন, সাধো ! তুমি আপনার রাজ্যলক্ষ্মী ও আকৃতি স্মরণ কর ; অকাণ্ডে দেহপাত করিও না। উত্থান কর, উত্থান কর। নিয়তি আমাদের সম্যক্ পরিজ্ঞাত। এইজন্য বলিতেছি, তুমি প্রলয় পর্য্যন্ত এই শরীরে এই স্থলে অবস্থিতি কর। তুমি জীবন্মুক্ত ও গতোদ্বেগ হইয়াছ। এক্ষণে স্বীয় দেহকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত ব্যবহারে নিয়োজিত কর। কল্পান্তে তোমার এই দেহ বিশীর্ণ হইয়া, ঘটাকাশের ন্যায়, মহাকাশে মিলিত হইবে। তোমার এই দেহ বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং লোকপরাবর দর্শন করিয়াছে। সাধো ! এখনও দ্বাদশ সূর্য্য সমুদিত, পর্ব্বত সকল বিদলিত ও বিশ্বসংসার প্রজ্বলিত হয় নাই। তবে তুমি কেন বৃথা কলেবর পরিহার করিতেছ ? এখনও বায়ু লোকত্রয়ের ভস্মরাশিতে ধূসরিত ও উন্মত্তভাবে প্রবাহিত হয় নাই ; এখনও পুষ্করাবর্ত্ত বিদ্যুন্মণ্ডলী জগদন্তে প্রস্ফুরিত হয় নাই ; এখনও পর্ব্বতসকল ভূকম্পবশে বিদারিত ও শব্দসহকারে দিঙ্মণ্ডলে নিপতিত এবং দিক্ সকলও প্রজ্বলিত ও বিশারিত হয় নাই ;

এখনও এই বিশ্ব প্রলয়-প্রবৃদ্ধ পয়োদপটলীতে প্রচ্ছাদিত হইয়া দেবত্রয়মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই; এখনও পৃথিবীর পদ্মদলপ্রায় লোকালোক পর্ব্বত উৎখাত ও উৎপতিত এবং ব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তিরূপ দিক্‌সকল জর্জ্জরিত বা উৎসারিত হয় নাই; এখনও দ্বাদশ আদিত্যের কিরণনিকর প্রস্ফুটিত মেরুর ন্যায়, ভয়ঙ্কর টঙ্কারসহকারে আকাশে ভ্রামিত ও কল্পকালীন মেঘবৎ গর্জ্জিত হয় নাই; অতএব তুমি কিজন্য বৃথা কলেবরপরিহারে উদ্যত হইয়াছ? এখনও আমি সমুদায় প্রাণিমণ্ডলে ও দিক্‌সকলে বিহার করিতেছি। অতএব তোমার শরীরপাত করা কোনমতেই বিধেয় হয় না। তাত! এই পর্ব্বত সকল; এই ভূতমণ্ডলী; এই তুমি; এই আমি; এই জগন্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল; সকলই রহিয়াছে। তবে তুমি কিজন্য বৃথা দেহ ত্যাগ করিবে?

যাহার মন অত্যন্ত অজ্ঞানযোগবশতঃ সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত ও দুঃখপরম্পরায় বিদলিত, তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা আমি কৃশ; দুঃখী বা মূঢ়; ইত্যাকার নানাপ্রকার ভাবনার ঝঙ্কার দ্বারা যাহার মতিচ্ছন্ন দশার আবিষ্কার হয়; তাহারই মৃত্যু শোভা পায়। অথবা চঞ্চল মনোবৃত্তিবশে আশাপাশে বদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ নীয়মান হওয়াতে যাহার সুখের লেশ নাই; তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা তৃষ্ণা বিবেক হরণপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে যাহার হৃদয় মর্দ্দিত করিয়াছে; তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা রাগাদির উচ্ছ্রায়বশতঃ যাহর চিত্তবৃত্তি সুখ দুঃখে সর্ব্বদাই জড়িত; তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা যাহার দেহে কামাদি অনর্থপরম্পরা প্রবল ঝটিকারূপে. সর্ব্বদাই প্রবাহিত; তাহারই মরণ শোভা পায়। অথবা যাহার শরীরে আধিব্যাধি প্রবল অনলবৎ দাহপীড়া সমুদ্ভাবন করে; তাহারই মরণ শোভা পায়। অজাগর যেমন শুষ্কবৃক্ষকোটরে গর্জ্জন করে; তদ্রূপ যাহার শরীরে কামাদির নিত্য গর্জ্জন হইয়া থাকে, তাহারই মরণ শোভা পায়।

লোকে দেহের অবিদ্যমানকেই মৃত্যু বলে; কিন্তু তাহা

কোনমতেই সঙ্গত নহে। কেননা আত্মার দেহজ্ঞানহীনতাই ঐরূপ অবিদ্যমানতার হেতু। অথবা মনের আত্মতত্ত্ব দর্শন হইতে বিরত হওয়াকেই প্রকৃত মৃত্যু বলা যাইতে পারে। অতএব যাহার মন সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব দর্শনে সংক্রমিত; তাহারই জীবন শোভা পায়। এইরূপ যাহার অহঙ্কার নাই; যাহারপ্রিয়াপ্রিয় বোধ নাই এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী; তাহারই জীবন শোভা পায়। অথবা যাহার রাগ নাই ; দ্বেষ নাই; তজ্জন্য যাহার বুদ্ধি শীতল হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি উদাসীনভাবেই বিশ্বজগৎ দর্শন করে; তাহারই জীবন শোভা পায়। যে ব্যক্তি হেয়োপাদেয় জ্ঞানবিহীন হইয়া; পরমাত্মাতেই মন অর্পণ করে ; তাহারই জীবন শোভা পায়। যে ব্যক্তি রজতাদি অবস্তু আসক্তি ত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই বিমল কলনাতেই চিত্ত নিহিত করে; তাহারই জীবন শোভা পায়। অথবা যে ব্যক্তি সত্য দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্যমাত্র বোধে জাগতিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় তাহারই জীবন শোভা পায়। অথবা যে ব্যক্তি প্রিয়লাভে তুষ্ট ও অপ্রিয় সংযোগেও অসন্তুষ্ট না হয়; তাহারই জীবন শোভা পায় অন্য ব্যক্তির নহে।

চত্বারিংশ সর্গ (প্রহ্লাদবোধন)।

ভগবান্ কহিলেন, দৈত্যনাথ! দৃশ্যমান দেহের স্থিরতাকেই জীবন ও পরিহারকেই মৃত্যু বলে। তুমি এই উভয় হইতেই বিমুক্ত হইয়াছ। সুতরাং তোমার মৃত্যুই বা কি আর জীবনই বা কি? তুমি জীবিতও নহ, মৃতও নহ। আকাশ যেমন নির্লিপ্ত, তুমিও তদ্রূপ দেহস্থ হইলেও, অদেহ। কেননা তোমার দেহে দৃষ্টি নাই তুমি জ্ঞেয় বস্তুর পরিজ্ঞানবশতঃ প্রবুদ্ধ হইয়াছ। তোমার দ্বৈতজ্ঞান দূর ও তজ্জন্য উপশম লাভ হইয়াছে। অতএব তোমার দেহ কোথায়? এই দেহ কিছুই নহে, সর্ব্বথা অসৎ বা মিথ্যা-

স্বরূপ। যাহারা অপ্রবুদ্ধ তাহাদেরই পক্ষে এই দেহ সম্ভব হইয়া থাকে। তুমি একমাত্র চিৎপ্রকাশনিষ্ঠ ও স্ব স্ব রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছ অতএব তোমার দেহ কোথায়?

বসন্ত উদিত ও মলয়ানিল প্রবাহিত হউক; আত্মার পক্ষে কিছুই অভিনব নহে। কেননা সমস্তই সেই আত্মাতে অধিষ্ঠিত আছে। ভূত সকল স্থিত বা অস্থিত; ক্ষয়িত বা বর্দ্ধিত; যাহাই হউক সমস্তই আত্মাতে অবস্থিতি করে। সেই আত্মা এই দেহের ক্ষয়ে ক্ষীণ; বৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত ও স্পন্দনে স্পন্দিত হন না। যেহেতু তিনি পরমেশ্বর। অহংকার ক্ষীণ ও চিত্তভ্রম গলিত হইলে ত্যাজ্য বা অত্যাজ্য ইত্যাদি কল্পনার আর সঞ্চার কোথায়? তাত! তত্ত্ববিদ্‌গণ কখন আমি করি ও আমি না করি; ইত্যাদি কল্পনার বশীভূত হন না। কেননা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরা সকলের কর্ত্তা; কিন্তু কিছুই করেন না। যেখানে অকর্ত্তৃত্ব; সেইখানেই অভোক্তৃত্ব এবং যেখানে অকর্ত্তৃত্ব সেই-খানেই শান্তি বিরাজমান। পণ্ডিতেরা এই শান্তিকেই মুক্তি বলেন। প্রবুদ্ধ পুরুষগণ পরমার্থরূপে সকল বস্তুতেই অবস্থিতি করেন; অতএব তাঁহাদের ত্যাজ্য ও অত্যাজ্য কিছুই নাই। যেখানে ঐরূপ গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধের সম্পর্ক নাই; সেইখানেই শান্তি সমুদিত হয়। এই শান্তি স্থিতিপ্রাপ্ত হইলেই মুক্তিনামে পরি-গণিত হয়। পুরুষোত্তম ব্যক্তিগণ এই মুক্তিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সুষুপ্তের ন্যায় আত্মসন্নিধিমাত্রে বিচরণ করেন। যাঁহাদের বাসনা বিগলিত ও পরমবোধ সমুদিত হইয়াছে; তাঁহারা সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই উভয় অবস্থার মধ্যবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন করেন। যাঁহারা একমাত্র আত্মনিষ্ঠ বা আত্মগতচিত্ত; তাঁহারা সুখে অনু-রক্ত ও দুঃখে উদ্বেগযুক্ত হন না। কেননা তাঁহারা অনাসক্ত হইয়া সকলবিষয় গ্রহণ করেন।

মহাভাগ! তুমি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছ। অধুনা কল্প পর্য্যন্ত স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাক।

একচত্বারিংশ সর্গ (প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ভগবান্ নারায়ণ সুশীতল বাক্যে এইরূপ কহিলেন্ প্রহ্লাদ বিকসিতনয়নে সন্নিবিষ্টচিত্তে পরমহর্ষে বলিতে লাগিলেন, দেব! আমি অবিশ্রান্ত রাজ্যচিন্তাবশতঃ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে কয়ৎকাল বিশ্রান্তি লাভ করিতেছিলাম। আপনার প্রসাদে আমার স্বরূপস্থিতি লাভ হইয়াছে এবং আমি সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছি। অধুনা আমি নির্ম্মল পরমাকাশরূপ অনন্তদৃষ্টিতে অবস্থিতি করিতেছি! আত্মার শোক মোহ ভয় সমস্তই বিগলিত হইয়াছে। একমাত্র আত্মাই সত্য ও সর্ব্বদা বিদ্যমান। অতএব শোক মোহ ভয় অভয় ও ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা বা অবসর কোথায়? অধুনা আমি স্বয়মুদিত পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। যাহারা অপ্রবুদ্ধ তাহারাই হর্ষশোকবিকারবিধায়িনী বিবিধ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। দেহের অভাব হইলে, দুঃখের অভাব হয়। দেহই দুঃখ ভোগ করে। যাহারা মুর্খ, তাহারাই চিন্তারূপ বিষধরীর বিষম দংশনজ্বালা সহ্য করে। ইহা সুখ ইহা দুঃখ ইহা আছে ইহা নাই এইপ্রকার দ্বৈধীভাবনা মূঢ়দিগকেই অভিভূত করে, পণ্ডিতকে নহে।

প্রহ্লাদ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাস পুরঃসর অর্ঘ্যপাত্র প্রদান করিয়া ভগবানের পূজা করিলে তিনি পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, দানবরাজ! উত্থান করিয়া সিংহাসন আশ্রয় কর; আমি তোমায় অভিষিক্ত করি। আমার পাঞ্চজন্য রবে সমাগত এই সকল সিদ্ধ ও সাধ্যগণ তোমার মঙ্গল করুন। এই বলিয়া তিনি প্রহ্লাদকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া গঙ্গাদি সরিৎসমেত ক্ষীরোদাদির সলিলে অভিষিক্ত করিলেন্। বিপ্রগণ ঋষিগণ ও লোকপালগণ তাঁহার সহকারী হইল এবং সুরাসুরগণ সকলে ভগবানের স্তব ও প্রহ্লাদের পূজা করিলেন। ভগবান্ প্রহ্লাদকে কহিলেন; তুমি

যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী ও সুমেরু তাবৎ সমগ্রগুণ অধিকার পূর্ব্বক রাজত্ব করিবে। অধুনা ইষ্টানিষ্ট রাগ ভয় ও ক্রোধ পরিহার করিয়া সমদর্শিনী বুদ্ধিসহায়ে রাজ্য পালন কর। কি স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে; কি রাজ্যে; কুত্রাপি তোমার কোনরূপ উদ্বেগ থাকিবে না। অধুনা তুমি দেশ কাল ও পাত্রানুসারে বধদণ্ডাদি বিধানপূর্ব্বক প্রজাপালন প্রসঙ্গে অবস্থিতি কর এবং আত্মনিষ্ঠ; মমতাবর্জ্জিত ও লাভালাভের সমদর্শী হইয়া অনাশক্তচিত্তে কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও। তুমি পরমার্থ ও ব্যবহার উভয়ত্রই নিপুণ; সুতরাং তোমাকে আর উপদেশ কি দিব? তুমি ভয় ক্রোধ ও অনুরাগ বিসর্জ্জন করিয়াছ; অতএব আর কাহারও হিংসা করিও না। আজি হইতে দেবাসুর সংগ্রাম নিবৃত্ত ও জগৎ সুস্থ হউক এবং দেবাসুর রমণীরা স্ব স্ব স্বামীতে বিশ্বাস স্থাপন করুক।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ। (প্রহ্লাদের ব্যবস্থা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণ এইরূপ কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদ তাঁহার পশ্চাতে রাশি রাশি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বৎস রাম! আমি এই তোমার নিকট প্রহ্লাদের বিজ্ঞানপ্রাপ্তি কীর্ত্তন করিলাম। এই বৃত্তান্ত অশেষ পাপ বিনাশ ও সকল সন্তাপ নিরাস করে। আত্মবুদ্ধিসহায়ে এই পবিত্র উপাখ্যান বিচার করিলে; অশেষ কলুষ নিরস্ত ও পরমপদ অধিগত হয়। পণ্ডিতেরা অজ্ঞানকেই পাপ বলেন। এই অজ্ঞান একমাত্র বিচারবলে উপশমিত হইয়া থাকে। এই বিচার পাপবৃক্ষের মূলচ্ছেদনের মহাস্ত্র। ইহা ত্যাগ করা কোনমতেই উচিত নহে। যাহারা প্রহ্লাদের এই সিদ্ধি বিষয় বিচার করিবে, তাহারা নিঃসন্দেহই সপ্তজন্মকৃত পাপে পরিহার প্রাপ্ত হইবে।

রাম কহিলেন ; ব্রহ্মন্! প্রহ্লাদের মন সমাধিস্থ হইয়াছিল; পাঞ্চজন্য শব্দে কিরূপে প্রবুদ্ধ হইল ?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মুক্তি দ্বিবিধ, সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। যাহার মতি অসংসক্তিবশতঃ ত্যাগ ও গ্রহণাদি কোন বিষয়েই অনুরাগের লেশমাত্র নাই, তিনিই জীবন্মুক্ত জানিবে। তাদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শরীরাবসানে পুনরায় জন্ম হয় না। তাঁহার এইরূপ অদৃশ্য স্থিতিকে বিদেহমুক্তি বলে। জীবন্মুক্ত মাত্রেই সুষুপ্ততুল্য। তাঁহাদের হৃদয়ে বাসনা, ভ্রষ্টবীজের ন্যায়, পুনর্জ্জন্ম-বিরহিত ও আত্মজ্ঞান সমন্বিত হইয়া শুদ্ধ সত্তামাত্রে অবস্থিতি করে এবং সহস্র বর্ষান্তেও প্রবোধের কারণ হইয়া থাকে।

প্রহ্লাদ এই শুদ্ধসত্ত্ব বাসনাবলেই পাঞ্চজন্য শঙ্খরবে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। অথবা, ভগবান্ হরি সর্ব্বভূতের আত্মা ও কারণ। তিনি যখন যাহা মনে করেন তখনই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি যে মাত্র মনে করিলেন, প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হউন সেইমাত্র প্রহ্লাদের প্রবোধ সঞ্চারিত হইল। এইরূপ প্রথিত আছে যে বাসুদেবই সৃষ্টি স্থিতির কারণ। এইজন্য তাঁহাকে দর্শন করিলেই আত্মদর্শন হয়। রাম! তুমি অন্যান্য যাবতীয় দৃষ্টি পরিহার-পূর্ব্বক সেই আত্মদর্শনে যত্নবান্ হও আত্মদর্শন অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তুমি আত্মাকে দর্শন করিলেই নিত্যপদে অধি-ষ্ঠিত হইবে। এই সংসার অতি বিষম স্থান। উহা বর্ষাকালের ন্যায় বিচারকে সূর্য্যের ন্যায় আচ্ছন্ন ও বারিধারার ন্যায় দুঃখ-পরম্পরা বর্ষণ করিয়া মূর্খতারূপ বিষম ব্যাধি সমুদ্ভাবিত করে। অতএব তুমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বতপদে আরোহণ কর।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। (প্রহ্লাদের বিশ্রান্তি।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার কথা সকল যেরূপ পবিত্র ও সুখ জনক, তদ্রূপ শুনিতে সাতিশয় অভিলাষ হয়। অতএব

বলিতে আজ্ঞা হউক, যদি একমাত্র পৌরুষ প্রযত্ন দ্বারা সকল বিষয়ে সিদ্ধি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদ কিজন্য বাসুদেবের বর ব্যতীত স্বকীয় পৌরুষ সহায়ে প্রবুদ্ধ হন নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন সৌম্য! প্রহ্লাদ যাহা পাইয়াছিলেন; পৌরুষবলেই পাইয়াছিলেন অন্য উপায়ে নহে। তিল ও তৈল যেমন অভিন্ন, আত্মা ও নারায়ণে তদ্রূপ ভেদ নাই। যিনি আত্মা, তিনিই নারায়ণ, প্রহ্লাদ স্বয়ং পৌরুষবলে বিষ্ণুর বরলাভ করেন এবং পৌরুষবলেই স্বয়ং বিচার করিয়া মনকে অবগত হইয়াছিলেন। আত্মা কখন পৌরুষবলে ও কখন বা ভক্তিলভ্য বিষ্ণুদেহ সহায়ে প্রবুদ্ধ হন। চিরকাল আরাধনা করিলেও এই বিষ্ণু কখন বিচারবিহীন ব্যক্তিকে জ্ঞান প্রদান করেন না। প্রযত্নসঞ্চিত বিচারই আত্মদর্শনে প্রধান সাধন; বরাদি গৌণমাত্র। অভ্যাস সহায়ে বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দিগকে বশীকৃত ও ধ্যান আশ্রয় করিয়া, মনকে বিচারনিষ্ঠ কর। যখন যাহা প্রাপ্তি হয়, তাহা যত্নবলেই লব্ধ হইয়া থাকে, অন্য কিছুতেই নহে। অতএব পৌরুষ সহায় হইলে, ইন্দ্রিয়দিগকেজয় ও সংসারসাগর উত্তরণপূর্ব্বক পরমপদরূপ পরপারে গমন কর। যদি যত্ন না করিলেও জনার্দ্দনকে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে মৃগপক্ষিরা কিজন্য আত্মদর্শন করিতে পারে না? শিষ্যের যদি ভক্তিরূপ পৌরুষ না থাকে, গুরুও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন না। যদি পারিতেন, তাহা হইলে উষ্ট্র ও বলীবর্দ্দাদিরও উদ্ধার হইত।

জ্ঞানদৃষ্টির দৃঢ়তা হইলে পরম পুরুষার্থরূপ যে ফলপ্রাপ্তি হয় অন্য কোন উপায়েই তাহা হইবার নহে। এইরূপ বৈরাগ্যবলে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ত্রৈলোক্যেও পাওয়া সম্ভব নহে। অতএব তুমি পৌরুষ-সহায় হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মার আরাধনা কর এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শনপূর্ব্বক আত্মাতেই অবস্থিতি কর। বলিতেছি, অভ্যাস ও যত্নই শুভস্থিতিলাভের প্রধান উপায়; অন্যান্য উপায় গৌণ জানিবে। অভ্যাসাদি দ্বারা

ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হইলে, বিষ্ণুপূজার আর প্রয়োজন হয় না। আর ইন্দ্রিয়জয় না হইলেও শুদ্ধ পূজা দ্বারা কোন ফলই হয় না। আত্মবিচার ও উপশমই হরিলাভের একমাত্র উপায়। আবার বিচার ও উপশম দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইলে, হরিলাভেরই বা প্রয়োজন কি? অতএব তুমি বিচার ও উপশম দ্বারা মনকে প্রসন্ন কর তাহা হইলেই সিদ্ধ হইবে। নচেৎ গর্দ্দভের ন্যায়, বৃথা জীবনভার বহন করিতে হইবে। যেমন হরিপ্রভৃতির অনুরাগপ্রার্থনা অবশ্য-কর্ত্তব্য, স্বকীয় চিত্তের প্রণয়প্রার্থনাও তদ্রূপ একন্ত সমুচিত।

যাহারা শাস্ত্র যত্ন ও বিচারাদি বিরহিত, তাদৃশ বিষও নিরত মূঢ়দিগকে চিৎরূপ সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য হরিভক্তির অবতারণা হইয়াছে। বিষ্ণু সকল অন্তরেই আছেন। মূঢ়েরাই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, বাহ্য বিষ্ণুর আরাধনা করে; তাহারা নরাধম। হৃদ্গুহাশায়ী চিত্তই বিষ্ণুর মুখ্য দেহ এবং ক্ষীরোদবাসী শঙ্খাদিধর মূর্ত্তিই গৌণ কলেবর। যে ব্যক্তি মুখ্য রূপ ত্যাগ করিয়া গৌণ রূপের আরাধনা করে, সে অনায়াসলব্ধ অমৃত ত্যাগ করিয়া বহ্বায়াসসম্পন্ন কৃষ্যাদি উপায়ে অন্নসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। আত্মজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মনঃসংযমন জন্য পূজাদিতে প্রয়োজন নাই। যাহাদের মন অজ্ঞতায় অন্ধীকৃত তাহাদেরই শঙ্খচক্রাদিধর বাহ্য বিষ্ণুর পূজা করা কর্ত্তব্য। হরিপূজারূপ বৈরাগ্যজননী তপস্যা দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তির মন ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইলে বিবেক সঞ্চরিত ও আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সমাধি প্রভৃতি অন্যান্য সহকারী দশা সকলের আর কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। এইরূপে আত্মা স্বয়ংই আত্মা দ্বারা হরিপূজাজনিত ফল প্রাপ্ত হন।

ফলতঃ একমাত্র মনঃসংযমই সর্ব্বসিদ্ধির মূল। সগরের পুত্রগণ পৃথিবী খনন ও দেবাসুরগণ অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন, একমাত্র মনোনিগ্রহই ইহার হেতু। মনের একাগ্রতা না থাকিলে, কোন বিষয়ই সম্পন্ন হয় না। এই মন মহাসাগরস্বরূপ। পুনঃ পুনঃ

জন্ম মৃত্যু ইহার প্রবল তরঙ্গ অতএব যে কোন উপায়ে এই সাগর শোষ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজা দ্বারা প্রসন্ন হইলেও, এই মনোব্যাধির উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন না। অতএব তুমি ইন্দ্রিয়গম্য বিষয় সকল পরিহার করিয়া, জন্মবিকারশূন্য অখণ্ডিত সম্বিদের চিন্তা কর। অনায়াসেই জন্ম-নদের পার প্রাপ্ত হইবে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (গাধিবিনাশন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! চিত্তজয় না হইলে, জন্মমায়াপ্রপঞ্চ কোনরূপেই ক্ষয় পায় না। এবিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মেরুর ন্যায় রত্নরাজিবিরাজিত কোশলনামক জনপদে গাধি নামে সাক্ষাৎ ধর্ম্মসদৃশ পরম শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ভোগবিলাস পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা তপঃ জপাদিতে সংসক্ত হইয়াছিলেন। একদা মনে সহসা কোন অভিমত ভাব আবির্ভূত হওয়াতে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তপশ্চরণার্থ অরণ্য আশ্রয় করিলেন। তথায় কোন প্রফুল্লকমলসমলঙ্কৃত বিমলজল জলাশয় তীরে সমাগত হইয়া বিষ্ণুদর্শন পর্য্যন্ত তপশ্চরণ-বাসনায় তাহার সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অষ্ট মাস পর্য্যবসিত হইলে ভগবান্ হরি পরম তুষ্ট ও সাক্ষাৎকারে সমাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, প্রিয়! তোমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব জল হইতে উঠিয়া অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।

গাধি কহিলেন, ভগবন্! তুমি জগত্ত্রয়রূপ নলিনীর সরোবর এবং যাবতীয় ভূতের হৃদয়-পদ্মকুহরে ভ্রমর। তোমাকে নমস্কার। বিষ্ণো! তোমর বিরচিত সংসারনাম্নী পারমার্থিকী মায়া দর্শনে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

গাধি এই বর চাহিলে, ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন তুমি মায়া-দর্শন ও তাহার পরিহার করিতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে গাধি তাঁহার দর্শনজন্য প্রভাতকালীন পদ্মের ন্যায় পরমপ্রফুল্ল চিত্তে সরোবর হইতে সমুত্থানপূর্ব্বক সবিশেষ হর্ষ-সহকারে তপস্বাধ্যায় ও অতিথিপূজাদি শ্রৌত্রিয় কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রসঙ্গে কিয়দ্দিবস সেই অরণ্যে অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর তিনি কোন সময়ে বিষ্ণুর ঐ বাক্য চিন্তা করিতে করিতে সেই সরোবরে স্নান ও অঘমর্ষণার্থ সকুশ হস্তে তাহার জল পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাতে মগ্ন হইলেন এবং তদবস্থায় অঘমর্ষণার্থ যেমন প্রণব উচ্চারণ করিবেন, তৎক্ষণে তাঁহার মতি বিপর্য্যস্ত ও সমুদায় ধ্যানমন্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হইল। অনন্তর মোহের বশীভূত হইয়া স্বপ্নদর্শনবৎ অবলোকন করিলেন, তাঁহার দেহ যেন সহসা নিপতিত ও শবভাবে পরিণত হইল। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে মৃতপতিত দেখিয়া শোক করিতে লাগিলেন। প্রাণাপানপ্রবাহপরিবর্জ্জিত ও স্পন্দরহিত হইয়া, বাতাহত কদলীবৎ ভূপতিত হওয়াতে তাঁহার কলেবর গ্রীষ্মকালীন গ্রামের ন্যায় ধূলিধূষর হইল। তাঁহার বদনপদ্ম একান্ত ম্লান ও পাণ্ডুরবর্ণ এবং নয়নতারকা বিপর্য্যস্ত ও প্রভাতকালীন তারকাবলীর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল। বন্ধুগণ বাষ্পপরিপ্লুত লোচনে তাঁহার মৃতদেহ বেষ্টনপূর্ব্বক কুররের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্বজনগণ শোকাকুলচিত্তে তাৎকালিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া তারস্বরে রোদন করত তদীয় মৃতদেহ গৃহ হইতে বাহিরে আনয়ন করিল। অনন্তর সকলে ঐ দেহ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া শ্মশানে লইয়া গেল। যেখানে মেঘের ন্যায় অসংখ্য গৃধ্রমণ্ডলে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে; যেখানে শিবাগণের অশিববদনবিগলিত অগ্নিশিখায় অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে; যেখানে প্রলয়পাবকপ্রতিম চিতানল ঘোর গভীর গর্জ্জনে অসংখ্য দেহদহনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ঘোর বায়সধ্বনিতে প্রতিনাদিত মেদ মাংস ও অস্থি-

স্তূপে সমাচ্ছাদিত কঙ্কালবহুল তাদৃশ শ্মশানে লইয়া গিয়া, ঐ দেহ তাহারা আত্মীয় হইয়াও অনাত্মীয়ের ন্যায় অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রজ্বলিত চিতায় পরম যত্ন সহকারে নিক্ষেপ করিল। চিতানল প্রবল হইয়া সহস্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক চটচটাশব্দে উহা দহন করিতে লাগিল এবং অবিলম্বেই কটকটাশব্দে সমস্ত কঙ্কাল বিদলিত করিয়া ভস্মসাৎ করিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ। (গাধির চণ্ডালরাজ্য লাভ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ। গাধি পুনরায় অবলোকন করিলেন; দেহ ভস্মীভূত হইলে তিনি কোন চণ্ডালীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গর্ভবাসজন্য ক্লেশের এক শেষ উপস্থিত হইল। তদবস্থায় তিনি সঙ্কুচিত দেহে সেই গর্ভ মধ্যে বিষ্ঠারাশিতে শুইয়া রহিলেন। অনন্তর যথাকালে ভূমিষ্ঠ ও পিতার পরম প্রিয়পাত্র শিশু হইয়া যমুনা প্রবাহবৎ ইতস্ততঃ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে, তিনি কটঞ্জক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। অনন্তর ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার কলেবর নবনীরধরবৎ পীবর হইয়া উঠিল। তিনি কুক্কুরগণ সমভিব্যাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মৃগ বধ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার বিবাহ হইল। তখন তাঁহারা পতি পত্নী উভয়ে ভ্রমর ভ্রমরীর ন্যায় কখন পুষ্পকাননে কখন কুঞ্জে কখন গিরিনদীতটে ও কখন বা পদ্মকুঞ্জে শয়ন উপবেশন ও বিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালসহকারে তাঁহার কুলের অঙ্কুর স্বরূপ খদিরকণ্টকের ন্যায় বিষমদন্তসম্পন্ন কতিপয় পুত্র জন্মিল। এইরূপে তিনি বহু কলত্রবান্ হইয়া ক্রমে জরাকবলে নিপতিত ও তন্নিবন্ধন শুষ্ক ভাবাপন্ন হইলেন। তখন তিনি জন্মভূমির অনতিদূরে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। জরাবশতঃ

তিনি পত্রাদি বিহীন জীর্ণ তমালতরুর সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। তাঁহার পুত্রগণও ক্রমে জরাক্রান্ত হইল।

অনন্তর গাধি দেখিলেন, তাঁহার সেই বৃদ্ধাবস্থায় কলত্রাদি সকলেরই মৃত্যু হইল। তজ্জন্য তিনি শোকভরে অনবরত রোদন করিয়া অন্ধপ্রায় হইলেন। অনন্তর শোকাকুলহৃদয়ে কিয়ৎকাল তথায় অতিবাহিত করিয়া, হংস যেমন পদ্মহীন সরোবর ত্যাগ করে, তদ্রূপ সেই নির্জ্জন অরণ্যানী ত্যাগ করিয়া, আস্থাশূন্য ও চিন্তাজীর্ণহৃদয়ে পবনপ্রক্ষিপ্ত জলধরের ন্যায় দেশে দেশে মত্তবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তদবস্থায় কারনামক নগরের সুপ্রশস্ত রাজপথে সমাগত হইয়া অবলোকন করিলেন, বৃহৎকায় এক রাজহস্তী রাজার বিয়োগে ব্যাকুল ও ক্ষিপ্ত হইয়া সাগরকল্লোলবৎ প্রচণ্ডবেগে তাঁহারই অভিমুখে আসিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হস্তী তাঁহারই প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া, সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকেই রাজা জ্ঞান করত আপনার গণ্ডস্থলে আরোহণ করাইয়া, রাজভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিল। অনন্তর হস্তী রাজভবনে উপস্থিত হইলে, জয়দুন্দুভির নিনাদসহিত মহারাজের জয় হউক, এইরূপ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বরাঙ্গনারা সাগ্রহে সেই নররাজকে বরণ ও বান্ধবেরা সাদরে তাঁহারে বন্দনা করিল। অনন্তর মন্ত্রিরা গদ্গদবাক্যে তাঁহারে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। তখন বিলাসিনীরা চামর এবং পরিচারকেরা সমুচিত পরিচারণসহকারে তাঁহার সন্তোষ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল।

হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ মৃত হরিণ প্রাপ্ত হইলে, ক্ষুধার্ত্ত কাকের যেমন অসীম আনন্দ সঞ্চরিত হয়, সহসা সেই অপারবিভব সাম্রাজ্যলাভে ঐ চণ্ডালও তদ্বৎ নিরতি আনন্দে রাজভোগে প্রবৃত্ত হইল। তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। সে মন্ত্রিগণ দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। তথায় তাহার নাম গহল হইল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ। (গাধির রাজ্যভ্রংশ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অনন্তর কালসহকারে তাঁহার রাজকার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা জন্মিল। বন্দিগণের মাঙ্গলিক স্তবাদিতে তিনি চণ্ডাল-স্বভাব বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এবং মন্ত্রিগণে পরিপূজিত, বিলাসিনীগণে বেষ্টিত ও বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, পরমানন্দসহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে প্রজামাত্রেই শোকদুঃখবিবর্জ্জিত ও ভয়াশঙ্কাদি বিরহিত হইল।

এইরূপে দয়া, দাক্ষিণ্য ও শৌর্য্যাদি সহকারে রাজ্যশাসন করত অষ্ট বৎসর অতীত হইলে, একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া, বহিস্থ প্রাঙ্গনে গমন করিয়া দেখিলেন, কতিপয় পীবরকায় চণ্ডাল বীণাবাদনপূর্ব্বক সুস্বরে গান করিতেছে। তিনি তথায় যাইবামাত্র লোহিতলোচন অন্যতর স্থবির চণ্ডাল সহসা গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাকে কহিল, কি হে কটঞ্জক! বন্ধো! অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া, আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। তুমি কত দিন ঈদৃশ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ? এখানকার রাজা কি তোমার সুস্বরকণ্ঠে মোহিত হইয়া, তোমাকে এ প্রকার অনুগ্রহ করিয়াছেন? মিত্র! অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া, আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছি।

কীরপতি এই কথায় আপনার পূর্ব্বমিত্র সেই চণ্ডালকে স্বকীয় সৌভাগ্যপ্রাপ্তির বিবরণ আদ্যোপান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। রাজপুরন্ধ্রীরা ও অন্যান্য প্রকৃতিবর্গ গবাক্ষরন্ধ্র যোগে তাঁহাদের এই কথোপকথন শ্রবণপূর্ব্বক স্পষ্টই অবগত হইলেন, তাঁহাদের রাজা চণ্ডাল এবং চণ্ডালের সহবাস করিয়াছেন, ভাবিয়া সকলেই অতিমাত্র ম্লান হইলেন। অনন্তর সকলেই ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিল, রাজা চণ্ডাল। কীরপতি, সকলেই

তাঁহাকে চণ্ডাল জানিয়াছে, শুনিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুরন্ধ্রীরা ম্লানচিত্তে বসিয়া আছে। তিনি নিকটস্থ হইলেও, মন্ত্রী প্রভৃতিরা মৃতদেহের ন্যায়, তাঁহাকে আর স্পর্শ করিলেন না। ভৃত্যেরা তাঁহাকে দেখিয়াই, দূরে পলায়ন করিল। রমণীরাও স্নেহবশতঃ দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি দেখিয়া শুনিয়া, ভগ্নোৎসাহ হইলেন। অনন্তর রক্ষিরা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিলে, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিহত হইল। তখন লোকে তাঁহাকে রাক্ষস ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। আর কেহই তাঁহাব দান গ্রহণ বা সহবাসে অবস্থিতি করে না। এইরূপে সকলের অস্পৃশ্য হওয়াতে, তিনি অতিমাত্র বিষণ্ণ ও ম্লান হইলেন।

অনন্তর নগরবাসীরা স্থির করিল, আমরা চণ্ডালসংসর্গে দূষিত হইয়াছি! চিতাপ্রবেশরূপ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধন করিব। এইরূপ স্থির করিয়া, সকলেই চিতা নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলে, বালক, বালিকা ও ললনাগণের ক্রন্দনকোলাহলে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত ও তাহাদের বিলাপে সুমেরুও বিদলিতপ্রায় হইল। অসংখ্য চিতা প্রজ্বলিত হইলে, তাহাদের ধূমপটলে গগণমণ্ডল প্রচ্ছাদিত হইল। অনন্তর চিতাসকল চটচটাশব্দে যেন আহ্বান করিলে, শত শত ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে করিতে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তৎকালে রাশি রাশি ধূম, আকাশব্যাপী অগ্নিশিখা ও ভয়ঙ্কর চটচটাশব্দ একত্র মিলিত হইয়া, যেন প্রলয় উপস্থিত করিল।

এইরূপে নাগরিকেরা পুত্রকলত্র পরিহারপুরঃসর চিতানলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, কীরপতি চিন্তা করিলেন, হায়! আমারই জন্য অকালিক মহাপ্রলয় উপস্থিত ও সমস্ত রাজ্য মরু-প্রায় হইল। অতএব আমার এই কদর্থসংঘটক জীবনে প্রয়োজন নাই। আমার মৃত্যুই এখন মহামহোৎসব। লোকের নিন্দাভাজন হইয়া, জীবিত থাকা নিতান্ত ঘৃণাজনক। অতএব আমিও

চিতাপ্রবেশপূর্ব্বক এই সর্ব্বনাশজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি স্বহস্তনির্ম্মিত প্রজ্বলিত চিতামুখে পতঙ্গবৎ স্বদেহ আহুতি দিলেন। কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। এইরূপে চিতানলে দগ্ধ হইতে হইতে, জলমধ্যে অঘমর্ষণপ্রবৃত্ত গাধির সহসা চৈতন্য সঞ্চার হইল।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (গাধির প্রত্যক্ষদর্শন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! গাধি অঘমর্ষণপ্রসঙ্গে মুহূর্ত্তদ্বয় মধ্যে উল্লিখিত ভ্রম দর্শন করিয়া, প্রবুদ্ধ হইলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ বোধ সঞ্চরিত হইলে ভাবিতে লাগিলেন, অহো! আমি কি দেখিলাম! এই সৃষ্টি সর্ব্বথা মিথ্যা হইলেও, সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অথবা, দেহির চিত্ত স্বেচ্ছানুসারে বিবিধ ভ্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। এইপ্রকার ভাবনাবশে জল হইতে উঠিয়া তিনি আপনার আশ্রমে গেলেন। কিয়ৎকালাবসানে তাঁহার আশ্রমে এক অতিথি সমাগত হইল। গাধি পরমসমাদরসহকৃত সমুচিত আতিথ্যবিধানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর রজনীর সমাগমে উভয়ে কোমল পল্লবশয্যায় শয়ান হইলেন। গাধি কথাবসরে তাঁহারে জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথাই বা যাইবেন?

অতিথি কহিলেন, ব্রহ্মন্! পৃথিবীর উত্তরদিকে কীর নামে সুবিখ্যাত যে জনপদ আছে, আমি তথায় সসম্মানে একমাস বাস করিয়াছিলাম। একদা কোন ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিল, এক চণ্ডাল এই নগরে অষ্টবৎসর রাজত্ব করিতেছে। এই কথা ক্রমে সকলে শুনিতে পাইয়া চণ্ডালের সংসর্গজন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানে প্রবৃত্ত হইল। শত শত ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত দহনে দেহপাত করিলে, চণ্ডালরাজও অবশেষে স্বদেহ আহুতি দিলেন। আমি এই অশৌচশান্তিজন্য প্রয়াগগমনে মানস করিয়া, নগর ত্যাগ

করিয়াছি। তিন দিন চান্দ্রায়ণের পর অন্ত পারণ করিয়া, আপনার আশ্রমে আসিয়াছি। উপবাস ও পথক্লেশে এরূপ শ্রান্ত ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছি।

গাধি এই কথায় অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, বারংবার কেবল কীর নগরেরই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই রাত্রিপ্রভাত হইয়া গেল। তখন উভয়ে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাহিত করিলেন। অনন্তর অতিথি চলিয়া গেলে, গাধি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, আমি ভ্রমবশে যে মায়া দেখিয়াছি এই অতিথিমুখে তাহা সত্যই শুনিলাম। যাহা হউক, এই অদ্ভুত মায়া কি, জানিতে হইবে।

এইপ্রকার সংকল্প করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া বহুদেশ অতিক্রম করত ভুতমণ্ডল নামক জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য কোন ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, সেই নরকমণ্ডলীর ন্যায় চণ্ডালপুরস্থ গৃহমণ্ডলীর মধ্যভাগে তাহার সেই ভ্রমদৃষ্ট গৃহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ গৃহ সাক্ষাৎ দৌর্ভাগ্যস্বরূপ এবং গোমেষাদির কঙ্কালসম্পর্কে ধবলীকৃত। তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়া ঐ চণ্ডালপুরীর পার্শ্বস্থ কোন ভদ্রপল্লীতে গমনপূর্ব্বক অন্যতর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনার কি এই চণ্ডালপুরবৃত্তান্ত মনে আছে? কেননা, সুজনমুখে শুনিয়াছি, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অতি প্রাচীন ঘটনাও স্বকরতলস্থের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। সাধো! ঐ চণ্ডালমণ্ডলে কটঞ্জক নামে যে বৃদ্ধ চণ্ডাল বাস করিত, তাহার কথা যদি আপনার জানা থাকে, ত বলুন। প্রাজ্ঞ! পান্থের সন্দেহ দূর করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে।

গাধির এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি বলিল, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই বটে। এই স্থানে অরুণবর্ণ কটঞ্জক নামে চণ্ডাল বাস করিত। বৃদ্ধাবস্থায় স্বীয় সম্মুখে পুত্রকলাদি সকলে কালগ্রাসে পতিত হইলে, ঐ চণ্ডাল শোকে গৃহত্যাগ ও কীরনগরে

গমনপূর্ব্বক দৈববশতঃ তথায় রাজা হইয়া, আট বৎসর অতিবাহিত করে। অনন্তর সকলে চণ্ডাল বলিয়া জানিলে, স্বীয় দেহ অনলে আহুতি দিয়াছিল। সে আপনার বন্ধু অথবা স্বাভাবিক স্নেহের পাত্র সেই জন্যই কি যত্ন করিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? অনন্তর গাধি তথায় একমাস বাস করিয়া, সমুদায় সবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (গাধির মায়ামহত্ত্ব কথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, গাধি বারংবার আপনার এই পূর্ব্বতন চণ্ডাল মূর্ত্তি স্মরণ ও তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, সবিস্ময়ে তথা হইতে কীরনগরে যাত্রা করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, পূর্ব্বানুভূত সমস্ত ব্যাপারই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপ দর্শনপূর্ব্বক তত্রত্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্র! এই স্থানে যে চণ্ডাল রাজা হইয়াছিল, তাহাকে কি আপনার মনে আছে? যদি মনে থাকে, সমস্ত কহিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

ঐ ব্যক্তি কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই বটে। দ্বাদশ বৎসর হইল, ঐরূপ ঘটিয়াছে।

এই কথায় আপনার অনুভূত ঘটনার যাথার্থ্য অবগত হইয়া, গাধির নয়নযুগল বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইল। তিনি কিয়ৎকাল নগরীর বস্তুজাত দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বর্ত্তমান কীররাজা স্বকীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলে, গাধি তদ্দর্শনে সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, ঐ সেই ঐরাবত সদৃশ মদমত্ত রাজহস্তীগণ। ইহারা একদা আমাকে ইন্দ্রের ন্যায় বহন করিত। হায়, কি বিচিত্র মায়া, মায়াময় বিষ্ণুই আমাকে এই মায়া দেখাইলেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমি যাহাতে এই মায়াস্বরূপ অবগত হইতে পারি, গিরিদরীতে গমন করিয়া, তদনুরূপ যত্ন করিব।

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া, তিনি গিরিকন্দরে সমাগত ও সলিলমাত্র পান করিয়া, বিষ্ণুর প্রীতিসাধনে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সার্দ্ধ সংবৎসর পর্য্যবসানে ভগবান্ সন্তুষ্ট ও তদীয় সম্মুখে আবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বিপ্র! তুমি আমার মায়া দেখিয়াছ এবং তৎপ্রভাবে আমার চেষ্টাও তোমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে। অতএব আর কি আশয়ে তপস্যা করিতেছ?

গাধি ভগবানের দর্শনমাত্র অতিমাত্র সংভ্রম সহকারে তৎক্ষণে গাত্রোত্থান ও ভক্তিভাবে তদীয় চরণসরোজে কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, দেব! আমাকে যে তমোময়ী মায়া প্রদর্শন করিয়াছেন, অধুনা তাহা নিরাকৃত করিয়া, আমার হৃৎপদ্ম বিকসিত করুন। হে অমলপদবিধায়িন্! বাসনামলিন মন কিরূপে জাগ্রত অবস্থাতেও ভ্রম দর্শন করে? আর আমি অঘমর্ষণ সময়ে যে দীর্ঘভ্রম দর্শন করিয়াছি, তাহাই বা কিরূপে দেশকালাদির সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিণত হইল?

ভগবান্ কহিলেন, গাধি! তুমি যে মহাভ্রম দর্শন করিয়াছ, তাহা তোমার বাসনামলিন মনের স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যাহা দেখে, তাহা অঙ্কুরে পত্রের ন্যায়, তাহার মনেই স্থিতি করে, বাহিরে নহে। ঐরূপে সমস্ত বস্তুই চিত্তস্থ, বহিস্থ নহে। তোমার নিকট অতিথি আসিল, কথা কহিল, চলিয়া গেল, তুমিও ভূতমণ্ডলে গেলে, চণ্ডালালয় দেখিলে, কটঞ্জকের বিষয় জানিলে, কীরনগর দর্শন ও তত্রত্য রাজার কথা শ্রবণ করিলে, সমস্তই তোমার মনের সম্ভ্রমমাত্র। তুমি কেবল মোহপরম্পরাই দেখিয়াছ। অধুনা, প্রশান্ত বুদ্ধিসহায়ে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। স্বকার্য্যই শ্রেয়োলাভের একমাত্র সাধন। ভগবান্ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ। (গাধির জ্ঞানপ্রাপ্তি।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে, গাধি পুনরায় ভূতমণ্ডলাদি স্থানসমস্ত পরিদর্শনানন্তর পুনরায় ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানও স্বল্পকাল মধ্যে প্রসন্ন ও আবির্ভূত হইয়া, জলদনিনাদে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আবার কি কামনা করিয়াছ, বল?

গাধি কহিলেন, ভগবন্! আমি যে ভ্রম দর্শন করি, পুনরায় ছয় মাস ভূতমণ্ডলাদি পরিদর্শনপূর্ব্বক অবিকল তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব ইহা কিরূপে মায়া হইতে পারে? মহাত্মাদের বাক্য স্বভাবতঃ দুর্ব্বোধ। সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা মাদৃশ মূঢ়গণের মোহই বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

ভগবান্ কহিলেন, একমাত্র স্বপ্ন যেমন সময়বিশেষে বহু লোকেও দর্শন করে, অথবা একমাত্র ক্রিয়াফল যেমন কখন কখন বহুলোকেও প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কাকতালীয়যোগে তোমার ন্যায়, তত্তৎ লোকের হৃদয়ে চণ্ডালসম্ভ্রম প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। সেইজন্যই তাহারা তোমার নিকট এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিল। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ, দেশ কাল ক্রিয়া সমস্তই মনের কল্পনা, তজ্জন্য সকলেই সমকালে তত্তৎ দেশকালাদি সম্ভ্রম দর্শন করে। সুতরাং তোমার ন্যায় কতিপয় ব্যক্তিও তুল্যকালে এই চণ্ডালসম্ভ্রমরূপ মানসকল্পনা দর্শন করিবে, আশ্চর্য্য কি? অধুনা তুমি স্বকার্য্যনিরত ও আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হও। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর কতিপয় মাস পর্য্যবসিত হইলে, গাধি পুনরায় ভগবানের আরাধনা আরম্ভ করিলেন এবং স্বভাবতঃ ভক্তবৎসল ভগবান্ সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হইলে, তাঁহাকে কহিলেন, নাথ! স্বকীয় শ্বপচস্থিতি ও বিচিত্র সংসারমায়া স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া, আমাকে অতিমাত্র খিন্ন করিয়াছে। অতএব

সত্বর মোহশান্তির উপায় নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাকে প্রকৃতিস্থ করুন।

ভগবান্ কহিলেন, তাত! এই সংসার মহামায়ামাত্র। এই মায়ার অসম্ভাব্য কিছুই নাই। তুমি জলমধ্যে অঘমর্ষণ-সময়ে যে ভ্রম দর্শন করিয়াছ, তাহাও এই মায়া। কীরবাসীরাও তোমার ন্যায় ইহা সত্যবৎ দর্শন করিয়াছে। প্রাজ্ঞ! পূর্ব্বে ভূতমণ্ডলে কটঞ্জক নামে যে চণ্ডাল বাস করিত, সে তোমার অনুভূতানুরূপ কীর নগরের রাজপদ লাভ ও হুতাশনে দেহ দাহ করে। তুমি জলে থাকিয়া, মনে কেবল তাহাই দর্শন ও অবশেষে স্বকীয় আচার ভাবিয়া, ভ্রমে পতিত হইয়াছ। চিত্ত কখনও অনুভূত বিষয়ও বিস্মৃত হয়, আবার কখন অননুভূত বিষয়ও অনুভব করিয়া, দৃঢ়রূপে বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে স্বপ্নের ন্যায়, জাগ্রৎ দশাতেও নানাপ্রকার ভ্রম দর্শন হয়। ব্রহ্মন্! যোগিরা যেমন অতীতের ন্যায়, ভবিষ্যঘটনা দর্শন করেন, তদ্রূপ বহুকালের অতীত কটঞ্জকচরিত তোমার চিত্তে বর্ত্তমানবৎ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতেও তোমার জ্ঞানের পরিপাক ও তজ্জন্য মনোভ্রমের শান্তি হয় নাই। অধুনা, অক্ষুন্ন হৃদয়ে দশবর্ষ তপস্যা কর, স্বয়ংই অনন্ত তত্ত্ব বিদিত ও পরমপদে অধিষ্ঠিত হইবে।

এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে, তদীয় উপদেশে বিবেক সঞ্চরিত ও তন্নিবন্ধন বৈরাগ্য সমুদিত হইয়া, গাধির অশেষ কষায় বিনাশ করিল। তখন তিনি ঋষ্যমূকে গমন করিয়া, দশবার্ষিক তপোনুষ্ঠানসহায়ে আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন এবং তৎপ্রভাবে শঙ্কাহীন, উদ্বেগবিহীন ও পরমপূর্ণচিত্ত হইয়া পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ। (শ্রীরামের আশয় বিনিয়োগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দুর্জ্ঞানরূপিণী মহামোহময়ী মায়ার সীমা নাই। ইহা মুহূর্ত্তৈর মধ্যে অনেকবর্ষভোগ্য অবস্থা-যোগও প্রদর্শন বা সংঘটন করে। যাহারা অসাবধান, এই মায়া তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এই মায়াচক্র অতিবেগে ধাবমান হইতেছে। কিরূপে ইহার রোধ করা যাইতে পারে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্তই এই মায়া চক্রের নাভি। পৌরুষপ্রযত্ন সহকৃত বুদ্ধিসহায়ে এই চক্র বিনিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যেরূপ বালকদিগের ক্রীড়াচক্রের কীলক রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিলে আর ঘুরিতে পারে না, তদ্রূপ নাভিস্বরূপ ঐ চিত্তকে নিগৃহীত করিলে, মায়াচক্রের গতিরোধ হয়। অতএব তুমি যত্নসহকারে চিত্তকে নিগৃহীত করিয়া, আত্মাকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ কর। চিত্ত নিগৃহীত না হইলে, মহাযত্নেও সংসাররোগের উপশম হয় না। অতএব তুমি তীর্থ, দান ও তপস্যাদি ত্যাগ করিয়া, অগ্রে চিত্তকে নিগৃহীত কর; পরম শ্রেয়লাভ করিবে। চিত্তই সংসারবিস্তৃতি। কুম্ভনাশে কুম্ভাকাশের ন্যায় চিত্ত বিনষ্ট হইলে, সংসারের লয় হইয়া থাকে। তুমি কল্পনাশূন্য হইয়া ভুতভবিষ্য ত্যাগ করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান কার্য্যমাত্রের অনুষ্ঠান কর। তোমার চিত্তের লয় হইবে। যেখানে কল্পনা, সেইখানেই চিত্ত এবং যাবৎ চিত্ত তাবৎ কল্পনা। আত্মা দ্বারাই পর মাত্ম দর্শন সম্পন্ন হয়। আত্মবিদ্-গণ বলিয়া থাকেন, এই আত্মাই আত্মবিবেকের একমাত্র সাধন।

অতএব তুমি মনকে বলপূর্ব্বক বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া, যত্নপূর্ব্বক সৎশাস্ত্র ও সৎসহবাসে প্রবর্ত্তিত কর এবং সকল অবস্থাতেই কল্পনাবিরহিত ও আমি আমার ইত্যাদি বাসনা-বিবর্জ্জিত হইয়া, আশাপাশে দূরে পরিহৃত ও ইষ্টানিষ্টদৃষ্টি বিদলিত করিয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে চিন্মাত্রপরায়ণ হও

এবং সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতভাব বিসর্জ্জন ও আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া, অখণ্ডিতভাবে সংসারে অবস্থিতি কর। যাঁহারা একমাত্র তত্ত্ব ও সংবিদেরই আশ্রিত, তাঁহাদের নিকট বিষ ও অমৃতস্বরূপ পরিগ্রহ করে। সম্বিম্মাত্রপরায়ণ হইলেই, সংসারভ্রমের হেতুভূত মহামোহ সমূলে বিনষ্ট হয়। আশারূপ মহামরীচিকা যাহা-দিগকে মুগ্ধ করিতে না পারে, তাহারাই সংসাররূপ সাগরপারে গমন করিতে সক্ষম।

স্বভাবসন্দর্শনপূর্ব্বক অদ্বয় আনন্দময় পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, স্বাদু রসায়নও বিষবৎ বিসম ঘৃণ্য হইয়া থাকে। যিনি প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ বিদিত হইয়াছেন, তিনি সকলেরই উপাস্য। তদিতর ব্যক্তিরা নামমাত্রে পুরুষ এবং সাক্ষাৎ গর্দ্দভতুল্য। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ নহে, সে গর্দ্দভ অপেক্ষাও অতীব হেয় ও কীট অপেক্ষাও অতীব জঘন্য। ফলতঃ, আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত চেতন ; তদিতর অচেতন জড়স্বরূপ। সৌম্য! চিত্ত স্থূলভাবে পরিণত হইলেই, আত্মজ্ঞান দূরে পলায়ন করে। তখন মোহবেতাল মহানন্দে নৃত্য করে এবং চিত্তাকাশ হইতে সম্বিদ্রূপ সূর্য্যপ্রভা এককালেই তিরোহিত হইয়া থাকে। অতএব বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া, মনকে সর্ব্বতোভাবে কৃশ করাই শ্রেয়ঃকল্প। এই দেহ কখন আত্মা নহে এবং পুত্রকলত্রাদিও কখন আত্মীয় নহে। ইহাদের প্রতি আস্থাবান্ ও স্নেহমান্ হইলেই, চিত্ত স্থূলভাবে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন অহঙ্কার, প্রমাদ, পরমাত্মপরাঙ্মুখতা, দ্বৈতবিকার, সাংসারিক রমণীয়তায় আস্থা, হেয়োপাদেয় প্রযত্ন, ধনলোভ, স্ত্রীসংসর্গ, স্ত্রৈণবৃত্তি, আপাতরম্য মণি প্রভৃতিতে আসক্তি, দুরাশা, ও আগমাপায়স্বভাব ভোগাভোগ, এই সকলেও চিত্তের স্থূলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব বীর! তুমি তত্ত্ববিচারপরায়ণ হইয়া, নিঃশঙ্কে এই চিত্তরূপ বিষবৃক্ষকে ছেদন কর। চিন্তা ইহার মঞ্জরী, জরাদি ইহার ফলভার, কামভোগাদি ইহার বিক-সিত পুষ্প, আশা ইহার প্রকাণ্ড কাণ্ড, বিকল্প ইহার পত্র। ইহা

অত্যাশ্চর্য্য অদ্রির ন্যায়, দেহরূপ ভয়াবহ গহ্বরে চিরকাল বদ্ধমূল হইয়াছে। বিবেক, বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ ও পৌরুষপ্রযত্নসহায়ে এই চিত্তরূপ পিশাচ উৎসাদিত না হইলে, কোনমতেই আত্মসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সৌম্য! বাস্তবিকই তুমি পৌরুষ দ্বারা চিত্তকে বিনষ্ট করিলে, সর্ব্ববিজয়ী হইতে পারিবে। অতএব সংকল্পবিসর্জ্জনপূর্ব্বক চিত্তকে উৎসাদিত করিয়া, পরম ফল প্রাপ্ত ও পাপমুক্ত হও। অস্ত্রযোগ দ্বারা ঘোর অস্ত্র যেমন নিরাকৃত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা মলিন চিত্তকে প্রশান্ত করিয়া, অক্ষত শ্রী লাভ কর। চিত্ত অমল ও প্রশান্ত হইলেই, নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগ হইয়া, সংসারপারপ্রাপ্তিরূপ পরম শুভসংযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে।

একপঞ্চাশ সর্গ (উদ্দালকের মনোরথ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি কখন ক্ষুরধারতীক্ষ্ণ চিত্তবৃত্তি আশ্রয় করিও না। সর্ব্বদা বিবেকরূপ সলিল সিঞ্চন করিয়া, হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধিরূপ মঞ্জরী বৰ্দ্ধিত কর! তুমি নীতিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ। মহর্ষি উদ্দালকের ন্যায়, পঞ্চভূত বিশীর্ণ করিয়া, ধীরবুদ্ধি সহায়ে একমাত্র তত্ত্ববিচারেই প্রবৃত্ত হও।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি উদ্দালক কিরূপে পঞ্চভূতবিশারণপূর্ব্বক তত্ত্ববিচারপরায়ণ হইয়াছিলেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাত্মা উদ্দালক যেরূপে পঞ্চভূতের বিচার করিয়া; অক্ষত পরমদৃষ্টি প্রাপ্ত হন, শ্রবণ কর। এই জগৎরূপ জীর্ণগৃহের পর্ব্বতপূর্ণ কোন কোণে কুসুমিতকর্পূরতরুসঙ্কুল বিবিধবল্লীবিলসিত মহার্হরত্নমণ্ডিত গন্ধমাদনসানুতে সুশীতল ছায়াসম্পন্ন ফলকুসুমসমাকীর্ণ এক বৃহৎ বৃক্ষ আছে। মৌনব্রতাবলম্বী মহামতি উদ্দালক যৌবনে পদার্পণ করিয়াই, তথায় বাস করেন। তিনি প্রথমে প্রবোধ ও পরমপদ প্রাপ্ত হন নাই। পরে বিচার-

পরায়ণ ও শুভাশয় হইয়া, ইন্দ্রিয়জয়, তপস্যা ও শাস্ত্রার্থ পরিকলনপূর্ব্বক বিবেক লাভ করিয়াছিলেন।

বিবেক সমাগত হইলে, তিনি কোন সময়ে সংসারভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া, নির্জ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাহা আশ্রয় করিলে, পুনরায় শোক ও বারংবার জন্মমরণযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, এমন উপাদেয় বস্তু কি আছে? হায়, আমি কত দিনে তাদৃশ মননরহিত পরমপাবন পদে বিশ্রাম করিব। হায়, কতদিনে আমার অন্তর ভোগসম্বিদশূন্য হইবে! হায়, কতদিনে আমার চিত্ত নির্লিপ্ত হইয়া বিষয়ভোগ করিবে! হায়, কতদিনে আমি বুদ্ধিরূপ তরণীসহায়ে মনোরথরূপ কল্লোলসঙ্কুল তৃষ্ণানদী পার হইব! হায়, কতদিনে সর্ব্বকামনার পরিহার হইয়া, আমার শান্তি সংঘটিত করিবে। হায়, কতদিনে এই আশাশতময়ী অনন্ত দৃশ্যশ্রী সুষুপ্তবৎ আকার অন্তরে লীন ও তন্নিবন্ধন আমার আত্মা নির্ম্মুক্ত হইবে! হায়, কতদিনে চিৎরূপ আলোকের উদয়ে সমস্ত কালকলা স্ফুটরূপে আমার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইবে! হায়, আমি কতদিনে হেয়োপাদেয়বিবর্জ্জিত স্বপ্রকাশপদে অবস্থানপূর্ব্বক নির্ম্মল সন্তোষ অনুভব করিব! হায়, কতদিনে হৃৎপদ্মের সঙ্কোচকারিণী, মূর্খতারূপ নীহারশালিনী পরমালোকবিনাশিনী, সুদীর্ঘস্থায়িনী, তমস্বিনী দোষযামিনী আমার অন্তর পরিহার করিবে! হায়, কতদিনে আমি নির্ব্বিকল্প সমাধি বশে এই শিলার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে নিশ্চল হইয়া, পরমশান্তি প্রাপ্ত হইব! হায়, কতদিনে শান্ত বোধ, সিংহের ন্যায়, আমার অহংঙ্কারকে মাতঙ্গের ন্যায় সংহার করিবে! হায়, কতদিনে আমি ব্রহ্মধ্যানৈকপরায়ণ হইয়া, মূকের ন্যায় শবস্থিতি করিলে, বনচর বিহঙ্গেরা নিঃশঙ্কে আমার মস্তকে কুলায় নির্ম্মাণ করিবে! হায়, কতদিনে আমি তৃষ্ণারূপ তরঙ্গসঙ্কুল জন্মজরাদিরূপ আবর্ত্তসমাকুল সংসাররূপ নদী সমুত্তীর্ণ হইয়া, শান্তিকেতনে গমন করিব!

এইরূপ চিন্তাবশে তিনি ধ্যানাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভোগবাসনাপ্রযুক্ত চিত্ত চঞ্চল হওয়াতে, প্রীতিদায়িনী সমাধিপ্রতিষ্ঠা তাঁহারে আশ্রয় করিল না। তৎকালে তাঁহার মন দোলায়মান হইয়া, একবার উদ্বেগসহকারে বাহ্যবিষয় হইতে সত্বস্থিতিতে গমন ও পুনরায় সত্বসংস্থিতি হইতে বাহ্যে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। আবার কখন আন্তরতেজে প্রতিহত হইয়া, বিষয়োন্মুখ ও কখন বা বিষয়ের তাড়নায় উদ্বেজিত হইয়া, পরমাত্মজ্যোতির অন্তরালে শাশ্বতভাবে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি তরঙ্গপতিত বস্তুর ন্যায় সেই ধরাধর কন্দরে নিতান্ত পর্য্যাকুল হইয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন কোনমতেই সমাধিপ্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইল না। একদা তিনি পর্য্যাকুলহৃদয়ে উল্লিখিত সানুতে বিচরণ করিতে করিতে একটি পরম মনোহর অত্যুচ্চ কন্দর প্রাপ্ত হইলেন। ঐ কন্দর পদ্মকোটরবৎ সুকোমল উপশমপদবীবৎ আহ্লাদজনক ও মোক্ষবৎ দুর্লভ এবং সর্ব্বপ্রাণীর সঞ্চারবিরহিত দেবগন্ধর্ব্বগণেরও অদৃষ্ট, বিবিধ মণিরত্ন-প্রদীপে উদ্ভাসিত, সুস্নিগ্ধ ছায়াসেবিত, বনদেবীগণের সুরক্ষিত অন্তঃপুরস্বরূপ, বায়ুর আন্দোলনবিবর্জ্জিত এবং সুকোমল শাদ্বল ও বিবিধ কুসুমসংসর্গে ব্রহ্মারও বিশ্রামোপযুক্ত।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ। (উদ্দালকের বিচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর মহাভাগ উদ্দালক পদ্মকোটরে অলির ন্যায় ঐ কন্দরে প্রবেশ করিয়া, ভগবানের নাভিপদ্মস্থ ব্রহ্মার ন্যায়, বিরাজমান হইলেন এবং সমাধিসাধনে সমুদ্যত হইয়া, পত্রবিস্তারপুরঃসর তাহার উপরিভাগে সুন্দর মৃগচর্ম্ম প্রসারিত করিয়া, আসন রচনা করিলেন। অনন্তর তিনি তাহাতে আসীন হইয়া, ভগবান্ কপিলের ন্যায়, দৃঢ়তর পদ্মাসন

বন্ধন ও মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া, নির্ব্বিকল্প সমাধি-সাধনমানসে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন, রে মূঢ়মতি! তোমার এই দুঃখপরম্পরাপ্রসবিনী অসার সংসারে প্রয়োজন কি? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখন ক্লেশজনক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, অবসাদগ্রস্ত হন না। শমরূপ রসায়ন ত্যাগ করিয়া, ভোগসুখে আসক্ত হওয়া আর কল্পকানন ত্যাগপূর্ব্বক বিষবনে প্রবেশ করা উভয়ই সমান। পাতালে বা ব্রহ্মলোকে যেখানেই যাও, ভোগ-শান্তিরূপ অমৃতলাভ না হইলে, নির্ব্বাণরূপ বিশ্রান্তিলাভে সমর্থ হইবে না। এই ভাবাভাবময়ী বিচিত্র কল্পনা কেবল দুঃখই প্রসব করে; ইহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। অতএব রে মূঢ়! তুমি ইন্দ্রিয়াতীত বিদেহকৈবল্য লাভে যত্ন কর। হায়, যেখানে জীব-ন্মুক্তিরূপ পরম শান্তি বিরাজমান, তুমি কিনিমিত্ত সেই শমভূমিতে বিচরণ করিতেছ না? রে মূঢ়! তুমি এই অজ্ঞানবিজৃম্ভিত ইন্দ্রিয়ের পরতন্ত্র হইয়া, ব্যাধগীতিবিমোহিত মৃগের ন্যায় অনর্থক বিনষ্ট বা করিণীর প্রতি আসক্ত করির ন্যায় বৃথা বদ্ধ অথবা আমিষ লোলুপ মৎস্যের ন্যায় অনর্থক বিপন্ন হইও না। রে ভোগমূঢ় কোশকার কীট যেমন আপনার বন্ধনজন্য কোশ নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ তুমি আপনারই বন্ধনজন্য বাসনাজাল বিস্তার করিয়া থাক। অতএব তুমি কল্পনাকলা ত্যাগ করিয়া, শান্ত ও নির্ম্মল হইয়া, জয়লাভে প্রবৃত্ত হও। অথবা আমি তোমার অনর্থক অনুশাসন করিতেছি। বিচারপরায়ণ হইলে, লোকের চিত্ত স্বয়ংই শান্তভাব অবলম্বন করে। হৃদয় অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইলেই, তাহাতে চিত্তবেতাল নৃত্য করে। অতএব আমি তোমারে অনু-শাসন না করিয়া, অজ্ঞান নিরাকরণে প্রবৃত্ত হই।

চিত্ত! আমি নিরহঙ্কার, তুমি অহঙ্কারের মূল। সুতরাং তোমার সহিত আমার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। রে মূঢ়! তুমি কেবল আত্মবিনাশ জন্যই আমি, আমার ইত্যাকার নানা-প্রকার কল্পনার বিস্তার করিয়া থাক। অতএব আমি তোমার

অনুবর্ত্তী হইব না। পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান ও বিচার করিলেও, কোন স্থলেই অহং এই বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একমাত্র সম্বেদনই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সুতরাং আমিও সম্বেদন এবং তুমিও সম্বেদন ও সাক্ষীস্বরূপ। ইহা জানিয়া, তুমি সকলদুঃখনিবারণ বিবেক আশ্রয় করিয়া, বিনষ্ট হও।

চিত্ত! এই মাংসাস্থিময় দেহের অথবা প্রাণীগণের কোন্ স্থানে অহং আছে এবং সেই অহংই বা কি, বল দেখি? ইহা রক্ত, ইহা মাংস, ইহা প্রাণ, ইহা বোধ। ইহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু অহং? ফলতঃ তুমিও নাই, আমিও নাই, বাসনাও নাই এবং অহং নামেও কোন পদার্থ নাই। একমাত্র চিৎই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ হইতেছেন। হায়, আমি এতদিন অহম্ভাবরূপ ধূর্ত্তকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলাম। হায়, এত দিনে স্পষ্টই জানিলাম, অজ্ঞান তস্করের ন্যায় স্বার্থ হরণ করিয়া থাকে! অতএব আর আমি অজ্ঞানের সঙ্গী হইব না। আমি দুঃখের অতীত। দুঃখোচিত অহম্ভাব কিরূপে আমাতে স্থানপ্রাপ্ত হইবে? আমি চৈতন্যস্বরূপ। সুতরাং, এই জড়দেহ থাকুক বা যাউক, আমার তাহাতে কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি, আমার, ইত্যাদি সকলই মিথ্যা। ব্যর্থভাবিনী মিথ্যাস্বরূপিণী বাসনাই কেবল উল্লিখিত ভাবাভাব প্রকাশ করে। এই বাসনা একান্ত অসত্য ও নামমাত্র। বাসনা বিনষ্ট হইলে, কোনরূপ সুখ দুঃখ দৃষ্টি অনুভব বা কোনরূপ কার্য্যাদিরও অনুষ্ঠান করিতে হয় না। অয়ি মূঢ় ইন্দ্রিয়সকল! তোমরা অন্তরবিহারিণী বাসনাকে পরিহার করিয়া, কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হও; কখনই দুঃখাদি অনুভব করিবে না। তোমরা কেবল ইচ্ছা করিয়া বাসনাজড়িত হইয়া, দুঃখভোগ কর। তোমরা বালস্বভাব। এইজন্য স্বকৃত তন্তুবদ্ধ কোষকীটের ন্যায় স্বকল্পিত বাসনার অনুসরণক্রমে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বৃথা বিনষ্ট হইয়া থাক। ভূধরশেখরবিহারী পথিক যেমন

সমভূমি জ্ঞানে গর্ত্তমধ্যে পতিত হয়, তোমরা তেমন বাসনাকে সুখের হেতু ভাবিয়া খিন্ন হইয়া থাক। তোমাদের এই বাসনা-বন্ধন কল্পনাকৃত। কল্পনার পরিহার হইলে; অনায়াসেই ছিন্ন হইতে পারে।

চিত্ত! তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ ক্ষেত্র। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত আপনার মিথ্যাস্বরূপতা দর্শন কর। তাহা হইলে, পরমবোধ প্রাপ্ত ও নির্ব্বাণলাভের সমর্থ হইবে। সকল বিষয়ে তোমার সবিশেষ দক্ষতা আছে। সেই দক্ষতাসহকারে তুমি বাসনারূপ বিসুচিকাকে পরিহার মন্ত্রসহায়ে নিরাকৃত করিয়া, সংসারের বহির্ভুত ও পূর্ণানন্দস্বরূপ আত্মারূপে বিরাজমান হও।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (উদ্দালকের বিলাস)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, উদ্দালক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, চিৎ পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অপারবিস্তৃত ও তন্নিবন্ধন বাসনাদির অনাসাদিত। আমি সেই চিন্মাত্র স্বরূপ। আমার বাসনাদি কিছুই নাই। চিৎ সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী ও জন্মমরণের অতীত। অতএব কেই বা মরে আর কেই বা জন্মগ্রহণ করে? একমাত্র কুবিকল্প হইতেই জন্মমৃত্যু ভাবনা সমুত্থিত হয়। বিমলস্বরূপ আত্মাতে জন্মমৃত্যুর অবসর কোথায়? অহম্ভাবভাবিত মনই ভাবাভাব পরিগ্রহ করে। সুতরাং অহম্ভাবের অভাব হইলেই, ভাবাভাবেরও বিনাশ হইয়া থাকে। কোন্ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ঈদৃশ মিথ্যা ভ্রমমাত্র অহম্ভাবকে অন্তরে স্থান দিতে পারেন? একমাত্র বিচার-বলে এই অহম্ভাব, মন, দেহ, জগদ্ভাবসমূহ ও চিত্তাদি বিনষ্ট হইয়া যায়।

যিনি অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণের অতীত, সেই পরমাত্মাই সমস্ত দিক্ কুক্ষিপূর্ণ করিয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে বিরাজ করিতেছেন;

সুতরাং ইন্দ্রিয় ও অহঙ্কারের স্থান কোথায়? গুণে গুণ, সত্যে সত্য ও মিথ্যায় মিথ্যাই প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং সৎস্বরূপ আত্মাতে অসৎস্বরূপ অহঙ্কারাদির সমাবেশ কোথায়? এই জগৎ সর্ব্বথা অসৎ স্বপ্নসম্ভ্রমের স্থায়, মন হইতে সমুত্থিত হয়। এই মন বাসনা ত্যাগ করিলে, প্রশান্ত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। মন বিনষ্ট হইলে, জগদাদিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরমশত্রু মনকে সমূলে বিনষ্ট করাই প্রশস্তকল্প। মনই দেহের শত্রু। কেননা, এই মন বিবিধ সংকল্প বিস্তারপূর্ব্বক দেহের পুষ্টি ও তৎসহকারে ইহাকে অনন্ত দুঃখে নিপাতিত করে। সুতরাং, মন অপেক্ষা দেহের পরমশত্রু আর কে আছে? কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্র নহে। যাহা সুখের হেতু, তাহাই মিত্র এবং যাহা দুঃখের কারণ, তাহাই শত্রু। মন ক্ষীণ হইলে, বাসনা সকল ক্ষয় ও বাসনা ক্ষয় হইলে, পরম শান্তির উদয় হইয়া থাকে। অতএব মনকে ক্ষয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমি চৈতন্যস্বরূপ, কখন জড়স্বরূপ দেহ নহি। জীব যদি দেহ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যমানেও, মৃতদেহ কি নিমিত্ত বিচরণ করিতে পারে না? রাজার সান্নিধ্যে পামরগণের ন্যায়, আত্মার সান্নিধ্যে মন ও ইন্দ্রিয়াদি কখন থাকিতে পারে না। আমি অদ্য সেই আত্মপদ লাভ করিয়াছি। আমার নিকটে আর অহংকারাদি আসিতে পারিবে না। অধুনা আমি অদ্বিতীয় নির্ব্বাণ পদ ও সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিয়াছি এবং ক্রিয়াহীন ও ভাবনাবিহীন হইয়াছি। আত্মপদ লাভ করাতে, নির্ম্মলতা, কৃত্যতা, সত্যতা, মহত্তা, অমত্তা, সত্তা, উদারতা, পূর্ণতা জ্ঞানবত্তা, উপশমতা, সুন্দরতা, নির্ব্বিকল্পতা, কান্ততা, একজ্ঞতা, নির্ভয়তা, সর্ব্বৈকতা, হৃদ্যতা, ও অদ্বৈততা এই ঊনবিংশতি নিত্যোদিতা কান্তা আমার অধিগতা হইয়াছে। অতএব আমি নির্ম্মোহ, নির্ম্মল ও নির্ব্বিকল্প হইয়া, পরমশান্তস্বরূপ আত্মাতে বিশ্রাম করি।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ। (উদ্দালকের বিশ্রান্তি)

বশিষ্ঠ কহিলেন, উদ্দালক এইরূপে দৃঢ়তর পদ্মাসনবন্ধনপুরঃসর ব্রহ্মনির্ণয় করিয়া, ওঁকারকেই সেই ব্রহ্ম বলিলেন এবং ওঁকার উচ্চারণ করিলেই, পরমপদ প্রাপ্তি হয় নির্ম্মলবুদ্ধি সহায়ে এইপ্রকার স্থির করিয়া অর্দ্ধ নিমীলিতলোচনে সম্যক্‌রূপে আহত ঘণ্টানিনাদসদৃশ ঘনগম্ভীর তারস্বরে ওঁকার উচ্চারণ করিলেন। তখন সেই ওঁ শব্দ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত ও মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া, ঊর্দ্ধে বিরাজিত চৈতন্যোন্মুখ সর্ব্বব্যাপী কূটস্থ ব্রহ্মাত্মাতে লীন হইল। এই ওঁ কার সার্দ্ধত্রিংশমাত্রাত্মক এবং অ উ ম, অক্ষর ত্রয়রূপ অবয়ববিশিষ্ট। প্রাণবায়ু ওঁকারের প্রথমাংশ অকারের উচ্চারণশব্দের তত্ত্বাবধারণ করিয়া, বিক্ষুব্ধ ও বহির্গমনোন্মুখ হইলে, উদ্দালকের মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমুদায় দেহ উল্লিখিত উচ্চারিত শব্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন যাহা দ্বারা প্রাণ বিনিষ্ক্রান্ত হয়, সেই রেচক (যোগ বিশেষ) তাঁহার দেহকে প্রাণশূন্য করিলে, ঐ প্রাণবায়ু নীড়হীন বিহঙ্গম যেমন আকাশে, তদ্বৎ দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাকাশে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রাণবায়ুর নিষ্ক্রামণ জন্য সংঘর্ষবশে হৃদয়স্থ অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়া, দাবানল অরণ্যবৎ সমস্ত দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল। সৌম্য! উদ্দালকের হঠাৎ এই রূপ অবস্থা ঘটে নাই। কেননা, হঠাৎ এইরূপ রেচক যোগ করিলে, মরণ ও মূর্চ্ছাদি ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং হঠযোগ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। প্রণবের দ্বিতীয়াংশে উদ্দালকের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, অবধান কর।

প্রণবের দ্বিতীয়াংশ উকারের উচ্চারণ মাত্র। কুম্ভকন্যায়ে নিষ্পন্দ প্রাণ ক্রমে অধ ঊর্দ্ধ বা অন্তর বাহ্য কোনদিকেই স্তম্ভিত ও অসংক্ষোভিত না হইয়া সমভাবে স্থিতি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে হৃদগ্ন্যানল তৎক্ষণে সমস্ত দেহ দগ্ধ করিয়া, শান্তভাব

অবলম্বন করিলে, সেই ভস্মীভুত দেহ অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন ভস্মমধ্যে নিষ্পন্দপতিত অস্থিরাশিও প্রচণ্ড পবনবশে তৎক্ষণে ভস্মরাশির সহিত আকাশে শরন্মেঘের ন্যায়, লীন হইল। বৎস! প্রণবের দ্বিতীয়াংশেও হঠাৎ এইপ্রকার ঘটে নাই। কেননা, হঠযোগে দুঃখসংঘটনই সম্ভব। অধুনা তৃতীয়াংশে যে প্রকার ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর।

প্রণবের তৃতীয়াংশ মকার উচ্চারিত হইবামাত্র, পূবক নামক প্রাণক্রম প্রাদুর্ভূত ও তৎসহায়ে উদ্দালকের প্রাণবায়ু চিদমৃতের অভ্যন্তরে সমাগত হইয়া, বাহ্যাকাশে গমন করিল। অনন্তর ঐ প্রাণবায়ু হিমসম্পর্কে শীতল ও অমৃতময় পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলরূপে পরিণত হইয়া, অমৃতধারারূপে উল্লিখিত গগনগত ভস্ম মধ্যে পতিত হইল। তখন উদ্দালকের ভস্মীভুত দেহ চতুর্ভুজশোভিত বিষ্ণুদেহবৎ রমণীয়স্বরূপ পরিগ্রহ করিলে, প্রাণগণ অবসর পাইয়া, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট ও পরস্পর আহত হইয়া, কুণ্ডলিনী পূর্ণ ও সেই দেহকেও প্রকৃতিস্থ করিল।

দেহ প্রকৃতিস্থ হইলে, উদ্দালক দৃঢ়তর পদ্মাসনযোগে স্থিরভাবে তাহাতে আসীন হইয়া, তৎক্ষণে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া, নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধন জন্য বক্ষ্যমাণ বিমল কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে প্রাণায়াম অভ্যস্ত ও তৎসহায়ে প্রাণবায়ুদিগকে উত্তমরূপে প্রশান্ত করিয়া, মনকে নির্ম্মল ও প্রণবজন্য ধ্যানপরায়ণ হইয়া, ধাবমান চিত্তকে বলপূর্ব্বক সত্বরে হৃদয়ে আহরণ ও রুদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহার লোচনযুগল স্থিরতারক ও সন্ধ্যাকালীন সরোজবৎ অর্দ্ধ-মুদিত হইল। অনন্তর তিনি নিশ্বাস ও কণ্ঠানিল রুদ্ধ করিয়া, যত্নাতিশয় সহকারে প্রাণ ও অপানবায়ু জয়পূর্ব্বক তিল হইতে তৈলের ন্যায়, ইন্দ্রিয়দিগকে স্বস্ববিষয় হইতে পৃথক্ এবং ধৈর্য্যসহকারে প্রথমে বাহ্যদর্শন ও স্পর্শাদি ত্যাগ ও পরে অন্তরস্থ দর্শনাদিও পরিহার করিয়া, গুহ্যসংকোচপূর্ব্বক বায়ু রুদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহার মন যুক্তিবলে বশীকৃত ও হৃদয়াকাশে

পরম প্রশান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিকল্পসকল বিদলিত করিয়া, নির্ব্বাত অর্ণববৎ সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

এইরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত ও আত্মভাস অধিগত হইলে, তিনি মন দ্বারা সমাগত সংকল্প সমুদায়কে বারংবার ছেদন করিয়া, ক্রমে সমস্ত সংকল্পই বিশীর্ণ করিলেন। তখন হৃদয়াকাশে বিবেকসূর্য্যের আবরক চঞ্চল অন্ধকার দৃষ্ট হইলে, তিনি সত্ত্ব-সমুদ্ভাসিত মন দ্বারা সেই অন্ধকার দূর করিয়া, তেজ দর্শন ও সেই অসৃক্‌সন্নিভ তেজও নিরাকৃত করিলেন। তখন তাঁহার মন মদিরামত্তের ন্যায় ঘূর্ণিত ও নিদ্রাপ্রাপ্ত হইলে, তিনি যত্নসহকারে সেই নিদ্রা নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর তাঁহার মন বিতত ব্যোম প্রাপ্ত ও যত্নাতিশয় সহকারে সেই ব্যোম লঙ্ঘন করিয়া, বিতত মোহে নিপতিত হইল। অনন্তর মোহ পরিহৃত হইলে, অনির্ব্বচনীয় অবস্থাবিশেষের সমাগমে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, বহু অনুসন্ধানে বিশ্বরূপিণী সম্বিদ লাভ করিল। তদবস্থায় চিৎসামান্যতা প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত মনন বিষয় ত্যাগ ও বিশ্বস্তুর বোধ লাভ করিয়া, চিদাকাশরূপে পরিণত হইল। তদনন্তর তদীয় চিত্ত দৃশ্যদর্শনবর্জ্জিত ও অতীতদেহ হইয়া, যাহাকে আনন্দময় সাগর ও সত্তাসামান্য বলে, তাদৃশ ভূমিবিশেষ প্রাপ্ত হইল।

মহর্ষি উদ্দালক এই সত্তাসামান্যে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, ভূরি ভূরি সিদ্ধ ও অমরগণ আকাশ হইতে আগমন করিতেছেন। অনন্তর তাঁহারা সম্মুখে সমাগত হইলেও, মহর্ষি উদ্দালক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ না করিয়া, উল্লিখিত আনন্দমন্দিরে উত্তরদিকে ছয়মাস অবস্থিতি করিলেন। নির্ব্বিঘ্নে ছয়মাস অতীত হইলে, তিনি হরি হর ও ব্রহ্মাদির অধিষ্ঠিত আনন্দ স্বরূপ আনন্দময় জীবন্মুক্ত পদ লাভ করিয়া, না আনন্দ, না নিরানন্দ দশা ভোগ করিতে লাগিলেন। অনঘ! এই জীবন্মুক্তপদ পরম মঙ্গলময়। ইহা প্রাপ্ত হইলে, আমাদের চিত্ত এই বিষয়ভোগদৃষ্টিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে।

অনন্তর ষণ্মাসপর্য্যবসানে সিদ্ধগণ গমন করিলে, উদ্দালক দেখিলেন, অস্মদাদি মুনিগণ বিদ্যাধরপতিদিগের সহিত আগমন করিতেছেন। চন্দ্রবৎ সুকুমারকান্তিবিশিষ্ট পরম তেজস্বী, দর্ভপবিত্রহস্ত, সিদ্ধগণ উড্ডীন পতাকাশালিনী বিমানশ্রেণীতে অধিরূঢ় ও সুন্দরী রমণীগণ কর্ত্তৃক সুচারু চামরে বীজ্যমান হইয়া ঐ মুনিসমাজ অলঙ্কৃত করিতেছেন। অনন্তর ঋষিগণ সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হইয়া, প্রণামনিরত আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত ও এই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে সমাগত হউন। স্বর্গই সমস্ত অভীষ্ট ভোগের একমাত্র সীমা; স্বর্গই লোকের একমাত্র বাঞ্ছিত বিষয়। স্বর্গের জন্যই অনন্ত তপঃক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং স্বর্গই ধর্ম্মকামার্থের সাক্ষাৎ ফল। এই দেখুন, এই সকল হারচামরধারিণী বিদ্যাধর রমণীরা আপনার উপাসনার্থ সমুদ্যত রহিয়াছে।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলেন, উদ্দালক অতিথিজ্ঞানে তাঁহাদের সমুচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ বিগতসম্ভ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্যে অনাদর করিয়া কহিলেন, সিদ্ধগণ! স্বর্গে আমার প্রয়োজন নাই। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর। এই বলিয়া তিনি আনন্দমন্দিরে নিস্পন্দ অবস্থিতি করিলে, সিদ্ধগণ কিয়ৎকাল তাঁহার উপাসনান্তে তাঁহাকে ভোগবিরত দেখিয়া, অগত্যা স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। এদিকে উদ্দালক কখন অরণ্যে ও কখন পবিত্র তাপসাশ্রমে, যথাসুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া, কখন মাসান্তে, কখন বর্ষান্তে ও কখন বা বহুবর্ষান্তে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। তদবধি তিনি ব্যবহারপরায়ন হইলেও, সমাধির অভ্যাসবশে সম্পদপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মন শান্ত, পুনর্জ্জন্ম বিনিবৃত্ত, সন্দেহ নিরস্ত ও চিত্ত বিমলভাবে সমলঙ্কৃত হইল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (উদ্দালকের নির্ব্বাণ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনি অজ্ঞানদাহের সাক্ষাৎ শীতল ক্রিয়া, সংশয়রূপ তৃণের বহ্নি ও আত্মজ্ঞান-দিবসের সূর্য্য। সত্তাসামান্য কাহাকে বলে, নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অত্যন্ত ভাবনার অভাববশে চিত্তক্ষয় হইলে, চিত্তের যে সামান্য স্বরূপসংঘটন হয়, তাহার নাম সত্তাসামান্য। অথবা, চিত্ত যে অবস্থায় বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ দর্শন স্পর্শনাদি ত্যাগ করে, তাহাকে সত্তাসামান্য কহে। অথবা, চিত্ত সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করিয়া, যে চিৎস্বরূপ্য গ্রহণ করে, তাহার নাম সত্তাসামান্য। আমাদের ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষগণ এই সত্তাসামান্যে অবস্থিতি করেন। এই ভয়বিনাশিনী পদবী প্রাপ্ত হইলে, যাবৎ ইচ্ছা, তাবৎ, জগতে বাস করিতে পারা যায়।

উদ্দালক এই অবস্থায় কিছু দিন অবস্থিতি করিলে, কাল-সহকারে তাঁহার মনে হইল, আমি কলেবরপরিহারপুরঃসর বিদেহ মুক্তিতে অবস্থান করিব। এইপ্রকার স্থির করিয়া, তিনি সেই ধরাধরশেখরে পল্লবের আসন বিরচন ও তাহাতে পদ্মাসনবন্ধন-পূর্ব্বক নিমীলিতলোচনে আসীন ও নবদ্বাররোধসহকারে বিষয়স্পর্শ বিহীন হইয়া, আত্মস্বরূপ চিন্মাত্রচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাণ-বায়ু রুদ্ধ ও তালুমূলে জিহ্বামূল সংযোজিত করিয়া, সমভাবে উল্লসিত মুখে অধিষ্ঠিত হইয়া, দন্ত দ্বারা দন্ত স্পর্শ করত মন ও বুদ্ধিকে না বাহিরে, না অন্তরে, না শূন্যে, না ঊর্দ্ধে, না অধো-ভাগে সংস্থাপিত করিলেন। এইরূপে প্রাণবায়ুর অবরোধপ্রযুক্ত তদীয় দেহ শব ও স্বচ্ছভাবাপন্ন হইলেও, সম্বিদ্রূপ রসসংসর্গে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তখন চিৎসামান্যতার অভ্যাসবশে তাঁহার অন্তরে পরমানন্দ সঞ্চরিত হইল এবং সেই আনন্দের আস্বাদনক্রমে উপশমের আবির্ভাব হওয়াতে, তিনি পরম বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। সেইকালে আনন্দবশে তাঁহার মুখকান্তি এরূপ

বিকসিত হইয়া উঠিল যে, কুত্রাপি তাহার তুলনা হয় না এবং চিরকালের জন্য ভবভ্রম পরিহৃত হওয়াতে, তিনি অমলপদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পুত্তলিবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস পর্য্যবসানে তদীয় আত্মাতে জন্মদশাদিরও লয় সংঘটিত হইল। তখন সকল বিকল্পের পরিহারপ্রযুক্ত তাঁহার মূর্ত্তি উপাধি-নির্ম্মুক্ত ও বাহ্যসুখ বিগলিত হইয়া গেল। তিনি তদবস্থায় আদি-সুখ লাভ করত আদিস্বরূপপদে অধিরূঢ় হইলেন। ঐ পদ আনন্দস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, সুখস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, বাক্য মন প্রভৃতির অগোচর, জ্ঞানিগণের সেব্য, পরমপূর্ণ, অসীমব্যোমব্যাপী এবং ত্রিভুবনতারণ। তদবস্থায় তিনি সেই পর্ব্বতশেখরে ছয়মাস প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে উপবেশনপূর্ব্বক যাপন করিলে, তাঁহার দেহ শুষ্কভাবাপন্ন হইল। ঐ সময়ে ভক্তগণের অভিমত-ফলসিদ্ধি-বিধায়িনী মাতৃকারা পার্ব্বতীর সহিত তথায় অবতীর্ণ হইলে, তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিনী ব্রহ্মাদিরও পূজনীয়া, দেবদেবী চামুণ্ডা উদ্দালকের সেই শুষ্ক কঙ্কাল গ্রহণ ও আপনার কিরীটকোটিতে স্থাপন করিয়া, শিরোভূষণেরও ভূষণ করিলেন।

———

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ। (ধ্যানাচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অয়ি পদ্মপলাশলোচন! তুমি আত্মা দ্বারা আত্মবিচার করিয়া, বৈরাগ্যের অভ্যাস ও সমাধি সহায়ে উদ্দালকের ন্যায়, পরমপদে বিশ্রান্ত হও। যাবৎ সর্ব্বদৃশ্যপরি-মার্জ্জনপূর্ব্বক পরমপদে বিশ্রাম না ঘটে, তাবৎ শাস্ত্রার্থ বিচার, গুরূপদেশ গ্রহণ ও স্বচিত্ত শোধনপূর্ব্বক বিচারপরায়ণ হইবে। বিচার দ্বারা মন নির্ম্মল, প্রবোধসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণভাবাপন্ন হইলে, নিত্যপদ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! যে ব্যক্তি সমাধিসাধন পূর্ব্বক প্রবোধ লাভ করিয়াও, ব্যবহারনিরত, আর, যে ব্যক্তি

একমাত্র সমাধিতেই ব্যাপৃত, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস। যে অবস্থায় সমুদায় মায়াগুণকে অসৎস্বরূপে দর্শন করিয়া, অন্তর পরম শীতল হয়, তাহার নাম সমাধি। উক্ত দুই ব্যক্তিই মায়াগুণের ঐ প্রকার অনাত্মতা দর্শন করিয়া, অন্তরে শীতলতা অনুভব করেন। সুতরাং, তাঁহারা উভয়ই পরস্পর সমান। তুমি বিশিষ্টরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট। ঐরূপ অন্তঃশীতলতাই অনন্ত তপঃফল, জানিবে। সমাধিসময়ে মন যদি চঞ্চল থাকে, তাহা হইলে, তাদৃশ সমাধি উন্মত্তের নৃত্যতুল্য। এইরূপ, মত্তব্যক্তির মন যদি বাসনাবিরহিত হয়, তাহা হইলে, তাহার সেই মত্ত নৃত্যও ব্রহ্মসমাধির সমান। প্রবুদ্ধ বনবাসী ও প্রবুদ্ধ গৃহী, উভয়েই তুল্যকক্ষ। কারণ, উভয়েরই সংশয় ছিন্ন ও পরমপদ প্রাপ্তি হইয়াছে। দূরগামী মন যেমন নিকটের বাক্য শুনিতে পায় না, তদ্রূপ বাসনার ক্ষয় হইলে, কর্ম্ম করিয়াও, কর্ম্ম করা হয় না। আবার, স্বপ্নে যেমন লোকে গতিশক্তিশূন্য হইলেও, গর্ত্তাদিতে পতিত হয়, তদ্রূপ বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ম্ম না করিলেও, কর্ম্ম করিয়া থাকে। মনের কর্ত্তৃত্বশূন্যতাই উৎকৃষ্ট সমাধি, পরম নিবৃত্তি ও সাক্ষাৎ অদ্বৈতভাব। চল ও অচলস্বরূপ প্রবুক্ত মনই সকল পদার্থের কারণ। এইজন্য, ধ্যান ও অধ্যানাদি দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া, মনকে অঙ্কুরশূন্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন বাসনাহীন হইলেই, পরম ধ্যান ও পরম পদ প্রাপ্তি হয়। অতএব বাসনা বিনাশ করা কর্ত্তব্য।

আত্মা যাহা দ্বারা সংসারে বিরাগ অবলম্বনপূর্ব্বক শোকহীন বাসনাহীন ও ব্যাধিহীন হইয়া থাকে, তাহার নাম সমাধি। অতএব তুমি সাংসারিক আস্থা ত্যাগ করিয়া, গৃহ বা পর্ব্বত, যেখানে ইচ্ছা অবস্থিতি কর। যাহাদের মন পরম সমাহিত ও অহঙ্কার বিগলিত হইয়াছে, তাদৃশ গৃহস্থদিগের গৃহই নির্জ্জন অরণ্য। কিন্তু যাহাদের মন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে অরণ্যও বহুজনাকীর্ণ মহানগরস্বরূপ। অনন্তদৃষ্টির আশ্রয়প্রাপ্ত

...কল পদার্থকেই শূন্যস্বরূপ অবলোকন করিয়া, অন্তরে পরম শীতলতা অনুভব করেন, তাঁহার নিকট এই সংসার কিছুই নহে। কিন্তু যাহাদের মন তৃষ্ণানলে দগ্ধ, তাহাদের নিকট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই দাবানলসন্তপ্ত প্রতীয়মান হয়।

অতএব তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য বন ও পর্ব্বতাদি সমস্ত দৃশ্য বস্তুকেই চিত্তের বাহ্যভাগ জানিবে। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, আত্মারাম ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়াদিসহায়ে বাহ্যব্যাপার সমস্ত সম্পাদন করিলেও, সমাধিস্থ ও সর্ব্বথা হর্ষশোকাদির অবিষয়ীভূত। যিনি হর্ষশোকাদির অনুধ্যান না করিয়া, প্রশান্তবুদ্ধিসহকারে অন্তরমধ্যে সর্ব্বগত আত্মাকে অবলোকন করেন, তিনি বাহ্যব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেও, সমাহিত যিনি সমস্ত জগৎকে আত্মবৎ ও পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ দর্শন এবং হর্ষ ও বিষাদ সকল অবস্থাতেই কাষ্ঠবৎ অবস্থিতি করেন, তিনিই স্বরূপদর্শী; তিনিই মহাত্মা। তাঁহার পক্ষে পুণ্য পাপ ও অদ্য বা কল্পান্তে মৃত্যু একই কথা। তিনি কখন পঙ্কপতিত স্বর্ণের ন্যায়, মলিন হন না এবং তিনি যেমন ফল কামনায় কোন কর্ম্ম করেন না, কোন কর্ম্মও তেমন তাঁহার ফলপ্রদান করে না। কেননা, প্রস্তরগর্ভে যেমন মঞ্জরী উদ্ভূত হয় না, তাঁহাতেও তেমন বাসনার সঞ্চার হয় না। তিনি আত্মজ্ঞ, দ্বৈতজ্ঞানবর্জ্জিত, পাবনৈকস্বরূপ ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়া, আত্মারূপ আত্মাতেই অধিষ্ঠান করেন।

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ (ভেদনিরসন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি রঘুকুলরূপ অনন্তবিস্তৃত আকাশের একমাত্র পূর্ণচন্দ্র। তোমার সহিত কথা কহিলেও, অন্তরাত্মা শীতল ও সুখিত হয়। এইজন্য পুনরায় উপদেশ করিতেছি, অবধান কর।

পরমাত্মার স্বাভাবিক অধ্যাসনই চিত্ত, জগৎ ও অহন্তা।

মণি যেমন মণিতেই প্রতিফলিত হয় সেইরূপ এই অহন্তাদি সেই পরমাত্মাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। চিত্ত ও অহন্তাদি সমস্তই তাঁহার মায়িক আভাসমাত্র। সেই পরমাত্মই প্রকাশিত হইয়া থাকে। চিত্ত ও অহন্তাদি সমস্তই তাঁহার মায়িক আভাসমাত্র। সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিবর্জ্জিত। তিনিই একাকী অনন্ত আকারে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি কেবল তোমার বোধ বৃদ্ধির জন্যই, আমি, তুমি, ইত্যাদি বচোভঙ্গি দ্বারা অহংমমাদির অসদ্ভাব প্রতিপাদন করিয়াছি। বস্তুগত্যা অহংমমাদির নামমাত্র নাই। জীব প্রভৃতি সকলই আত্মস্বরূপ। নির্ম্মল জ্ঞানসহায়ে জ্ঞপ্তিস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। জীব ও জ্ঞপ্তি এবং জ্ঞপ্তি ও আত্মা এই উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব তুমি ব্রহ্মকেই নিত্য জানিবে। সেই ব্রহ্ম দ্বৈতরহিত, জন্মরহিত, আদিরহিত, মধ্যরহিত, অন্তরহিত এবং এক ও পরমভাস্বরস্বরূপ। তাঁহার উপলব্ধি নাই, আমি, তুমি, ইত্যাদি অনর্থক বচনপরম্পরা কল্পিত হইয়া থাকে।

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ (মাণ্ডব্যের উপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি এস্থলে কিরাতনাথ সুরঘুর অতি প্রাচীন ও পরমবিস্ময়জনক উৎকৃষ্ট ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

উত্তর দিকে হিমালয়ে কৈলাস নামক যে কর্পূরধবল শেখর আছে, ক্ষীরোদে বিষ্ণুর ন্যায়, স্বয়ং মহাদেব তথায় বিরাজ করেন। হেমজটা নামক কতিপয় কিরাত তাহার মূলদেশে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা এই কৈলাসেরই গণ্ড শৈলস্থ কানন হইতে কাষ্ঠাদি আহরণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সুরঘ তাহাদের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ অধিপতি ছিলেন।

তিনি কুবের অপেক্ষাও ধনশালী ও সূর্য্য অপেক্ষাও প্রতাপবিশিষ্ট এবং বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, শুক্রের ন্যায় কবি ও বায়ুর ন্যায় অদ্ভূত বিক্রমসম্পন্ন এবং সুরবৈরী অসুরদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

রাম! এইরূপ নিগ্রহানুগ্রহে রাজ্যপালন করত কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা কোন দুষ্ট ব্যক্তিকে নিগৃহীত করিয়া, তাহার মন অতিমাত্র ক্ষুন্ন হইয়া উঠিল। তদবস্থায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কে, কি জন্য ইহার পীড়ন করিতেছি? আমার ন্যায়, জীবমাত্রেই পীড়া অনুভব করে। অতএব ইহাকে আর পীড়ন না করিয়া, অর্থ দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিব। লোককে সন্তুষ্ট করাই পরম ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। অথবা, দুষ্টের দমন না করিলে, প্রজালোকের অতিমাত্র ক্লেশ উপস্থিত হয়। হায়, কি কষ্ট! দুষ্টের দমন করিলেও কষ্ট, আবার না করিলেও কষ্ট!

তিনি এইরূপে দোলায়মান চিত্ত ও তজ্জন্য অতিমাত্র অস্থির-ভাবাপন্ন হইয়া, কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহর্ষি মাণ্ডব্য একদা যদৃচ্ছাক্রমে তদীয় ভবনে পদার্পণ করিলেন। সুরঘু যথাবিধি পূজাবিধি সমাধা করিয়া, সসম্ভ্রমে কহিলেন, ভবাদৃশ মহাত্মারা সন্দেহরূপ বিষবৃক্ষের সুশাণিত কুঠারস্বরূপ! আপনার পদার্পণে পরম আপ্যায়িত হইলাম এবং ভবদীয় কৃপাকটাক্ষ-পাতের পথবর্ত্তী হওয়াতে, অদ্য আপনাকে ধন্য ব্যক্তিগণের মধ্যেও নিরতি ধন্য বোধ করিলাম। ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সকল সংশয়ের ছেদনকর্ত্তা। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সন্দেহ নিরাকরণ করুন। আর্ত্তিবৎ প্রাজ্ঞপুরুষগণ সন্দেহকেই পরম পীড়া বলিয়া থাকেন। আমি সেই পীড়ায় অভিভূত হইয়াছি। মহাত্মাগণের সংসর্গে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় লোকের সকল পীড়াই দূর হয়। আমার এই পীড়া নিগ্রহানুগ্রহ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। শান্তিবিধানে অনুমতি হউক।

মাণ্ডব্য কহিলেন, রাজন্! প্রযত্নাতিশয়সহকৃত পুরুষকার, স্ব স্ব রূপে অবস্থান ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সকল সাধনসহায়ে মনোমোহ দূর হয়। অতএব স্থিরচিত্তে স্বকীয় ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তৎসহকারে তুমি কে, আমি কে, এই জগৎ কি ও কিরূপে উৎপন্ন হইল এবং জন্ম ও মৃত্যুই বা কি, ইত্যাকার বিচার কর, আশু শান্তি ও মহত্ত্ব লাভ করিবে। এইপ্রকার বিচার দ্বারা স্ব স্ব রূপ বিদিত হইলে, তোমার মন আর হর্ষবিষাদাদির বশীভূত হইবে না। প্রত্যুত, বিত্বর ও শান্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন সমতার আবির্ভাবে সমস্ত কল্পনাকলঙ্ক নিরাকৃত ও স্বদেহভার পরিহৃত হইবে এবং সমুদায় সংসারভ্রমও দূরে পলায়ন করিবে। মন মোহে আচ্ছন্ন হইলেই, গোষ্পদে মশকের স্থায়, ক্ষুদ্রবৃত্তিতে মগ্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ, বিচার দ্বারা পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত না হইলে, সাংসারিক ভাবাভাব চিত্তক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয় এবং কল্পনাস্বরূপ বিদিত না হইলে, আত্মলাভও সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। বলিতে কি, সামান্য সাধকও ত্যাগশীল না হইলে, সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় পরমাত্মরূপ পরম বস্তুর সাধন করিতে হইলে, কিরূপ ত্যাগশীল হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা তুমিই বিবেচনা কর। অতএব আত্মলাভের নিমিত্ত সাধকের সর্ব্বত্যাগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প। সমুদায় বস্তুর ত্যাগ হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরমাত্মা। অথবা, সকল কল্পনার মূল মনস্ব স্বরূপ পরিহারপূর্ব্বক যে সন্মাত্র অবস্থায় উপস্থিত হয়, তাহাই পরমাত্মা।

ঊনষষ্টিতম সর্গ (বিশ্রান্তিস্বরূপ কীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহর্ষি এই প্রকার উপদেশ বিধানপূর্ব্বক স্বকীয় মণ্ডপে প্রস্থান করিলে, সুরঘু নির্জ্জনে বসিয়া একাকী ভাবিতে লাগিলেন, আমি কে, এই জগৎ কি এবং এই কিরাত-

নিয়মাবলী।

(১) পণ্ডিত প্রবর মহাত্মা ৺রোহিণী নন্দন সরকার বহুল পরিশ্রমে বশিষ্ঠের অনুবাদ প্রচার করেন, তাহা আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে তাঁহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা কিনিয়া লইলাম। এই সংস্করণে উক্ত মহাশয়বর্গের ওয়ারিশগণের বা অন্য কাহারও কোন স্বত্বাধিকার নাই বা রহিল না।

(২) আমরা অনুবাদের বিন্দুমাত্র কোন অংশই পরিবর্ত্তন করি নাই পাঠক মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, এই অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, যে বাজারে অন্যান্য অনেক বশিষ্ঠ সত্ত্বেও, লোকে ইহারই প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আগ্রহে নির্ভর করিয়া আমরা ইহার প্রকাশে হস্তক্ষেপ করিলাম।

(৩) এই যোগবাশিষ্ঠ বিচারপূর্ণ অতিজটিল গ্রন্থ। ইহার সহজ বাঙ্গালা অথবা কঠিন তজ্জন্য সাধারণের বোধ সুলভ হইবে, বলিয়া, ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করত, অনুবাদ করাতে অনেক স্থল পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তি প্রকাশের অনুমতি ভিন্ন এই অনুবাদের কোন অংশ অবিকল বা রূপান্তরিত করিয়া, ছাপাইলে, তাহাকে আইনের বাধ্য হইতে হইবে। কেন না, তত্তৎ স্থল উক্ত কারণে প্রকাশকের নিজস্ব। বলিতে কি এইরূপ ছাত্রমুখী ব্যাখ্যা করাতে ৺কালীসিংহের মহাভারতের ন্যায়, এই বশিষ্ঠেরও সাধারণে ঈদৃশ আদর ও গৌরব হইয়াছে।

(৪) সমগ্র পুস্তকের এককালীন অগ্রিম মূল্য ৫৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল ৸১০ আনা লাগিবে, প্রথম গ্রাহক হইতে হইলে ৩৲ টাকা পাঠাইতে হইবে অবশিষ্ট দুইবারে দিলেই হইবে। আপাততঃ ২০ খণ্ড পুস্তক পাইবেন, পরে মাসে মাসে পাইবেন। প্রত্যেক খণ্ডে ৬ ফর্ম্মা থাকিবে। প্রথম খণ্ড গ্রহণ করিলে, সমগ্র পুস্তকের সমাপ্তি পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে হইবে। ন্যূনাধিক ২৪।২৫ খণ্ডে সমগ্র পুস্তক শেষ হইবে।

কেহ কোন খণ্ড গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহার নিকট প্রত্যেক খণ্ড ॥৹ হিঃ লওয়া যাইবে।

গ্রাহকগণ সত্বর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন, রিপ্লাই কার্ড না পাইলে উত্তর দিই না। যদি কেহ গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য সহ পত্র লিখিবেন। অগ্রে টাকা না পাইলে পুস্তক পাঠান হয় না মূল্য স্বরূপ যাঁহারা ডাক টিকিট পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে প্রত্যেক টাকায় ৵৹ আনা হিঃ বেশী পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার বা পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে বা যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পত্র পাঠাইবেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, অতি সত্বরে পরিসমাপ্ত করিব যদি না পারি তবে গ্রাহকগণের মূল্য ফেরত দিয়া পুস্তক ফেরত লইব।

ম্যানেজার,
শ্রীশ্রীতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

ঠিকানা,
১৫ নং কারফর্ম্মাস লেন।
কলিকাতা। পাথুরিয়া ঘাটা।

স্বরূপই বা কি? ইহা কি আমার? না। কেননা, আমি ও আমার, ইত্যাদি বাক্যজাত অনর্থক কল্পনা মাত্র। সুতরাং, আমি রাজা নহি; ইহারা আমার প্রজা নহে এবং এই কিরাতমণ্ডলও আমার রাজ্য নহে। এইরূপে সংসারে কেহই কাহারও নহে। সুতরাং আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে। আমি একটী দেহমাত্র! অথবা, আমি দেহ নহি। যেহেতু, দেহ জড়স্বভাব, কিন্তু আমি চৈতন্যবিশিষ্ট। অতএব আমি কিরূপে দেহ হইতে পারি? আমি চেতনও নহি। কেননা, চেতনও এই দেহে মোহাদি দ্বারা আচ্ছন্ন ও তন্নিবন্ধন জড়ভাবাপন্ন অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপে আমি মন, বুদ্ধি, দেহ ও শরীরাদির কিছুই নহি। এই সকলের অবসানে যাহা অবশিষ্ট থাকে, আমি সেই চিৎ। কি আশ্চর্য্য! আমি যে অনন্তস্বরূপ আত্মা, তাহা এতদিন জানিতে পারি নাই। একমাত্র তন্তু যেমন মুক্তারাশির অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, সেই একমাত্র আত্মা তদ্রূপ অনন্তকোটি লোকে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বগত, সূক্ষ্মস্বরূপ অন্তরাত্মা। এই জগতের যাহা কিছু, সমুদায়ই কল্পনামাত্র ও তজ্জন্য অনিত্য। আহা, আমি এতদিনে প্রকৃত দর্শনে সমর্থ হইলাম! অধুনা, আমি নিরঞ্জন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পরমপদে বিশ্রাম করিতেছি।

ষষ্টিতম সর্গ (নির্ব্বাণস্বরূপনির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! মহাভাগ বিশ্বামিত্র যেরূপ তপোবলে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন, সুরঘু তদ্রূপ বিবেকবলে ভয়ামায়-বিবর্জ্জিত পরমপদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং উদারগম্ভীরতার আবির্ভাবপ্রযুক্ত প্রশান্তসাগরসাদৃশ্য লাভ করিলেন। তাঁহার হর্ষবিষাদ দূরীভূত এবং মৎসর ও অহঙ্কার পরিহৃত হইল। তদবধি তিনি না সুখী, না দুঃখী, না অর্থী, না অনর্থী, এইপ্রকার

অবস্থাপন্ন হইলেন এবং সর্ব্বথা বিগতজ্বর ও পরম মহনীয়ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া, পরমাত্মার বিশ্রান্তি লাভ করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ স্থুরঘু ও পরিঘের নিশ্চয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি স্থুরঘুর ন্যায়, শোকহীন আনন্দপদ লাভ কর এবং বিচার ও বিবেকসহায়ে একসমাধান হইয়া, সর্ব্বলোকের ভূষণস্বরূপে বিরাজমান হও।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! একসমাধান কাহাকে বলে এবং কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে পারস্য রাজ্যে পরিঘ নামে সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। স্থুরঘুর সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ ছিল। কোন সময়ে তথায় অনাবৃষ্টিজন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, প্রজাসকল ক্ষুধানলে দগ্ধজঠর হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। দয়ার্দ্রহৃদয় পরিঘ অশেষযত্ন করিয়াও, তাহার নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন ও রাজ্যত্যাগ করিয়া, অরণ্যে গমন করিলেন এবং প্রজাগণের অবিজ্ঞাত কোন এক গহন প্রদেশ আশ্রয় করিয়া, শুষ্ক জীর্ণ পত্রসকল ভক্ষণপূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐরূপ পর্ণ অর্থাৎ পত্র ভক্ষণ করাতে, তাঁহার নাম পর্ণাদ হইল।

অনন্তর সহস্র বৎসর তপশ্চরণের পর আত্মা প্রসন্ন ও পরমজ্ঞান আবির্ভূত হইলে, তিনি সিদ্ধগণের ন্যায়, যথেচ্ছ বিচরণ প্রসঙ্গে একদা আপনার পূর্ব্বসুহৃৎ স্থুরঘুর সদনে সমাগত হইলেন। স্থুরঘু পরম আহ্লাদে ও সম্ভ্রমসহকারে তাঁহার সমুচিত সম্ভাষন করিলেন। অনন্তর পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক একাসনে আসীন হইয়া, পরস্পর সমাগমজনিত আনন্দপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন্। স্থুরঘু কহিলেন, অদ্য আমার পুণ্যতরু অতিমা

ফল প্রসব করিল। অদ্য আমি ভবাদৃশ মিত্রসমাগমে পরম সৌভাগ্যযোগ প্রাপ্ত হইলাম।

পরিঘ কহিলেন, অকৃত্রিম প্রণয়পবিত্র মিত্রের সহিত বিরহযোগ সংঘটিত হইলে, দুঃখতরু শত শত শাখা বিস্তার করিয়া, অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং পুনরায় তাহার সমাগমে সমূলে উন্মূলিত হয়। অদ্য তোমার সন্দর্শনে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। ভগবান্ মাণ্ডব্যের প্রসাদে তোমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে; ইহাও অতি আহ্লাদের বিষয়। অধুনা তুমি পরমপদে বিশ্রান্ত হইয়া, নিরতিগভীর নিরতিপ্রসন্ন সমদৃষ্টি সহকারে কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার প্রজারা আধিহীন ও সুখসম্পন্ন হইয়াছে? আহা, বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! ভবাদৃশ অকপট মিত্রের সহিত যে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। সংসারে এমন ব্যক্তি কে আছে, যাহাকে মিলন ও বিচ্ছেদজনিত সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

সুরঘু কহিলেন, অদ্য আপনার সমাগমে আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সম্পন্ন হইল। সুতরাং তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য কি আছে? আপনার পুনর্দ্দর্শন নিতান্ত অসম্ভব; একমাত্র ভগবৎ প্রসাদেই তাহা প্রাপ্ত হইলাম। বলিতে কি, আপনার এই পবিত্র সমাগম লাভ করিয়া অদ্য আমার সকল দুঃখ দূরীভূত ও পরম নির্ম্মল শান্তিরস সঞ্চরিত হইল। প্রজাগণও ঈদৃশ সমাগমপুণ্যযোগে পরম সুখী হইয়াছে।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ (সমাধি নির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পরস্পর এইপ্রকার কথাবার্ত্তার পর বিশ্রাম লাভ করিলে, পরিঘ সুরঘুর জ্ঞানপরীক্ষাজন্য কহিলেন, সখে। সমাহিত না হইলে, সংসারে কোন কার্য্য করিয়াই, সুখলব্ধি

হয় না। তুমি ত তাদৃশ নির্ব্বাণসুখনিলয় কল্যাণপ্রতিপাদক সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া, থাক ?

সুরঘু কহিলেন, সখে! সমাধি কাহাকে বলে? যাহারা নিত্যপ্রবুদ্ধ ও একমাত্র আত্মনিষ্ঠ, তাদৃশ মহাত্মাগণ কার্য্যপরায়ণ হইলেও, সমাযুক্ত, ইহাই আমার অভিপ্রায়। কেননা, আত্মনিষ্ঠাই সমাধি। পদ্মাসন বন্ধন ও ব্রহ্মাঞ্জলি বিধান করিলেই, তাহাকে সমাধি বলে না। যেহেতু, মন বিশ্রান্ত না হইলে, সমাধি সম্পূর্ণ হয় না। বেদেও বলিয়াছেন, আশারূপ তৃণের দহনস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানই সমাধি; মৌনাবস্থান সমাধি নহে। পণ্ডিতেরা নিত্যতৃপ্ত পরমাত্মবুদ্ধিকেই সমাধি বলিয়াছেন। যাহাতে ক্ষোভ নাই, অহঙ্কার নাই ও কোনরূপ অস্থিরতা নাই, এরূপ অবস্থাকেই সমাধি বলে। অথবা, চিন্তা নাই ও হেয়োপাদেয়জ্ঞান নাই, এরূপ মনোগতিই সমাধি শব্দের বাচ্য। আপনার প্রসাদে আমি পরমাত্মজীবিত প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ব্রহ্মস্বরূপ সুতরাং সমাহিত। নিত্যোদিত ব্যক্তির নিকট সমাধি ও অসমাধিরূপ ভেদ পরম্পরার অবসর কোথায় ?

ত্রিষষ্টিতম সর্গ (সুরঘু ও পরিঘের কার্য্য)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! সুরঘু এই বলিয়া, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, পরিঘ সবিশেষ আহ্লাদসহকারে উদার গম্ভীর বাক্যে কহিলেন, তোমার বিশিষ্টরূপ জ্ঞানযোগ এবং তন্নিবন্ধন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, পরম শীতল অবস্থার সঞ্চার হইয়াছে। তুমি প্রবোধবলে সারাসার বিদিত ও যাহা জানিবার তাহা অবগত হইয়াছ এবং তজ্জন্য পরমপদে বিশ্রাম লাভ করিয়াছ। তুমিই ধন্য! আমি তোমার এইপ্রকার সৌভাগ্যদশা দর্শন করিয়া, পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। অধুনা তুমি শান্তিধামে অবস্থানপূর্ব্বক পরমানন্দসন্দোহ ভোগ কর।

সুরঘু কহিলেন, আমাদের আবার হেয়োপাদেয় কিছুই নাই। নেনা, সংসারে নগণ্য বস্তুও গণ্য আর গণ্য বস্তুও কালবশে ণ্য হইয়া থাকে। রাজার রাজ্য গেলে, সামান্য গ্রামও হার অসামান্য বোধ হয় এবং দরিদ্র রাজা হইলে, বৃহৎ জন-দকেও অতি ক্ষুদ্র মনে করে। সুতরাং সংসারে সামান্য সামান্য বস্তুমাত্রেই কল্পনামাত্র। কিছুই কিছু নহে। বলিতে ;, মৃত্তিকার স্তূপস্বরূপ, এই অনিত্য ভুবনে আমার কিছুই হ্ণনীয় নাই। যেহেতু, সমুদায়ই আমার। দেখুন, আমিই ত্মারূপে এই সকল দৃশ্য প্রদর্শন ও দর্শন করিতেছি। অধিক যা বাহুল্য মাত্র। সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেই, পরমপদে বিশ্রান্তি াপ্ত হওয়া যায়।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ (উপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সুরঘু এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, মহাভাগ পরিঘ তাঁহার সহিত আলিঙ্গন ও অভিনন্দন বিনিময় করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাম! আত্মনিষ্ঠ পুরুষমাত্রেই সর্ব্বত্রে সমাহিত। তাঁহারা ব্যাপারপরম্পরার পরতন্ত্র হইলেও, সলিলস্থ পদ্মবৎ নির্লিপ্ত। অবিদ্যাকল্পিত রাগদ্বেষাদি অথবা এই বিবিধ দৃশ্য দর্শন তাঁহাদের কলঙ্ক সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। নিতান্ত মূঢ়গণই আত্মচিন্তায় অবহেলা করিয়া, অবিদ্যাপঙ্কে কলুষিত ও জন্মজঙ্গলে পতিত হইয়া, ক্লেশপরম্পরা ভোগ করে। অতএব তুমি এই সংসাররূপ ভয়ঙ্কর পারাপারের পারপ্রাপ্তি জন্য যত্নসহকারে যুক্তিরূপ তরি আশ্রয় কর এবং তৎপ্রভাবে অহংকার পরিহার পুরঃসর আত্মপদে অবস্থিতি কর। অহংকার দূর হইলেই, পরমাত্মা তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে আবির্ভূত ও সমুদায় আত্মতত্ত্বও জ্ঞানবিষয়ে সমুপস্থিত হইয়া থাকে।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (ভাস ও বিলাসের উপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন দ্বারা মনকে ছেদন করিলে, জগদ্ভাব বিলীন হয়। ছেদন না করিলে, অহংকার বর্দ্ধিত হইয়া মহার্ণববৎ ভয়ঙ্কর ভাব পরিগ্রহ করে। আমি এস্থলে ভাস ও বিলাসের সৌহার্দ্দিসম্বলিত কথোপকথনকথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

সহ্যপর্ব্বতের উত্তর তটে সিদ্ধগণের যে আশ্রম আছে তথায় শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায়, দুই জন তাপস বাস করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরে অতিমাত্র প্রণয়। কালক্রমে তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, দুই পুত্র সমুৎপন্ন হইল। তাঁহাদের নাম ভাস ও বিলাস। উভয়ের এরূপ সৌহার্দ্দ জন্মিল, যে, পরস্পর ভিন্নদেহ হইলেও মনে কোনরূপ প্রভেদ রহিল না। তদবস্থায় তাঁহারা বাল্য হইতে যৌবনে পদার্পণপূর্ব্বক মুনির ন্যায়, সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কালসহকারে পিতৃদ্বয়ের স্বর্গলাভ হইলে, সেই মিত্রদ্বয় শোকে অধীর হইয়া, ব্যাকুলবদনে নিরুৎসাহচিত্তে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি সমাহিত করিলেন এবং এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়, লোকমর্য্যাদা কি দুর্ল্লঙ্ঘনীয়!

অনন্তর শোকানল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, হৃদয় দগ্ধ করিলে, তাঁহারা উভয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন ও আশ্রম ত্যাগ করিয়া, যথেচ্ছ গমন করিলেন। হায়, শোকের কি ভয়াবহ ক্ষমতা! যাঁহারা একক্ষণও পৃথক্ থাকিতে পারিতেন না, সেই অকৃত্রিম মিত্রদ্বয়ও অদ্য শোকে অধীর হইয়া, অনায়াসেই পরস্পরকে বিসর্জ্জন করিয়া, মত্তের ন্যায়, কোন্ দিকে প্রস্থান করিলেন।

ষট্ষষ্টিতম সর্গ (অনিত্য-বিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলে, এইরূপে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিলেন, বহু কাল পরে একদা উভয়ের সহসা সাক্ষাৎ হইল! তখন বিলাস অতিমাত্র আহ্লাতিত হইয়া, গদ্‌গদবচনে কহিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার কুশল? তুমি আমার হৃদয়বৃক্ষে আশ্বাসফল। তোমার বুদ্ধি উদ্বেগশূন হইয়াছে এবং তুমি প্রকৃতি ও প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ?

ভাস কহিলেন, সাধো! তুমিও ত ভাল আছ? অথবা, এই সঙ্কটময় সংসারে যখন বাস করিতেছি, তখন আমাদের ভাল কোথায়? যাবৎ জ্ঞেয় বস্তু লাভ চিত্তের আত্যন্তিক ক্ষয়, সংসার সাগরের পারপ্রাপ্তি, আশাশতবিনাশ, বিমল জ্ঞানযোগসহায়ে প্রবোধপদ্মের বিকাশ ও তৎসহকারে মমতার উন্মূলন না হইবে, তাবৎ আমাদের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। আত্মজ্ঞান এই দারুণ সংসারবিসূচিকার একমাত্র পরম ঔষধ। শত্রু, মিত্র ও সুখ দুঃখাদি, মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, আমার বুদ্ধিরূপ কমল বিদলিত করিতেছে। আপনার ও পরের দুঃখপরম্পরা দর্শন করিয়াও, আমার মন মগ্নপ্রায় হইয়াছে। ঐ দেখ লোক সকল সংসাররূপ পর্ব্বতের সুখদুঃখরূপ গভীর গহ্বরে পতিত হইয়া, অতি ক্লেশে বিলুণ্ঠিত হইতেছে।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ (অন্তঃসঙ্গ বিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর আত্মবিচার দ্বারা কালসহকারে তাঁহাদের বিমল জ্ঞানের আবির্ভাব হইল। আত্মজ্ঞানই সংসার-সাগর পারের একমাত্র তরণি। বিষয়াসক্ত চিত্তে সামান্য দুঃখও মহাসাগরবৎ অতি দুস্তর প্রতীত হয়। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা অনন্ত দুঃখরাশিকেও গোষ্পদ জ্ঞান

করেন। জল না পাইলে, দারু যেমন শাখাবিস্তারে সমর্থ হয় না, মন তেমনি সঙ্গশূন্য হইলে, সুখদুঃখাদি বিস্তারে বিনিবৃত্ত হয়। সঙ্গহীন চিত্তে শতশঃ কার্য্য করিলেও মুক্ত; কিন্তু সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া, সহস্র সহস্র তপস্যা করিলেও, বন্ধনমোচন হয় না। এই জন্য সকল দুঃখের আধার আসক্তি ত্যাগ করাই প্রশস্ত কল্প। আসক্তি ত্যাগ করিলে, নির্ম্মল ও প্রশান্তস্বরূপ লাভ করিয়া, পরমাত্মার সহিত একতাযোগ ভোগ হইয়া থাকে।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ (বিচার যোগোপদেশ)।

শ্রীরাম কহিলেন, সঙ্গ শব্দের অর্থ কি? কিরূপ সঙ্গে বন্ধন ও কিরূপ সঙ্গে মুক্তিলাভ হয় এবং কিরূপ উপায়েই বা সঙ্গত্যাগ হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, আত্মাকে ত্যাগ করিয়া, অনাত্মস্বরূপ দেহে যে বিশ্বাস, তাহারই নাম বন্ধহেতু সঙ্গ। অথবা, অনন্ত আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, সামান্য সুখে যে অভিলাষ, তাহারই নাম বন্ধহেতু সঙ্গ। জগৎকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া, বিষয়াসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আত্মতত্ত্বে আসক্ত হওয়াই মোক্ষহেতু সঙ্গ। যাহা দ্বারা নরকাদি সংঘটিত হয়, তাদৃশ বাসনার নাম সঙ্গ। আর মন দ্বারা একবারেই কর্ম্মফলাদির পরিহারকে অসঙ্গ বলে। অসঙ্গই জীবন্মুক্তির সাধন এবং সঙ্গত্যাগের একমাত্র উপায়।

সঙ্গ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একপ্রকার সঙ্গ দ্বারা জীব পুনঃ পুনঃ জন্মশতপাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া থাকে এবং অন্য প্রকার সঙ্গ-সহায়ে তাহার পুনরাবৃত্তির একবারেই অপবৃত্তি সংঘটিত হয়। শেষোক্ত সঙ্গ রসায়নস্বরূপ। ইহা হইতেই বিদ্যা, সেই বিদ্যা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পরমজ্যোতি ও পরমজ্যোতি হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ (অন্তঃসঙ্গ বিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মূঢ়েরা অন্তঃসঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্মজ্বরাদির বশীভূত ও নরকানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে মনকে অন্তঃসঙ্গ হইতে বিয়োজিত কর। কি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, কুত্রাপি অন্তঃসঙ্গে বদ্ধ হইও না। মনকে সর্ব্বথা নীরস ও নিঃসঙ্গ করিয়া অনাসক্ত হইয়া, কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান কর। জীব নিঃসঙ্গ হইলে, অজীব হইয়া থাকে। অতএব তুমি সঙ্গহীন হইয়া, আত্মাতে অবসান কর। সঙ্গহীন না হইলে দুর্ভর দেহভার বহন করিয়া পদেপদেই অবসন্ন হইতে হয়।

সপ্ততিতম সর্গ (নির্ব্বিকল্পোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সঙ্গসুখের অভ্যাস করিলে, যে কল্পনাবর্জ্জিত অবস্থা উপস্থিত হয়, জাগ্রৎকালেও তাহাকে সুষুপ্তি বলা যাইতে পারে। তদবস্থায় কার্য্য করিলেও, কর্তৃত্ব জন্মে না। অভ্যাসবলে এই অবস্থার স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইলে, তাহাকে তুর্য্যাবস্থা বলা যায়। মন এই তুর্য্যাবস্থায় নিত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্যানন্দস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার নাম তুর্য্যাতীত পদ। যোগিগণ এই পদ প্রাপ্তিমাত্র মুক্ত হন। আর তাঁহাদিগকে জন্মপাশ বা মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইতে হয় না।

একসপ্ততিতম সর্গ (জীবনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অয়ি সুলোচন! জীবন্মুক্তেরা তুর্য্যপদকেই অদ্বিতীয় জ্ঞান করেন। তুমি কিয়ৎকাল সুষুপ্তিদশায় বিশ্রাম করিয়া, এই তুর্য্যপদ আশ্রয় কর। উহা প্রাপ্ত হইলে, তোমার অহংকার পরিহার হইবে। এই অহংকার কিছুই নহে। তুমি

জ্ঞেয়বস্তু বিদিত হইয়াছ। বিচার করিয়া দেখ, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই। কেননা, দেহ কিছুই নহে। চিত্তই মন, জীব, অহঙ্কার ও দেহ প্রভৃতি নামগ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করে।

শ্রীরাম কহিলেন, চিত্তের কিজন্য এতগুলি নাম হইয়াছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তশক্তি ঈশ্বরের অজ্ঞানশক্তি সমন্বিত অংশ প্রাণশক্তির আশ্রয়। এইজন্য তাহাকে জীব বলে। সেই জীব অহংজ্ঞান দ্বারা অহংকার, সংকল্পনিশ্চয় দ্বারা বুদ্ধি, উপচয় দ্বারা দেহ ও বিমর্ষ দ্বারা মন ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্য প্রভৃতি উপনিষদ পরম্পরা জীবের এইপ্রকার বহুবিধ রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ। এইপ্রকার বলিতে বলিতে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলশেখর আশ্রয় করিলেন। তখন সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পরদিন প্রভাতে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সভায় সমাগত হইলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ (মোক্ষস্বরূপবিনির্ণয়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহারা এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর বিনষ্ট হইলে, হায়, "আমি বিনষ্ট হইলাম" বলিয়া বিলাপ করে, সেই মূঢ়মতিদিগকে ধিক! অজ্ঞব্যক্তিই সংসারী ও প্রাজ্ঞ মুক্ত হইয়া থাকেন। একমাত্র অনুভূতিই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়। আত্মা স্থূল বা সূক্ষ্ম নহেন; প্রত্যক্ষ বা অদৃশ্য নহেন। চেতন বা জড় নহেন, সৎ বা অসৎও নহেন। একমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারাই তাঁহার অনুভব হয়। এই অনুভবই মুক্তির হেতু।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (আত্মবিচার)।

বিচার দ্বারা দ্বৈতদৃষ্টির ক্ষালন হইলে, সেই অদৃশ্য আত্মার দর্শন লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন, সেই আত্মপ্রাপ্তির অন্যতর উপায় এই, সমুদয়ই আমি; আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইপ্রকার বিচার দ্বারা ভেদজ্ঞান দূর হইলে, আমি কিছুই নহি, ইত্যাকার প্রবোধসঞ্চার হইয়া, অহংকার বিনাশ করে। অহংকার বিনষ্ট হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তিনিই স্বপ্রকাশ সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম। তাঁহার উপমা নাই; বাক্য বা মনের দ্বারাও তাঁহার নির্ণয় হয় না। তিনি অনাদি, এই কারণে তাঁহার জন্ম নাই। তিনি জন্মরহিত, এই কারণে তাঁহার মৃত্যু নাই। যেহেতু, মৃত্যু নাই; সেই হেতু তিনি অনন্ত। তিনি সর্ব্বগ, সেইজন্য সকলেতেই আছেন। তিনি সর্ব্বময়, সেইজন্য কিছুরই অবচ্ছিন্ন নহেন। তিনি অনবচ্ছিন্ন, এই জন্য অবদ্ধ এবং অবদ্ধ বলিয়া মুক্তও নহেন। কেননা, যাহার বন্ধন নাই, তাহার আবার মুক্তি কি? লোকে অজ্ঞানপ্রযুক্তই আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। বলিতে কি, বাসনাই বন্ধ এবং বাসনাক্ষয়ই মোক্ষ। অতএব তুমি কল্পনা ত্যাগ করিয়া, মোক্ষপদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হও।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ (বৈরাগ্যোপদেশ)।

আমার মোক্ষ হউক, এইপ্রকার বাসনা করিলেই, মুক্তিলাভ হয় না। বাসনার ক্ষয় হইয়া, মন নির্ম্মল হইলেই, শান্তপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনের ক্ষয় হইলে, অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া থাকে এবং অবিদ্যার ক্ষয় হইলে, ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব ও তৎসহকারে প্রবোধ সঞ্চরিত হয়। এই প্রবোধই পরমপদ ও পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। ইহা প্রাপ্ত হইলে, আর কিছুরই

অপেক্ষা করিতে হয় না। অতএব তুমি বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া, আত্মার বিশ্রামকরত রাজ্যশাসন কর। তাহা হইলে, পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে। কি স্বর্গ, কি চন্দ্র, কি প্রিয়তমা স্ত্রী, কি বসন্তকাল, কিছুতেই এইপ্রকার আনন্দ সম্ভব নহে। এই আনন্দ প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবী গোষ্পদের ন্যায়, মেরু স্থাণুর ন্যায় ও দিক্ সকল ক্ষুদ্র সম্পুটিকার ন্যায়, প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মানন্দের কোনকালেই ক্ষয় নাই। ব্রহ্মানন্দের উদয় হইলে, রণে, বনে, শত্রু ও অগ্নিমধ্যেও সুখদুঃখ বিহীন হইয়া, পরমানন্দে বিচরণ করিতে পারা যায়।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। মুক্তামুক্তবিচার।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজর্ষি জনক, মহাভাগ দিলীপ ও মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণ যুদ্ধাদিসহকারে রাজকার্য্য করিয়াও, জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন। অনাসক্তিই ইহার কারণ। দানবরাজ নমুচি এই অনাশক্তিসহায়েই দেবগণের সহিত সতত বিরোধ করিয়াও মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মায়াবী শঙ্কর অনাসক্ত ছিলেন। এইজন্য মুক্ত হইয়াছেন। প্রহ্লাদ ও বলি রাজকার্য্য করিয়াও, অনাসক্ত প্রযুক্ত মুক্তিলাভ করিয়াছেন। দানবরাজ কুশল অনাসক্ত ছিলেন। এইজন্য, বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিয়াও, মুক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মা মুক্ত হইলেও, সৃজন, বিষ্ণু মুক্ত হইলেও, পালন ও মহাদেব মুক্ত হইলেও পার্ব্বতীর সহিত বিহার করেন। ফলতঃ, অনাসক্তিই মুক্তির সোপান।

প্রাজ্ঞ! তির্য্যক্‌যোনি মধ্যেও শত শত বুদ্ধিমানের অভাব নাই; আবার, দেবযোনি মধ্যেও শত শত নির্ব্বুদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই এইপ্রকার বিচিত্র নিয়তি বিরাজমান। হৃদয়গুহাশায়ী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পুরুষ ও বিধাতা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায়,

ত্তম মধ্যেও অধম এবং সিকতা মধ্যে মুক্তার ন্যায়, অধম মধ্যে ত্তম বস্তুর সদ্ভাব অসম্ভব নহে। পাপও বিভীষিকা সহকারে াপাত্মাকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। আবার, ধর্ম্মও মিথ্যা অবনতি প্রদর্শনপূর্ব্বক ধার্ম্মিককে হতাশ্বাস করিয়া, পাপে প্রেরণ করিয়া াকে। নিত্য নির্ম্মল পরব্রহ্মেও জগৎসত্তা আরোপিত হয়। ই সকল বিচার করিয়া, তুমি একমাত্র সত্য আশ্রয় কর। বিধি-ত বিচিত্র নিয়তির কিছুই অসাধ্য নাই।

মুক্তি দ্বিবিধ, সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। অনাসক্তি দ্বারা নে যে শান্তির সঞ্চয় হয়, তাহার নাম মুক্তি। এই মুক্তি দেহ বিদ্যমানে হইলে সদেহ বা জীবন্মুক্তি এবং অবিদ্যমানে হইলে বিদেহমুক্তি বলিয়া উল্লিখিত হয়। তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া, পরম সুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ। (সংসারের সামান্য।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, যুক্তি ও বিচারাদির সহায়ে বিবেক লাভ করাই প্রকৃত পুরুষত্ব। তুমি সেই পুরুষকার সংগ্রহ কর; কাপুরুষের ন্যায়, অনর্থক কাল অতিবাহিত করিও না। এই সংসার মহাসাগরের ন্যায়, অতীব ভীষণ ও দুস্তর। অশেষ দুঃখ ইহার তরঙ্গ লহরী। ঐ তরঙ্গে ভাসমান হওয়া উচিত নহে। তোমার ন্যায়, মহাত্মারা সবিশেষ পরিদর্শন করিয়া, সহসা সংসারসাগরে অবগাহন করেন না। যিনি শিষ্টরূপ পরীক্ষা ও প্রমাণ সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ এবং তিনিই সেই কার্য্যের সমুচিত ফল লাভ করেন। ঐশ্বর্য্যের প্রকৃতস্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া, ভোগে প্রবৃত্ত হইলে, পরিণামে অবশ্যই সুখ লাভ হয়। ইহার বিপরীত হইলে, ক্লেশমাত্র প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা উত্তরোত্তর তেজ, বল ও বুদ্ধিসম্পন্ন হন এবং সর্ব্বদাই শান্তির ক্রোড়ে বিহার করিয়া

থাকেন। মশক যেমন প্রবল পবনবশে কোথায় পরিচালিত হয়, হিংসাদ্বেষাদি তদ্রূপ তাহাদের বিবেকবলে বিদূরিত হইয়া থাকে এবং কোনপ্রকার ক্লেশই তাহাদের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তুমি তত্ত্বদৃষ্টিসহায়ে উক্তরূপ সুবিমল শান্তি লাভ কর।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ। জীবন্মুক্তি কথন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্ ! জীবন্মুক্তি কাহাকে বলে, পুনরায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি বহুবার এবিষয় বলিয়াছি। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ? অবধান কর। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা অনাসক্ত হইয়া, কার্য্য করেন। তদ্বিষয়ে ভবিষ্যতের কোনরূপ প্রত্যাশা ও অতীতেরও কোনরূপ চিন্তা করেন না। বর্ত্তমানমাত্রের অপেক্ষা তজ্জন্য তাহার করেন। কার্য্য সিদ্ধহউক বা নাহউক, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টিনাই সিদ্ধিতে আনন্দ ও অসিদ্ধিতে বিষাদ অনুভব করেন না। সুখ বা দুঃখ কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। সেইজন্য উভয়েই তাঁহাদের সমান প্রতীত হইয়া থাকে। তাঁহারা কোনরূপ কোতূহল বা বিস্ময়ের বশবর্ত্তী নহেন। এমন কি, অগ্নি জল এবং জল অগ্নি হইলেও, তাঁহাদের বিস্ময় সমুদ্ভূত হয় না। তাঁহাদের মন সর্ব্বথা নির্ম্মল ও রাগ দ্বেষাদির বহির্ভূত। তাঁহাদের স্বভাব কোমল, প্রকৃতি অচপল, জ্ঞান বিজ্ঞান প্রশস্ত, চিত্ত প্রসন্ন ও মূর্ত্তি মধুরভাবাপন্ন এবং আকার প্রকারে কোনপ্রকার দৈন্য বা অস্থিরতার সম্পর্ক নাই। তাঁহারা ভক্তের ভক্ত, বালকের বালক, বৃদ্ধের বৃদ্ধ ও বীরের বীর স্বরূপে বিরাজ করেন। এই সংসার স্বভাবতঃ ভঙ্গুরভাবাপন্ন। ইহাতে সুখ দুঃখের অবসর কোথায়? ইহা স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, একবারেই ভ্রান্তিমূলক। ইহাতে আবার আগ্রহ কি? এইজন্য মহাত্মারা ইহার কোন অংশেই আসক্ত হয়েন না।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ (যোগবর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, মন যেরূপে শান্তি লাভ করে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নিরাকৃত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, দ্বিবিধ উপায়ে মনের শান্তি সম্পন্ন হয়; প্রথম জ্ঞান, দ্বিতীয় যোগ। তন্মধ্যে তত্ত্বদর্শনকে জ্ঞান ও প্রাণাদি-বৃত্তিরোধকে যোগ বলে।

শ্রীরাম কহিলেন, যোগসাধনের উপায় কি।

বশিষ্ঠ কহিলেন; যে বায়ু দেহান্তর্বর্ত্তী সহস্র নাড়ীতে সঞ্চরিত হয়, তাহার নাম প্রাণ। এই প্রাণ ক্রিয়াভেদে অপানাদি পঞ্চ ভাগে বিভক্ত এবং ইহা স্পন্দিত হইলে, অন্তরে যে কল্পনোন্মুখী সম্বিৎ সমুদ্ভূত হয়, তাহার নাম চিত্ত। ভবিষ্যদর্শী প্রাজ্ঞ পুরুষগণ চিত্তের এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং প্রাণস্পন্দ বোধ করিলেই, চিত্তের শান্তি হয় এবং চিত্ত শান্ত হইলে, জগতের লয় হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, প্রাণ অনবরত দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। তাহাকে রুদ্ধ করা কিরূপে সম্ভব?

বশিষ্ঠ কহিলেন, শাস্ত্র, সৎসঙ্গ ও বৈরাগ্যরূপ যোগ দ্বারা সংসারে অনিচ্ছা জন্মিলে, মন একমাত্র ব্রহ্মধ্যানে ব্যাপৃত হয়। ঐরূপ ধ্যানযোগের গাঢ়তর অভ্যাস হইলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। পূরক, কুম্ভক ও রেচকযোগ সহায়ে প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে, যে ঘনতর ধ্যানযোগ উপপন্ন হয়, তৎপ্রভাবেও প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। ওঙ্কারোচ্চারণ সমুত্থিত শব্দের তত্ত্বাবধারণ দ্বারা সম্বিদ্ সুষুপ্ত হইলেও, প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। রেচক অভ্যাস করিলে, আকাশে বিস্তারপূর্ব্বক অবস্থিতিপ্রযুক্ত প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। পূরক অভ্যাস করিলে, সঞ্চাররোধবশতঃ প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। কুম্ভক অভ্যাস করিলে স্তম্ভিতভাবে অবস্থানপ্রযুক্ত

প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। জিহ্বা দ্বারা ক্ষুদ্রজিহ্বাকে আক্রমণ করিলে, ঊর্দ্ধগতিপ্রযুক্ত প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। নির্ব্বিকল্প সমাধিসময়ে হৃদয়াকাশে সম্বিদের অন্তর্দ্ধানবশতঃ প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। নাসাগ্রের বহির্দ্দেশস্থ দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণে বিমলআকাশ প্রাণবায়ুর সঞ্চার স্থান। নেত্ররোধপূর্ব্বক সেই আকাশকে ও মনোনিরোধপূর্ব্বক সম্বিদকে নিরুদ্ধ করিলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। অভ্যাসসহায়ে প্রাণকে তালু হইতে দ্বাদশ অঙ্গুল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করিয়া, সম্বিদ রোধ করিলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। ভ্রূমধ্যে অক্ষিতারকা বদ্ধ করিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রোধ, জিহ্বা ও প্রাণবায়ুকে তালুবিবর পথে কপালকুহরে আনয়নপূর্ব্বক দ্বাদশাঙ্গুল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে সংস্থাপন করিলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। ভগবৎ প্রসাদে বা গুরুদেবের কৃপায় সহসা কাকতালীয় যোগে আত্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত ও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং তৎসহকারে বিকল্প তিরোহিত হইলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। সংসার কিছুই নহে, শূন্য ও কল্পনাকর এইপ্রকার নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বাসনা বিসর্জ্জন করিলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। হৃদয়ই সর্ব্বপ্রধান ও সকল বস্তুর দর্পণস্বরূপ। উহা বাসনাশূন্য হইলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। এতদব্যতীত নানাদেশীয় লোকের কল্পিত অন্যান্য নানাবিধ উপায়েও প্রাণ স্পন্দরহিত হইয়া থাকে। মধ্যমজ্ঞানীর প্রথমে উল্লিখিত যোগ সকল অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। অভ্যাস না করিয়া, হঠাৎ যোগে প্রবৃত্ত হইলে, মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। বৈরাগ্য সহকৃত অভ্যাস দ্বারা দৃঢ়ত্ব সম্পন্ন হইলেই, প্রাণরোধে বিশিষ্ট ফল প্রাপ্তি হয়।

উনাশীতিতম সর্গ। সম্যক্ জ্ঞানস্বরূপকীর্ত্তন।

শ্রীরাম কহিলেন, যোগযুক্ত চিত্তের শান্তি নির্দ্দেশ করিলেন। অধুনা, সম্যক্ জ্ঞান কাহাকে বলে, কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, একমাত্র প্রকাশাত্মা পরমাত্মাই আছেন, এই প্রকার অবধারণার নাম সম্যক্ জ্ঞান। এই দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই আত্মা; আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই; এইপ্রকার নিশ্চয়ের নাম সম্যক্ জ্ঞান। এইপ্রকার সম্যক্ জ্ঞানই মোক্ষের হেতু এবং তদ্বিপরীতই পুনরাবৃত্তির কারণ। রজ্জুকে সর্পবোধ না করিয়া, প্রকৃত রজ্জু জ্ঞান করাই সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণ। সম্যক্ জ্ঞানের অভাবকেই অবিদ্যা বলে। এই অবিদ্যা বন্ধের হেতু ও মুক্তির অন্তরায়। বৎস! সমস্ত জগতই আত্মা; এই প্রকার অবধারণা দ্বারা যে সমদর্শিতার সঞ্চার হয়, তাহাই সম্যক্ জ্ঞান জানিবে। সৌম্য! যিনি আদি-মধ্য-অবসান সর্ব্বত্রই বিরাজমান, যাঁহার বিনাশ নাই এবং যিনি সকলের আত্মা, তুমি তন্ময় হও। সংসারের যাহা কিছু, তৎসমস্তই আত্মা; সুতরাং সুখদুঃখের অবসর কোথায়? ফলতঃ, সমুদায়ই আত্মময়; এইপ্রকার সম্যক্ দর্শন দ্বারা তুমি স্থিরতর ও বিশ্বরপদে অবস্থান কর।

অশীতিতম সর্গ। দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধ।

সৌম্য! চিত্তই যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। অতএব চিত্তকেই এই বলিয়া প্রবোধ দানপূর্ব্বক নির্ম্মল করিবে, রে মূঢ়! তোমার এই জগদ্ভ্রম সর্ব্বৈব মিথ্যা। তোমার সীমা আমার নবিশেষ বিদিত হইয়াছে। তুমি বিনষ্ট হও। কিজন্য আমার অন্তরে প্রস্ফুরিত হইতেছ? যে তোমাকে আত্মীয় বোধ করে, তুমি তাহারই নিকটে যাও। তোমার ঈদৃশী অনর্থ চেষ্টায় আমি বিরক্ত হইয়াছি। তোমার জীবন নাই; অধুনা আবার বিচারবলে আরও নির্জীব হইয়াছ। তুমি থাক বা যাও, আমার কেহই নহ। তুমি জড়, শঠ ও সর্ব্বথা ভ্রান্ত। মূঢ়েরাই তোমার আয়ত্ত হয়। তুমি বহুকাল আমার শূন্যদেহে অবস্থিতি করিয়াছ। অধুনা, আমার এই দেহ সাধুগণের সেবাবলে পূর্ণভাবে অলঙ্কৃত

হইয়াছে। অতএব তুমি দূর হও। কি আশ্চর্য্য! এই ধূর্ত্ত মন সকলকেই একান্ত অভিভূত করিয়াছে! রে মূঢ়! তোর পরাক্রম কোথায়? আমাকে পরাভূত করিলে; তুমি যথার্থই পরাক্রম-বিশিষ্ট। অধুনা, বিচারবলে আমার প্রবোধ সমুদিত হইয়াছে। তৎপ্রভাবে আমি তোমায় মৃতবৎ দেখিয়া থাকি। অথবা, তোমার ক্ষমতা কি? তুমি সাক্ষী মাত্র। আমার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, অহঙ্কার নাই, মোহ নাই, শোক নাই, আশাদিরও সম্পর্ক নাই। আমি আত্মস্বরূপ; আমি নিত্য ও সর্ব্বময়। আমি চিৎস্বরূপ ও অনবচ্ছিন্ন আদি বিধাতা। আমি নির্ব্বিকার, নিরংশ ও সর্ব্বকালস্বরূপ। আমাকে নমস্কার।

রাম! তুমি এইরূপে মনকে প্রবোধিত ও নির্ম্মল কর। মন নির্ম্মল হইলে, জীবন্মুক্তি লাভ হইবে।

একাশীতিতম সর্গ। চিত্তসত্তাপ্রতিপাদন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! চিত্ত কিছুই নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং, এই চিত্তজাত পদার্থ ভাবনাও কিছুই নহে। একমাত্র অনাদি অনন্ত নির্ম্মল ব্রহ্মই সত্য ও সর্ব্বকাল বিরাজমান। চিত্তের ক্ষয় হইলে, অহংকারাদির ক্ষয় হইয়া থাকে। অহংকারের ক্ষয় হইলে, নিদ্রাবস্থাতেও প্রবোধ প্রসুপ্ত হয় না।

প্রাজ্ঞ পুরুষ, অন্তরে এইপ্রকার বিচার করেন, যে, আমিই নিত্য পূর্ণ অনাদি পরমাত্মা। আমার মন থাক্ আর নাই থাক্, উহার বিচারে প্রয়োজন কি, আমি মূর্খতা প্রযুক্ত অহংকারের বশীভূত ছিলাম। তাহারা এইপ্রকার বিচার করিয়া, সংকল্পপরিহার-পূর্ব্বক মৌনীভাবে অবস্থান করেন। তুমিও এইরূপ বিচার করিয়া অহংকার ত্যাগ ও চিত্তকে প্রবোধিত কর। চিত্ত প্রবোধিত হইলে, কার্য্য কর আর নাই কর, জীবন্মুক্তি লাভ করিবে।

তোমার ন্যায় সজ্জন ও মহাবুদ্ধি মহাত্মারা অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, যথাসুখে কার্য্যানুষ্ঠান ও বিহার করেন।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ইন্দ্রিয়ানুশাসন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহর্ষি বীতহব্য যেরূপে মোক্ষলাভ করেন, শ্রবণ কর। বিন্ধ্যগিরির কন্দরকাননে বহুকাল অতিবাহিত হইলে, তদীয় মন একদা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তিনি স্পষ্টই প্রতীতি করিলেন, যে, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি কেবল আধিব্যাধিময় সংসারভ্রম সমুৎপাদন করে। এইজন্য তিনি নির্বিকল্পসমাধি মানসে আপনার কদলীপত্ররচিত কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় পরম পবিত্র মৃগচর্ম্মের আসনে বদ্ধপদ্মাসনে আসীন হইয়া, মনকে নিগৃহীত করিয়া, বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সমুদায় কল্পনা ত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন, মন কি চঞ্চল। বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিলেও, তরঙ্গপতিত পত্রবৎ কোনমতেই স্থির হয় না। রে চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ! আমি সমাধিযোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ সময়েও কি তোমাদের নিবৃত্তি নাই। স্থির হও, তোমাদের এই চঞ্চলতা কোনমতেই সুখের কারণ নহে। অন্ধের অমার্গ প্রবৃত্তির ন্যায় সর্ব্বদা ক্লেশ ও বিপত্তিজনক। তোমরা কি নিমিত্ত বৃথা-চঞ্চল ও ব্যাকুল হইতেছ? তোমরা জড়। চিদাত্মা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছ। কোন মতেই তাঁহারে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।

রে চিত্ত! তুমি নামমাত্র চিত্ত; নিরাময় সম্বিদই চিত্ত। তুমি জড়, অতএব কি নিমিত্ত আপনাকে কর্ত্তা ভাবিয়া, অভিমানপূর্ব্বক উপহাসাস্পদ হইতেছ? আত্মা তোমায় প্রেরণ না করিলে, তুমি কার্য্য করিতে পার না। অতএব তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান কোথায়? রে মূঢ়! আত্মার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা, তুমি আত্মা হইতে সর্ব্বথা পৃথক্। এক বস্তু অপর বস্তুর

সহিত মিলিত হইলে যদি উভয়েই এক হইয়া যায়, তাহা হইলে, তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ বলে। যেমন, ক্ষীরে ক্ষীর ও জলে জল মিলিত হইলে, উভয়েই একতা প্রাপ্ত হয়; এইজন্য ক্ষীরের সহিত ক্ষীরের সম্বন্ধ আছে। অগ্নি ও জলের সম্বন্ধ নাই। এই জন্য মিলন হইলে, পরস্পরের বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রে মূঢ়! তোমা হইতেই যাবতীয় দুঃখদৃশ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। একমাত্র বিতত আত্মাই সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আকাশকুসুমের ন্যায়. কল্পনার অবসর কোথায়? অতএব তুমি কল্পনা ত্যাগ করিয়া, আত্মপথে প্রবৃত্ত হও।

ত্র্যশীতিতম সর্গ চিত্তসত্তাবিচার।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি বীতহব্য এই বলিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে প্রবোধিত কবিতে লাগিলেন, রে ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা আছ বলিয়া, বারংবার জন্মমরণজনিত বহুবিধ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা স্বীয় সত্তা ত্যাগ কর। তোমারা থাকিলে, কামক্রোধাদি রিপুগণও প্রবল হইয়া, হৃদয়কাননে বেতালের ন্যায়, নৃত্য কবে। কিন্তু তোমারা সত্তাহীন হইলে, প্রশান্তসাগরের ন্যায় হৃদয়ের বিক্ষোভ দুব ও সমতার সঞ্চার হয়

রে চিত্ত! তুমিই ইন্দ্রিয়গণ সত্তা ত্যাগ করিবে। তুমি কখন আত্মলাভসুখ পরিহার করিও না। যাহারা উহাত্যাগ করে, তাহারই প্রকৃত মূঢ়। অতএব তুমি আপনাকে নির্জীব ভাবিয়া, সংকল্প ত্যাগ করিয়া, সুখী হও। সত্য বলিতেছি, তোমার জীবন নাই এবংঅস্তিত্বও নাই। একমাত্র আত্মতত্ত্বই নিত্য বিদ্যমান। অতএব তুমিও আত্মা, আমিও আত্মা, অধুনা, আমি সেই আত্মায় বিশ্রাম করি, তুমি সত্তা ত্যাগ কর।

চতুরশীতিতম সর্গ। মনোজগৎবর্ণন।

মহামতি বীতহব্য বাসনাত্যাগসহকারে এইপ্রকার অবধারণানন্তর মনকে বলপূর্ব্বক সমাধিতে নিয়োজিত করিলেন। তৎপ্রভাবে তাঁহার প্রাণানিল ক্রমে ক্রমে স্পন্দহীন হইল। অক্ষিতারা ভ্রূমধ্যে প্রবেশ করিল। নয়নযুগল অর্দ্ধবিকসিত পদ্মবৎ হইল এবং তাঁহার মস্তক, গ্রীবা ও দেহ সমভাবে রহিল। তদবস্থায় তিনি শৈলোৎকীর্ণ পুত্তলিকার ন্যায়, স্পন্দহীন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীয় হস্তিগণের ভয়ঙ্কর বৃংহিত, কেশরীগণের সুভীষণ গর্জ্জিত, অশনিপাতের অত্যুৎকট বিস্ফূর্জ্জিত এবং পর্ব্বতের বিপুল আস্ফোটিত শব্দেও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তদবস্থায় বর্ষাশতত্রয় অতিবাহিত হইলে, তাঁহার কলেবর কোন সময়ে বর্ষার প্রবল প্রাদুর্ভাবে জলধারাপ্রেরিত পঙ্কের সহিত ক্রমে পর্ব্বত হইতে স্খলিত ও ভূমিতে পতিত হইল এবং পঙ্কমধ্যে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত প্রোথিত হইয়া গেল। তথাপি তাঁহার বিনাশ হইল না।

তদবস্থায় পুনরায় তিনশত বৎসর অতীত হইলে, তদীয় অন্তরে প্রবোধ সঞ্চরিত ও ভূমিমধ্যস্থ কলেবরে সম্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হইল কিন্তু কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রোথিত হওয়াতে, প্রাণ আর স্পন্দিত হইল না এবং তন্নিবন্ধন বাহ্যদৃষ্টিও রহিত হইয়া গেল। কিন্তু অন্তরে মনোরূপিণী কল্পনার উদয় হওয়াতে, তিনি সেই কল্পনাবলে কৈলাসে কদম্বতলে জীবন্মুক্ত মুনি হইয়া শতবর্ষ ও স্বর্গে আধিবিহীন বিদ্যাধর হইয়া, অপর শতবর্ষ অতিবাহন এবং পঞ্চযুগ ইন্দ্রত্ব ভোগ করিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, বীতহব্য যে, ঐরূপে ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগ করিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের ক্ষণিক প্রতিভাস মাত্র। সুতরাং উহাতে আবার বৎসর প্রভৃতির গণনা সম্ভব কোথায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সর্ব্বময় চিৎশক্তির অসম্ভাব্য কিছুই নাই। উহাতে দিক্‌কালাদি নিয়তি তন্ময় হইয়া, অবস্থিতি করে।

বীতহব্যও চিৎশক্তির ঐ প্রকার স্বভাব দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপ্রভাবে তিনি এককল্প কালত্রয়দর্শী শিবগণ হইয়া, যাপন করিলেন। অনন্তর গাণপত্য সাধনানন্তর কৈলাসবনকুঞ্জে কিছু দিন হংসরূপে অতিবাহন করিয়া, নিষাদদেশে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও পরে সৌরাষ্ট্রমণ্ডলে রাজা হইলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ। সমাধিযোগ।

শ্রীরাম কহিলেন, বীতহব্য আপনার পঙ্কমগ্ন দেহ কিরূপে উদ্ধার ও কিরূপেই বা বিদেহ মুক্তি লাভ করিলেন, কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বীতহব্যের আত্মা অনন্তভাবে অলঙ্কৃত ও মন নির্ম্মল হইয়াছিল। কোন সময়ে চিদাত্মার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার প্রাক্তন জন্ম প্রকাশে বাসনা হইল। তখন তিনি আপনার দেহকে পঙ্কপ্রোথিত দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আমার এই দেহ পঙ্কমগ্ন হওয়াতে, প্রাণবায়ুর সঞ্চার রোধ হইয়াছে, তজ্জন্য ইহার কার্য্যশক্তি তিরোহিত হইয়াছে। এই কারণে আমি জীবন্মুক্ত হইব। আমার আর লোকলীলায় প্রয়োজন কি? অথবা, দেহ ত্যাগ করিয়াই বা কি করিব? অতএব যাবৎ এই দেহ পরমাণুত্ব না হয় তাবৎ আমি ইহার আশ্রয়ে বিহার করিব। অতএব আমি সূর্য্যশরীরে প্রবেশ করি, তাহা হইলে, তাঁহার পরিচারক ভগবন্ পিঙ্গল এই দেহকে উদ্ধার করিবেন। এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি পিঙ্গলের দেহযোগে সূর্য্যের হৃদয়ে আবিষ্ট হইলেন। ভগবন্ ভাস্কর তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সম্মুখস্থ প্রধান পরিচারক পিঙ্গলকে কহিলেন, তুমি ঐ পঙ্কপ্রোথিত দেহ উদ্ধার কর। তখন বীতহব্যের সেই কলেবর সূর্য্যদেবকে মনে মনে প্রণাম ও পূজা করিয়া, তদীয় সমুচিত সম্মানসহকৃত আদেশানুসারে পিঙ্গল শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইল। পিঙ্গল

নভোমণ্ডল ত্যাগ করিয়া, বিন্ধ্যাচলে বীতহব্যের নিকট গমন ও নখর দ্বারা মৃত্তিকা আকর্ষণ করিয়া, সারস যেমন সলিল হইতে মৃণাল উত্তোলন করে, তদ্রূপ বীতহব্যের কলেবর ধরাতল হইতে উদ্ধার করিলেন। উদ্ধৃতমাত্র সেই দেহ পিঙ্গল দেহ হইতে বিনির্গত ও স্থূলদেহে অনুপবিষ্ট হইল। তখন বীতহব্য সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জকলেবরে সূর্য্যলোক হইতে পৃথিবীতে অবতরণ ও যথা-বিধি স্নান করিয়া, সূর্য্যের অর্চ্চনানন্তর সকল সঙ্গবিমুক্ত হইয়া, মৈত্র, শান্তি, সমদর্শিতা, কৃপা, শোভা ও প্রজ্ঞার সহিত পূর্ব্ববৎ বিন্ধ্যাচলে বিহার করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ। ইন্দ্রিয় নিরাকরণ বিধিযোগনির্দ্দেশ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর কোন সময়ে সেই দৃষ্টলোক পরাবর মহর্ষি বীতহব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি প্রথমে ইন্দ্রিয়-দিগকে পরিহার ও পরে নবদ্বার রোধ করিয়া, স্থাণুর ন্যায়, স্থির হইয়া, সমাধি সাধন করিব এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, চিন্মাত্রের ন্যায়, তুল্যপদের অনুসরণক্রমে সম্বিদ্‌মাত্রে অধিষ্ঠান করিব। এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি পদ্মাসন বন্ধনপূর্ব্বক উত্তার-নয়নে ছয় দিন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান করিয়া, প্রবুদ্ধ হইলেন। এইরূপে সিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত হইয়া, বহুবর্ষ তাঁহার অতিবাহিত হইল। হেয়োপাদেয় সঙ্গ পরিহারপ্রযুক্ত তাঁহার মন পূর্ণচন্দ্রবৎ নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক; সমস্ত কল্পনাজাল বিগলিত এবং ইচ্ছানিচ্ছাও নিরাকৃত হইল। তখন তিনি সংসারপাশছেদন-বাসনাপরবশ হইয়া, কন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং জন্মকর্ম্মের সীমান্তস্বরূপ বিদেহমুক্তি প্রাপ্তিকামনায় পদ্মাসনে আসীন হইয়া, কহিতে লাগিহেন, মন! অধুনা সমতার উদয়ে কিরূপ আনন্দ সুখ ভোগ করিতেছ, দেখ! অতএব এইরূপ বীতরাগ হইয়া, প্রশান্তভাব অবলম্বন কর। হে রাগ! হে দ্বেষ! তোমরাও সত্তা

পরিহার কর। হে ভোগ! তুমি আমাকে কোটি কোটি জন্ম বালকের ন্যায়, লালন করিয়াছ। তাত! অধুনা আমাকে ত্যাগ কর। তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মানন্দ সুখ! তোমার অনুগ্রহে পবিত্র নির্ব্বাণপদবী আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়াছে। তোমাকে নমস্কার। হে তৃষ্ণা! অনুমতি কর, নির্ব্বাণপদ আশ্রয় করি। হে দুঃখ! আমি তোমারই প্রেরণা ও উপদেশে সুখ সাধনজন্য পরমপদের অনুসন্ধান করিয়াছি। অতএব গুরু তোমাকে নমস্কার। হে মিত্র সংসার! হে বন্ধুদেহ! তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি প্রয়োজনের বিষম গতিবশতঃ তোমাদিগকে অদ্য পরিত্যাগ করিতেছি। হে চিত্ত! তুমি আমার পরম সখা। যেহেতু তুমি আমার উপকারার্থ আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াও, আত্মজ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমায় ত্যাগ করিতেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। হে দেবসুকৃত! তোমাকে নমস্কার। অদ্য ভবদীয় প্রসাদে আমার নরকমুক্তি ও স্বর্গসঙ্গতি সম্পন্ন হইল। হে ইন্দ্রিয়বর্গ! তোমরা আমার বহুদিনের সঙ্গী। আমি অধুনা স্বকীয় ভবনে গমন করিতেছি, তোমাদের কল্যাণ হউক। হে শ্রুতি! তুমি আকাশে গমন কর। হে দৃষ্টি! তুমি সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ কর। হে ঘ্রাণ! তুমি মৃত্তিকায় লীন হও। হে স্পর্শ! তুমি বায়ুমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হও। হে রসনা! তুমি চন্দ্রমণ্ডলে রসায়ন মধ্যে প্রবেশ কর। তোমরা সকলেই আমার মিত্র। এক্ষণে অনুমতি কর, আমি স্বপদে অধিষ্ঠান করি। হে দৃশ্য! আমি তোমার সহবাসে মোহবশে বহুকাল বাহ্যভোগ পরম্পরায় বিহার করিতেছি। তোমাকে নমস্কার। হে পাণিসকল! তোমরা আমার পূর্ব্বজন্মের অকৃত্রিম মিত্র ও বয়স্য। আমি বহুকাল ক্রীড়াপ্রসঙ্গে তোমাদের সহিত যাপন করিয়াছি। এক্ষণে বিদায় হই; অপরাধ গ্রহণ করিও না, তোমাদের মঙ্গল। হউক। তোমরাও যথাপ্রদেশে প্রস্থান কর। সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে। বস্তুমাত্রেরই

সংযোগ বিয়োগ সংঘটিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য দুঃখ করিও না।

সপ্তাশীতিতম সর্গ। নির্ব্বাণ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! মহাভাগ বীতহব্য এই বলিয়া, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত কল্পনা ত্যাগ ও সপ্তম যোগভূমি আশ্রয় করিয়া, মাত্রা ও পদভেদসহকৃত বিশুদ্ধ ওঁকার ক্রমোর্দ্ধ স্রবের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর রজ্জুতে সর্প বুদ্ধির ন্যায়, পরব্রহ্মে অলীক জগতের ভ্রম ও তন্নিবন্ধন মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়াও জ্ঞান রহিল না। তৎসহকারে তাঁহার বাহ্যাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম কল্পনারও পরিহার হইল। অনন্তর কালত্রয়াতীত সর্ব্বস্বরূপ ওঁকারের পর্য্যবসান হইলে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিহারপ্রযুক্ত তিনি নির্ব্বাত মহাসাগরবৎ সর্ব্বতোভাবে অবিক্ষুব্ধ ও পূর্ণচন্দ্রবৎ পূর্ণশ্রীতে অলঙ্কৃত হইলেন। তাঁহার হৃদয়াকাশে তেজ বা তম কিছুই রহিল না। অনন্তর তিনি নিমেষার্দ্ধ মধ্যেই মনকে তৃণবৎ ছেদন করিয়া, সর্ব্বথা নিষ্পন্দ হইয়া, সুষুপ্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সেই সুষুপ্তপদ দৃঢ়বদ্ধ হইলে তুর্য্যপদ লাভ করিয়া, পরমপদে অধিষ্ঠান, সৎস্বরূপে বিরাজমান হইলেন। যিনি বাক্যমনের অগোচর, বেদে যাঁহাকে ইহা নহে ইহা নহে বলিয়া, সৎস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি সকলের অন্তর্যামী, শূন্যবাদীরা যাঁহাকে শূন্য, ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞান, সাংখ্যবাদীরা পুরুষ যোগবাদীরা ঈশ্বর, কালবাদীরা কাল, আত্মবাদীরা আত্মা, নাস্তিকেরা নৈরাত্ম্য, মাধ্যমিকেরা মধ্য ও সমচিত্তেরা যাঁহাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া থাকেন, যিনি এক হইলেও, অনেক সৎ হইলেও অসৎ, লিপ্ত হইলেও নির্লিপ্ত ও সম হইলেও অসম যিনি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও অনুভবমাত্রের গ্রাহ্য। যিনি অজাত ও অমৃত, যিনি অনাদি ও

আদি, মহাভাগ বীতহব্য সেই সর্ব্বস্বরূপ ঈশ্বরস্বরূপে পরিণত হইলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ (জ্ঞানমাহাত্ম্য ও বিচারযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বীতহব্যের নির্ব্বাণপদবিশ্রান্তি কীর্ত্তন করিলাম। সংসারসমুদ্রের সীমান্ত প্রাপ্ত হওয়াতে, তাঁহার পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি ও আত্মায় আত্মার নির্বৃত হওয়াতে, তদীয় দেহ শিশিরকালীন সরোজের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল। তখন প্রাণবায়ু পরিহার করিলে, ভূতগণ ভূতগণে ও চিদ্ধাতু ধাতুতে লীন হইল। প্রাজ্ঞ! তুমিও বিচারবলে তত্ত্বদৃষ্টি সংগ্রহ করিয়া, ঐরূপ শান্তপদে বিশ্রাম কর। বলিতে কি, আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, অদ্য যাহা বলিতেছি ও ভবিষ্যতে যাহা বলিব, সমুদায়ই আমার দার্শনিক যুক্তি ও বিচারবলে পরীক্ষিত হইয়াছে। জীবন্মুক্তমাত্রেরই এইরূপ অভিপ্রায়। অতএব তুমি জ্ঞান উপার্জ্জন কর। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভের, অজ্ঞানক্ষয়ের, দুঃখশান্তির, সুখপ্রতিপত্তির ও পরমসিদ্ধিলাভের অন্যবিধ উপায় নাই। সুতরাং, জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট ভাবাপন্ন। মহাভাগ বীতহব্য এই জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা আশাপাশ ছেদন করিয়া, শান্তিভবনে সমাগত হইলেন। অতএব জ্ঞানই পরম সাধন ও পরম ধন।

অনঘ! মহাভাগ বীতহব্য ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর মৃত্তিকামধ্যে নিহিত ও নির্ব্বিকল্প সমাধিসহায়ে বীতশোক হইয়া, যেরূপ শান্তিসুখ সম্ভোগ করেন; তুমিও সেইরূপ শান্তিলাভ কর। পুনশ্চ, তিনি বস্তু-কালবিবেকবলে যেরূপ যথাসুখে বিহার করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ বিবেকবলে জীবন্মুক্ত হইয়া, স্বকীয় রাজ্যে যথাসুখে বিহার কর।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! জীবন্মুক্ত পুরুষগণের স্থূলদেহ কি নিমিত্ত নভোগমনে সমর্থ হয় না?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! দ্রব্য, কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কালশক্তি আয়ত্ত থাকিলে অমুক্ত ব্যক্তিও আকাশাদিতে গমনাদি করিতে পারে। সুতরাং, ঐরূপ নভোগমনাদি অবিদ্যারই কার্য্য। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা আত্ম লাভেই পরম পরিতৃপ্ত; এইজন্য ঐ সকল অবিদ্যার কার্য্যে অভিলাষী বা অনুরক্ত নহেন। অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ, যে কোন ব্যক্তি অভ্যাস করিলেই দ্রব্যাদি সহায়ে আকাশগমনাদি করিতে পারগ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, জ্ঞানের উদয় হইলে, ঐ সকল মায়িক ব্যাপারে স্বভাবতঃ বিতৃষ্ণা জন্মে। এইজন্য তাঁহারা উহা একবারেই ত্যাগ করেন! সাধিলেই, সিদ্ধ হয়, এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ, অজ্ঞ প্রভেদ নাই। বলিতে কি, সংসারে আত্মা অপেক্ষা অভীষ্ট বিষয় আর কি আছে? সেই আত্মাকে যদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, নভোগমনাদি মায়িক ব্যাপারপরম্পরার অনর্থক সাধনাতে প্রয়োজন কি? উহা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। এইজন্য আত্মপরায়ণ বীতহব্য উহার সাধনা করেন নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! বীতহব্যের দেহ সমাধিবশে নিষ্পন্দ হইলে ক্রব্যাদগণ তাহা ভক্ষণ করে নাই এবং মৃত্তিকায় নিহিত হইলেও, তাহার ক্লেদ উপস্থিত হয় নাই, ইহার কারণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহাতে আমি তুমি জ্ঞান ও নানাপ্রকার বাসনা আছে, সেই দেহই উক্তরূপ দুঃখপরম্পরা ভোগ করে। কিন্তু যাহাতে বাসনাদির সম্পর্ক নাই; তাদৃশ দেহের কোনরূপ ক্লেদ বা ছেদ নাই। পুনশ্চ, মন যাহা ভাবে, তাহারই স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। দেখ, সংসারে শত্রু মিত্র বলিয়া কোন বিশেষ পদার্থ নাই। একমাত্র মনই ঐ সকলের সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ মন যাহাকে শত্রু দেখে, তাহাকেই শত্রু ভাবে; যাহাকে মিত্র দেখে, তাহাকেই মিত্র ভাবে এবং যাহাকে উদাসীন দেখে, তাহাকেই উদাসীন ভাবে। বীতহব্যের রাগদ্বেষ ছিল না। এইজন্য হিংস্র জন্তুগণও তদীয় যোগিদেহে পতিত হইয়া, তাঁহার ন্যায়

রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন তাঁহাকে আর ভক্ষণ করিতে পারে নাই।

পুনশ্চ, প্রাণবায়ুর স্পন্দনেই দেহ স্পন্দিত হয়। এই কারণে প্রাণবায়ুর রোধ হইলে, দেহ উপরত হইয়া থাকে। যোগ দ্বারা এই প্রাণবায়ুর ধারণা করিলে, উহা আর দেহ ত্যাগ করিয়া, যাইতে পারে না। তজ্জন্য দেহের যৌবন জরাদিরও আর কোনপ্রকার বিকার উপস্থিত হয় না। মহাত্মা বীতহব্যও প্রাণ-ধারণা করিয়া, বিকারহীন স্থায়ী দেহ লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের রাগ নাই, দ্বেষ নাই; যাঁহাদের সংসারগ্রন্থি ছিন্ন ও জ্ঞেয় বস্তু পরিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদেরই ইচ্ছামত দেহস্থিতি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বৎস! মনুষ্যের মন সমাধিতে মগ্ন হইলেই, মৈত্র্যাদি গুণপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, অস্তমিত চিত্তে মৈত্র্যাদিগুণসংযোগ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্তের বিনাশ দুইপ্রকার, স্বরূপ ও অরূপ। তন্মধ্যে জীবন্মুক্তিতে চিত্তনাশ স্বরূপ ও বিদেহমুক্তি দ্বারা চিত্তনাশ অরূপ নামে উল্লিখিত হয়। মন বর্ত্তমান থাকিতে, কোনমতেই দুঃখের ধ্বংস হয় না। এইজন্য জীবন্মুক্তেরা তাহার সত্তাক্ষয় দ্বারা বিনাশ বিধান করেন। ভদ্র! বাসনাযুক্ত মনই জন্মমৃত্যুর কারণ এবং অভিমানবিশিষ্ট চিত্তই দুঃখভাগী জীবশব্দের বাচ্য।

শ্রীরাম কহিলেন, কিরূপে মন বিনষ্ট হয় এবং মনের নাশ ও সত্তাক্ষয়ই বা কাহাকে বলে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সুখ দুঃখের শান্তিপ্রযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি যাহাতে বিচলিত করিতে পারে না; যিনি বিপৎ, সম্পদ, অহংকার, মদ ও মহোৎসবাদিতে বিকৃত হন না; তাঁহারই চিত্ত মৃত বা বিনষ্ট। আমি আমার, এইপ্রকার অভিমানাদির খর্ব্বীভাবকে চিত্তনাশ বলে। জীবন্মুক্তেরা এইরূপে চিত্তকে বিনষ্ট করেন।

ভদ্র! মূঢ়তাই মনের সত্তা। ঐ মূঢ়তার অপগম হইলেই, চিত্তসত্তার ধ্বংস হয়। বিচার দ্বারা মূঢ়তার ক্ষয় হইলে, মন নির্ম্মল, মৈত্র্যাদি গুণের অবির্ভাব, ব্রহ্মবাসনার সঞ্চার ও পুনর্জ্জন্মের পরিহার হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তদিগের এইপ্রকার সংঘটিত হয়। মনের বিনাশ হইলে, সংসারসাগর পার ও অদ্বয় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং সমুদায় দুঃখের শান্তিও চৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধ হয়।

উননবতিতম সর্গ। সংসৃতিযোগোপদেশ।

শ্রীরাম কহিলেন, এই সংসার কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইযাছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, বাসনা বলিতচিত্তই সংসারবৃক্ষের বীজ, এই চিত্তবীজের আবার দুইটী বীজ, প্রাণস্পন্দ ও দৃঢ় ভাবনা। প্রাণবায়ু নাড়ীচক্রে সঞ্চরিত হইলেই, সম্বেদময় চিত্তের উদয় হয়। এই জন্য, চিত্তের রোধ করিতে হইলে, প্রাণবায়ুর রোধ প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। যোগিগণও প্রাণায়ামাদি বিবিধ উপায়ে চিত্তের রোধ করেন। প্রাণবায়ু বদ্ধ হইলে, নির্ব্বাণ শান্তির সঞ্চার সম্বিদের স্বাস্থ্য সম্পাদন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমপদ প্রকাশিত হয়।

এই জগৎই সত্য, এই প্রকার দৃঢ় ভাবনা সহকারে পূর্ব্বাপর বিচার পরিহার পুরঃসর জাগতিক পদার্থ সকলকে পরিগ্রহ করার নাম বাসনা। জীব সেই ধ্যানপাশে বদ্ধ হইলে, সুরাপায়ীর ন্যায় প্রমত্ত ও বিবিধ ভ্রমে পতিত হয়। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ভ্রমঘটনাকেই অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞানকেই চিত্ত বলেন। পদার্থের দৃঢ় ভাবনা বলেই জীবের অন্তরে এই চিত্তের উদয় হয়। পুনশ্চ, বাসনা বিগলিত হইলে, জগদ্ভাব তিরোহিত হয় এবং জগদ্ভাব তিরোহিত হইলে, চিত্তের বিনাশ সঙ্ঘটিত হয় এবং

চিত্তের বিনাশ সজ্ঘটিত হইলে, ব্যোম স্বরূপ মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে।

চিত্তের উল্লিখিত বীজদ্বয়ের মধ্যে একতরের বিনাশ হইলে, অন্যতরেরও বিনাশ হয়। বৎস! যিনি জাগতিক মায়িক জ্ঞান ত্যাগ করিতে সমর্থ, তাঁহার পরমার্থপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিতপক্ষে আর কোন প্রকার সংশয় নাই। যাঁহারা অনাস্থা দ্বারা চিত্ত-কল্পিত বস্তুকে অবস্তু বোধে পরিহার করেন, তাঁহারা কখন জড়তাদোষে পতিত হন না। অজ্ঞানী মাত্রেই জড়। কেননা, তাহাদের বস্তুজ্ঞান নাই। বৎস! জড়তা দূর হইলে, পরম শান্তি সমুদিত হয় এবং নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ সঞ্চরিত হইয়া থাকে।

মানুষমাত্রেরই প্রাণের অভ্যন্তরে সন্তাপ সন্নিহিত আছে। একমাত্র অজ্ঞানজাত ইহার কারণ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে জ্ঞানোন্নত, তাহার সেই পরিমাণে সন্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব তুমি বিচারবলে প্রকৃত বস্তু দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বথা জ্ঞানোন্নত হইয়া, সংসারসাগরের পার গমন কর। এই জ্ঞান ভিন্ন সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবার উপায় নাই।

ব্রহ্মই সকলের বীজ। তাঁহার বীজ কেহই নাই। ব্রহ্মই সকলের সার। তাঁহার সার কেহই নাই। ব্রহ্মই সকলের আদি। তাঁহার আদি কিছুই নাই। তুমি যত্নসহকারে সেই নির্বীজ নিরাকার ব্রহ্ম লাভে প্রবৃত্ত হও।

শ্রীরাম কহিলেন, আপনি যে সমস্ত বীজ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহার মধ্যে কোন্ বীজের ক্ষয় হইলে, সত্বর ব্রহ্ম সাধন হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যদিপৌরুষপ্রযত্ন সহকারে বাসনা-জাল বিগলিত করিতে পার, তাহা হইলে, আর বীজ ক্ষয়ের আবশ্যকতা হয় না। উহাতেই ব্রহ্মপদ সিদ্ধি হইয়া থাকে। নতুবা, উত্তরোত্তর বীজক্ষয় দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একবারে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি না হইলে, সত্তা সামান্যে অবস্থান অথবা ধ্যানযোগ সহায়ে সম্বিদ্‌তত্ত্বে অধিষ্ঠান করিলেও, ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি

হইয়া থাকে। বরং অনায়াসেই সুমেরু উৎপাটন করা যাইতে পারে; কিন্তু বাসনা ত্যাগ করা কখন অনায়াসসাধ্য নহে। অতএব বাসনাবিসর্জ্জন পূর্ব্বক সত্তাসামান্যে অবস্থিতি করিয়া, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুর্ঘট। মনের লয় না হইলে, বাসনার ক্ষয় হয় না। আবার, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, মনের লয় সম্ভব নহে। পুনশ্চ, মনের লয় না হইলেও, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। বাসনাক্ষয়, মনোলয় ও তত্ত্বজ্ঞানসঞ্চয় ইহারা পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে, একের উদয়ে সকলের উদয় ও একের অপচয়ে সকলেরই অপচয় হইয়া থাকে। একমাত্র ভোগবাসনার পরিহার হইলে, এই তিনই সিদ্ধ হয়। প্রাণায়াম, গুরূপদেশ, বাসনাত্যাগ, ও প্রাণরোধ এই চারিটী মনোলয়ের উৎকৃষ্ট উপায়।

বৎস। তুমি তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয়েই প্রবৃত্ত হও; অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে। যাহার জ্ঞান আছে, সেই সুখী, সেই জীবিত, সেই বলবান্ ও সেই সকল কার্য্যে সুদক্ষ।

নবতিতম সর্গ। সমদর্শন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিচার দ্বারা মন কিয়দংশেও নিগৃহীত হইলে, জন্ম সার্থক। বিচারের স্বল্পমাত্রও উদয় হইলে, বৈরাগ্য যুক্তি সহায়ে তাহার বহুলতা সমাহিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিচারহীন মনই মৃত। বিচার দ্বারা মোহতিমির নিরাকৃত ও জ্ঞানালোক প্রকাশিত এবং তৎ সহকারে জ্ঞেয়প্রতিপত্তি সমুদ্ভাবিত হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা সকল দুঃখের পরিহার, ব্রহ্মবিদ্যাব আবিষ্কার, আত্মজ্ঞানের সঞ্চার ও অপার পার সংসার পারপ্রাপ্তি হয়। যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি দুগ্ধাদি সুমিষ্ট দ্রব্যজাতকে কটু, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-দিগকে শান্তপ্রকৃতি, সুবর্ণাদি কাষ্ঠলোষ্ট্র, বিপদকে সম্পদ ও

অপবিত্রকে পবিত্র বোধ করেন এবং বিষকেও অনায়াসেও জী করিয়া থাকেন। শত্রু মিত্রে তাঁহার সমভাব। অনাত্মদর্শী মূঢ়েরাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবসন্ন হইয়া থাকে। মহাত্মারা কখনও সেরূপ অবসন্ন বা বিপন্ন হন না। বৎস। তুমি সাম্রাজ্য বা সুররাজ্য অথবা সরীসৃপত্ব, যাহাই প্রাপ্ত হও, কিছুতেই হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইও না। সর্ব্বদা সমাধিসহায়ে আত্মাকে দর্শন করিয়া পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পুনর্জ্জন্মবন্ধন ছেদন কর।

ইতি উপশমপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

———

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

নির্ব্বাণ প্রকরণ।

প্রথম সর্গ। দিবাব্যবহার বর্ণন।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! অতঃপর নির্ব্বাণপ্রকরণ শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে, নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভাগ বশিষ্ঠ শ্রীরামকে ঐরূপ বলিতেছেন; তিনি একমনে তাহা শুনিতেছেন; সমবেত নৃপতিগণ তদীয় অর্থগম্ভীর বাক্যের চিন্তাপ্রসঙ্গে চিত্রার্পিতের ন্যায়, বসিয়া আছেন, এবং সভ্যেরা পরমসমাদরে তাহার বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ভাস্কর তাঁহার উপদেশে যেন জ্ঞানপ্রাপ্ত ও তৎপ্রভাবে বিগত-সন্তাপ হইয়া, অস্তাচলচূড়া আশ্রয় করিলেন। মন্দারসুরভি গন্ধবহ যেন তৎসমস্ত শ্রবণ করিবার জন্যই তথায় সমাগত হইল। ভ্রমরসকল তত্রত্য কুসুমগুচ্ছে গুন গুন ধ্বনি ত্যাগ করিয়া, নিলীন হইতে লাগিল। বোধ হইল, জ্ঞেয় বস্তু বিদিত হওয়াতে, তাহারা যেন ধ্যানমার্গ আশ্রয় করিতেছে। তৎকালে দশরথ-ভবনে ভেরী, পটহ ও শঙ্খ প্রভৃতির সুগম্ভীর শব্দ সমুত্থিত হইয়া, সমুদায় দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল। সেই সুভীষণ শব্দে পক্ষিগণ ও বালকগণ একান্ত ভীত হইয়া, নীড়মধ্যে ও ক্রোড়মধ্যে লুক্কায়িত হইতে লাগিল।

বশিষ্ঠদেব মধুর স্বরে শ্রীরামকে কহিলেন, আমি যে বিচার বিধান করিলাম, তদ্দারা তুমি মনকে সংযত কর।

যাহাতে অদ্যই তোমার বাসনার ও মনের ক্ষয় এবং প্রাণরোধ জ্ঞান অভ্যস্ত হইতে পারে, এরূপ যত্নসহকারে তুমি বারংবার আমার কথা সকলের বিচার করিবে। সম্যক্‌রূপে আমার বাক্যের অর্থগ্রহ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানসঞ্চিত বিমল বুদ্ধি সহকারে বিহার করিতে না পারিলে, পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায়, তোমাকে নিঃসন্দেহই অবসন্ন হইতে হইবে। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া, যথাপ্রাপ্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক উদয়শালী হও। হে সমবেত সভ্যগণ! হে রাম লক্ষ্মণ ও নরপতিবর্গ! হে মহারাজ দশরথ! আপনারা সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া, সন্ধ্যাকৃত্য সমাধান করুন। প্রাতে পুনরায় সকলে মিলিত হইয়া, আত্মবিচার করিব। এই বলিয়া, তিনি নভশ্চরদিগকে নমস্কার করিয়া, বিশ্বামিত্রের সহিত স্বকীয় আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলে, রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ভক্তিভরে তাঁহার পাদবন্দনা পুরঃসর অর্চ্চনা করিয়া, স্ব স্ব ভবনে প্রবেশ এবং নরপতিগণও শ্রীরামের সহিত বশিষ্ঠদেবের সমুচিত সভাজনাদি করিয়া, স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। গমনসময়ে ভগবান্ বশিষ্ঠের মহার্থ বাক্যসকল বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে দিবাবসানকৃত্য সমাধান করিয়া, মুদ্রিত নয়নে নিদ্রিত হইয়া, রজনী যাপন করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ। বিশ্রান্তিদৃঢ়ীকরণ।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস! অনন্তর বিবেকের উদয় হইলে, বাসনা যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সূর্য্যের উদয়ে সেই তমস্বিনী যামিনী তেমনি ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। প্রভাতকালীন গন্ধবহ বিবিধ কুসুমগন্ধ হরণ করিয়া, মৃদুমন্দ সঞ্চরণে প্রবাহিত হইয়া, সমস্ত সংসারে শান্তি বিতরণ করিতে লাগিল। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে

গমন করিলেন এবং তিনি অভিনন্দন করিলে, সকলে তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যেই বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ব্রাহ্মণ, ঋষি ও নরপতিগণে এবং হস্ত্যশ্বরথসমূহে পরিপূর্ণ হইল। বশিষ্ঠদেব তৎসমস্তে পরিবৃত হইয়া, দশরথভবনে সমাগত হইলেন। দশরথ নরপতিগণের সহিত তাঁহার সমুচিত পূজা করিলেন। অনন্তর সকলে পূর্ব্ববৎ সভয়ে সমাসীন হইয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক একমনে বশিষ্ঠদেবের মহার্থ বাক্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় যেমন মহাদেবের, প্রহ্লাদ যেমন শুক্রের ও সুপর্ণ যেমন শার্ঙ্গীর, শ্রীরাম তেমনি মহাভাগ বশিষ্ঠের মহার্থ জ্ঞানগর্ভ মহাবাক্য শুনিবার জন্য তদীয় বদনপদ্মে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

তদ্দর্শনে বশিষ্ঠদেব তাঁহার মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! তোমার ত সুখে রজনীযাপন হইয়াছে? তুমি ত আমার কথা সকলের সম্যক্‌রূপ অর্থগ্রহ করিয়াছ? মৃত্তিকায় যেমন সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্ব হয় না, উপদেশ তেমন মূঢ়হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। ঊষরভূমিতে বীজরোপণ যেমন পশুশ্রমমাত্র, অনাবিষ্ট চিত্তে উপদেশবিতরণ, তদ্রূপ বৃথা পরিশ্রমে পরিণত হইয়া থাকে। ভগবান্ করুন, তোমার যেন সেরূপ না ঘটে। ইহা যার পর নাই সৌভাগ্যের বিষয়, যে, আমি তোমার ন্যায়, উপযুক্ত শিষ্য ও উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়াছি। বৎস! আমি পরমার্থপ্রতীতি জন্য যে সকল অর্থ-গৌরবগুম্ফিত উপদেশবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তোমার কি তাহা স্মরণে আছে? সম্প্রতি শাশ্বতসিদ্ধিসাধন অন্যতর উপদেশ প্রদান করিতেছি, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর। বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান এই দ্বিবিধ উপায়ে সংসার-সাগর পার হওয়া যায়। অতএব তুমি যত্নপূর্ব্বক এই দুইটী সংগ্রহ কর। প্রবোধসঞ্চারসহকারে অজ্ঞান বা অসদ্‌বুদ্ধি বিনষ্ট ও সমুদয় বাসনা বিগলিত হইলে, সর্ব্বথা শোকহীন পদ

লাভ হইয়া থাকে। এক ব্রহ্মই দুই হইয়া, এই জগৎ রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। অতএব সংসারে সকলই সমান; বিভিন্নভাব নাম মাত্র। ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এইপ্রকার অবধারণানন্তর তুমি অহংকার পরিহার করিয়া, মুক্তদেহ হইয়া, আত্মাকে সাক্ষাৎ কর। বৃথা সংসারে বদ্ধদৃষ্টি ও বদ্ধচিত্ত হইও না। স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে বা অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, তৎসমস্তই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই বা হইতে পারে না। হেয়, উপাদেয়, শত্রু মিত্র, কটু মিষ্ট, বিষ অমৃত, সমুদায়ই ব্রহ্ম। রজ্জুসর্পবৎ বিবিধ অজ্ঞান কল্পনা, ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া সংসারভাবনা, জাগতিক নশ্বর পদার্থের আস্থা, চিত্তাদির কল্পনা, অনাত্মদেহে আত্মভাব, দৃশ্য বস্তুতে আত্মতা এবং আমি আমার, এইপ্রকার অভিমান ইত্যাদি দোষসমস্ত দূর না হইলে, চিত্তভ্রম বিগলিত হয় না। পরন্তু, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদূরিত ও জগদ্ভাব শিথিলিত হইয়া, পূর্ণতার আবির্ভাব না হইলে, চিত্তভ্রম দূর হয় না। অথবা, আশারূপ বিষগন্ধ হৃদয়কানন পরিহার না করিলেও, বিচাররূপ চকোর পক্ষী তাহাতে কোনমতেই প্রবেশ করে না। যিনি ভোগ্যবিষয়ে অনাস্থা স্থাপনপূর্ব্বক নির্ব্বাণশান্তি লাভ করিয়াছেন, সমস্ত আশাপাশ ছিন্ন হওয়াতে, যাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বথা নির্ম্মল ও নির্ম্মুক্ত হইয়াছে; যিনি তৃষ্ণা ও মোহাদি পরিহারপূর্ব্বক বিশুদ্ধ সম্বিদ্ সঞ্চয় করিয়াছেন, চিত্তের অনন্তভাব বিদিত হওয়াতে, অন্তরাত্মার প্রকৃতস্বরূপ যাঁহার পরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং যাঁহার অন্তরে জগদ্ভাব এককালে বিলীন হইয়াছে, তাঁহারই চিত্তভ্রম বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাজ্ঞ! অসম্যগ্‌দৃষ্টিই ভ্রম সমুৎপাদন করে। উহার ক্ষয় হইয়া, পরমার্থদৃষ্টি সমুদিত হইলেই, চিত্ত অগ্নিতে ঘৃতবৎ বিগলিত ও অদৃশ্য হয়। পরাবরদর্শী জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের চিত্ত ঐরূপ অদৃশ্য হইয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ সর্ব্বদাই

সমভাবে অধিষ্ঠান ও পরমজ্যোতিঃ সন্দর্শন করেন। তাঁহারা অন্তর্মুখ হইয়া, চিৎ রূপ অনলে জগৎ রূপ তৃণ আহুতি দিয়া, একবারেই ভ্রমশূন্য হইয়াছেন। দগ্ধ বীজে অঙ্কুরের ন্যায়, তাঁহাদের অন্তরে আর মোহ প্রাদুর্ভূত হয় না। একবার জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া, সংশোধিত হইলে, চিত্ত পুনরায় ভ্রমজালে আচ্ছন্ন বা মোহে কলুষিত হইতে পারে না। জগতের যাহা কিছু, সমস্তই পরম প্রকৃতস্বরূপ চিদাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং শব্দার্থসঙ্কেত প্রভৃতি সমুদায়ই নামমাত্র। বলিতে কি, তুমিও কিছুই নহ। অতএব জন্মমরণাদির শঙ্কা করিয়া, কিজন্য রোদন করিতেছ? একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ও অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং, আমি তুমি ইত্যাদি কল্পনার অবসর কোথায়; অতএব তুমি সেই পূর্ণ চিৎস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া, সর্ব্বথা শান্ত ও স্বস্থ হও এবং জগৎকে অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণস্বভাব ভাবিয়া, শোক ত্যাগ কর। যদি তুমি আত্মাকে চিন্ময় বলিয়া অবগত হইয়া থাক, তাহা হইলে, ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছ, চিৎস্বরূপ হইয়াছ, অবিদ্যমানস্বরূপ হইয়াছ এবং সদসৎস্বরূপ হইয়াছ। তোমাকে নমস্কার।

তৃতীয় সর্গ। ব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! একমাত্র আত্মাই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। অজ্ঞানপ্রযুক্ত লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। রজনীর ক্ষয় হইলে, অন্ধকারের যেমন ক্ষয় হয়, ভোগবাসনার উপশম হইলে; অজ্ঞানের তেমন উপশম হইয়া থাকে। অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপ মন্ত্র সহায় হইলে; এই তৃষ্ণারূপ বিষ-বিসূচিকার বিনাশ ও তৎসহকারে চিত্তের ক্ষয় হইয়া, আকাশে চন্দ্রের ন্যায়, বিমল জ্ঞানের সঞ্চার হয়। এবিষয়ে কোনপ্রকার সংশয় নাই। মূর্খতারূপ নিবিড় কাদম্বিনী নিরাকৃত না হইলে,

হৃদয়রূপ আকাশপদবী কখন নির্ম্মল ও বিবেকরূপ চন্দ্রের কখন প্রকাশ হয় না। সৌম্য! এইপ্রকার বেদান্তসম্মত শাস্ত্রার্থে উপেক্ষা করিয়া, অন্যথা ভাবনা করিলে, রাগাদির উদ্ভবক্ষেত্র দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়া, পরিণামে কৃমিকীটত্ব সমুদ্ভাবিত করে।

বৎস! আমার বোধ হয়, আমার উপদেশে তোমার প্রবোধ সমুদিত হইয়াছে। তৎপ্রভাবে তুমি পরমাকাশে পদপ্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার ন্যায়; নির্ম্মলবুদ্ধির এইপ্রকার শুভপরিণামই শোভা পায়। বলিতে কি, শুদ্ধহৃদয়ে উপদেশরূপ বীজ বপন করিলে, তাহাতে কোন্ ফলোদয় সম্ভব নহে। প্রার্থনা করি, আর যেন তোমাকে মায়িক সুখদুঃখ আক্রমণ করিয়া, অবসন্ন ও বিপন্ন করিতে না পারে।

চতুর্থ সর্গ। বিশ্রান্তিবর্ণন।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার মহার্থবাক্যপরম্পরার পর্য্যালোচনা করিয়া, আমার চিত্ত বিগলিত ও বাসনাজাল বিদলিত হইয়াছে। এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার আর আমার সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। বৃষ্টিপাতে নিদাঘসন্তপ্ত বসুধা যেমন শীতল হয়, আপনার বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়া, আমার সন্তপ্ত চিত্তের সেইপ্রকার নির্ব্বাণশান্তি সঞ্চরিত ও পরমাত্মাতে নির্বৃতিলাভ সংঘটিত হইয়াছে। আমি নির্ব্বাত সরোবরের ন্যায়, পরম প্রসন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। অখিল দিঙ্মণ্ডল প্রশান্ত হওয়াতে, বস্তুমাত্রেরই প্রকৃত অবস্থা আমার দৃশ্যমান হইতেছে। আমার সকলসন্দেহ দূর হইয়াছে; আশামরীচিকার উপশম হইয়াছে; জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইয়াছে; চিন্তাকুজ্ঝটিকা নিরাকৃত হইয়াছে; আত্মপ্রসাদ ও পরমানন্দ প্রাপ্তিযোগ সংঘটিত হইয়াছে; সাক্ষাৎ অমৃতও তৃণীকৃত হইয়াছে; বিশিষ্টরূপে স্বস্তি ও প্রকৃতি লাভ হইয়াছে; পূর্ণানন্দের উদয় হইয়াছে এবং আমি

লোকমাত্রেরই অভিরাম ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি। আমাকে নমস্কার। আপনাকেও নমস্কার। কেননা, আপনার প্রসাদে আমার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে; সমস্ত কল্পনা ম্লান হইয়াছে; সমস্ত ভাবাভাব অন্তর্হিত হইয়াছে এবং মন নির্ম্মল, হৃদয়াকাশ পরম শীতল ও অতিমাত্র নির্বৃতি সঞ্চিত হইয়াছে। আর আমাকে অসুখী ও অসার বলিয়া বোধ হয় না। বলিতে কি, অজ্ঞানের অপগমে আমার সমুদায় কলঙ্ক ও সমুদায় সংশয় চন্দ্রোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, দূরীকৃত হইয়াছে এবং তৎপ্রভাবে সর্ব্বত্র সমদর্শিতার আবির্ভাব ও সমুদায় কল্পনার পরিহার হইয়াছে। পূর্ব্বে যে তৃষ্ণাপাশে বদ্ধ ছিলাম, অধুনা, তাহা ছিন্ন হইয়া, মন অতিমাত্র প্রফুল্ল হইয়াছে। বিলক্ষণ বোধ হইতেছে আমি পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আর আমার কোনপ্রকার হীনতা নাই। আর আমি সংসারের দাস নহি; শোক মোহে বশীভূত নহি। এখন আমার সমুদায়ই ইন্দ্রজাল ও অলীক বোধ হইয়াছে। আপনার অমৃতময় উপদেশ আকর্ণন করিয়াই, আমি এইরূপ পরমার্থপদ প্রাপ্ত হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য, আমার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত সংঘটিত হইয়াছে। আমি যদিও এই পাপ পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছি; কিন্তু বোধ হইতেছে, যেন ব্রহ্মলোকে রহিয়াছি! আমি আর এখন অপার ভবার্ণবে মগ্ন নহি। এখন আত্মা দ্বারা আত্মাতে আমার সর্ব্বোৎকর্ষলাভ হইয়াছে। অতএব আমাকে নমস্কার। আপনার অনুগ্রহে আমার জীবন্মুক্তদশার আবিষ্কার হইয়াছে।

পঞ্চম সর্গ। মোহমাহাত্ম্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! সর্ব্বলোকহিতকামনাবশংবদ হইয়া, পুনরায় তোমার বোধবৃদ্ধিজন্য পরমার্থ কথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান কর। অল্পপ্রবুদ্ধ পুরুষের ন্যায়, কদাচিৎ কিঞ্চিন্মাত্রও

দুঃখিত হইও না। দেখ, সংসারে যখন নিত্যপূর্ণ ও নিত্যানন্দ-রূপী পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, তখন ইহাতে শোক দুঃখের অবসর কোথায়? লোকে মোহবশে বিবশ ও অবশভা-বাপন্ন হইয়াই, দুঃখশোকে অভিভূত হয়। আত্মজ্ঞানবিহীন হইলেই, দেহাত্মাভাবনা ও ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া, বিষম শত্রুর ন্যায়, আক্রমণ ও অভিভাব সাধন করে এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে, সত্যস্থিতি সুহৃদের ন্যায় রক্ষা করিয়া থাকে। ব্যবহার-যোগ্য ভোগ্য বস্তুমাত্রেই দোষাক্রান্ত, এইপ্রকার জ্ঞানে যিনি তাহার প্রশংসাবাদ একবারেই বিনিবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বথা পরিহার করেন; তাঁহাকে কখন ক্লেশ পাইতে হয় না। আমি বারবার বলিয়াছি, পিতমাতা বা পুত্রকলত্র প্রভৃতি প্রীতির পরমপাত্র পদার্থ সকল কখনই সুখের নহে; মোহের চক্ষুতেই ঐরূপ সুখের বলিয়া বোধ হয়। নিকটে থাকিলে, বস্তুর একভাব দেখা যায়, এবং দূরে থাকিলে, আর একভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ, মোহের চক্ষু যেপ্রকার দর্শন করে, বিজ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার অন্যথাদর্শন সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ, মোহ অন্ধ-কার ও বিজ্ঞান আলোকস্বরূপ। অন্ধকারে যেমন বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপ পরিদৃশ্য হয় না; মোহবশে অভিভূত হইলে, তদ্রূপ বিষয়ের দোষদর্শন হয় না। বিজ্ঞানই তৎসমস্ত দোষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরলোকপদবী পরিষ্করণ করে।

আলোক অন্ধকারের ন্যায়, আত্মা ও দেহ পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্। কেননা, আত্মা সর্ব্বভাববিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্বথা নির্লিপ্ত এবং অস্তোদয়পরিশূন্য। কিন্তু দেহ জড়, অজ্ঞ, অতি জঘন্য ও নশ্বর ভাবাপন্ন। পুনশ্চ, আত্মা অসঙ্গ-সূক্ষ্মস্বরূপ এবং দেহ স্থূল। অতএব পরস্পরের সঙ্গতি কোন রূপেই সম্ভব নহে। জল কখন অগ্নি হয় না, ছায়া কখন আতপ নহে এবং জ্ঞান কখনও অজ্ঞান হইতে পারে না; সেইরূপ আত্মা কখন দেহ নহে। দিন ও রাত্রি এই উভয়ের সামঞ্জস্য কিরূপ? জল ও পদ্মপত্রের

সংযোগ কোথায়? আকাশ ও নীলপীতাদি বর্ণেরই বা পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সেইরূপ, পরমপবিত্রস্বরূপ আত্মা কখন জরামরণসুখদুঃখাদি বিবিধ ভাবাভাবে সর্ব্বদাই উপদ্রুত দেহের সহিত সম্বন্ধ নহে। অজ্ঞানপ্রযুক্তই ঐরূপ কল্পিত হয়। জলে তরঙ্গের ন্যায়, একমাত্র ব্রহ্মেই আত্মার ঐকান্তিক স্থিতি।

আধারাদির স্পন্দন হইলে, সূর্য্যাদি যেমন স্পন্দিত না হইয়া, তাহার প্রতিবিম্বাদিরই স্পন্দন হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহের কোনরূপ বিকারেই আত্মার বিকারযোগভোগ হয় না। বৎস! যাঁহারা সম্যগ্‌দৃষ্টিসহায়ে বস্তুসকলের প্রকৃতস্বরূপ পরিদর্শন করেন, তাঁহারা আত্মার সহিত দেহের সম্পুর্ণ বিভিন্নভাব সুস্পষ্ট প্রতীত করিয়া থাকেন। প্রদীপের প্রকাশে যেমন আলোক প্রতিষ্ঠিত ও অন্ধকার বিদূরিত হয়, আত্মজ্ঞানের উদয়ে তেমন আত্মদর্শন সম্পন্ন ও দেহদর্শন বিপন্ন হইয়া থাকে। অসম্যগ্‌দর্শী জড়দেহে একমাত্র মোহেরই প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়! মূঢ়েরা আত্মার প্রকৃতমর্ম্ম পর্য্যালোচনা না করিয়া, বায়ুপ্রবাহে তৃণের ন্যায়, সংসারপ্রবাহে পরিচালিত হইয়া থাকে। কোনকালেই স্থিতিলাভে সমর্থ নহে। এইজন্য সুখভোগও কোন কালেই তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ঐরূপ ক্ষণবিধ্বংসী জড় দেহ স্বপ্নদৃশ বিনশ্বর বিষয়সুখ প্রাপ্ত হইলেই, পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। অথবা, যাহার যেপ্রকার প্রকৃতি, সে সেইপ্রকারেই অনুরক্ত হইয়া থাকে। শূকরের প্রকৃতি অতি জঘন্য; সেইজন্য সে বিষ্ঠাভক্ষণরূপ অতীব জঘন্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। বৎস! তুমি কখন আত্মজ্ঞানভ্রষ্ট ও তন্নিবন্ধন প্রকৃত সুখে বঞ্চিত হইয়া, অসার বিষয়রসপানে মত্ত হইও না। ঐরূপ মত্ত না হওয়াই প্রকৃত পুরুষত্ব। পুরুষত্ববিহীন লোকের কোন কালেই উদ্ধার নাই এবং ভদ্রস্থতারও কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। সকল দেহেই অবিনাশী সম্বিদ বিরাজমান আছে। একমাত্র অজ্ঞান বা

মোহবাহুল্য বশতই তাহার কৃপণতা বা অবসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, ঐরূপ মূঢ়দেহ হইতে যে ফল লাভ হয়, তাহা অরণ্যতরুর ফলের ন্যায়; তাহাতে যে বিশ্রাম, তাহা অতিমাত্র উত্তপ্ত প্রস্তরফলকে বিশ্রামের ন্যায়; তাহাতে যে সঙ্গম, তাহা স্থাণুসঙ্গমের ন্যায় এবং তাহাতে যে দান, তাহা ভস্মাহুতির ন্যায়, সর্ব্বথা অনিষ্ফল। এই রূপে মূঢ়দেহের কিছুই কিছু নহে। মূঢ়ের প্রসাদেই এই সংসার পরিচালিত হইতেছে। মূঢ়ের কখন সুখদুঃখের স্থিরতা নাই। সে অসার দেহ ও স্ত্রী প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া, কোন কালেই সুখলাভে ও দুঃখের উপশমসাধনে সমর্থ হয় না। পদ্মপত্রের জল যেমন চঞ্চল, তাহার সুখস্থিরও তদ্রূপ ক্ষণস্থায়িতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অনাত্মদেহাদিতে আত্মভাবনাপূর্ব্বক দুরাগ্রহ প্রকাশ করাই মূঢ়ের কার্য্য! সুতরাং অসদ্‌বোধময়ী মায়ার আতিশয্যপ্রযুক্ত মূঢ়ের সুখসম্ভাবনা এক কালেই তিরোহিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, এই মায়াবশে বুদ্ধির বিপর্য্যয় সংঘটিত হওয়াতে, তাহারা অবস্তুকে বস্তু ও বস্তুকে অবস্তু জ্ঞান করিয়া, পদেপদেই বিপন্ন ও অবসন্ন হয়। তাহাদের এই বিপদ ও অবসাদ কস্মিন কালেও পরিহার প্রদান করে না। তাহারা অমৃতেও বিষদর্শন ও ক্ষীর হইতেও ক্ষারচয়ন করে এবং আলোকেও অন্ধকার বোধ করিয়া, পদেপদেই বঞ্চিত ও পরিতপ্ত হইয়া থাকে। অথবা, এইপ্রকার বঞ্চনা ও পরিতাপ মূঢ়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম!

মনোরূপ মাতঙ্গের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলাস্বরূপ আশারূপ ভুজঙ্গিনী মূঢ়দিগের শরীররূপ শাল্মলীকোটরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক রাগদ্বেষাদিরূপ সর্পসকল প্রসব করে। অঙ্গনারূপ বিষলতা মূঢ়দিগকেই আশ্রয় করিয়া, বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাদের হৃদয় দগ্ধমরুর ন্যায়। উহাতে দ্বেষরূপ দাবানল সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত। সরোবরে কমলের ন্যায়, উহাদের হৃদয়ে মাৎসর্য্যের উদয়সহকারে একমাত্র চিন্তারই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তাহারা মরণরূপ বাড়বানলে

জন্ম জন্ম দগ্ধ হয়। দুঃখরূপ কশাঘাতে পুনঃ পুনঃ আহত হয় এবং জরা, যৌবন ও বাল্যরূপ উপদ্রবে বারংবার উপদ্রুত হয়, শান্তি তাহাদের ত্রিসীমায় গমন করে না। এই জগৎ জীর্ণ ঘটীযন্ত্র; সংস্মৃতি ইহার রজ্জু। মূঢ়েরা ঐ রজ্জুতে দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়া, পুনঃ পুনঃ মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ মজ্জন ও উন্মজ্জনে যন্ত্রণার সীমা নাই।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই সংসারকে যেমন গোষ্পদের ন্যায়, সামান্য জ্ঞান করেন; মূঢ়েরা তদ্রূপ অগাধ মহাসাগরবৎ দর্শন করিয়া, অবসন্ন হইয়া থাকে। পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী যেমন অন্যত্র গমন করিতে অক্ষম, মূঢ়েরা তদ্রূপ সংসারসাগরের পারগমনে ক্ষমবান্ নহে। ভাবাভাব যাহার পরিবর্ত্তন ও এই দৃশ্যজাত যাহার নাভি, বিষয়রূপ পঙ্কমধ্যে নিপতিত সেই জন্মচক্রনেমির উদ্ধার সাধন করা মূঢ়দিগের কোনমতেই সাধ্যায়ত্ত নহে। রাগরূপ মৃগয়াব্যসননিরত মূঢ়রূপ ব্যাধগণ এই সংসাররূপ বহুদরপ্রসারী কান্তার মধ্যে আপনার দেহকেই ইন্দ্রিয়রূপ শ্যেনপক্ষীর আমিষপিণ্ডরূপে বিস্তৃত করিয়া থাকে।

অজ্ঞানই এই বহুবিচিত্র জগৎপরম্পরা সৃষ্টি করিয়াছে এবং অজ্ঞানই অনল্প-সংকল্প-সহকৃত কল্পনা জাল বিস্তার করিয়া, ইহাকে শতপাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার কোন দিকে কোন রূপেই পরিহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ভূতরূপ বিহঙ্গম সকল সেই সুবিস্তৃত জালে জড়িত হইয়া, যার পর নাই ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে। জন্মপরম্পরা ঐ সংকল্পরূপ পাদপের পত্রপংক্তি, কর্ম্মজাল উহার চকোরসন্ততি, পুণ্য ও পাপ উহার ফল এবং বিভবশ্রী উহার মঞ্জরী। এই সংসাররূপ বনখণ্ডে ঐরূপ কোটি কোটি পাদপ কামিনীরূপ ওষধিলতায় জড়িত হইয়া, অজ্ঞানরূপ চন্দ্রিকাসম্পর্কে পরম শোভমান হয়। এই অজ্ঞানচন্দ্রিকা আশারূপ পীযুষ বর্ষণ করিয়া, হৃদয়রূপ চকোরের তৃপ্তি বিধান করে। ফলতঃ, এই আপাতমধুর বিনশ্বর জগতের

দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই অজ্ঞানবৃক্ষের ফল। অতএব তুমি বিবিধ অনর্থের হেতুভূত অজ্ঞান পাদপকে যত্ন সহকারে উন্মূলিত করিয়া, সুখ ও শান্তি লাভ কর।

ষষ্ঠ সর্গ। অজ্ঞানমাহাত্ম্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অজ্ঞান হইতে মনরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়া, কামরূপ মহাসাগর বিক্ষুব্ধ ও রমণীরূপ তরঙ্গমালা সমুত্তারিত করে। যে রমণীদেহে পূয, শোণিত, ক্লেদ, মাংস, মূত্র ও পুরীষাদি ভিন্ন অন্য কিছু সার বস্তু নাই; সেই নারীদেহ এই অজ্ঞানবশেই কল্পলতা বা স্বর্ণপ্রতিমা বলিয়া কল্পিত ও তাহার আলিঙ্গন জন্য মন অতিমাত্র লালায়িত হইয়া থাকে। যাহা মাংসগ্রন্থি ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেই স্তনযুগল এই অজ্ঞানবশেই কখন দাড়িম্বের সহিত, পদ্মকোরকের সহিত ও কখন বা অমৃতকলস বলিয়া, উপমিত ও পরম সমাদরে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যাহা সিংহব্যাঘ্রাদির কবলের ন্যায়, অতীব ভয়ঙ্কর, ললনার সেই লোচনযুগল এই অজ্ঞানবশেই কমলের সমান কল্পনা করিয়া, মন অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ অনুভব করে। বলিতে কি, এই অজ্ঞানবশেই রমণীর বদনকে চন্দ্রবৎ ভাবনা করিয়া, নিতান্ত মত্তের ন্যায়, তাহাতে অমৃত আছে, এইরূপ জ্ঞানে দুরাচার অধম পুরুষেরা তাহার সম্ভোগজন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিহারেও প্রবৃত্ত হয়। সৌম্য! যে মুখ স্বভাবতঃ শ্লেষ্মার আগার, লালার অক্ষয় ভাণ্ড ও দুর্গন্ধের নিত্য আধার, সেই মুখে অমৃতের বাস, ইহা অজ্ঞান ভিন্ন ও মত্ততা ভিন্ন আর কিসের কল্পনা এইরূপ, অজ্ঞানই লোকের চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিয়া, রমণীর হৃদয়কে রাজা মদনের সিংহাসনবেদীরূপে প্রতিপাদন ও আনন্দ সমুৎপাদন করে। কিন্তু রাজা মদনই বা কোথায় আর তাহার বেদীই বা কোথায়? সমুদায়ই অজ্ঞানের অলীক

কল্পনামাত্র। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, কোকিল স্বভাবতঃ ধ্বনি করে এবং ভ্রমরেরা পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিয়া থাকে। তদ্দর্শনে অসার ও পামর লোকে যে মত্ত ও উন্মত্ত হইয়া, ক্লেশ পরম্পরায় অভিভূত হয়, অজ্ঞানই তাহার কারণ। রমণীর অধরে বাস্তবিক সুধা নাই, বদনেও বাস্তবিক সুধা নাই, দৃষ্টিতেও সুধা নাই, বাক্যেও বাস্তবিক সুধা নাই। ফলতঃ, অমৃতের কথা দূরে থাক, তাহার কিছুতেই কিছু নাই। আমি বারংবার বলিয়াছি, কেবল তাহার দেহে তোমার আমার ন্যায়, মেদ, মজ্জা, মাংস ও ক্লেদ প্রভৃতি অসার দ্রব্যসম্ভারই আছে। একমাত্র অজ্ঞানই তাহার সর্ব্বত্র ঐরূপ সুধাকল্পনা করিয়াছে। যাহারা বলিয়া থাকে, স্ত্রীলোক স্বর্গের সামগ্রী, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এবং সাক্ষাৎ অমৃতের রাশি, তাহারা সকলেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে গাঢ়তর আচ্ছন্ন। জ্ঞানের চক্ষুতে অবলোকন কর, স্ত্রীজাতির কিছুই ভাল দেখিতে পাইবে না; যাহাকে অমৃত বলিয়া অনুভব করিতেছ, তাহাই দারুণ হলাহল দেখিয়া, প্রাণভয়ে শঙ্কিত হইতে হইবে।

অহো, কি দুর্ব্বুদ্ধিতা! যে লক্ষ্মী, বেশ্যার ন্যায়, ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া, যাহাকে তাহাকে আশ্রয় করে, যাহাতে মাধুর্য্যের লেশমাত্র নাই এবং যাহা বিবাদ বিসম্বাদের আস্পদ, লোকসকল সেই দুরাচারিণী লক্ষ্মীরই প্রাপ্তিজন্য স্বতঃ পরতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। এই অজ্ঞান, কুজ্ঝটিকার ন্যায়, লোকের দৃষ্টিমার্গ রোধ করিয়া, তাহাকে সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখে নিপতিত করিয়া, মায়াজীবির পুত্তলিকার ন্যায়, তাহাকে আপনার ক্রীড়ার সাধন ও তাহার শান্তি হরণ করে। সমুদায় জীবলোক যে মহা বিপন্নের ন্যায়, সর্ব্বদাই ব্যস্তভাবাপন্ন, অজ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ। অনঘ! এই মোহমিহিকা, বর্ষাকালীন যমুনার ন্যায়, নিরতিশয় শ্যামল হইয়া, হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিলে, লোকে তৎপ্রভাবে অন্ধ

হইয়া, বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এই আপাতসুখপ্রদ; পরিণামপরিতাপক বিষয়বাগই জন্মরূপ রসলতার রসস্বরূপ।

ঐ দেখ, পবন যেমন রেণুরাশি হরণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হয় স্বকর্ম্ম তদ্রূপ বিবেকদৃষ্টি হরণ করিয়া, লোকদিগকে অধঃপতিতঃ করিয়া, সংসারপথে বিচরণ করিতেছে। অজ্ঞানই ইহার কারণ। লোকে যে বুদ্ধিদোষে ও কর্ম্মদোষে বিবিধ আধি ব্যাধিতে জর্জ্জরিত ও অবসাদিত হইয়া, অতি কষ্টে দুর্ভর জীবনভার গর্দ্দভের ন্যায় বহন করে; সুখের বা শান্তির লেশমাত্রও প্রাপ্ত হয় না। অজ্ঞানই তাহার কারণ। এই অজ্ঞান তাহাকে দৃষ্টিসত্ত্বেও অন্ধ করে, শ্রুতি সত্ত্বেও বধির করে, হস্তপদ সত্ত্বেও অবসন্ন করে এবং প্রাণ সত্ত্বেও নির্জীব করে। যেখানে কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই, অজ্ঞান সেখানেও নানাপ্রকার ভয়ের কল্পনা করে। ভূত, প্রেত ও বেতাল প্রভৃতি অজ্ঞান হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে এই কারণে মূঢ়গণ যে কোনকালেই সুখ লাভেও সমর্থ হয় না, তাহা সকলেই জানে।

বৎস! তুমি বিবেক রূপ অসি সংগ্রহ করিয়া; এই অজ্ঞান-পাশ ছেদন কর। তাহা হইলে, মুক্তিমার্গ তোমার আয়ত্ত ও অধিগত হইবে। যেখানে অজ্ঞান, সেইখানেই বন্ধন। অজ্ঞান আত্মীয়দিগকেও শত্রু করে। পণ্ডিতেরা বিষের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন। বিষপানে যেমন লোকে চেতনা শূন্য হয়, অজ্ঞানের আবির্ভাবেও তেমন চেতনা লুপ্ত হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান আত্মারূপ কল্পবৃক্ষের দাবানল ও কঠোর কুঠারস্বরূপ। ইহার আবির্ভাব হইলে, কলেবর মরুর ন্যায় ও অন্তঃকরণ ঊষর ভূমির ন্যায়, নিতান্ত শোচনীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তখন আর তাহাতে বস্তু থাকে না, সত্ত্ব থাকে না।

সপ্তম সর্গ অজ্ঞানমাহাত্ম্য।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! আমি পুনরায় অজ্ঞানমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। জীবগণ যে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া, দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করে, মোহই তাহার কারণ। বিবেকরূপ চন্দ্রের উদয় না হইলে, তমস্বিনী মোহ যামিনীর প্রভাত হয় না, উহাতে চিন্তারূপ পিশাচী নানাপ্রকারে উপদ্রব করিয়া, বিচরণ করে। ঐ দেখ, দরিদ্রতা, সুদৃঢ় শাল্মলীর ন্যায়, দুঃখশোকরূপ গ্রন্থিপরম্পরা সমাচ্ছন্ন, ক্লেশরূপ কণ্টকসহস্রে সমাকীর্ণ ও সংকটরূপ শতশাখায় বেষ্টিত হইয়া, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। মোহই ইহার ঐরূপ বৃদ্ধির হেতু। ঐ দেখ, লোভরূপ উলূক চিত্তরূপ চৈত্যবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া, মায়ারূপ কৃষ্ণ রজনীতে অজ্ঞানসহায়ে বিচরণ করিতেছে। এইরূপ অজ্ঞানঘটিত শত শত ভয়াবহ ঘটনা সংসারে অসুলভ বা বিরলপ্রচারিণী নহে। ঐ দেখ আশারূপ তন্তুতে বদ্ধদেহ জীবরূপ জীর্ণপক্ষিণী বাসনারূপ শলাকার অন্তর্ব্বর্ত্তী ইন্দ্রিয়রূপ পিঞ্জরে রুদ্ধ রহিয়াছে। জরারূপ সুজীর্ণ মার্জ্জারী কপোলতল আশ্রয় করিয়া, লোকের যৌবনরূপ আতুর প্রাণ সংহার করিতেছে। এই সংসাররূপ সুবিস্তৃত সরোবরে শরীররূপ পদ্ম আশ্রয় করিয়া, প্রাণরূপ মধুকরগণ চিৎরূপ রসপান পুরঃসর অনবরত বিচাররূপ তরুকে আন্দোলিত করিয়া, সঞ্চরণ করিতেছে। সুররূপ সারসপক্ষী সকল স্বর্গরূপ সরোবরে অমৃতরূপ জল পান করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই অজ্ঞানবিজৃম্ভিত।

অজ্ঞানবশতই বিবিধ কাব্যক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে। বাসনা এই ক্রিয়ার তন্তু স্বরূপ। কৃতান্তরূপ শঠ বৃদ্ধ গৃধ্র সৃষ্টিরূপ শফরীকে যে ভক্ষণ করে, তাহাও অজ্ঞানের কার্য্য। জগতের এই বৈচিত্র্য, ফেণপুঞ্জের ন্যায়, ক্ষণভঙ্গুর। কাল, কুম্ভকারের ন্যায়, ঐশ্বর্য্যরূপ শরাবসমুহ সৃষ্টি করিয়া, বিচরণ করিতেছে। যুগরূপ

অনল এই জগজ্জালকে দগ্ধ করিয়া থাকে। এই জাগতীস্থিতি সীমা নাই। ইহা শত শত সুখ দুঃখ দশার সহিত নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যাবৎ অজ্ঞানের ক্ষয় না হয়, তাবৎ কোন মতেই বাসনার ক্ষয় হয় না, ভূতগণ ধূলির ন্যায়, নিয়তিরূপ বাত্যার সহিত কালরূপ ব্যালের গলান্তরে যে প্রবেশ করে, তাহাও অজ্ঞানবশতঃ। পদার্থ সকল স্ব স্ব ক্ষণভঙ্গুর ফলের সহিত এই অজ্ঞানবশতই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং অজ্ঞানবশেই বিবিধ বাসনা হইতে প্রাদুর্ভূত ও বিচলিত হইয়া, সংসারক্ষেত্রে বিরাজমান হয়। কৃতান্ত যে ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায়, ভূতরূপ মুক্তাজালমণ্ডিত জগৎরূপ হস্তীকে বিনাশ করে, তাহাও অজ্ঞান-বশতঃ।

বিধাতা, চিত্রকারের ন্যায়, ইন্দ্রিয়রূপ রঞ্জন দ্বারা চিৎরূপ ভিত্তিতে সংসাররূপ যে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাও অজ্ঞান বশতঃ। স্থাবরেরা জড়ের ন্যায়, এই চিত্রপটে বিরাজমান হইতেছে। অন্তরে ইহাদের বিবিধ কাল কল্পনা প্রস্ফুরিত হই-তেছে। এই সকল কল্পনাই উৎপত্তির হেতু ও বিবিধ পরিবর্ত্তের কারণ। জঙ্গমগণ বিবিধ ভাবাভাব, ভয়, রাগ, দ্বেষ, জরা, শ্রী ও রোগশোকে জর্জ্জরিত হইয়া, চিত্তপটে অবস্থান করিতেছে এবং যাবজ্জীবন স্ব স্ব দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ বিবিধ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, নিয়তি কর্ত্তৃক নিযন্ত্রিত হইতেছে। কাল, সর্পের ন্যায়, ক্ষণমধ্যেই কীটের ন্যায় ঐ সকলকে ধ্বংস করিয়া থাকে। স্থাবরেরা মনুষ্য, পক্ষী ও সর্পাদি কর্ত্তৃক নিপীড়িত এবং শীত-বাতাদিতে নিযন্ত্রিত হইয়াও, যথাকালে ফল পুষ্পাদি প্রদান করি-তেছে। প্রাণিগণ ত্রৈলোক্যরূপ পদ্মকোটরে ভ্রমরের ন্যায়, ঘুনঘুন ধ্বনি করিতেছে। কাল, কালীর সহিত প্রাণীদিগকে আবির্ভূত ও তিরোভূত করিয়া, বিহার করিতেছে। ত্রিলোকী-রূপ বৃদ্ধা রমণী তিমিররূপ সুনীল কবরী, চন্দ্রসূর্য্যরূপ বিলোল লোচন, তারকারূপ দশনপংক্তি, সমুদ্ররূপ মুক্তামালা, এবং আকাশ

রূপ অম্বর ধারণ, বিস্তারণ ও প্রকটন করিয়া, বারংবার জাত ও উপরত হইতেছে। এ সমস্তই অজ্ঞানের ঘটনা। প্রতি কল্পেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অসংখ্য বুদ্বুদ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানই ইহার একমাত্র কারণ। পুনশ্চ, প্রাণিরূপ কাকপক্ষী সকল কালরূপ তালবৃক্ষ হইতে যে পুনঃ পুনঃ উৎপতিত হয়, ইহাও অজ্ঞানের কার্য্য। বৎস! যাঁহাদের উন্মেষে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও নিমেষে প্রলয় হইতে থাকে, সেই বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবনায়কগণ কে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার নির্ণয় নাই। যাঁহার নিমেষে ঐ সকল দেবতার আবির্ভাব, সেই একমাত্র দেবাদিদেব বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার শক্তি বিচিত্র! এইরূপে অজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে। জন্ম, জরা, যৌবন মৃত্যু বাল্য, বার্দ্ধক্য, সম্পদ, বিপদ্ তাপ উপতাপ ইত্যাদি সমস্তই অজ্ঞান তিমিরের বিভূতিমাত্র।

অষ্টম সর্গ (অবিদ্যা)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! অবিদ্যার স্বরূপ কি এবং কি রূপেই বা ইহার প্রচার হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড অবিদ্যার শরীর পর্ব্বত সকল ইহার পর্ব্ব, ত্রিলোক ইহার ত্বক্ এবং জ্ঞান, অজ্ঞান, ভাবাভাব, সুখদুঃখ ইহার বৃন্ত, মূল ও ফল। তন্মধ্যে সুখ হইতে যে অবিদ্যার উদ্ভব হয়, তাহা সুখসমুদ্ভাবন করে; দুঃখ হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহা দুঃখ প্রসব করে; অজ্ঞান হইতে যে অবিদ্যার উদ্ভব, তাহা অজ্ঞান উৎপাদন করে এবং জ্ঞান হইতে যে অবিদ্যার জন্ম, তাহা জ্ঞান প্রসব করিয়া থাকে। দিবস ই অবিদ্যালতার পুষ্প, বাসনা ইহার সৌরভ এবং রাত্রি ইহার মরী। ভূত সকল অবিরত ইহা হইতেই জাত ও উপরত হই-

তেছে। কর্ম্মরূপ বায়ু সর্ব্বদাই ইহাকে অন্দোলিত করিতেছে। বিবিধ দুর্ব্বাসনা ইহার পরাগ। বিচারবলে ঐ পরাগরাশি বিস্খলিত হইয়া থাকে। বিচারবিরহিত হইলেই, বিষয়রূপ পাদপের আলিঙ্গনে ইহার অতিমাত্র বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। তখন মিত্রাদিরূপ প্রবাল ও পুত্রপৌত্রাদিরূপ অঙ্কুরপরম্পরা সমুদ্গত হইয়া থাকে। জন্ম ঐ লতার পর্ব্ব। দুঃখশোকাদি সর্পের ন্যায়, উহাতে বিনাশরূপ গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। বিষয় উহার রস। একমাত্র বিচাররূপ ঘুণদ্বারাই উহার বিনাশ হয়। চন্দ্রসূর্য্যাদি নবগ্রহ উহার কুসুমস্তোম। আলোক উহার রজঃ। মন উহার পরিচালক মাতঙ্গ। সংকল্পসকল ইহাতে কোকিলের ন্যায়, বিরাজ করে। ইন্দ্রিয়সকল সর্পের ন্যায়, উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তৃষ্ণা উহার ত্বক্। দ্যুলোক ও ভূলোক উহার বেদি। সপ্তসমুদ্র উহার আলবাল। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডেই উহার মূলবিস্তৃত। রমণীসকল উহার পুষ্পগুচ্ছ, জনগণ উহার ভ্রমর; কুকর্ম্মসকল অজাগরের ন্যায়, উহাকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। জীবগণের বিবিধ জীবনোপায় উহার ফল। বিবিধ বিষয়বাসনা ইহার সদ্গন্ধ, নানাপ্রকার মদ উহার কুসুম। বিবেকী ও অবিবেকীভেদে ইহা নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ফলকুসুম প্রসব করে। ইহা কোথাও জাত, কোথাও জায়মান, কোথাও মৃত, কোথাও ম্রিয়মাণ, কোথাও খণ্ডিত ও কোথাও অখণ্ডিত হইয়া, নানা স্থানে নানারূপে বিলসিত হইতেছে। ইহা কতবার জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে। ইহা সত্যমিথ্যা উভয় স্বরূপেই বিরাজ করে। ইহা নিত্য জন্মিতেছে, নিত্য মরিতেছে এবং নিত্য তরুণদশা ভোগ করিতেছে। ইহা ভাস্কর বিষলতার ন্যায়, লোকদিগকে মূর্চ্ছিত ও জাগরিত করে। প্রাজ্ঞগণই কেবল পরিহার প্রাপ্ত হন। ইহা অজ্ঞের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া, এই তুমি, এই আমি, ইত্যাকার নানাপ্রকার ভ্রমজাল বিস্তার করে। ইহা স্থূলভেদে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র, কৃমি, কীট

ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বেশে বিরাজমান হয়। ফলতঃ কি তৃণ কি পর্ব্বত, কি রুদ্রাদি দেবগণ, দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই অবিদ্যা জানিবে। অবিদ্যার ক্ষয় হইলেই, আত্মলাভ ও মোক্ষলাভ সংঘটিত হয়।

নবম সর্গ। (অবিদ্যা নিরাকরণ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! বেদে যাঁহাদিগকে বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, সকলের ঈশ্বর, সর্ব্ববিদ্যার নায়ক ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ইত্যাদি বাক্যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, আপনি সেই হরিহরাদিকে অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, ইহাতে আমার ভ্রম যেন স্বকীয় আকারে সমুত্থিত হইল। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভ্রম নিরাকৃত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! যিনি নির্ব্বিকার ও শান্তস্বরূপ; যিনি মায়াময় ও সর্ব্বস্বরূপ, যিনি স্বপ্রকাশ ও সর্ব্ববিকল্পবিরহিত, সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মভিন্ন আর কেহই নাই বা হয় নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি ভিন্ন কিছুই ছিল না। সেই ব্রহ্ম হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও মধ্য এই ত্রিবিধস্বরূপে বিরাজমান কল্পনারূপিণী কলা প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ কলার নাম মন। উহা অবস্থাভেদে তিনপ্রকার; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ইহাকেই প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতিই অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যাই জন্তুগণের উদ্ভবক্ষেত্র এবং ইহার পারেই পরমপদ।

বৎস! অবিদ্যায় উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের নামগুণ। যথা, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ। এই রূপগুণভেদে অবিদ্যা ত্রয় অংশে বিভক্ত। দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই অবিদ্যার গুণভেদ মাত্র। অবিদ্যার সাত্ত্বিক অংশে হরিহরাদি দেবগণ, রজোংশে মুনি ও ব্রহ্মগণ এবং তমোংশে বিদ্যাধর ও নাগগণ সমুদ্ভূত হইয়াছে।

তন্মধ্যে হরি, হর ও ব্রহ্মা অবিদ্যাচরণ বিনির্ম্মুক্ত এবং স্বাভাবিক বিদ্যাবলে স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে ইঁহারা শুদ্ধসত্ব। অবিদ্যার প্রকৃত ভাবস্বরূপ সাত্বিক অংশ অবগত হইলে, পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়।

এইরূপে অবিদ্যার সাত্বিক ভাগই বিদ্যারূপে পরিণত হয়। বীজও কালক্রমে ফল ফলও বীজ হইয়া থাকে। বিদ্যা ও অবিদ্যার কোনরূপ প্রভেদ নাই। জল ও বুদ্বুদ যেমন একই পদার্থ, অবিদ্যা ও বিদ্যাও তদ্রূপ ভাবাপন্ন। বিদ্যা ও অবিদ্যার ত্যাগ হইলে, যে চিন্মাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে, তুমি তাহাতে অবস্থিতি কর। বিদ্যা ও অবিদ্যা সমুদায়ই কল্পনামাত্র এবং মিথ্যা। একমাত্র সদসদ্ভাবসম্পন্ন চিন্মাত্র পদই সত্য। সেই চিন্মাত্রকে না জানার নাম অবিদ্যা। চিন্মাত্র বিদিত হইলেই, অবিদ্যার ক্ষয় হয়। অবিদ্যার ক্ষয় হইলে, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় কল্পনাই বিদলিত ও অব্যক্ত পূর্ণস্বরূপ অবশিষ্ট হন। অবিদ্যার লয় হইলে, সৎ অসৎ সমুদায়ই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ক্ষুদ্র বীজে বৃক্ষ যেমন, সূর্য্যকান্তে অগ্নি যেমন, ক্ষীরে ঘৃত যেমন, অনলে স্ফুলিঙ্গ যেমন এবং সূর্য্যে আলোক যেমন, পরমানন্দপূর্ণ ব্রহ্মে চিৎ তেমন জগৎরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মই সকলের আশ্রয় ও চরমগতি সাগর যেমন তরঙ্গমালায় ও মণি যেমন প্রভাপটলের আধার, ব্রহ্ম তেমনি চিত্তসত্তার কোষ স্বরূপ। তিনি অবস্তু হইলেও বস্তুস্বরূপ এবং বাহ্যে ও অন্তরে সর্ব্বস্বরূপে বিরাজমান হইতেছেন। তিনি অকর্ত্তা হইলেও জগৎস্থিতির কর্ত্তা। যেমন জড়পিণ্ড লৌহ অয়স্কান্তের সান্নিধ্যমাত্রে এই অচিন্ময় জগৎ চিন্ময়রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। সেই ব্রহ্মই জগতের বীজ। তাহাতে কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই। অথচ তিনি সকল বস্তুরই অধিশ্রয়।

দশম সর্গ। (অবিদ্যাচিকিৎসা।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! স্থাবর জঙ্গম কিছুই কিছু নহে। সমুদায়ই মিথ্যা। অতএব তুমি কোন্ বস্তুর কামনা করিবে? স্ত্রীপুত্রাদি রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়। অতএব আমরা কিরূপে তাহাদের মমতা করিব? স্বরূপ বিস্মৃত হইলেই, আত্মার জগদ্ভ্রম হয়। তখন তাহার বন্ধনদশার আবির্ভাব হইয়া থাকে। স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলেই, তাঁহার এই দশার ক্ষয় হয়। তুমি কদাচ স্বরূপ বিস্মৃত হইও না। ঐরূপ স্বরূপ বিস্মৃতির নাম অবিদ্যা। চিত্ত ভ্রান্ত হইলে, আপনার গতি স্থিতি প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা অবলোকন করে এবং আপনিই আপনাকে কোষকার কীটের ন্যায়, বদ্ধ করিয়া থাকে।

শ্রীরাম কহিলেন, অজ্ঞান কিরূপে গাঢ় হইয়া, স্থাবরাদি রূপে আবির্ভূত হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিৎ অবিদ্যাশ্রয়ে স্বস্বরূপ পরিহার করিলেই, স্থাবরাদি দেহ অবলম্বন করেন, তদবস্থায় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মানস প্রসারণ বিরহিত হইলে, তাঁহার মূক, অন্ধ ও জড়স্বভাব আবির্ভূত হয়। বিবেকের লয় বশতঃ তাঁহার লিঙ্গদেহ যেন সুপ্ত হইয়া থাকে। তখন আশক্তি বশতঃ বিবিধ দুঃখভোগ এবং মুক্তিলাভও দুর্ঘট হয়।

শ্রীরাম কহিলেন, কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যাপারবিরহিত হইলে, বাসনার ক্ষয় ও মনের লয়প্রযুক্ত আশু মুক্তি লাভ। অতএব আপনি চিত্তের তাদৃশী দশাকে কি জন্য মুক্তির পরিপন্থিনী নির্দ্দেশ করিলেন্?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মতিমন্! সত্তাসামান্যের বোধই যদি মোক্ষস্বরূপ হয়, তাহা হইলে, বুদ্ধিসহকারে আত্মতত্ত্বের বিচার করা কর্ত্তব্য। আত্মস্বরূপ বিদিত হইলে, যে বাসনার ক্ষয় হয়, ঐরূপ বাসনা ত্যাগই উৎকৃষ্ট ত্যাগ এবং উহাই পরম মোক্ষস্বরূপ।

আর্য্যগণের সহিত যত্নসহকৃত বিচার ও অধ্যাত্মশাস্ত্র সকল যথাযথ পর্য্যালোচনা করিয়া, প্রকৃত বস্তুর ভাবনা করিলে, যে সত্তাসামান্যের আবির্ভাব হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরমব্রহ্ম বলেন। বীজে অঙ্কুরবৎ অন্তর্নিহিত মলিন বাসনাই পুনর্জ্জন্মের হেতু এবং সুষুপ্তি বলিয়া অভিহিত হয়। মৃত্তিকাতে ঘটের ন্যায় স্থাবরাদির অন্তরে এই বাসনা সন্নিহিত থাকে। ঐরূপ বাসনার সন্নিধানকে সুষুপ্তি বলে। সুষুপ্তি কখন সিদ্ধির নিমিত্ত নহে। নির্জ্জীব বাসনার আধার তুর্য্যপদই সিদ্ধির হেতু। বাসনা বীজ দগ্ধ করিয়া, সত্তাসামান্য প্রাপ্ত হইলে, সদেহ বিদেহ ব্যক্তিমাত্রই পুনর্জ্জন্মবিরহিত হয়।

বাসনাবীজরূপিণী চিৎ শক্তিই জলের তরলতা, কঠিনের কাঠিন্য, মলিনের মালিন্য ও খড়্গের ধার এবং সেই আত্মশক্তিই ঘটপটাদির তত্ত্বৎভাবস্বরূপ। এই চিৎ অসৎ হইলেও সৎ ও অবস্তু হইলেও সর্ব্বব্যাপিনী। ইহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলেই, নির্ব্বাণসুখ লাভ ও তদভাবে অনন্তদুঃখ সংঘটিত হইয়া থাকে। অবিদ্যাই জগৎপ্রসব ও অশেষভ্রম সমুৎপাদন করে। চিত্তের অদর্শনই অবিদ্যা। অবিদ্যার স্বরূপ পরিজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলেই, উহার লয় হইয়া থাকে। বিচার দ্বারা অবিদ্যার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অজ্ঞান হইতেই অবিদ্যার জন্ম। সমস্ত দৃশ্য মার্জ্জন হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিদ্যা, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই পরম উপাদেয় এবং তাহাই মুক্তপদ। দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই ব্রহ্ম, অবিদ্যার সদ্ভাব বা অস্তিত্ব কোথায়? সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনাই বিদ্যা এবং তদভাবই অবিদ্যা। সংসারের যাহা কিছু, তৎসমস্তই ব্রহ্ম। এইপ্রকার নিশ্চয়ের নাম বিদ্যা।

একাদশ সর্গ। জীবন্মুক্ত যোগ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অজ্ঞান অতি বলবান্। অভ্যাস ভিন্ন কোন বস্তুই আয়ত্ত হয় না। অতএব যাহা বলিলাম, তোমার বোধবৃদ্ধির জন্য বারংবার তাহাই বলিতেছি, অবধান কর। অজ্ঞান ও অবিদ্যা নামমাত্রে ভিন্ন। এই অজ্ঞান হইতেই সহস্র সহস্র জন্মান্তর আবর্ত্তিত হয়। আত্মার ক্ষয় না হইলে, পুনর্জ্জন্মের লোপ হয় না।

মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় না হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। অতএব তুমি মনকে আশু ছেদন কর এবং মহারাজ জনকের ন্যায়, জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়া, বিহার কর। বৎস! মহারাজ জনকের অন্তরে যে নিশ্চয় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; বিষ্ণু যে নিশ্চয় প্রভাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াও, সুখদুঃখ পরিহার করেন এবং দেবাদিদেব রুদ্রও যে নিশ্চয়বলে সুখদুঃখের অতিক্রম করিয়াছেন, তোমার অন্তরে সেই নিশ্চয় সমুদিত হউক। ব্রহ্মা যে নিশ্চয়বলে নীরোগ ও বীত-শোক হইয়াছেন এবং বৃহস্পতি, শুক্র, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, পুলস্ত্য, নারদ, অঙ্গিরা, প্রচেতা, ভৃগু, ক্রতু, শুক, আমি, অন্যান্য ব্রহ্মর্ষি; দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের অন্তরে যে সুখদুঃখবিনাশী নিশ্চয় বিকশিত হইয়াছে, তোমার অন্তরে সেই নিশ্চয় দৃঢ়ীভূত হউক।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! সেই নিশ্চয় কি, সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শ্রবণ কর। সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই ব্রহ্ম। তদ্বিষয়ে তুমি আমি অন্যান্য ভূতগণ ব্রহ্ম; আমার শত্রু, মিত্র ও বান্ধবপক্ষীয়গণও ব্রহ্ম এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল-ত্রয়ও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই এবং কিছুই কিছু নহে। সমুদ্র যেরূপ তরঙ্গ ও প্রবাহাদিরূপে স্বয়ং বর্দ্ধিত হয়, ব্রহ্ম তদ্রূপ বিবিধ পদার্থরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মই ব্রহ্মের গৃহীতা ও ভোক্তা। ব্রহ্মই ব্রহ্মে ব্রহ্মশক্তি দ্বারা প্রকাশিত

হন! অতএব ব্রহ্ম যদি শত্রুরূপে সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমার বিপক্ষতা করেন, তাহাতে আমার রাগবিরাগাদির প্রমাণ কোথায়? সমুদায় ব্যাপারই যখন ব্রহ্ম দ্বারা ক্রমে প্রকটিত হইতেছে এবং ব্রহ্মই যখন সর্ব্বস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন সুখ দুঃখেরই বা অবসর কোথায়? ঘট ব্রহ্ম, পট ব্রহ্ম এবং আমিও ব্রহ্ম। অতএব ভেদকল্পনা করিয়া, রাগবিরাগ প্রকাশের সম্ভাবনা কোথায়? দেহও যখন ব্রহ্মসঙ্গত, তখন আর মরণে দুঃখ কি? জল ও তরঙ্গে যেমন প্রভেদ নাই ব্রহ্ম এবং তত্ত্ব ও সত্ত্বমর্য্যাদাদিতেও তদ্রূপ কোনরূপ ভিন্নভাব নাই। তরঙ্গের বিনাশে যেমন জলের বিনাশ হয় না তদ্রূপ দেহ রূপব্রহ্মের বিনাশহইলে, ব্রহ্মের কিছুই বিনষ্ট হয় না।

যাহার যে প্রকার প্রকৃতি, সে সকলকে তদ্রূপই অবলোকন করে। ইহা সজীব, ইহা নির্জীব, এইপ্রকার মোহ অজ্ঞানের পক্ষেই শোভা পায়, আত্মজ্ঞানীর কখনও সম্ভব নহে। অজ্ঞানীরা সংসারকে দুঃখময় দর্শন করে। কিন্তু জ্ঞানের নিকট ইহা পরমানন্দময় প্রতীত হয়। কেননা, তাঁহারা সুস্পষ্ট অনুভব ও প্রত্যক্ষও করেন যে, পরমানন্দময় ব্রহ্মই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। অতএব ইহার দুঃখপ্রসঙ্গে সম্ভাবনা কোথায়? অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এই উভয়ে যে প্রভেদ, প্রাজ্ঞ ও অনভিজ্ঞেও সেই প্রভেদ। অন্ধ যেমন সমুদায় অন্ধবৎ অপ্রতিভাত দর্শন করে, অজ্ঞানীও তদ্রূপ প্রতীত করিয়া থাকে। তাহার নিকট কোন বিষয়েরই স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। সে কূপমণ্ডুকের ন্যায় চিরকালই যেন অন্ধকারে বিচরণ করে।

এই জগৎ বিচিত্রভাবাপন্ন হইলেও, প্রাজ্ঞের নিকট একাত্মক প্রতীয়মান হয়। কিন্তু শিশুবুদ্ধি অজ্ঞেরা ইহার অনেকত্ব দর্শন ও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া, পদে পদে অবসন্ন ও শোক মোহে অভিপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানী যেমন নিত্য সন্তোষ

ভোগ করেন; অজ্ঞানীর অদৃষ্টে কখনও তদ্রূপ ঘটনা সম্ভব নহে। বৎস! সমুদায়ই যখন একমাত্রব্রহ্ম, তখন কেহই মৃত বা জীবিত নহে। স্ফটিকাংশু যেমন বিবিধ প্রতিবিম্বের সহিত প্রস্ফুরিত হয়, ব্রহ্ম তদ্রূপ জগৎ-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। তরঙ্গের লয় হইলে, যেমন জলের হ্রাস হয় না; দেহাদির লয় হইলে, তেমন ব্রহ্মেরও কিছুই হানি হয় না। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন কিছুই নহে; দেহাদিও তদ্রূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নহে; বুদ্বুদ, লহরী, ফেণ, তরঙ্গ সমুদায়ই যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নহে; তদ্রূপ ঘটপটাদিময় এই বিবিধ বিশ্বরচনাও একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ। মূঢ়েরাই অনর্থক দ্বিত্ব কল্পনা করে। মন, বুদ্ধি, অহংকার, রূপ রসাদি পঞ্চতন্মাত্র, বাক্‌পাণি পাদাদি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং নাসিকা জিহ্বাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্তই ব্রহ্ম। সুখ দুঃখাদির নামমাত্রও নাই। উহা মূঢ়েরই কল্পনা। একমাত্র শব্দ যেমন পর্ব্বতাদিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, একমাত্র ব্রহ্মও তদ্রূপ বহুবিধ নামদ্বারা বহুরূপে আত্মাতে বিলসিত হইতেছেন।

ব্রহ্ম সকলের অজ্ঞাতেই জগদ্‌রূপে আবির্ভূত ও প্রকাশিত হন। তাঁহাকে সৎস্বরূপে ভাবনা না করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় না, দেখ সুবর্ণকে মৃত্তিকা মনে করিলে, সুবর্ণের মৃত্তিকা স্বরূপই প্রতীত ও প্রকৃতস্বরূপের অপ্রকাশ হইয়া থাকে। আত্মাকে, অন্ধকার ভাবিলে, বিপরীত ফল লাভ হয়। এইজন্য ব্রহ্মবিৎ ধীরগণ ব্রহ্মকে স্বস্বরূপে ভাবনা করেন। মূঢ়েরা বিপরীত ভাবিয়া, বিপরীতগতি লাভ করে। জগদ্‌ভ্রম দূর না হইলে, কখনও ব্রহ্মস্বরূপ প্রকটিত হয় না। কেননা, তুমি যাবৎ স্বর্ণকে মৃত্তিকা ভাবিবে, তাবৎ স্বর্ণের প্রকৃতস্বরূপ কিরূপে অবগত হইবে? মহাত্মাগণ ইহা বিলক্ষণ বিদিত আছেন, যে, ব্রহ্ম অকর্ম্ম, অকর্ত্তা, অকরণ, তাঁহাকে যাবৎ জানা না যায়, তাবৎ

অজ্ঞানস্বরূপেই দৃশ্যমান হইয়া থাকে। মুক্তিও সুদূরপরাহত হয়। বন্ধুকেও বন্ধু বলিয়া না জানিলে, তাঁহার বন্ধুত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না।

সৌম্য! এই জগৎ অত্যন্ত অযুক্ত ও বিরস, এইপ্রকার ভাবনার নাম ব্রহ্ম ভাবনা। এই ব্রহ্মভাবনার আবির্ভাব হইলেই, অচিরাৎ উল্লিখিত অযুক্ত বিরসভোগ্য পদার্থ পরিহারপুরঃসর আত্মার মুক্তিপথ আবিষ্কৃত হয়। দ্বৈতমাত্রেই মিথ্যা, এইপ্রকার ভাবনার সঞ্চয় হইলেও, আত্মার মালিন্য দূর হয়। আমি এই শয়নকার্য্যময়দেহ নহি, এই প্রকার ভাবনার আবির্ভাব হইলেও, আত্মার মুক্তিমার্গ প্রকাশিত হয়। আমি ব্রহ্ম, এইপ্রকার ভাবনার আবিষ্কার হইলেও, আত্মার মালিন্য দূর হয়। তুমি আমি ইত্যাদি ভেদজ্ঞানের পরিহার হইলে, সকল বস্তুরই ব্রহ্মস্বরূপতা পরিজ্ঞাত হয়; তখন দুঃখ, বাসনা, মোহ, কর্ম্ম ইত্যাদি কিছুই থাকে না। তখন সর্ব্বত্র সমদর্শী শোকহীন, স্বস্থ, সর্ব্বকলঙ্কবিরহিত ও নিরাময় ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে পারা যায়। তখন বাসনা বা পরিত্যাগ, কিছুই থাকে না। তখন আমিই স্বর্গ, আমিই পৃথিবী, আমিই দেহ, আমিই চিৎ, আমিই আকাশ ও আমিই সূর্য্য, এইপ্রকার অবস্থার উদয় হয়। তখন আমিই তৃণ, আমিই ব্রহ্ম, আমিই জগৎ ও আমিই ব্রহ্মস্বরূপ [illegible] হইয়া থাকি। তখন ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে সমুদায় ভূতশক্তি অবস্থিতি করে। তখন আমিই ব্রহ্মরসাত্মা হইয়া, অঙ্কুরাদির উৎপাদন করি এবং যাহাতে সকল বস্তুর লয়, স্থিতি, উৎপত্তি এবং সকলবস্তু হইতে যাহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়, আমিই সেই একাত্মা ব্রহ্মরূপে বিরাজ করি। তখন সুস্পষ্ট জানিতে পারি, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তি, সৎস্বরূপ, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, চিদাত্মা, পরম বস্তু, সত্য ঋত ও জ্ঞস্বরূপ। তাঁহাকে জানিলে, তাঁহারই স্বরূপ ও শোকদুঃখাদি বিমুখ হওয়া যায়।

আমিই মন বুদ্ধি কল্পনাদির অতীত অনাময় চিদ্ব্রহ্ম। আমিই শব্দাদি তাহাদের কারণ, আকাশাদিও তাহাদের কৃত জগৎ স্থিতির প্রকাশক। আমার ক্ষয় নাই। আমা হইতেই চিত্তের আবির্ভাব। যোগিগণ ধ্যানবলে অনুভব করিয়াও, যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, আমিই সেই ইন্দ্রিয়ের অতীত সর্ব্বান্তর-স্বরূপ প্রত্যক্ চৈতন্য। আমিই অনন্ত ভোক্তা ও অলেপক ব্রহ্ম। আমি সর্ব্বথা শান্তস্বরূপ, নির্ম্মল, সর্ব্বত্র বিরাজমান ও সর্ব্ববাসনা বহিস্কৃত ব্রহ্ম। আমিই অচ্যুত ব্রহ্মানন্দ। আমিই সেই অনাময় চিদ্ব্রহ্ম। আমিই নির্ব্বিষয়, নির্ম্মল ও অবিচ্ছিন্ন [illegible]। মন অদৃষ্ট বিষয়সমূহে যে নিষ্কলঙ্ক প্রতীতি প্রাপ্ত হয়, আমিই সেই সর্ব্বব্যাপিণী চিৎশক্তি। যে উদ্‌গমনীশক্তি জল বায়ু ও মৃত্তিকাসংযোগে অঙ্কুর সমুৎপাদন করে, আমিই সেই সর্ব্বপরিব্যাপ্ত চিৎশক্তি। আমিই সুখদুঃখাদি কল্পনা করিয়া, বিহ্বল হই; আবার, কল্পনার পরিহার করিয়া, স্বপদে অবস্থান করি। অতএব আমিই সত্যস্বরূপ চিৎশক্তি। যে একমাত্র স্বাদু সত্তা নিম্ব ও খর্জ্জুরাদি ফলের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিতি করে, আমিই সেই চিৎশক্তি। যে সম্বিৎ লাভালাভ-জনিত হর্ষ,বিষাদ সমান জ্ঞান করে, আমিই সেই অনাময় চিৎ-শক্তি। আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত সকল অবস্থাতেই তুর্য্যরূপে বিরাজমান। অতএব আমি শান্তবিতত সুনির্ম্মল চিৎ। স্বাদুতা যেমন শত শত ইক্ষুর অন্তরে একভাবে প্রতিষ্ঠিত, আমিও, তদ্রূপ একভাবে সকল পুরুষের অন্তরে বিরাজ করি। অতএব আমি সর্ব্বসমান চিৎশক্তি। আমার প্রভা, সূর্য্য প্রভার ন্যায়, স্বচ্ছরূপিণী, সর্ব্বসঞ্চারিণী, আলোকজননী ও স্বভাবসিদ্ধা। অতএব আমি সর্ব্বব্যাপিণী চিৎ। আমিই একমাত্র অনুভব গোচর অব্যয় চিৎ। যাহা ছিন্ন ভিন্ন হইলেও, সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিমতী, আমিই সেই অনাময় চিৎ। মৃণালে তন্তুর ন্যায়, যাহা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে সন্নিহিত ও সন্নিবদ্ধ, আমিই সেই পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম ও

সুদুর্লক্ষ্য সুবিতত চিৎ। ক্ষীরে ঘৃত আছে, ইহা যেমন একমাত্র অনুভব ও স্নেহ দ্বারা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ যাহা অনুভব মাত্রের গোচর ও একমাত্র পরমপ্রেম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমিই সেই অব্যয় চিৎ। যাহা সৎ ও অসৎরূপে প্রতি দেহেই বিরাজমান, আমিই সেই বিশ্বরূপিণী চিৎ। যাহা সকল পদার্থের বাহ্যাভ্যন্তর বিলাসিনী, আমিই সেই অলেপিকা চিৎ। যাহা সত্তাসামান্যস্বরূপ ও সমুদায় অনুভবের আদর্শ, আমিই সেই মহৎ চিত্তত্ব।

যিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন, যিনি সমুদায় তেজের প্রকাশ করেন এবং যিনি সমুদায় উপাদেয়ের চূড়ান্তসীমা, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি স্বরূপ, যিনি সকলদেহের অতীত ও যিনি নিরন্তর বিরাজমান, সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি ঘটপটাদিতে তত্তৎরূপে স্থিতিমান, জরায়ুজাদি সকল দেহে স্পন্দমান ও বিরাজমান এবং যিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্তিমান্, সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি যুক্ত মুক্ত, যিনি হৃৎসরোজের গূঢ়তন্ত, যিনি হস্তপদাদির সুদৃঢ় গ্রন্থি এবং যিনি লোকসকলের একমাত্র জীবনাধার, সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যাহা ক্ষীরসাগর বা চন্দ্রে সম্ভূত এবং গরুড় কর্ত্তৃক অপহৃত হইবার নহে, সেই অমৃতস্বরূপ সত্যস্বরূপ চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি রূপরসাদির প্রকাশ্য হইলেও, রূপরসাদি বিহীন, সেই শান্তস্বরূপ চিদাভাসের উপাসনা করি। আহা, আমার কি সৌভাগ্য! কি আনন্দ! যিনি সকলের প্রকাশক ও সকল লোকের আধার, আমি সেই চিদাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি মহামহিম হইলেও সর্ব্বভূতি বহির্ভূত এবং যিনি কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা, আমি সেই চিদাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমিই অখিল বিশ্ব, আমিই সমস্ত দৃশ্যের আধার এবং আমি অহংকার বা তদিতর কোন বস্তুই নহি। আমি এইরূপে

প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তন্নিবন্ধন আমার সমুদায় শোকসন্তাপ বিগলিত হইয়াছে।

দ্বাদশ সর্গ। জীবন্মুক্তি নিরূপণ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! জনকাদি মহাত্মা ব্যক্তিগণ ঐরূপ নিশ্চয়বলে সর্ব্বথা নিষ্কলুষ ও সত্যস্বরূপ শান্তপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বুদ্ধির চরম উন্নতি প্রসাধিত, রাগবিদূরিত ও সমদর্শিতা আবির্ভূত হওয়াতে, তাঁহাদেব জীবনে বা মরণে আর আদর বা ঘৃণা নাই। তাঁহারা যেরূপ বিনীত, সেইরূপ আত্মপদে অচল ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, কখন বনে, কখন নগরে, কখন দ্বীপসমূহে, কখন স্বর্গীয় দেবোদ্যানে কখন বিচিত্র দোলায়, কখন মেরুশৃঙ্গে, কখন তৎসদৃশ অন্যান্য স্থানে বিচরণ, কখন শক্ররাজ্য জয় করিয়া, বিচিত্র ব্যবহার সহকার বিহরণ, কখন শ্রুতিস্মৃতিসম্মত সদাচারাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুসরণ এবং কখন বা সহাস্যবদনা ললনাগণ সমভিব্যাহারে বিচিত্র ভোগ্যভূমি ও ...তমন্দার সুশোভিত নন্দনকাননে বিহার করেন। কখন গৃহস্থের কর্ত্তব্য বিবিধ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত, কখন মৃতপতিত ...স্তিগণে পরিপূরিত, শিবাগণের অশিব রবে নিনাদিত ও অসংখ্য ...ভেরীর সুভীষণ উত্তীর্ণ ডঙ্কারধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত সংগ্রামবীথী উত্তীর্ণ এবং কখন উদ্ধতচিত্তে ও কখন বা সহিষ্ণুহৃদয়ে বিবিধ বিপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ফলতঃ, তাঁহাদের মন সকল কালে সকল স্থানে ও সকল অবস্থাতেই মুক্ত, অসংসক্ত, ভ্রম উপাধি ও ...াগাদি বিরহিত এবং পরম শান্ত পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহারা ...াগরোবরে কুলশৈলের ন্যায়, মহাবিপদেও মগ্ন হন না। ...ন্দু কিরণে জলরাশির ন্যায়, রমণীগণের সসংর্গেও উল্লাসিত

হয় না; গ্রীষ্মে বনস্থলীর ন্যায়, দুঃখাদিতেও সন্তপ্ত হন না এবং হিমে ওষধির ন্যায়, ভোগ দ্বারাও হর্ষিত হন না। তাঁহারা অনাসক্ত হইয়া, সকল বিষয় ভোগ করেন। এইজন্য ইষ্ট ও অনিষ্টে তাঁহাদের অভিলাষ বা পরিহার নাই। শত্রুজয় করিয়া আপনাদের উৎকর্ষ বা শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, অনুৎকর্ষ বোধ করেন না। তাঁহারা সুখে হৃষ্ট, দুঃখে ক্লিষ্ট, মোহে ভগ্ন বা গর্ব্বে মগ্ন হন না। তাঁহারা শোকেও যেমন, সুখেও তেমন।

রাম! তুমি তাঁহাদের ন্যায়, পাপতাপসন্তাপহারিণী আত্ম-দৃষ্টির সহায়তায় প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, সুখে বিহার কর এবং বিগতভ্রম ও বিগত ভেদ হইয়া, মেরু ও মহাসাগরের ন্যায়, সুগম্ভীরউদারভাবে অবস্থিতি কর। এই দৃশ্যমান বস্তুজাত সমুদায় চিন্মাত্র। ইহা কখন আছে, কখন নাই। অতএব তুমি ইহা পরিহার করিয়া, নিঃশঙ্ক ব্রহ্মস্বরূপ লাভ কর, পুনর্জ্জন্মনিরোধিনী নির্ম্মলবুদ্ধিসহায়ে অবস্থিতি কর। কিজন্য নিরতিশয় উদ্বেগসহকারে রোদন করিতেছ? এবং কিজন্য মূঢ়ের ন্যায় শোক করিতেছ? এবং কি জন্যই বা আবর্ত্তপতিত তৃণের ন্যায়, উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে পরিভ্রমণ করিতেছ?

শ্রীরাম অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, আমার অন্তর্ম্মল বিগলিত ও পদ্মের ন্যায়, হৃদয় বিকসিত এবং শরৎকালে হিমানীর ন্যায় সমুদায় সংশয় ছিন্ন ও সমুদায় ভ্রম অবসন্ন হইয়াছে এবং আমার মান, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য বিদলিত, শোকরাশি অপনীত, আত্মাও প্রসাদগুণে অলঙ্কৃত, বুদ্ধিস্থিরভাবসমন্বিত ও অনুত্তম সুখ সমাগত হইয়াছে। অধুনা আমি বিগতজ্বর হইয়া, ভবদীয় উপদেশানুসারে কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

ত্রয়োদশ সর্গ। (জ্ঞানযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অতঃপর কি শুনিতে অভিলাষ য়, বল।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! বাসনাবিগলিত ও তন্নিবন্ধন বিশুদ্ধ ান সঞ্চরিত হওয়াতে, নিশ্চয়ই আমার জীবন্মুক্তপদে বিশ্রান্তি ভ হইয়াছে। ব্রহ্মন্! প্রাণস্পন্দ রুদ্ধ ও বাসনার ক্ষয় হইলে, রূপে জীবন্মুক্তপদে বিশ্রাম করা যায়, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! সংসারোত্তরণের যুক্তি দুই প্রকার, াত্মজ্ঞান ও প্রাণরোধ। এই যুক্তির নাম যোগ। পূর্ব্বে এ বিষয়ে র্ণন করিয়াছি।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই দুইপ্রকার যুক্তির মধ্যে কান্‌টী সহজসাধ্য ও সুখজনক এবং কোন্‌টী অবগত হইলে েরায় ক্ষুব্ধ হইতে হয় না?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! আত্মজ্ঞান ও প্রাণরোধ এই উভয়ই যাগ শব্দে উল্লিখিত হয় বটে, কিন্তু প্রাণরোধই যোগ শব্দের াচ্য হইয়া উঠিয়াছে। যোগ এবং জ্ঞান উভয়ই সংসারসাগর ারপ্রাপ্তির তুল্যরূপ সাধন এবং তুল্যরূপ ফল সমুৎপাদক। যে ্যক্তির মন অতি কোমল ও কোনরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে অশক্ত, ঠাৎ প্রাণরোধ করা কোনমতেই তাঁহার সাধ্য হয় না। সেইরূপ, বচারবিষয়ে অনভিজ্ঞ কঠোরপ্রকৃতি লোকও সহসা নিশ্চয় ান লাভ করিতে পারে না। বিচারদক্ষ শুদ্ধচিত্ত পুরুষ স্বপ্নেও খন অজ্ঞানের বশীভূত হন না। সকল অবস্থাতেই তাঁহারা ল্যরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট। ধারণা, আগম ও দেশাদি সাধন করিতে য় বলিয়া, মন্দমতি পুরুষগণ কোনরূপ যোগানুষ্ঠানেই সমর্থ নহে। স্থির ও শুদ্ধচিত্তই যোগসাধনের একমাত্র সাধন। স্থির জলে সূর্য্যবিম্ব যেমন প্রতিফলিত হয়, স্থিরচিত্তে তদ্রূপ ধ্যানধার-ণাদির অবিচলিত স্থিতিসংস্থিত হইয়া থাকে। মন নিবিষ্ট না

হইলে, অতি সামান্য কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অন্যমনস্ক ও উন্মত্ত উভয়ই সমান।

পক্ষান্তরে, যোগাদি কোনরূপ শাস্ত্রীয়ব্যাপার সাধন করিতে হইলে, ইহা সাধ্য, ইহা দুঃসাধ্য, ইত্যাকার বিচার করাও ধীর সক্ষম অধিকারীর পক্ষে কোনমতেই বিহিত বা সঙ্গত নহে। অনঘ! যোগ এবং জ্ঞান উভয়ই শাস্ত্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে পূর্ব্বজ্ঞানের বিষয় তোমাকে বলিয়াছি। অধুনা, প্রাণরোধ যোগ বর্ণন করিব। এই যোগ দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর সাম্যত্ব সমাহিত, খেচরত্ব প্রভৃতি অনন্তসিদ্ধি সঞ্চিত ও জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিগণের আত্ম-সাক্ষাৎকার অধিগত হইয়া থাকে। অয়ি রাজনন্দন! তুমি এই যোগযুক্তি সহায়ে সুখানিল রুদ্ধ করিয়া, চিত্ত দ্বারা বাক্যমনের অগোচর আনন্দ ঘনরূপ লাভ ও পরমপদে অধিষ্ঠান কর।

চতুর্দ্দশ সর্গ। (মেরুশিখরবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! যোগিগণ যে স্থানে বিশ্রাম করেন, সেই অনন্তপদের যে স্থলে এই জগৎ সতত বিলসিত হইতেছে, তথায় মনু ও প্রজাপতি প্রভৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মযোনি ব্রহ্মা অশেষ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া, পিতামহপদে বিরাজমান হন। আমি সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষিলোকে বৈবস্বত মন্বন্তর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করি। একদা আমি স্বর্গে সমাগত ও তত্রত্য দেবসভায় সমুপবিষ্ট হইয়া, নারদাদি মহর্ষিগণের প্রমুখাৎ দীর্ঘজীবী মহাত্মাদের কথা শুনিতেছি, এমন সময়ে মহামান্য মহামতি প্রমাণ-কুশল মিতভাষী মহর্ষি শাতাতপ প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে কহিলেন, মহর্ষিগণ! শ্রবণ করুন। সুমেরু পর্ব্বতের ঈশাণ কোণে পদ্মরাগ-মণিময় বৃহৎশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত চূত নামে সুন্দর সুবিস্তৃত কল্পপাদপের দক্ষিণস্কন্ধে যে কল্পলতা লিঙ্গিত, বিহঙ্গগণের আবাসভূত বৃহৎ

কোটর আছে, তন্মধ্যে ভুশুণ্ড নামে বীতরাগ বায়স বাস করে। তাহার ন্যায় দীর্ঘজীবী সুরলোকেও লক্ষিত হয় না এবং বোধ হয় হইবেও না। সে যেরূপ শ্রীমান্, মতিমান্, দীর্ঘজীবী, বীতরাগ, বিশ্রান্ত, শান্তস্বভাব ও কালত্রয়দর্শী তাহাতে তাহার ন্যায়, পক্ষী হইয়া, জন্মগ্রহণ করাও, বহুভাগ্য ও পুণ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে, সুরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে তদীয় বাক্যের প্রামাণ্য পরিচয়জন্য ভুশুণ্ডের সহিত সাক্ষাৎকার মানসে বহির্গত এবং নভোমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক সেই মেরুশিখরে সমাগত হইলাম। দেখিলাম, সেই শিখরেন্দ্র পদ্মরাগ প্রভাসিত অত্যুচ্চ কলেবরে ঈশান কোণে আশ্রয় করিয়া, বিরাজমান হইতেছে এবং রত্নগৈরিকাদির অনল সবর্ণ প্রভাপটলে দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বলিত করিয়া, কল্পান্তকালীন আগ্নেয়গিরির প্রতিভা ধারণ করিয়াছে। উহা যেন সকল বর্ণের সমষ্টিরূপে তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্রত্য মেঘমালা সর্ব্বকালীন আরক্ত বর্ণে অলঙ্কৃত। দেখিলে, বোধ হয়, "সুমেরু যোগবলে যেন ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, সুষুম্নামার্গ সমুৎক্রমণে সমুদ্যত হইয়াছে"। তজ্জন্য তাঁহার জঠরস্থিত হুতাশন স্বস্থান ত্যাগ করিয়া, মস্তকে সমুত্থিত হইয়াছে। অথবা, স্বয়ং যজ্ঞাগ্নি যেন স্বর্গগমন বাসনায় সমুজ্জ্বল শিখাপরম্পরায় পরিবেষ্টিত হইয়া, মেরুপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ঐ শৃঙ্গের উন্নতির সীমা নাই। দেখিলে, বোধ হয়, গিরিবর যেন শৃঙ্গাগ্ররূপ অঙ্গুলিত্রয় সহযোগে আকাশ স্পর্শ করিয়া, নক্ষত্রসকল গণনা করিতেছে। তাহার কোন স্থল পয়োদপটলীর মৃদঙ্গসম সুমন্দ্র গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত, কোন স্থলে বিকসিত কুসুমগুচ্ছের সংসর্গে আহ্লাদে যেন হাস্যমান, কোন স্থান ভ্রমরগণের সুমধুর সঙ্গীতে সমুল্লাসিত। দেখিলে, বোধ হয়, শৃঙ্গবর যেন সুমেরুর সুশোভন মুকুটরূপে বিরাজমান হইতেছে। তাহার কোন স্থল অপ্সরোগণের বিলোল পদসঞ্চারসহকৃত ইতস্ততঃ পরিক্রমণে অলঙ্কৃত এবং

কোন স্থান শিলাতলে বিশ্রান্ত অমরদম্পতির সান্নিধ্যে সুশোভিত মদন ও মন্মথ উভয়ে যেন সাক্ষাৎকারে সেই শেখরে উদারভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। তত্রত্য গঙ্গানির্ঝরবিরাজিত মনোহর লতা-গৃহে অমরেরা বিশ্রাম ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে। বিকসিত কনকপঙ্কজে তদীয় শিরোদেশ বিভূষিত ও সমুজ্জ্বল রত্নকিরণে তদীয় দেহ সর্ব্বদাই বিস্ফুরিত। তথায় প্রতিদিন নানাবর্ণের ও নানাজাতীয় কুসুমসমূহ বিকসিত হওয়াতে, বোধ হয়, অমর-যুবতীরা যেন উহাকে প্রত্যহ নূতন নূতন রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া, স্ব স্ব ক্রীড়াশৈলরূপে আশ্রয় করেন।

পঞ্চদশ সর্গ। (ভুশুণ্ডদর্শন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! অনন্তর আমি মহর্ষি শাতাতপের কথিত সেই বৃহৎ চূততরু দর্শন করিলাম। শাখা সকল চতুর্দ্দিকে সমবিস্তৃত হওয়াতে, উহার আকার দেখিতে চক্রের ন্যায়। উড্ডীয়মান পুষ্পপরাগ, মেঘমালার ন্যায়, উহাকে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া আছে। উহা গগণের সীমান্ত আলোড়ন করিয়া, শৃঙ্গের উপরি দ্বিতীয় শৃঙ্গের ন্যায়, বিরাজ করিতেছে। তারানিকরের সান্নিধ্য বশতঃ উহার কুসুমসমূহ দ্বিগুণীকৃত হইয়াছে। দোলা-বিহারী অপ্সরোগণের করপল্লবসম্পর্কে উহার পল্লব সকলও দ্বিগুণিত হইয়াছে। বিদ্যুন্মণ্ডলীর সংসর্গ বশতঃ উহার মঞ্জরী সকলেরও দ্বৈগুণ্য হইয়াছে। কিন্নরগণের সঙ্গীতসম্পর্কে উহার ভ্রমরধ্বনিও দ্বিগুণভাবাপন্ন হইয়াছে এবং চন্দ্রের আশ্লেষ বশতঃ অমৃতসংযোগে উহার ফল সকলও দ্বিগুণাকৃতি ও অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার স্কন্ধে দেবগণ, পত্রে কিন্নরগণ, নিকুঞ্জে মেঘ সকল, ও কক্ষমূলে সিদ্ধগণ বিচরণ করিতেছেন। উহার সুবিপুল বিস্তারে অনন্ত দিগ্‌বলয় যেন পরিপূরিত হইয়াছে। উহার

কোন স্থানেই ফল পল্লব, কুসুম ও রজঃপুঞ্জের অভাব নাই। এই কারণে উহা নিরতি বিচিত্রভাবাপন্ন। সর্বত্র রত্ন, ফল, কুসুম, লতাবিলাস, মণি, গৃহ, অংশু ইত্যাদি কমনীয় দ্রব্যসমূহের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত উহা ব্যক্তিমাত্রেরই মনোহর ও প্রীতিকর। উহার লতা, পল্লব, কক্ষ, কুঞ্জ সর্ব্বত্র বিহগগণ কুলায় বন্ধন করিয়া বাস করিতেছে। বিরিঞ্চিবাহন হংসশাবকগণ উহার কোন স্থানে ওঁকার ও চতুর্ব্বেদরহস্য আলোচনা কোন স্থানে গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন, কোন স্থানে অগ্নিবাহন শুকশাবক সকল শিখিশিখা সদৃশ শিখা বিস্তরণপূর্ব্বক উচ্চস্বরে স্বাহাসহকৃত মন্ত্রপাঠ ও দেবগণ অনন্যচিত্তে তাহাদিগকে দর্শন, কোন স্থানে স্কন্দোপদিষ্ট শৈববিদ্যাবিশারদ কুমারবাহন ময়ূরগণ নিঃশঙ্কে অবস্থান, কোন স্থানে বিরিঞ্চিবাহন বংশীয় হংসগণ, অগ্নিবাহনবংশীয় শুকগণ ও কুমারবাহনবংশীয় ময়ূরগণ এবং ক্রৌঞ্চ, কুক্কুট প্রভৃতি অন্যান্য পক্ষীগণ বহুসংখ্যায় বিহার করিতেছে। যাহারা কখন পৃথিবীতে অবতরণ করে না এবং আকাশেই জাত ও আকাশেই উপরত হয়, তাদৃশ পক্ষীগণের তথায় অভাব নাই।

তাত! আমি আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক প্রথমে তাহার প্রচুর পত্রবিশিষ্ট গগণস্পর্শী দক্ষিণ শাখায় দৃষ্টিপাত করিলাম। অনন্তর সেই শাখাস্থ স্বর্গবাসী জনগণের ভোগোপযুক্ত, নিভৃত কোটরে দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক অবলোকন করিলাম, দ্রোণকাক সকল কুসুমগুচ্ছে ও মঞ্জরীজালে জড়িত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা সকলেই শান্তিসম্পন্ন ও তজ্জন্য অক্ষুব্ধ ও অক্ষুণ্ণভাবাপন্ন। শ্রীমান্ ভুশুণ্ড কাচমধ্যে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, তাহাদের মধ্যস্থল অলঙ্কৃত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন। তাঁহার কলেবর উন্নত, সর্ব্বাঙ্গ পরম সুন্দর ও যশ পরমপূর্ণভাবাপন্ন। তিনি যেরূপ মানী, সেইরূপ প্রাণরোধবশতঃ নিরবচ্ছিন্ন সুখী এবং দীর্ঘজীবী বলিয়া চিরজীবী নামেই বিখ্যাত। যুগের পর যুগ দর্শন করিতে তাঁহার অতিমাত্র ঔৎসুক্য। অগ্নি, ঈশান ও

লোকপালগণের বারংবার জন্ম পরিদর্শন করিয়া, তিনি সর্ব্বদাই বিষন্নহৃদয়ে অবস্থান করেন। দেব, দৈত্য ও নরপতিগণের অতীত বৃত্তান্ত তদীয় চিত্তপটে সতত চিত্রিত আছে। তাঁহার বাক্য অতি মধুর, মন অতি নির্ম্মল ও গম্ভীর। তিনি যেরূপ সুচতুর, সেইরূপ সূক্ষ্ম বিষয় সকলও বুঝিতে ও বুঝাইতে বিলক্ষণ নিপুণ এবং সর্ব্বথা নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার এবং সকলের বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র, প্রভু, গুরু ও পুত্রস্বরূপ; কখনই সত্য ও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন না। তাঁহার মূর্ত্তি মধুর, প্রসন্ন ও পরম প্রিয়দর্শন। তিনি শান্তিরসের আধার, মহাত্মা, সকলেরই হৃদয় মনের প্রীতিকর, গম্ভীর ও নির্ম্মলস্বভাব এবং ব্যবহারবেত্তা। তাঁহার অন্তর অতীব শীতল ও আশয় অনাবৃত এবং তিনি সকলেরই আত্মীয় ও পরম প্রীতিময় কুটুম্ব। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, যেন অভীষ্টসাক্ষাৎকার হইল, স্পষ্টই এইরূপ প্রতীতি হয়।

ষোড়শ সর্গ। (বশিষ্ঠভুশুণ্ড সমাগম।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অনন্তর আমি আকাশ হইতে নক্ষত্রের ন্যায়, ভুশুণ্ডের সম্মুখদেশে পতিত হইলে, ভূকম্পে সাগরের ন্যায়, মদীয় পতনবেগে সেই বায়সসভা কিঞ্চিৎ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ভুশুণ্ড ত্রিকালদর্শী, এইজন্য আমার আগমন জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ধ্যান হইতে উত্থান করিলেন এবং সবিনয়ে দণ্ডায়মান হইয়া, মধুরস্বরে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, সত্বরে কুসুমাঞ্জলি প্রদান পুরঃসর আমার পূজাবিধি সমাধা করিলেন। অনন্তর ভৃত্যদিগকে আদেশ না করিয়া, স্বয়ং সমাদর সহকারে সেই কল্পতরুর কোমল কিসলয় সঙ্কলন পূর্ব্বক আমাকে বসিতে দিলেন। আমি তাহাতে উপবেশন করিলে, তত্রত্য বায়স সকল উন্মুখ নয়নে আমারে দেখিতে লাগিল।

অনন্তর ভুশুণ্ড সন্তোষ সহকারে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথা-

বিধি পূজাবিধি সমাধা করিয়া, বন্ধুর ন্যায় প্রিয়বাক্যে আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অদ্য আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনাকে দর্শন করিলাম। অদ্য আমরা ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। অদ্য আপনার প্রসাদরূপ পীযূষসেকে আমাদের এই আশ্রয়তরু পরমপবিত্রভাবাপন্ন হইল। আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? বোধ হয়, আমি চিরকাল রাশি রাশি পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি; তৎপ্রভাবেই আপনার পবিত্রপদার্পণে অদ্য কৃতার্থ হইলাম। আপনি ত সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, পবিত্র হৃদয়ে এই মহামোহময় সংসারে বিচরণ করেন? অদ্য কিজন্য এখানে আগমন করিয়া, পথশ্রমে আত্মাকে কদর্থিত করিলেন, শুনিবার জন্য সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। ভবদীয় পাদপদ্ম দর্শনেই আপনার আগমনকারণ জানিতে পারিয়াছি। চিরজীবী বলিয়াই আপনারা আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। এবং এই কারণেই পবিত্র পদার্পণে এই স্থান পবিত্র হইতেও পবিত্র করিলেন। ভবদীয় বাক্যরূপ পীযূষ পান করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছি। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগমনকারণ কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভুশুণ্ড এই প্রকার সম্ভাষণ করিলে, আমি উত্তর করিলাম, বায়সরাজ! বাস্তবিকই চিরজীবী বলিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি প্রকৃতদর্শী, আত্মজ্ঞানবান্ ও পরিণামশীল। এইজন্য ভববন্ধনে বদ্ধ হও নাই। অয়ি ভাগ্যশালিন্! তুমি কোন্ বংশে জন্মিয়াছ? কিরূপে জ্ঞেয়বিষয়ে কৃতজ্ঞান হইলে? তোমার পরমায়ু কত? অতীত ঘটনা সকল তোমার মনে আছে কি না? কিজন্যই বা তুমি এইস্থানে নিয়মিতরূপে বাস করিতেছ? সমুদায় বলিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মারা অনুদ্বেগ ও যত্ন সহকারে কথা সকল শ্রবণ করেন। অতএব আপনি অবধান করুন;

আমি বলিতেছি। আপনার ন্যায়, বিশ্বপূজ্য উদারবুদ্ধি মহানুভব ব্যক্তিগণ যাহা শ্রবণ করেন, তৎপ্রভাবে অশুভ সকল আশু বিনষ্ট হয়।

সপ্তদশ সর্গ। সৎস্বরূপকীর্ত্তন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ভুশুণ্ডের কলেবর বর্ষাকালীন জলদ সদৃশ শ্যামবর্ণ, আকার নাতিপ্রহৃষ্ট ও পরমশান্তভাববিশিষ্ট, বুদ্ধি সবল, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, বাক্য স্নিগ্ধ ও গম্ভীর, বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ে বিনিবৃত্ত ও তজ্জন্য অন্তর পরমানন্দে পূর্ণ, স্বভাব অতি বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবাপন্ন, কথা বীণাবেণুর ন্যায় অতীব মধুর ও সুশ্রাব্য, এবং মূর্ত্তি সাক্ষাৎ অভয়স্বরূপ। তিনি করস্থ বিল্বফলের ন্যায়, ত্রিজগৎ সাক্ষাৎ দর্শন ও সমুদায় ভোগ্য বস্তুকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, এবং জ্ঞান দৃষ্টি সহায়ে সংসারের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ ও পরাবর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য ইত্যাদি গুণসন্নিবেশ বশতঃ মন্দরাচলসমবেত ক্ষীরসাগরের ন্যায়, তাঁহার মহিমার সীমা নাই। তিনি যেরূপ অভিরামস্বরূপ, সেইরূপ সর্ব্বদাই জ্ঞানানন্দজনিত অতুল হর্ষ অনুভব করেন। তিনি আমারে মধুরাক্ষরে সম্বোধন করিয়া, বিনয় ও উৎসাহসহকারে অমৃতায়মান বাক্যে নিজ রচিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাদশ সর্গ। (মাতৃকাব্যবহারবর্ণন।)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণের ও পূজনীয়। ভগবতী ভাগীরথী তদীয় জটাজুট বেষ্টন পূর্ব্বক, চূতবৃক্ষে কনকলতার ন্যায়, বিরাজ করিতেছেন। অমৃতরসনিঃস্যন্দিনী চন্দ্রলেখা তাঁহার চূড়ামণি। ইন্দ্রনীলমণিসবর্ণ কালকূট

উল্লিখিত অমৃতনিস্রবে অমৃতময় হইয়া, তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার কলেবর পরমাণুময় মায়ারূপ বিভূতিতে চর্চ্চিত। ঐ মায়াভস্ম প্রলয়কালীন সাক্ষিপাবকসমুদ্ভূত চিৎসলিলে অভিষিক্ত। ব্রহ্মাদি অমরগণের সুমার্জ্জিত অস্থিমালা, রত্নমালার ন্যায় তাঁহার শরীরশোভা সংবর্দ্ধিত করিতেছে। সুধাকর-সুধায় প্রক্ষালিত বিচিত্র অম্বর তাঁহার অম্বর, নীল নীরোপংক্তি ঐ অম্বরের দশা। শিবারূপ অঙ্গনাগণ মনুষ্যাদির যে মহামাংস পরিপাক করে, তাহাই তাঁহার আহার। শ্মশানভূমি তাঁহার বহির্গৃহ। শোণিতাশনা মাতৃকাগণ নরকপাল ধারণা ও অন্ত্ররূপ মাল্য ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত ক্রীড়া করেন। মণি-ভূষিত ভুজঙ্গম সকল তদীয় শরীরে বলয়াকারে বিহার করিয়া থাকে। তিনি অতীব ভয়ঙ্কর কার্য্যে সকলের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার কটাক্ষ মাত্রেই শৈলেন্দ্র সকল দগ্ধ ও জগজ্জাল বিগলিত হয়। তাঁহার লীলামাত্রেই অসুর সকল শঙ্কিত ও সঙ্কল্পমাত্রেই বিশ্বসংসার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত করস্পন্দনে অসুরপুর তৎক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। সমাধি সময়ে মেরু প্রভৃতি শৈল সমেত যাবতীয় পৃথিবী তদীয় অপর মূর্ত্তি রূপে পরিণত হয়। ঐ মূর্ত্তি সর্ব্বথা রাগদ্বেষ ও মমতাহীন। সর্ব্বাঙ্গ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্পানন, গজানন, উষ্ট্রানন, খরানন, গণদেবতাগণ তাঁহার ক্রীড়াসহচর এবং গণদেবগণের অনুরূপপ্রকৃতি মাতৃকাগণ তাঁহার পরিবার। এই মাতৃকারা ভূতগণ কর্ত্তৃক অবনত কলেবরে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করেন। চতুর্দ্দশভুবনবাসী, অশেষ প্রাণি-জাত ইহাদের নিয়মিত আহার। এবং তাহাদের বসা, মেদ ও রক্তরাশি ইহাদের পানীয়। ইহারা প্রাণিগণের মৃত দেহ মাল্যের ন্যায় শরীরে ধারণা করিয়া, দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করেন। সুগম্ভীর গহ্বর, গুহা, শশ্মান, আকাশ, লোকান্তর ও প্রাণিশরীর ইহাদের বাসগৃহ। ইহাদের মধ্যে আটজন প্রধান। তাঁহাদের নাম রক্তা, সিদ্ধা, অলম্বুসা, উৎপলা, অপরাজিতা, জয়ন্তী, জয়া ও

বিজয়া। অন্যান্য মাতৃকাদের মধ্যে কতকগুলি এই আটজনের অনুগত এবং অন্যান্যেরা আবার ঐ সকলের অনুগামিনী। গরুড় যেমন বিষ্ণুর, সেইরূপ চণ্ড নামে কাক, উল্লিখিত অলম্বুষানাম্নী অন্যতর মাতৃনায়িকার বাহন।

রাম! একদা এই অষ্ট মাতৃনায়িকা কোন কারণে একত্রে মিলিত ও আকাশে সমুত্থিত হইয়া, পারমার্থিক মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সকলে বিশ্ববন্দিত রুদ্র ও মহাভৈরবের পূজা ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের বামপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক মদিরাপানে মত্ত হইয়া, নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং একজন কহিলেন, দেবাদিদেব মহাদেব আপনাদিগের অগ্রাহ্য করেন। অতএব যাহাতে তিনি আর ঐরূপ না করেন; আমরা অদ্য সেইরূপ প্রভাব প্রদর্শন করিব। এই বলিয়া তাঁহারা প্রভাবপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া, শক্তিরূপা পার্ব্বতীকে মায়াবলে রুদ্রের ক্রোড় হইতে আকর্ষণ ও স্ববশে আনায়ন করিলেন। রুদ্র তাহা জানিতে পারিলেন না। তাহাদের আকর্ষণে পার্ব্বতীর মুখকান্তি মলিন ও শরীর বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তদবস্থায় মাতৃকারা তাঁহারে রঙ্গভূমিতে আনয়ন করিয়া, পশুর ন্যায় প্রোক্ষণ করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য ভয়ে পার্ব্বতীর মন অতিমাত্র বিহ্বল ও কেশপাশ আলুলায়িত হইল। তথাপি মাতৃকারা তাহারে ভক্ষণ করিবার জন্য নানাপ্রকারে পরিহার সহকারে অভিশপ্ত করিতে লাগিলেন। তৎকালে নৃত্য গীতাদি দ্বারা তাঁহাদের সেই মহামহোৎসব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আনন্দের একশেষ হইল এবং সকলের সুগম্ভীর নির্ঘোষে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ লগ্ন হইয়া, স্বকীয় জঘন ও লম্বোদর বিকসিত করিয়া, সুদীর্ঘ অবয়ব সমস্ত নিক্ষেপ, কেহ সুভীষণ সিংহনাদ ও ভয়ঙ্কর করতালধ্বনিসহকারে লোমহর্ষণ হাস্য কেহ স্ব স্ব অসি সকল বিবৃত করিয়া নৃত্য, কেহ দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, কেহ মত্তবেশে উদ্বেল সাগরবৎ

সুগভীর নির্ঘোষে পর্ব্বত সকল নিনাদিত করিয়া গান, কেহ পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত রক্তাক্তকলেবরে বিকটবদনে অনবরত মদিরা পান, কেহ লীলাবশে ঘুরঘুরধ্বনি করিয়া আকাশরন্ধ্র বিদারণ, কেহ কেহ আনন্দে উল্লম্ফন, কেহ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কেহ পতন ও লুণ্ঠন, কেহ চক্রমণ ও পরিক্রমণ, কেহ অনলে মদিরার আহুতি বিতরণ, কেহ উৎকট অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য ও গান, এবং কেহ কেহ অনবরত অস্থি ও মাংস চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল।

ঊনবিংশ সর্গ। (ভুশুণ্ডের আলয়প্রাপ্তি।)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবান্! মাতৃকারা এইরূপে উন্মত্তবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, ভয়ঙ্কর মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের বাহন সকল ও তদ্বদ্বৃত্তি আশ্রয় করিয়া, মদিরা-পানে মত্ত হইয়া, কেহ নৃত্য, কেহ গান, কেহ শোণিতপান ও কেহ বা অনবরত সুধা সেবন করিতে লাগিল। ব্রহ্মাণীর বাহন হংসীসকল অলম্বুষাবাহন চণ্ডেরসহিত সুরাপানে মত্ত হইয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সাগরতটে সমাগত হইল এবং বলবতী রতিসুখসম্ভোগলালসার বশবর্ত্তিনী ও সমধিক উন্মাদিনী হইয়া, রমণাভিলাষে একে একে চণ্ডের সহবাসে নীধুবন লীলারসে দুর্নিবার বাসনার তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিল। চণ্ডও একৈকক্রমে উল্লিখিত সপ্ত কুলহংসীর সুখলালসা চরিতার্থ করিলেন এবং তদীয় সহবাসে তাহাদের সকলেরই রতিরোধ সম্পাদিত ও গর্ভ সমুদ্ভাবিত হইল।

অনন্তর উৎসবাবসানে মাতৃকারা শান্তভাব অবলম্বন করিলে তাঁহাদের বাহনসকলও বিনিবৃত্ত হইল। রাম! ভগবতী পার্ব্বতী মাতৃগণের মায়াবলে অন্নরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। উৎসবান্তে মাতৃকারা সেই অন্ন গ্রহণ করিয়া, পরমপ্রীতি ভরে মহাদেবকে ভোজন করিতে দিলেন। অন্তর্যামী মহাদেব তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে

মাতৃকারা সভয়ে স্ব স্ব অঙ্গ হইতে পার্ব্বতীকে উদ্ধার করিয়া, পুনর্ব্বার মহাদেবের সহিত বিবাহ দিলেন এবং সন্তুষ্টমনে স্ব স্ব বাহনারোহণে স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

এদিকে কিয়ৎকালাবসানে প্রসব সময় আসন্ন হইলে, হংসীরা ব্রাহ্মণীর নিকট তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি কহিলেন, তোমরা গর্ভভারে নির্ভর নিপীড়িতা হইয়াছ। আমাকে কিরূপে বহন করিবে? অতএব স্বেচ্ছানুসারে গমন কর। তিনি এইরূপে দয়ার্দ্র হৃদয়ে গর্ভবতী হংসী-দিগকে বিদায় দিয়া, নির্জ্জনে নির্বিকল্প সমাধিপ্রসঙ্গে পরমসুখে অবস্থিতি করিলেন। হংসীরাও বিদায় গ্রহণান্তে বিষ্ণুর নাভিপদ্মকমলে কমলযোনির উদ্ভবস্থলে নিরতি আনন্দে বিচরণকরিতে লাগিল। কিয়াদ্দিনানন্তর গর্ভের পরিপাক দশাসমুপস্থিত হইলে, বেদনায় অস্থির হইয়া, তাহারা নাভিপদ্মের কিসলয়প্রদেশে একবিংশতি অণ্ড প্রসব করিল। অণ্ড মধ্যস্থ শাবকেরা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, পাদবিক্ষেপে অণ্ড সকল বিদীর্ণ করিয়া, বাহির হইল। ব্রহ্মন্! আমরা এই একবিংশতি ভ্রাতাঐরূপে অণ্ড ভেদ করিয়া, চণ্ডের পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি ভগবন্! আমরা জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কমলপল্লবেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের পক্ষ উদ্ভিন্ন এবং স্বয়ং আহারাদিও আকাশে উড্ডয়ন করিবার ক্ষমতা সমুৎপন্ন হইলে, আমরা প্রকৃত অবস্থায় উপস্থিত ও একবিংশতি ভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া, গর্ভধারিণী হংসীগণের সহিত একান্তে ধ্যাননিমগ্না ব্রহ্মাণীর সকাশে সমাগত ও তদীয় আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। দীর্ঘকাল আরাধনার পর ধ্যানভঙ্গ হইলে, তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রসন্নদৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। আমাদের আরাধনায় তাঁহার অতিমাত্র সন্তোষ সঞ্চরিত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি পরিপ্রসন্না হইয়া, আমাদিগকে পরমতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। তৎপ্রভাবেই আমরা মুক্ত ও সর্ব্বথা স্বস্থচিত্ত হইয়াছি।

ব্রহ্মন্! ব্রহ্মাণীর কৃপায় নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হইলে, নির্জ্জনে

সমাধি করিতে আমাদের অভিলাষ হইল। কিন্তু বালক বলিয়া সমাধির উপযুক্ত স্থান সন্ধান করা আমাদেব পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তখন আমরা পিতার নিকট বিন্ধ্যকচ্ছে গমন করিলাম। তিনি সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে, আমরা অগ্রে ভগবতী অলম্বুষার পাদবন্দনা করিয়া, তাঁহার সম্মুখে একত্রে দণ্ডায়মান হইলাম এবং তিনি প্রসন্ন-দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে, পরে পিতৃদেবের পূজা করিলাম। তখন পিতৃদেব সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদবচনে কহিলেন তোমাদের মঙ্গল? তোমরা ত অশেষ-বাসনাপাশ-বিনির্ম্মিত এই সংসারজাল ছিন্ন করিতে পারিয়াছ? যদি না পারিয়াথাক, আইস, সকলে এই ভৃত্যবৎসলা ভগবতী অলম্বুষার নিকট প্রার্থনা করি, অবশ্যই জ্ঞান লাভ করিব।

আমরা কহিলাম, তাত! ভগবতী ব্রহ্মাণীর প্রসাদে আমাদের পরমজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে; আর উপদেশে প্রয়োজন নাই অধুনা, এরূপ স্থান নির্দ্দেশ করুন, যেখানে থাকিলে, সমাধিসাধনে সমর্থ-হই পিতা কহিলেন, বৎসগণ! সুমেরুনামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত গিরিকুলের শ্রেষ্ঠ, অতীব উন্নত, সমস্ত রত্নের আধার, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের স্তম্ভস্বরূপ এবং দেবগণের আশ্রয়। চন্দ্র সূর্য্য তাহার নয়ন। ইন্দ্রাদি অমরশ্রেষ্ঠগণ তাহার অঙ্গভূষণ। নক্ষত্র সকল তাহার মালতীমালা। নীল অম্বর তাহার বসন। দশদিক্ ঐ বসনের দশা। কুল পর্ব্বত সকল সামন্তের ন্যায় তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। গিরিরাজ তদবস্থায় জম্বুদ্বীপরূপ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সর্প ও হস্তী প্রভৃতির উপরি আধিপত্য করিতেছে দিগাঙ্গনারা মেঘরূপ বিচিত্র চামর দ্বারা তাহারে ব্যজন করিয়া থাকে। তাহার পাদদেশ ষোড়শসহস্র যোজন প্রোথিত এবং কলেবর অশীতিসহস্র যোজন সমুচ্ছ্রিত। নিম্নে পাতাল বাসী নাগ, মহোরগ ও অসুরগণএবং ঊর্দ্ধে সুর,সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাহার সেবা করেন। পরস্পর অজ্ঞাতনিলয় ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, অপ্সর, পিতৃগণ, বিদ্যাধর, গুহ্যক, নাগ, যক্ষ ও রক্ষ এই

চতুর্দ্দশবিধ ভূতগ্রাম তাহাকে উপজীবিকাস্বরূপ আশ্রয় করিয়া আছে।

ঐ পর্ব্বতের ঈশানদিগবিভাগে পদ্মরাগমণির ন্যায় উজ্জ্বল ও দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় ভাস্বরমূর্ত্তিএক সুবিশাল শৃঙ্গ আছে। ঐ আকাশভেদী শৃঙ্গের পৃষ্ঠভাগে অশেষভূত-নিলয় এক প্রকাণ্ড পাদপ দশদিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। ঐ বৃক্ষের দক্ষিণস্কন্ধে এক সুবিস্তৃত শাখা আছে। ঐ শাখারত্নস্তবক ও কনকপল্লবে সমলঙ্কৃত, চন্দ্ররেখার ন্যায় দীপ্তি-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বথা রন্ধ্র শূন্য। ভগবতী অলম্বুষা সমাধি আশ্রয় করিলে, আমি তথায় বিশ্রাম করিয়া থাকি। পূর্ব্বে তথায় চিন্তামণি শলাকাসহযোগে রত্নপুষ্পফলসম্পন্ন মনোহর নীড় নির্ম্মাণ করিয়া, দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। উহার মধ্যভাগ অতীব শীতল। তোমরা কুসুমোৎকরবিরাজিত উল্লিখিত মনোরম নীড়ে গমন করিয়া, অবস্থিতি কর। উহা দেবগণেরও দুর্গম ও সর্ব্বথা ভয়শূন্য। তথায় বিচারপুরঃসর ব্যবহারসহকারে অবস্থিতি করিলে, তোমাদের ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই অধিকৃত হইবে।

এই বলিয়া পিতৃদেব আলিঙ্গন ও মুখচুম্বনপূর্ব্বক অলম্বুষার সংগৃহীত মাসখণ্ড ভক্ষণজন্য প্রদান করিলে, আমরা তাহা ভোজন করিয়া, প্রথমে দেবীর ও পরে পিতৃদেবের চরন বন্দন ও অভিবাদনান্তে তথা হইতে আকাশে উত্থিত হইলাম এবং আকাশ অতিক্রম ও ব্যোমবিহারী দেবগণকে বন্দনা করিয়া সূর্য্যলোকে গমন ও তাহা উত্তরণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে সমাগত হইলাম। তথায় জননী ও ব্রহ্মাণীকে প্রণামপূর্ব্বক সমুদায় ঘটনা নিবেদন করিলে, তাঁহারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিদায় প্রদান করিলেন। তখন আমরা তাঁহাদিগকে প্রণাম ও ব্রহ্মলোক হইতে বিনির্গমন-পূর্ব্বক বায়ুস্কন্ধে আরোহণ করিয়া, লোকপালগণের সূর্য্যসমদ্যুতি পুরীসকল অতিক্রম ও অন্যান্য বিবিধ লোক লঙ্ঘন করত এই

কল্পবৃক্ষে সমাগত হইলাম এবং নীড়মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদায় বিঘ্নবিপত্তি সুদূরপরাহত ও মৌন অবলম্বন করিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মন্! আমাদের যাবতীয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলুন।

বিংশ সর্গ। (ভুশুণ্ডের স্বরূপবর্ণন।)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! অদ্য বহুকালের পর চিরসঞ্চিত পুণ্যরাশির পরিণামস্বরূপ ভবদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আমার এই কুলায়, কল্পবৃক্ষ ও শাখা এবং আমি স্বয়ংও পরমপাবনস্বরূপ পরিগ্রহ করিলাম। অধুনা, এই পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে পবিত্র করুন। পরে যাহা কর্ত্তব্য থাকে, আদেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভুশুণ্ড এইরূপে পুনঃ পুনঃ আমার পূজা করিলে, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া কহিলাম, বিহগরাজ! তুমি এককীই রহিয়াছ? তোমার সেই বিমলবুদ্ধি অগাধসত্ত্ব ভ্রাতৃগণ কোথায়?

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া, যুগের পর কত শত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহারই মধ্যে ভ্রাতৃগণ সকলে ভুতগণসহায় দেহ ত্যাগ করিয়া, শিবস্বরূপ লাভ করিয়াছেন। কালের অসাধ্য কিছুই নাই। কাল অদৃশ্য হইয়া, সকলকেই গ্রাস করে; রাজা মহারাজ, ধনী দরিদ্র, বিদ্বান্ মূর্খ কিছুই পরিহার করে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহা দ্বাদশ আদিত্যমণ্ডলকেও বহন ও সমুদায় বায়ুমণ্ডলকেও অতিক্রম করিয়া, অতিবেগে প্রবাহিত হয়, সেই প্রলয়পবনও কি তোমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না? যাহা উদয়াচল ও অস্তাচল সমবেত সমুদায় পর্ব্বতমণ্ডলী ভস্মসাৎ করিয়া, প্রচণ্ড রবে প্রজ্বলিত হয়, সেই দ্বাদশ আদিত্যমণ্ডলও কি

তোমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না? যাহার অতিমাত্র শৈত্যে জলও পাষাণ হয়, সেই প্রলয়শশাঙ্ককিরণনিকরও কি তোমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না? কল্পান্তকালীন জলদমণ্ডলীর যে শিলীভূত নীহার পরশুধারকেও ক্ষুণ্ণ করে, তাহাও কি তোমাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না?

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! আমরা আত্মসন্তোষমাত্র আশ্রয় করিয়া আছি। এইজন্য শূন্যরূপ জগতে মুগ্ধ হই না। আমরা স্বভাবমাত্রেই সন্তুষ্ট ও পরপীড়নাদি চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবেই বিনিবৃত্ত। জীবন বা মৃত্যু কিছুতেই আমাদের লক্ষ্য বা বাসনা নাই। আমরা সর্ব্বচেষ্টাপরিহারপুরঃসর লোক সকলের পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ দর্শন করিয়া থাকি এবং প্রাণ ও অপানবায়ুর প্রবাহ সহায়ে অখণ্ডিতরূপে কল্পকাল সন্দর্শন করি। প্রবোধ সঞ্চরিত হওয়াতে আমাদের মন স্থিরপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই স্থৈর্য্যবলে আমরা কিছুতেই খিন্ন, বিষণ্ণ বা ক্ষুব্ধভাবাপন্ন হই না। আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ জ্ঞানবলে শীতল, নির্ম্মল ও উপরত হইয়াছে। তৎপ্রভাবে, জগৎ কিছুই নহে, জানিতে পারিয়া, আমি এরূপ ধীরভাবাপন্ন হইয়াছি যে, কোনরূপ বিপদ বা সংকটেই বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হই না।

ভূয়োভূয়ঃ বিচার করিয়া জানিতে পারিয়াছি, এই জগতের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই এবং ইহা আপাতমধুর ও পরিণামপ্রতিপন্থী। এইজন্য ইহার কিছুই আমাদিগকে বাধিত করিতে পারে না এবং ইহার তিরোহিত বা আবির্ভাব কিছুতেই আমাদের ভয় হয় না। এই সংসার, নদীর ন্যায়, ভূতরূপ কল্লোলে বিচলিত হইয়া কালরূপ, মহাসাগরে ধাবমান হইতেছে। আমরা তীরে বসিয়া আছি। তথাপি, কোনরূপে আহত হই না। আমরা সর্ব্বথা নির্লিপ্ত। সেইজন্য ইহার বেগ বা প্রবাহ আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। আমরা অতিসাবধানে এই সংসাররূপ পিচ্ছিল পথে গমন করি। অতএব আমাদের ভয়ের বিষয়

কি ? পুনশ্চ, আপনাদের ভয় নাই, শোক নাই ও কোনরূপ আয়াস নাই। আপনারা যখন আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন, তখন আমাদের ভয় কি ? বলিতে কি, আপনাদের ঐরূপ অনুগ্রহেই আমাদের মন নির্ম্মল ও তজ্জন্য ভোগাদিতে একবারেই বিরত হইয়াছে। ভগবন্ ! আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের আত্মা ক্ষোভহীন ও বিকারহীন হইয়াছে। এই কারণে আর কিছুতেই বিচলিত হই না।

সে যাহা হউক, অদ্য আপনার সমাগমে যেন অমৃত লাভ করিয়া, আমার অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হইয়াছে। আপনি যে হতভাগ্য আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাঅপেক্ষা আমার আত্মাতে নিরতি কল্যাণআর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। সৎসঙ্গরূপ চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলে, কোন বস্তুই দুর্ল্লভ হয় না। অতএব অদ্য ভবদীয় সমাগমে আমার সর্ব্বসিদ্ধি সম্পন্ন হইল। এই আপাতরমণীয় সংসারের কিছুই ভাল নহে। সৎসঙ্গই একমাত্র ভদ্র মধ্যে পরিগণিত। আপনাদের উদার মধুর মনোহর বাক্য শ্রবণ করিলে, অন্তঃকরণ প্রতিপদেই পুলকিত হয়। অদ্য আপনার সমাগমে আমার পরম পদপ্রাপ্তি ও সমস্ত পাপ বিদূরিত হইল। অদ্য আমার জন্ম সফল ব্রহ্মন্ ! ভবাদৃশ-সাধুসঙ্গ সকল সুখের নিদান ও সকল ভয়ের বিনাশন।

একবিংশসর্গ। (ধারণা-মাহাত্ম্য)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্ ! প্রলয়পবন দিগ্‌বিদিক্ বিক্ষোভিত করিয়া, প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইলেও, আমার এই কল্পবৃক্ষ কম্পিত হয় না। হিরণ্যাক্ষ সমগ্র ভুবন হরণ করিলেও, ইহা কম্পিত হয় নাই। আদিবরাহ পৃথিবীর উদ্ধরণ সময়ে এই সুমেরুকে আলোলায়িত করিলেও, ইহা কম্পিত হয় নাই। ভগবান্ নারায়ণ ভুজপীড়নে এই অমরপর্ব্বতকে আনমিত করিলেও,

ইহাকম্পিত হয় নাই। সুরাসুরযুদ্ধে সমুদায় ভুবন বিক্ষোভিত হইলেও, ইহা কম্পিত হয় নাই। উৎপাতবায়ুর আক্রমণে কুলশৈল সকল উন্মূলিত, শিলা সকল বিগলিত ও মেরুদ্রুম সকল শিথিলিত হইলেও, ইহা কম্পিত হয় না। প্রলয়কালীন পয়োদপটল প্রচণ্ড-বেগে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিলেও, ইহা কম্পিত হয় না। তারকা-ময় যুদ্ধে কালনেমির ভুজবীর্য্যে এই সুমেরু উন্মূলিতপ্রায় হইলে, তখনও ইহা স্থির ছিল। অমৃতহরণযুদ্ধে গরুড়ের প্রবল পক্ষপবন-প্রবাহে বিমানচারী সিদ্ধ সকল বিনিপাতিত হইলে, তখনও ইহা স্থির ছিল। গরুড়ের জন্মগ্রহণমাত্রে সমস্ত ভুবন প্রকম্পিত ও সাগরসলিলে নিমজ্জিত হইলে, রুদ্রদেব যখন শেষবিগ্রহপরিগ্রহ-পূর্ব্বক তাহার ধারণা করেন, তখনও ইহা স্থির ছিল। অথবা, ভগবান অনন্ত ফণাসহস্রসহযোগে সর্ব্বলোকসুদুঃসহ প্রলয়পবন উদ্‌গীরিত করিয়া, মহীধর সকল প্রজ্বলিত করিলে, তখনও ইহা স্থির ছিল। এবম্বিধ নিরাপদ স্থানে বাস করিলে, বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? যাহারা দুষ্ট স্থানে বাস করে, তাহারাই পদে পদে বিবিধ আপদ বিপদে পতিত হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মতিমন্! যুগসকলের বিপর্য্যয় ও তৎসংহারে প্রলয় উপস্থিত হইয়া, বিবিধ উৎপাত সকলে ভুবন কবলিত করিলে, তুমি কিরূপে অক্ষুণ্ণ অবস্থিতি কর?

ভুশুণ্ড কহিলেন, মহাভাগ! প্রলয় প্রাদুর্ভূত হইলে, আমি কৃতঘ্নের ন্যায় এই পরমমিত্র কুলায়ত্যাগ ও নভোমণ্ডল আশ্রয় করিয়া থাকি এবং অখিলকল্পনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া, অক্ষুব্ধহৃদয়ে শূন্যে অবস্থিতি করি। ঐ সময়ে সমস্ত পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া, প্রচণ্ড প্রলয়মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালা প্রখর-প্রসৃত হইলে, আমি, আমি বরুণ, অন্তরে এইপ্রকার ধারণা আশ্রয় করিয়া, ধীরচিত্তে অবস্থান করি। এইরূপ, প্রচণ্ড পবন প্রবল প্রবাহে প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল প্রপাতিত করিলে, আমি পার্ব্বতী, এইরূপ ধারণাসহায়ে সর্ব্বতোভাবে স্বপদে অবস্থিতি করি। সপ্ত মহা-

সাগর সমুচ্ছলিত হইয়া, সপ্ত ভুবন জলময় করিলে, আমি বায়ু এইপ্রকার ধারণাসহায়ে অবিচলিত হইয়া, অধিষ্ঠান করি। ভগবান্ রুদ্র সংহারবেশে সমুদায় সংসার আত্মাতে কবলিত করিলে, যে সত্যস্বরূপ পরমবস্তু অবশিষ্ট থাকেন, আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া, সুষুপ্তদশা ভোগ করি। অনন্তর পিতামহ পুনরায় সৃষ্টি করিলে, এই কল্পতরু কোটর আশ্রয় করিয়া থাকি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিহগরাজ! তুমি প্রলয় সময়ে যেরূপ ধারণা-সহায়ে নির্ব্বিকার অবস্থিতি কর, অন্যান্য যোগিরা কিজন্য সেরূপ না করিয়া, বিদেহমুক্ত হন?

ভূশুণ্ড কহিলেন, ঈশ্বরের নিয়তিই এইরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবনা করে, তাহার তদ্রূপ পরিণাম সংঘটিত হয়। অন্যান্য যোগিরা বিদেহমুক্তি ভাবনা করেন; এইজন্য বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হন। ঈদৃশী নিয়তির কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যোগিবর! তুমি জীবন্মুক্ত, দীর্ঘায়ু, পরম-জ্ঞানী ও বিজ্ঞানকোবিদ এবং তুমি যোগবলে পরম যোগ্যতা লাভ ও প্রলয়াদি বিচিত্র ব্যাপার সকল দর্শন করিয়াছ। জগতের চিরন্তন পদার্থ সকলও নির্দ্দেশ করিতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। অতএব যে যে বিচিত্র বিষয় সকল তোমার মনে আছে কীর্ত্তন কর।

ভূশুণ্ড কহিলেন, আমার মনে পড়ে, আমি দেখিয়াছি, তখন এই পর্ব্বতের নিম্নস্থ পৃথিবীতে তৃণ, লতা, পর্ব্বত বা বীরুধ কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। একাদশ বর্ষ ইহা ভস্মরাশিতে প্রোথিত ছিল। যখন চন্দ্র বা সূর্য্যের সৃষ্টি হয় নাই, যখন মেরুপ্রভার সহিত দিবালোকের প্রভেদ ছিল না; যখন এই মেদিনীমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ মেরুস্থ রত্নপ্রভায় আলোকিত ও অপরার্দ্ধ নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তৎকালীন জগতের অবস্থাও আমার স্মৃতিপথে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। দেবগণের সহিত অসুরগণের তুমুল যুদ্ধে দারুণ জনক্ষয় সংঘটিত হইলে, লোক সকল স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থ দশ-

দিকে যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাও আমার বিলক্ষণ মনে আছে। এই বসুমতী যুগচতুষ্টয় মহাবলোন্মত্ত অসুরগণের অন্তঃপুর হইয়াছিলেন, তাহাও আমি দেখিয়াছি, ভুলি নাই। ভগবন্! নিখিল জগন্মণ্ডল প্রলয়পয়োধি সলিলে মগ্ন হইলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁরাই কেবল বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালীন অবস্থাও আমার মনে আছে। পৃথিবীতে যুগদ্বয় বৃক্ষভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ইহাও আমার মনে আছে। অনন্তর যুগচতুষ্টয় পৃথিবীর চতুর্থাংশের অধিক পর্ব্বত সকলে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তৎকালে মনুষ্যের আচার ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। ইহাও আমার স্মৃতিপথ ত্যাগ করে নাই। পৃথিবী যে দশসহস্র বৎসর দৈত্যগণের অস্থি পর্ব্বতে আচ্ছন্ন ছিলেন, তাহাও আমার মনে আছে। আমার স্মরণ হয়, আমি দেখিয়াছি, সমস্ত সংসার নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। বিমানবিহারী অমরেরাও ঐ অন্ধকার দর্শনে ভয়ে পলায়মান হইতেন। আমি দক্ষিণদিক্‌কে অগস্ত্যশূন্য দেখিয়াছি; বিন্ধ্যগিরিকে মেরুর সহিত স্পর্দ্ধাক্রমে বর্দ্ধিত ও স্তম্ভিত দর্শন করিয়াছি এবং পৃথিবীকে এক-পর্ব্বতময়ী অবলোকন করিয়াছি। ভগবন্! এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ বিচিত্র ঘটনা আমার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইয়াছে। আমি সংক্ষেপে অন্যান্য ঘটনা সকল বলিতেছি, অবধান করুন।

আমি চারিশতযুগ ক্রমাগত শত শত মন্বন্তর অতীত হইতে অবলোকন করিয়াছি। পরমপুরুষ পিতামহকে সমাধিপ্রসঙ্গে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়াছি; তৎকালে সুরাসুরাদি সমেত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে নিশ্চল হইয়াছিল। সে অবস্থাও আমার মনে আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড তখন অনন্ত আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, তাহাও আমি দেখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত, আমি ব্রাহ্মণদিগকে সুরাপায়ী, শূদ্রগণকে বেদনিন্দুক ও সতী স্ত্রী সকলকে অনেকস্বামিকা অবলোকন করিয়াছি। এই জগৎ অরণ্যে আচ্ছন্ন ও সাগরসম্পর্কপরিশূন্য ছিল। ভৃগু প্রভৃতি পুরুষগণ

স্ত্রীসঙ্গব্যতিরেকেই সন্তান সমুৎপাদন করিতেন; এই সৃষ্টি মহী ও পর্ব্বতপরিশূন্য ছিল, সুর ও নর অসুরাদিরা শূন্যে অবস্থিতি করিত এবং চন্দ্র সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণের অভাব ও অপ্রকাশপ্রযুক্ত দিক্‌চক্র নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল; ইত্যাদি বিবিধ ঘটনাও আমি দেখিয়াছি এবং মনেও আছে।

ব্রহ্মন্! এতদ্‌ভিন্ন, সৃষ্টির প্রারম্ভকল্পনা, দ্বীপাদির বিভাগ ও সংস্থান, বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিধান, ঋক্ষচক্র ও ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ, সূর্য্য চন্দ্রাদির উৎপত্তি, ইন্দ্রোপেন্দ্রাদির ব্যবস্থান, হিরণ্যাক্ষের পৃথিবীহরণ, আদিবরাহের ধরণীসমুদ্ধরণ, নরপতিকল্পন, বেদপ্রণয়ন, মন্দরোৎপাটন, ক্ষীরোদমন্থন, গরুড়ের অবতরণ ও প্রিয়ব্রতের সাগরসমুদ্ভাবন ইত্যাদি যে সকল ঘটনা, স্বল্প কাল হইল, সংঘটিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ভবাদৃশ বালকগণের সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছে। অতএব তাহাদের বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। বলিতে কি, আমি কতবার গরুড়বাহনকে হংসবাহন, হংসবাহনকে বৃষবাহন ও বৃষবাহনকে গরুড়বাহনরূপী দর্শন করিয়াছি।

দ্বাবিংশ সর্গ বিবিধ অতীত ঘটনবর্ণন।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভবৎ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, ভরদ্বাজ, মরীচি ও উদ্দালকাদি মহর্ষিগণ, অঙ্গিরা ও ভৃগু প্রভৃতি সিদ্ধর্ষিগণ, ভৃঙ্গীশ ও স্কন্দ প্রভৃতি রুদ্রপার্ষদগণ, গৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গায়ত্রী প্রভৃতি শক্তিগণ, মেরু মন্দর ওদর্দ্দুরাদি ভূধরগণ, হয়গ্রীব প্রভৃতি দানবগণ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বলি, বল, প্রহ্লাদ ও ক্রাথ প্রভৃতি দৈত্যগণ, শিবি, ন্যঙ্কু, নাভাগ, নল, বৈণ্য, দিলীপ, সগর, উল, মান্ধাতা ও নহুষ প্রভৃতি নরপতিগণ, ব্যাস, বাল্মীকি, শুক ও বাৎস্যায়ন প্রভৃতি মুনিগণ ইহাঁদের মধ্যে কেহ অল্পকাল, কেহ

নাতিদীর্ঘকাল ও কেহবা সম্প্রতি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন সুতরাং, ইহাঁদের বিষয় আর কি বলিব?

ব্রহ্মন্। আমার মনে হয়, আপনার এই অষ্টম জন্ম আপনি একবার ব্রহ্মার অংশে জন্মিয়াছেন। আপনি ইতিপূ দুইবার এইরূপে ব্রহ্মার অংশে, একবার আকাশে, একবার জলে একবার পাতালে, একবার পর্ব্বতে এবং একবার অগ্নি হই অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহা হউক, সকল কল্পেই পদার্থ সকলে সমানত্ব থাকে না। সময়বিশেষে এই নিয়মের ব্যভিচার হইয়া থাকে। তথাপি, আমি উপর্য্যুপরি সৃষ্টিত্রয় সমানাচা সন্দর্শন করিয়াছি। আমার মনে পড়ে, দেবগণের ঐরূপ সমান চার, সমানরূপ ও সমকালব্যাপী দশ সর্গ দেখিয়াছি। সেই সে সর্গে ভগবান্ বরাহরূপে জলনিমগ্না বসুমতীর উদ্ধার করে অবলোকন করিয়াছি। কিন্তু অপর পাঁচ সর্গে তিনি কূর্ম্মরূ হইয়া, সলিলমধ্যে অন্তর্হিতা পৃথিবীরে সমুদ্ধৃতা করেন, ইহা আমার বিলক্ষণ মনে আছে।

আমার মনে পড়ে, আমি দ্বাদশবার ক্ষীরোদমন্থন দেখিয়াছি হিরণ্যাক্ষ আমারই সমক্ষে তিনবার দেবগণকেকরদীকৃত ও পৃথি বীকে পাতালতলে সংস্থাপিত করিয়াছিল। নারায়ণ মধ্যে মধ্যে জামদগ্ন্যরূপে আবির্ভাব হইয়া, ছয়বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রি করিয়াছেন। আমি শতবার কলিযুগ ও শতবার ভগবানের বুদ্ধ বতার দর্শন করিয়াছি। মহাদেব ত্রিশতবার ত্রিপুর দহন, দুইবা দক্ষযজ্ঞধ্বংস, দশবার ইন্দ্রকে পদচ্যুত ও গিরিগুহায় স্থাপনপূর্ব্ব দণ্ডিত এবং আটবার বাণাসুরের জন্য বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিয়া ছেন। ইহাও আমি দেখিয়াছি।

যাহাতে পাঠকগণের বুদ্ধিভেদে ক্রিয়া, অঙ্গ ও পাঠের বৈ লক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, সেই বেদ সমুদায় এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রণী বলিয়া যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ সকল সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, কি পরমার্থতঃ যাহারা একার্থপ্রতিপাদক, সেই পরমপবিত্র পুরাণস

সকল প্রতিকল্পেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রতিকল্পেই ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত মহাভারত রামায়ণাদির আবির্ভাব হয় এবং প্রতিকল্পেই পিতামহ ব্রহ্মা আপনাকে ও বিশ্বামিত্রকে উপদেশ দিবার জন্য মহারামায়ণনামক লক্ষশ্লোকসম্পন্ন পরমাদ্ভুত জ্ঞানশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

রামের ন্যায় ব্যবহার করিবে, রাবণের ন্যায় বিলাসী হইবে না, এইরূপ জ্ঞান যাহাতে হস্তে হস্তেই যেন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বাল্মীকিপ্রণীত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণও প্রতিযুগেই প্রবর্ত্তিত হয়। আমি দিব্য জ্ঞানবলে দেখিতেছি, আপনি শীঘ্রই উল্লিখিত রামায়ণ প্রচারিত করিবেন এবং দেখিবেন, উহা সত্বরই জগন্মণ্ডলে প্রস্ফুরিত হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকি কোন সর্গে বাল্মীকি নামে ও কোন সর্গে অপর নামে ইহার প্রণয়ন করেন। আমার মনে পড়ে, মহাভারত নামে এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ মহর্ষি ব্যাস সাতবার প্রকটিত করেন। তিনি কখন ব্যাস ও কখন বা অপর নামে আবির্ভূত হইয়া, প্রতিযুগেই মহাভারত প্রণয়ন করিয়া থাকেন। জ্যোতিষ ও উপাখ্যানাদি গ্রন্থ সকলও প্রতিযুগেই এইরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাও আমি দেখিয়াছি।

ভগবন্! নারায়ণ দশবার রামরূপে জন্মিয়াছেন। আসন্নপ্রায় ত্রেতাযুগে পুনরায় ঐরূপেই অবতীর্ণ হইবেন। তিনি তিনবার নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ ও পঞ্চদশবার বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ধরার ভার হরণ করিয়াছেন এবং আগামী দ্বাপরযুগে পুনরায় বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইবেন। ব্রহ্মন্! বলিলেন, বুদ্বুদের ন্যায়, এই অনন্ত জগন্ময়ী ভ্রান্তি এইরূপেই বার বার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে এবং জলে তরঙ্গ যেমন, সম্বিদাত্মার অন্তরে তেমন উৎপন্ন হইয়া লীন হয়।

ব্রহ্মন্! এই দৃশ্যমান বিশ্বসৃষ্টি কোন কল্পে পূর্ব্ববৎ সমান আকারে, কোন কল্পে বিষমরূপে ও কোন কল্পে বা সমবিষম ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়। এইরূপ যুগে যুগে সৃষ্টিক্রম বিপর্য্যস্ত,

জগৎস্থিতি ব্যভিচরিত ও প্রসিদ্ধ লোক সকল বিগত হইলে আমি পুনরায় সর্গারম্ভে সমাগত হইয়া, নূতন নূতন ভৃত্য, বন্ধু মিত্র ও নূতন নূতন আশ্রয় অবলম্বন করি এবং দর্দ্দুরে, কখন বিন্ধ্যে, কখন হিমালয়ে, কখন মলয়ে ও কখন বা প্রাক্তনসন্নিবেশ সহিত এইরূপে এই শাখাস্থিত কুলায়ে বাস করিয়া থাকি। এই কল্পতরু অসংখ্যযুগে এইরূপে ও এই ভাবেই উৎপন্ন ও সন্নিবিষ্ট ছিল। তৎকালে দিক্‌সকলেরও বিপর্য্যয় হইয়াছিল। অর্থাৎ এখন যাহা উত্তরদিক্, তখন তাহা অন্যদিক্ ছিল। এইরূপে এই পর্ব্বতও অন্য পর্ব্বত ছিল; কিন্তু আমার কোনরূপ বিপর্য্যয় হয় নাই। আমি নির্ব্বিকল্প সমাধিবলে যুগে যুগে একভাবে ও একরূপে থাকিয়াই ব্রহ্মনিশা যাপন ও ধ্যানাবসানে, এই আমি, এই আমার বৃক্ষ, ইত্যাদি অভিজ্ঞানসহায়েই সৃষ্টিপরম্পরা দর্শন করিয়া থাকি। ব্রহ্মন্! নির্ব্বিকল্প সমাধিবলেই এইরূপ প্রাক্তনতত্ত্বাবগাহিনী অভিজ্ঞার উদয় হয়।

এই জগৎ কিছুই নহে, মনোভ্রমমাত্র এবং পরমাত্মার মায়িকবিক্ষোভশক্তিস্বরূপ। আমি প্রতিযুগেই দেখিয়া থাকি, পুত্রও কখন পিতা, মিত্রও কখন শত্রু এবং পুরুষও কখন স্ত্রী হইয়া, জন্মগ্রহণ করে। সত্যও কলিযুগের ন্যায়, কলিও সত্যযুগের ন্যায় এবং ত্রেতা ও দ্বাপর ও সত্যও কলির ন্যায় আচার ব্যবহার ও সন্নিবেশাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেখুন, মহারাজ নল সত্যযুগে দ্যূতে প্রতারিত ও বিনাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সচরাচর কলিযুগেই বেদার্থের বিপ্লাবন ও সঙ্কেতবিহারের আবির্ভাবপ্রযুক্ত এই প্রকার পাপানুষ্ঠানের প্রবল প্রচার লক্ষিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মন্! আমি এইরূপে কল্পের আদিতে বিচিত্র দেশাদিতে সন্নিবিষ্ট ও বিচিত্রকার্য্যশীল ভূতগণে পরিবৃত, বিচিত্র বেশবিলাস ও বিন্যাসাদিতে বিরাজিত, বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড প্রক্রিয়া দর্শন করিয়াছি।

ত্রয়োবিংশ সর্গ (সমাধির প্রভাব ও মৃত্যুচিকিৎসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিহগরাজ! তুমি শরীর ধারণপূর্ব্বক এই জগতে বিচরণ বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, তথাপি মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ইহার কারণ কি?

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, জিজ্ঞাসাচ্ছলে আমারে মুখরিত করিতেছেন মাত্র। প্রভুরা ভৃত্যদিগকে এই রূপেই বাচালিত করেন। আপনার আদেশ আমার অবশ্য পালনীয়। পণ্ডিতেরা, বলেন, সাধুদিগের আজ্ঞা পালনই প্রকৃত উপাসনা। অবধান করুন।

চৌরেরা যেমন ধনহীন গৃহস্থকে বিনাশ করে না, তদ্রূপ বাসনাদি দোষহীন হইলে, মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আধি ব্যাধি সকল, ঘুণের ন্যায়, যাহার দেহকে বৃক্ষের ন্যায়, আশ্রয় করিয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে শাখা প্রশাখার ন্যায়, ভেদ না করে, তাহারাই মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আশা, ভুজঙ্গিনীর ন্যায়; যাহার অন্তর্গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া মস্তকের উপরি চিন্তারূপ ফণা বিস্তার করে না, তাহারই মৃত্যু হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। লোভরূপ করাল কালসর্প রাগ দ্বেষরূপ বিষভার পরিহার পুরঃসর যাহাকে দংশন না করে, তাহারই মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মদরূপ অজগর প্রজ্বলিত বিষানলে যাহার অন্তর্দ্দাহ না করে সেই ব্যক্তিই জিতমৃত্যু হইয়া থাকে। রোষরূপ বাড়বানল যাহার শরীর সাগরে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বিবেকবারি শোষণ ও তৎসহকারে অন্তসত্তা হরণ না করে, মৃত্যু তাহার হিংসা করিতে পারে না। প্রচণ্ড তৈলযন্ত্রে তিলরাশির ন্যায়, অনঙ্গের আক্রমণে নিপীড়িত না হইলে, মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে না। যেখানে একমাত্র পরমপাবন বিশুদ্ধ পদে বিশ্রান্তি, সেখানে মৃত্যু কখন প্রভাব

বিস্তারে সমর্থ হয় না। মন যাহার শরীরে মর্কটের ন্যায়, চপল হইয়া, বিচরণ না করে, তাহারই মৃত্যুর হস্তে পরিহার প্রাপ্তি হয়।

মন সমাহিত হইলে, অশেষ ব্যাধির নিদান কামাদি দোষ সমস্ত আক্রমণ করিতে পারে না। যে শোক মোহাদি অনন্ত দুঃখসমূহ আধি ব্যাধি বিবিধ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, মনোমার্গে বিচরণপূর্ব্বক মহাভ্রম সমুদ্ভাবিত করে, সমাহিত চিত্তে কখন তাহাদের প্রভাব বিস্তার হইতে পারে না। বিকল্পের অন্তর্দ্ধান-প্রযুক্ত যাহার মন কখন উদিত বা অস্তমিত হয় না, সংস্মৃতি, বিস্মৃতি, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থান্তর তাহাকে কখন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না! কামক্রোধাদি বিকার হইতে প্রাদুর্ভূত চিন্তারূপ কুজ্ঝটিকা কখন সমাহিত ব্যক্তির হৃদয়াকাশকে প্রগাঢ় অন্ধকারে অন্ধীকৃত করিতে সমর্থ হয় না। বৎস! চিত্ত সমাহিত হইলে, দান, গ্রহণ, ত্যাগ বা প্রার্থনা কিছুতেই আর প্রবৃত্তি থাকে না। রাগ দ্বেষ, অবিনয়, হেয়োপার্জ্জিত ধনাদি ও কৃচ্ছ্রসাধ্য কৃষিগৃহাদিও আর তাহার পরিতাপ সমুদ্ভাবনে সমর্থ হয় না। এবং ধর্ম্ম জ্ঞানাদি সমুদায় সদগুণ সুবিপুল বিভব ও ভাস্বর সুখ সৌভাগ্যের সহিত স্বয়ংই তাহার অনুসরণ করে। অতএব পরম শ্রেয়োলাভের অভিলাষ থাকিলে মনকে ভোগবাসনা দৃষ্টি হইতে বিরত ও ভ্রান্তিশূন্য করিয়া, পরিণামে পরম সুখের সাধনভূত, সত্যস্বরূপ, নিরুপায় পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ভেদদৃষ্টির বশীভূত হইলে, পুরুষার্থবিধুরতা সংঘটিত হয়। অতএব মনকে তাদৃশ ভেদদৃষ্টির অগম্য পরমসুখে নিয়োগ করিবে। যাহা আদিতে পরমসুখের সমুদ্ভাবন করে বলিয়া সাক্ষাৎ আহ্লাদস্বরূপ, যাহা মধ্যে ঐ সুখের পরিপাক বিধান করে বলিয়া মধুরস্বরূপ এবং যাহা অন্তে সমুদায় দুঃখ দূর করে বলিয়া পথ্যস্বরূপ, সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমপদে মনকে নিয়োজিত করিবে। যাহা আদি, মধ্য, অবসান, সকল অবস্থাতেই অনুগত, যাহা মনের একমাত্র হিতজনক, সেই সর্ব্বলোক সেবিত

অনন্তস্বরূপ পরমবস্তুতে চিত্তকে নিযোজিত করিবে। বুদ্ধি যাহার প্রভাবে আলোকিত ও বিকসিত হয়; আত্মা যাহার বলে অমৃতস্বরূপ লাভ করে এবং যাহা মূর্ত্তিমান্ মহাসৌভাগ্য, মনকে সেই পরমতত্ত্বে বিনিযোজিত করিবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় (পরমপদ)।

ভূশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! সাধুদিগের মনোবৃত্তি একমাত্র যাহারই আশ্রিত, যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ বিরাজমান, পরমপদ ব্যতীত শ্রেয়োলাভের উপায়ান্তর নাই। দেখুন, সুরাসুর ও কিন্নরাদিরা যাহার সেবা ও গন্ধর্ব্বগণ পরমানন্দে যাহাতে বিরাজ করে এবং অমর রমণীরা যাহার একমাত্র পক্ষপাতিনী, সেই স্বর্গেও কখন সুস্থির শুভলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহাতে বিচিত্র পুর ও নগরাদি প্রতিষ্ঠিত, বিবিধ পর্ব্বত ও পাদপরাজি বিরাজিত এবং বিবিধ সাগর সুশোভিত হইতেছে, সেই পৃথিবীতেও কখন অবিচলিত সুখপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা নাই। যাহাতে মণিধর সার্পিকর নিরন্তর শোভমান, পরমসুন্দরী অসুর রমণীরা বিরাজমান এবং অন্যান্য কমনীয় দ্রব্য সকল দেদীপ্যমান হইতেছে, সেই পাতালতলেও অনপায়িনী লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিতা নাই। কি দেবলোক কি ভূলোক, কি অসুরলোক, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি অবিনশ্বর শোভাবিভব লক্ষিত হয় না। আধিব্যাধি প্রভৃতির সান্নিধ্যবশতঃ যাহা একান্ত অস্থায়িণী এবং তজ্জন্য নিরবচ্ছিন্ন দুঃখপরম্পরায় সর্ব্বদাই প্রতিচ্ছন্ন, সেই বিনশ্বর ক্রিয়াসকলে অবিনশ্বর শুভলাভের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা মনকে একান্ত চঞ্চল ও হৃদয়কে ক্লিষ্ট ও নিশ্চেষ্ট করিয়া থাকে, বুদ্ধির বিকারস্বরূপ সেই চিন্তাদি মানসব্যাপার সকলও কিরূপে অবিনাশী মঙ্গলপ্রতিপত্তির প্রদান হইতে পারে? যাহা মনকে মথিত হৃদয়কে তরলিত ও বুদ্ধিকে শিথিলিত করে, সেই বিলোলসঙ্কল্পবিকল্প সকলেও অখণ্ড

শুভ ফলের সম্ভাবনা নাই। যাহা অসিধাবার ন্যায় বুদ্ধিকে ছেদন করে, সেই আগমাপায়শালিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলই বা কিরূপে অবিনশ্বর সুখপ্রতিপত্তির জননী হইতে পারে? আমি অখণ্ডমেদিনীর একাধিপত্য বার্হস্পত্য প্রভৃতি পরম জ্ঞানশালী দেবরূপত্ব অথবা পাতালতলের একরাজ অনন্তত্ব, ইহার কিছুই প্রার্থনা করি না; একমাত্র শিবস্বরূপ পরম পদই সর্ব্বতোভাবে আমার অভিলষণীয়! সাধুগণের চিত্ত ঐ পদেই স্থিতিপ্রাপ্ত হয়। বরং অতীবকঠিন চতুর্দ্দশ বিদ্যা ও বিবিধশাস্ত্র-বিচারে পাণ্ডিত্য না হউক, বরং বুদ্ধিসৌষ্ঠবাদিসহায়ে পরকীয় কার্য্যবিচারে দক্ষতা ও লোক সকলের অনুরাগসংগ্রহে ক্ষমতা না হউক; তথাপি সজ্জনচিত্তের একমাত্র আশ্রয় পরমপদই প্রার্থনীয়। এই পদ অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কিছুই কমণীয় বা অভিলষনীয় নাই। আমি বরং নরকে বাস করিতে পারি এবং স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিতে পারি; তথাপি পরমপদ পরিহারে সমর্থ নহি। আমার সর্ব্বদুঃখের আকরস্বরূপ মূঢ়তারূপ দারুণমৃত্যু হউক; তথাপি যেন পরমপদ ভ্রংশ না হয়।

পঞ্চবিংশ সর্গ (আত্মচিন্তা)।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! সংসারে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আত্মচিন্তা। এই আত্মচিন্তা সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, সকল সম্পদের বরিষ্ঠ; সর্ব্বথা নিরুপায় ও ভ্রমহীন; সর্ব্বপ্রকার কলঙ্ক-সম্পর্ক পরিশূন্য; পরম উন্নত, বর্দ্ধিত ও উচ্ছিত। সহসা ইহা প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। প্রত্যক্ চৈতন্য ইহার বিচরণ স্থান। ইহা যেরূপ সর্ব্বদুঃখ ও সর্ব্বচিন্তা বিনাশ করে, চিরসঞ্চিত দুঃস্বপ্ন-রূপ সংসারভ্রম নিরাস করে এবং বিবিধ অনর্থ বিপত্তির হ্রাস করে, সেইরূপ জ্যোৎস্নায় অন্ধকারের ন্যায় স্বকীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহায়ে সমস্ত সংকল্প নিরাকৃত করিয়া, অশেষ সুখ সমুৎ-

ভাবিত করিয়া থাকে। এই আত্মচিন্তাই পরমপদ। ইহাতে সুখ, শান্তি ও স্বস্তি প্রভৃতি সর্ব্বথাই বিরাজমান। মাদৃশ ক্ষুদ্র-প্রাণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিহগজাতির ইহা প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। ভবাদৃশ মহাভাগ মহাপুরুষগণই ইহা অনায়াসে অধিকার ও ফলভোগ অনুরূপ করেন। ইহা সংকল্পের অতীত। এই জন্য মাদৃশ অর্ব্বাচীন বায়সগণের কোন মতেই অধিকৃত হইবার নহে।

এই আত্মচিন্তার অনেকগুলি সখী বা সহচরী আছে। তাহারাও বিজ্ঞানরূপ আলোক প্রতিপত্তি দ্বারা অন্তঃকরণকে সর্ব্বতোভাবে বিকসিত ও পরম শীতলস্বরূপে পরিণত করিয়া থাকে। এইজন্য অনেকাংশে ইহার সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে এবং তজ্জন্যই ইহাদিগকে সখী বা সহচরী নাম প্রদান করা হইয়াছে। ভগবন্! ঐ সকল সখীর মধ্যে প্রাণচিন্তানামে সহচরী অন্যতর। এই প্রাণচিন্তা সর্ব্বদুঃখ ক্ষয় ও সর্ব্বসৌভাগ্য সমুদ্ভাবিত এবং চিরজীবিতা আকর্ষিত করে। আমি ইহারই প্রভাবে এইরূপ চিরজীবী হইয়াছি।

ষড়্‌বিংশ সর্গ (প্রাণবিচার)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! প্রাণচিন্তা কাহাকে বলে, আমি তাহা অবগত আছি। তথাপি ভুশুণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিহগোত্তম! প্রাণচিন্তাশব্দের অর্থ কি?

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ও সকল সংশয়ের ছেদন করিতে সমর্থ। তথাপি, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বুঝিলাম, ভবাদৃশ মহাত্মারা মাদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তিদিগকে এইরূপেই অনুগ্রহ বিতরণ ও শিক্ষাদান করেন। অতএব আমি যেরূপে চিরজীবী ও আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ব্রহ্মন্! এই দেহ গৃহস্বরূপ। বাত, পিত্ত ও কফ ইহার স্থূণা

বা অবলম্বন কাষ্ঠ; চক্ষু ও কর্ণাদি ইহার নবদ্বার। শ্রবণ রন্ধ্র প্রভৃতি ইহার ছিদ্র, কেশ সকল ইহার তৃণ, অক্ষিকোটর ইহার গবাক্ষ, বদন ইহার প্রধান দ্বার, ভুজ ও পার্শ্ব ইহার উপমন্দির স্নায়ু ইহার রজ্জু, রক্ত মাংস ও বসা ইহার জল, মৃত্তিকা ও গোময় এবং স্থূল অস্থি সকল ইহার কাষ্ঠ। অহংকাররূপ গৃহস্বামী পুর্য্যষ্টকরূপ স্ত্রী ও তন্মাত্ররূপ সর্ব্বজনগণের সহিত ইহা ভোগ করে। ইহার বদনরূপ বিস্তৃত দ্বার দশনরূপ ভ্রমর ও কেশরূপ মাল্যদামে অলঙ্কৃত। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারপালরূপে নবদ্বারে অবস্থিত করিয়া, যাবতীয় বাহ্যবিষয় গৃহস্বামীর গোচর করিতেছে। এই দেহ সেই লিঙ্গদেহে ব্যাপ্ত ও আত্মালোকে উদ্ভাসিত। গৃহস্বামী ইহার অক্ষিতারারূপে ঊর্দ্ধতম দ্বারপ্রকোষ্ঠে আসীন আছেন।

ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুই নাড়ী ইহার পার্শ্বকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নাসাপুটের বায়ুসঞ্চরণ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে। যাহার নাল ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে মিলিত হইয়া আছে, তাদৃশ সুকোমলদলসমলঙ্কৃত পদ্মযুগত্রয়বিশিষ্ট অস্থি মাংসময় যন্ত্রত্রয় ঐ পার্শ্বকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আছে। শরীরস্থ সমুদায় আকাশে সঞ্চরমাণ অপান বায়ুরূপ অমৃতসেকে ঐ পদ্ম বিকসিত হয়। উহার দলসকল প্রাণ ও অপান বায়ুতে পরিব্যাপ্ত এবং উল্লিখিত চন্দ্রনামক অপান বায়ু দ্বারা বিচলিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! এই অপান বায়ু উক্ত পদ্মপত্রে সম্বদ্ধ নাড়ীর ছিদ্রসমূহে প্রবেশ পূর্ব্বক বিচলিত হইয়া, তৎসমস্ত পত্রকে বিচলিত করিয়া স্বয়ং বর্দ্ধিত হয় এবং ঊর্দ্ধাধোভাগে প্রতিষ্ঠিত একাধিক এক শত দ্বিসপ্ততিসহস্র নাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করে। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগন এই বায়ুকে প্রাণ, অপান প্রভৃতি বিবিধ নামে নির্দ্দেশ করেন।

চন্দ্রমণ্ডল হইতে কিরণমালা যেরূপ প্রসৃত হয়, তদ্রূপ উল্লিখিত চন্দ্রত্রয় হইতে প্রাণশক্তি সকল তত্তৎ প্রাণের সহিত ঊর্দ্ধাধোভাবে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরিত হইয়া, কখন গমন, কখন

আগমন, কখন হরণ, কখন পূরণ, কখন বিহরণ, কখন পতন ও কখন বা উৎপদন করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা সেই হৃৎপদ্মগত বায়ুকেই প্রাণ নামে উল্লেখ করেন।

এই সকল প্রাণ শক্তির মধ্যে, কেহ দৃষ্টিরূপে, কেহ স্পর্শরূপে কেহ ঘ্রাণরূপে ও কেহ বাক্‌স্বরূপে, প্রস্ফুরিত হয় এবং কেহ বা ভুক্ত অন্নজীর্ণ করে। ঐন্দ্রজালিক যেরূপ যন্ত্রস্থ সূত্রাদি সহায়ে প্রতিমাদি যন্ত্রের নর্ত্তনাদি ব্যাপার সম্পাদন করেন, তদ্রূপ ভগবান্ উক্ত বায়ুরূপে শারীরিক সমুদায় ব্যাপার বিনির্ব্বাহিত করেন।

যে দুইটী প্রধান বায়ু হৃদয়যন্ত্রের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রবাহিত হয়, তাহাদের নাম প্রাণ ও অপান। আমি ঐ আকাশবিহারী শীতোষ্ণবপু বায়ুদ্বয়ের অনুগত ও তৎপ্রভাবে স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই সোমও অগ্নিরূপী বায়ুদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য্যরূপে অবিশ্রান্ত হৃদয়-রূপ আকাশে সঞ্চরণ করিতেছে। ইহারাই পুরপাল মনের রথচক্র ও অহঙ্কাররূপ নরপতির প্রশস্ত তুরঙ্গম। আমি ইহাদেরই অনুগত। যতদিন শরীর থাকিবে, ততদিন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি সকল অবস্থাতেই ইহা রুদ্ধ থাকিবে। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানসহায়ে এই বায়ুর উল্লিখিতরূপ অশেষ গুণশালিনী গতি বিদিত হন, তিনি মৃত্যুপাশ ছেদন ও জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া, সংসারে আর জন্মগ্রহণ করেন না।

সপ্তবিংশসর্গ (বায়ুস্বভাব কীর্ত্তন)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম বিহগরাজ! প্রাণবায়ুর গতি কিরূপ?

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সমুদায় সবিশেষ বিদিত আছেন। তথাপি লীলাচ্ছলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অতএব যথাজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন।

প্রাণবায় দেহের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে উপরিভাগে এবং অপান

বায়ু ও দেহের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে নিম্নদেশে অবস্থিতি করিতেছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সকল অবস্থাতেই ইহাদের সংযম করিবে। যেরূপে সেই পরম শ্রেয়োজনক সংযম করিতে হয়, শ্রবণ করুন।

হৃৎপদ্মের কোটর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রাণের ঊর্দ্ধ গতিতে পণ্ডিতেরা অন্তররেচক, মস্তক হইতে বাহ্যে অধোভাগে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত গতিকে বাহ্যপূরক এবং নাসিকার অগ্রভাগ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রবাহিত বায়ুর অপানের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও মূর্দ্ধাদি হৃদয় পর্য্যন্ত বায়ুস্পর্শ এই উভয়কে অন্তঃপূরক বলেন। অপানবায়ুরসঞ্চার রোধ হইলে প্রাণবায়ু যাবৎ হৃদয়ে উত্থিত না হয়, সেই অবস্থার নাম কুম্ভক। যোগিগণ এই অবস্থাযোগ ভোগ করেন। নাসাগ্রের দ্বাদশাঙ্গুল বহির্ভাগ হইতে অপানের উদরস্থান পর্য্যন্ত রেচক, কুম্ভক ও পূরক প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মন্! ধীমান্! ব্যক্তিগণ সর্ব্বকালস্থায়ী ও সম্যক্ যত্ন বিবর্জ্জিত, স্বভাবসিদ্ধ এই রেচকাদির যে প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, তাহ, শ্রবণ করুন। নাসিকার বহির্ভাগে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অভিমুখে প্রতিষ্ঠিত বায়ুকে স্বভাবতঃ পূরকাদি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এইরূপ পণ্ডিত ও যোগজ্ঞ ব্যক্তিগণ নাসাগ্রের অভিমুখে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সন্নিহিত বায়ুকে কুম্ভক, বাহ্যোন্মুখ বায়ুর নাসাগ্র পর্য্যন্ত গতিকে আদি বাহ্যপূরক এবং নাসাগ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুলব্যাপিনি প্রস্তৃতিকে অপর বাহ্যপূরক বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রাণবায়ু বাহ্যে প্রশান্ত হইয়াছে এবং আপন বায়ু উত্থিত হয় না, তাদৃশ পূর্ণ ও সাম্যাবস্থাকে কুম্ভক বলে। অপান বায়ু স্পন্দিত হইবার পূর্ব্বে প্রাণবায়ুর যে অন্তর্ম্মুখীন অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার নাম বাহ্যরেচক। এই বাহ্যরেচকই মুক্তি বিধান করে। যাহা অপান বায়ুর সঞ্চালনে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া, নাসাগ্রের বহির্ভাগে-দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহার নাম অপর পূরক। ভগবন্! প্রাণ ও অপানবায়ুর স্বভাব স্বরূপ বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ কুম্ভকাদি অবগত হইলে, আর জন্মগ্রহণ

করিতে হয় না। বায়ুর এই অষ্টবিধ গতি ও অবস্থা দিবারাত্র অনুসরণ করিলে, মুক্ত হওয়া যায়। এই আমি আপনার নিকট বায়ুর মুক্তিজনক স্বভাব বর্ণন করিলাম।

অষ্টাবিংশ সর্গ। সমাধি।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! উল্লিখিত কুম্ভকাদির অনুসরণ করিলে, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান বিনষ্ট ও প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চরিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, কুম্ভকাদি সহায়ে মনকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিতে সমর্থ হইলে, স্বল্পসময় মধ্যেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি কুম্ভকাদি অভ্যাস করেন, বাহ্য-বিষয় কখন তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। যে বুদ্ধিমান্ পুরুষ এই প্রকার পরমার্থপথের পান্থ হন, তাঁহার সমুদায় প্রাপ্তব্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি শয়ন, ভোজন ও স্বপ্ন ইত্যাদি সকল অবস্থাতেই এইরূপ চিৎদৃষ্টির অনুসরণ করেন, তাঁহাকে কখন বদ্ধ হইতে হয় না। প্রাণ ও অপান বায়ুর চিন্তা করিলে, জ্ঞান সঞ্চরিত ও তৎপ্রভাবে মন মোহজাল হইতে উন্মুক্ত হইয়া থাকে এবং স্ব স্ব রূপে প্রত্যক্ আত্মাতে অবস্থিতি করা যায়। বলিতে কি প্রাণবায়ুর গতি অবগত হইলে, পরম জ্ঞান প্রতিপত্তি ও শাশ্বত সুখসংঘটনসম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রাণবায়ু হৃৎপদ্মকোটর হইতে সমুদিত হইয়া বহির্ভাগে দ্বাদশাঙ্গুল প্রসৃত হইলে, অপানবায়ু উদীরিত হয় এবং প্রাণ-বায়ু বাহ্যাকাশে অগ্নিরাশির ন্যায় প্রবাহিত হইলে অপান বায়ু হৃদয়াকাশে উন্মুক্ত হইয়া জলের ন্যায়, নিম্নভাগে সঞ্চরণ করে। এই প্রাণ সূর্য্য অথবা অগ্নিরূপে দেহান্তর সন্তাপিত এবং অপান বায়ু চন্দ্ররূপে অমৃত সেক দ্বারা তাহা প্লাবিত করিয়া থাকে। এই অপান বায়ু যে ব্রহ্মপদে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণরূপ সূর্য্যকর্ত্তৃক শশিকলার ন্যায়, কবলিত হয়, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে, আর

শোক মোহে পতিত হইতে হয় না। পুনশ্চ, প্রাণরূপ সূর্য্য যে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত বাহ্যাকাশে অবস্থিতি করিয়া, অপানরূপ চন্দ্রকর্তৃক কবলিত হয়, সেই পদ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপে প্রাণ ও অপানরূপ সূর্য্য চন্দ্রের দৈনন্দিন উদয়াস্ত অবগত হইলে আত্মমনের আধার স্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। বহিস্থ অন্ধকার অন্ধকারই নহে, হৃদয়স্থ অন্ধকারই অন্ধকার। যাহা দ্বারা সেই অন্ধকার বিনষ্ট ও তৎপ্রভাবে মুক্তিলাভ হয়, যত্নসহকারে সেই প্রাণরূপ সূর্য্যকে দর্শন করিবে। ঐ রূপ দর্শনকারী পুরুষই প্রকৃত দর্শী। ভগবন্! বাহ্য কুম্ভক আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রশান্ত ও অপানকে সমুদীরিত করিতে সমর্থ হইলে, পুনর্ব্বার শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না। এইরূপ, অন্তঃকুম্ভক আশ্রয় করিয়া, অপান বায়ুকে অস্তমিত ও প্রাণ বায়ুকে কিঞ্চিৎ উদয়োন্মুখ করিতে পারিলে, পুনরায় শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না এবং অপানের উদয়স্থানে দ্বাদশ অঙ্গুলি হইতে ষোড়শ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রসারিত নিশ্বাস বায়ুর রেচনপূর্ব্বক পরম বিশুদ্ধ কুম্ভক আশ্রয় করিলে, পুনরায় শোক আক্রমণ করে না।

যোগীরা স্বভাবসিদ্ধ বাহ্য কুম্ভককে চিৎপদ ও অন্তস্থ কুম্ভককে পরমপদ বলিয়া থাকেন। তৎসমস্তই আত্মস্বরূপ পরমচিৎ। উহা প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় শোকে পতিত হইতে হয় না। পুষ্পে সৌরভের ন্যায়, প্রাণের অন্তরে উহার অবস্থিতি। আমি ঐ চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহা জলে তরঙ্গের ন্যায়, অপানে এবং অপান ও প্রাণ উভয়ের মধ্যস্থলে বিরাজমান, আমি সেই চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহা প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, দেহের দেহ, মনের মন, বুদ্ধির বুদ্ধি, অহঙ্কারের অহঙ্কার, আমি সেই চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহাতে সকলের স্থিতি লয় ও উৎপত্তি, আমি সেই সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বময় সর্ব্বকালবিরাজমান চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহা

আলোকের আলোক, পাবনের পাবন ও তেজেরও তেজ স্বরূপ, সেই চিৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করি। যাহা সকল কারণের কারণ, সকল শক্তির শক্তি ও সকল কার্য্যের নিয়ন্তা, সেই চিত্তত্ত্বের উপাসনা করি। যাহা হইতে প্রাণ স্পন্দিত হয়, আনন্দ সঞ্চরিত হয় এবং অমৃত উদভাবিত হয়, আমি সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যাহা আপাত দৃষ্টিতে প্রাণাদি ষোড়শকলায় বেষ্টিত, বস্তুগত্যা তাহা সর্ব্বকলা বি[illegible], এবং সুরগণও যাহার বন্দনা করেন, আমি সেই পরমপদের শরণাপন্ন হই।

ঊনত্রিংশ সর্গ—চিরজীবিতার হেতু।

ভুশুণ্ড কহিলেন, ভগবন্! আমি প্রাণচিন্তারূপ সমাধি বলেই ঐরূপে স্বীয় বিমল আত্মাতে [illegible]দৃষ্টি সহায়ে মেরুর সমান অবিচলিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। কিছুতেই আমায় মুগ্ধ করিতে পারে না, এবং কোন অবস্থাতেই আমার এই আত্মসমাধির অবসান হয় না। আমি আত্মা দ্বারা আত্মাতে অবস্থিতি করি। এই চঞ্চল জগৎস্থিতিতে আমার কিছুমাত্র আস্থা নাই। যদিও বায়ু প্রবাহ কখন রুদ্ধ ও সূর্য্য কখন একবারেই অস্তমিত হয়; কিন্তু আমি কখন এই সমাধির পরিহার করিব না। প্রাণ ও অপানবায়ুর অনুসরণ ও আত্মদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, আমার এই শোকহীন পরমপদ প্রাপ্তি হইয়াছে। আমার ভূত বা ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই, বর্ত্তমান মাত্রই আমার আশ্রয় ও লক্ষণ এবং ফলাভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক যথাপ্রাপ্ত কার্য্যেই আমার প্রবৃত্তি। আমি এই অবস্থায় স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত ভূতাত্মার আবির্ভাব ও তিরোভাব দর্শন করিয়া থাকি।

একমাত্র ব্রহ্মচিন্তার অনুসরণপূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিতি করিয়াই, আমার এইপ্রকার নিরাময় চিরজীবিতার আবিষ্কার হইয়াছে প্রাণ ও অপান বায়ুর অনুসরণ ও সন্তোষ অবলম্বন করিয়া, আমি

এইরূপ অনাময় ও চিরজীবী হইয়াছি। কোন বস্তুর লাভ হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কোনরূপ চিন্তা নাই। সেই জন্যই আমি এই নিরাময় চিরজীবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। আমি কখন নিজের বা পরের স্তব বা নিন্দা করি না। সেই জন্য আমার এই প্রকার নিরাময় চিরজীবিতার আবিষ্কার হইয়াছে। আমি ইষ্ট বা অনিষ্টে সন্তুষ্ট বা বিরক্ত নহি; সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিতি করি। এই জন্যই নিরাময় ও চিরজীবী হইয়াছি। আমার জীবনে অভিনিবেশ বা সংসারে আবেশলেশ নাই সেই জন্য এই শুভসংঘটন সম্পন্ন হইয়াছি আমার মন স্বস্থ, সমাহিত, শুদ্ধ ও শান্তভাব বিশিষ্ট। এই জন্য আমি আধিব্যাধিশূন্য হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি। কাষ্ঠ, লৌহ, স্ত্রী, তৃণ, অগ্নি, আকাশ, সকলেই আমার সমান জ্ঞান ও সমান দৃষ্টি, সেই জন্য চিরকাল নিরাপদে বাঁচিয়া আছি। অদ্য আমার কি হইবে এবং আগামিই বা কি ঘটিবে, ইত্যাকার চিন্তাজ্বর কখন আমার কলেবরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য আমার বর্ত্তমান কল্যাণসমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছি। জরা মরণাদি দুঃখে আমার ভয় বা রাজ্যলাভসুখেও আমার হর্ষ নাই। এইজন্য আমার এইপ্রকার চিরজীবি-পদপ্রাপ্তি হইয়াছে

ত্রিংশ সর্গ। (পরমপদ লাভের উপায়।)

ভুশুণ্ড কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যেরূপে চিরজীবী হইয়াছি বলিলাম। ফলতঃ, যে ব্যক্তি আমার ন্যায়, আত্মপরভেদজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়, তাহারই এইরূপ চিরজীবন ও পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সমস্ত সংসার যখন পরমাত্মারই স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তখন, এ ব্যক্তি আপনার, এ ব্যক্তি পর, ইত্যাকার কল্পনা করা মূঢ়তা মাত্র, সন্দেহ কি? আমি কখনও ঐরূপ কল্পনা করি না। পরম পুরুষ পরমাত্মা সকল বস্তুতেই সর্ব্বদাই প্রকাশমান রহিয়াছেন, আমি কেবল ইহাই জানি। এই কারণে

চিরজীবী হইয়াছি। আদান প্রদান, বা শয়ন উপবেশন, কোন কার্য্যেই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই, আমি এই প্রকার ভাবিয়া থাকি। এই জন্য চিরজীবী হইয়াছি। সংসার কিছুই নহে। এইজন্য আমার ইহাতে অণুমাত্র আস্থা নাই। সেই নিমিত্ত চিরজীবী হইয়াছি। সংসারে থাকিলে অর্থ অনর্থ উভয়ই ঘটে। এই কারণে উভয়ই আমার সমান বোধ হয়। তজ্জন্যই আমি এইরূপ চিরজীবী হইয়াছি। আমি অবিচলিত স্থৈর্য্যশক্তি সহায়ে সর্ব্বভূতে অকুটিল স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। সেই জন্য চিরজীবী হইয়াছি। আমি অহঙ্কারকে পঙ্কের ন্যায় পরিহার করিয়াছি; কর্ত্তৃত্বশূন্য ও আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করি; ত্যাগ বা পরিগ্রহ কিছুতেই আমার শ্রদ্ধা বা বিরাগ নাই ;আমার জ্ঞানের যতই উদয় হয়, ততই মন বিলীন হইয়া থাকে; আমি সম্পদে মত্ত ও বিপদে অভিভূত হই না; শক্তি থাকিলেও পর পীড়ন বা আক্রমণকারীর প্রত্যাক্রমণ করি না, পরকৃত পরিহার ও পরিতাপাদিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ বা ক্লেশ হয় না; ধনী বা দরিদ্র কিছুই হইতে আমার অভিলাষ নাই; আত্মপর সকলেই আমার সমান জ্ঞান ও চিৎস্বরূপ প্রতীতি এবং আমি আশাকে মন হইতে একবারেই দূর করিয়াছি। এই জন্য নিরাপদে চিরকাল বাঁচিয়া আছি। বাহ্য দৃষ্টিতে এই অসৎ জগৎকে আমার শূন্যবৎ ও তত্ত্বদৃষ্টিতে আত্মবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জীর্ণ, ভিন্ন, ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ, উপস্থিত বস্তু সকল আমার অভিনব বোধ হয়। আমি লোকের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী এবং সকলের প্রিয় মিত্র। আমি বিপদে সম্পদে সকল অবস্থাতেই লোকের সহায়তা করি। ভ্রম ও স্বপ্নেও অথবা কল্পনাক্রমে কাহারও অনিষ্ট বা পরছিদ্রে পদার্পণ করি না। সম্পদের ক্ষয় বা বৃদ্ধি, কিছুতেই আমার অভিনিবেশ নাই। আমি স্বয়ং নহি, আমার নহি এবং অন্যেরও নহি, অন্যেও আমার নহে। এই প্রকার জ্ঞান আমার অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক। আমিই এই দেশ

কালক্রিয়াক্রম সমবেত সমস্ত জগৎ, সর্ব্বদাই এই প্রকার ভাবনা করিয়া থাকি এবং ঘটপটাদি অতি সামান্য বস্তু চিৎ ভিন্ন কিছুই নহে, সতত এইরূপ চিন্তায় যাপন করি। এই সকল কারণেই আমি চিরজীবী হইয়াছি। বলিতে কি, ক্ষুদ্র মহান্ যে কোন ব্যক্তি, আমার ন্যায় এই প্রকার সৎপথ ও সৎবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হইলে, অনায়াসেই আমার ন্যায়, চিরজীবী হইয়া থাকে। অথবা শুদ্ধ চিরজীবী হইয়া থাকে। অথবা, শুদ্ধ চিরজীবী নহে, পরমপদ লাভ করে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, ঐরূপ সৎবৃত্তিই পরমপদ প্রাপ্তির অদ্বিতীয় ও অখণ্ড সাধন।

ভগবন্! এই আমি আত্মকথাপ্রসঙ্গে পরমপদপ্রাপ্তি কথা কীর্ত্তন করিলাম। এই জগৎ রূপ তরঙ্গ পুনঃ পুনঃঅন্তর্হিত ও ও ব্রহ্মরূপ মহার্ণবে বিলুণ্ঠিত এবং পরস্পর প্রতিঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আমি সমাধিসময়ে ইহাকে লীন ও উত্থান সময়ে প্রকটিত দর্শন করিয়া, অবস্থিতি করি। আমিই সেই ভূশুণ্ড নামক ক্ষুদ্র বায়স।

একত্রিংশ সর্গ (বশিষ্ঠের বিদায়)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! ভুশুণ্ড এইরূপে অতি বিচিত্র ও অতীব জ্ঞানগর্ভ শ্রুতিভূষণ নিজ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, আমি কহিলাম, মতিমন্! তোমার এই জীবনবৃত্ত শ্রবণ করিলে, বুদ্ধি প্রসন্ন ও নির্ম্মল হয়। যাহারা ইহা শ্রবণ করে, তাহারাই ধন্য! অদ্য আমার মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইল! যেহেতু, অদ্য আমি তোমাকে দর্শন করিলাম! আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি; অনেকের সহিত আমার সন্দর্শন হইয়াছে। কিন্তু তোমার ন্যায়, তত্ত্বজ্ঞ ও ভব্যাত্মা মহান্ পুরুষ কুত্রাপি আমার নয়নবিষয়ে নিপতিত হয় নাই। সত্য বটে, দীর্ঘকাল যত্নসহকারে অন্বেষণ করিলে, কথঞ্চিৎ তত্ত্বদর্শী মহাজনগণের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে

পারে; কিন্তু তোমার ন্যায়, মহাপুরুষ কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বংশখণ্ডে যেমন মুক্তা থাকে না, কোন জগৎ খণ্ডেই তেমন তোমার ন্যায় মহাপুরুষ নাই। তোমার কল্যাণ হউক। অধুনা, মধ্যাহ্ন উপস্থিত। অতএব তুমি স্বকীয় কোটরে প্রবেশ কর। আমিও সপ্তর্ষিমণ্ডলে গমন করি।

এই বলিয়া, আমি পক্ষীর ন্যায়, আকাশে উড্ডয়নের উপক্রম করিলে, ভুশুণ্ড পাদ্য, অর্ঘ্য ও পুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবের ন্যায়, আমারআপাদ মস্তক পূজা করিলেন। অনন্তর আমি প্রস্থান করিলে, কিয়দ্দূর আমার অনুগামী হইলেন। সাধু কখন সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না। এই কারণে অতি কষ্টে তিনি নিবৃত্ত হইলে, আমি সপ্তর্ষিমণ্ডলে প্রবেশ ও তাঁহাদিগকে দর্শন করিলাম। দেবী অরুন্ধতী আমার পূজা করিলেন। তাত! সত্যযুগের প্রথম দুইশত বর্ষ অতীত হইলে, ভুশুণ্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সম্প্রতি ত্রেতাযুগের মধ্যমাংশ উপস্থিত অদ্য অষ্টম বর্ষ হইল, ভুশুণ্ডের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সেইরূপই রূপবান্ ও জরাহীন আছেন, দেখিলাম। সৌম্য! তুমি ভুশুণ্ডচরিত শ্রবণ করিলে। যাহা বিহিত হয়, বিচারপূর্ব্বক বিধান কর।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! ভুশুণ্ডের এই সৎকথা শ্রবণ ও পর্য্যালোচনা করিলে, জন্মাদিভয়বাহুল্য-সমাকুল মায়ানদী পার হওয়া যায়।

দ্বাত্রিংশ সর্গ (পরমার্থযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! যাহাদের বিশিষ্টরূপ জ্ঞান আছে, তাহারাই ভুশুণ্ডের ন্যায় মোহসঙ্কটে সমুত্তরণ করে। তুমি প্রাণসংরোধিনী সাধু দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, সংসারসাগর উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়,

অতএব তুমি জ্ঞানযোগ অভ্যাস কর। আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ ও অপান পরিদর্শন করিলে, সকলেরই পরমতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়। তুমি তাহাই কর।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার উপদেশে আমার অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত, প্রবোধ ও পরমানন্দ সঞ্চরিত, যাহা জানিবার তাহা পরিজ্ঞাত এবং তৎপ্রভাবে স্বকীয় পদলাভ সংঘটিত হইয়াছে। ভুশুণ্ডের চরিত শ্রবণ করিলে, পরম বিস্ময় উপস্থিত ও প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। ব্রহ্মন্! আপনি ভুশুণ্ডের চরিতপ্রসঙ্গে যে মাংসাস্থিচর্ম্মময় শরীরের কথা কীর্ত্তন করিলেন, সেই দেহ কাহার রচিত, কিরূপে স্থিতিপ্রাপ্ত হয় এবং কেই বা তাহাতে অবস্থিতি করেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! এই দেহ গেহ কাহারও নির্ম্মিত নহে। ইহা আভাস বা প্রতিবিম্বমাত্র এবং দ্বিচন্দ্রের ন্যায় সৎ ও অসৎ দ্বিবিধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহা কিছুই নহে; এই কারণে অসৎ এবং পরমার্থের কল্পনাপ্রযুক্ত ইহা সৎস্বরূপ। পরমার্থতঃ বিচার করিলে, ইহা মৃগতৃষ্ণার ন্যায়, ভ্রমমাত্র। অতএব তুমি এই কল্পনাময় দেহ পরিহার কর। স্বপ্নে যেমন লোকে বিবিধ শরীর ধারণ করিয়া বিবিধ বেশে বিচরণ করে, জাগ্রৎ অবস্থাতেও তদ্রূপ কল্পনাবশে বিবিধ দেহ পরিগ্রহ হইয়া থাকে। তোমার স্বপ্ন-দেহের যেরূপ কোনপ্রকার সংস্থান বা প্রমাণ নাই; জাগ্রৎ-দেহও তদ্রূপ সংস্থিত নহে। বলিতে কি, এই দেহ মনেরই। আমার এই নাম, মনের কল্পনা ভিন্ন নিয়তির কল্পনা নহে। এই ধন, এই জন, এই বিষয়, ইত্যাদি ভাবনা, চিত্তবীর্য্যের সংকল্প হইতেই সমুদ্ভূত হয়। পণ্ডিতেরা এই কারণেই সংসারকে সুবিস্তৃত স্বপ্ন ও সুবিস্তৃত কল্পনা বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, এই তুমি আমি কি পূর্ব্বে তুমি আমিই ছিলাম, কখনই নহে। মানুষ যতদিন অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণ করে, তাবৎ এই মনের বিভ্রম বুঝিতে পারে না। জ্ঞানের উদয়ে পরমার্থ বোধ

প্রস্ফুরিত হইলে, আর এই দেহ বা এই ধনজনাদি সংসার-বিস্তার কিছুই লক্ষিত বা অনুভূত হয় না। বলিতে কি, এই দেহকে দেহ ভাব, দেহরূপে প্রতীত হইবে, অন্য ভাব, অন্যরূপই ধারণ করিবে।

আমি, আমার এই সংসার, দৃঢ়তাসহকারে এই প্রকার ভাবনা করিলে, আশু ঐ রূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেখ, অভ্যাসবশে স্ত্রীকে অত্যন্ত প্রণয়পাত্রী ও প্রীতিদাত্রী মনে হইয়া থাকে। বাস্তবিক, নারীশরীরে এমন কিছুই মনোহর নাই, যাহাতে তাহাকে ঐরূপ বল্লভা বলিয়া মনে হইতে পারে। তুমি যাহাকে কুৎসিত ভাব, আমি তাহাকে সুন্দরী ভাবি। তুমি যাহাকে প্রিয় ভাব, আমি তাহাকে অপ্রিয় বোধ করি। দেশ, কাল, পাত্রভেদে রুচিভেদ হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্তই মনেরই কল্পনা। সংসারভাবনার অভ্যাস বশতই সংসার দৃশ্যমান হইয়া থাকে। মরুভূমিতে যেরূপ মৃগতৃষ্ণা, সংকল্প বশেই তদ্রূপ সংসারঘটনা। ধীমান্ পুরুষগণ এই জন্য সংসারে আস্থাবান্ নহেন। মোহই ইহাতে অনুরাগ বন্ধন সংঘটিত ও বিবিধ ভয় আবিষ্কৃত করে। শুদ্ধচিত্তে এইরূপ ভয়জনক মোহের অধিকার নাই। সম্যক্ দৃষ্টিসহায়ে আত্মশুদ্ধি সম্পন্ন হইলে, যাহার যে স্বরূপ, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, সংসার যখন আত্ম ভিন্ন কিছুই নহে; তখন জন্ম মৃত্যু ও শোক হর্ষ ইত্যাদি কল্পনার অবসর কোথায়? সত্যমিথ্যানির্ণয়পূর্ব্বক মনকে প্রকৃততত্ত্বদৃষ্টির অনুসারি করিলে, নিত্য শান্তিলাভ হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, মনের প্রকৃতস্বরূপ পরিদর্শনে সমর্থ হইলে, স্তুতি নিন্দা ও হর্ষ বিষাদ পরিহারপূর্ব্বক পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্গ (তত্ত্ব-যোগ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি, আমি, বন্ধুবান্ধব, ফলতঃ সকলকেই অবশ্য মরিতে হইবে। ইহা জানিয়াও, কি নিমিত্ত বন্ধু বিয়োগ ও আত্মমরণে বৃথা শোক ও পরিতাপ করিয়া থাক? জন্মিলে, অবশ্যই কিছু না কিছু বিভব হস্তগত হয়। তবে আর তাহাতে হর্ষ কি ও আনন্দ কি? দেখ, সংসারে অর্থই অনর্থ ও সাক্ষাৎ বিপৎ। তবে আর তাহার ক্ষয়ে শোকই বা কি? সরোবরে বুদ্বুদের ন্যায়, এই জগতের নিত্য আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। তবে আর ইহাতে আগ্রহ কি ও পরিবেদনা কি? যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য এবং যাহা মিথ্যা, তাহা চির কালই মিথ্যা। এই মিথ্যাজগতে এমন কি বস্তু আছে, যাহার ক্ষয়ে পরিতাপ হইতে পারে? আমার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে। কেন হইয়াছে? যেহেতু, তাঁহারা ক্ষয়শীল ও মিথ্যা। যে বস্তু ক্ষয়শীল, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমার পিতৃমাতৃবিয়োগ জন্য শোক করা বৃথা আমিও তাঁহাদের ন্যায় ক্ষয়শীল মিথ্যা পদার্থ। অতএব আমিও অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব। আমি যখন মরিব, তখন আমার পিতামাতার জন্য আর কোন্ ব্যক্তি শোক করিবে? তথাহি, আমার যদি অগ্রে মৃত্যু হইত, তাহা হইলে, কেই বা আমার পিতামাতার জন্য শোক করিত? এই সকল চিন্তা করিয়া মিথ্যা জগতে আস্থাত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমি আমি বা অহংকারাত্মা নহি, আমি জন্মি না; কখন জন্মিবও না; অধুনাও সেই আমি আমি নহি। অতএব আর কে কাহার জন্য পরিতাপ করিবে? ইত্যাকার বিচার করিয়া, শান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, জ্ঞানাত্মা হও। শান্তিতে কখন উদয়, অস্ত বা পরিতাপ নাই। অতএব ব্রহ্মবিৎ ও শান্ত হইয়া, সংসারের অসার ভাগ ত্যাগ ও ব্রহ্মরূপ সার ভাগ গ্রহণ করিয়া, অনুত্তম পদে

প্রতিষ্ঠিত হও। এই মিথ্যা সংসারে স্ত্রী পুত্রাদি সকলই মিথ্যা। অতএব ইহাতে আস্থা কি? পরিতাপ ও পরিবেদনাই বা কি? যাহারা পরিতাপ ও আস্থা করে, তাহারাই মূঢ়। তুমি কখনও সেরূপ মূঢ় হইও না। জ্ঞানীরা মুক্তির অনুসারী ও বীতরাগ হইয়া, সমস্ত সংসারই ব্রহ্ম, এই প্রকার বিবেচনায় বিহার করেন। অতএব তুমি সংসারে আস্থা ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের পরিহার কর। মিছা কেন আমার আমার করিয়া, অন্ধকারে বিচরণ ও শোক করিতেছ?

ঐ দেখ, তোমার চতুর্দ্দিকে প্রাণিরা অহরহ মরিতেছে ও জন্মিতেছে। অতএব জন্ম মৃত্যু স্বাভাবিক বা নিয়তি ভাবিয়া, তজ্জন্য আর পরিতপ্ত হইও না। যাবৎ প্রয়োজন, যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের ব্যবহার কর! অধিক বা অল্প কিছুই আশা করিও না। কল্য বা অদ্য কি হইবে, তাহার চিন্তা করিও না। একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বস্ব, জানিয়া, তাঁহাতেই আত্মা সমর্পণ কর। আমি তুমি কিছুই নহি ভাবিয়া, পরিণামের পথ পরিষ্কার কর, এবং এখনই যাইতে হইবে, নিশ্চয় জানিয়া, সমুদায় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার আয়োজন কর। ঐ আমার পুত্র কাঁদিতেছে, ঐ আমার পিতামাতার আহার হয় নাই; ঐ আমার সংসার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইত্যাকার অনর্থক চিন্তা করিয়া, অসার জীবনকে আরও অসার করিও না।

তুমি কে, কাহার, এই সংসারের না আপনার, না অন্যের, অপর কাহার, এই প্রকার চিন্তার অনুসরণবশে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনার উৎকর্ষ বিধানে ও স্বর্গের দ্বারকপাটপাটনে যত্নবান হও এবং অন্যকেও ঐ প্রকার উপদেশ কর। ইহারই নাম সৎপথ ও প্রকৃত ধর্ম্ম।

সংসারে পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র ও বন্ধু বান্ধবাদি পরিবার সকলেরই আছে; পশুরও আছে, পক্ষীরও আছে, আবার তোমার আমার ন্যায় সকল মানুষেরই আছে। অতএব তাহাতে

আর গৌরব কি? অভিমান কি? মনের আগ্রহই বা কি? ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, শেষের উপায় সাধনে প্রবৃত্ত হও; মৃত্যু কেশে ধরিয়াছে, ভাবিয়া, সর্ব্বদা সাবধান হও; এবং আর সময় নাই, ভাবিয়া ত্বরাবান্ হও।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ। (জ্ঞানযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! দিবসের অবসানে বসুমতী যেমন শীতল হন, অজ্ঞানের অবসানে সংসারের অসারভাব উপলব্ধি হইলে, তদ্রূপ অন্তরে পরম শীতলতা অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব এই ঘট পটাদি বিষয় সকল একমাত্র প্রতিবিম্ব স্বরূপ, চিন্তা করিয়া, পরব্রহ্মে আত্মা সমর্পণ কর। আমি যখন নাই বা নহি, তখন আমার ভোগ সকলও নাই বা নহে, এইরূপ চিন্তা করিলে, কোনপ্রকারেই অনর্থ আর আক্রমণ করিতে পারে না! অথবা, আমি ব্রহ্ম, চিন্তা করিয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলে, পরম শান্তিপদ প্রাপ্তি হয়। বৎস! এই দ্বিবিধ চিন্তাই যেমন মনোহারিণী তেমন কল্যাণসরণী-প্রসবিনী! অতএব তুমি উল্লিখিত উভয়বিধ ভাবনা সহকারে রাগদ্বেষ ক্ষয় করিয়া, সুখ স্বচ্ছন্দে বিহার কর! রাগদ্বেষ ত্যাগ হইলে, ইহলোকে, ফলতঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে সেখানে যাহা তাহা সমুদিত হয়, তৎসমস্তই অধিকৃত হইয়া থাকে। মূঢ়েরা রাগদ্বেষাদিতে হতবুদ্ধি হইয়া, যাহা চেষ্টা করে, তাহাই প্রাপ্তি হয়। রাগদ্বেষরূপ ঊর্ম্মি দ্বারা রুদ্ধ চিত্ত, মরুভূমি অপেক্ষাও দগ্ধ ও হতভাবাপন্ন। এই কারণে উহাতে গুণরূপ অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয় না। যাহার মনোরূপ গর্ত্তে রাগরূপ সর্প নাই, তিনি কল্পতরুর সমান যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও রাগদ্বেষে অভিহত হয়, তাহারা ও শৃগাল সকল, একই পদার্থ তাহাদিগকে ধিক্।

সচরাচর ধনাদি বিষয় হইতে রাগদ্বেষাদির উদ্ভব হইয়া

থাকে। কিন্তু ধন, জন, বন্ধু বান্ধব সকলেই বারংবার আসিতেছে ও যাইতেছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই কারণে তাহাতে রাগবান্ নহেন। অতি তুচ্ছ বিষয়ে অনুরাগ করিলে, মহদ্‌বিষয়রূপী ঈশ্বরকে পওয়া যায় না ভাবাভাবময়ী ঈশ্বরী মায়াতেই ভোগ-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই সংসার একমাত্র লম্পটতারই বিস্তার করে অতএব ধন জন আত্মা কিছুই সত্য নহে। সংসারের আদি অন্ত উভয়ই যেমন মিথ্যা, মধ্য অবস্থা তদ্রূপ মূর্ত্তিমান বিকার। প্রাজ্ঞ পুরুষ এই কারণেই ইহাতে অনুরাগী নহেন। আকাশে নগরাদিকল্পনা যেমন, এই সংসাররচনাও তেমন, সর্ব্বথা অলীক ও অমূলক এবং স্বপ্ন সংকল্প-পুরীর ন্যায় মিথ্যা ও ভ্রান্তি স্বরূপ। অতএব তুমি অজ্ঞাননিদ্রা ত্যাগ ও মোহশয্যা পরিহার করিয়া সংসাররূপ স্বপ্ন-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন কর। এই ঘন অজ্ঞান-মায়ানিদ্রা ত্যাগ না করিলে, আর কোনরূপেই পরিহার নাই। অতএব তুমি মায়ানিদ্রা ত্যাগ ও নির্ব্বিকল্প চিৎস্বরূপ দর্শন করিয়া, দিবাকরদর্শনে সরোজের ন্যায়, প্রবোধিত হও। প্রবোধিত হও এবং অনাময় আত্মসূর্য্যের সাক্ষাৎকার দ্বারা আত্মাকে মুক্তির পথে ও প্রকৃত পথে লইয়া যাও, লইয়া যাও; আমি বারম্বার তোমাকে এই প্রকার উপদেশ করিতেছি। তুমি অলীক জগদ্‌ভ্রম ত্যাগ কর এবং তৎসহকারে ইহাও প্রতিপন্ন ও প্রতীক্ষা কর, যে, তোমার জন্ম নাই, দুঃখ নাই, দোষ নাই, ভ্রম নাই, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব পরম সমাহিত হইয়া, আত্মাতেই অবস্থিতি কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।—পরমার্থ যোগ।

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠের মহার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভাগ রামের মন নির্ম্মল, আত্মবিশ্রান্তি-লাভ ও পরম আনন্দ সঞ্চরিত হইল। তিনি মুহূর্ত্তার্দ্ধ বিশ্রাম করিলে, মহাশয় বশিষ্ঠ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, অনঘ! তুমি

সম্যক্ জ্ঞান লাভ ও আত্মলাভ করিয়াছ। অতএব আত্মমাত্র-সহায় হইয়া, আত্মাতেই অবস্থিতি কর ; সংসারে আর অবস্থান করিও না। এই সংসার চক্রের ন্যায়, বিবিধ সংকল্পময় মন এই চক্রের নাভি। এই মনোনাভি প্রযত্নসহকারে রুদ্ধ হইলেও, অতিবেগে প্রবাহিত হয়। প্রজ্ঞা, যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, অভ্যাস, সৌজন্য ও দৃঢ়তর বৈরাগ্য ইত্যাদি পৌরুষ সহায়ে কথঞ্চিৎ মনোনাভির সংযম বা বেগরোধ করা যাইতে পারে। অতএব দৈব-নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া, প্রযত্নসহকৃত পুরুষকার দ্বারা মনকে রুদ্ধ কর।

অনঘ! তুমি বুদ্ধি অশ্রয় করিয়া, সুখ দুঃখের বিচার করিও না। দেখ, দুঃখচিন্তায় নিরত হইলে, আত্মা অপ্রসন্ন ও মুখ ম্লান হইয়া থাকে। বলিতে কি, সুখ দুঃখ কিছুই নহে। জ্ঞানবান্ পুরুষ কখনও তাহাঁদের চিন্তা করেন না। ঐরূপ চিন্তা করা বর্ত্তমান জড়দেহেরই কার্য্য। দেখ, চিত্রদেহ অপেক্ষা এই মাংসময় জড়দেহ অতীব নিকৃষ্ট। ইহাতে সুখদুঃখবোধ ও তজ্জন্য গ্লানি ও ম্লানি আছে। কিন্তু চিত্রদেহে তাহার কিছুই নাই! চিত্রদেহ সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও অক্লিন্ন এবং পালিত হইলে, পরম মনোহর শোভা ধারণ করে। কিন্তু এই জড়দেহ পালিত হইলেও, বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব ইহাতে আবার আস্থা কি? অনুরাগ কি? এই দেহ সংকল্পময়, সুতরাং যখন স্বয়ংই নাই, তখন কিরূপে আমাদের হইবে? অতএব ইহার জন্য অনর্থক ক্লেশ ভোগের প্রয়োজন কি? চিত্র-পুরুষের দেহ যেমন ক্ষত হইলে, তাহার কিছুই অনিষ্ট হয়না, তদ্রূপ এই জড়দেহের ক্ষয় হইলে, পুরুষের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। ফলতঃ, যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার ক্ষতি কি? ক্ষয় কি?

বৎস! চিত্তের বিনাশ নাই, আত্মার ভ্রংশ নাই এবং ব্রহ্মের বিকার নাই। জীব মিথ্যা অজ্ঞানচক্রে সমারূঢ় হইয়া, স্বয়ং ভ্রান্ত ও পতিত হইতেছে এবং অন্যকেও তদ্বৎ দেখিতেছে। তুমি

অজ্ঞানচক্রে আরোহণ করিও না। এই দেহ নিশ্চেষ্ট, জড় ও সঙ্কল্পময়, সুতরাং ইহা কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে। তুমি ইহাতে অবস্থিতি করিও না। বাতবিহীন প্রদীপের ন্যায়, আত্মাতে অবস্থিতি করিয়া, স্বচ্ছ ও সুখী হও এবং দিবাকর যেমনআকাশে অবস্থিতি করিয়া, দিবসব্যাপার বিধান করেন, তদ্রূপ আত্মস্থ হইয়া, রাজ্যস্থিতি সমাধান কর। কদাচ দুর্ম্মতি অহঙ্কারের ভৃত্য হইও না। ইহার ভৃত্য হইলে, অনন্ত নরক লাভ হইয়া থাকে। ঐ দেখ, তোমার দেহরূপ শূন্য গৃহে অতীব দুর্ব্বৃত্ত চিত্তবেতাল উন্মত্ত হইয়া, ভ্রমণ করিতেছে। তুমি সমাধি সহায়ে তাঁহাকে উদ্‌বাসিত করিয়া, নির্ভয়ে বিহার কর।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।—আত্মযোগবিচারণা।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! চিত্তরূপ পিশাচ আক্রমণ করিলে, পিশাচের যেরূপ বুদ্ধি, তদ্‌বৎ বুদ্ধির সঞ্চার হয়। ঐরূপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত নরপিশাচ বলিয়া থাকে। এই দগ্ধ দেহ অহঙ্কাররূপ দুরন্ত যক্ষের বিলাস-গৃহ। বিশ্বস্ত হইয়া, ইহাতে বিহার করিও না। বিশুদ্ধ বুদ্ধি সহায়ে অহঙ্কারের আনুগত্য ত্যাগ ও তাহার বিস্মরণপূর্ব্বক আত্মাকে আশ্রয় কর। অহঙ্কাররূপ পিশাচ যাহাদিগকে গ্রাস করে, তাহারা মোহমদে অন্ধ ও বিষয়লাভে সমৎসুক হইয়া থাকে এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধব কিছুই নাই। বুদ্ধি অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইলে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতেই বিষম অনিষ্ট ও নরকলাভ হইয়া থাকে। যাহাদের ধৈর্য্য নাই, বিবেক নাই, তাদৃশ মূর্খগণই অহঙ্কারকে মহোৎসবরূপে আশ্রয় করিয়া, আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ মূর্খেরাই নরকাগ্নির মূর্ত্তিমান্ ইন্ধন। অহঙ্কাররূপ অজগর যাহার শরীররূপ তরুকোটরে গর্জ্জন করে, সে, সেই তরুর সহিত অবিলম্বেই বিনষ্ট হয়। অতএব তুমি কল্পনা দ্বারাও ইহাকে দেখিও না। তুমি বিচার

সহকারে অবস্থিতি করিলে, অহঙ্কার তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।

বৎস! যাহারা অহঙ্কারের বশীভূত হয়, শত শত বর্ষেও গণনা করিয়া, তাহাদের আপৎ রাশির সংখ্যা করা যায় না। হায়, আমি হত হইলাম—দগ্ধ হইলাম! ইত্যাকার দুঃখপরম্পরা একমাত্র অহঙ্কারেরই শক্তি। চঞ্চল দেহ-যন্ত্রের সহায়তায় যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলও এই অহঙ্কারের শক্তি। পৃথিবী ও স্বর্গে যেমন, আত্মা ও অহঙ্কারে তেমন পার্থক্য। অতএব তুমি অহঙ্কার পরিহার করিয়া, আত্মাকে আশ্রয় কর। তোমার সমুদায় মনোমোহ দূর হইবে। এই অহঙ্কাররূপ পিশাচ জন্মরূপ অমঙ্গলপরম্পরা সমুদ্‌ভাবন ও ধৈর্য্যরূপ সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লোকদিগকে বিনাশ করে। অতএব ইহাকে দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, আত্মাতে অবস্থিতি কর। এই দেহরূপ শূন্য পুরীর কিছুই ভাল নহে; তাহাতে আবার অহঙ্কাররূপ প্রমত্ত পিশাচ ইহাকে কবলিত করিয়াছে। অতএব ইহা, শূন্য অরণ্যানীর ন্যায়, কাহার না ভয় উৎপাদন করে? অহঙ্কার আক্রমণ করিলে, গুরু, বা শাস্ত্র অথবা বান্ধব, কেহই উদ্ধার করিতে পারে না। অতএব তুমি আত্মাতে অবস্থিতি কর।

ভূতরূপ মৃগগণ এই জগৎরূপ জীর্ণ অরণ্যে অহরহ বিচরণ করিতেছে। অহঙ্কাররূপ শার্দ্দূল তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। অতএব তুমি কদাচ ইহাতে বিচরণ করিও না। মূঢ়েরাই ইহাতে বিচরণ করুক। তুমি সিংহবৃত্তি আশ্রয় করিয়া অজ্ঞানরূপ মাতঙ্গের সংহার কর। মূঢ়েরা এই দুরন্ত জঙ্গলে যেরূপে বিহার করে, তুমি সেরূপ করিয়া আশু বিনষ্ট হইও না। তুমি ভোগাভোগ ত্যাগ ও গুরুবাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিতি ও পরমার্থ পর্য্যালোচনা কর। বৎস! দেবদেব মহাদেব পূর্ব্বে আমাকে সংসারদুঃখের উপশম ও মহামোহের বিনাশ জন্য যে জ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।—দেবার্চ্চনবিধি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! কৈলাশ নামে শশধর-কর-সম্ভার-ভাসুর, গৌরী-বিহার-বর-মন্দির এক ভূধর আছে। তথায় দেব-দেব মহাদেব বিরাজ করেন। আমি কোন সময়ে তাঁহার যথা-বিধি পূজা ও গঙ্গাতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, তপোনুষ্ঠান বাস-নায় সিদ্ধগণে বেষ্টিত হইয়া চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান, শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ, পুস্তক সকল সঙ্কলন, ও পুষ্পকরণ্ডক গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতে বাস ও তপশ্চরণ প্রসঙ্গে বহুকাল যাপন করিলাম। অনন্তর একদা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী রজনীর প্রথম ভাগে দিক্ সমুদয় ঘোর নিবিড় অন্ধকারে যেন লয় প্রাপ্ত হইলে, আমি সমাধি হইতে বিনিবৃত্ত ও বাহ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া, তথায় উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে চন্দ্রবিম্বগণোপম তেজোরাশি সহসা আমার নয়নগোচরে নিপতিত হইল, এবং দিক্ সমুদায় তৎসান্নিধ্য সহযোগে সেই নিবিড় তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া, তৎক্ষণে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে আমি বিস্ময়সাগরগর্ভে অবগাহন পূর্ব্বক অন্ত-বিকাশিনী বিচারদৃষ্টির সহায়তায় সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতপ্রস্থে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অবলোকন করিলাম, দেবদেব মহাদেব গৌরীর সহিত তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন; নন্দী তাঁহার পুরো-ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি দূর হইতেই পুষ্পাঞ্জলিসহ-কৃত অর্ঘ্যদান পুরঃসর সমুচিত অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া, তাঁহার সর্ব্বার্ত্তিহর দৃষ্টিবিষয়ে সমাগত হইলাম। অনন্তর তিনি তত্রত্য সানুতে আসীন হইলে, কৃতাঞ্জলিপুটে অভিমুখীন হইয়া, বিবিধ স্তোত্র ও নমস্কার সহকারে মন্দারপুষ্পাঞ্জলি বিকিরণ পূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলাম। পরে ঐরূপ বিধানে দেবীর অর্চ্চনা করিলে, ভগবান্ হর অমৃতায়মান বাক্যে কহিলেন, বৎস! তোমার ত পরম পদে বিশ্রান্তি লাভ ও তৎপ্রভাবে নিরতি শান্তি সমাগত হইয়াছে? তুমি ত নির্বিঘ্নে তপশ্চরণ পূর্ব্বক কল্যাণ

পরম্পরা ভোগ করিতেছ? তোমার ত প্রাপ্য বিষয় লাভ; সকল ভয় দূরীভূত হইয়াছে?

আমি সবিনয়ে উত্তর করিলাম, ভগবন্! যাহারা আপনার স্মরণজনিত আনন্দরসপানে সর্ব্বদাই মত্ত, তাহাদের আবার দুষ্প্রাপ্য কি? ভয় কি? বলিতে কি, যে স্থানের অধিবাসীগণ আপনাতেই একচিত্ত ও একান্তমতি, তাহাই দেশ, তাহাই জনপদ তাহাই দিক্ ও তাহাই পর্ব্বত। আপনাকে দর্শন করিলে প্রাক্তন পুণ্যবৃক্ষ ফলিত, বর্ত্তমান পুণ্যবৃক্ষ সিক্ত ও ভাবী পুণ্য বৃক্ষের বীজ সঞ্চিত হইয়া থাকে। আপনার অনুসারী হইলে জ্ঞানরূপ অমৃত লাভ, ধৈর্য্যরূপ চন্দ্রের বিকাশ ও মোক্ষরূপ পরম রত্ন প্রাপ্তি হয়। আমি আপনার আনুগত্যরূপ চিন্তামণির সহায়তায় সকল ভয়ের মস্তকে পদ প্রদান করিয়াছি। ফলতঃ আপনার প্রসাদে আমার সকল অভীষ্টই সম্পন্ন হইয়াছে। কেবল একমাত্র সংশয় আছে। তাহা নিবেদিতেছি, নিরাকরণ পূর্ব্বক আমাকে নিরুদ্বিগ্ন করুন। ভগবন্! যাহা দ্বারা সর্ব্বপাপ ক্ষয় ও সর্ব্বকল্যাণ বর্দ্ধিত হয়, সেই দেবার্চ্চনবিধি কিরূপ, বলিতে আজ্ঞা হউক।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! যাহার একবারমাত্র অনুষ্ঠান দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়, সেই দেবার্চ্চনাবিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বিজ! দেব কে, তাহা কি তুমি জান? আমি বা ব্রহ্মা অথবা নারায়ণ, কিংবা ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য অথবা ব্রাহ্মণ, রাজা বা তুমি, কিংবা মন, বুদ্ধি, দেহ অথবা অন্যান্য বস্তু সকল; কেহই দেব নহে। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, সেই অকৃত্রিম আনন্দ ঘন চিৎপ্রকাশই দেব নামে অভিহিত হন। কেন না, আমাদের ন্যায় আকার বিশিষ্ট ও কিয়ৎকালমাত্র স্থায়ী বিকারী পদার্থ কখন দেব হইতে পারে না। ঐরূপ আদ্যন্তরহিত চিৎপ্রকাশই দেব ও শিব, জানিবে। এবং তাঁহারই পূজা করিবে। তাঁহাতেই সকলের উৎপত্তি ও লয়। সুতরাং, তিনিই কেবল আছেন।

লোকে অজ্ঞান প্রযুক্ত শিবাদির পূজা করে। শিবাদির অর্চ্চনায় যে ফল লাভ হয়, পরে তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু সেই আত্মরূপী দেবের পূজা করিলে, অক্ষয় ও অনন্ত ফল লাভ হয়। যদি মন্দার ত্যাগ করিয়া করঞ্জকাননে গমন করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, আমাদের পূজা কর। পূজাজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে সর্ব্বত্র সমভাবরূপ পুষ্প দ্বারা সেই আত্মরূপী দেবের পূজা করা বিধি। অনঘ! সমদৃষ্টরূপ কুসুম দ্বারা তাঁহার যে অর্চ্চনা করা যায়, তাহাই প্রকৃত দেবার্চ্চনা, জানিবে। সাকারার্চ্চনা অর্চ্চনাই নহে। আত্মসংবিত্তিরূপ পূজা ত্যাগ করিয়া, কৃত্রিম পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, চিরজীবন ক্লেশ ভোগ হয়। যাহারা জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়াও, আত্মত্যাগে নিবৃত্ত ও সাকার দেব দেবীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সেই অর্চ্চনা বাল্যক্রীড়া মাত্র। আত্মাই শিবরূপ দেব, আত্মাই পরম কারণ এবং জ্ঞান দ্বারা সতত আত্মারই পূজা করা কর্ত্তব্য। তুমি আপনাকে সেই ব্রহ্মস্বরূপ, জানিবে। তুমিই পূজনীয়।

অষ্টত্রিংশ সর্গ (সৃষ্টিযোগ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! এই জগৎ কোথা হইতে কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, কীর্ত্তন করুন।

মহাদেব কহিলেন, যিনি তুমি, আমি ও এই নিখিল জগৎ এবং যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, তিনিই দেব শব্দের বাচ্য। তোমার, আমার অথবা সমস্ত জগতের এই দৃশ্যমান সেই সেই চেতনাকাশরূপী পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনিই পরমাকাশ, তিনিই চিদ্ব্যোম, তিনিই ব্রহ্মাকাশ, তিনিই মহাকাশ এবং তিনিই পরাকাশ। নিখিল বিশ্ব তাঁহারই সংকল্প মাত্র। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তেজের তেজ, অগ্নির অগ্নি, পৃথিবীর

পৃথিবী। তিনিই স্থিতি, তিনিই লয় ও তিনিই উৎপত্তি। আমরা কতিপয় বাক্যমাত্রে তাঁহার আর নির্ব্বাচন কি করিব? তুমি আপনিই বুঝিয়া লও। মন জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্তই তন্ময় দর্শন করে। তখন তাঁহাকে বিশ্বময়, বিশ্বরূপ ও সর্ব্বস্বরূপ জানিতে পারিয়া, পরমানন্দ সম্ভোগ করে। এই আনন্দের কোন কালেই ক্ষয় নাই। এই চন্দ্র, এই সূর্য্য, এই আমি, এই তুমি, এই আকাশ, এই পৃথিবী, সমুদায়ই তিনি। তিনি ভিন্ন কিছুই নাই ও হইতে পারে না। তিনি আমি তুমি সকলেরই অতীত; কিন্তু আমি তুমি সকলেই তাঁহাতে আছ ও আছি। অতএব, তিনি কে, বুঝিয়া লও। বুঝিতে পারিলেই, পরম শান্তি লাভ ও সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ। (চিদ্‌বিচার)।

মহাদেব কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমাত্মাই ব্রহ্ম, পরমাত্মাই পরম দেব এবং পরমাত্মাই এই অখিল বিশ্ব। তাঁহাকে পূজা করিলে, পরম শ্রেয়োলাভ ও সকল কামনা সম্পন্ন হয়। তিনিই সকলের আধার ও ব্যবস্থিতি স্থান। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি অদ্বিতীয়, অখণ্ডিত ও অকৃত্রিম। তাঁহার সাধনে কোনরূপ আয়াস বা ধনাদির প্রয়োজন নাই। ধনী দরিদ্র যে সে ব্যক্তি, মনে করিলেই, তাঁহার সাধনা করিতে পারে। তিনিই পরম সুখের বিধাতা অতএব তুমি তাঁহারই অর্চ্চনে প্রবৃত্ত হও। যাহারা বালকের ন্যায় চঞ্চলমতি ও ব্যুৎপত্তিবিবর্জ্জিত, তাহাদেরই জন্য কৃত্রিম দেবার্চ্চনা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা সাকার অর্চ্চনা করে, তাহারা স্বর্ণ বোধে ধূলিমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া থাকে। বালকেরাই কামনাপর হইয়া কল্পিত পুষ্পাদি দ্বারা আদর সহকারে অর্চ্চনা করিয়া সন্তোষ অনুভব করে। নিশ্চয় জানিও, ঐরূপ সংকল্পপূর্ব্বক মিথ্যা দেবার্চ্চনা করিলে প্রকৃত ফল লাভ হয় না, সমুদায়ই পণ্ড হইয়া থাকে

ব্রহ্মন্! যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদিরও অনধিগম্য, যিনি সকল মনোবৃত্তির অতীত ; যিনি অসীম দিক্‌কালাদির প্রকাশক ; যিনি সর্ব্বসংকল্পের আধার হইলেও, বস্তুতঃ সংকল্পবিহীন ; যিনি ত্রিভুবনের অধিষ্ঠান ও অদ্বিতীয় কারণ, যিনি সকল ভাবের অন্তরস্থ ও সকল কলার অতীত ; যিনি সৎ অসৎ সর্ব্বত্রই বিরাজমান ; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই দেব এবং তিনিই সকলের আরাধ্য।

পার্ব্বতীর ও আমার যে চিত্তত্ব এবং অরুন্ধতীর ও সমুদয় জগতের যে চিত্তত্ব, প্রকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ তাহাকেই দেবশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং লোকে যে হস্তপদাদিবিশিষ্ট অন্য ব্যক্তিকে দেবস্বরূপে কল্পনা করে, তাহাকে বিষ্ঠা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যিনি সকল সারের সার, সেই চিন্মাত্রই [illegible] দেব এবং তিনিই সর্ব্বাভীষ্ট সমাধান করেন। তিনি তোমার [illegible] অন্য কাহারও দূরস্থ বা দুষ্প্রাপ্য নহেন। তিনি যেমন দেহের [illegible]র্ব্বত্র, তেমনি আকাশের সর্ব্বত্র, ফলতঃ, নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র [illegible]র্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই ভোজন করেন, গমন [illegible]রেন, পোষণ করেন, নিশ্বাস গ্রহণ করেন ; এইরূপে তিনি এই [illegible]বচিত্রচরিত্রবিশিষ্ট দেহপুরে হৃদয়রূপ গুহাতে সর্ব্বদাই অবস্থিত [illegible]াছেন।

তিনি অমলস্বরূপ, নিরঞ্জন, চিন্মাত্ররূপী, সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী। [illegible]িনি এই ভাস্বর জগতের কর্ত্তা ও অকর্ত্তা উভয় নামেই পরি-[illegible]ণিত। বসন্ত যেরূপ অঙ্কুর সকলের উৎপাদক, সেই চিৎস্বরূপ আত্মা তদ্রূপ এই জগল্লক্ষ্মীর সমুদ্‌ঘাটক। তাঁহাতেই নিখিল জগৎ, জলে তরঙ্গের ন্যায় অবস্থিতিপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহারই কৃত সংসারচক্রে নিপতিত হইয়া, মন নিরন্তর মহাভ্রামি ভোগ করিতেছে। তিনিই চতুর্ভুজ রূপে অসুর সকল বিনাশ করেন। তিনিই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হয়েন। তিনিই বেদরূপ পদ্মিনীর মহাসরোবর। তিনিই শান্তিরূপ কৌমুদীর পূর্ণ শশধর। তাঁহাতেই বিবিধ দেহের আবির্ভাব ও

তিরোভাব হইয়া থাকে। সমস্ত সুরগণ যাঁহার পাদ বন্দনা করেন, তিনিই সেই ইন্দ্রলীলা ধারণ করিয়া থাকেন।

চত্বারিংশ সর্গ।—জীবশক্তি নিরূপণ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! দেবদেব হর এবম্বিধ সুধাংশুস্বচ্ছ বাক্য প্রয়োগ করিলে, আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, চিৎই যদি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সর্ব্বথা ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিত, তাহা হইলে, তদাত্মক এই দেহ কি জন্য নিদ্রা ও মরণমূর্চ্ছা সময়ে অন্ধ ও জ্ঞানহীন হয় এবং কি জন্যই বা জীবদ্দশায় চেতনাযোগ ভোগ করে?

মহাদেব কহিলেন, সৌম্য! তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ; বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরুষ যেরূপ ক্রোধবশে ক্ষণ মধ্যেই ক্রূর রাক্ষসের ন্যায় হইয়া থাকে, দেহস্থ চিৎ তদ্রূপ বিকল্পবশে বিকৃত-ভাবাপন্ন হন। ঐরূপ বিকল্পকল্পিত চিৎ জগৎ ভাবনা দ্বারা জগৎ রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তথাহি, তিনি পঞ্চীকরণ দ্বারা প্রথমতঃ দেশ কালরূপে পরিণত, তৎপরে জীবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ স্বরূপ পরিগ্রহণ করেন। অনন্তর সংসার আশ্রয় করিয়া, আমি চণ্ডাল, আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাকার ভাবনাবশে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। তদনন্তর অজ্ঞানজনিত ভোগবাসনা বশংবদ হইয়া, চিত্ত, মন, মোহ ও মায়া প্রভৃতি নাম ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন। তদবস্থায় তিনি কখন মোহের আতিশয্য বশতঃ তৃষ্ণারূপ নিগড়ে বদ্ধ হইয়া, মর্ম্মপীড়া অনুভব করেন; কখন কাম, ক্রোধ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া থাকেন কখন দারিদ্র্য ও সম্পন্ন দশা অনুভব করেন; কখন স্ত্রী পুত্রাদির শোকে বিকারগ্রস্ত হয়েন; কখন দুঃখরূপ দাবানলে দহ্যমান ও বিবিধ শোক দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন; কখন আপনাকে মোহাদিস্বভাবসম্পন্ন বোধ করিয়া, ভ্রান্তির বশীভূত হয়েন; কখ

অনাত্ম দেহে মমতাপর হইয়া, পরম দীন দশা ভোগ করেন; কখন মোহরূপ মহাপঙ্কে মগ্ন ও ভাবাভাববশে দোলায়মান হইয়া থাকেন; কখন অসার সংসারবিকারের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত বিবিধ পরিতাপ ভোগ করেন; কখন রাগদ্বেষে অভিহত ও যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকেন; কখন আবির্ভাববশে উদিত, তিরোভাববশে অস্তমিত ও কখন বা বেতাল ভয়ে বালিকার ন্যায় একান্ত শঙ্কিত হইয়া, অতিকষ্টে অবস্থিতি করেন।

অনঘ! এইরূপে তিনি বিষয়সুখের অনুসরণক্রমে সঙ্কট হইতে সঙ্কটে, দুঃখ হইতে দুঃখে, বিপদ হইতে বিপদে; নরক হইতে নরকে পরিতাপ হইতে পরিতাপে এবং অনুতাপ হইতে অনুতাপে, পতিত হইয়া, বিষম দশাব শেষ দশা ভোগ করেন। ক্রমে মনুষ্য-যোনিতে অবতরণপূর্ব্বক বৈদগ্ধ্য হইতে বৈদগ্ধ্য দশাযোগ অনুভব করত, বয়সের পরিপাকে মৃত্যু উপস্থিত হইলে, ক্ষীণতোয়া শফরীর ন্যায়, ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হন! বাল্যে ভোগাদি বিবিধ বিষয়সংগ্রহ, যৌবনে অর্থচিন্তা এবং বার্দ্ধক্যে জরাদিজনিত দুঃখপ্রাচুর্য্য, এইরূপে তাঁহার মনুষ্যজীবন অতিবাহিত হয়। অনন্তর মৃত্যু হইলে, কর্ম্মবশে স্বর্গে বা নরকে জন্ম গ্রহণ করেন; কিম্বা পাতাল-গর্ভে ভুজঙ্গী, দৈত্যপুরে অসুরী, পৃথিবীতে মানবী, রাক্ষসালয়ে রাক্ষসী, বনমধ্যে বানরী, গুহামধ্যে সিংহী, কুলপর্ব্বতে কিন্নরী, দেবগিরিতে বিদ্যাধরী, কাননকোটরে তরুলতা ও গুল্ম, সাগর-মধ্যে নারায়ণ, নাভিপদ্মে ব্রহ্মা, কৈলাসে মহাদেব, ইত্যাদি বিবিধরূপে আবির্ভূত হয়েন।

একচত্বারিংশ সর্গ।—মন ও প্রাণ উভয়ই এক।

মহাদেব কহিলেন, মুনে! একমাত্র নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার, নির্ম্মনস্ক, নিরঞ্জন, নিত্যোদিত, নিত্য ও অদ্বিতীয় চিৎই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান; তুমি আমি, শূন্য অশূন্য, সদেহ অদেহ বা

অন্য কিছুই নাই; তিনিই জল ও তাহার শীতলতা, তিনিই অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা, তিনিই পর্ব্বত ও তাহার কঠিনতা, এইরূপে তিনিই সমুদায় এবং সমুদায়ই তিনি। যিনি তাঁহাতেই সমুদায় দেখেন এবং সমুদায়ে তাঁহাকেই অবলোকন করেন, তিনিই প্রকৃতদর্শী মহাপুরুষ। এই চিৎই ঘটে, পটে, বটে, কুড্যে, বানরে, খরে, সাগরে, নগরে, বনে, উপবনে, সুরে, অসুরে, ফলতঃ, সর্ব্বত্র সাক্ষী রূপে বিরাজ করিতেছেন। যেমন উৎকৃষ্ট দর্পণ মার্জ্জিত হইলে, প্রতিবিম্বপ্রকাশ যোগ্য স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃ জড়জীব ভাবাদি-দশা-সঙ্গত চিৎতত্ত্ব-জ্ঞানের উদয়যোগে কেবলপদ লাভ করেন। এইরূপে অজ্ঞানের সমাগমে চিতের সংসারবিস্তার ও বিদ্যার সংযোগে পরমশান্ত স্বরূপে পরিণতি হইয়া থাকে। সম্বিতের ঈষৎ স্পন্দন হইলেই, চিতের অধঃপাত সংঘটিত হয়।

ব্রহ্মন্! চিতির রথ জীব, জীবের রথ অহংকার, অহংকারের রথ বুদ্ধি, বুদ্ধির রথ মন, মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রথ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের রথ দেহ ও দেহের রথ স্পন্দন। উল্লিখিত রথ সকলের বারংবার সংসারভ্রমণই কর্ম্ম এবং জরামরণসম্পন্ন শরীররূপ পঞ্জরস্থ জীবরূপ পক্ষীর দোলায়মান চক্র। ঐশ্বরী মায়ারূপ ঐশ্বর্য্যে ঐ চক্র প্রবর্ত্তিত এবং আত্মাতে স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায়, সর্ব্বথা ভ্রান্তিমাত্র। মনের প্রাণ রথও এইরূপ কল্পনামাত্র। কেননা, মন যেখানে, প্রাণও সেইখানে, আলোকে রূপের ন্যায়, একত্র অবস্থিতি করে। আলোক না থাকিলে, যেমন রূপের স্ফূর্ত্তি হয় না, প্রাণের নিরোধে তদ্রূপ মন মুকুলিত হইয়া থাকে। বায়ু প্রবাহিত হইলে, যেমন ধূলি সমুত্থিত হয়, তদ্রূপ প্রাণের সঞ্চারে মনেরও বিকাশ হইয়া থাকে। অনঘ! যাহাতে উৎপত্তি, যাহাতে স্থিতি ও যাহাতে লয় এবং মন যাহাতে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে, তাহাই পরম বস্তু জানিবে।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (দেহপতনবিচার)।

মহাদেব কহিলেন, ব্রহ্মন! এই দেহ জড়স্বভাব। চিৎসঞ্চার দ্বারা ইহা প্রস্ফুরিত হয়। অয়স্কান্তসান্নিধ্যে যেমন অতি জড় বস্তুও পরিচালিত হয়, তদ্রূপ পরম বস্তুর সন্নিধান প্রযুক্ত জীবশক্তি প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। মোহের আবির্ভাব হইলেই, জীব স্ব স্বভাব বিস্মৃত ও জড়তা প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম্মের বশীভূত ও হতজ্ঞান হইয়া, মননশক্তি দ্বারা এই দেহযন্ত্রকে সঞ্চালিত করে। ব্রহ্মন্! মন ও প্রাণ ইহারা উভয়ে শরীররূপ শকট বহন করিবার নিমিত্ত পরমাত্মা কর্ত্তৃক দৃঢ়কায় বলীবর্দ্ধ রূপে নিয়োজিত হইয়াছে। দীপ থাকিলে, গৃহে যেমন আলোক থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মার আশ্রয়ে জীব জীবিত দশা ভোগ করে এবং জলের তরঙ্গের ন্যায়, বিবিধ আধিব্যাধি তাহাতে সম্মিলিত হয়।

আমি চিৎ নহি, এইরূপ ভাবনাবশতঃ মেঘোপরুদ্ধ সূর্য্যের ন্যায়, জীবের বিবশ দশার সঞ্চার এবং আত্মভ্রংশ সংঘটিত হয়। বায়ু না বহিলে, আকাশে যেমন রজ দৃষ্ট হয় না, প্রাণ রুদ্ধ হইলে, তদ্রূপ জীব পূর্ণ ও সূক্ষ্ম স্বরূপ পরিগ্রহ করে।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। (পুর্য্যষ্টকবিচারযোগ।)

মহাদেব কহিলেন, অনঘ! পুর্য্যষ্টক শান্ত হইলে, দেহ বিকল ও নিশ্চল এবং দেহী মৃত নামে অভিহিত হয়। যাহাদের হৃদয়ে বাসনারূপ মল নাই, সেই সকল জীবই জীবন্মুক্ত ও চিরায়ু হইয়া অবিচলিতরূপে কালযাপন করে। পুর্য্যষ্টক আকাশবায়ুতে লীন হইলে, মন সেইরূপেই লয় প্রাপ্ত হয়। মন যাহা অভ্যাস করে, তাহাতেই বদ্ধ হইয়া, যথাক্রমে স্বর্গনরকাদি ভোগ করে। গৃহস্থ না থাকিলে, গৃহ যেমন শূন্য হয়, মনোমারুত না থাকিলে, দেহ তেমন শব হইয়া থাকে।

জীব অবিদ্যাবশে অজরামর ব্রহ্মকে বিস্মৃত ও তন্নিবন্ধন শক্তিবর্জ্জিত হইলে, কালবশে বিবশ ও জীর্ণ হইয়া থাকে। জীব শক্তিশূন্য হইয়া, হৃৎপদ্মযন্ত্রের সঞ্চালন তিরোহিত হইলে, প্রাণবায়ুর নিরোধবশতঃ জীবের মৃত্যু উপস্থিত হয়। মরণাবসানে যেরূপে জন্ম হউক না কেন, কালবশে সেইরূপই জরামরণ প্রভাবে তাঁহার শরীর বিশীর্ণ হইয়া থাকে। বলিতে কি, দেহিমাত্রেরই দেহ বৃক্ষপত্রের ন্যায়, পুনঃ পুনঃ জাত ও বিগলিত হয়। অতএব মৃত্যুতে পরিতাপ বা পরিবেদনা কি? এই দেহ, এখানে একরূপ সেখানে একরূপ এইরূপে সম্বিৎ সাগর বুদ্বুদের ন্যায়, প্রস্ফুরিত হইতেছে। পণ্ডিতেরা এইজন্য ইহাতে আস্থা করেন না। অতএব, অনঘ! তুমি কদাচ ইহাতে অনুরাগ বা বহুমান করিও না। ঐ দেখ, তোমার সমক্ষে কত দেহ গলিত ও সমাগত হইতেছে ও হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা বা সংখ্যা নাই। হায়, কি কষ্ট, তথাপি লোকে এই হতদগ্ধ অসার শরীরে মমতা ও আত্মতা স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহা অপেক্ষা তাহাদের নির্বুদ্ধিতা ও মোহকারিতা আর কি আছে বা হইতে পারে?

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। (দ্বৈতৈক্যপ্রতিপাদন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অনন্তর আমি সেই দেবদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! যিনি এক, অদ্বিতীয় ও অনন্তস্বরূপ এবং দিক্‌কালাদিপরিচ্ছেদপরিশূন্য, সেই চিত্তত্ত্ব কিরূপে জীব ও এই দ্বিবিধ স্বরূপে আবির্ভূত হন; এবং কিরূপেই বা অনন্তকোটিবন্ধন-সঙ্কুল ও তত্ত্ববোধবিহীন হইয়া, আত্যন্তিত দুঃখভোগের নিমিত্ত অবতরণ করেন? এ বিষয়ে আমার দারুণ সংশয় জন্মিয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক।

ঈশ্বর কহিলেন, মহর্ষে! যিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও সকল কারণের কারণ এবং যিনি বিবিধ মায়ার ঈশ্বর ও বিচিত্র ইন্দ্রজাল

সকলের ঘটয়িতা, সেই পরাবররূপী পরমেশ্বরে সকলই সম্ভব! যিনি আলোক দিয়াছেন, আবার অন্ধকার দিয়াছেন; যিনি জন্ম দিয়াছেন আবার মৃত্যু দিয়াছেন; তাঁহার পক্ষে জীব ও জগৎ রূপে দ্বিত্বঘটন কোন মতেই অসম্ভব নহে। তিনি এক ও অনেক; ফলতঃ, তিনি সকলই হইতে পারেন।

তিনি এক শরীরেই আলোক ও অন্ধকার; বিষ ও অমৃত। এইজন্য মনীষিগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়েন। বলিতে কি, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহারই নাম ভেদ মাত্র। জীব তাঁহার সজাতীয় ভাব ও জগৎ তাঁহার বিজাতীয় স্বভাব। তিনি, বহু হইব, মনে করিলেই, এই দৃশ্যমান বিশ্বের উৎপত্তিস্থিতি বিহিত হয়। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহারই লয় হইয়া থাকে এবং যাহার লয় হয়, তাহাতেই শোক ও দুঃখ আছে। এইজন্য বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ লয়শীল জগতে আস্থা করেন না। একমাত্র অখণ্ডসত্যস্বরূপ সেই পরমাত্মাতে আত্মাকে নির্ভর স্থাপিত করিয়া, সকল শোকের ও সকল দুঃখের পারপ্রাপ্ত হন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (পরমার্থকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরপি বিশেষরূপে এই সর্ব্বাভীষ্টসাধন বিজ্ঞানযোগ উপদেশ করুন।

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মন্! সাবধানে শ্রবণ কর। এই সংসারে তুমি, আমি বা সে, কেহই কিছুই নহি বা নহে। দেখ, কত আমি, কত তুমি ও কত সে বিনষ্ট হইয়াছে ও হইয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। যুগের পর যুগ, কল্পের পর কল্প, প্রলয়ের পর প্রলয়, এইরূপে কালের পরিবর্ত্ত সহকারে তোমার আমার কতবার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব তোমার আমার বস্তুত্ব কোথায়? যে দ্রব্য গত

হয়, তাহার আর সেই ভাবে যাতায়াত হয় না। মানুষ হয় ত পশু হইয়া থাকে, পশু হয় ত পতঙ্গযোনি পরিগ্রহ করে। এইরূপে মানুষ মরিলেই, মানুষ হয় না। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মত ও উপদেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। আমি পাপ করিলাম, আমারও যে গতি, তুমি পুণ্য করিলে, তোমারও সেই গতি, যদি এইরূপ বিধি হয়, তাহা হইলে, পাপ পুণ্যে পার্থক্য কি? স্বর্গ নরকে প্রভেদ কি?

এই সকল চিন্তা করিয়া, সমুদয় ত্যাগ করিয়া, একমাত্র সেই অনাদি অনন্ত চিত্তত্ত্বে অভিমুখীন ও একোদগ্র হইবে। সেই চিদাত্মা সকল ভূতের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, অবলোকন কর। আমরা একক্ষণও তদ্‌ভিন্ন বা তদ্‌ব্যতিরিক্ত নহি। এই প্রকার চিন্তানন্তর সর্ব্বসংকল্প পরিহার করিয়া, তাঁহাতেই নির্ভর হও। ইহা নিশ্চয় জানিও, সংকল্প হইতেই দুঃখের আবির্ভাব ও সুখের তিরোভাব হইয়া থাকে। সংকল্প সাক্ষাৎ সর্প; যাহার চেতনা হরণ করে, সে নন্দনবনে অবস্থিতি করিলেও, অসুখে যাপন করিয়া থাকে। অতএব তুমি বিবেকরূপ বায়ুর সাহায্যে সংকল্পরূপ জলদজাল বিদলিত করিয়া, শরৎকালীন আকাশের ন্যায়, নির্ম্মল হও। ঐ দেখ, সংকল্পরূপ অতিবেগশালিনী তরঙ্গিণী আত্মাকে বহন করিয়া, প্রবাহিত হইতেছে। তুমি নির্ম্মনস্কতারূপ মহাতন্ত্রবলে তাহার বেগরোধ ও আত্মার আশ্বাস সম্পাদন কর। যাবৎ আত্মা দ্বারা আত্মার মলিনতা প্রক্ষালিত না হয়, তাবৎ পরম প্রসন্নতার উদয় হইয়া পরমানন্দসন্দোহ লাভ সংঘটিত করে না।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ (স্বরূপযোগোপদেশ)।

মহাদেব কহিলেন, মুনে! তৃষ্ণা, করঞ্জলতিকার ন্যায়, যাহাতে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া, অধঃপাতিত করিতে না পারে

তজ্জন্য সবিশেষ সাবধান হও। দেখ, এই সংসার, স্বপ্নের ন্যায়, সমুত্থিত হইয়াছে; পুনরায় স্বপ্নের ন্যায়, বিলীন হইবে। এইরূপে লয়োদয়ই ইহার স্বভাব। অতএব তৃষ্ণার আবার বন্ধন কি? তুমি বিবেকবলে ইহাকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া, সুখী ও স্বচ্ছন্দ হও। যাবৎ অজ্ঞান, তাবৎ শোকের কারণ সকল চতুর্দ্দিক হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব তুমি অজ্ঞানকে দূর করিয়া দাও এবং আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার ভাবনা করিয়া শিব-স্বরূপ শান্তপদে প্রতিষ্ঠিত হও।

মুনে! আমি তোমাকে যে দেবের কথা বলিলাম, ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার বাহ্য পূজা কোনমতে সম্ভব বা সঙ্গত নহে। যাহারা অসার স্ত্রীপুত্রাদিরূপ অতীব হেয় বিষয়ের অভিলাষী, তাহারাই বাহ্যপূজায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ, একমাত্র পরমার্থ ও পরমপদ স্বরূপ পরব্রহ্মই তোমার যোগ্য দেব। তুমি কায়মনে আত্মসমর্পণরূপ পূজা দ্বারা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া, নির্ব্বাণ মুক্তি সংগ্রহ কর।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। (ঈশ্বরোপদেশ।)

মহাদেব কহিলেন, মুনে! চিত্তের তিন পদ, প্রথম পদ, দ্বিতীয় পদ ও তৃতীয় পদ। ইয়মস্মি, এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা চিৎ স্বরূপ-ভ্রষ্ট হইয়া, সংসারে বদ্ধ হয়েন। এবং স্বীয় অখণ্ডাকার পরিহার করেন। অনন্তর আপনার ব্রহ্মশক্তিস্বরূপের প্রতীতি দ্বারা সংসার স্মৃতি বিরহিত হইলে; মন যখন ক্ষীণ ও তৎপ্রভাবে মোহজাল বিগলিত হয়, তখন তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। চিত্তের এই প্রথম পদ কীর্ত্তিত হইল।

মন ক্ষীণ হইলে, চিৎ অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হন। এবং পরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মাকাশ-ভাববিশিষ্ট ও দিক্‌কালাদি-পরিচ্ছেদ-বিরহিত মহাসত্তাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তৎকালে

তিনি নিরাময় ও নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপে বিরাজ করেন। চিতের এই দ্বিতীয় পদ কীর্ত্তিত হইল।

এইরূপে স্ব স্বরূপ লাভ হইলে, অর্থাতীত-পদ-প্রাপ্তিপুরঃসর তিনি, ব্রহ্মাত্মা ইত্যাদি শব্দের অতীত, তুর্য্যাতীত প্রভৃতি নামে অভিহিত ও পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই আমি চিতের তৃতীয়-পদ-প্রাপ্তিক্রম বর্ণনা করিলাম। তুমি সেই সনাতন সত্য স্বরূপ দেবপদে অবস্থিতি কর। সমুদায় শোক তাপে পরিহার প্রাপ্ত হইবে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ। (ঈশ্বরোপদেশ।)

মহাদেব কহিলেন, মুনে! তুমি বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ আশ্রয় করিয়া, আশু পরমার্থস্বরূপ অবধারণ ও সকল অনর্থের মূলস্বরূপ অর্থ পরিহার কর এবং আশান্তির হেতুভূত সমুদায় কল্পনা বিদলিত করিয়া, ধীর ও আস্থাসহকারে আত্মদর্শী হও। আত্মলাভে সবিশেষ যত্ন না করিয়া, প্রাণধারণে প্রবৃত্ত হওয়ায় পুরুষার্থ কি?

তাত! তুমি দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর। কেননা, এই দেহ কিছুই নহে; অতীব অকিঞ্চিৎ ও ক্ষণবিনশ্বর আবরণ মাত্র। চিৎ চিত্তরূপে প্রাণময় দেহে অবস্থিতি করিয়া, ক্রিয়াশক্তিরূপে চালনা করেন। তাহাতেই মায়াজীবির দারুময়ী পুত্তলির ন্যায়, দেহ যন্ত্র পরিচালিত হইয়া, জীবিতবৎ প্রতিভাত হয়। এই চিৎ শিব-স্বরূপ পরম দেব। তিনিই হরি, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই হর, তিনিই ইন্দ্র এবং হিরণ্যগর্ভ। বলিতে কি, অনল, অনিল, জল, স্থল, চন্দ্র, সূর্য্য সমুদায়ি তিনি এবং তিনিই সকল চৈতন্যের আধার, সকল প্রকাশের কারণ ও সকল শক্তির অনন্ত ভাণ্ড।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ (ঈশ্বরই সর্ব্বময়)।

মহাদেব কহিলেন, তাত! সেই একমাত্র চিদাত্মা মহাদেবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদির পিতা ও পিতামহ। পুনশ্চ, সেই মহাদেবই সকল সত্ত্বা নামে অভিহিত, সর্ব্বস্বরূপ, সকল সংবেদনের কারণ, সকলের বন্দনীয় ও পূজনীয়, ইন্দ্রিয়গণের প্রতিবস্তুরূপে প্রস্ফুরিত, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমুদিত, জ্ঞান ও সংবেদনময় এবং এইজন্য সকলের গোচর। অনঘ! তিনি ভিন্ন ইন্দ্রিয়গোচর আর কিছুই নাই। অতএব তাঁহারই পূজা কর এবং তাঁহাকেই কায়মনে মন্ত্রাদি দ্বারা আহ্বান কর। তাঁহাকে নিত্য আহ্বান করিলে, সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। তিনি যে যে বস্তু রূপে আবির্ভূত হন, তৎসমস্তই শিব স্বরূপ। মন যে মনন পূর্ব্বক রূপ প্রভৃতি দর্শনাদি করে, তিনিই তাহার হেতু। তিনি সকল দেবতার দেবতা। এইজন্য তিনি আদি পূজ্য, আদি নমস্য ও আদি স্তবনীয়। সংসারে যাহা কিছু জানিবার আছে, তাঁহাকে জানিলে, সে সকলই জানা যায়; এইজন্য তিনি বেদ্যগণের চরম সীমা। তিনি আত্মরূপে জগতের প্রত্যেক পরমাণু বেষ্টন করিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, আর জরা শোকে আক্রান্ত হইতে হয় না এবং তাঁহার উপাসনায় কোনরূপ যত্ন বা আয়াস স্বীকারও করিতে হয় না। কেননা, তিনি প্রত্যেকেরই হৃদয়গুহায় পরম রক্ষাকর্ত্তা রূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং, মনে করিলে, যে সে ব্যক্তি যে সে অবস্থায়, যে সে স্থানে ও যে সে সময়ে তাঁহার উপাসনা করিতে পারে। মুনে! তুমিই সেই অজপদ স্বরূপ। অতএব বৃথা বাহ্য বিষয়ে বিমোহিত হইও না।

পঞ্চাশ সর্গ। (পরমার্থতত্ত্বকথন।)

মহাদেব কহিলেন, সেই একমাত্র চিদ্রূপই সকল সত্তার অন্তরে

অনুভূতিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি রুদ্রাদির ঈশ্বর অতএব তিনিই দেব, জানিবে। তিনি সকল বীজের বী সকল সংসারের সার ও সকল কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। তিনি বুদ্ধি বৃত্তি সকলের চেতয়িতা। তিনি চক্ষুরাদি আলোকের আলোক তিনি স্বীয় সত্বাসহায়ে প্রস্ফুরিত হইলে, কোটি কোটি ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তিনি অদ্য হইলেও সর্ব্বদা প্রাতঃ অথবা, তিনি শরীর বা অশরীরী, অদ্য বা প্রাতঃ ইত্যাদি সকলই; অথবা তিনি কিছুই নহেন। যাহা সত্য নহে, তাহাতে তিনি নাই। তাঁহাতে যাহা নাই, তাহা কোন স্থানেই নাই ঐ কারণে তিনি সর্ব্বময় ও সর্ব্বাত্মা। অতএব তিনিই পরম দেব তাঁহাকেই মনে কর।

একপঞ্চাশ সর্গ। (নিয়তি।)

ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই ঈশ্বরী চিৎশক্তি কুসুম সমুদায়ে ঘ্রাণরসায়ন সৌরভ রূপে, ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ রূপে, অগ্নিতে দাহিকা রূপে ও সূর্য্যে আলোক রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। অথবা, ইনিই অগ্নি ও ইনিই তাহার দাহিকা। এইরূপে ইনিই গুণ ও ইনিই গুণী। ইনিই ক্রমে উৎকর্ষপরম্পরার অনুক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশান ও মহেশ্বর স্বরূপ পরিগ্রহ করেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই শিব-স্বরূপ দেবের শক্তি কি, কোথা হইতে কিরূপে উদ্ভূত হইল?

মহাদেব কহিলেন, তিনি ও শক্তি উভয়ই এক। এই শক্তির নাম নিয়তি। নিয়তিকে কাল, কৃতি, ক্রিয়া ও ইচ্ছা নামে অভি-হিত করে। মহারুদ্র পর্য্যন্ত সেই নিয়তির এইরূপেই বাধ্য। এবং তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ইহার বশবর্ত্তী। এইজন্য ইহার নাম নিয়তি। জগৎজাল রূপ নাটক এই নিয়তিবশেই নৃত্য করি-তেছে। বিবিধ রসবিলাস ও পরিবর্ত্তন এই নৃত্যের অভিনয়।

ব্রহ্মাণ্ডগোলক ইহার মন্দির; এই মন্দির সকল ঋতুতেই কুসুম-সমূহে অলঙ্কৃত ও পুষ্করাবর্ত্তের ঘর্ঘর রবে প্রতিধ্বনিত। অসংখ্য পাতাল, ভূতল ও নভস্তল তাহার পদবিক্ষেপস্থান। উদিত ও অস্তমিত তারকারাজি উহার স্বেদবিন্দুসমূহ। চন্দ্র ও সূর্য্য উহার সমুজ্জ্বল কুণ্ডল। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উহার বিচিত্র বিতান। এই নিয়তিনাম্নী নটীর ঈদৃশ-নাট্য পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ধৈর্য্য সহকারে আত্মাতে অবস্থিতি কর।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ। (বাহ্যপূজাকথন।

মহাদেব কহিলেন, মহর্ষে! সেই দেবই পরম দেব; সেই দেবই সাধুগণের পূজনীয়, সেই দেবই সর্ব্বদা বাহ্য ও অভ্যন্তরে বিরাজিত। অতএব তুমি বুদ্ধিসহকারে বাহ্য ও অভ্যন্তরক্রমে তাঁহারই পূজা করিবে। তদীয় পূজাক্রম শ্রবণ কর।

কি বাহ্য, কি অভ্যন্তর, সর্ব্বপ্রকার পূজাতেই দেহগেহ প্রশস্ত ও পবিত্র। অন্তর্হৃদয়ে ধ্যানই সেই দেবের প্রকৃত পূজা। তদ্-ভিন্ন, অন্যবিধ পূজা নাই। অতএব তুমি অন্তর্ধ্যান সহায়ে নিত্য সেই বিশ্বাধারের পূজা করিবে। তিনি লক্ষ সূর্য্যের ন্যায় প্রতি-ভাবিশিষ্ট, সকল আভাসের আভাস ও সর্ব্বদা অন্তরস্থ। অতএব তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে। অনন্ত আকাশ কোষ সেই চিৎ স্বরূপের পদযুগল, অসীম দিক্তট তাঁহার সুবিশাল ভুজমণ্ডল, সত্য প্রভৃতি নামপূর্ব্বক লোক সকল তাঁহার হস্তস্থিত পরম আয়ুধ; তাঁহার হৃৎকোষকোণে ব্রহ্মাণ্ড সকল বিরাজমান; বিচিত্র ভূত-সন্ততি তাঁহার রোমাবলী; বিবিধ চেষ্টার হেতুভূত ইচ্ছা প্রভৃতি সাধন সমস্ত তাঁহার নাড়ীচক্র। তিনি অনন্ত পদের একাধার ও সত্তামাত্রের একবিগ্রহ। জগজ্জালনিয়ন্তা কাল তাঁহার দ্বারপাল। তুমি সেই সহস্রশিরা, সহস্রলোচন, সহস্রশ্রবণ মহাদেবকে সতত চিন্তা করিবে। তিনি সর্ব্বতোভাবে স্পর্শময়, সর্ব্বতোভাবে

শ্রুতিময়, সর্ব্বতোভাবে রসনাময়, সর্ব্বতোভাবে মননময়, সর্ব্বতোভাবে মনের অতীততত্ত্বময় ও সর্ব্বতোভাবে কল্যাণময়। তাঁহার হস্ত, পদ, শ্রবণ নেত্র, সর্ব্বত্রই বিস্তৃত ও সমাকীর্ণ।

তাঁহার পূজায় কোনরূপ ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি উপহার বা উপচার প্রদানের আবশ্যতা নাই বা বিধিও নহে। কেননা, তিনি নিত্য অক্লেশলভ্য; স্বীয় বুদ্ধি দ্বারাই পূজিত হয়েন। তিনি চিন্মাত্রস্বরূপ, এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাঁহার ধ্যান ও পূজা। অতএব দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, অশন, বিসর্জ্জন, শয়ন, শ্বসন ও প্রলপন, ফলতঃ সকলসময়েই একমাত্র সংবিন্ময় হইবে। ধ্যানরূপ উপহারই তাঁহার অভীপ্সিত। শুদ্ধ সংবিন্ময় ধ্যানই তাঁহার পাদ্য ও অর্ঘ্য। ধ্যান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই তাঁহাকে পাওয়া যায় না। মুনে! ত্রয়োদশ নিমেষ ধ্যান দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে, মূঢ় ব্যক্তিরও গোদানের সমান ফললাভ হয়। একশত নিমেষ এইরূপ পূজা করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের, ঘটিকার্দ্ধ পূজা করিলে, সহস্র হয়মেধের, একঘটিকা পূজা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের, এবং মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পূজা করিলে লক্ষ রাজসূয়ের ফলপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। এই রূপ, এক দিবস পূজা করিলে, পরম পদলাভ হইয়া থাকে। ইহাই পরম যোগ, ও পরম ক্রিয়া, এবং ইহাই একমাত্র পরম প্রশস্ত বাহ্য পূজা। যে ব্যক্তি অখিন্নহৃদয়ে ক্ষণকাল ঐরূপ পূজায় প্রবৃত্ত হয়, সে সুরাসুর সকলের বন্দিত ও আমার সমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (অন্তঃপূজাকথন)।

মহাদেব কহিলেন, ঋষে! অধুনা সকল পাবনের পাবন ও সকল জ্ঞানের সাধন অন্তঃপূজাবিধি শ্রবণ কর। শয়ন, অবস্থান, গমন ইত্যাদি সকল সময়ে তাঁহার ধ্যানময় পূজাই সর্ব্বাচারবিধিবোধিত। তিনি সতত শরীরে বিরাজ করেন; এইরূপ চিন্তা

করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। তিনি সকল প্রত্যয়ের বোধয়িতা। মৃৎ, শিলা, ধাতু বা দারু নির্ম্মিত শিবলিঙ্গে তাঁহার পূজা করিবে না। শান্তস্বরূপ বোধলিঙ্গেই তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। যথাপ্রাপ্ত ভোগসকলে অনুরক্ত হইয়া, অক্ষুণ্ণ আত্মবোধ দ্বারা সেই শিব-লিঙ্গের পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ পূজায় মন মগ্ন হইলে, আপনাকে অদ্বয় আদিত্যরূপে ও মগ্ন না হইলে, চন্দ্রমণ্ডল রূপে ভাবনা করিবে।

ব্রহ্মন্! তিনি অব্যক্ত অন্তর্গুহাতে শয়ন করিয়া আছেন। তুমি তাঁহাকেই চিন্তা করিবে। তিনি প্রত্যঙ্গব্যাপী বোধস্বরূপ। তিনি মনের মননশক্তিতে, হৃদয় কণ্ঠ ও তালুর মধ্যদেশে, এবং ভ্রূ ও নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরবিভাগে বিরাজমান। তিনি সকল দেহের হৃৎপদ্মের ভ্রমর। তিনি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্য। তিনি অনুভবময় প্রত্যক্ চেতনা স্বরূপ। তাঁহাকে এইরূপে ভাবনা করিবে। মনোরূপ দ্বারপাল তাঁহার নিকট ত্রিজগতের বৃত্তান্ত নিবেদন করে। শুদ্ধস্বরূপা চিন্তা তাঁহার দ্বারস্থা প্রতিহারিণী। অদীনাত্মা ব্যক্তি এইরূপে সেই পরম দেবকে আশ্রয় করিয়া, পরম পরিপূর্ণ অন্তরে অবস্থিতি করেন। তজ্জন্য কখন উদিত অস্তমিত, রুষ্ট বা তুষ্ট হন না। সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়াই, জীবন যাপন করেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (সাধারণ অর্চ্চনাক্রম)।

মহাদেব কহিলেন, সুব্রত! সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা সেই দেবের অর্চ্চনা করিবে। অতত্ত্বজ্ঞ বিলাসীরা অন্ন-পানাদি দ্বারা ও তত্ত্বজ্ঞেরা শুদ্ধ বোধ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। লোকে মৃত বা জীবিত, সুস্থ বা দুস্থ, দরিদ্র বা নৃপতি, ব্যাধিত বা রোগবর্জ্জিত, শয়িত বা জাগরিত, কলহকল্লোলে নিপতিত, ললনালালনা সমন্বিত অথবা রাগদ্বেষদশাযুক্ত, কিংবা

অন্যবিধ যাহাই হউক, তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। তিনি সুখেরও বন্ধু ও দুঃখেরও সহায়। তাঁহাকে না ভাবিলে, সুখও দুঃখ হয়, আবার, ভাবনা করিলে, দুঃখ ও সুখ হইয়া থাকে। যাহা চন্দ্রের ন্যায় শৈত্য ও মাধুর্য্যশালিনী এবং যাহা সাধুগণের হৃদয়-গামিনী, সেই মৈত্রী সহায়ে তাঁহার পূজা করিবে। ক্রোধাদির নিগ্রহসমর্থ শক্তি দ্বারা, অনিষিদ্ধ ভোগে অনুরাগ দ্বারা ও নিষিদ্ধ ভোগে বিরতি দ্বারা সেই আত্মার অর্চ্চনা করিবে। নষ্ট বস্তুর জন্য শোকপরিহার দ্বারা ও সর্ব্বতোভাবে সমদৃষ্টি দ্বারা নির্ব্বিকার চিত্তে সেই পরমাত্মার পূজা করিবে। অনিষ্টে ক্ষুব্ধ ও অভীষ্ট সংযোগে মত্ত না হইয়া, তাঁহার আরাধনা করিবে। মায়াদৃষ্টি দ্বারা সমুদায় শুভাশুভ ও ব্রহ্মদৃষ্টি দ্বারা শুভ সকল পর্য্যবলোকন করিয়া, সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক নিত্য অর্চ্চনাব্রতে প্রবৃত্ত হইবে। আপাতরমণীয় ও আপাতদুঃসহ বিষয় সকলে সমদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, তদীয় অর্চ্চনা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। এই ব্যক্তি আত্মীয়, এই ব্যক্তি পর, ইত্যাদি কল্পনাত্যাগ ও সমস্তই ব্রহ্ম নিশ্চয় করিয়া, সেই পরমদেবের পূজা করিবে। কোন বস্তুর ত্যাগ বা অভিলাষ না করিয়া, তাঁহার উপাসনা করিবে। স্বভাববশে বা দৈববশে উপলব্ধ ভোগ সমুদায়ে আসক্ত হইয়া, তাহার অতিরিক্ত প্রার্থনা না করিয়া, অর্চ্চনা করিবে। তুচ্ছ অপমানাদি বা অতুচ্ছ বন্দনাদিতে ভ্রূক্ষেপ করিয়া, উদ্বিগ্ন হইবে না। দেশবশে, কালবশে অথবা ক্রিয়াবশে সমাগত শুভ বা অশুভ ঘটনায় মনঃসন্নিধান না করিয়া, নির্ব্বিকার হৃদয়ে অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে।

ফলতঃ, সমতার বশবর্ত্তী হইয়া, মনকে একবারেই লীন করত, যে অবস্থান, তাহাই মুখ্য অর্চ্চনা। তুমি সেই আত্মময় শিবস্বরূপ দেবকে প্রশান্ত মনে দর্শন করিয়া, আনন্দরূপ অমৃতে পরিপূর্ণ ও জীবন্মুক্ত পদে অবস্থিত হও; এবং সদ্যঃ প্রসূত বালকের ন্যায়, বিকল্পবিস্তার ত্যাগ করিয়া, স্বপ্রকাশের আতিশয্য বশতঃ সূর্য্যের

ন্যায় প্রতিভা বিস্তার কর। ঐরূপ অবস্থাপন্ন হওয়াই পরম পূজা। যাহাতে সকল সুখদুঃখভ্রম নিরস্ত হইয়াছে, তুমি তাদৃশী নির্ম্মল বুদ্ধি সহায্যে আত্মাতে অবস্থিতি কর। তাহাই তোমার শ্রেষ্ঠ শিবপূজা।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ। (দেবতত্ত্ববিচার।)

মহাদেব কহিলেন, যথাকালে যথাশক্তি কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান হউক আর না হউক, তুমি নিত্য সেই আত্মরূপ দেবের অর্চ্চনা করিবে। কেননা, সেই দেবার্চ্চনাই সকল কর্ম্ম। পারমার্থিক ভাবে তাঁহার পূজা করিলে, পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়। সেই আত্মাই বিশ্ব এবং বিশ্বই সেই আত্মা, ইত্যাকার জ্ঞানই প্রকৃত অর্চ্চনা। তিনি বিশ্বরূপ, শান্তস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ ও আভাসবিরহিত। তিনি কখন আমাদের ন্যায়, দেশ কালাদির পরিচ্ছিন্ন নহেন। অতএব তুমি অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি সহায়ে শান্ত, সম, স্বচ্ছমনা, নিরাময় ও বীতরাগ হও এবং সুখ বা দুঃখ যাহাই ঘটুক, তাহাতে মন না দিয়া, অখিন্ন হৃদয়ে আত্মা দ্বারা আত্মার অর্চ্চনাপূর্ব্বক নিত্য অবস্থিতি কর। তুমি এইরূপ শোধন দ্বারা জীবকে দেহ হইতে পৃথক্ করিতে পারিলে, একবারেই জন্মদুঃখাদির অতীত হইবে।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ। (পরমার্থতত্ত্ববিচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! অনন্তর আমি সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্ সেই দেব যদি নিরাকার, তবে কি জন্য শিব, পরমব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিগণিত হয়েন? পুনশ্চ, তিনি যদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও যুক্তিরও বহির্বিষয় হয়েন, তবে কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে? মহাদেব কহিলেন, শুদ্ধ সাত্ত্বিক বৃত্তি আশ্রয় সহকারে, আমি ব্রহ্ম, এই প্রকার ভাবনা করিয়া, অবিদ্যাকে দূরীকৃত করিলে, স্বপ্রকাশের আবির্ভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মোক্ষলাভকামনায় শমদমাদি সাধন সমস্ত শোধনপূর্ব্বক সাত্ত্বিক হয়েন, তিনি অবিদ্যাব অংশ। সৎ শাস্ত্রের আলোচনা, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি বৃত্তিপরম্পরা ও যজ্ঞদানাদি ক্রিয়াযোগ দ্বারা কালসহকারে কাকতালীয়ের ন্যায়, ঐ অবিদ্যার ক্ষয় হইলে, তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। শিশু যেরূপ হস্তে অঙ্গার ঘর্ষণ করিলে, প্রক্ষালন দ্বারাও হস্ত নির্ম্মল হয় না, অঙ্গারাণুর ক্ষয় হইলে, হইয়া থাকে; তদ্রূপ শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলে, যদিও সহসা আত্মমালিন্যক্ষয় হয় না, কিন্তু কালসহকারে তমোংশের ক্ষয় হইলে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এই সংসারে আছেন, এই প্রকার বিচার করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে পারাই অবিদ্যার ক্ষয় জানিবে। আত্মা দ্বারাই আত্মলাভ সংঘটিত হয়। শাস্ত্রালোচনা ও গুরুসেবা এই উভয়ের সংযোগে আত্মজ্ঞান প্রকটিত হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, কর্ম্ম ও বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির ক্ষয় হইলে, পরমাত্মা তৎ, সৎ, ইত্যাদি নামে স্বভাবতঃ অভিহিত হন। যাঁহারা পরমাত্মার অদূরে অবস্থিতি করেন, সেই সকল মুখ্য উপাসকের বোধসাধন মানসে ও তত্ত্বজ্ঞানের উপায় স্বরূপ শাস্ত্রার্থ বিরচন জন্য তৎ, সৎ, ব্রহ্ম

ইত্যাদি নাম কল্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি সেই শিবনামক বস্তুকে ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়া সুখী হও। তিনিই জগত্তত্ত্ব ও স্বতত্ত্ব। তাত! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে দেবার্চ্চনা করিয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ। (জগৎস্বরূপকথন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! এই জগৎ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল? দুঃখের নিমিত্তই ইহার কল্পনা হইয়াছে! সেই দুঃখক্ষয়ের যুক্তি কি?

মহাদেব কহিলেন, ব্রহ্মাদি শব্দার্থ সম্বিদ্ মাত্র জানিবে। এই সম্বিদ্ কল্পনোন্মুখী হইলে, চেতনা নামে অভিহিতা হন। তৎকালে অহঙ্কার আনুগত্য প্রযুক্ত দেশকালাদি কল্পিত হইয়া থাকে। সম্বিৎ এই সকলের সহিত প্রাণরূপে স্পন্দিত হইয়া, জীবনাম ধারণ করেন। অনন্তর স্মৃতিকল্পনার উদয়ে জীবস্বরূপ মনের উৎপত্তি তৎসহকারে বিবিধ সত্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সকল সত্তাসম্মিলিত রূপকেই পূর্য্যষ্টক ও আতিবাহিক দেহ বলে। অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম এইরূপ অঙ্গ বিভাগাদি ক্রমেই প্রস্ফুরিত হন। কিন্তু তত্ত্বতঃ তিনি আদ্যন্তবিহীন, তাঁহাতে এ সকল কিছুই নাই, জানিবে। বস্তুগত্যা জগৎ কিছুই নহে। সুতরাং তাহার জন্য আবার দুঃখ কি? শোক কি?

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ। (পরমাত্মকথা।)

মহাদেব কহিলেন, তাত! তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল কীর্ত্তন করিলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও, জ্ঞানরূপ চিৎ আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই ব্রহ্ম ও সৎ শব্দে অভিহিত

হয়েন। এই বিশ্ব তোমার বা আমার বা অন্য কাহারও নহে এবং স্বয়ংও নহে ও কিছুই নহে; এবং সৎ, অসৎ, অদ্যতন ও পূর্ব্বতনও নহে। একমাত্র সেই নিত্য সত্য পরাৎপর পরমাত্মার অম্বেষণে ও অর্চ্চনে প্রবৃত্ত হও। তাহাতেই সুখ ও স্বচ্ছন্দ্য লাভ হইবে।

যেখানে সংসার, সেইখানেই দুঃখ। কেননা, সেইখানে আশয়প্রসার, বাসনার বিস্তার, কামনার অত্যাচার, ও ইচ্ছা একচ্ছত্রিতার এক শেষ। তুমি এই সকল চিন্তা করিয়া সংসার পরিহারপুরঃসর একমাত্র সেই সত্য স্বরূপে সন্নিবিষ্ট ও বিশিষ্টরূপে অভীষ্ট লাভে হৃষ্ট হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দেবদেব মহাদেব এই বলিয়া দেবী পার্ব্বতীর সহিত অম্বরকোটরে অবতরণ করিলেন। তদবধি আমি বিশুদ্ধ বুদ্ধিসহকারে সবিশেষ বিচার করিয়া, জড় দেবার্চ্চন ত্যাগ ও অপরোক্ষ দেবার্চ্চন ব্রত অবলম্বন করিলাম।

ঊনষষ্টিতম সর্গ। (বিশ্রান্তিবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! আমি সেই দেবদেব মহাদেবের নিকট জগত্তত্ত্বস্বরূপ যেরূপ জানিয়াছি, তুমিও সেইরূপে ইহা অবগত হও! *

আমি সেইরূপে উপদিষ্ট হইয়া অবধি, আত্মাকেই ব্যগ্রতা সহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। কদাচ কোন বিষয়ে আমার ক্ষোভ বা কোনরূপ বিষাদ উপস্থিত হয় না। আমি যথাপ্রাপ্ত ক্রিয়া স্বরূপ কুসুম দ্বারা দিবা রাত্র আত্মার অর্চ্চনা করতঃ সর্ব্বদা অখিল হৃদয়ে এই সংসাররূপ বিজন গহনে পরম সুখে বিহার করিয়া থাকি।

তাত! তোমার যদি ধন ও বন্ধুবিয়োগ জনিত মহাক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, তুমি আত্মদৃষ্টি দ্বারা বিচারপরায়ণ

হইবে। দেখ, ধন, জন ও বন্ধু বান্ধবাদির নিত্য ক্ষয়োদয় হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে সুখ দুঃখের অবসর কোথায়? এই ক্ষণবিনাশিনী, বিষয়প্রমাথিনী, বৈচিত্রশালিনী সংসারগতি সমভাবে যাতায়াত করিতেছে। ব্যসনী পুরুষই ইহাতে অভিভূত হয়। প্রণয় ও ধনও এইরূপেই প্রবর্ত্তিত ও এইরূপেই অস্তমিত হইয়া থাকে। তর্কযুক্তিপরিশূন্য মূঢ় লোকেই তাহাতে অবসন্ন ও আচ্ছন্ন হয়। তুমি চিন্মাত্রস্বরূপ। তোমার আবার হেয়োপাদেয় ও হর্ষবিষাদ কি? তুমি আজি হইতে চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া, সুষুপ্তিতে অবস্থানপূর্ব্বক তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হও। এবং যাহাতে কোনপ্রকার বৈষম্য নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক উদার বুদ্ধি সহকারে আত্মার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া, পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায়, অবস্থিতি কর।

ষষ্টিতম সর্গ। (রামবাক্য।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার সকল সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সমস্ত জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং অকৃত্রিম স্মৃতিলাভ সংঘটিত হইয়াছে। আমার আর জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই। আমার অজ্ঞান নিবৃত্তি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। এবং তৎসহকারে আমি জানিতে পারিয়াছি, আত্মা নিষ্কলঙ্ক। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাও আমার অন্তরে সম্যক্ সমুদিত হইয়াছে। আর আমার মনে কোনরূপ প্রশ্ন, সংশয় বা অভিলাষ নাই। এই কারণে উহা সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হইয়াছে। আমার অন্তরে আর কোনপ্রকার আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার নাই। এই জন্য উহা নির্ব্বায়ুসঞ্চার প্রদীপের ন্যায়, প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা হেয়, ইহা উপাদেয় ইত্যাদি ভেদজ্ঞান জন্য দারুণ ভ্রমও আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার আর স্বর্গে অভিলাষ বা নরকে বিদ্বেষ নাই। আমি

ভ্রমশূন্য হইয়া আত্মাতে অবিচলিত রূপে অবস্থান করিতেছি।

যে মূঢ় এই জগৎকেই দর্শন করে, তদ্ভিন্ন ইহাতে অন্য তত্ত্ব দেখিতে পায় না, সে কুসন্দেহরূপ অনলে দহ্যমান ও বিষম সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধনাদি বিষয়ে কৃপণতা করাই মূঢ়তা। কৃপণ কখন তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা পরম বস্তু লাভ করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান বলে জড়রূপ ভবসাগর পার হওয়া যায়। আপনার প্রসাদে আমাদের তাহা হইয়াছে। আমরা সম্পদের অবধি ও আপদের চরমসীমা দর্শন করিয়াছি। সর্ব্বসার ভূমানন্দের সমুদয়ে আমাদের আত্মা যেমন অদীন, সেইরূপ পূর্ণ হইয়াছে। বাঞ্ছা ও বিকল্পনা সকল বিগলিত হওয়াতে, আমাদের মনও স্থিরসত্ত্ব হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই এই প্রকার হইয়া থাকে। ফলতঃ, আমার অনুত্তম পদলাভ হইয়াছে।

একষষ্টি সর্গ। (বিজ্ঞানযোগ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ। আমি কর্ত্তা, এইপ্রকার অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক রাগাদি রহিত হইয়া, যাহা করা যায়, তাহা করা নহে। যথাকালে কোন বস্তু প্রাপ্ত হইলেই, তুষ্টি জন্মে; না পাইলে, অতুষ্টির হেতু হইয়া থাকে। এইরূপে তুষ্টি ও অতুষ্টিই বাঞ্ছার সীমা। অতএব বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া, সুখী হও। পরমপদলাভের অভিলাষ থাকিলে, কখন অহংভাবরূপ পঙ্কে মগ্ন হইও না। আত্মজ্ঞানরূপ অচল শেখরে বিশ্রাম করিলে, পুনরায় মাতৃগর্ভের অনুসরণক্রমে পাতালতলে পতিত হইতে হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, অবিদ্যার ক্ষয় হয়। অবিদ্যার ক্ষয় হইলে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিজ্ঞান নিবন্ধন লোকমাত্রেরই স্বভাব সমতা ও সত্যতাময় এবং তৎপ্রভাবে পরম পদে বিশ্রান্তি লাভ হইয়া থাকে।

তুমি আর আশায় বশীভূত হইও না। যে বস্তুদশা প্রাপ্ত

হইবে, তাহাতেই অবস্থিতি করিবে এবং জীবের সহিত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা মনোহীন হইবে। তুমি আত্মা দ্বারা সেই বিজ্ঞান-স্বরূপ আত্মাকে অবগত হও। এবং বাসনা ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে, আকাশের ন্যায়, কোন কালেই বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইবে না। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনই এক, দেখিবে। চিত্তের উন্মেষ ও নিমেষই প্রলয় ও উদয়ের হেতু। অতএব বাসনাত্যাগ ও প্রাণরোধ দ্বারা আত্মাকে নিমেষবিরহিত কর। প্রাণের উন্মেষ ও নিমেষ দ্বারাই সংসারের প্রলয় ও উদয় হইয়া থাকে। অতএব প্রয়োগ ও অভ্যাস দ্বারা উন্মেষ দূরীকৃত কর। মূর্খতার উন্মেষ ও নিমেষই কর্ম্ম সকলের প্রলয় ও উদয়ের হেতু। অতএব গুরু ও শাস্ত্রার্থ সহায়ে বলপূর্ব্বক তাহাকে নিরাকৃত কর।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ। (চিত্তত্ত্ব-নিরূপণ।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট সূর্য্যালোক যেমন বিচিত্র বর্ণবুদ্ধি বিধান করে, দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধই তদ্রূপ জগদ্‌গতির হেতু। চিত্র-পুরুষের হৃদয়ে যেমন ভাবনা নাই, সেইরূপ, দৃশ্য-দর্শনসম্বন্ধ দূর হইলে, জগৎ ও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, চিত্তস্পন্দই মায়ার উৎপত্তি ও তদভাবে তাহার বিনাশ সংঘটিত হয়। বাসনাংশত্যাগ, বাসনারোধ বা প্রাণনিরোধ দ্বারা চিত্তস্পন্দ স্থগিত হইয়া থাকে। চিত্তস্পন্দ স্থগিত হইলে, পরম-পদপ্রাপ্তি হয়।

পরমানন্দপূর্ণ সম্বিদ্রূপ ব্রাহ্ম দৃষ্টি দ্বারা মনের ক্ষয় হইলে, অকৃত্রিম ও অবিনাশী সুখের সমাগম সংসাধিত হইয়া থাকে। তুমি ইহা অবগত হইয়া, সর্ব্বদাই চিত্তত্ত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও।

বোধ দ্বারা যে সুখ সমুদিত হয়, তাহার উদয় বা অস্ত নাই। ফলতঃ, সংসারে আত্মাই সত্য ও আত্মাই সমস্ত। আত্মবোধ সম্পন্ন হইলে, চিত্তাদি সমুদায়ই লয় প্রাপ্ত হয়।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ। (বিল্বাখ্যান।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! আমি তোমার বোধবৃদ্ধির জন্য বিস্ময়োল্লাসজননী অপূর্ব বিল্বাখ্যানকথা কীর্তন করিতেছি অবধান কর। একটী বৃহৎ বিল্বফল আছে। উহা অমৃত অপেক্ষাও মধুর, বালেন্দু অপেক্ষাও মনোরম, মন্দরাদ্রি অপেক্ষাও অচল ও দৃঢ়, সহস্রযোজনবিস্তীর্ণ, পরম নির্ম্মল ও প্রতিদিন বর্দ্ধমান এবং যুগপরিমাণেও জীর্ণ ও প্রলয়পবনবেগেও বিচলিত হয় না। উহাই, সর্ষপকণপংক্তির ন্যায়, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছে এবং উহাতেই ষড়িন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ বিরাজ করিতেছে। পরিপক্ক হইলেও, ইহা পতিত ও জরাদোষে আক্রান্ত হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি কেহই চিরজীবী নহেন, সুতরাং কেহই উহার মূল বা উৎপত্তি অবগত নহেন। উহা সমুদায় পুরুষার্থের সার, সমুদায় সুখের কোষ ও সমুদায় আলোকের আধার এবং পরমানন্দরূপ কর্ম্মফলের মজ্জাসার স্বরূপ; এইজন্য শ্রীফলস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ইহারই নাম আত্মচমৎকৃতি ও ইহারই নাম সম্বিদ্। এই সম্বিদ তরলরূপিণী শক্তি সহায়ে জগদাকারদৃষ্টি বিস্তৃত করেন। এই অনন্ত বিস্তৃত আকাশ, এই কালময়ী কলা ও নিয়তি, হেয়োপাদেয়বুদ্ধি ও রাগদ্বেষব্যবস্থিতি, এই স্পন্দরূপিণী ক্রিয়া, এই ভত্তা, এই সত্তা, এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড, এই রূপে যাহা কিছু, সমুদায়ই সেই সম্বিদ্‌শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা সম্মুখে, ইহা পশ্চাতে; ইহা ভূত, ইহা ভবিষ্যৎ এবং ইহাই বর্ত্তমান। যাহাতে স্বর্গনিবাসী বিষয়লম্পটগণ অধঃপতিত হইয়া থাকে, এই সেই মহা-

রুদ্রগণপূর্ণ কোটরসমাকীর্ণ সুদীর্ঘ আকাশপদবী ; দেবরূপ ষট্‌পদপংক্তি পরমশোভমান শশাঙ্কের অমৃতরূপ মধুপানে মত্ত হইয়া, যাহাতে বিহার করে এবং নরক যাহার মূল, এই সেই জগৎরূপ জঠর বৃক্ষের উদ্দাম-সৌগন্ধশালিনী স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী পুষ্পমঞ্জরী ; যাহা ব্রহ্মারূপ সাগরতটে প্রতিষ্ঠিত, এই সেই পারাবারবিরহিত আকাশসরোজিনী এবং যাহাতে কর্ম্ম সকল কুম্ভীরাদির ন্যায়, মাস ও ঋতু প্রভৃতি তরঙ্গের ন্যায় ও জন্ম মৃত্যু আবর্ত্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এই সেই ভূতসৃষ্টিরূপ অপার তরঙ্গিণী ইত্যাদি সমুদায়ই সেই বিল্বফলের মজ্জারূপ চমৎকৃতি।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ। (সৎপুরুষস্বরূপবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য ! মুনিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ সর্ব্বদা তুরীয় পদে অবস্থান পূর্ব্বক সেই ভূমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরস পান করিয়া বিপুল আনন্দসন্দোহ অনুভব করেন।

যাঁহারা সংসারী হইয়াও, বাহ্য বিষয়ের স্বল্পমাত্র ভাবনা করেন যাঁহারা ধ্যাতৃধ্যেয়সম্বন্ধত্যাগরূপ সমাধিবশে নিত্য কাল যাপন করেন, যাঁহাদের প্রাণ ও মন স্পন্দিত হয় না, তাঁহারাই স্বপদে অবস্থিতি করেন। এই দৃশ্যজাল যাহাতে প্রস্ফুরিত ও স্থগিত হয়, তাহাই আত্মপদ। অর্থ প্রভৃতি বিকার বিরহিত ও সর্ব্বদা আত্মশুদ্ধ হইলে, ঐ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা সংসারী হইলেও, সংসারের না হইয়া, অনবরত ব্রহ্মসন্ধানে তৎপর হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত সৎপুরুষ। সৎপুরুষগণই আত্মপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

এই জগৎ আত্মা ভিন্ন কিছুই নহে, এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, আত্মজ্ঞানে সকলের সহিত ব্যবহার করেন, সেই সকল সৎপুরুষই পরমপদপ্রাপ্তিরূপ চিরশান্তি ভোগ করিয়া থাকেন। আমি মরিব, কখনই বাঁচিব না, একমাত্র

ব্রহ্মই জরামরণবিরহিত, যাঁহারা নিত্য এইপ্রকার ভাবনা করিয়া, অসার বিষয়রস পানে স্বতঃপরতঃ নিবৃত্ত হন, তাঁহারাই সৎপুরুষ। এবং তাঁহারাই নিত্য অভয় ও অমৃত ভোগ করেন। সৌম্য! তুমি সেই সকল পুরুষের মধ্যে প্রধান পদ অলঙ্কৃত করিয়া, চির বিশ্রান্তি ভোগ কর। সংসারের সকলই কলঙ্ককার। অতএব তাহাতে আসক্ত হইও না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ। (যুক্তি ও তত্ত্ববিচার)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘূদ্বহ! বুদ্ধি বিপর্য্যয়ই ভেদদৃষ্টির হেতু। অতএব তুমি নির্ম্মল বুদ্ধি সহকারে আত্মবিচার করিবে। স্বরূপের বিপর্য্যয় হইলে, যাহার পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থার আবির্ভাব হয় না, তাহাকেই বিকার বলে। দুগ্ধের বিকার দধি। দধি হইতে পুনরায় দুগ্ধ হয় না। ইহাই বিকারের প্রকৃত লক্ষণ। ব্রহ্মে এইপ্রকার বিকারের সম্পর্ক নাই। আদি, মধ্য, অবসান, সকল সময়েই তিনি একরূপ, অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম। যাঁহার সহিত কাহারও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলে। তিনি এক, অরূপ ও অবিনাশী; এইজন্য ভাববিকারের অতীত ও অনধিগম্য।

সৃষ্টির আদিতে সেই আদ্যন্তরহিত একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। এক্ষণেও তিনি আছেন; ভবিষ্যতেও তিনি থাকিবেন। সংসার নামমাত্র, ভ্রমমাত্র ও কল্পনামাত্র। যাহাদের তত্ত্ববোধ নাই, তাহাদের প্রবোধ নিমিত্তই ইহা জীব, উহা অবিদ্যা, এইপ্রকার কল্পনার অবতারণা হইয়াছে। একমাত্র যুক্তির দ্বারাই প্রবোধ সমুদিত হইয়া থাকে। যুক্তি দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, অন্যবিধ শত শত চেষ্টা দ্বারাও তাহা সমাহিত হয় না। যুক্তিহীন, প্রবোধহীন, দুর্ম্মতি ব্যক্তিকে, সমস্তই ব্রহ্ম, এইপ্রকার উপদেশ দেওয়া, আর, জড়ের নিকট স্বীয় দুঃখ নিবেদন করা, একই কথা। যুক্তি ভিন্ন মূর্খদিগকে প্রবোধিত করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে।

তুমি যুক্তি ও তত্ত্ব উভয়ই আশ্রয় কর এবং তৎপ্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হইয়া, স্বপদে অধিষ্ঠান কর।

ষট্ষষ্টিতম সর্গ। (সংস্কৃতিবিচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! তুমি কিজন্য বিষণ্ণ হইতেছ? সংসার যখন সর্ব্বাংশেই ব্রহ্মস্বরূপ, তখন, ইহাতে বিষাদের অবসর কোথায়? সুখ ও দুঃখ কল্পনামাত্র।

আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম; এইরূপে আকাশ পাতাল সমুদায়ই ব্রহ্ম। ইহা বুঝিয়া, যাহা ইচ্ছা হয়, কর। আত্মাই সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী, অনুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া, অবস্থিতি কর। তুমি যদি রাগাদি পরিহার ও অহঙ্কার বিসর্জ্জন করিয়া, সৎপথে প্রবৃত্ত হও, পরমপদে প্রতিষ্ঠিত ও নির্ব্বাণ শান্তি প্রাপ্ত হইবে। যেমন সমুদায় কুম্ভই মৃত্তিকা; সেইরূপ সমুদায়ই ব্রহ্ম। অজ্ঞান বশতঃ আত্মা ও প্রকৃতির ভেদ কল্পিত হয়। আত্মবিজ্ঞানরূপ অনল দ্বারা এই অজ্ঞানবীজ দগ্ধ হইলে, আত্মা, জগৎ ও প্রকৃতির পরস্পর অভেদ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, কোন কালেই দুঃখ নাই। সমুদায়ই পরমার্থসার। অতএব তুমি কিজন্য পরিতপ্ত হইতেছ? যত দিন বাঁচিবে, তাবৎ যত্নসহকারে আত্মসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ। (জীবধর্ম্মবিচার।)

শ্রীরাম কহিলেন, অনঘ! মৃত ব্যক্তি চক্ষুরাদি সত্ত্বেও কি নিমিত্ত দর্শনাদি করিতে পারে না? জীবিতাবস্থায় লোকে কিরূপে দর্শনাদি করে? ইন্দ্রিয় সকল জড় হইলেও কিরূপে ঘটাদি বাহ্য বিষয় সকল অনুভব করিয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ইন্দ্রিয়াদি, চিত্তাদি ও ঘটাদি চিৎ হইতে পৃথক্ নহে। চিৎ মায়াসকল ব্রহ্মভাব দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাবশে জগৎ রূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার অবয়ব হইতেই ইন্দ্রিয় ও ঘটাদির জন্ম হইয়া থাকে। তিনি কখন পশু ও কখন মনুষ্য হন এবং কখন বা বিশুদ্ধ জাতিতা বশতঃ প্রবোধ সমুদিত হইলে, তাহার ভববন্ধন মোচন ও আদ্যন্তবিহীন আত্মপদ লাভ হইয়া থাকে।

জীব চিত্তসমন্বিত হইলেই, চক্ষুরাদির সহিত তাঁহার বাহ্য বিষয়ক সম্বন্ধ থাকে। মুক্ত বা মৃত হইলে সে সম্বন্ধ দূর হয়। এইরূপ বাহ্য ঘটাদি বাহ্যে প্রতিভাত হইয়া, অন্তরে অহঙ্কার সমন্বিত জীবের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। বহিস্থ জীব প্রাণ ধারণ করে না, এইজন্য উহা অজীব।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ। (ইন্দ্রিয়ার্থপ্রাপ্তিবিচার।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রঘূদ্বহ! পরমাত্মা সর্ব্বদাই আছেন। মূঢ়েরাই তাঁহাকে নাই বলিয়া থাকে। সেই পরমাত্মাই ইন্দ্রিয় সকলের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। রূপ রসাদি সমুদায়ই তিনি। অতএব তুমি কায়মনে তাঁহার উদ্দেশ্যে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিবে। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, আর কোন বিষয়েরই আবশ্যকতা হয় না। তিনি প্রীতিময় পুত্র প্রদান করিয়াছেন। যাহাকে আলিঙ্গন করিলে শরীর পুলকিত ও শীতল হয়। অতএব সেই পুত্রের বিধাতা স্বয়ং সেই ভগবানকে মন দ্বারা আলিঙ্গন

করিলে, কতদূর শীতলতা লাভ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা কর।

অনঘ! স্বয়ং ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ পূর্ব্বে মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে যে শুভগতি উপদেশ করেন এবং অর্জ্জুন যাহা আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত ও জীবন্মুক্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুনের ন্যায়, জীবন যাপন কর। শোকই বা কি? দুঃখই বা কি? বিষাদই বা কি? কাহারজন্য কে শোক করে? সংসারই বা কাহার? সংসারেরই বা কে? ইত্যাকার বিচার পুরঃসর আত্মলাভের চেষ্টা কর।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ। (কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ।)

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! অর্জ্জুন কোন সময়ে কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ভগবান্ বাসুদেবই বা কি উপদেশ করেন বলিতে আজ্ঞা হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! সংসারবরূপ সুবিস্তৃত জালে চতুর্দ্দশ-বিধ ভূতজাতি, পক্ষীবৎ, বদ্ধ হইয়া আছে। তন্মধ্যে শ্রুতিস্মৃতি প্রোক্ত চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগনই ইন্দ্র-যমাদি লোকপালপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনঘ! ভগবান যম ভূতবিনাশজনিত পাপাশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতি দ্বাপরযুগের অবশানে কখন সাত, কখন আট, কখন দশ, কখন বার, কখন পনর, কখন বা ষোল বৎসর তপস্যা করিয়া থাকেন। তিনি উদাসীনের ন্যায়, তপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তৎকাল মধ্যে মৃত্যু আর কোন প্রানীকেই আক্রমন করে না। তন্নিবন্ধন প্রজাসংখ্যা বর্দ্ধিত ও পৃথিবী গুরুভারে নিপীড়িত হইয়া উঠে। তদ্দর্শনে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগন স্ব স্ব অংশে অবতরন পূর্ব্বক ভারতযুদ্ধাদি দ্বারা প্রজাসংহার করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন! এই রূপে শতসহস্র যুগ ভারতযুদ্ধ ও অনন্ত জগৎ অতিত হইয়াছে।

আগামী দ্বাপর যুগে আবার এই প্রকার ঘটিবে। যম তপস্যা করিবেন। তন্নিবন্ধন. প্রানিপীড়ন ও মৃত্যু তিরহিত হইলে পৃথিবী দুর্ভর ভারে অবসন্না হইয়া, নারায়নের শরনাপন্না হইবেন। তখন তিনি অংশক্রমে নর ও নারায়ণ এই দ্বিবিধ স্বরূপে অবতরণ করিবেন। এই নরনারায়ণ বাসুদেব ও অর্জ্জুন নামে বিখ্যাত হইবেন। ঐ সময় ধর্ম্মের অংশে যুধিষ্টির নামে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ পাণ্ডুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া, সমুদ্রমেখলা মেদিনীর রাজত্ব করিবেন। স্বকীয় জ্যেষ্ঠতাততনয় দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার অহি-নকুলবৎ ভীষন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। তাঁহারা পরস্পরের ভূমি হরণ নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন। ঐ যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত হইবে। নারায়ণ অর্জ্জুনশরীরে এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সংহার করিয়া, পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন। হর্ষ ও অমর্ষাদিবশে প্রাকৃত ভাব সংঘটন বশতঃ তিনি সেই অর্জ্জুনশরীর অবিদ্যায় আচ্ছন্ন প্রায় হইয়া জ্ঞাতিবধ ও প্রানিহত্যা আশঙ্কায় যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন। তদ্দর্শনে তিনি বক্ষ্যমান বিধানে আত্মবোধ সমাধান দ্বারা এই অর্জ্জুনদেহের প্রবোধ সঞ্চারিত করিবেন।

সপ্ততিতম সর্গ :—আত্মবোধ।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আত্মার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই। তন্নিবন্ধন, ইনি কখন হন নাই, হইবে না এবং হইতেছেনও না। ইনি শাশ্বত ও পুরাণ। এইজন্য দেহ হত বা হন্যমান হয় না। যাহারা ইহাঁকে হন্তা ও হত বলিয়া বোধ করে, তাহারা আত্মজ্ঞান বর্জ্জিত। এই আত্মা সর্ব্বদা একরূপ, অখণ্ড ও সূক্ষ্মস্বরূপ। অতএব ইনি কিরূপে হত হইবেন? অয়ি সংবিদাত্মন্! তুমি আত্মাকে এইরূপ অনন্ত, অব্যক্ত, আদ্যন্তমধ্যরহিত, অপরিচ্ছিন্ন, চৈতন্যস্বরূপ ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত জানিয়া নিরাময় ও জন্মহীন হও।

তুমি স্বয়ং সনাতন আত্মা; তোমার জরামরণাদিও নাই। অতএব তুমি কি জন্য, আমি হন্তা, এই প্রকার বৃথা অভিমান করিতেছ? বধাদি প্রবৃত্তি সময়ে, যাহার, আমি হন্তা, এই প্রকার অভিমানের উদয় হয় না, এবং উত্তরকালেও ঐরূপ বধাদি জন্য যিনি হর্ষবিষাদাদির বশীভূত হন না, তিনি এই চতুর্ব্বিধ ভূতজাতিকে হনন করিয়াও, হনন করেন না এবং তজ্জন্য পাতকগ্রস্তও হন না। অতএব তুমি কিজন্য আপনাকে হন্তা ও তৎপ্রযুক্ত পাপভাগী ভাবিয়া, বৃথা পরিতপ্ত হইতেছ? আত্মার যখন ছেদ নাই, ভেদ নাই, ক্লেদ নাই, দাহ বা ব্যামোহ নাই, তখন কে কাহারে বধ করে ও কেই বা তজ্জন্য পাতকগ্রস্ত হইয়া থাকে? অতএব তুমি, আমার এই দেহ, আমার এই বন্ধু, ভাবিয়া, অনর্থক অভিমানবশে বিবশ হইও না। যাহারা দেহেন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করে, তাহা-রাই অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া, আমি কর্ত্তা, বোধ করিয়া, ক্লেশভাগী হয়।

একসপ্ততিতম সর্গ। (আত্মযোগ)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! মুমুক্ষুগণ আত্মশুদ্ধিকামনায় সর্ব্বসঙ্গ-পরিহারপূর্ব্বক মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সহায়ে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অহংরূপ বিষচূর্ণে যাহার শরীর দূষিত নহে, তিনি যেমন কার্য্য করিয়াও, কার্য্য করেন না, তেমন তাহার ফলভোগ করিয়াও করেন না। প্রাজ্ঞই হউন, আর বহুজ্ঞই হউন, মমতারূপ অমেধ্য দ্বারা দূষিত হইলে, তিনি দুঃশীল সদৃশ। নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, ক্ষমাশীল ও সুখ দুঃখে সমজ্ঞান পুরুষ আবশ্যক বা অনাবশ্যক যে কোন কার্য্য করিয়া, তাহাতে লিপ্ত হন না।

অর্জ্জুন! ক্ষত্রিয়ের সমুচিত এই সংগ্রামে বন্ধুবধরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিলেও, তুমি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যোগীর ন্যায়, ব্রহ্মজ্ঞানাদি-সুখভাগী হইবে। শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে তোমার পক্ষে এই যুদ্ধ কার্য্য সর্ব্বথা

প্রশস্ত। অতএব তুমি বন্ধুবধ ও গুরুহত্যা রূপ অতীব জঘন্য অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, প্রত্যবায়ভাগী হইবে না। ইহা ভাবিয়া তুমি শত্রুজয়ে প্রবৃত্ত হও।

বিদ্বানের কথা কি, মূর্খেরাও স্বধর্ম্ম পালন করে। কেননা, স্বধর্ম্মপালন পরম শ্রেয়োজনক। যাঁহার অহঙ্কার বিগলিত হইয়াছে, তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না। ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া, কার্য্য করিলে তাহা ব্রহ্ম হইয়া থাকে। যেহেতু তিনি সকলের আত্মা, সেই হেতু তাঁহাতে সমর্পিত কর্ম্মমাত্রেই তৎস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব তুমি একমাত্র ঈশ্বরেই সর্ব্বসংকল্প সমর্পণ ও সন্ন্যাস যোগ আশ্রয় করিয়া, মুক্তমতি, শান্তচিত্ত, মুনি ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হও।

দ্বিসপ্ততিতমসর্গ। (পরমাত্মযোগোপদেশ)।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! সঙ্গত্যাগ, সন্ন্যাস ও জ্ঞানযোগ, এই সকলের বিভাগ কিরূপ; কীর্ত্তন করুন।

ভগবান্ কহিলেন, সংকল্প সকলের ক্ষয় ও বাসনার লয় হইলে, যে প্রপঞ্চরহিত প্রত্যগাত্মরূপ অনুভূত হয়, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মে মনের একনিষ্ঠতাই জ্ঞান; ব্রহ্মে বুদ্ধিনিয়োগই যোগ এবং ব্রহ্মে সর্ব্বস্বসমর্পণ ও আত্মসংযোগই সন্ন্যাস ও সঙ্গত্যাগ। সেই ব্রহ্মই পরম বস্তু। তিনি অন্তঃশূন্য, বহিঃশূন্য, সর্ব্বশূন্য; আকাশের ন্যায়, নির্ম্মল, সর্ব্বথা শান্তস্বরূপ। পণ্ডিতেরা বলেন, তিনি দৃশ্য দৃষ্টি কিছুই নহেন। এই জগৎ তাঁহারই অন্যতা বা প্রতিভা স্বরূপ। অতএব ইহাতে আগ্রহ যুক্তিযুক্ত নহে।

কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, ফলকামনাবিহীন হইয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করাই সন্ন্যাস এবং সঙ্কল্প সকলের ত্যাগই সঙ্গত্যাগ। এই উভয়ের অনুষ্ঠান করিলে, ত্রিভুবন জয় করা যাইতে পারে। তুমি সঙ্গত্যাগী ও সন্ন্যাসী হইয়া, সর্ব্বথা অভ্যুদয় ও বিজয়সমৃদ্ধি লাভ কর। নিশ্চয় জানিও, আমিই আশা, আমিই কর্ম্ম, আমিই

কাল, আমিই দ্বৈত অদ্বৈত জগৎ; ফলতঃ, আমিই সমস্ত এবং আমাতেই সমস্ত। অতএব তুমি আমার ভক্ত ও আমাতেই একচিত্ত হও এবং সর্ব্বথা মৎপরায়ণ হইয়া, আমাকেই নমস্কার কর। কেননা, আদি, মধ্য, অবসান সকল অবস্থাতে আমিই একমাত্র পরম গতি ও পরম আশ্রয়। তুমি যোগ অবলম্বন কর। আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

যে ব্যক্তি অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধচিত্ত ও বীতমল হয়, সে সমস্ত সংসার ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া, কোন কালেই অবসন্ন হয় না। আমি সর্ব্বদাই তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া, ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বত্রই বর্দ্ধিত ও অভ্যুদিত করিয়া থাকি।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ। (ব্রহ্মযোগ)।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! আপনার পর ও অপর নামে যে দুইটী রূপ আছে, তাহা কিরূপ এবং আমি সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত কোন্ সময়ে তাহা আশ্রয় করিব?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমার সামান্য ও পরম এই দুই রূপ, জানিবে। তন্মধ্যে যাহা শঙ্খচক্রগদাধর ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট তাহা আমার সামান্য রূপ। আর যাহার আদি নাই, অন্ত নাই; যাহা অদ্বিতীয় ও অনাময় এবং যাহা ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত হয়, তাহাই আমার পরম রূপ। তুমি যাবৎ আত্মজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত অপ্রতিবুদ্ধ হইয়া থাকিবে, তাবৎ আমার চতুর্ভুজাকৃতি সামান্য রূপের পূজা কর। তৎসহকারে ক্রমশঃ প্রবোধ সঞ্চরিত হইলে, আমার সেই অনাদি অদ্বিতীয় পরম রূপ পরিজ্ঞাত হইবে। উহা অবগত হইলে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

তোমার যদি চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমার আত্মাতে স্বকীয় আত্মাকে একরসীকৃত করিয়া, বুদ্ধি সহায়ে পরম-

পূর্ণ অখণ্ডস্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় কর এবং সত্যস্বরূপ একাত্মময় হও। আমার উপদেশে অবশ্যই তোমার প্রবোধসঞ্চয়, সঙ্কল্প সকলের পরিহার ও পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ হইয়াছে। অতএব তুমি সমদর্শী ও যোগযুক্তাত্মা হইয়া, আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন কর। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে একরূপ দর্শন করে, সমাধিস্থ হউক বা না হউক, তাহার পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি হইয়া থাকে।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। (আত্মনির্ণয়)।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! আত্মা কিংস্বরূপ ও কথং লভ্য?

ভগবান্ কহিলেন, যাহা ত্রিলোকীস্থ শরীরের অন্তরে সূক্ষ্ম অনুভব রূপে বিরাজমান; যাহা বিষয় হইতে বিমুক্ত, এবং যাহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী, তাহাই আত্মা। সমুদায় দুগ্ধ মধ্যে ঘৃতের ন্যায়, আত্মা সমুদায় দেহেই বিরাজ করেন। তেজ যেমন রত্নরাজির মধ্যে থাকিলেও, বাহ্যে প্রকাশিত হয়, আত্মা তদ্রূপ নির্লিপ্ত হইয়া, সকল দেহে অবস্থিতি করেন। কুম্ভ সকলের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে আকাশের ন্যায়, আমিই আত্মারূপে অনন্ত জগতের বাহ্য ও অভ্যন্তর পূর্ণ করিয়া আছি। সূত্র যেমন অদৃশ্য হইয়া, মুক্তামালার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমিও তেমনি অলক্ষিত হইয়া লক্ষ লক্ষ দেহে বাস করিতেছি। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত কোন পদার্থই আত্মশূন্য নহে। আত্মাই মায়াবশে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া, অহংতা ও জগতাদি রূপে বিহার করেন। এই রূপে আত্মাই জগতের রূপ ও আত্মাই জগতের প্রকাশক সত্তাস্বরূপ। অতএব কেই বা হনন করে এবং কেই বা হত হইয়া থাকে? তুমি ও তোমার এই সকল বন্ধুবান্ধব সকলেই আত্মস্বরূপ; সুতরাং সকলেই জন্মমৃত্যুবিকারবিহীন। অত-এব তুমি কিরূপে ইহাদিগকে বধ করিবে ও ইহারাই বা কিরূপে বধ্য হইবে? এবং কেই বা হনন বা রক্ষা করিয়া, শুভ বা অশুভভাগী হইবে?

আদর্শ যেমন প্রতিবিম্বে, ব্রহ্ম তেমন সাক্ষীরূপে অবস্থিতি করেন। সুতরাং দর্পণ বিনষ্ট হইলেও, যেমন প্রতিবিম্ব বিনষ্ট হয় না, ব্রহ্ম বিনষ্ট হইলেও, তেমন বিনষ্ট হন না। আমিই সেই ব্রহ্ম। তুমি আমাকেই অহংরূপী অদ্বয় আত্মা বলিয়া, অবগত হইবে। বৃক্ষের দারুত্ব যেমন স্বভাবসিদ্ধ, সমুদায় পদার্থের আত্মতাও তদ্রূপ নিসর্গসিদ্ধ। তরঙ্গমাত্রেই যেমন জল, বস্তুমাত্রেই তদ্রূপ আত্মা। যিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এইরূপে অপৃথক্ বা তৎস্বরূপে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃতদর্শী। তাঁহার দর্শনফল কখনও ব্যর্থ হয় না। ফলতঃ, সমুদায়ই ব্রহ্ম, সুতরাং, কোন বস্তুরই ভাববিকারের সম্ভাবনা নাই। এইপ্রকার বিচার করিয়া জীবন্মুক্ত সাধু সকল সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মদর্শী হইয়া, রণে বনে সর্ব্বত্রই আশ্বাস সহকারে বিচরণ করেন। যাঁহাদের মোহ ও তজ্জনিত কোনপ্রকার অবসাদ নাই, তাঁহারাই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হয়েন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। (ব্রহ্ম নিরাকরণ)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমি তোমার কল্যাণ ও প্রীতি, উভয়েরই নিমিত্ত পুনরায় যে পরম বাক্য প্রয়োগ করিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলেই শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ সমুদিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি আগমাপায়সম্পন্ন সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে ত্যাগ কর। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সংস্পার্শজনিত যে সুখ দুঃখের আবির্ভাব হয়, তাহা আত্মার নহে। কেননা, আত্মা নিরবয়ব ও পরমপূর্ণস্বভাব। তাঁহার আবার সুখ দুঃখ কি? সুতরাং, সুখ দুঃখ নাম মাত্র। যে ধীর পুরুষ সুখ দুঃখকে নামমাত্র ও সমস্বরূপ বোধ করেন, তিনিই অমৃতরূপে কল্পিত হন। সতের কখন অভাব হয় না এবং অসতেরও কখন সদ্ভাব হয় না। অতএব সুখ দুঃখাদি একবারেই নাই; আত্মাই কেবল আছেন; এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, তুমি সুখী হও।

আত্মা শরীরের অন্তর্বর্ত্তী হইলেও, সুখে হৃষ্ট বা দুঃখে মুষ্ট হন না। জড়স্বভাব চিত্তেরই সুখ দুঃখে সংঘটিত হয়। দেহ এই চিত্তাদির নির্ম্মিত; এই কারণে মায়ামাত্র। সুতরাং, কিছুই নহে। একমাত্র অবোধই এই দেহের সংঘটন করিয়াছে। সম্যক্ বোধের উদয় হইলেই, মায়িক দেহ ও তৎসহকারে সুখ দুঃখাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সংসারে এমন কি আছে বা অনুভূত হয়, যাহা আত্মা হইতে পৃথক্। অতএব দুঃখাদির অবসর কোথায়? তুমি নিশ্চয় জানিও, এই জগৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। সুতরাং, ইহার জন্ম বা মৃত্যু নাই। এইরূপ বোধই পরম বোধ ও সত্য বোধ। তোমার তাদৃশ বোধের উদয় হইয়াছে। অতএব তুমি আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, স্বকার্য্যসাধনে সমুত্থিত হও এবং মান, মদ, ভয়, চেষ্টা, সুখ, ও দ্বৈত পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র সৎস্বরূপ হও। তুমি যদি এই অক্ষৌহিণী সংহার কর, তাহা হইলে ব্রহ্মকেই উত্তেজিত করিবে। অতএব অক্ষৌহিণী বিনাশ করিয়া, ব্রহ্মকে ব্রহ্মময় কর। সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভ অলাভ সমস্তই ব্রহ্ম, জানিবে। তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম, এই সমস্ত সমবেত যোদ্ধৃবর্গও ব্রহ্ম। অতএব কিছুই কিছু নহে, নিশ্চয় করিয়া, লাভালাভে সমজ্ঞান করত, প্রকৃত কার্য্যের অনুসরণ কর এবং হোম বা দান, বা ভক্ষণ অথবা যাহা কর, তৎসমস্তই ব্রহ্ম, এই প্রকার অবধারণান্তর শান্তিসুখসমন্বিত হও।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ। (কর্ত্তব্যযোগ)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! নদী যেরূপ সাগরে অবগাহনপূর্ব্বক তদ্ভাববিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ কামনা সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মমাত্রতা লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া, মনে মনে বিষয় সকল স্মরণ করে, তাহাকে শঠযোগী বা মিথ্যাচারী বলে। সে কখন কর্ম্মযোগে সমর্থ হয় না। তুমি

সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব পরিহার এবং অলব্ধলাভ ও লব্ধরক্ষা এই উভয়বিধ চিন্তা ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বথা আত্মশালী ও যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুসারী হইয়া, ইহলোকের ভূষণরূপে বিরাজ কর। যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বথা শান্ত, স্বস্থ ও স্থিরমতি এবং সকল বিষয়েই স্পৃহাশূন্য, তিনি ক্রিয়াপর হইলেও, নিষ্ক্রিয়। যিনি কামনা ও সঙ্কল্পত্যাগপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা পুরুষই পণ্ডিত বলিয়া, বুধমণ্ডলীতে পরিগণিত হয়েন। তুমি বিবিধবুদ্ধিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মবুদ্ধি হইয়া, অবস্থিতি কর। কোন বিষয়েই, আমি কর্ত্তা, এই প্রকার মনে করিও না। আসক্তিহীন, আশ্রয়হীন, ও স্পৃহাহীন ব্যক্তিগণ কার্য্য করিয়াও কিছুই করেন না। মূঢ় চিত্তই আসক্তি বশতঃ কর্ত্তৃত্বস্বরূপ পরিগ্রহ করে। মহাত্মারা পরমতত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় বশতঃ আসক্তি ত্যাগ করিয়া, কার্য্য করেন। এইজন্য তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের উদয় হয় না। ঐরূপ অকর্ত্তৃত্ব হইতে অভোক্তৃত্ব, অভোক্তৃত্ব হইতে সমদর্শিত্ব, সমদর্শিত্ব হইতে অনন্তত্ব এবং অনন্তত্ব হইতে ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমিও ঐরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হও।

মদেকচিত্ত পুরুষগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব তুমি সত্য-স্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে ভাবনা কর; সত্যময় ও ব্রহ্মময় হইবে। ব্রহ্মই চরম গতি। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানসহায় হইয়া, যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর। যে ব্যক্তি ব্রহ্মভাবে অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মমাত্রেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান এবং তিনিই কৃতকর্ম্মা মহাপুরুষ। তুমি কখন কর্ম্ম ফলের হেতু ও অকর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইও না। সর্ব্বথা যোগযুক্ত হইয়া, কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান ও সঙ্গহীন হইয়া, ধন জয় কর। এবং আসক্তি, মূঢ়তা ও কর্ম্মহীনতা পরিহার পূর্ব্বক যথাযথ ও সমভাবে অবস্থিত হও।

———

সপ্তসপ্ততিতমসর্গ। (ইন্দ্রিয়ার্থপ্রাপ্তিবিচার)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি ভোগ পরিত্যাগ কর। উহার ভাবনা করিও না। এবং যথাপ্রাপ্ত বিষয়মাত্রের অনুসরণপূর্ব্বক সমভাবে অবস্থান কর। এই দেহ জন্মাদিবিক্রিয়াবিশিষ্ট। অতএব ইহার ভাবনা করিও না। যাঁহার জন্মাদি বিকার নাই, সেই সত্য-স্বরূপ আত্মাকেই ভাবনা কর।

অয়ি মহাবাহো! দেহ নষ্ট হইলে, কিছুই নষ্ট হয় না। আত্মার নাশই নাশ। কিন্তু সত্যস্বরূপ নিত্যস্বরূপ আত্মার বিনাশ কোথায়? আত্মা চিত্তহীন ও সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য। সুতরাং, কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না। আত্মা বিনষ্ট হন, এইরূপ বোধই প্রকৃত দুর্ব্বোধ এবং ঐরূপ দুর্ব্বোধই যথার্থ দুঃখসমুদ্ঘাটক। বিদিতাত্মা আত্মজ্ঞানী পুরুষোত্তমগণ আত্মাকে অবিনাশী দর্শন করেন। যেহেতু, তাঁহারা জানেন, আত্মা বিবিধক্রিয়াশীল দেহাদি নহেন।

ফলতঃ, আত্মা সকলের আদি ও সর্ব্বদা বর্ত্তমান। কেহ কখন ইহাঁর বিনাশ দেখে নাই। যাহা হইতে এই সমুদায় বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা কখন বিনশ্বর নহে। বন্ধ্যানারীর অন্ধপুত্র যেমন মোহভ্রমমাত্র, সেইরূপ, সতের অবিদ্যমানতাও স্বপ্নকল্পনা; কখন প্রকৃত ঘটনা নহে। পণ্ডিতেরা এই কারণে বলিয়াছেন, একমাত্র অবিনাশী আত্মাই আছেন। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাহা-দিগকে রণস্থলে দেখিতেছ, ইহারা সকলেই সেই অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্যবস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহাদের বিনাশ কোথায়? তবে, তুমি কিজন্য বিষণ্ণ হইতেছ? তোমার এই বিষাদ বৃথা অভিমান মাত্র। তুমি কাহাকে মারিতে পার; আর, কেইবা তোমার হস্তে মরিবে? তুমি ইহা নিশ্চয় করিয়া, শোকত্যাগ ও উত্থান কর।

উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে সংসারের ত্রিবিধ গতি। তোমার ন্যায়, মহাপুরুষগণ উত্তম গতিরই প্রার্থনা ও লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা অধম গতির অভিলাষী, তাহারাই প্রাকৃত মনুষ্য। পশুর সহিত তাহাদের বিশেষ নাই। অথবা, সংসারে ঐরূপ ব্যক্তি একান্ত

দুর্লভ ; ইহা জানিয়া তুমি গতিমান্ লোকদিগের শিরোমণি পদে আরোহণ কর। বৃথা বুদ্ধির পরতন্ত্র হইও না। যাহারা বৃথা বুদ্ধির পরতন্ত্র হয়, তাহারা কোনকালেই শোক দুঃখের ও পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ ভ্রমি পেষণ যন্ত্রণার আক্রমণ হইতে পরিহার প্রাপ্ত হয় না। এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ। (সাত্ত্বিকযোগ)।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! আমি মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছি। অতএব পুনর্ব্বার উপদেশ করুন।

ভগবান্ কহিলেন, মতিমন্! সংসারে মোহ বা অবিদ্যা কিছুই নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন, তবে, পণ্ডিতেরা কিজন্য অবিদ্যাশব্দের নির্দ্দেশ করেন?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তোমার ন্যায়, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে বুঝাইবার জন্যই অবিদ্যা প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছেন। আদিতে এই অবিদ্যা ও মোহ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। একমাত্র জ্ঞান ছিলেন। এই জ্ঞানই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতে ভ্রষ্টপদতাই অবিদ্যার লক্ষণ। পণ্ডিতেরা শাস্ত্র সকল রচনা ও মূঢ়দিগের বোধকল্পনা জন্যই এই প্রকারে অবিদ্যার নামকরণ করিয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে আবার অবিদ্যা কি? তিনি স্বয়ংই বিদ্যাময়। ইহারই নাম সাত্ত্বিক যোগ। তুমি স্বত্ত্বপথ অবলম্বন কর; শান্তি ও স্বাস্থ্যরূপ কৈবল্য লাভ করিবে। তখন আর আপনাকে মোহাচ্ছন্ন জ্ঞান হইবে না। চলিতে চলিতে পথ জানা যায়। যে ব্যক্তি চলে না, সে কখন পথ জানিতে পারে না। সেইরূপ, ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, জানিতে পারিবে, না জানিতে ইচ্ছা কর, জানিতে পারিবে না। ব্রহ্মজ্ঞান অতি সহজ। কেননা, যিনি আমি তুমি সকলই, তাঁহাকে জানিতে আবার আয়াস কি?

আপনাকে জানিলেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়! অতএব তুমি বৃথা মোহ ত্যাগ কর। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই অন্ধকার; না মুদ্রিত করিলেই আলোক দর্শন হইবে। ইহাতে আবার বিচিত্রতা ও অসাধ্যকল্পনা কি?

ঊনাশীতিতম সর্গ। (মৃত্যুযোগকথন)।

অর্জ্জুন কহিলেন, লোকে নিয়তিক্রমে কিরূপে কৃতান্তের নিকট অবস্থান ও কিরূপেই বা স্বর্গনরক ভোগ করে?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! বাসনাই পুনর্জ্জন্মের কারণ! বীজ ভর্জ্জিত হইলে, তাহাতে আর অঙ্কুর জন্মে না। সেইরূপ, বাসনার ক্ষয় হইলে, নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়। ইহা সিদ্ধ বাক্য। বাসনাবশেই জীবের দেহ। বাসনাত্যাগ না হইলে, তাহার পরমপদপ্রাপ্তি হয় না। জীব বাসনাবশেই, বায়ুর পুষ্প হইতে গন্ধগ্রহণবৎ, পূর্ব্বদেহ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এবং বাসনাবশেই যোনিপরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে। জীব বহির্গত হইলে, দেহ স্পন্দহীন হয়। তখন ছেদভেদাদি কিছুতেই তাহার কোনপ্রকার চেষ্টার সঞ্চার হয় না। এই জন্যই তাহাকে মৃত বলে। মৃত্যুর পর প্রাণমূর্ত্তি জীব দেহান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক তন্মাত্রাত্মা হইয়া, মন, বুদ্ধি ও অহংকারাদির সহিত অবস্থিতি করে। এইরূপ দেহাদি আকার পূর্ব্বতনবাসনামূলক। সৃষ্টির আদিতে যে যাহা বাসনা করে, সে তাহাই হইয়া থাকে। যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের ধ্বংস হয়, তদ্রূপ শ্রবণ মননাদি রূপ পুরুষকার হইতে প্রাদুর্ভূত অখণ্ড জ্ঞান দ্বারা ঐরূপ পুনর্জ্জন্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে। অতএব বিন্ধ্যাগিরি বিচলিত হইলেও, ধীমান পুরুষ কদাচ পুরুষকার পরিহার করিবেন না। মূঢ় জীবই পৌরুষযত্নের অভাবজনিত বাসনাবশে স্বর্গ নরকাদি দশান্তর ভোগ করে।

অশীতিতম সর্গ। (বাসনাক্ষয়োপদেশ)।

অর্জ্জুন কহিলেন, দেবদেবেশ! কি রূপে এই সর্ব্বনাশকরী, আত্মনাশকরী ও প্রলয়ঙ্করী বাসনার ক্ষয় হয়?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! বাসনা না করিলেই, বাসনার ক্ষয় হয়। ইহা অপেক্ষা বাসনা ক্ষয়ের আর সহজ উপায় কি? আত্ম-জ্ঞানরূপ মহাবোধের উদয় হইলেই, বাসনা লয় প্রাপ্ত হয়। জীবিতা-বস্থায় বাসনাজাল পরিহার ও যথাযথ অবস্থিতি করিয়া, তত্ত্বদর্শনে সমর্থ হইলেই, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যাহার বাসনার ক্ষয় হয় নাই, সে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বথা বদ্ধ। সংকল্পের অভাব হইতে সমুত্থিত প্রবোধ বশতঃ আত্মার যে বাসনাহীন অব্যয়রূপ, তাহাই মোক্ষ।

একাশীতিতম সর্গ। (শান্তিযোগোপদেশ)।

ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! অনর্থ-সংঘটন-সমর্থ বাসনাদি অপার্থ সকল ত্যাগ পূর্ব্বক নিঃস্বার্থ ও কৃতকৃতার্থ হইয়া, পরমার্থ পর্য্যা-লোচনা কর। শেষের উপায় না ভাবিলে, পুরুষের ক্লেশের সীমা থাকে না। যেখানে ভ্রান্তি, সেই খানে অশান্তি। অতএব অভ্রান্ত হইয়া, একান্ত নিশ্চিন্ত ও অত্যন্ত শান্তস্বরূপ পরম পদে বিশ্রান্ত হও। সংসারে সর্ব্বদা ক্ষুণ্ণ, বিপন্ন, অবসন্ন বা ভগ্ন ও মগ্ন ভাবাপন্ন হইয়া বাস করা কোন মতেই যুক্তিসম্পন্ন নহে। শ্রেয়স্কর পথ আশ্রয় না করিলে, মনোরথসিদ্ধি দুষ্কর হইয়া থাকে। বাসনাদি দোষ সকল সাক্ষাৎ মহাপাতক ও মূর্ত্তিমান্ নরক স্বরূপ যেরূপ দুঃখজনক, সেই-রূপ শান্তিহারক। ইষ্টানিষ্টভেদবিশিষ্ট ব্যক্তি কখন হৃষ্ট বা সন্তুষ্ট হইয়া, অভীষ্ট ভোগে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত, ক্লিষ্ট ও বিমৃষ্ট হইয়া নিষ্পিষ্টের ন্যায়, ম্রিয়মাণ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে সত্য, পরমার্থ, তত্ত্ব ও পুরুষত্ব, সেই খানেই পুরুষার্থ, সর্ব্বাধিপত্য ও পরম

প্রভুত্ব, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দিগ্ধত্ব নাই। তুমি সত্যতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, ভুর্ত্তবৎ ও হতচিত্তবৎ বিষয়ে মত্ত হইয়া আছ। সেই জন্য মোহ, ব্যামোহ ও দুরাগ্রহ প্রভৃতি দুর্ব্বিষহ দোষসমূহ অহরহ ভয়াবহ যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক তোমাকে একান্ত অসহ্য করিয়া তুলিয়াছে। হায়! কি কষ্ট; যাহা অভীষ্ট, তাহা তোমার বিশিষ্টরূপ মনঃকষ্ট বিধান করে এবং যাহা অনিষ্ট, তাহাই তোমার ইষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ মধ্যে গণ্য হইয়াছে! তুমি মতিমান্, ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, গৃহ্যমাণ হইয়া থাক। অতএব বল দেখি, এই যে বলবীর্য্যশক্তিমান্ যোদ্ধৃবর্গ দৃশ্যমান হইতেছে, ইহারা কি ত্বৎকর্ত্তৃক হন্যমান হইবে? কখনই না। কেননা, আত্মা নিত্য বিদ্যমান ও স্থিতিমান্। এই জন্য কখন মধ্যমান, দহ্যমান, ছিদ্যমান, ভিদ্যমান বা কোনরূপে ম্রিয়মাণ হন না। অতএব তুমি কি জন্য ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইতেছ? দৈন্য ও মনোমালিন্য ত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কাশূন্য হইয়া, স্বকার্য্য সম্পন্ন কর।

আত্মপদই পরমপদ। যদি পদে পদে বিপদে পতিত হইয়া, স্বপদে বঞ্চিত হইতে অভিলাষ না হয়; যদি সম্পদ ও পরম পদ লাভ করিয়া, নিরাপদ শান্তিভোগে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও সর্ব্বথা সদ্বৃত্তসমন্বিত হইয়া, সেই নিত্য সত্য পরমাত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হও, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল সর্ব্বত্র একাধিপত্য ও পরম প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হইবে। যেখানে বিষয়, সেই খানেই সংশয়। দুরাশয় লোক নিয়তই ঐরূপ নিশ্চয় পরিহার পূর্ব্বক দুরত্যয় ক্ষয়দশায় পতিত হয়।

দ্বাশীতিতম সর্গ। (সত্যতত্ত্বোপদেশ)।

ভগবান্ কহিলে, অর্জ্জুন! বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলেই, তোমার বন্ধদুঃখপরিহার, জীবন্মুক্তিলাভ ও অন্তর পরম শীতল হইবে এবং তৎসহকারে শোক, তাপ, বিষাদ, অবসাদ তৎক্ষণে

বিগলিত হইবে। অতএব তুমি ইষ্টানিষ্টসংকল্প ও রাগ ত্যাগ করিয়া, দৈনন্দিন ব্যবহারক্রমে সমাগত অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সকল ও যাগাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সমস্ত অনুষ্ঠান কর। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখন কোন বিষয়ে কোনরূপ মনন করেন না; ইষ্ট বা অনিষ্ট যাহা সমাগত হয়, অবিকৃত চিত্তে তাহাই ভোগ করেন।

জীবন্মুক্ত পুরুষগণের ইন্দ্রিয়গ্রাম মনের সহিত বিষয় হইতে বিরত হইয়া, হৃদয়স্থ পরমাত্মাতে নিশ্চল হইয়া, অবস্থিতি করে। কোনরূপ বাহ্য বিষয় আর তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না। এই জন্য, তাঁহাদের শোক, তাপ বা অবসাদ নাই।

এই জগৎ, ঐন্দ্রিয়জালিক চিত্রস্বরূপ। মনই এই চিত্রের কর্ত্তা। অতএব মনকে সমূলে উন্মূলিত কর।

ত্র্যশীতিতম সর্গ। (মনোরাজ্য)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! বিবিধকামনাশীল চঞ্চল চিত্ত, চিত্রকরের ন্যায়, এই ত্রিলোকরূপ চিত্তপুত্তলিকার রচনা করিয়াছে। হিমাচল ইহার দেহ, মেঘ সকল কেশপাশ, চন্দ্র সূর্য্য লোচনযুগল, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শাস্ত্র বস্ত্রযুগ্ম, সপ্ত পাতাল জানুজংঘাদি সপ্ত অঙ্গ, হরি হর ব্রহ্মা ও ইন্দ্র বাহুচতুষ্টয়, সত্ত্বগুণসমন্বিত বিবেক ও বৈরাগ্য কুচদ্বয়, শেষাদিব্যালবেষ্টিত মহীতল আসন; গোরোচনাদি বর্ণ সকল পত্ররচনা, মহাভুবন উদর, বিদ্যুৎ দশনরাশি, চতুর্দ্দশবিধ ভূতজাতি রোমাঞ্চন, এবং সাক্ষিচৈতন্য উহার নৃত্যশালার প্রদীপ স্বরূপ।

ফলতঃ, মন হয়কে নয় করে, এবং নয়কে হয় করিয়া থাকে। ইহা জানিয়া তুমি সংকল্প ত্যাগ কর। এবং একমাত্র ব্রহ্মকেই সার ও সর্ব্বাশ্রয় ভাবিয়া, তৎস্বরূপ হও! সংকল্পত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের বিষয় আর কি আছে বা হইতে পারে? যাঁহাদের চিত্ত নাই, তাঁহাদেরই সকল আছে। তোমার যদি সম্পদ লাভে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, চিত্তশূন্য হও। যাহা কেবল পদ, তাহাই সম্পদ।

নতুবা, ধনজনবিভবাদির বিস্তার বা প্রাচুর্য্যকে সম্পদ বলে না ঐরূপ সম্পদ সম্পদের ছায়ামাত্র বা নাম মাত্র। যাহা অপার দু হেতু, তাহাই চিরদুঃখের সেতু। ইহা ভাবিয়া তুমি সঙ্কল্প ত্যা করিয়া, বংশের কেতুস্বরূপ হও।

চতুরশীতিতম সর্গ। (জাগতিক গতিবর্ণন)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! সংসারের পর সংসার আসিতেছে সুতরাং ইহা শূন্য হইতেও শূন্যতম। তুমি কি কখন ব্রহ্মের জ মৃত্যু শুনিয়াছ? ব্রহ্ম অবিনাশী; জগৎ তাঁহার আভাস মাত্র। এ জন্য ইহা আগমাপায়বিশিষ্ট। লোকে যেমন স্বপ্ন দেখে, ইহাও তদ্রূপ। ইহা অকালস্বপ্নের কল্পনা। স্বপ্নে যেমন ক্ষণমধ্যেই লোকের উদয় ও প্রলয় হয়; ইহাও তদ্রূপ। আকাশ ও স্বপ্ন যেমন কিছুই নহে, মন ও মনের কল্পিত জগৎ সেইরূপ অসত্য। তত্ত্ব দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, ইহার অসত্যতার স্পষ্ট প্রতীতি হয়।

এই রূপে এই জগৎ কিছুই নহে; তুমিও কিছুই নহ। সকলই কল্পনামাত্র। অতএব কে কাহার জন্য শোক করিবে? সকলই মরিয়া আছে, কেহই বাঁচিয়া নাই। অতএব কেই বা কাহাকে বধ করিবে? এই প্রকার বিচার করিয়া, তুমি স্বকার্য্যসাধনে সমুত্থিত হও। বৃথা অনুতপ্ত হইও না।

তুমি স্বয়ং অনুভবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব তোমার সুখ দুঃখ কোথায়? তুমি সুখেও হর্ষিত হইও না, দুঃখেও কর্ষিত হইও না; যাহা আছে, তাহাই থাক। স্বপদ অপেক্ষা সাক্ষাৎ শান্তি আর কি আছে বা হইতে পারে? আমি প্রকৃততত্ত্ব উপদেশ করিলাম।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ। (পুরুষার্থযোগোপদেশ)।

ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রম করিয়া তুমি

রিণামে বঞ্চিত হইও না ! এই জগৎ শূন্য স্বরূপ। ইহাতে তোমার হন্তা কি ? বাসনা রজ্জুর ন্যায় এই জগৎকে বেষ্টন করিয়াছে। াদর্শে প্রতিবিম্ব যেমন ; এই জগৎ ব্রহ্মে তেমন প্রতিষ্ঠিত। ইহার াধার নাই। এই জন্য ইহা ছেদভেদাদির অবিধেয়। আবার, খন সমস্তই ব্রহ্ম, তখন কেই বা কাহারে কি প্রকারে ছেদভেদাদি রিবে ?

এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে, বাসনাজাল বিগলিত ও পরম-রুষার্থ-প্রাপ্তি-যোগ সংঘটিত হয়। যাহার দেহে বাসনাবীজ বিদ্য-ান, সে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সর্ব্বথা বদ্ধ। বাসনাবীজ নিঃশেষে গ্ধ হইলে, আত্মার বন্ধন মুক্ত ও তৎসহকারে পুরুষার্থসাক্ষাৎকার ংঘটন হয়। অতএব তুমি বাসনা বিসর্জ্জন ও এই ভগবদ্গীতারূপ রমপাবন সদুপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক মোহত্যাগ ও বন্ধু বান্ধবাদি োয় পরিহার করিয়া, শান্তচিত্ত ও নির্বৃতিসম্পন্ন হও।

ষড়শীতিতম সর্গ। (অভয়যোগোপদেশ)।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন ! তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তোমার হৃদয়ে দি রাগাদি বৃত্তিসকলের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তোমার াসনাজাল বিচ্ছিন্ন ও চিত্ত শান্তভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐরূপ সত্ত্বভাব-বিশিষ্ট পুরুষই প্রত্যেক্-চেতন-নামধেয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। জগতের কহই সেই পদ বিদিত নহে। ঐ পদ সঙ্কল্পবর্জ্জিত ও আভাসস্বরূপ বং একান্ত দুষ্প্রাপ্য। যাহা সকলের অতীত, যাহা চিৎস্বভাব লিয়া পরম বিশুদ্ধ এবং যাহা সঙ্গরহিত, এই কারণে অণুর ন্যায় কান্ ব্যক্তি তাহা দর্শন করিতে পারে ? ঐ পদ প্রাপ্ত হইলে, এই শ্যমান বিশ্ব তৎক্ষণে লয়প্রাপ্ত হয়। বরাকী মূঢ়া বাসনা উহার কি রিতে পারে ? বাসনার লয় হইলে, আত্মমল বিনিষ্কাশিত ও তৎ প্রভাবে মনের শুদ্ধি সমাগত হয়। তখন অবিদ্যার লয় হইয়া থাকে। বং আত্ম দ্বারা আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত না হয়, তাবৎ এই অবিদ্যা

বিবিধ আকারে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। তুমি আত্মাকে দ... করিয়াছ। অতএব অভিমত কামনা পরিহার ও অহংস্থিতি বাস... বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সংসার বন্ধন শিথিলিত করিয়া, নিবৃত্তিরূপ মন্ত্রযু... সহায়ে সমুদায় অনর্থের ও সমুদায় ভয়ের বহির্ভূত হও। এ... আমিই ভগবান্, এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া, সচ্ছন্দে বিরাজ কর

সপ্তাশীতিতম সর্গ। (আত্মস্বরূপকথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! ভগবান্ নারায়ণ এই প্রকার কহিলে অর্জ্জুন সর্ব্বসন্দেহবিরহিত ও সর্ব্বশোকবিবর্জ্জিত হইয়া, বিষাদ-পরিহারপুরঃসর, শরাসন গ্রহণ করিয়া, রণলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং গজ, বাজী ও সারথিদিগকে ক্ষতবিক্ষত, পৃথিবীকে রুধিরসলিলে প্লাবিত, শরনিকরে আকাশ আচ্ছাদিত ও সূর্য্যদর্শন বিরহিত করিলেন। অনঘ! তুমিও অর্জ্জুনের ন্যায়, অঘমর্ষিণী দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মাত্ম ও নিঃসঙ্গ হইয়া, অবস্থিতি কর। যিনি সকল বস্তুর আধার ও প্রকাশক, সমুদায় বস্তু যৎস্বরূপ, এবং যিনি সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বময়, তিনিই পরমাত্মা, জানিবে। সেই আত্মা দূরে ও নিকটে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করেন। অতএব তিনি তোমাতেও অবস্থিতি করিতেছেন। কখন তোমা হইতে দূরে নাই। তুমি তন্নিষ্ঠ ও তন্নির্ভর হইয়া সর্ব্বসংশয়বিমুক্ত ও সর্ব্বশোকবহিষ্কৃত হও। অনর্থক প্রীতিস্নেহমমতার বশীভূত হইও না, এবং সেই প্রীতিস্নেহমমতার নাট্যস্থলী অসার সংসারে বদ্ধ হইয়া, আত্মভ্রংশরূপ মহা দুঃখে পতিত হইও না।

আমি তোমায় বারম্বার বলিয়াছি, আত্ম-পদই পরম পদ। নিরাপদ হইবার অভিলাষ থাকিলে, সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বপ্রযত্নে উহাই আশ্রয় কর। বৃথা সংসার-মায়ায় বদ্ধ হইও না। যথা-প্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। কিছুতেই আসক্ত হইও না। আসক্তির পরিণাম অতি ভয়াবহ। তুমি অবিনাশী আত্মা, সুতরাং সুখদুঃখের বহিষ্কৃত।

ইহা যেন তোমার মনে থাকে। তাহা হইলেই বৃথা শোক দুঃখ তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

অষ্টাশীতিতম সর্গ। (আত্মপদবিনির্ণয়)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবান্! আপনার অনুগ্রহে আমার আশয় অতিমাত্র উজ্জ্বল ও মন মহামোহমিহিকামুক্ত হইয়াছে। পুনরায় পরমপাবন পরমাত্মকথা কীর্ত্তন করিয়া, আমারে অনুগৃহীত ও উপকৃত করুন। আমি আপনার একান্ত অনুগত।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহা প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা, মহিমার মহিমা, ও দৃষ্টির দৃষ্টি, তাহাই ব্রহ্ম। এবং ব্রহ্মই বিজ্ঞান, ব্রহ্মই শূন্য, ব্রহ্মই শ্রেয়, ব্রহ্মই শিব, ব্রহ্মই শান্তি, ব্রহ্মই জগতরূপ গৃহের দীপ, ব্রহ্মই মরীচির তীক্ষ্ণতা, ব্রহ্মই পদার্থের পদার্থতা ব্রহ্মই অনুত্তম তত্ত্ব, এবং ব্রহ্মই মুক্তদিগের হৃদয়াকাশে বাস করেন। তত্ত্ববিচারপরায়ণ পুরুষগণ সর্ব্বত্র সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। তদিতর ব্যক্তিরা একমাত্র জগদ্ভাব অবলোকন করিয়া থাকে। অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে বিচারপরায়ণ হও। বিচারশীল ব্যক্তি কোন কালেই অবসন্ন হন না।

উনননবতিতম সর্গ। (বিভূতিসোপোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! চিদ্‌ঘন পরম পদ এইরূপে বিরাজমান হইতেছেন। হরি হর ও ব্রহ্মাদি মহেশ্বরগণ তাঁহাতেই অবস্থানপূর্ব্বক স্ব স্ব বিভূতিসহায়ে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। লোকসকলও তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। সেই অপার ও অসীম স্বরূপ, পরমাকাশরূপী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে, মৃত্যু বা বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না। তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ভাবনাও মুক্তি বিধান ও আত্মার প্রসাদ সমাধান করে। ঐরূপ ভাবনা-

পরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই মুক্তচিত্ত এবং তৎপ্রযুক্ত সংসারে ব্যাপৃত হইলেও; কখন সন্তাপ ভোগ করেন না।

সেই ব্রহ্মই সত্তাসামান্যরূপ পরমতত্ত্বস্বরূপ। তিনিই সকল দেহে অবস্থানপূর্ব্বক পান, ভোজন ও বাস করেন। তিনিই জাগ্রৎ ও স্বপ্নসময়ে গ্রহণ এবং সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে হনন করিয়া থাকেন। তিনি আদ্যন্ত-রহিত, এবং সর্ব্বগ। তিনি অবস্থিতি করিয়া, বোধ-মাত্র. সহায়ে সমুদায় উপার্জ্জন করেন। তিনিই অখিল বস্তুতত্ত্ব। তুমি তাঁহাকেই ভাবনা কর, তাঁহাকেই আশ্রয় কর, তাঁহাকেই ভজনা কর, এবং তাঁহাকেই স্মরণ কর।

নবতিতম সর্গ। (প্রত্যগাত্মাববোধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তিনি প্রতিদেহে চৈতন্যরূপে, সত্তারূপে ও প্রকাশরূপে বিরাজমান; এই জন্য তাঁহাকে প্রত্যকচৈতন্য নামে নির্দ্দেশ করে। তিনিই আকাশের আকাশতা, কায়ের কায়তা, ভূমির ভূমিতা ও জলের জলতা। তিনিই বায়ুতা হেতু বায়ুতে, তেজস্ত্ব হেতু তেজে, বুদ্ধিতা হেতু বুদ্ধিতে, মনস্ত্ব হেতু মনে, অহ-ঙ্কৃতিতা হেতু অহঙ্কারে, চিত্ততা হেতু চিত্তে, বৃক্ষতা হেতু বৃক্ষে; ঘটতা হেতু ঘটে, পটতা হেতু পটে, স্থাবরত্ব হেতু স্থাবরে, উপলত্ব হেতু উপলে, চেতনত্ব হেতু চেতনে, অমরত্ব হেতু অমরে, মনুষ্যত্ব হেতু মনুষ্যে, কালত্ব হেতু কালে, ক্রটিত্ব হেতু ক্রটিতে, ক্ষণত্ব হেতু ক্ষণে, নিমেষত্ব হেতু নিমেষে ও লবত্ব হেতু লবে বিরাজ করিতেছেন। তিনি মৃত্যুরূপে মৃত্যুতে, জরা রূপে জরায়, যৌবনরূপে যৌবনে বাল্যরূপে বাল্যে, উৎপত্তিরূপে উৎপত্তিতে ও বিনাশরূপে বিনাশে; ফলতঃ তিনি সকল রূপে সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন। কোন পদার্থই তাঁহা হইতে ভিন্ন বা বিরহিত নহে। অতএব তাঁহাকে পাইবার আর ভাবনা কি?

তাত! আমিই চিৎ স্বরূপে জগজ্জাল কল্পনা করিয়া, বিবিধ

বিলাসে সতত বিরাজ করিতেছি। সমস্তই আমার বিভূতি। আমা ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। এই প্রকার বিচারপুরঃসর শান্তমতি হইয়া ীয় মহিমায় অবস্থিতি কর।

একনবতিতম সর্গ। (জগৎস্বপ্ন-কথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন রঘূদ্বহ! এই ত্রিলোকী মধ্যে এমন কোন্ বস্তু আছে, যাহা ভ্রমাত্মক নহে? শিলোদরে পর্ব্বত যেমন সম্ভব নহে, অথবা, আকাশে নগরস্থিতিও যেমন সম্ভব নহে, এই জগতের সত্তা ও তদ্রূপ অসম্ভব। অতএব তুমি কি আশয়ে ও কি বিশ্বাসে ইহার কোন্ বস্তুতে কি প্রকারে আসক্ত হইতে পার? সৃষ্টির পর সৃষ্টি, যুগের পর যুগ ও কালের পর কাল গত হইতেছে। এই যাহাকে দেখিতেছি, পরক্ষণে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। অতএব কাহার প্রতি আর আশ্বাস বদ্ধ হইতে পারে? নিমেষে নিমেষে, পলকে পলকে, ও ক্ষণে ক্ষণে বস্তু সকলের ক্ষয় হইতেছে। একদিন একক্ষণের জন্যও ইহার বিরাম নাই। হায়, কি কষ্ট, তথাপি মানুষের চেতনা নাই! সে লোলুপ হইয়া, মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া, বিষয়ের পর বিষয় সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সে সকল বিষয় কিয়দ্দিনের জন্য অথবা কিয়ৎক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইয়া থাকে! অতএব তাহাতে আর আবশ্যকতা কি?

তুমি যেমন কিয়দ্দিনের জন্য আসিয়াছ, আমিও তেমন কিয়দ্দিনের জন্য আসিয়াছি। ইহা বিচার করিয়া, আত্মাতে আত্মসমর্পণ কর।

দ্বিনবতিতম সর্গ। (ভিক্ষুর উপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! এ বিষয়ে এক মনোরম আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন স্থানে এক ভিক্ষুক ছিলেন। তিনি

শম, দম, বৈরাগ্য ও মননাদি সম্পন্ন এবং সমস্ত দিন তদনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে যাপন করিতেন। সমাধির অভ্যাসবশে তদীয় বিশুদ্ধ চিত্ত ক্ষণকাল পরম উদার ভাবে পরিণত হইত।

একদা তিনি সমাধির অবসানে আসনে আসীন হইয়া, এক মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সংসার অপার সাগরের ন্যায়, প্রবাহিত হইতেছে। আমি ইহাতে বুদ্বুদের ন্যায় কে? কোথা হইতেই বা আমার উৎপত্তি হইল? এই সকল বস্তুই বা কি? ইহারা কি আমার? আমিই বা কি ইহাদের? আমি পূর্ব্বে কি এই আমিই ছিলাম? এই সকল বস্তুও কি এইরূপ ছিল? আমি কি চিরকালই আমি বা এইরূপ থাকিব? এই সকল বস্তুও কি এইরূপ থাকিবে? ইহাদের সহিত আমার সম্পর্ক কি? যদি কিছু সম্পর্ক থাকে, তবে তাহা হইলে কয়দিনের জন্য? আমি না থাকিলে, কি এই সকল থাকিবে না? আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, ইহারাও কি সেখান হইতে আসিয়াছে? আমি পুনরায় যেখানে যাইব, ইহারাও কি সেইখানেই যাইবে? আমিই বা কোথায় যাইব? আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, সেস্থান কিরূপ? আমার কর্ত্তা কে? সেই কর্ত্তাই বা কিংস্বরূপ? আমি যে এই কালমহার্ণবে ফেনের ন্যায় ভাসিতেছি, ইহাই বা কি?

ইত্যাকার চিন্তা করিতে করিতে দিব্যজ্ঞানবলে তাঁহার সমুদায় বিষয় ও সমুদায় ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হইল। তখন তিনি বর্ত্তমান দেহেই মুক্তি লাভ করিলেন। তাত! তুমিও ভিক্ষুর ন্যায় বিচারসম্পন্ন হও। আশু মুক্তিলাভ করিবে।

ত্রিনবতিতম সর্গ। (সংসারযোগোপদেশ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া, মন পরিতৃপ্ত হইল না। অতএব বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! একদা তিনি চিন্তাবশে মনে করিলেন, আমি লীলার্থ ইত্বর পুরুষত্ব ভাবনা করি। এই প্রকার চিন্তানন্তর

তিনি তৎক্ষণাৎ পামর পুরুষান্তর ভাব পরিগ্রহ করিলেন। পরে, আমি আমি জীবিট হইব, চিন্তা করিয়া, জীবটরূপে কোন পুরবীথীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় পানীয়পানে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, শয়ন করত স্বপ্নে আপনাকে ব্রাহ্মণরূপে, দর্শন করিলেন। অনন্তর একদা আপনাকে সামন্তরূপে, অনন্তর দিগবলয়পালনপ্রবৃত্ত নরপতিরূপে, অনন্তর সুররমণীরূপে, অনন্তর মৃগরূপে, অনন্তর লতারূপে, অনন্তর বিহঙ্গরূপে, অনন্তর ফলপুষ্পশালিনীকুঞ্জগৃহবিলাসিনী বল্লীরূপে, অনন্তর আপনাকে ভ্রমররূপে, দর্শন করিলেন। তিনি সেই ভ্রমর অবস্থায় তরুণী রমণীতে বল্লভের ন্যায় প্রফুল্ল পদ্মিনীতে বিম্বাধরসদৃশ সুস্বাদু কুসুমমধু পান করিয়া, মুক্তালতাবৎ পরমবিলসিত পুষ্পসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া ব্যসন জন্য পদ্মনালে সংলগ্ন হইলেন। মূঢ়েরা মনোহর বস্তু সকলের বিনাশ জন্য স্বভাবতঃ সাতিশয় চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। এই কারণে কোন হস্তী কর্ত্তৃক একদা ঐ নলিনী মর্দ্দিত হইলে, ভ্রমর তদীয় নালের সহিত সেই হস্তীর দশনান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রীহির ন্যায়, চূর্ণ হইয়া গেল। তদবস্থায় সেই ভ্রমর আপনাকে হস্তী ভাবনা করিয়া তৎক্ষণে হস্তী রূপে দর্শন করিলেন। অনন্তর সেই হস্তী কোন রাত্রিযুদ্ধে প্রাণপরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্বসংস্কারবশে পুনরায় ভ্রমররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ পদ্মিনী সকাশে সমাগত হইল। অবুদ্ধ ব্যক্তিরা কোন রূপেই বাসনার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। সেই ভ্রমর পুনরায় হস্তীর পদে দলিত ও পূর্ব্ববৎ নিষ্পিষ্ট হইয়া, পদ্মিনীর পার্শ্বস্থ কলহংসসংবিত্তি দ্বারা কলহংসস্বরূপ পরিগ্রহ করিল। অনন্তর ভাবনাবশে ব্রহ্মার বাহন হংস স্বরূপে সমুৎপন্ন হইয়া; সেই ব্রহ্মার উপদিষ্ট বিবেক, বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানাদির সহায়তায় প্রবোধ সঞ্চারিত ও লৌকিক দৃষ্টি বিগলিত হইলে, জীবন্মুক্তি লাভ করিলেন।

———

চতুর্নবতিতম সর্গ। (আত্মগীতা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অনন্তর সেই ভিক্ষু কোন সময়ে ব্রহ্মার সহিত রুদ্রলোকে গমন করিয়াছিল। তথায় রুদ্রকে দর্শন করিয়া, আমি রুদ্র হইব, এই প্রকার নিশ্চয় তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইলে, তিনি কলেবরপরিহারপুরঃসর তৎক্ষণে রুদ্রময়বপু হইলেন। অনন্তর তিনি জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য বলে প্রকৃত রুদ্রসাদৃশ্য লাভ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! এই মায়া কি বিচিত্র! ইহার প্রভাবে সমুদায় বিশ্ব বিমোহিত হইয়া আছে। ইহা মিথ্যা হইলেও সত্য স্বরূপ। প্রথমে আমি চিৎস্বরূপ ছিলাম। পরে, বহু হইব, মনে করিয়া, সৃষ্ট জীবরূপে পরিণত হই। অনন্তর জন্মান্তরে ভিক্ষু রূপে অবতরণ করি। মনে যখন যে সংকল্প বদ্ধমূল হয়, তখন তাহাই হইয়া থাকে। আবার, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্তরে দ্বিজভক্তি বলবতী হওয়াতে, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া, জন্মগ্রহণ করিলাম। পুনশ্চ, চিন্তা ও অভ্যাসবশে আমি সামন্ত হইলাম। অনন্তর ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে রাজা হইলাম। অনন্তর কামের প্রবলতা হেতু আমার সুরস্ত্রীজন্ম লাভ হইল। অহো! জন্তু সকল দুঃখ জন্যই জন্ম গ্রহণ করে! মৃগলোচনে লোলুপতা প্রযুক্ত চঞ্চল-রঞ্জিত-নয়নশালিনী মৃগী রূপে আমার জন্ম হইল। অনন্তর লতা ভাবনা করিয়া, তদবস্থায় আমি লতা হইলাম। অনন্তর ভ্রমর ভাবনা করিয়া, আমার-ভ্রমরযোনি লাভ হইল। তদবস্থায় এই পাপ সংসারে কতই ভ্রমণ করিয়াছি! পুষ্পে পুষ্পে মধু অন্বেষণ করিয়া, কতই পরিশ্রম হইয়াছে! কণ্টকে কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, কতই ক্লেশভোগ হইয়াছে! সে সকল মনে করিলেও, কলেবর কম্পিত ও হৃদয় বিদলিত হয়।

বুঝিলাম, যাহারা আত্মাকে চিন্তা না করে, তাহাদের এইরূপ হইয়া থাকে। সংসারে স্বার্থের অনুরোধ অতীব ভয়ানক। যেখানে স্বার্থ, সেই খানেই নানাপ্রকারে বন্ধন। জীব যে বহু জন্ম

ভোগ করে, স্বার্থচিন্তাই তাহার কারণ। আত্মাকে চিন্তা করিলে, আত্মময় হওয়া যায়। আত্মময় হইলে, আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

পঞ্চনবতিতম সর্গ। (বিবিধ চিন্তা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সেই রুদ্ররূপী ভিক্ষু পুনরায় চিন্তা করিলেন, লোকে যে এই সংসারসম্ভ্রমে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে, মনই তাহার এক মাত্র কারণ। আমি এই মনের দোষেই সংসাররূপ গহন অরণ্যে বিবিধ বেশে ভ্রমণ করিতেছি। এবং কখন পদ্মবনে হংস, কখন বিন্ধ-কচ্ছে মাতঙ্গ ও কখন বা গহন বিপিনে হরিণ হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ যোনি ভ্রমণে আমার অনন্ত যুগ, অনন্ত বর্ষ ও অনন্ত ঋতু অতিবাহিত হইয়াছে। আমি প্রথমে পরমপদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভিক্ষুযোনিতে অবতরণ করি! পরে প্রমাদবশতঃ আমার জঘন্য যোনিপরম্পরাভোগ হয়।

সাধুসঙ্গ না হইলে, জীবের অশুভ বাসনার অভ্যাস বিদূরিত হয় না। এই অসন্ময়ী জগদাকার ভাবনা কেবল কৌতুকের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং, ইহার দ্বারা কোনরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমি প্রবোধদৃষ্টির সহায়তায় আত্মার সহিত আত্মাকে একীভূত করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিতি করি। একমাত্র চিৎই সত্য, নিত্য, অবিকৃত ও সর্ব্বস্বরূপ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এইপ্রকার চিন্তান্তে তিনি আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিয়া, স্বস্বরূপে অবস্থিতি করিলেন। ফলতঃ একমাত্র সম্বিদই বিচিত্র চেষ্টা সহায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাহাতেই এই আকাশ, এই পৃথিবী, এই সংসার, এই বহুবিধ জীব, ইত্যাদি বিধানে এই দৃশ্যমান বিশ্ব জগতের আবিষ্কার ও বিস্তার হইয়াছে।

ষন্নবতিতম সর্গ। (চিত্তত্ত্ব নিরূপণ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! ইহার পর সেই জীবট ব্রাহ্মণ, সে হংস ও সেই ভিক্ষুশরীর প্রভৃতির কি হইয়াছিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রুদ্র তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা স্বস্ব স্থানে গমন ও তথায় কিয়ৎকাল যাপন পূর্ব্বক পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলে, সেই জীবট ব্রাহ্মণাদি সকলেই স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল সংসার ভোগ করিয়া, কাল সহকারে রুদ্রলোকে সমাগত ও উৎকৃষ্ট গণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইলেন। কোন কোন সময় তাঁহাদিগকে তারকাকারে আকাশমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! তারকা সকল কি পুণ্যাত্মাগণের প্রতিকৃতি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! এই একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র এক একটী পুণ্যাত্মার স্বরূপ। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা সতত সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য লোকের দৃষ্টিপথে ইহাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, লোকে এই সকল দর্শনপূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমার অপর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সেই জীবট ব্রাহ্মণাদি সকলেই সঙ্কল্পরূপী। অতএব কিরূপে সত্যতা প্রাপ্ত হইল? দেখুন, সঙ্কল্প কখন সত্য নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তুমি বিশেষবিচারপূর্ব্বক সঙ্কল্পের সত্যতাজ্ঞান ত্যাগ কর। দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই মিথ্যা। কেবল বাসনাকারে চিত্তের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠীত আছে।

সপ্তনবতিতম সর্গ। (ব্রহ্মনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দেহী অপরিচ্ছিন্ন হইলেও মোক্ষপর্য্যন্ত পরিচ্ছিন্নের ন্যায়, আকুল হইয়া, অবস্থিতি করেন। আমি ভিক্ষুকের

পাখ্যান দ্বারা জীবগণের এইপ্রকার গতি তোমার নিকট কীর্ত্তন রিলাম। ফলতঃ, পর্ব্বতাগ্র হইতে পরিভ্রষ্ট উপলখণ্ড যেমন অধঃ-তিত হয়, জীব তদ্রূপ সেই পূর্ণ হইতে প্রস্পন্দিত হইয়া, মোহ হইতে মোহান্তরে গমন পূর্ব্বক অধঃপতিত হইয়া থাকে। এই রূপে পরমাত্মপরিভ্রষ্ট জীবই উল্লিখিতরূপ দৃঢ় স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরদর্শন-পূর্ব্বক কোন কারণে এইরূপ জন্ম দর্শন করেন এবং মায়া দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হইয়া, যাতনা ভোগ করেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে এই ভিক্ষুকের উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন, ইহা কল্পনা কি প্রকৃত ঘটনা, অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুযোগ দ্বারা দর্শনপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! ঐরূপ কোন ভিক্ষু আছে, কি, না, অদ্য রাত্রিযোগে সমাধি দ্বারা তাহা দর্শন করিয়া, প্রাতঃকালে বলিব।

অষ্টনবতিতম সর্গ। (সংসারবৈচিত্রবর্ণন)।

বাল্মীকি কহিলেন, ভরদ্বাজ! সাধুরা স্বভাবতঃ দয়াশীল এবং বলপূর্ব্বক লোকদিগকে প্রবোধিত করেন। এইজন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ পরদিন প্রভাতে পূর্ব্ববৎ সভায় আসীন হইয়া, শ্রীরামের বাক্য প্রতীক্ষা না করিয়া, স্বয়ং প্রেরিত হইয়াই, বলিতে লাগিলেন, রঘুকুলরূপ আকাশের পূর্ণচন্দ্র রাম! আমি সমাধিবলে উত্তরদিকে গমন করিয়া, মনে মনে দর্শন করিয়াছি, বল্মীকনামক জনপদের উপরিভাগে জিননামক শ্রীমান্ জনস্থানে বিশ্বদৃশ্য নামে সমাধিনিরত কপিলকেশ কোন ভিক্ষু বাস করিতেছেন। তিনি কুটীরদ্বারে দৃঢ়রূপে অর্গল বদ্ধ করিয়া, সমাধি আশ্রয় করিয়াছেন। একবিংশতি দিবস এই ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে। ভৃত্য বা বন্ধুবর্গ কেহই ধ্যানভঙ্গ-ভয়ে তথায় প্রবেশ করে না।

পূর্ব্বকল্পেও এইরূপ এক ভিক্ষুক ছিলেন, দেখিয়াছি। অনন্তর-কল্পেও তাদৃশ ভিক্ষুক আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছে। ফলতঃ,

প্রতিকল্পেই এইরূপ ভূরি ভূরি সদৃশ পদার্থের আবির্ভাব ও তি
ভাব হইয়া থাকে। এই যে ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ সভামণ্ড
সমবেত হইয়াছেন, অনেক স্থলেই ইহঁাদের সদৃশ ব্যক্তি আছে
এই নারদের অনুরূপ আচার সম্পন্ন অনেক নারদ সংসারে বির
করিতেছেন। এইরূপ, ব্যাস ও শুক প্রভৃতির ন্যায়, অনেক ব্য
ও শুক থাকিতে পারেন। যেহেতু, এই মায়ার অসাধ্য কিছুই নাই
ইহা কোথাও একরূপে, কোথাও বহুরূপে এবং কোথাও মিশ্ররূ
প্রকটিত হইয়া থাকে। এইজন্য সদৃশ আচার ও সদৃশ জন্মা
সম্পন্ন বহুবিধ জীব দৃষ্ট হয়। ফলতঃ, জলে তরঙ্গের ন্যায়, অত্যন্ত
সদৃশ, অর্দ্ধ-সদৃশ ও ঈষৎ-সদৃশ পদার্থ সকলের জন্ম কখন অসম্ভ
ঘটনা নহে।

নবনবতিতম সর্গ। (ভ্রান্তিবর্ণন)।

মহারাজ দশরথ মুনিনায়ক বশিষ্ঠের বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন,
আমার প্রেরিত লোকেরা সেই ভিক্ষুককে সমাধি হইতে উত্থাপিত
করিয়া, সত্বরে এখানে আনয়ন করুক।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! ভিক্ষু জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার
প্রাণ দেহকে ত্যাগ করিয়াছে। তিনি আর সংসারের নহেন।

বাল্মীকি কহিলেন, তিনি একমাস কুটীরের অর্গল মুক্ত করিতে
নিষেধ করিয়াছিলেন। ভৃত্যেরা মাসের শেষদিবস বলপূর্ব্বক অর্গল
মুক্ত করিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল।
তখন তাঁহার অন্তকাল উপস্থিত। তাঁহারা তদীয় দেহ তৎক্ষণে
নিষ্কাশিত করিয়া, জলে নিক্ষেপ করিল, এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা
তাঁহার প্রতিকৃতি স্বরূপ এক শিলাপ্রতিমা সেই কুটীরমধ্যে প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিল।

শততম সর্গ। (মৌনস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তুমি সমস্ত কল্পনা ত্যাগ ও সুষুপ্ত মৌন শ্রয় করিয়া, পরম পদে অবিচলিত অবস্থিতি কর।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সুষুপ্ত মৌনশব্দের অর্থ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মুনিগণের মতে মৌনী দ্বিবিধ; প্রথম কাষ্ঠতপস্বী দ্বিতীয় জীবন্মুক্ত। যিনি আত্মতত্ত্বের পর্য্যালোচনপরিহারপূর্ব্বক ় নিশ্চয় সহকারে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়গ্রাম ্ করেন, তাঁহাকে কাষ্ঠতপস্বী কহে। আর, যিনি নিরতিশয় ানন্দরসের আস্বাদ প্রযুক্ত অন্তরে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব রিয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন সংসারের কিছুতেই যিনি বদ্ধ বা লিপ্ত হন, তাঁহার নাম জীবন্মুক্ত বা মুক্তমুনি। এই প্রকার শান্তভাবা- ন্ন মুনিদ্বয়ের যে অবস্থা, তাহাকে মৌন কহে। মৌনবিদ্ ্যক্তিগণের মতে মৌন চারিপ্রকার। যথা, বাঙ্মৌন, অক্ষমৌন, কাষ্ঠমৌন ও সুষুপ্তমৌন। তন্মধ্যে, বাক্যরোধের নাম বাঙ্মৌন, লপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রোধের নাম অক্ষমৌন, ত্যাগের নাম কাষ্ঠমৌন এবং পরমাত্মভাবে অবস্থিতির নাম সুষুপ্ত মৌন। কেহ কেহ মনোমৌন নামে অন্যতর মৌন নির্দ্দেশ করেন। মনোমৌনশালী কাষ্ঠতাপস আত্মাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়, সাক্ষীমাত্র দর্শন করেন। উল্লিখিত ত্রিবিধ মৌনী প্রস্ফুরিত চিত্তে লীলাসহকারে পূর্ণাত্মাতে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, এবং সচ্চিদানন্দের বিলাসবোধপ্রযুক্ত তাঁহা- দের হেয় বা উপাদেয় জ্ঞান তিরোহিত হয়।

সুষুপ্ত মৌনের আবির্ভাব হইলে, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ সঞ্চার ভেদে প্রাণ সংযমিত হয় না, ইষ্টলাভে হর্ষ ও তদ্বিরোধে কোনরূপ গ্লানি বা বিমর্ষ জন্মে না, এবং এই নানাত্ববিস্তার তাঁহার উপরি প্রভুত্ব করিতে পারে না। যাহা দ্বারা এই নানাত্বভ্রমময় জগতকে বুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্বরূপে জানা যায়, তাহার নাম সৌষুপ্ত মৌন। এই বিশ্বজগৎ সেই বিশ্বস্বরূপ পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত;

এই প্রকার জ্ঞানই সৌষুপ্ত মৌন। সকলই শূন্যস্বরূপ, সুতরাং এই সমস্ত বস্তু নাই, এইরূপ শান্তিচিত্ততাই সৌষুপ্ত মৌন। সৎ বা অসৎ কিছুই নাই; সকলই নিরালম্ব স্বরূপ, জীবন্মুক্ত দশায় এইরূপে অবস্থান করাই উত্তম মৌন। আমি নাই, অন্যও কিছুই নাই, মন নাই, কল্পনাও নাই, এই প্রকার জ্ঞানই অতিমৌনিতা।

অয়ি সাধো! তোমার সমুদায় সঙ্কল্পমল নিরাকৃত হইয়াছে। অতএব তুমি তুর্য্যস্থ ও বিদেহ। অধুনা, ওঁ এই রীতিক্রমে ভব-বাসনাবিবর্জ্জিত হইয়া, তুর্য্যপদে অধিষ্ঠান কর।

একাধিকশততম সর্গ। (ঐশ্বর্য্যবর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! একমাত্র চিত্ত হইতে কিরূপে শতশত চিত্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, সত্যসঙ্কল্প পুরুষ যাহা কল্পনা করেন, তাহাই অনুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তিনি কিজন্য কপালমালা ধারণ, শ্মশানে অবস্থান, দিগ্বস্ত্র পরিধান, শরীরে ভস্মলেপন ও স্ত্রীসঙ্গে বাস করেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! মহেশ্বর জীবন্মুক্ত ও সিদ্ধস্বরূপ। তাঁহার আবার মঙ্গলামঙ্গল কি? অজ্ঞ ব্যক্তিতেই ঐরূপ বিধি নিষেধ বা শাস্ত্রীয় মঙ্গলজনক ক্রিয়াদি কল্পিত হইয়া থাকে। অজ্ঞদিগের চিত্ত রাগ, দ্বেষ ও লোভাদি দোষ দ্বারা খণ্ডিত। সেইজন্য, বলবান্ মৎস্য যেমন দুর্ব্বল মৎস্যকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাহারাও আপন অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পীড়নপূর্ব্বক নরকাদি দুঃখ ভোগ করে। জ্ঞানীরা কখন ইষ্টানিষ্টে মগ্ন হন না। তাঁহাদের নিকট স্বর্ণ ও ধূলি একই পদার্থ। তাঁহারা পুরুষকে যেমন, স্ত্রীকেও তেমন দেখিয়া থাকেন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ। (মোক্ষনিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! বাসনা-বাগুরায় দৃঢ়-বদ্ধ প্রাণ ও মন যাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহারই নাম পরমপদ। একমাত্র সাংখ্যযোগ দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, এবং যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, তাহাই পরমপদ, জানিবে। সাংখ্য যোগ দ্বারা চিত্ত লয় প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্মব্যাপারে আর প্রবৃত্তি হয় না। বালক যেমন বেতাল দর্শন করে, মনই তেমন দেহ দর্শন করে। এই মন আত্মাতে লীন হইলে, আর দেহ দর্শন করে না। এই মন হইতেই সংসারের জন্ম হইয়াছে। অতএব আমার, আমি, উপদেশ, উপদেশ্য, বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই কিছু নহে। দৃঢ়রূপে পরমতত্ত্বের আলোচনা, প্রাণের লয় ও মনের নিগ্রহ এই কয়টীকেই মোক্ষ বলে।

ত্র্যধিকশততম সর্গ। (প্রকৃততত্ত্বনিরূপণ)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! প্রাণের লয় যদি মোক্ষ হয়, তাহা হইলে, জন্তুগণ মরিলেই, মুক্ত হইতে পারে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! মনের লয় না হইলে, উল্লিখিত ত্রিবিধ উপায়ে মোক্ষ লাভ হয় না। তুমি নিশ্চয় জানিও, মরিলেই প্রাণের বিনাশ হয় না। মৃত্যু মূর্চ্ছামাত্র। যাবৎ বাসনার ক্ষয় না হয়, তাবৎ মৃত্যুর পর দেহান্তরভোগ হইয়া থাকে। বাসনা ও মন উভয়ে এক পদার্থ, এবং মন ও প্রাণে নিত্য সম্বন্ধ। জ্ঞান দ্বারা বাসনার ক্ষয় হইলে, মন ও প্রাণ উভয়েরই বিনাশ হয়। জ্ঞানযোগের আবির্ভাব হইলে, পদার্থমাত্রেরই অসদ্ভাব সমুদিত হইয়া থাকে। এই রূপে, জ্ঞানবলে মনের বিনাশ হইলে, উহা আর দেহ দর্শন করে না। তখন পরমপদপ্রাপ্তিরূপ পরম অভীষ্টলাভসংঘটন হয়। এইজন্য পণ্ডিতেরা চিত্তের অভাবকেই পরমপদ নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ, জ্ঞানই আত্মতত্ত্বের হেতু।

চতুরধিকশততম সর্গ। (সংসারনিবৃত্তির উপায়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! দেহের লয় হইলে, প্রাণ বাহ্যাকাশ-বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, আকাশেযাদৃশ কর্মোদ্ভাবিত স্থির, নর বা পশ্বাদি দেহ দর্শন করে, তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন ও প্রাণ পরস্পর আধার ও আধেয় স্বরূপ। ইহাদের একের অভাবে অপরের বিনাশ হয়, এবং ইহাদের উভয়ের বিনাশ হইলে, উৎকৃষ্ট মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

দৃঢ় রূপে পরমতত্ত্বের আলোচনা করিলে, একবারেই মনের শান্তি হয়। তুমি বিচার দ্বারা সেই অনন্ত আত্মতত্ত্বে একীভূত হও। এই রূপে তন্ময় না হইলে, কোনরূপেই নিস্তার বা পরিহার নাই। আহার না করিলে, শরীরের যেমন ক্ষয় হয়, নির্ব্বিকল্প সমাধির পরিপাক দ্বারা প্রাণের ও মনের তেমনি লয় হইয়া থাকে। প্রাণ ও মনের লয় হইলে, পরম বস্তুই অবশিষ্ট হন। যুক্তিযুক্ত বুদ্ধি সহায়ে অবিদ্যার অসত্যতা নিশ্চয় করিয়া, একমাত্র জ্ঞানেরই অভ্যাস করিবে। জ্ঞানের অভ্যাস না করিলে, পরমপদপ্রাপ্তির উপায়ন্তর নাই। তুমি অনন্য চিত্তে একমাত্র জ্ঞানেরই অভ্যাস কর। যেখানে জ্ঞানের অভাব, সেই খানেই অন্ধকার। ঐ দেখ, পশুগণ জ্ঞানের অভাবে কিপ্রকার দুর্দ্দশাযোগ ভোগ করিতেছে?

পঞ্চাধিকশততম সর্গ। (তত্ত্ববিজ্ঞানযোগোপদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। শরৎকালে মেঘ যেমন অপগত হয়, মনের শান্তিতে তদ্রূপ সংসারমৃগতৃষ্ণিকার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। মনই অবিদ্যা, জানিবে। অতএব বিচার দ্বারা মনকে ব্রহ্মাকারে পরিণত করিয়া, একবারেই লয় করিয়া ফেল। মন পরম পদে মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রান্ত হইলেই, ব্রহ্মাকারে পরিণত হয়। সাংখ্যযোগ দ্বারা এইপ্রকার পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। চিত্ত

হইতে অবিদ্যার নিষ্কাশন হওয়াই সত্ত্ব শব্দে অভিহিত হয়। এই অবিদ্যাই দগ্ধ সংসারের বীজ। অবিদ্যা বিগলিত হইলে, সাত্ত্বিক ভাব সমাগত ও বাসনাজাল শিথিলিত হইয়া, পরমজ্যোতির সাক্ষাৎ-কারসহকৃত পরম শান্তি অধিগত হয়। এইরূপে বাসনাবীজ দগ্ধ হইলে, পুনরায় অতীবমলিন সংসারপদপ্রাপ্তি হয় না। অতএব তুমি অবিদ্যার ক্ষয়ে যত্নবান্ হও। নতুবা, কোন কালেই মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে না। দেখ, যে ব্যক্তি মুক্ত নহে, পশুর সহিত তাহার প্রভেদ নাই।

ষড়ধিকশততম সর্গ। (বেতালোপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এস্থলে প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে বেতালকৃত প্রশ্ন সমু-দায় সহসা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল; বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন বিপুলাকৃতি বেতাল কিরাতরাজ্যে বাস করিত। তত্রত্য ব্যক্তিগণ বহুবিধ বলি ও উপহার দ্বারা নিত্য তাহার তৃপ্তি বিধান করিত। তজ্জন্য সর্ব্বদাই তাহার সুখে অতিবাহিত হইত। সাধুগণ ন্যায়দর্শী। এইজন্য ঐ বেতাল, ক্ষুধায় কাতর হইলেও, অকারণে বা অকৃতাপরাধে কাহাকেও বধ করিত না। কালসহকারে বধ্য-জনের দুষ্প্রাপ্তি হওয়াতে, সে ন্যায় ও যুক্তিসহকারে আহারসংগ্রহের জন্য নগরান্তরে গমন করিল। তৎকালে কোন নরপতি রাত্রিচর্য্যায় বহির্গত হইয়াছিলেন। বেতাল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, গভীর স্বরে কহিল, আমি ভীমস্বভাব বেতাল। অদ্য আপনাকে পাইয়াছি। অতএব অদ্য আপনি আমার আহার ও বিনষ্ট হউন।

রাজা কহিলেন, নিশাচর! অন্যায়পূর্ব্বক আমাকে আহার করিলে, তোমার মস্তক এখনই শতখণ্ড হইবেক।

বেতাল কহিল,আমি ন্যায়ানুসারে বলিতেছি, অন্যায়পূর্ব্বক আপনাকে আহার করিব না। আপনি রাজা, সকল অর্থীরই আশা

পূরণ করেন। অতএব আমার প্রশ্নের উত্তর করিয়া, মদীয় প্রার্থ পূর্ণ করুন।

রাজা কহিলেন, আচ্ছা, যদি সাধ্য হয়, অবশ্য বলিব।

বেতাল কহিল, কোন্ সূর্য্যেররশ্মি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাণু কৃশ হয়? মহাগগনরেণু কোন্ বায়ুতে প্রস্ফুরিত হয়? কে স্বপ্নের পর শতসহ স্বপ্নান্তর প্রাপ্ত হইলেও, আপনার ভাস্বর স্বভাব ত্যাগ করিয়া ত্যাগ করেন না? কোন্ অণু বারংবার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে? এ আকাশাদিসমেত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোন্ অণুর পরমাণুস্বরূপ? এ কয়টি প্রশ্নের উত্তর করিতে না পারিলে, রাজন্! আমি তোমা ও তোমার প্রজামণ্ডলীকে গ্রাস করিব?

সপ্তাধিকশততম সর্গ। (ব্রহ্মমীমাংসা)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বেতাল এইপ্রকার প্রশ্ন করিলে, রাজা স্বকীয় দশনাংশুতে আকাশ ও বস্ত্র ধবলীকৃত করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, নিশাচর! উত্তরোত্তর-দশগুণ-পরিমাণ জলাদি আবরণে বেষ্টিত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সহস্র ফল সম্পন্ন এক অত্যুচ্চ শাখা আছে। তাদৃশ সহস্র শাখাবিশিষ্ট এক দুর্লক্ষ মহা-বৃক্ষ আছে। তাদৃশ-সহস্র মহাবৃক্ষে বিরাজিত এক মহাবন আছে। তাদৃশ-সহস্র মহাবনে অলঙ্কৃত এক মহাপর্ব্বত আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাগিরিসনাথ এক মহাকোটর আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাকোটর-সমন্বিত এক মহাহ্রদ ও মহানদী বিশিষ্ট এক মহাদ্বীপ আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাদ্বীপ-সংযুক্ত বিচিত্র-নামাদি-বিরচিত এক মহাপীঠ আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাপীঠ-সনাথ এক মহা-ভুবন আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাভুবন-সম্পন্ন এক মহা অণ্ড আছে। তাদৃশ-মহাণ্ড-করণ্ডক-বিশিষ্ট এক স্পন্দহীন সাগর আছে। তাদৃশ-লক্ষ-সাগর-সমন্বিত আত্মবিলাসী এক মহাসাগর আছে। তাদৃশ-সহস্র-মহাসাগর-বিরাজিত সর্ব্বব্যাপী এক মহাপুরুষ আছেন

তাদৃশ লক্ষ পুরুষ, মালার ন্যায়, যাঁহার বক্ষস্থলে বিরাজমান, তাদৃশ এক পরমপুরুষ আছেন। তাদৃশ সহস্র পরমপুরুষ যাঁহার মণ্ডলে প্রস্ফুরিত হইতেছেন, তাদৃশ এক মহাসূর্য্য আছেন। বিজ্ঞান সেই সূর্য্যের আত্মা, সমুদায় সৃষ্টিকল্পনা তাঁহার রশ্মি এবং এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দীপ্তির ত্রসরেণু। তাঁহারই দীপ্তিতে সংসারের প্রকাশ ও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

অষ্টাধিকশততম সর্গ। (আত্ম মীমাংসা)।

রাজা কহিলেন, নিশাচর! পরমাত্মা রূপ মহাবায়ুতে গগনরেণু প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। জগৎরূপ মহাস্বপ্ন পুনঃ পুনঃ স্বপ্নান্তর প্রাপ্ত হইলেও, বিকৃত হয় না। কদলীস্তম্ভ যেরূপ অন্তরে অন্তরে পত্ররূপে সমুদিত হয়, তদ্রূপ এই জগৎ ব্রহ্মের অন্তরে বারংবার বিবর্ত্তিত ও পরিণত হইয়া থাকে। পরমাত্মা সূক্ষ্ম ও অলভ্য। এইজন্য তিনি পরমাণু এবং তাঁহার অন্ত নাই। এইজন্য তিনি মেরু প্রভৃতির ...ল। এই জগৎ তাঁহারই অণু স্বরূপ। তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-...ণের অগ্রাহ্য। এইজন্য তিনি পরমাণু। তিনি সর্ব্বব্যাপী, এইজন্য ...হাগিরি। তাঁহার কোনরূপ নির্ণয় হয় না। এইজন্য তিনি নিরবয়ব। ...মি আমার এই উপদেশে আত্মাকে অনুভব করিয়া, দর্প ত্যাগ কর।

নবাধিকশততম সর্গ। (জ্ঞানযোগ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ভাবিতাত্মা বেতাল এইপ্রকার উত্তর-...কা শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিরুত্তর হইল। অনন্তর শান্তিলাভ তাদৃশী বিষম ক্ষুধা বিস্মরণপূর্ব্বক সমাধিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিল। অনঘ! তুমি এই বেতালের প্রশ্ন শ্রবণ করিলে। অধুনা, মনকে ...শুজাল হইতে প্রত্যাহৃত ও পরমাত্মাতে সন্নিপাতিত করিয়া, ...র্ব্বচিন্তা পরিহার, সমুদয় বাসনা বিসর্জ্জন ও বুদ্ধির শান্তি বিধান

কর। রাজা ভগীরথ শান্তি, তৃপ্তি ও সমদর্শিতাদি গুণবিশিষ্ট এবং নিত্য সম ও সুখময় আত্মাতে অবস্থিতি করিতেন। এই কারণে তিনি সগরসন্তানগণের সঞ্জীবনমণিরূপিণী জহ্নুনন্দিনীর অবতারণা রূপ দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। অথবা যথাপ্রাপ্তির অনুবর্ত্তী হইলে, দুঃসাধ্যও সুসাধ্য হইয়া থাকে।

দশাধিকশততম সর্গ। (ভগীরথের উপাখ্যান)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহারথ ভগীরথের চরিতকথা কীর্ত্তন করিয়া, মনোরথ পূর্ণ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ভগীরথ নামে অখণ্ড মেদিনীর তিলকোপম পরমধর্ম্মশীল এক রাজা ছিলেন। তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই অর্থির প্রার্থনা পূরণ করিতেন, সাধুগণের ব্যবহার জন্য, অনবরত ব্যয় করিতেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতেন, লোকের অজ্ঞানান্ধকার ও দারিদ্র দুঃখ দূর করিতেন, তত্ত্ববিদ্গণের আহ্লাদ সম্ভাবন করিতেন, এবং শত্রু মধ্যে অগ্নিকণার ন্যায়, স্বকীয় প্রতাপ বিস্তার করিতেন। তাঁহার দেহকান্তি নির্ধূম অগ্নির ন্যায়, প্রতাপ প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায়, এবং বুদ্ধি বৃহস্পতির ন্যায়। তিনি অগস্ত্যের প্রতাপে শুষ্কভাবাপন্ন ও একান্ত দুষ্পূর সাগর সকলকে গঙ্গাসলিলে পরিপুরিত এবং পাতালগহ্বরে নিপতিত অধোগতিপ্রাপ্ত বান্ধবদিগকে জাহ্নবীরূপ সোপান দ্বারা ব্রহ্মলোকে আরোপিত করিয়াছিলেন। যৌবনকালেই তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্য-যোগ-সংস্কৃত দিব্য বিচার-যোগের উদয় হইয়াছিল। তৎপ্রভাবে তিনি সময়বিশেষে নির্জ্জনে আসীন হইয়া, এই প্রকারে এই অসামঞ্জস্য-বিচার-বিশিষ্ট জগদ্যাত্রা চিন্তা করিতেন, দিন ও রাত্রি সকল বারম্বার সেই ভাবেই আসিতেছে ও যাইতেছে; লোক সকল বারংবার সেই ভাবেই আদান প্রদান করিতেছে; কাহারই কোন রূপে পুরুষার্থপ্রতিপত্তি নাই এবং কর্ম্ম করিয়াও, কোন ব্যক্তিই কিছুমাত্র ফল লাভে সমর্থ নহে।

যাহা প্রাপ্ত হইলে, সমুদায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ কার্য্যই সুকৃত; তদ্ব্যতীত কর্ম্ম সকল বিসূচিকাস্বরূপ। মূঢ়েরাই বারংবার পর্য্যুষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র লজ্জা হয় না। কোন্ বুদ্ধিমান্ বালকের ন্যায়, কার্য্য করেন?

এই প্রকার চিন্তানন্তর কোন সময়ে তাঁহার মন সংসারভয়ে আক্রান্ত ও অতিমাত্র চিন্তাযুক্ত হইলে, তিনি ত্রিতলনামক স্বকীয় গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমরা রাগদ্বেষাদি সংসারবৃত্তির অনুসরণ ও তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গ, নরক ও পৃথিবীরূপ গহন অরণ্যেবিচরণ করিয়া, অতিমাত্র খিন্ন ও অবসন্ন হইয়াছি। কি করিলে, জন্ম, জরা ও মৃত্যুর হেতুভূত দুঃখের উপশম হইতে পারে?

একাদশাধিকশততম সর্গ। (দুঃখনিবৃত্তির উপায়)।

ত্রিতল কহিলেন, বৎস! সবিস্তার বলি, অবধান কর। শ্রবণ মননাদি উপায়ে আত্মাকে সমাহিত করিয়া, প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইলে, সমুদায় দুঃখ বিদূরিত, সমুদায় সংশয় অপগত সমুদায় গ্রন্থি শিথিলিত ও সমুদায় কর্ম্ম উপশমিত হয়।

ভগীরথ কহিলেন, ভগবন্! আমি কিরূপে আত্মময় হইতে পারি?

ত্রিতল কহিলেন, বৎস! জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় স্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে, পূর্ণস্বভাবপ্রতিপত্তিসহায়ে ক্রমশঃ আত্মময় হওয়া যাইতে পারে। পণ্ডিতেরা জ্ঞানকেই আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়াছেন। স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্টে সমান প্রতীতি, অনন্য হৃদয়ে আত্মচিন্তা, জনসঙ্গপরিহার, নির্জ্জন যোগ, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যতা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থপরিদর্শন, ইত্যাদির নাম জ্ঞান। তদ্ব্যতীত, সমস্তই অজ্ঞান।

ভগীরথ কহিলেন, ব্রহ্মন্! অহংভাব এই কলেবরে চিরপ্ররূঢ় হইয়া আছে। কি উপায়ে তাহার পরিহার হইতে পারে?

ত্রিতল কহিলেন, রাজন্! পৌরুষপ্রযত্ন সহায়ে ভোগবাসনা ত্যাগ ও সংসারভাবনা পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকে বিদিত হইলে, অহংভাবের ধ্বংস হইয়া থাকে। তুমি ভোগচিন্তা ও লজ্জাদি ত্যাগপূর্ব্বক কোন রূপে কোন দিকে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, অবস্থিতি করিলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, অহম্ভাবের লয় করিয়া, পরমপদ লাভে সমর্থ হইবে। ফলতঃ, তুমি যদি রাজ্যোপযুক্ত ছত্রচামরাদি ত্যাগ, সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা পরিহার, অহঙ্কার ও দেহাভিমান বিসর্জ্জন, শত্রুর নিকট ভিক্ষার্থভ্রমণ, সমুদায় ভয় ও সংশয় পরিবর্জ্জন, বিপক্ষকে রাজশ্রী বিতরণ এবং আমার আর জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই, এই প্রকার বিচার সহকারে গুরু আমাকেও পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে ব্রহ্মময় বা আত্মময় হইয়া, সকল দুঃখের পারপ্রাপ্তি রূপ পরম শান্তি লাভ করিবে।

দ্বাদশাধিকশততমসর্গ। (ব্রহ্মভাববর্ণন)।

বশিষ্ঠ করিলেন, অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, মহারথ ভগীরথ সর্ব্বত্যাগসিদ্ধিমানসে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া, অবিচারিত চিত্তে ব্রাহ্মণবর্গ ও আত্মীয়দিগকে অশেষ ধন দান করিলেন। তদনন্তর সন্নিহিত শত্রুকে সমগ্র রাজশ্রী, তৃণের ন্যায় অর্পণ করিয়া, কৌপীনমাত্রসহায় হইয়া, স্বকীয় মণ্ডল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যেখানে কেহ নাম দ্বারাও তাঁহাকে জানিতে না পারে এবং যেখানে লোকের মুখে স্বীয় নাম শুনা বা জানা না যায়, তাদৃশ গ্রামে ও অরণ্যে ধৈর্য্যসহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমুদায় চেষ্টার বিরাম ও পরম শান্তির সঞ্চার হওয়াতে, তিনি আত্মাতে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন।

অনন্তর কোন সময়ে পর্য্যটনপ্রসঙ্গে আপনার নগরীতে সমাগত হইয়া, তত্রত্য পৌর ও মন্ত্রিগণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, বিষণ্ণ চিত্তে সবিশেষ সপর্য্যা

সহকারে যথাবিধ পূজা করিলেন। অনন্তর শত্রুরা রাজ্যগ্রহণে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদের নিকট তৃণমাত্রও গ্রহণ না করিয়া, কিয়দ্দিনানন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং গুরুদেবসকাশে সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত পর্ব্বতে, বনে, গ্রামে ও জনপদে বিচরণ করত কিয়ৎকাল যাপন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সমতা ও সমস্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য দেহধারণ কুতূহল স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সুখদুঃখশূন্য হইয়া বিষয়ানন্দপরিবর্জ্জিত পরমানন্দসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের তৃণের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। যেহেতু, তাঁহারা সম হইতেও সম ব্রহ্মে একরসীভূত ও তন্নিবন্ধন পরমশান্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ। (ভগীরথের গঙ্গাবতারণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! ভগীরথ তদবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মণ্ডলান্তরে সমাগত হইলেন। তৎকালে তত্রত্য নরপতির মৃত্যু হওয়াতে, পৌরগণ ও মন্ত্রীবর্গ অনুরূপগুণসম্পন্ন কোন রাজার অন্বেষণ করিতেছিল। অনন্তর তাহারা ভিক্ষাচারী ভগীরথকে দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বগুণলক্ষ্মীর আধার ও পালনসমর্থ বোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ রাজপদে বরণ করিল। তদনুসারে তিনি রাজহস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, জগন্নাথ ভগীরথের জয় হউক, এই প্রকার জনরবে সমুদায় গিরীন্দ্রগুহা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকৃতিবর্গ তথায় সমাগত হইয়া, সবিনয়ে নিবেদন করিল, আপনি আমাদের রাজা। আপনি যে সীমান্তবাসী শত্রুকে সমুদয় রাজলক্ষ্মী অর্পণ করেন, তাহার পরলোক হইয়াছে। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া, প্রাক্তন রাজ্য গ্রহণ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বীতরাগ, বীতচিত্ত, বীতমৎসর, বীতবিস্ময়, তত্ত্বজ্ঞানী, মৌনী, প্রাপ্তকার্য্যকারণবিশিষ্ট, সমদর্শী ভগীরথ প্রকৃতিগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, সাগরমেখলা মেদিনীর আধিপত্যগ্রহণ-

পূর্ব্বক পাতালগর্ভে নিপতিত পিতামহগণের উদ্ধার করিলেন। তাঁহ অধিকারসময়ে গঙ্গা পৃথিবীতে ছিলেন না। সেই শান্তস্বভাব ভ রথ তাঁহার আময়ন জন্য সর্ব্বত্যাগী ও বিজনবিপিনবাসী হইয়া, ধ সঙ্কল্প সহকারে সহস্র বর্ষ ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জহ্নুর আরাধনা করিলেন তাঁহাদের প্রসাদে বিমলতরঙ্গসঙ্গিনী, মূর্ত্তিমতী ধর্ম্মসন্ততি স্বরূপি ত্রিমার্গগামিনী জহ্নুনন্দিনী ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ। (শিখিধ্বজের উপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! তুমি ভগীরথের ন্যায় ব্রহ্মভাব আশ্র পূর্ব্বক শান্তচিত্ত হইয়া, যথা প্রাপ্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হও এবং শিখিধ্বজে ন্যায় মনকে হৃদয়গুহায় বদ্ধ ও এই বিভবজাত ত্যাগ করিয়া, শান্ত স্বরূপ আত্মাতে অবস্থিতি কর।

রাম কহিলেন, শিখিধ্বজ কে, কিরূপে পরমপদ প্রাপ্ত হন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে অষ্টম মনুর অধিকারপ্রারম্ভে কুরুবংশে উজ্জয়িনীনগরে শিখিধ্বজ নামে রাজা ছিলেন। তিনি ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শম, দম ও ক্ষমাদি সকল গুণের আকার, যজ্ঞের আহর্ত্তা, সকল ধনুর্দ্ধরের জয়কর্ত্তা, সকল পৃথিবীর পাতা সকল কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, সকল সম্পদের দাতা, সকল শ্রুতির উত্তম শ্রোতা, শূর, শুভানুষ্ঠায়ী, শাস্ত্রনিষ্ঠ, শান্তিগুণবিশিষ্ট, সৌন্দর্য্যশালী, সৎসংসর্গী, প্রিয়বাদী, প্রতাপসম্পন্ন, প্রীতির সাগর, বিনয়ী, মৌনব্রতী, ধর্ম্মবৎসল, অনভিমানী, অব্যসনী, বশী, পরম বুদ্ধিমান ও উৎকৃষ্টতেজোবিশিষ্ট। বাল্যকালে পিতার পরলোক হইলে তিনি ষোড়শ বর্ষ দিগ্বিজয় করিয়া, সম্রাটপদসংগ্রহপূর্ব্বক নিঃশঙ্কে অবস্থিতি ও অশেষ যশঃসঞ্চয় সহকারে সমুদায় দিক শুক্লী কৃত করিয়াছিলেন। অনন্তর কাল সহকারে তিনি যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করেন, তখন, মধুমাসসমাগমে পল্লব সকল প্রোল্লসি হইলে, প্রভাকরকরসম্পর্কে প্রসূন সকল প্রস্ফুরিত হইলে, অন্তঃপুরা

রবিরাজিত বিটপান্তরে মঞ্জরীপুঞ্জ আন্দোলিত হইলে, শশাঙ্ক-শীকর-শীতল সুমধুর সমীরণ সঞ্চালিত হইলে, অলিদম্পতি আকুল ও মত্ত হইয়া, অরণ্যপ্রান্তরে উচ্চৈস্বরে আনন্দসঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলে, হার মন কান্তার প্রতি একান্ত সমুৎসুক হওয়াতে, তদতিরিক্ত কোন বিষয়েই সংসক্ত হইত না। তৎকালে অনুরাগের প্রথম অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইলে, তিনি কুসুমসমূহের সৌগন্ধরূপ মধুরাসবে মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া, একতান হৃদয়ে এইপ্রকার চিন্তা করিতেন, ভ্রমর যেমন ভ্রমরীকে বল্লীদোলামধ্যে আলিঙ্গন করে, আমি তেমনি কত দিনে উদ্যানবনদোলা ও লীলাকমলিনী মধ্যে কুঙ্কুমাঙ্কিত পর্য্যঙ্ক স্থাপন করিয়া, হেমাব্জকলসস্তনী পরমপ্রণয়শালিনী মুগ্ধা রমণীকে ধারণ করিব। কত দিনে চঞ্চলা বালা মৃণালহার ও কুন্দগুচ্ছের অভিলাষে বিবিধ বিলাসে আমার ভুজলতার অনুসরণ করিবে। তিনি এই প্রকার চিন্তানন্তর কখন কুসুমচয়নে উন্মত্ত ও কখনও বা উন্মনা হইয়া, বনান্তে, কুসুমকাননে, এবং যেখানে বন ও উপবনের বর্ণনা ও শৃঙ্গাররসগর্ভ কথা সকলের আন্দোলন হইয়া থাকে, তত্তৎস্থানে বিহার করেন এবং অলকাহারবিরাজিত সুবর্ণকলসস্তনী সুকুমারী রমণী-দিগকে সংকল্পস্বপ্নাবেশে হৃদয়দেশে ধারণ করিয়া, বিবিধ সাঙ্কল্পিক ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন।

মন্ত্রীগণ রাজাকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া, চূড়ালানাম্নী নবযৌবন-শালিনী কোন রাজনন্দিনীকে সহধর্ম্মিণী পদে বরণ করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন নীলনীরজনয়না, পূর্ণেন্দুবদনা, চূড়ালা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, তদীয় সহবাসে সূর্য্যসন্নি-হিতা পদ্মিনীর ন্যায় পরম প্রফুল্ল হইলেন। অনন্তর পতি পত্নি উভয়ে একপ্রাণ ও একচিত্ত হইয়া, হাব ভাবাদি শৃঙ্গারচেষ্টার সহায়তায় রাকাশশিবৎ শোভা বিস্তার করিয়া কালযাপন করিতে লগিলেন। তাঁহারা সকল কলার অভিজ্ঞ। এবং পরস্পর একচিত্ততাবশতঃ একদেহস্বরূপ হইয়াছিলেন। চূড়ালা যেমন সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা ও নৃত্যগীতাদিতে সুবিদিতা, রাজা ও তদ্রূপ সকল বিষয়ে সবিশেষ

পাণ্ডিত্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাদের পরস্পরের যোগ পরম সুখের ও সৌভাগ্যের হইয়াছিল। তাঁহারা কায়মনে গুরু ব্রাহ্মণাদির অনুবর্ত্তন করিতেন।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ। (শান্তি ও নিবৃত্তি)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এই রূপে উৎকৃষ্ট যৌবনলীলা সহায়ে প্রতিদিন প্রণয়সহকৃত নীধুবনকেলিরস অনুভব করিয়া, বহুবর্ষ অতীত হইলে, পক্কফলের ন্যায়, সেই রাজদম্পতীর তরুণাবস্থা বিগলিত হইল। অথবা, সংসারের গতিই এই। জরা অবিরত আয়ুকে গ্রাস করিতেছে। মৃত্যু পরিহার করা কাহারই সাধ্য নহে। দেহ জীর্ণ হইয়াই আছেন। সুখ সকল ধনুশ্চ্যুত শরের ন্যায়, সহসা পলায়ন করে। এবং আমিষে গৃধ্রের ন্যায় দুঃখ সকল হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, ব্যথিত করিয়া থাকে। এইরূপে সংসারের কোন বস্তুই স্থায়ী নহে, পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহারা চিত্তশান্তির নিমিত্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্র অবলম্বন করিলেন এবং একমাত্র জ্ঞানই সংসারব্যাধির ভেষজ ও পাপরূপ বিষম বিসূচিকারোগের মহৌষধ, নির্ণয় করিয়া, উভয়েই আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইলেন। অনন্তর গাঢ়তর অভ্যাসবশে প্রাণ আত্মগত হইলে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রবোধবিধানপূর্ব্বক পরমাত্মায় পরমপ্রীতি স্থাপন করিয়া, বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মুক্তিসাধনসমর্থ সর্ব্বলোকমনোহর অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, সংসারবৈরাগ্যে উপস্থিত হইলে, চূড়ালা সমুদয় কায়িক ব্যাপার পরিহার করিয়া, দিবানিশ বক্ষ্যমাণ বিধানে আত্ম-চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সংসাররূপ মোহ কাহার? কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল? কেইবা ইহার নিবারণ করিতে পারে? এই দেহ ও মন উভয়ই জড় ও মূঢ় এবং আমি কেহই বা কিছুই নহি, ইহাই নিশ্চয়।

বহুকাল এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, প্রবোধ সমুদিত হইলে, তিনি

আহ্লাদ সহকারে বলিতে লাগিলেন, হায়, কি সৌভাগ্য! যাহা জানিবার, তাহা জানিতে পারিলাম। সংসারে মহাসত্তা নামে পরিগণিত একমাত্র মহাচিৎই আছেন। তিনিই ব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি নামে বিখ্যাত।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ। (আত্মজ্ঞানই পরমাশ্রী)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এইরূপে আত্মসুখের উপলব্ধি হওয়াতে, চূড়ালা সংসারসঙ্গপরিহারপূর্ব্বক নিশ্চেষ্টা ও নির্দ্বন্দ্বা হইয়া, স্বকীয় স্বভাবে অবস্থিতি করিলেন। পরমাত্মনরূপ পরম লাভের সহায়তায় তাঁহার অন্তর পরমপূর্ণ, সমুদায় সংশয় ছিন্ন, ও ভবরূপ মহার্ণবের পারপ্রাপ্তি বিনিষ্পন্ন হইলে, তিনি নিরতিশয় আনন্দোদয় সহকারে পরমপদে বিশ্রান্ত হইলেন এবং জ্ঞেয় বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়াতে, দ্বেষবর্জ্জিত শান্তস্বরূপ অদৃষ্ট পদে বিশ্রাম ও তন্নিবন্ধন শরৎকালের ঘন মেঘমালার ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার আর কোনপ্রকার ব্যাকুলতা রহিল না। তিনি সমভাবে জাগ্রদাদি সকল অবস্থায় ও পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিলেন। এবং বিবেকের দৃঢ় অভ্যাস বশতঃ আত্মোদয় হওয়াতে, অভিনবোদ্গতা কুসুমলতার ন্যায়, সাতিশয় বিরাজিতা হইলেন।

শিখিধ্বজ তাঁহার তাদৃশী শোভাবিভব সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়বশ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তন্বি! তুমি সমাধিপ্রভাবে পুনরায় নবযৌবনশালিনী ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, পরমসুষমাময়ী হইয়াছ। ভামিনী! তুমি প্রাপ্য পদ প্রাপ্ত ও যেন অমৃতসার পান পূর্ব্বক আনন্দে পরিপূর্ণা হইয়া, বিরাজ করিতেছ! আর তোমার সেই জড়ভাব নাই। পূর্ণতার আবির্ভাব প্রযুক্ত তোমার পরম সৌন্দর্য্য সমুপস্থিত হইয়াছে। তোমার অঙ্গ সকল পূর্ব্ববৎ বালকদলী সদৃশ কোমল ও মৃণালাঙ্কুরের ন্যায় মৃদুল হইয়াছে। তুমি কি অমৃতপান করিয়াছ, কিংবা সাম্রাজ্য

প্রাপ্ত হইয়াছ? অথবা তুমি কি রাজ্যচিন্তামণি কিংবা অন্য কোনরূপ দুর্লভ লাভ করিয়াছ?

চূড়ালা কহিলেন, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় সহকারে আমি মূঢ়জনপ্রসিদ্ধ দেহে আত্মজ্ঞান ত্যাগ ও কামরূপাদিবিহীন অকিঞ্চিৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। সেইজন্য, এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। অপরিচ্ছিন্ন পরম বস্তু আশ্রয় করাতে, আমার আর এই পরিচ্ছিন্ন বস্তু সকলে অণুমাত্র আগ্রহ নাই। এই জন্য এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। আমি ভোগে সন্তুষ্ট এবং হর্ষে বা কোপেও আবিষ্ট হই না। সেইজন্য এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। আমি রাজলীলায় রতি ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে রতি স্থাপন করিয়াছি। সেইজন্য এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। আমি এখন একমাত্র আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। সেইজন্যই এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। আমি আর দেহাদি অসৎ দৃষ্টির অনুসারিণী নহি। সেইজন্য এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি। অর্থ বা অনর্থ, কিছুতেই আমার স্পৃহা বা প্রার্থনা নাই, যথাপ্রাপ্ত বিষয়েই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। সেইজন্যই শ্রীমতী হইয়াছি। রাগ ও বিদ্বেষাদি যাহার প্রভাবে খর্বীকৃত হয়, আমি সেই প্রজ্ঞা ও শান্তিদৃষ্টি সহায়ে সংসারপথে বিচরণ করি। সেইজন্য শ্রীমতী হইয়াছি। দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই মিথ্যা, এইপ্রকার জ্ঞানের উদয়ান্তে আমার অন্তঃকরণ পরম নির্ম্মল হইয়াছে। সেইজন্য আমি এরূপ শ্রীমতী হইয়াছি।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ। (মোহস্বরূপকীর্ত্তন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শিখিধ্বজ চূড়ালার উল্লিখিত বাক্যের অর্থ প্রতীতি করিতে অক্ষম হইয়া, সহাস্যে আস্যে কহিলেন, অয়ি রাজনন্দিনি! তুমি বালকের ন্যায়, কি অসম্বন্ধ প্রলাপ প্রয়োগ করিতেছ? যে ব্যক্তি দৃশ্যমান সাকার বস্তু ত্যাগ করিয়া, অদৃশ্য নিরাকার ভজনা করে, সে, শূন্যপ্রায়, কিরূপে শোভমান হইবে? যে ব্যক্তি মিত্র ভৃত্যাদি ভোগ সমুদায় ত্যাগ করিয়া, একাকী শূন্যস্বরূপে

মণ করে, সে কিরূপে শোভমান হইবে? যে ব্যক্তি আসন, বসন ও য়নাদি ত্যাগ করিয়া, একাকী আত্মাতে অবস্থিতি করে, সে কিরূপে শাভমান হইবে? যে ব্যক্তি, আমি দেহি নহি, আমি কিছুই নহি, ত্যাদি প্রলাপ প্রয়োগ করে, সে কিরূপে শোভমান হইবে? আমি াহা দেখি, তাহা কিছুই নহে; যাহার এইপ্রকার জ্ঞান, সে কিরূপে শাভমান হইবে? অথবা তুমি বালা, চপলা ও মুগ্ধা। আইস, পর-পর বিবিধ বিলাস সহকারে বিহার করি। শিখিধ্বজ সহাস আস্যে এইরূপ কহিয়া, পুনরায় অট্টহাস্য সহকারে অঙ্গনাগৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, চূড়ালা, হায়, কি কষ্ট! রাজা আমার কথা বুঝিতে পারিলেন না, এইপ্রকার চিন্তানন্তর স্বকীয় ব্যাপারে বিনিবৃত্তা হইলেন। অনঘ! অনন্তর সেই রাজদম্পতি এবংবিধ আশয় প্রণোদিত হইয়া, পার্থিব লীলা সহকারে বহু বর্ষ অতিবাহিত করিলে, কান সময়ে নিত্যতৃপ্তা নিরীহ চূড়ালার আকাশে গমনাগমন করিতে চ্ছা হইল। তখন তিনি স্বকীয় অভিলাষসিদ্ধির জন্য ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, নির্জ্জন অরণ্যে গমন ও আসনবন্ধনপূর্ব্বক প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধগতিসাধনরূপ যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলেন।

অষ্টদশাধিকশততম সর্গ। (বস্তুনির্দ্দেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সাধ্য বস্তু ত্রিবিধ, হেয়, উপাদেয় ও উপেক্ষা। তন্মধ্যে, যাহা সদ্‌বুদ্ধির গম্য, তাহার নাম উপাদেয়, যাহা অসৎবুদ্ধির গম্য, তাহার নাম হেয়, এবং যাহা উপেক্ষাবুদ্ধির গম্য, তাহার নাম উপেক্ষ্য। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই হেয়ো-পাদেয়াদির বিষয়ীভূত বা বশীকৃত। বিদ্বান্ ও আত্মদর্শী পুরুষে কখন তৎসমস্ত সম্ভাবিত হয় না। পণ্ডিতেরা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর এইরূপ প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞানের লক্ষণ অন্ধকার ও জ্ঞানের লক্ষণ আলোক। ইহার প্রকৃত অর্থ এই, অন্ধকারে যেমন বস্তু দর্শন হয় না, অজ্ঞানের আবির্ভাবে তেমন প্রকাশত্ব পরিদর্শন

প্রায়; দেব ও মনুষ্যাদির বাসনা প্রবুদ্ধ বা বিকসিত, তির্য্যক্ প্রভৃতি বাসনা আবিলভাবাপন্ন এবং মোক্ষভাগীদের বাসনা একবারে অস্তিত্বশূন্য। দেব ও মনুষ্যাদিরা বাসনার বৈচিত্র্য বশতঃ আকা ও ভূমিগমনাদি বিবিধ ব্যবহারে সবিশেষ ক্ষমবান্। এবং স্বপ্ন ভাবাদিযোগে মন, বুদ্ধি, অহংকার, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি বিবিধ উপায় ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে পশুগণের চারি পা, পুচ্ছ, ও শৃঙ্গ; পক্ষিগণের চঞ্চু প্রভৃতি, সর্পগণের কর্ণ ও আভোগ ইত্যাদি বাসনানুরূপ ব্যবহারযোগ্য অবয়ব সমস্ত সঙ্কেতিত হইয়াছে। ইহা জানিয়া তুমি একমাত্র বিবেকেরই বশবর্ত্তী হও। তাহা হইলে, শান্তিলাভ করিবে।

একবিংশাধিকশততম সর্গ। (রোগ ও তাহার উৎপত্তির হেতু)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! কুণ্ডলিনীর দেহে যে অনুত্তম জীবনী-শক্তি অবস্থিতি করেন, তিনিই অপানরূপে অধোভাগে, সমানরূপে নাভিমধ্যে ও উদানরূপে উপরিদেশে প্রবাহিত হয়েন। এবং তিনিই জীবন দ্বারা জীবরূপে, মনন দ্বারা মনরূপে, অহংভাব দ্বারা অহংকার-রূপে, বোধ দ্বারা বুদ্ধিরূপে ও সঙ্কল্প দ্বারা সঙ্কল্পরূপে বিরাজ করেন। তাঁহাকে যত্ন পুর্ব্বক রক্ষা করিতে না পারিলে, লোকের মৃত্যু হয়। তিনি উর্দ্ধ ও অধোভাগে গমনাগমন ত্যাগ করিয়া, স্থির হইয়া থাকিলে, অন্তর্বায়ুর নিরোধ প্রযুক্ত জন্তুগণ পীড়াগ্রস্ত হয় না। কফ পিত্তাদি প্রবল হইয়া, সামান্য নাড়ীব্যাপার রোধ করিলে, সামান্য পীড়া ও প্রধান নাড়ীব্যাপার রোধ করিলে, মহারোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সংসারে আধি ব্যাধিই দুঃখের হেতু, উহার নিবৃত্তিই সুখ এবং উহার সমূলে বিনাশই মোক্ষ। আধিব্যাধি কখন এক কালেই উপস্থিত হয়, কখন সমান অবস্থায় থাকে এবং কখন বা পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। যাহাতে দৈহিক দুঃখের উদ্ভব হয়, তাহার না

ব্যাধি এবং যাহা বাসনা হইতে উৎপন্ন হইয়া, মানসিক ক্লেশ সমুৎপাদন করে, তাহার নাম আধি। অজ্ঞান প্রযুক্ত এই আধির উৎপত্তি হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ইহার লয় হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে অক্ষম হইলে, রাগদ্বেষ সমুদ্ভূত হয়। আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, ইহা পাইলাম না, এই প্রকার চিন্তাই আধি সমুৎপাদন করে। এইরূপ, মূর্খতা-বশতঃ চিত্তক্ষয় না হইলে, ইচ্ছামত কুভোজ্য ভোজন করিলে, শ্মশানাদিতে গমনাগমন করিলে, নিশীথ ও প্রদোষাদি গর্হিত সময়ে আহার করিলে, ব্যাঘ্র ও তস্করাদির ভয়ে নিরন্তর ভাবনা করিলে, অন্ন রসের অপ্রবেশ বশতঃ নাড়ী দুর্ব্বল হইলে, আঘাতাদি দ্বারা শরীর বিকল হইলে, অথবা দ্বিগুণ অন্নরস ও আহারা-দির প্রবেশবশতঃ বাতপিত্তাদির প্রকোপ ঘটিয়া, নাড়ী বিধুর হইলে, দেহে ব্যাধি সমুদ্ভূত ও আকারবৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকে। অয়ি রঘুকুলোদ্বহ! এইরূপে প্রাণিমাত্রেরই আধিব্যাধির উদ্ভব হয়। অধুনা, আধিব্যাধি যেরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে, শ্রবণ কর।

ব্যাধি দ্বিবিধ, সামান্য ও সার। তন্মধ্যে ব্যবহারিক পীড়ার নাম সামান্য ব্যাধি, আর যাহার আজন্মভোগ করিতে হয়, তাহার নাম সার। অভিমত অন্নপান ও স্ত্রী পুত্রাদি প্রাপ্ত হইলে, সামান্য ব্যাধির শান্তি হয় এবং আত্মজ্ঞান সমুদিত হইলে, সারব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল ব্যাধি আধি হইতে উদ্ভূত নহে, তৎ সমস্ত শাস্ত্রোক্ত দ্রব্য, মন্ত্র ও ঔষধাক্রম অথবা বৃদ্ধপরম্পরার উপ-দেশাদি দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাত! তুমি বৃদ্ধপরম্পরার উপ-দেশাদি রূপ চিকিৎসা, দ্রব্য, মন্ত্র ও স্নান ইত্যাদি সমুদায়ই জান; সুতরাং, তোমাকে আর কি উপদেশ করিব?

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আধি হইতে কিরূপে ব্যাধির জন্ম হয় এবং মন্ত্র ও পুণ্যরূপ চিকিৎসাদি দ্বারাই বা কিরূপে উহার বিনাশাদি হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, মন আধিবশে ক্ষুব্ধ হইলে, শরীরও ক্ষুব্ধ হয়।

শরপীড়িত হরিণ যেরূপ প্রকৃত পথ ত্যাগ করিয়া, অপথে গমন কা প্রাণবায়ু ক্ষুব্ধ হইলে তেমন বিষম ভাবে প্রবাহিত হয়। কফ পিত্তাদির অতিমাত্র প্রকোপপ্রযুক্ত প্রাণ ও নাড়ী উভয়েরই ঐপ্রকা বৈষম্য উপস্থিত হইয়া থাকে। দেহ বিধুরভাবাপন্ন হইলে, নাড়ী সকল কখন অতিমাত্র বেগবতী ও কখন বা অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। কুজীর্ণ, অজীর্ণ ও অতিজীর্ণ অন্ন দোষের হেতু ও তদ্দ্বারা প্রাণসঞ্চার দুষ্কর হইয়া থাকে। সমাননামক বায়ু ভুক্ত অন্ন রস-রূপে পরিণত করিয়া, সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত করে। যে অন্ন সঞ্চারণ-সময়ে নিরুদ্ধ হইয়া, অবস্থিতি করে, ধাতু বৈষম্য বশতঃ পরিণামে তাহা হইতে পীড়া সমুদ্ভূত হয়। এইরূপে আধি হইতে ব্যাধির উদ্ভব ও আধির বিনাশে ব্যাধির বিনাশ হইয়া থাকে। হরিতকী যেরূপ বিরেচকের কার্য্য করে, তদ্রূপ তত্তৎ দেবতারূপে তত্তৎ মন্ত্রের ভাবনা করিলে, তৎপ্রভাবে, নাড়ীমধ্যে ব্যাধির আকারে পরিণত অন্নরস উৎসারিত হয়। এইপ্রকার, সাধুসেবা রূপ বিশুদ্ধ পুণ্যক্রম সহায়ে মন, কষিত কাঞ্চনবৎ বিমল হইলে পরমানন্দের সঞ্চার বশতঃ কোন-রূপ আধির আক্রমণসংঘটন সম্ভূত হয় না। প্রাণবায়ু বিশুদ্ধভাবে প্রবাহিত হইলে, অন্ন সকল ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া, ব্যাধি বিনষ্ট করে।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ। (সিদ্ধি হেতু নিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অন্তরামোদের মঞ্জরী স্বরূপ কুণ্ডলিনীকে পূরক-যোগসহায়ে পূর্ণ করিয়া, অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলে, মেরুর ন্যায়, অবিচলিত হওয়া যায়, এবং শরীরও পরম পুষ্ট হইয়া থাকে। পূরক দ্বারা কলেবর পূর্ণ হইলে, প্রাণবায়ু দণ্ডের ন্যায় দীর্ঘাকারে ও সর্পের ন্যায়, ত্বরিত সঞ্চারে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে নীত হয়। তদবস্থায় শরীরের ক্লেশ ও পূরকাদির অভ্যাস হইয়া থাকে। এবং তৎকালে নাড়ী দ্বারা আপাদ মস্তক বায়ুপূর্ণ হওয়াতেই শরীর আকাশগমনের উপযোগী লঘুভাব আশ্রয় করে! যোগিরা এই

কার যোগাভ্যাস সহায়ে উন্নত অবস্থায় উপনীত হন। মস্তক কপালের সন্ধিরূপ কপাটের বহির্ভাগে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত াপ্রদেশে ষোড়শান্তনামক যে স্থল আছে, দেবী কুণ্ডলিনী রেচক-ণসহায়ে ঊর্দ্ধে উন্নীতা হইয়া, সুষুম্নার অন্তর্গত প্রাণ বায়ুর প্রবাহ শ সেইস্থলে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিতি করিলেই, ব্যোমবিহারী সিদ্ধগণের ক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল অদিব্য। ারা দিব্যভাবাপন্ন সিদ্ধগণের দর্শনলাভ কখনই সম্ভব নহে। এব ষোড়াশান্তে প্রাণধারণমাত্রেই কি রূপে সিদ্ধগণের দর্শনপ্রাপ্তি ব?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ; কিন্তু ান যোগ অভ্যাস করিলে, মন পবিত্র হয়। তখন বুদ্ধিরূপ দ্বারা ব্যোমগামী সিদ্ধদিগকে দেখিতে এবং তাহাদের সহিত হার কার্য্যও করিতে পারা যায়।

ত্রয়োবিংশাধিক শততম সর্গ। (দেহতত্ত্ব)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! প্রাণ ও অপান বায়ুর সংঘর্ষণে াগ্নি সমুদ্ভূত হয়। জঠর মধ্যে নাভির ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে দ্বয়ের ন্যায়, আমাশয় ও পক্বাশয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট মুখে মিলিত আছে। তন্মধ্যে অধোভাগস্থ ভদ্রাকার মাংসপিণ্ডকে মূলাধার । কুণ্ডলিনী, পদ্মরাগবিনির্ম্মিত পেটকাকারে মুক্তাবলীর ন্যায়, হাতে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণ ও অপানবায়ুকে উদ্গিরণ ও নিগীরণ রিয়া, রুদ্রাক্ষাদিমালার ন্যায় কম্পমানা হইয়া, দণ্ডাহত ভুজগীর য়, স্বীয় সমুন্নতির বারংবার পরিবর্ত্তন সহকারে ঊর্দ্ধমুখে অব্যক্ত করিতেছেন। এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধাধোগতি শতঃ স্পন্দিতা হইতেছেন। তিনি হৃৎপদ্মের ষট্‌পদী স্বরূপ ং চক্ষুরাদির স্ব স্ব বিষয়রসাস্বাদের অদ্বিতীয় সাধন। তিনিই চান্তরিক বায়ু দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি শক্তি সমুদয়, হৃৎপদ্ম

ও নাড়ী সকলকে কম্পিত করিয়া থাকেন। অনঘ! প্রাণ বায়ু ভুক্ত অন্নাদিকে জীর্ণ করে। ঐ অন্ন প্রাণবায়ুর প্রতিঘাতে তর হইয়া, রসরূপে পরিণত হয়। সেই রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে ত্বক্, ত্বক্ হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে অস্থি এবং অস্থি হইতে শুক্র ইত্যাদি বিচিত্রাকারে পরিণত হইয়া থাকে।

এইরূপে প্রাণবায়ুবশে সমস্ত রস জীর্ণ হইলে পরস্পর সংঘর্ষে জঠরাগ্নি সমুদ্ভূত ও সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে উষ্ণ করিয়া থাকে। যোগিরা তারকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট এই অগ্নির উপাসনা করেন। চিৎস্বরূপ ঐ অগ্নির চিন্তা করিলে, লক্ষযোজন দূরস্থ বস্তু সকলও দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ম্মল ও সুশীতল আত্মাই সাক্ষাৎ সোম। সেই সোম হইতেই এই অগ্নির উৎপত্তি। এই কারণে এই দেহ অগ্নীসোমস্বরূপ।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! সোম হইতে অগ্নির জন্ম হইয়াছে। সেই সোম কোথা হইতে সমুদিত, কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! বীজ ও অঙ্কুর যেমন পরস্পর উপাদান স্বরূপ, অগ্নি ও সোমও তদ্রূপভাবাপন্ন। এবং ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পরের উপঘাত বিধান করে। দিবা ও রাত্রি এই উভয়ের মধ্যে একতরের বিনাশ হইলে, যেমন অপরের উৎপত্তি হয়, ইহারাও তদ্রূপ। তেজের অভাব হইলেই শৈত্যের উদয় হয়। তদ্রূপ পরিণামই ইহার কারণ। জল বিনষ্ট হইলে, তেজের উদ্ভব হয়। অতএব জলই তেজের কারণ। যেরূপ অন্ধকার ও আলোক এই উভয়ের যোগে অহোরাত্রির সঞ্চার হয়, তদ্রূপ চৈতন্য ও জাড্য দ্বারা জগতের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই নির্ম্মল চিৎ-সূর্য্যের দর্শন হইলে, সংসারসম্ভূত অন্ধকারের বিনাশ হয়। যেখানে মুখের বহির্দেশে দ্বাদশাঙ্গুল প্রদেশে অপানরূপচন্দ্রের ষোড়শী কলার ক্ষয় হয়, তুমি বাহ্য কুম্ভক সহায়ে মনোনিগ্রহপুরঃসর সেই স্থলেই বদ্ধপদ ও স্থির হইয়া, অবস্থান কর। এবং অপানরূপ চন্দ্র যে হৃদয়া-

কাশে শুদ্ধচিৎস্বরূপ কলাতে বিরাজ করে, তুমি তাহাতেই বদ্ধপদ হও।

চতুর্ব্বিংশাধিক শততম সর্গ। (পরশরীরে প্রবেশযোগাদি কথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য! যোগীরা যেরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ-বিশিষ্ট হন, অধুনা, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হৃৎপদ্মকোষের ঊর্দ্ধে বিদ্যুদ্বৎ প্রস্ফুরিত জঠরানলশিখা মধ্যে পরমাত্মা বিরাজ করেন। এই সংবিৎরূপ অনল সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত করিয়া, বর্দ্ধিত হইতেছে। উহা দেহের বহির্ভূত হইয়া আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করে। অনন্তর পার্থিব ও আতিবাহিত উভয় দেহই ত্যাগ করিয়া, বিক্ষোভিত প্রাণ কর্ত্তৃক উপসংহৃত ও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। তখন কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না নাড়ী ত্যাগ করিয়া উল্লিখিত আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করত স্বেচ্ছাবিহারপুরঃসর অন্তরে প্রস্ফুরিত হয়েন। এবং মৃণাল, শৈল তৃণ, স্বর্গ ও ভূতল ইত্যাদি যথোপযুক্ত স্থলে গমন করেন। এইরূপে তিনি মেরু হইতে তৃণ পর্য্যন্ত ইচ্ছামত আকার ধারণ করিয়া থাকেন।

সেই যে এক চিন্মাত্র আছেন, তিনি সংকল্পবশে কলুষিত হইলেই জীবভাব আশ্রয় করেন। এবং জ্ঞানদীপ সহায়ে সম্যক আলোক প্রাপ্ত হইলে, সংকল্পমোহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। সংকল্পের ক্ষয় হইলে, তৈলক্ষয়ে দীপের ন্যায় এই দেহাদির নির্ব্বাণদশা উপস্থিত হয়। নিদ্রার অবসানে যেমন স্বপ্নদর্শন সম্ভব নহে, তদ্রূপ সত্য-সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইলে, জীবের আর দেহ দর্শন হয় না। এক-মাত্র পরম তত্ত্বের ভাবনা করিলেই দেহহীন, শ্রীমান্ ও সুখী হওয়া যায়। আত্মাতে আত্মভাব আশ্রয় করিয়া আমিই নির্ম্মল ও নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ, এই প্রকার জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইলে, হৃদয়গুহাস্থ অন্ধকার দূর হয়। আত্মস্বরূপ বিদিত হইলে, যেরূপে যাহা ভাবনা করা যায়, আশু তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনঘ! রেচকযোগসহায়ে জীবকে কুণ্ডলিনী গৃহ হইতে বহির্গত

করিয়া পরশরীরে প্রবেশিত করিলে, এই দেহ কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ স্পন্দহীন ও পরিত্যক্ত হয়। যোগিগণ এই রূপে পরশরীরে প্রবেশ করিয়া অভিমত ভোগলাভানন্তর, স্বকীয় পূর্ব্ব দেহ বিদ্যমান থাকিলে, তাহাতে পুনরায় প্রবেশ করেন, কিম্বা ইচ্ছা হইলে, অন্যান্য দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক অভিমত সময় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ফলতঃ, জীব চিৎপ্রকাশরূপ ভোগৈশ্বর্য্য সহায়ে সকলদোষবিনির্মুক্ত ও স্বকীয় স্বরূপ সুবিদিত হইয়া, যাহা যাহা করেন, অচিরাৎ তাহাই প্রাপ্ত হন। ইহারই নাম নিরাবরণপদ বা নিরতিশয়ানন্দস্বরূপতা।

পঞ্চবিংশাধিক শততম সর্গ। (আত্মাই আত্মলাভের উপায়)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! অধুনা প্রস্তুত বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক; শ্রবণ কর। সেই রাজগেহিনী চূড়ালা পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রাণধারণাদি দৃঢ়তর অভ্যাসযোগ সহায়ে অণিমাদি গুণৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া আকাশমার্গ দ্বারা সাগরগর্ভে অবগাহন করিলেন। মোহমালিন্য ও তাপত্রয়ের উপশম হওয়াতে, তাঁহার আশয় অতিমাত্র নির্ম্মল ও শীতল হইয়াছিল। তদবস্থায় তিনি কখন বসুধাপীঠে বিচরণ, কখন লক্ষ্মীর ন্যায় ক্ষণমধ্যে ভর্ত্তার হৃদয়ে ও চিত্তে আগমন, কখন সাক্ষাৎ সম্পত্তির ন্যায় স্বকীয় রাষ্ট্রে পরিক্রমণ, কখন মেঘমালার ন্যায় গিরিমালা মধ্যে ভ্রমণ, কখন কাষ্ঠে, তৃণে, উপলে, ভূমণ্ডলে, গগনতলে, অনলে, অনিলে ও জলে নির্ব্বিঘ্নে অবগাহন, কখন মেরুশিখরে, লোকপালপুরসমূহে ও দিকসকলের মধ্যস্থিত সুপ্রসিদ্ধ ভুবনরন্ধ্র সকলে যথা সুখে বিচরণ, এবং কখন তির্য্যক, ভূত ও পিশাচাদির সহিত, কখন সুর, অসুর ও নাগগণের সহিত ও কখন বা বিদ্যাধর, অপ্সর ও সিদ্ধগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

তিনি যত্নসহকারে নানাপ্রকারে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া ভর্ত্তাকে বিশিষ্ট রূপে প্রতিবোধিত করিলেন। কিন্তু শিখিধ্বজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আপনার গৃহিণী সেই চূড়ালাকে জ্ঞানবিমুগ্ধা বলিয়া জানিতেন। বালক যেমন বিদ্যার, তিনিও

তেমন চূড়ালার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করিতে পারেন নাই। এবং চূড়ালাও তাঁহাকে সিদ্ধিশ্রী প্রদান করিতে সমর্থা হন নাই।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! চূড়ালা অতিমাত্র সিদ্ধিশালিনী ও যোগবিজ্ঞানপারদর্শিনী ছিলেন। তথাপি, রাজাকে প্রবোধপ্রদানে সমর্থা হন নাই, ইহার হেতু কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! উপদেশ দ্বারা কেবল ব্যবস্থাক্রম বিদিত হওয়া যায়। শিষ্যের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই জ্ঞপ্তির একমাত্র সাধন। পরোক্ষ জ্ঞান বা স্বর্গভোগাদি পুণ্য দ্বারা জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্মকে বিদিত হওয়া সাধ্য নহে। সর্পের পদ আছে, সর্প যেমন স্বয়ং ইহা অবগত তদ্রূপ আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জানিতে পারা যায়।

বিন্ধ্যকচ্ছে ধনধান্যসম্পন্ন অতিমাত্রকৃপণস্বভাব কোন কিরাট বাস করিতেন। একদা স্থানান্তরগমনসময়ে বিন্ধ্যগিরির তৃণবহুল জঙ্গলে তাঁহার একটি কপর্দ্দক পতিত হইলে, তিনি তত্রত্য তৃণ-তুষাদিপরিষ্করণ পূর্ব্বক ক্রমাগত তিন দিন যত্নসহকারে সেই কপর্দ্দ-কের অন্বেষণ করিলেন। তিন দিন পরে পূর্ণেন্দুবিম্বসদৃশ চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরমসুখে গৃহে গমন পূর্ব্বক সেই চিন্তামণি দ্বারা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও সর্ব্বসুখসমাবৃত্তি হইবে, চিন্তা করিয়া শান্ত হৃদয়ে বাস করিতে লাগিলেন। বৎস রামভদ্র! কিরাট যেমন কপর্দ্দকের অন্বেষণপ্রসঙ্গে অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, গুরুর উপদেশ দ্বারা তদ্রূপ পরোক্ষজ্ঞান চর্চা করিলে, সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত ব্রহ্মস্বরূপ আত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হয়।

ষড়বিংশাধিক শততম সর্গ। (বৈরাগ্য ও প্রব্রজ্যাস্বরূপ বর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! যেখানে তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, সেইখানেই মোহের প্রাদুর্ভাব ও সুখের অসদ্ভাব। রাজা শিখিধ্বজেরও অবি-কল ঐরূপ ঘটিল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মোহে আচ্ছন্ন ও দুঃখরূপ দহনে দহ্যমান হইলে, সেই অতুল রাজ্যবিভব তাঁহার সন্তোষসম্পাদনে সমর্থ হইল না। তিনি শান্তি লাভ মানসে কখন

নির্জ্জনে, কখন নির্ঝরে ও কখন বা গিরিকুহরে অবস্থান, কখন দেব ও দ্বিজাতিদিগকে গো, ভূমি ও হিরণ্যাদি প্রদান, কখন কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান এবং কখন বা তীর্থ, বন ও আয়তনাদিতে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মতেই শোকের ও অসুখের হস্ত পরিহার করিতে পারিলেন না। তিনি একদা নির্জ্জনে অঙ্কসমারূঢ়া চূড়ালাকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! চিরকাল রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, আমার মন অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যে বাস্তবিক সুখ বা প্রীতি নাই। থাকিলে, আমার তাহা হইত। অধুনা আমি অরণ্যে গমন করিব। মোহ, ব্যামোহ, সুখ, দুঃখ, সংগ্রামে প্রাণিহত্যা ইত্যাদি, অরণ্যবাসী ঋষিদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। অতএব আমি নির্জ্জন বনবীথিতে গমন করিব। ঐ বনবীথি, তোমার ন্যায়, স্তবকরূপ স্তন, রক্তপল্লবরূপ পাণি, মঞ্জরীরূপ রত্নমালা, পরাগরূপ অঙ্গরাগ, কুসুমরূপ ভূষণ, ষট্পদশ্রেণীরূপ লোচন, এবং মৃগশিশুরূপ সন্ততি সহায়ে আমার প্রীতিসমুদ্ভাবন করিবে। মন নির্জ্জনে যেরূপ নিশ্চিন্ত হয়, ব্রহ্মার বা ইন্দ্রের ভবনেও সেরূপ হয় না। অতএব তুমি আমার এই সাধু ইচ্ছার ব্যাঘাত করিও না। তোমার ন্যায় কুলস্ত্রীরা স্বামীর ইচ্ছার ব্যাঘাতকারিণী হয় না। চূড়ালা কহিলেন, নাথ! যে সময়ের যাহা, তাহা সেই সময়ে করিলে, শোভা পায়, অপর সময়ে নহে। জরাজরঠ ব্যক্তিদিগেরই বনবাস উপযুক্ত, যুবাদিগের নহে। বিশেষতঃ যথাসময়ে প্রজাপালনরূপ পরমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, রাজাকে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব আপনি অরণ্যে গমন করিবেন না। শিখিধ্বজ কহিলেন, অয়ি উৎপলপত্রাক্ষি! আমি নিশ্চয়ই বনগমন করিব, তোমার এই বিঘ্ন আমার অভিমত নহে। অধুনা, তুমিই রাজ্য পালন কর। বনবাস পুরুষের পক্ষেও সহজ নহে। তুমি বালা, কিরূপে তাহাতে সক্ষম হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন রাজা শিখিধ্বজ এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর

স্নান করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ঐ সময়ে দিবাকর স্বীয় সুবিপুল স্বরূপ সংহরণ পূর্ব্বক অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে, শিখিধ্বজের অনুগামিনী চূড়ালার ন্যায় প্রভা তাঁহার অনুগমন করিল। অনন্তর যামিনী সমাগত ও যৌবন প্রাপ্ত হইলে, রাজা শিখিধ্বজ সায়ংকৃত্যসমাধানানন্তর চূড়ালার সহিত মনোরম শয্যায় শয়ন করিলেন। ক্রমে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশে জনপদ সকল নিস্তব্ধ হইলে, কোমলাংশুকধারিণী চূড়ালাও গাঢ়তর নিদ্রায় আচ্ছন্না হইলেন। রাজা শিখিধ্বজ এই শুভ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, সেই প্রসুপ্তা দয়িতাকে অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। এবং অনুগতবর্গকে দুষ্টনিগ্রহার্থ গমন করিব, এইপ্রকার কহিয়া, রাজলক্ষ্মীকে নমস্কার করিয়া, মণ্ডল হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর গভীর অরণ্যানীতে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই রজনী যাপন করিয়া, পর দিন এইরূপে গ্রাম ও অরণ্য আশ্রয় করিয়া, অতিবাহিত করিলেন।

এই প্রকারে দ্বাদশ রাত্রি পর্য্যবসিত হইলে, তিনি মন্দর ভূধরের তটবর্ত্তী নিবিড় দুর্গম অরণ্যে সমাগত হইলেন। তিনি তত্রত্য কোন এক শাদ্বলশ্যামল, স্নিগ্ধ, সুশীতল, ফলকুসুমবহুল, সলিলসিক্ত, পবিত্র প্রদেশে পর্ণশালানির্ম্মাণপূর্ব্বক, সেই মঠিকামন্দিরে মসৃণ বেণুদণ্ড, ফলভোজনভাজন, পুষ্পভাণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষমালা, অর্ঘপাত্র, মৃগচর্ম্ম, কন্থা ও তপস্যার উপযোগী অন্যান্য বস্তু সকল স্থাপন করিলেন। এইরূপে তিনি জপহোমপরায়ণ তপস্বী হইয়া, পূর্ব্বানুভূত নবনৃপতিবিলাস বিস্মরণপূর্ব্বক, সেই মঠিকানিলয়ে অখিন্ন হৃদয়ে বহু দিবস যাপন করিলেন। বিবেকের উদয় হইলে, অতি দরিদ্রও ইন্দ্রপদের প্রার্থী হয় না।

সপ্ত বিংশাধিক শততম সর্গ। (স্বভাব সর্ব্বোপরি বলবান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! সেই নিশীথসময়ে শিখিধ্বজ সেইরূপে প্রস্থান করিলে, চূড়ালা সহসা জাগরিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, শয্যা শূন্য রহিয়াছে। তন্নিবন্ধন, ভাস্করশূন্য, পূর্ণচন্দ্রশূন্য আকাশের

ন্যায় তাহার সমুদায় শোভাবিভব তিরোহিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি দাবদহনদগ্ধা হরিণীর ন্যায় চঞ্চলা ও ব্যাকুলা হইয়া, ম্লানবদনে ও খিন্ন হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নীহারধূসরা দিনশ্রীর ন্যায়, আকুল আবিল অপ্রসন্ন ভাবে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় কি কষ্ট! প্রভু রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছেন। আমি আর এখানে থাকিয়া কি করিব! তাঁহারই অনুগামিনী হইব। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্বামীই স্ত্রীর পরম গতি।

এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি উত্থান পূর্ব্বক বায়ুবন্ধ্রযোগে আকাশে গমন করিয়া, দেখিলেন, শিখিধ্বজ খড়্গহস্তে একান্তে বিচরণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি স্বামীর অবশ্যম্ভাবিনী ভবিতব্যতা চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া, পুরোভাগে তাহা দর্শনপূর্ব্বক তদনুরূপ অনুষ্ঠান জন্য আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। এবং অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক, নরপতি কার্য্যবিশেষবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, এই প্রকার বাক্যে পৌরদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, স্বয়ং সর্ব্বত্র সমদর্শিনী হইয়া স্বামীর সেই রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে অরণ্যে ও গৃহে অবস্থিতি করিয়া, সেই রাজদম্পতির অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইলে, বহুকালপর্য্যবসানে শিখিধ্বজ জরাক্রান্ত হইলেন। তৎসহকারে তাঁহার রাগাদির পরিপাক দশা উপস্থিত হইলে, চূড়ালা তদ্দর্শনে, ইহাই আমার স্বামিসমীপগমনের উপযুক্ত সময়, বিবেচনা করিয়া, রজনীযোগে অন্তপুর হইতে বহির্গত ও আকাশে উত্থিত হইলেন। এবং নন্দনোদ্যাননিলয়া সিদ্ধাভিসারিকাদিগকে সন্দর্শন পূর্ব্বক বায়ু ভরে গমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমার বিবেক সমুদিত হইয়াছে। তথাপি স্বামির জন্য আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। বুঝিলাম, শরীরিগণের স্বভাব আজীবন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এই কারণেই আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি প্রকৃত জ্ঞানের পথবর্ত্তিনী হইয়াছি। তথাপি, এই মৃদু মন্দ গন্ধবহ, এই সুশীতল

চন্দ্রকিরণসমূহ এবং এই বনবীথিকা আমাকে উৎকণ্ঠিতা করিতেছে। অনন্তর চূড়ালা আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, অয়ি মুগ্ধে! যদি তোমার স্বামীশরীর আলিঙ্গনাদি করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তাহা ত্যাগ কর। কেন না, বলবতী জরা অধুনা তাঁহার দেহ গ্রাস করিয়াছে। উহাতে আর কিছুই মনোহারিতা বা প্রীতিকারিতা নাই। অধুনা তিনি তপস্বী হইয়াছেন; তাঁহার কলেবর ক্ষীণ ও বাসনাও বিলীন হইয়াছে। আর তাঁহার রাজ্যাদিভোগে কিছুমাত্র মন বা আসক্তি নাই। তিনি সর্ব্বথা নীরস শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায়, বিরাজ করিতেছেন। অতএব তোমার উৎকণ্ঠার বিষয় কি? আহা, কি সৌভাগ্য! বহুকালের পর আমি কৃতমনোরথ হইলাম। যেহেতু আমার স্বামী তত্ত্বজ্ঞানের উদয়বশতঃ আমার তুল্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমার সমুদয় আনন্দের মধ্যে ইহাই সর্ব্ব প্রধান আনন্দ। অতঃপর আমরা সমান মনোবৃত্তির সঙ্গমরূপ পরম সুখ আস্বাদন করিব।

অষ্টাবিংশাধিক শততম সর্গ। (যোগবলনির্ব্বাচন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! পতিব্রতা চূড়ালা এইপ্রকার চিন্তানন্তর মন্দরকন্দরে আগমন ও অলক্ষিত ভাবে অরণ্য মধ্যে অবগাহন করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার স্বামী নির্জ্জন প্রদেশে পর্ণশালানির্ম্মাণপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সে হার, কেয়ূর ও কুণ্ডলাদি নাই। তাঁহার দেহ কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ ও জীর্ণ পর্ণের সদৃশ ভাবাপন্ন। তিনি এখন বৃষ্টির জলে স্নান করেন, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করেন, ধরাসনে উপবেশন করেন, পূজার জন্য স্বহস্তে পুষ্পমালা গ্রন্থন করেন এবং জটাজুট ধারণ করেন। আর তাঁহার সে রাজবেশ নাই। ক্ষুধা হইলে, ফলমূল আহার করেন, কখন বা তাহা নাও করেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

অনবদ্যাঙ্গী চূড়ালা তদবস্থ স্বামীকে দর্শন করিয়া, বিষণ্ন হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! কি মূর্খতা। মূর্খতার প্রভাবে

লোকের এইপ্রকার দুরবস্থারই আবিষ্কার হইয়া থাকে! অতএব আমার স্বামী যাহাতে অদ্যই বিদিতবেদ্য হইয়া, ভোগমোক্ষশ্রী লাভ করেন, অবশ্যই তাহা করিব। ইঁহার মতি এখন কর্ম্মবশে পরিপক্ব হইয়াছে। অতএব ইঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে স্বীয় তত্ত্ব প্রতিফলিত হইবে। আমি তাপসবেশ ধারণ করিয়া, ক্ষণমধ্যেই ইঁহাকে প্রবোধিত করিব।

এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি ধ্যানপরায়ণা হইয়া, ক্ষণমধ্যেই দিব্য ব্রাহ্মণকুমাররূপ ধারণ করিয়া, সহাস্য আস্যে সেই বিপিন মধ্যে স্বামীর পুরোভাগে সমাগতা হইলেন। যোগের অসাধ্য কিছুই নাই।

শিখিধ্বজ কুণ্ডলমণ্ডিত মনোজ্ঞ মুখমণ্ডলে অলঙ্কৃত, কান্তার উপশান্তিজনক কমনীয় কলেবরে বিরাজিত, গঙ্গাপ্রবাহের অন্তর্লীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চঞ্চল স্বভাবের বিষয়ীভূত, গলিত-হরিতাল-দ্যুতি-লাঞ্ছিত সুশোভন শ্বেত বসন ও সুন্দর যজ্ঞোপবীতে পবিবীত, প্রকোষ্ঠপরিব্যাপিনী ভূতল-বিলম্বিনী অক্ষমালায় পরিশোভিত, ইন্দ্রিয়বাজির অবশীকৃত, অতিবল ও অতিতেজে অলঙ্কৃত, লোকসুন্দর সেই দ্বিজকুমারকে দর্শন করিয়া, দেবকুমার বোধে পাদুকাত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর, হে দেবকুমার! আপনাকে নমস্কার, এই আসন গ্রহণ করুন, এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর পত্রনির্ম্মিত আসন প্রদান করিয়া, কুমুদখণ্ডপল্লবে হিমকণার ন্যায়, তদীয় করতলে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (নারদের উপাখ্যান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! অনন্তর সেই দেবপুত্র, রাজর্ষে! আপনাকে নমস্কার, এই প্রকার কহিয়া, আসন পরিগ্রহ করিলে, শিখিধ্বজ সবিনয়ে কহিলেন, মহাভাগ! আপনি কে? কোথা হইতে আসিলেন? আপনার দর্শনে অদ্য আমার দিন সার্থক ও জন্ম সার্থক হইল। অধুনা, এই পাদ্য ও এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

তাপসরূপিণী চূড়ালা বলিলেন, আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু কুত্রাপি এরূপ পূজা প্রাপ্ত হই নাই। অনঘ! আমার বোধ হইতেছে, আপনি এই অনুরূপ বিনয়বলে চিরজীবী হইবেন। আপনি ফলকামনাপরিহারপূর্ব্বক প্রশান্ত হৃদয়ে নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য কি তপঃসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বনবাস যতি ও ঋষিদিগেরই ব্রত। আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক ইহার আশ্রয় করা, অসিধারার ন্যায়, অত্যন্ত ক্লেশজনক।

শিখিধ্বজ কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবতা, সুতরাং সকলই অবগত, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমার বোধ হয়, আপনার এই অঙ্গ সমুদায় সাক্ষাৎ চন্দ্রের অংশে সংঘটিত, আপনার সর্ব্বশরীরও যেন অমৃতে অভিষিক্ত। আপনার পূজা জন্য সংগৃহীত এই সমুদায় বিচিত্র কুসুম ভবদীয় অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়া, সর্ব্বথা কৃতার্থ হউক। এবং আমিও অভ্যাগতপূজা করিয়া, জীবন সার্থক করি। ভগবন্! আপনি কে? কাহার পুত্র? শুদ্ধ আমাকেই অনুগ্রহ করিবার জন্য আসিয়াছেন, না, অন্যবিধ উদ্দেশ্য আছে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! যেখানে সর্ব্বলোকপাবনী ভগবতী জহ্নুনন্দিনী মেরুলক্ষ্মীর বিকশিত হার লতার ন্যায়, পরম শোভা বিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে প্রবাহিতা হইতেছেন, সেই মেরুগুহায় উপবিষ্ট শুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদ একদা ধ্যানাবসানে, বলয় নিনাদ সহকৃত কেলিকোলাহল শ্রবণ করিলেন। উহা কি, জানিবার জন্য কুতূহলপ্রায় হইয়া, নদীর দিকে দৃষ্টিসঞ্চারপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, রম্ভা ও তিলোত্তমার ন্যায়, ললনারা জলক্রীড়া করিয়া, জল হইতে নির্গত হইতেছে। তাহারা সকলেই নগ্ন। তাহাদের উরুদেশ গলিত-কাঞ্চন-প্রবাহাতিশয়-সদৃশ এবং কন্দর্পমন্দিরের সাক্ষাৎ স্তম্ভ-স্বরূপ। তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, মূর্ত্তিমান্ লাবণ্যরসপ্রবাহের ন্যায়, বিরাজ করিতেছে। তাহাদের নিতম্ব কামদেবের নন্দনোদ্যানবিহারের রথস্বরূপ। তাহারা সেই নিবিড় নিতম্ব রূপ সেতু দ্বারা গঙ্গাপ্রবাহকে যেন রুদ্ধ করিয়া, উৎপথে প্রেরণ করিতেছে।

তাহাদের কলেবর অতিশয় স্বচ্ছভাবাপন্ন। এইজন্য পরস্পর পরস্পরের আদর্শস্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে। সংবৎসর যাহার স্কন্ধ, পক্ষ যাহার পল্লব, ঋতু সকল যাহার লতাব্রততি, দিনশ্রী যাহার কলিকা, আলোক যাহার পরাগ, সপ্তসাগর যাহার আলবাল, সেই কালরূপ কল্পতরু হইতে ঐ সকল ললনার জন্ম হইয়াছে। ঈদৃশ সর্ব্বলোকাতিশয় সৌন্দর্য্যশালী ললনাদিগকে দর্শন করিয়া দেবর্ষি নারদের বিবেক বিগলিত, এবং তৎসহকারে পার্থিব ভোগানন্দের আবির্ভাববশতঃ রেতঃ স্খলিত হইল।

শিখিধ্বজ কহিলেন, যাঁহার রাগ নাই, স্পৃহা নাই, উপমা নাই, সেই বহুজ্ঞ ও জীবন্মুক্ত নারদের রেতঃস্খলন অতীব বিচিত্র ঘটনা।

ত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (সুখবিচার)।

চূড়ালা কহিলেন, মহারাজ! জগতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই আছে। এই কারণে কি দেব, কি মনুষ্য, কি ইতর প্রাণী, সকলেরই দেহ স্বভাবতঃ অজ্ঞ ও তজ্জ্ঞভেদে দ্বিবিধ ভাবাপন্ন। তন্মধ্যে দীপ হইতে আলোকের ন্যায়, কোন পদার্থ হইতে সুখ সমুৎপন্ন এবং নিশাযোগে অন্ধকারের ন্যায় কোন কোন পদার্থ হইতে দুঃখ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। সত্যস্বরূপ নির্ম্মল তত্ত্ব নিমেষমাত্র ও বিস্মৃত হইলে, বিবিধ দৃশ্যদর্শন সংঘটিত ও তৎসহকারে অসুখের পথ উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে এবং নিমেষমাত্র বিস্মৃত না হইয়া, সর্ব্বদা সেই সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, এই দৃশ্য-পিশাচ পলায়িতও সুখের শতদ্বার আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। আলোক ও অন্ধকার যেরূপ অহোরাত্রির স্বরূপ, সুখ দুঃখও তদ্রূপ শরীরের স্থিতি স্বরূপ। এইপ্রকার ক্রমযোগ দ্বারাই বন্ধ ও মোক্ষ ব্যবস্থিত হইয়াছে।

শিখিধ্বজ কহিলেন, প্রভো! আপনার বাক্য অতি উদার অতএব পুনরায় কীর্ত্তন করুন, দূরস্থ বস্তুর জন্য এবং সন্নিহিত লাভ ও নাশাদির নিমিত্ত কি রূপে সুখদুঃখ সংঘটিত হয়?

চূড়ালা কহিলেন. রাজন্! সন্নিহিত বিষয়ে শরীর, চক্ষু ও হস্ত

দ্বারা এবং দূরস্থ বিষয়ে শব্দ ও অনুমানাদি দ্বারা সুখদুঃখের অনুভব সিদ্ধ হইয়া থাকে। বালিকার ন্যায় আত্মতত্ত্বের অনভিজ্ঞা হৃদগতা বুদ্ধিক্ষুব্ধা হইলে, সংবিৎ ক্ষুব্ধা হইয়া কুণ্ডলীস্থিত জীবে আবির্ভূত হয়। মূলে জলসেক করিলে, সেই জল যেমন নাড়ী দ্বারা বৃক্ষাদির শরীরে অনুপ্রবেশ করে, তদ্রূপ বিষয়সংবন্ধ নাড়ী দ্বারা জীবে সমাবিষ্ট হইয়া, সুখ দুঃখ সমুৎপাদিত করে। এইরূপ নাড়ীমার্গ দ্বারা বিষয়সংস্পর্শ জীবে সংক্রমিত না হইলে, কোন মতেই দুঃখাদির অনুভব হয় না। ইহার নাম মুক্তাবস্থা। শুদ্ধ আত্মা দ্বারা আত্মাকে অবগত হইলে, সুখদুঃখাদির অনুভব করিতে হয় না। ইহারই নাম বিশ্রান্তি বা চরম শান্তি। সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই, এই আমি বৃথা রহিয়াছে, এইপ্রকার প্রবোধসহকারই নির্ব্বাণ ও শান্তি সংঘটিত করে।

শিখিধ্বজ কহিলেন, জীবের কিরূপে বীর্য্যচ্যুতি হয়?

চূড়ালা কহিলেন, মহাভাগ! পত্র বা ফলাদির বৃন্ত ছেদন করিলে, যেরূপ অন্তর্গত বায়ুর স্পন্দনবশতঃ তাহার অন্তরস্থ জলাংশ তৎক্ষণে বহির্গত হয়, তদ্রূপ জীব ক্ষুব্ধ হইলে, বায়ুস্পন্দন দ্বারা মেদান্তর্গত জলসার স্বরূপ স্বীয় সূক্ষ্ম অংশ পরিত্যাগ করেন। এই অংশ, সমুদায় অঙ্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া, নাড়ী দ্বারা অধোভাগে অর্থাৎ মূলাধারে সমাগত ও বহির্ভাগে নিপতিত হইয়া থাকে। ইহাই স্বভাবের নিয়ম।

শিখিধ্বজ কহিলেন, স্বভাব কাহাকে বলে?

চূড়ালা কহিলেন, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম সৃষ্টিকামনায় ঘটপটাদি যরূপ পদার্থস্বভাবে প্রস্ফুরিত হন, সেই সকল পদার্থ অদ্যাপি সেই স্বভাবেই আছে। পণ্ডিতেরা ইহাকেই স্বভাব বলেন। এই প্রকার স্বভাববশেই এই বিশ্বজগতে অণ্ডজাদি বিবিধ দেহ ভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে জ্ঞানদেহ সকল বাসনার ক্ষয়বশতঃ পুনর্জন্মবিহীন এবং ইতর দেহ সকল ভোগে অত্যন্ত আস্থাবশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।

একত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (কুম্ভজন্ম ও যোগমাহাত্ম্য বর্ণন)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, আপনার উদার ও যথার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া পীতামৃত ব্যক্তির ন্যায় আমার অন্তর পরম শীতল হইয়াছে। অধুনা সংক্ষেপে স্বীয় জন্মবৃত্ত কীর্ত্তন করুন।

চূড়ালা কহিলেন, অনন্তর দেবর্ষি নারদ বিশুদ্ধ বুদ্ধি রূপ রজ্জু দ্বারা মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গকে বিবেকরূপ আলানে বন্ধন করিয়া, পারদ ও রূপ্যাদি শম্ভুবীর্য্যের সদৃশ, চন্দ্রোপম সেই বীর্য্য পার্শ্ববর্ত্তি স্ফটিক কুম্ভে ন্যস্ত করিলেন। ঐ কুম্ভ অতি স্থূল, দৃঢ় ও উপলঘাতসহ এবং গম্ভীরকুক্ষিবিশিষ্ট। তিনি সঙ্কল্পসৃষ্ট ক্ষীর দ্বারা ঐরূপে সেই কুম্ভ পূর্ণ করিলে, সেই শুভ গর্ভ মাসমধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর কালসহকারে উহা হইতে বসন্তকালীন-পুষ্পপরাগপ্রতিম, পূর্ণপ্রভাকর সপ্রভ, পদ্মপলাশলোচন, সর্ব্বাঙ্গসুসম্পন্ন এক অনুপম পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। এবং শুক্লপক্ষীয় শশির ন্যায়, কতিপয় বাসর মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। দেবর্ষি নারদ যথাবিধানে তাহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় সংস্কার সম্পাদন পুরঃসর তাহাকে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত ও আপনার প্রতিবিম্ব স্বরূপ করিলেন।

অনন্তর নারদ সেই পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় জনক ব্রহ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। পিতামহ পরম প্রীত হইয়া সেই জ্ঞানপারগ সর্ব্বজ্ঞ পৌত্রের নাম কুম্ভ রাখিলেন। আমি সেই কুম্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই জন্য নাম কুম্ভ। লীলাবিলাসপরায়ণ বেদচতুষ্টয় আমার সুহৃৎ, সরস্বতী আমার জননী, গায়ত্রী আমার মাতৃষসা, ব্রহ্মলোক আমার গৃহ। আমি নিত্য তথায় সুখে অবস্থিতি করি। আমি সর্ব্বথা আপ্তকাম। এই জন্য লীলাবশেই এই জগতে ভ্রমণ করি। নতুবা, আমার কোন উদ্দেশ্য বা অনুরোধ নাই। ভূলোকসঞ্চরণকালে আমার পদ মহীতল স্পর্শ করে না। আমার অঙ্গ সকলও কখন রজঃস্পৃষ্ট এবং শরীরও কখন গ্লানিবিশিষ্ট হয় না। অদ্য আমি আকাশগমনপ্রসঙ্গে আপনাকে দর্শন করিয়া এখানে আগমন করিলাম।

আর্য্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্যবহারদক্ষ সাধুগণ তাহার যথাযথ উত্তর করেন। এই জন্য আমি সমস্ত সবিশেষ কহিলাম।

দ্বাত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (জ্ঞানযোগমাহাত্ম্যবর্ণন)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, দেব! আমার বোধ হয়, আপনি আমার জন্মপরম্পরাসঞ্চিতপুণ্যপুঞ্জস্বরূপ, এই মন্দরভূধরে পদার্পণ করিয়াছেন। সাধুসমাগম রাগাদি অপনোদন করিয়া, দরিদ্রাদিরও ব্রহ্মানন্দ সুখ সমুদ্ভাবন করে; রাজ্যাদির সেরূপ ক্ষমতা কোথায়?

চূড়ালা কহিলেন, আমি সমস্তই বলিলাম। অধুনা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? কত দিন এই বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন?

শিখিধ্বজ কহিলেন, আপনি দেবপুত্র, সকলই জানেন। আমার নাম শিখিধ্বজ। আমি সংসারভয়ে ভীত হইয়া বনান্তর আশ্রয় করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ সুখ, পুনঃ পুনঃ দুঃখ, এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু আপনার ন্যায় ব্যক্তিকেও আক্রমণ করে। এই জন্যই আমি তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু নির্ধন যেমন নিধি লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি দিগন্তভ্রমণ ও তপশ্চরণ করিয়াও, বিশ্রামলাভে সমর্থ হই নাই। অয়ি তত্ত্বজ্ঞ! আমি ফললাভে বঞ্চিত, সাধুসঙ্গবিবর্জ্জিত ও সহায়বিরহিত হইয়া এই অরণ্যপ্রান্তরে কীটনিষ্কুশিত তরুর ন্যায়, শুষ্ক হইতেছি। এবং দেব ও অতিথি পূজা ও উপবাসাদি পুণ্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াও, দুঃখ হইতে দুঃখরাশিতে পতিত হইতেছি। অমৃতও আমার বিষবৎ বোধ হইতেছে।

চূড়ালা কহিলেন, আমি পূর্ব্বে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্রিয়া ও জ্ঞানের মধ্যে কোনটি মুক্তিজনক, কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, জ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তি। অতএব তাহাই বিদিত হওয়া বিধেয়। দেখ, ক্রিয়া কেবল কালাতিবাহ ও বিনোদেরই নিমিত্ত, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই পরম আশ্রয় স্বরূপ। যেখানে বাসনা, সেইখানেই বিবিধ ক্রিয়া। জ্ঞানী জনের বাসনা নাই। এই জন্য কোনপ্রকার ক্রিয়ারও আবশ্যকতা নাই। কাস লতায় যেমন ফল

হয় না, সেইরূপ, বাসনাহীন ক্রিয়াও নিষ্ফল হইয়া থাকে। সকলই ব্রহ্ম, এই প্রকার ভাবনাবলে, মূর্খতার ক্ষয় হইলে বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে। এবং বাসনার ক্ষয়মাত্রেই জীবের জরা মরণ বিদূরিত ও পুনর্জ্জন্ম অপনীত এবং পুরুষার্থরূপ পরম পদ পরিগত হয়।

স্বয়ং পিতামহ বলিয়াছেন, জ্ঞানই পরম শ্রেয়ঃ। অতএব আপনি কিজন্য অজ্ঞানীর ন্যায়, তপস্যাকেই মোক্ষের কারণ বোধে আশ্রয় করিয়াছেন? কিজন্য এখানে আসন, এখানে কমণ্ডলু ইত্যাদি অনর্থপরম্পরার অনুসরণ করিতেছেন। এবং কি জন্যই বা বন্ধ ও মোক্ষের মীমাংসা না করিয়া বৃথা অবস্থিতি করিতেছেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন, চূড়ালার এবংবিধ উপদেশে প্রবোধ সঞ্চারিত হইলে, শিখিধ্বজ অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, অহো! অদ্য আমি বহু কালের পর প্রতিবোধিত হইলাম। আমি মূর্খতাবশতই এতদিন সাধুসঙ্গবিবর্জ্জিত ও অবশভাবাপন্ন হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছিলাম। অয়ি বরানন! আপনি আমার গুরু, পিতাও সুহৃৎ। আমি আপনার কৃপাভাজন ও শিষ্য। আপনার চরণে নমস্কার। যাহাকে জানিলে, শোক দূর ও পরমনির্বৃতি লাভ হয়, আপনি সেই ব্রহ্মকে বিদিত আছেন। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আশু আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন। জ্ঞান অনেকপ্রকার। তন্মধ্যে কোন্ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ও আশু মুক্তিজনক? চূড়ালা কহিলেন, শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন। যেহেতু, আস্থাহীন হইলে, বক্তা ও প্রশ্নকর্ত্তা উভয়েরই বাক্য নিষ্ফল হয়। বালক যেমন পিতার বাক্যকে প্রমাণান্তররহিত বলিয়া গ্রহণ করে, আপনি তদ্রূপ আমার কথা শ্রবণ করুন।

ত্রয়স্ত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (মূর্খতাই সাক্ষাৎ বঞ্চনা)।

চূড়ালা কহিলেন, কোন স্থানে এক পুরুষ আছেন। তিনি শ্রীমান্, সকল কলার জ্ঞানবান, অস্ত্রকুশল, ব্যবহারবিচক্ষণ, এবং সাগর যেমন জল ও বড়বানল ইত্যাদি পরস্পরবিরুদ্ধ বস্তুর স্থান,

তিনিও তদ্রূপ বৈরাগ্য, সর্ব্বত্যাগ, উদারতা প্রভৃতি গুণ ও সম্পদ ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তু সকলের আস্পদ। তিনি সমুদায় সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি, পরমাত্মপদ বিদিত নহেন। তিনি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকৃত তপস্যা ও জপাদি সহায়ে চিন্তামণিসংগ্রহে প্রবৃত্ত ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। উদ্যোগী পুরুষের কিছুই অসাধ্য নাই। অকিঞ্চন ব্যক্তিও উদ্যোগ সহায়ে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। একদা তিনি আপনার পুরোভাগে হস্তমাত্রপ্রাপ্য চিন্তামণি দর্শন করিলেন। কিন্তু তাহা কি হঠাৎ, নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। তখন সংশয়িত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহা মণি নহে। কেন না, মণি হইলে, আমার দৃষ্টিগোচর হইত না। আচ্ছা, আমি ইহা স্পর্শ করি। অথবা আমি হতভাগ্য; আমার স্পর্শমাত্র ইহা অন্তর্হিত হইবে। আমার এমন কি পুণ্যসমৃদ্ধি, যে, মণিলাভ করিব? তাহারাই মহাভাগ্য ও তাহারাই মাহাত্মা, যাহারা স্বল্পসময়মধ্যে সমুদায় সমৃদ্ধি সংগ্রহে সমর্থ হয়।

তিনি বহুকাল এইরূপ মৌর্খ্যমোহ ও বিকল্প সংকল্পের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত মণিগ্রহণে যত্ন করিলেন না। অথবা, যে বস্তু যখন যাহার প্রলভ্য হইবার নহে, সে তখন তাহা প্রাপ্ত হয় না। এবং উপেক্ষা বা অবমাননা করিলেও কখন সিদ্ধি লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন হস্তস্থিত বস্তুও দূরগত হইয়া থাকে। ঐ পুরুষের তাহাই ঘটিল। মণি তথায় থাকিয়াও, যেন উড্ডীন হইল। তিনি পুনরায় সেই মণিসাধনে যত্নবান হইলেন। অধ্যবসায়শালী পুরুষের স্বকার্য্যে উত্ত্যক্ত হওয়া বিধেয় নহে। এইরূপে তিনি মণিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া একখণ্ড কাচ অবলোকন ও মূর্খতাবশতঃ তাহাকেই চিন্তামণি বোধ করিলেন। মন মোহে আচ্ছন্ন হইলে, অষ্টকেও ষষ্ঠ ও জলকেও স্থল করিতে পারে। সেই মূঢ় কাচখণ্ডকেই চিন্তামণি বোধে গ্রহণ করিয়া, ইহা দ্বারা আমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, অতএব আমার এই সামান্য ধনে, সামান্য গৃহে ও সামান্য বন্ধুবান্ধবাদিতেই বা প্রয়োজন কি, এইপ্রকার কল্পনাপূর্ব্বক পূর্ব্ব ধন পরিহার করিয়া

জনশূন্য অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। মৌর্খবিভবই সকল দুঃখের আকর।

চতুস্ত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (মূর্খই বদ্ধ হইয়া থাকে)।

চূড়ালা কহিলেন, আমি আপনার বোধ বৃদ্ধির জন্য গজোপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বিন্ধ্যবনে অগস্ত্যের ন্যায় বিশুদ্ধ-বুদ্ধি ও বিন্ধ্যের ন্যায় উন্নতস্বভাব এক হস্তী বাস করে। সে দন্ত দ্বারা সুমেরুকেও উন্মূলিত করিতে পারে। উপেন্দ্র যেমন বলিকে, হস্তিপক তেমনি তাহাকে লৌহময় জাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐরূপে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার হৃদয়ে অতিমাত্র বেদনা উপস্থিত হইল। তদবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হইলে, সে খিন্ন হৃদয়ে বন্ধনমোচনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং মুহূর্ত্তমাত্র যত্ন করিয়া, দন্ত দ্বারা সেই শৃঙ্খলজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হস্তিপক দূর হইতে অলক্ষিত ভাবে এই ঘটনা দর্শন করিয়া তালতরু হইতে সেই হস্তীর মস্তক লক্ষ্যে পতিত হইল। কিন্তু মস্তকে না পড়িয়া, ভূতলে তির্য্যক্ অবস্থায় পতিত হইল। পতিত শত্রুকে বিদলিত করায় পৌরুষ নাই, ভাবিয়া হস্তী তাহাকে বিদলিত না করিয়া, স-বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে হস্তিপকও সুস্থ দেহে ও সুস্থচিত্তে উত্থিত হইল। দুরা-ত্মাদিগের দেহ দুর্ভেদ্য। সেই জন্য, সেইরূপে পতিত হইলেও তাহার শরীরের কোন স্থান ভগ্ন হয় নাই। অসৎ ব্যক্তিদিগের বল কুকার্য্যেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই হস্তিপক উত্থিত হইয়া, পুন-রায় হস্তীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। এবং বনে বনে বিচরণপূর্ব্বক হস্তীকে কোন তরুতলে দেখিতে পাইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে বলয়াকার খাত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক লতাদিতে তাহা আচ্ছন্ন করিল। হস্তী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই খাতে পতিত ও পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায়, বদ্ধভাবাপন্ন হইল। সে যদি হস্তিপককে তৎকালে বিদলিত করিত, তাহা হইলে তাহাকে আর এইরূপে বদ্ধ হইতে হইত না। লোকে

এই গজের ন্যায় পুরুষার্থসহায়ে আগামী কালের সংশোধন না করিয়াই দুঃখ ভোগ করে। অথবা, মূর্খের চিরকালই দুঃখ। পাশাদিতে বন্ধন বন্ধন নহে, মূর্খতাই পরম বন্ধন। অতএব তুমি আত্মদর্শী হও।

পঞ্চত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (সর্ব্বত্যাগই সুখ)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, দেবপুত্র! আপনি যে মণিসাধন ও হস্তী-বন্ধন কীর্ত্তন করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য পুনরায় বিশেষরূপে বর্ণন করুন। চূড়ালা কহিলেন, আমি যে চিন্তামণিসাধকের কথা বলিলাম, আপনিই সেই ব্যক্তি। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ নহেন। অকৃত্রিম সর্ব্বত্যাগই চিন্তামণি, জানিবেন। তাহাই সকল দুঃখের শেষ ও সকল লাভের স্থান। আপনি তাহারই সাধন করিতেছেন। কিন্তু আপনার এই সাধনা অকৃত্রিম বা বিশুদ্ধ নহে। কেননা আপনি সঙ্কল্পের বশীভূত রহিয়াছেন। এই কারণে সর্ব্বত্যাগরূপ চিন্তামণির ভ্রমে আপনি তপোরূপ কাচমণি সংগ্রহ করিয়াছেন। আপনি পূর্ব্বে বাসনাহীন ও আসক্তিবিহীন হইয়া, সর্ব্বত্যাগের উপক্রম করিয়াছিলেন। অধুনা বাসনা সহকারে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা দূরীকৃত করিয়াছেন। কিরূপে সুখী ও সর্ব্বসিদ্ধ হইবেন?

বলিতে কি, যাহারা সাক্ষাৎ অতুল আনন্দস্বরূপ ও সকলেরই সুসাধ্য সর্ব্বত্যাগ ত্যাগ করিয়া, দুঃখসাধ্য তপস্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শঠ ও আত্মঘাতী, জানিবেন। আপনি দুঃখপরিপূর্ণ রাজ্য-বন্ধ ত্যাগ করিয়া, বনবাসরূপ দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। জ্ঞানের অভাবে যাহা ঘটে, আপনার তাহাই হইয়াছে। অতএব আপনি সাবধান হউন, রত্নভ্রমে ধূলি সংগ্রহ করিবেন না।

ষট্‌ত্রিংশাধিক শততমসর্গ। (বন্ধবিচার)।

চূড়ালা কহিলেন, রাজশার্দ্দুল! অধুনা হস্তীর বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি। আপনিই সেই বিন্ধ্যাচলস্থ হস্তী। বিবেক ও বৈরাগ্য

আপনার দুইটী শুভ্র দন্ত। অজ্ঞান আপনার দুঃখদায়ক সেই হস্তিপক। আপনি বলশালী হইলেও, সেই অজ্ঞান কর্তৃক দুঃখ হইতে দুঃখে ও ভয় হইতে ভয়ে নীত হইয়াছেন। আশাপাশই সেই বজ্রসার লৌহজাল, যাহাতে আপনি বদ্ধ ছিলেন। এই আশা, লৌহ-রজ্জু অপেক্ষাও দৃঢ় ও কঠিন। লৌহ কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আশা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে! পুরুষ বিরক্ত হইয়া, ভোগবাসনা-পরিত্যাগে উদ্যত হইলে, অজ্ঞান কম্পিত হয় এবং ভোগ ত্যাগ করিলে, পলায়ন করে। আপনি যখন অরণ্যে প্রস্থান করেন, তখন আপনার অজ্ঞান শিথিলিত হইয়াছিল। তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা মনকে ছেদন করিলে, আর খাতনিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। তপঃপ্রপঞ্চই সেই বিষম খাত। আপনি মনের দোষেই বিষম খাতে পতিত হইয়াছেন। আপনিই সেই হস্তী।

সপ্তত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (সর্ব্বত্যাগস্বরূপকীর্ত্তন)।

চূড়ালা কহিলেন, আপনি স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ভাবিয়াই, যদিও নীতিজ্ঞানবিশিষ্টা ও তত্ত্ববিদ্বরিষ্ঠা চূড়ালার জ্ঞানোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু কিজন্য সর্ব্বত্যাগনৈপুণ্য অভ্যাস করেন নাই?

শিখিধ্বজ কহিলেন, আমি রাজ্য, দেশ, গৃহ, স্ত্রী সমুদায় ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি, আমার সর্ব্বত্যাগসিদ্ধি হইল না, ইহার কারণ কি?

চূড়ালা কহিলেন, রাজ্যাদি কিছুই আপনার নহে। সুতরাং তাহাদের ত্যাগে সর্ব্বত্যাগসিদ্ধি সম্ভব কোথায়?

শিখিধ্বজ কহিলেন, রাজ্যাদি এখন আমার নহে, কিন্তু এই শৈল-বৃক্ষাদিসম্পন্ন অরণ্য অধুনা আমার। অতএব ইহা ত্যাগ করিলাম। ইহাতেও আমার সর্ব্বত্যাগসিদ্ধ হইল না? চূড়ালা কহিলেন, অরণ্যও আপনার নহে।

শিখিধ্বজ কহিলেন, আচ্ছা, ঐ সকল আমার নহে, কিন্তু এই আশ্রম আমার। ইহা ত্যাগ করিলাম। আমার সর্ব্বত্যাগসিদ্ধ হইল। চূড়ালা কহিলেন, আশ্রমও আপনার নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, স্বামী শিখিধ্বজ চূড়ালার এই বাক্যে অবিক্ষুব্ধ-চিত্তে তৎক্ষণে আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভাণ্ডাদি উপকরণ সমস্ত আশ্রমের বহিষ্কৃত ও শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। অনন্তর উল্লিখিত উপকরণ সমস্ত সেই অগ্নিতে এককালে আহুতি দিলেন।

অষ্টত্রিংশাধিক শততম সর্গ। (প্রকৃতজ্ঞানযোগকথন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শিখিধ্বজ এইরূপে আসনাদি সমুদায় দগ্ধ করিয়া, শরীরমাত্রাবশিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেবপুত্র! আমি আপনার প্রসাদে বহুকালের পর সুখে প্রতিবোধিত হইলাম। বিবিধ বন্ধনের হেতু সমুদয় যে পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মন সেই পরিমাণে নিবৃত্তি লাভ করে। আমার বন্ধনের হেতু সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমি সর্ব্বত্যাগী ও তৎপ্রভাবে সুখী, শান্ত ও জ্বরমুক্ত হইলাম। অধুনা আমি দিগম্বর, দিগগৃহবাসী এবং দিকের ন্যায় সমদর্শী হইয়াছি। আর আমার সর্ব্বত্যাগী হইবার অবশেষ কি আছে?

কুম্ভ কহিলেন, এখনও আপনার উত্তমাংশের পরিহার হয় নাই। অতএব আপনি সর্ব্বত্যাগী কিরূপে? শিখিধ্বজ কহিলেন, দেবপুত্র! আমার আর কি আছে? দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। অধুনা, এই দেহ গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইব।

বশিষ্ঠ কহিলেন, শিখিধ্বজ এই প্রকার কহিয়া, পুরোবর্ত্তী গর্ত্তে দেহত্যাগ নিমিত্ত সবেগে গাত্রোত্থান করিলে, কুম্ভ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! এ কি! অকৃতাপরাধ দেহকে ত্যাগ করিতেছেন কেন? এই দেহ জড় ও মূকাত্মা, ইহার অপরাধসম্ভাবনা কোথায়? আপনিই ইহাতে অপরাধী। তরঙ্গ দ্বারা কাষ্ঠের ন্যায়, এই দেহ অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। ইহার পরিত্যাগের ফল কি? দেখুন, দেহ সুখদুঃখভোগের স্থানমাত্র, জনক নহে। অতএব ইহার অপরাধ কি? শরীর ত্যাগ করিলে কখন সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত, অধিকারী দেহ দুর্লভ হওয়াতে, জ্ঞানের দৌর্লভ্যবশতঃ লোমহর্ষণ

কাণ্ড সংঘটিত হয়। বলিতে কি, জলমজ্জনাদি দ্বারা দেহ নষ্ট করিলে, হত্যাজন্য বারংবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

শিখিধ্বজ কহিলেন, কি ত্যাগ করিলে, সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হয়?

কুম্ভ কহিলেন, যাহা চিৎপ্রাধান্য হেতু জীব ও ক্রিয়াপ্রাধান্য হেতু প্রাণাদি নামে অভিহিত, সেই চিত্তই সর্ব্বস্বরূপ, জানিবে। সচিত্ত ব্যক্তির সর্ব্বদাই অসুখ এবং নিশ্চিত্তের সর্ব্বদাই পরম সুখ। দেহ এই চিত্তেরই পরিচালিত। চিত্তই জরামরণ ও শমদমাদি সকলপ্রকার ধর্ম্মের আশ্রয়। চিত্তই সর্ব্বনামে কথিত ও সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধির পথ। চিত্তত্যাগই সর্ব্বত্যাগ জানিবে। চিত্তের উৎসাধনরূপ সর্ব্বত্যাগ দ্বারাই সকল লাভ সম্পন্ন হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক স্নেহহীন দীপের ন্যায় শান্তভাব আশ্রয় করেন, তাঁহারই আত্মা প্রকাশিত ও সস্নেহ দীপবৎ বিরাজিত হয়। সর্ব্বত্যাগই নির্ব্বাণ এবং সর্ব্বত্যাগই সকল সংবিদেয় আশ্রয়। সর্ব্বত্যাগরূপ রস ঈষৎ পান করিলেও, জরামরণাদি সকল ভয় দূর হয়। সর্ব্বত্যাগ মহত্ত্বেরই কার্য্য। অতএব সর্ব্বত্যাগী হইবার অভিলাষ থাকিলে, বুদ্ধিকে স্থির করুন। সর্ব্বত্যাগই পরমানন্দ; অন্য সমুদাই দারুণ দুঃখ। সরোবরের জল যেমন নদী প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া, পুনরায় সরোবরেই সমাগত হয়, সর্ব্বত্যাগীর বিত্তজাতও তদ্রূপ তদীয় প্রারব্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করে। শূন্য ভাগেও যেমন রত্নাদিস্থাপন সম্ভবপর, সর্ব্বত্যাগের অন্তরে তেমন আত্মার প্রসাদ সাধন জ্ঞান অবশ্যই বিরাজিত আছে। মহর্ষি শাক্য সর্ব্বত্যাগবলেই কলিকালেও মেরুর ন্যায় নিশ্চল ও নির্ভয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কিছুরই প্রার্থী নহে, তাহাকে সকলই দেওয়া হয়। অতএব আপনি সর্ব্বত্যাগ অবলম্বনপূর্ব্বক শান্ত, স্বস্থ ও সৌম্যভাবসম্পন্ন হউন। প্রথমে মন দ্বারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া, পরে মনকে ত্যাগ করুন। অনন্তর ত্যাগাভিমানরূপ অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, জীবন্মুক্ত হউন।

উনচত্বারিংশাধিক শততম সর্গ। (চিত্তত্যাগের উপায়)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, দেবপুত্র! আমি বারংবার বলপূর্ব্বক নিরস্ত করিলেও, আমার মন ভূয়োভূয়োঃ সমাগত হয়। ইহার ত্যাগের উপায় কি, বর্ণন করুন।

কুম্ভ কহিলেন, রাজন্! বাসনাই চিত্তের স্বরূপ, জানিবেন। সংকল্পের ত্যাগ হইলেই, চিত্তের ত্যাগ ও বিনাশ হয়। সংকল্পত্যাগ ব্যক্তিমাত্রেরই সাধ্য। আপনি অহংবীজাত্মক চিত্তবৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া সুখী হউন।

শিখিধ্বজ কহিলেন, চিত্তের মূল কি? শাখা কি? অঙ্কুর কি? স্কন্ধ কি? উন্মূলনের উপায়ই বা কি?

কুম্ভ কহিলেন, অহংভাব চিত্তের মূল, মায়া ইহার উৎপত্তিস্থান, আমিই চিদাভাস এই প্রকার অনুভবই ইহার অঙ্কুর। ঐ অঙ্কুরই বুদ্ধি নামে কথিত। এই দেহ উহার স্তম্ভ। জন্ম মরণাদি অনর্থ-সহস্রের যোনিস্বরূপ ইন্দ্রিয় সকল উহার বহুদূরবিস্তৃত শাখাসমূহ। শুভাশুভ ফল উহার উপশাখা বা প্রশাখা। আপনি ঐ সকল শাখা ছেদন করিয়া, অদ্বিতীয় আত্মাতে বিহার করুন।

শিখিধ্বজ কহিলেন, কিরূপে শাখাদি ছেদন করা যাইতে পারে?

কুম্ভ কহিলেন, অনাসক্তি, মৌন, প্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং বিরুদ্ধ বিচার পরিহার, এই সকল উপায়ে অন্তরস্থ চিত্তবৃক্ষের ছেদন করিতে পারা যায়। যিনি পৌরুষ সহায়ে চিত্তবৃক্ষের ছেদন করিতে পারেন, তিনিই সুখী।

শিখিধ্বজ কহিলেন, কোন্ অনল চিত্তরূপ বৃক্ষবীজ দহনে সমর্থ?

কুম্ভ কহিলেন, আমি কে, এই প্রকার আত্মবিচারই চিত্তদ্রুম দহন করিতে সক্ষম।

চত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণ)।

কুম্ভ কহিলেন, অজ, অনন্ত, অব্যক্ত, অচ্যুত, ও আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম কিছুরই কারণ নহেন। ভ্রম প্রযুক্তই ইহাকে কার্য্য বলিয়া বোধ

হয়। এই ভ্রম আবহমান কাল বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানের অভ্যাসপরিপাক না হইলে, ইহার বিনাশ হয় না। ইহারই নাম মূল অজ্ঞান। ইহার ক্ষয় হইলে, পরমপদরূপ সর্ব্বসম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ, লোকে যে আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভাদির কল্পনা করে, এই ভ্রমই তাহার কারণ। বিচার দ্বারা ইহার লয় হইয়া থাকে। শিখিধ্বজ কহিলেন, আপনার এই যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমার প্রবোধলাভ হইল। অতএব আমি অধুনা দিক্‌-কালাদিসমন্বিত জগৎপদার্থের বিভাগদৃষ্টি-পরিহার পূর্ব্বক চির কালের পর শান্তস্বরূপ ব্রহ্মভাবে অধিষ্ঠিত হইলাম। আর আমি উদিত বা অস্তমিত নহি। আপনিও সেই ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করুন।

একচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (শিখিধ্বজের অববোধন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামভদ্র! ঐরূপে ব্রহ্মাকারবৃত্তির উদয় বশতঃ শিখিধ্বজ নির্ব্বাত দীপের ন্যায়, নিশ্চল, শান্তস্বভাব ও বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ও তন্নিবন্ধন অতিমাত্র বিরাজমান হইলেন! এইরূপে জীবন্মুক্ত দশার আবির্ভাব হইলে, তিনি নির্ম্মুক্ত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন।

কুম্ভ কহিলেন, কল্পান্তে দৃশ্যমান এই বিশ্বজগতের আর কিছুই থাকিবে না। তখন না তেজ, না অন্ধকার, এই প্রকার অবস্থার আবিষ্কার হইবে। এবং যিনি তর্কের অতীত, বিজ্ঞানের অতীত ও সকল কল্পনার অতীত, যাঁহাতে কোনপ্রকার নিন্দার বা কলঙ্কের অবসর নাই, সেই জ্ঞপ্তিমাত্রস্বরূপ, পরমশান্তস্বভাব, পরমাকাশরূপ নির্ব্বাণ ব্রহ্মই কেবল বিরাজ করিবেন। তিনি এরূপ সূক্ষ্ম, যে, তাঁহার নিকট পরমাণুকেও মহামেরুর ন্যায়, বোধ হয়; এবং তিনি এরূপ স্থূল, যে, তাঁহার নিকট এই জগতকেও পরমাণুবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। সেই মায়াশবল ব্রহ্মের আত্মাতে যে প্রকাশোন্মুখতা, তাহাকেই বাসুদেব বলে। এই বাসুদেব হইতে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি এবং সেই হিরণ্যগর্ভই জগতরূপে বিরাজ করেন।

তিনি অদৃশ্য ও অলভ্য, এইজন্য তাঁহার কোনপ্রকার কার্য্য বা কারণ নাই। তিনি অনুভবমাত্রের গোচর ও প্রত্যক্ষাদির অতীত। এইজন্য তিনি নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ। আপনি তাঁহাকেই অবগত হউন। সকল শোকের পারপ্রাপ্ত হইবেন।

বলিতে কি, এই জগৎ শূন্যস্বরূপ, এই প্রকার অবগতি হইলে, শিবস্বরূপ হওয়া যায়। সম্যক জ্ঞানবলে বিষও অমৃত ও অসম্যক জ্ঞানবলে অমৃতও বিষস্বরূপ হয়। পূর্ণ হইতে পূর্ণই উদ্ধৃত ও সম্পাদিত হইয়া থাকে। চিন্মাত্র চিন্মাত্র দ্বারা চিন্মাত্রকেই বিনির্ণীত করে এবং নানাত্মা নানাত্মারই অনুভব করিয়া থাকে।

দ্বিচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (শান্তির উপায়)।

কুম্ভ কহিলেন, চিত্ত এককালেই নাই। অব্যয় ব্রহ্মই চিত্তরূপে সাভাত হইতেছেন। সুতরাং অহন্তাদি কল্পনামাত্র। আপনি এই কল্পনা ত্যাগ করুন; তাহা হইলে শান্তিলাভে সমর্থ হইবেন।

ত্রিচত্বারিংশাধিক শততম সর্গ। (অবরোধন যোগোপদেশ)।

কুম্ভ কহিলেন, জ্ঞানের প্রভাবই এই, ব্যক্তিমাত্রকেই আলোকে উন্নীত করে, বিজ্ঞানের মাহাত্ম্যই এই, লোকমাত্রকেই পরম নিবৃতি প্রদান করে, বিবেকের প্রভাবই এই, ব্যক্তিমাত্রকেই শান্ত ও সুখিত করে এবং বিচারের মাহাত্ম্যই এই, লোকমাত্রকেই পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রার্থনা করি, আপনি চিরদিনই এই প্রকার শান্তিসুখ ও নিবৃতি সম্ভোগ করুন।

বলিতে কি, সমক্ জ্ঞানের উদয় না হইলে, কখনই মোক্ষলাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান।

চতুশ্চত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (আত্মজ্ঞানোপদেশ)।

কুম্ভ কহিলেন মহারাজ। আপনি ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইবেন না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনার ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, উদয়

বা অন্ত নাই। আপনি আত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হউন। যাহার আত্ম-চিন্তা নাই, তাহার তপঃ, দান, যাগ, যজ্ঞ, ফলতঃ কোনরূপ অনুষ্ঠানই ফলদায়ক বা অভীষ্টসাধন হয় না।

আপনি কিজন্য রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন? রাজর্ষি জনক কখন রাজ্যত্যাগী হন নাই। কিন্তু তাঁহার ন্যায়, জীবন্মুক্ত দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না।

শিখিধ্বজ কহিলেন, রাজর্ষি জনক কিরূপে জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন? বিষয়ীর জীবন্মুক্তি, আকাশকুসুমের ন্যায় একান্ত অসম্ভব বোধ হয়।

কুম্ভ কহিলেন, মহারাজ! মন যদি আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে, যে সে অবস্থায় যে সে ব্যক্তি জীবন্মুক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। একমাত্র আসক্তিই সকল বন্ধনের কারণ। যে ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া, বিষয় ভোগ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। রাজর্ষি জনক কিছু-তেই লিপ্ত ছিলেন না। তিনি কর্ত্তব্যমাত্র বোধে রাজ্য সম্পাদন করিতেন এবং যাহা করিতেন, তাহা কখন আপনার জন্য করিতেন না। যাহারা এইরূপ ব্যবহার করে, তাহারাই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ইহা ভিন্ন জীবন্মুক্তির অন্যবিধ উপায় নাই।

---

১৪৫ সর্গ। (প্রবোধ ও তাহার উপায়যোগ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, কুম্ভের এইপ্রকার উপদেশে শিখিধ্বজ আত্মপদে পরিণত হইলেন। এবং পরমবিশ্রান্তিলাভপুরঃসর প্রীতিভরে বলিতে লাগিলেন, মহাভাগ! আমি কিজন্য পূর্ব্বে এই অনন্ত আদ্য পদ প্রাপ্ত হই নাই, তাহাও নির্দ্দেশ করুন।

কুম্ভ কহিলেন, রাজন্! ভোগবাসনাপরিত্যাগপূর্ব্বক মন উপশান্ত ও অহংভাবনার তিরোধান সহায়ে ব্রহ্মভাবনায় চিত্ত সমাহিত না হইলে, কোন মতেই আত্মপদলাভে সমর্থ হওয়া যায় না! জ্ঞানবলে মনকে ইন্দ্রিয়ভোগে নিবৃত্ত করিয়া, বিচারবলে আত্মাকে আত্মায় সংযোজিত করিতে না পারিলে, পরমপদে বিশ্রান্তিরূপ চরম নির্বৃতি সিদ্ধ হয় না। ফল যেমন কালবশে পক্ক হইলে, বৃক্ষ হইতে পতিত

হয়, তদ্রূপ জ্ঞানবশে রাগাদি মন ও পাপ সকল বিগলিত হইলে, মন জাগরিত হইয়া, আত্মপদের অভিমুখীন হয়। রাগাদি মলভারের পরিহার না হইলে, অন্ধকারে দ্রব্যদর্শনের ন্যায়, পরমার্থরূপ প্রকৃত বস্তুলাভ একান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া উঠে। প্রবোধের সঞ্চার না হইলে, অজ্ঞানের ক্ষয় হয় না। অজ্ঞানের ক্ষয় না হইলে, অহং ভাবনার আর্বিভাব হয় না। অহং ভাবনার আবির্ভাব না হইলে বিজ্ঞানের উদয় হয় না। বিজ্ঞানের উদয় না হইলে, ব্রহ্মভাবনার আবিষ্কার হয় না। ব্রহ্মভাবনার আবিষ্কার না হইলে কোন মতেই মুক্তি লাভ হয় না।

সংসারে সৎসঙ্গলাভ সর্বতোভাবে বিধেয়। তৎসহায়ে শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অদ্য আপনার তাহা হইয়াছে। অদ্য এই দিবসের পূর্ব্ব ভাগে আপনার অজ্ঞান বিদ্যমান ছিল। মধ্যাহ্নে উহার ক্ষয় প্রাপ্তি হইয়াছে। দেখুন সংসার অতি বিষম স্থান। এখানে পদে পদেই পদ স্খলিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, একমাত্র অজ্ঞান।

ষটচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (জ্ঞান ও জীবন্মুক্তি তত্ত্ব কথা)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, মহাভাগ! মূর্খেরাই চিত্তসম্পন্ন। প্রবোধ ও তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্ত নাই। তদনুসারে আপনারাও চিত্তবিহীন। আপনারাও আপনাদের ন্যায় অবিদ্যমানচিত্ত জীবন্মুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কিরূপে বিহার করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

কুম্ভ কহিলেন, মন যাবৎ হৃদয়ে অবস্থিতি করে, তাবৎ অজ্ঞানের অপগম হয় না। দ্বিত্ব ও একত্ব দৃষ্টিকেই চিত্ত ও অজ্ঞান বলে। এই উভয়েরই লয়দর্শনই জ্ঞান এবং তাহাই পরম পদ বলিয়া পরিগণিত। চিত্ত ত্যাগ না করিলে শুদ্ধি ও মুক্তি লাভ হয় না। ফলতঃ, অহংভাবনার শান্তি হইলেই, শোকহীন, আয়াসহীন, নিরাময় পদলাভ সংঘটিত হয়। আপনি অধুনা অহংভাবনা ত্যাগ করিয়া মুনি, মৌনী, মহোদয় ও আত্মশালী হইয়া নির্ম্মলরূপে অবস্থিতি করুন।

পুনর্জন্মের হেতু দৃঢ় বাসনাকেই চিত্ত বলে। তত্ত্বজ্ঞানিদিগের তাহা নাই। সেই জন্য তাঁহাদের শোক নাই, দুঃখ নাই, আয়াস নাই ও ব্যামোহ নাই। তাঁহারা সত্বগুণ অবলম্বন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমন পূর্ব্বক বিগতসঙ্গ হইয়া, বিহার করেন। মোহাচ্ছন্ন চিত্তকেই চিত্ত বলে, তদিতর চিত্ত সত্ব নামে অভিহিত হয়। এই কারণে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ চিত্তরূপ ও প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ সত্বস্থ বলিয়া পরিগণিত। চিত্তের পুনর্জন্ম আছে, সত্বের পুনর্জন্ম নাই। এই কারণে অপ্রবুদ্ধেরা বদ্ধ ও প্রবুদ্ধেরা মুক্তভাবাপন্ন এবং এই কারণে চিত্ত-ত্যাগই মহাত্যাগ বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিগণিত হইয়া থাকে।

সপ্তচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (স্বরূপতত্ত্বসংকীর্ত্তন)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, মহাভাগ! কি করিলে, সুখলাভ ও দুঃখ দূর হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

কুম্ভ কহিলেন, রাজন! তপস্যা ও দানাদিও কিয়ৎপরিমাণে ক্লেশজনক এবং স্বর্গাদির আনন্দও বিনশ্বরতা বশতঃ সন্দেহের আস্পদ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান কখন সেরূপ নহে। যাবৎ আত্মসিদ্ধি না হয়, ততদিনই ক্রিয়াকাণ্ড শুভ সমুৎপাদন করে। অতএব আপনি কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি ক্লেশবহুল অনর্থক তপস্যাদি পরিহার পুরঃসর আত্মসাধনে প্রবৃত্ত হউন। দেখুন, তপস্যার আরম্ভ ও অবসান উভয়ই ক্লেশবহুল। আরম্ভে উপবাসাদি করিলে যেমন দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অবসানে ফলক্ষয় জন্যও তেমন ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্যই আমি তপস্যাকে ব্যর্থ বলিলাম। আপনি অধুনা সর্ববিকল্পবিহীন তত্ত্বজ্ঞানে বদ্ধপদ হইয়া, ততোধিক সুখ লাভ করুন। যদিও সমুদায় সেই ব্রহ্মের কলাস্বরূপ; কিন্তু তুচ্ছত্ব হেতু সমস্তই বন্ধের কারণ। অতএব আপনি সেই পূর্ণাতিপূর্ণ ব্রহ্মকেই আশ্রয় করুন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই বদ্ধ হইবেন না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সমস্তই সংকল্পরচিত ও আপাতভাস্বর জ্ঞান করিয়া, পরিত্যাগ করেন। আপনিও হেয় ভাবিয়া স্বর্গাদি যাবতীয় ফল ত্যাগ করুন।

আপনি যদি বিগতস্পৃহ ও সৎস্বরূপ ব্রহ্মে বদ্ধপদ হইয়া, অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে, আর আপনাকে কোন কালেই বিচলিত হইতে হইবে না। এবং সংসারও আর আক্রমণ করিতে পারিবে না। সংসারের যাবতীয় দুঃখ একমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্ত স্থির, শান্ত, স্পন্দহীন ও অচল তিনিই পরমানন্দরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী।

শাস্ত্র, সৎসঙ্গ, অভ্যাস ও যোগ এই সকল উপায়ারে কাল সহকারে চিত্তের লয় হইয়া থাকে। চিত্তের লয় হইলে, তুর্য্যাতীত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আপনি চিত্ত ত্যাগ করিয়া, শান্তস্বরূপ আত্মপদে বিরাজ করুন। আপনার সকল শোক ও সকল দুঃখ দূর হউক।

অষ্টচত্বারিংশোত্তর শততম সর্গ। (শিখিধ্বজের বিশ্রান্তি)।

কুম্ভ কহিলেন, আমি আপনার নিকট সমুদায় তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। আপনি শ্রবণ ও অবধারণ পুর্ব্বক তাহার যথাযথ ব্যবহার করুন। অধুনা, পর্ব্বকাল উপস্থিত। দেবর্ষি নারদ স্বর্গে সমাগত হইয়াছেন। আমাকে তথায় যাইতে হইবে। ভব্য ব্যক্তিরা কখন গুরুজনের উদ্বেগ উৎপাদন করেন না। আপনি স্বপদে অবস্থিতি করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, কুম্ভ এই প্রকার কহিয়া শিখিধ্বজের প্রত্যুত্তর অপেক্ষা না করিয়াই, তৎক্ষণে অন্তর্হিত হইলেন। শিখিধ্বজ স্বপ্নগত বস্তুর ন্যায় আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে এই বিচিত্র ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে, চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর ভাবিতে লাগিলেন, অহো, কি সৌভাগ্য! আমি দেবপুত্রের প্রসাদে প্রতিবোধিত হইলাম। আহা, কি আনন্দ! আমার মোহনিদ্রার ক্ষয় হইল!!! ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য, এই প্রকার মিথ্যাভ্রমচক্ররূপ কুকর্দ্দমে কোথায় মগ্ন হইয়া, আমার আত্মা যে ক্লেশরাশি ভোগ করিয়াছে, অদ্য তাহার অবসান হইল। আহা, এই আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সাম্রাজ্য

পদবী কি শীতল, শুদ্ধ ও শান্ত স্বরূপ! আহা কি সৌভাগ্য! আমি অধুনা একবারেই শান্তিলাভ করিয়াছি, পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, একমাত্র চরম সুখেই অবস্থিতি করিয়াছি; সামান্য তৃণের অগ্রভাগেও আর আমার অভিলাষ হয় না!

এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি সমাধিবশে সমুৎকীর্ণের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন।

উনপঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (কুম্ভের পুনরাগমন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এদিকে চূড়ালা স্বামীকে প্রবোধিত করিয়া, অন্তর্হিত হইয়া, আকাশে গমন ও কুম্ভবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর আকাশপথে স্বকীয় অন্তঃপুরে সমাগত ও পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তৃতীয় দিবসে কুম্ভবেশে পুনরায় শিখিধ্বজসকাশে সেই কাননপ্রদেশে পদার্পণ পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, শিখিধ্বজ নির্ব্বিকল্প সমাধি বশে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া শান্তি, স্বস্তি ও সমতা সহকারে বিশ্রাম করিতেছেন। তদ্দর্শনে স্বামীর সহিত সম কালে শরীরত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া, অভ্যাসযোগ দ্বারা তাঁহার প্রবোধসাধনমানসে পুরোভাগে অবস্থান পূর্ব্বক বনেচর সকলের ভয় সমুৎপাদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিখিধ্বজ সেই সিংহনাদেও বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে চূড়ালা স্বামীর হস্তধারণ পূর্ব্বক সবলে চালনা করিতে লাগিলেন। এবং শিখিধ্বজ তাহাতেও প্রবোধিত হইলেন না, দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই সাধু অধুনা স্বপদে পরিণত হইয়াছেন। ইঁহাকে প্রবোধিত করিয়া আর কি হইবে? আমিও এই স্ত্রীদেহ ত্যাগ করিয়া, পুনর্জ্জন্মনিরোধজন্য ইঁহার সহিত পরমপদে বিশ্রাম করিব; জীবনে সুখ কি? এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি দেহত্যাগে উদ্যত হইয়া, পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, এই রাজার দেহে দেহবীজ আছে কি না, অগ্রে বিশেষরূপে তাহার পরীক্ষা করি। যদি দেহবীজ থাকে, ইনি প্রবুদ্ধ হইতে পারেন; না থাকে, ইঁহার

হইতে মুক্ত হইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্বামীর দেহ স্পর্শ পূর্ব্বক শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, ইহাঁর দেহবীজ বিদ্যমান আছে।

শ্রীরাম কহিলেন, শিখিধ্বজের কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় স্থিতি সমাগত হইয়াছিল। তাঁহার আবার দেহবীজ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রবোধের হেতুভূত দুর্লক্ষ্য দেহবীজ অর্থাৎ সত্ত্বশেষ হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলে, দেহ গ্লানিযুক্ত, হৃষ্ট, উদিত বা অস্তমিত হয় না। চিত্তের স্পন্দই জগৎস্থিতির হেতু। দেহে পুনর্জ্জন্মের বীজ থাকিলে, পুনঃ পুনঃ দেহান্তরপ্রাপ্তি সংঘটিত ও হর্ষ কোপ মোহ প্রভৃতিও অনায়ত্ত ও প্রাদুর্ভূত হয়। চিত্তের লয় হইলে, দেহ সত্ত্ববর্জ্জিত ও ভাববিকারের অবিষয়ীভূত হইয়া থাকে। স্থির জলে তরঙ্গের ন্যায় সত্ত্বহীন দেহে জরা পলিতাদি দোষ দৃষ্ট হয় না। যাবৎ উপশম না ঘটে, তাবৎ দেহে সত্ত্ব বিদ্যমান থাকে, এবং দেহ সত্ত্বাংশবহির্ভূত হইলে, কদাচ গ্লানিযুক্ত হয় না। শিখিধ্বজের এইরূপ হইয়াছিল।

অনন্তর চূড়ালা চিন্তা করিলেন, আমি রাজ্য পালন করিতেছি; কিরূপে দীর্ঘকাল এখানে থাকিতে পারি? অতএব স্বামীশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক হৃদয়স্থ ব্রহ্মে সমাবিষ্ট হইয়া স্বভাবে অবস্থানপূর্ব্বক এখনই ইহাঁকে প্রবোধিত করি।

এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি কারণপঞ্জর দেহ ত্যাগ ও স্বামীদেহে প্রবেশ করিয়া, তদীয় হৃদয়স্থ আদ্যন্তবিবর্জ্জিত ব্রহ্মে সমাবিষ্ট হইলেন। এইরূপে সেই চিত্তত্ত্বরূপ ব্রহ্মে আবিষ্ট হইয়া, তিনি স্বামীর অস্তভাবাপন্ন চেতনা ও বুদ্ধির পৃথগ্‌ভাবরূপ স্পন্দন সমাহিত করিলেন। অনন্তর পুনরায় স্বকীয় দেহে প্রবেশ করিয়া ভ্রমরীর ন্যায় মঞ্জুল গুঞ্জনে সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সামগান শ্রবণে শিখিধ্বজের সত্ত্বশালিনী বুদ্ধি প্রবোধিত ও চক্ষু বিকশিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি পুরোভাগে সাক্ষাৎ সামবেদের ন্যায় কুম্ভকে দর্শন করিয়া, আহ্লাদে বলিতে লাগিলেন, অদ্য আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু, দেবকুমারকে দর্শন করিলাম। এই প্রকার কহিয়া

কুম্ভকে কুসুমাঞ্জলিপ্রদান পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, অদ্য ভাগ্যোদয় বশতঃ পুনরায় শুভ দর্শন লাভ করিলাম। অথবা আপনার মহানতা পূর্ব্ব হইতেই অনুগ্রহবিতরণে সমুদ্যত হইয়া আমাকে পবিত্র করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

কুম্ভ কহিলেন, আমি গমন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার চিত্ত আপনার সকাশেই ছিল। আমি আর স্বর্গে যাইব না, আপনার নিকট থাকিব। মন স্বয়ংই উদ্যোগী হইয়া আপনার অভীষ্ট বস্তুর পুরোভাগে সমাগত হয়। বলিতে কি, আমার বোধ হয়, আপনার ন্যায় আমার সুহৃৎ, সখা, আত্মীয়, বন্ধু, মিত্র ও বিশ্বাসপাত্র সংসারে দ্বিতীয় নাই।

শিখিধ্বজ কহিলেন, আহা, কি আনন্দ! অদ্য এই মন্দরভূধরে আমার পুণ্যপাদপ ফলিত হইল! যেহেতু আপনি সঙ্গরহিত হইলেও, আমার সান্নিধ্যে সমাগত হইয়াছেন। অধুনা, যদি স্বর্গে অভিরুচি না থাকে, আমাদেরই নিকটে অবস্থিতি করুন।

কুম্ভ কহিলেন, আপনার ত মহানন্দরূপ পরম পদে বিশ্রান্তিলাভ সংঘটিত, ভেদময় দুঃখ সকল পরিহৃত, আপাতরম্য সংকল্পসমূহ উন্মূলিত এবং মন হেয় ও উপাদেয় দশা অতিক্রম পূর্ব্বক সমস্থিতি প্রাপ্ত ও অনুদ্বিগ্ন পদে অবস্থিত হইয়াছে? শিখিধ্বজ কহিলেন, আপনার প্রসাদে আমার মতি দৃশ্যের অতীত, সংসারসীমার পারপ্রাপ্তি অধিগত, লব্ধব্য লাভ সংঘটিত ও পরম বিশ্রান্তি সমাগত হইয়াছে। আমার আর উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। অধুনা, আমার সংসারনিবৃত্তি বিনিষ্পাদিত, মোহ বিগলিত, রাগ অপগত, নিত্যোদয় সমাহিত, সৌম্যতা ও সর্ব্বাত্মকতা সংসাধিত, সকল কলনা বিদূরিত, সমতা সংঘটিত ও আকাশের ন্যায় বিশদ দশা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (জীবন্মুক্তিপ্রতিপাদন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এইরূপ বিচিত্র অধ্যাত্মকথায় মুহূর্ত্তত্রয় অতিবাহিত হইলে সেই সমশীল সমস্থিত, ও সমোৎসাহ দম্পতী তথা

হইতে উত্থান পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া, বনে, সরোবরে, নগরে, কুঞ্জে, গহনে, জঙ্গলে, তীর্থে, আয়তনে, তমালবনখণ্ডে, মন্দারগহনে এবং তৎসদৃশ অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিলেন। তাঁহাদের মন হেয়োপাদেয়বিবর্জ্জিত হইয়াছিল। তাঁহারা কখন ধূলিধূসর, কখন চন্দনদিগ্ধ, কখন ভস্মভূষিত, কখন দিগম্বরধারী, কখন পল্লবাচ্ছাদিত ও কখন বা কুসুমভূষিত হইয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মানিনী চূড়ালা কোন সময়ে চিন্তা করিলেন, আমার স্বামীর নবীন বয়স; এই বনভূমিও অতীব রমণীয় এবং এই গৃহও সর্ব্বথা বিহারযোগ্য। ইহাতেও যে রমণী কামবতী না হয়, সে নিশ্চয়ই হতপ্রায় ও একান্ত নিন্দনীয়া। এবং কোনরূপ ফললাভে সমর্থ হয় না। অতএব আমি প্রজ্ঞাবলে এরূপ উপায় কল্পনা করিব, যাহাতে স্বামী আমার প্রতি রতিলালস হন।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া, ছদ্মরূপিণী চূড়ালা কল স্বরে স্বামীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, অদ্য চৈত্র শুক্ল প্রতিপৎ, স্বর্গে মহাসভা হইবে। আপনার সহবাস যদিও স্বর্গ অপেক্ষাও সুখজনক, কিন্তু নিয়তি বাধিত হইবার নহে। এই কারণে আমাকে তথায় যাইতে হইবে। আপনি কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন। এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাস করিয়া চূড়ালা মিত্রস্বরূপ রাজার প্রীতির নিমিত্ত পারিজাত-কুসুমমঞ্জরী প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে উত্থিত ও অন্তর্হিত হইলেন। ধীমান্‌দিগের প্রীতি সহসা পরিত্যক্ত হইবার নহে। এই জন্য, যাবৎ তিনি অদৃশ্য না হইলেন, তাবৎ রাজা এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর চূড়ালা স্বীয় পূর্ব্বরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ ও রাজকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া, পুনরায় কুম্ভবেশে ম্লানমুখে স্বামীর সম্মুখীনা হইলেন।

রাজা তদবস্থ তাঁহাকে সহসা দর্শনপূর্ব্বক উত্থান ও সমাদর করিয়া কহিলেন, আপনাকে বিমনার ন্যায় বোধ হইতেছে। কিন্তু বিদিতবেদ্য সাধুগণ কখন হর্ষ বিষাদের বশীভূত হয়েন না। এই আসন পরিগ্রহ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, কুম্ভ আসন পরিগ্রহ করিয়া, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিকীর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, যাবৎ দেহ, তাবৎ যাহারা সমচিত্তে অবাস্থিতি না করে, তাহারা তত্ত্ববিৎ নহে। যাবৎ তিল, তাবৎ তৈল; সেইরূপ, যাবৎ দেহ, তাবৎ দশা। তত্ত্ববিৎ পুরুষ দেহের অবস্থিতি পর্য্যন্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত সকল দশায় যথাব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবেন। এবং বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা সতত সমতা অভ্যাস করিবেন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রকার দেহদশায় অবস্থিতি করেন।

একপঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (কুম্ভের স্ত্রীরূপ পরিগ্রহ)।

শিখিধ্বজ কহিলেন, জীবনই নিয়তির অনুসারী। কিন্তু আপনি দেবতা হইয়াও এরূপ উদ্বিগ্ন কেন?

কুম্ভ কহিলেন, সুহৃদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলে, উহার ক্ষয় হয় এবং চিত্ত যেন উন্নত হইয়া থাকে। অতএব যাহা ঘটিয়াছে, আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অদ্য আমি স্বর্গ হইতে আসিবার সময় দিবাকরের অশ্বের সহিত প্রবাহনামক বায়ুর অনুকূল পথে গমন করিতে করিতে দেখিলাম, মহর্ষি দুর্ব্বাসা পয়োদপটলে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুদ্বলয়ে বিভূষিত হইয়া, সন্ধ্যাবন্দনার সময়াতিক্রম-শঙ্কায় বসুধাতলে সাক্ষাৎ তপোলক্ষ্মীর ন্যায়, বিরাজমানা ভাগীরথীর অভিমুখে মেঘের মধ্যবর্ত্তী পথে সবেগে গমন করিতেছেন। শীকরাসারে তাঁহার অঙ্গরাগ ধৌত হইয়া গিয়াছে।

আমি তদবস্থ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আপনাকে অভিসারিকার ন্যায় বোধ হইতেছে।

তিনি এই কথায় কুপিত হইয়া কহিলেন, তুমি আমাকে দুরুক্তি করিলে, এইহেতু রজনীতে রমনী হইবে।

রাজন্! আমি এই জন্য অতি উদ্বিগ্ন হইয়াছি। হায়, আমি রজনীতে ঘনকেশশালিনী হাবভাবলাবণ্যশোভিনী রমণী হইব, পিতার নিকট কিরূপে ইহা বলিব! সংসারে ভবিতব্যতার গতি অতি বিষম।

আমি দৈবাৎ যদি ঐরূপ স্ত্রীবেশে যুবাদিগের আমিষ হই, তাহা হইলে, আমার জন্য তাহাদের তুমুল কলহ উপস্থিত হইবে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলে, শিখিধ্বজ বলিলেন, আপনার এই পরিবেদনার ফল কি? আপনি চিন্মাত্রস্বরূপ। দুঃখ সুখ দেহের, চিদাত্মার নহে। আপনার পরিতাপের বিষয় কি? সমতা আশ্রয় করিয়া, অক্ষুব্ধ চিত্তে অবস্থিতি করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ঐ সময়ে জগতের দীপস্বরূপ, ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে, সেই সুহৃদ্ যুগল উত্থান ও গুল্মান্তরে অবস্থান করিয়া, সন্ধ্যাকালীন সমুত্থিত চন্দ্রমার বন্দনা করিলেন।

অনন্তর ক্রমশঃ স্ত্রীমূর্ত্তির আবিষ্কার হইলে, কুম্ভ শিখিধ্বজের সম্মুখীন হইয়া, গদ্গদবাক্যে কহিলেন, রাজন্! স্ত্রী বেশে আপনার সকাশে আসিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। এই দেখুন, আমার মস্তকে মুক্তমালামণ্ডিত দিব্য কেশ পাশ বর্দ্ধিত ও তারকারে প্রস্ফুরিত, বক্ষস্থলে বসন্তকালীন পদ্মকোরকের ন্যায়, পয়োধরযুগল আবির্ভূত, এবং মদীয় অঙ্গবস্ত্র গুল্ফ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এই দেখুন, আমার সমুদায় স্ত্রীচিহ্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। হা ধিক্! হায় কি কষ্ট! আমি স্ত্রী! আমি এখন কি করি!

বশিষ্ঠ কহিলেন, কুম্ভ এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, শিখিধ্বজ তদ্দর্শনে বিষণ্ণ চিত্তে ক্ষণকাল যাপন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, অহো, কষ্ট! আপনি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি তত্ত্বজ্ঞ ও বিদিতবেদ্য, নিয়তির গতি সবিশেষ জানেন। অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে খিন্ন হইবেন না। সুধীদিগের দেহেই দশা সকলের আবির্ভাব হয়, চিত্তে নহে। অজ্ঞধীদিগের ইহার বিপরীত হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন, এইপ্রকার কথোপকথনান্তে আপতিত খেদের লাঘব হইলে, উভয়ে এক শয্যায় তুষ্ণীম্ভাবে যামিনী যাপন করিলেন। অনন্তর প্রভাতে কুম্ভ স্ত্রীরূপপরিহারপূর্ব্বক স্বকীয় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে সেই চূড়ালা অবিচলিত যোগবলে। স্ত্রীপুরুষ-

বিগ্রহপরিগ্রহপূর্ব্বক কখন কৈলাসে, কখন মন্দরে, কখন মহেন্দ্রে ও কখন বা সুমেরুসানুতে প্রিয়তমের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (শিখিধ্বজের সহিত কুম্ভের বিবাহ)।

অনন্তর কুম্ভ কতিপয় দিবসান্তে রাজাকে কহিলেন, আমি প্রতিদিন রজনীযোগে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া থাকি। আমার একান্ত অভিলাষ, কোন ব্যক্তিকে বিবাহ ও আত্মদান করিয়া, এই স্ত্রীরূপের সার্থকতা করি। বলিতে কি, এই ত্রিভুবনে আপনিই আমার অনুরূপ ভর্ত্তা। অতএব অমাকে রজনীতে পত্নীত্বে বরণ করিয়া, কৃতার্থ করুন। দেখুন, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সর্ব্বলোকসুখজনক বিবাহপ্রথা চলিয়া আসিতেছে।

শিখিধ্বজ কহিলেন, এইরূপ বিবাহে শুভ বা অশুভ কিছুই দেখিতেছি না। অতএব যাহা অভিরুচি, করুন। চিত্তের সমতা হইলে, সকলই আত্মরূপে লক্ষিত হয়।

কুম্ভ কহিলেন, আচ্ছা, অদ্য শ্রাবণী পৌর্ণমাসী, বিবাহের উত্তম লগ্ন। অদ্য ভুবনভূষণ রোহিণীরমণ সমুদিত হইলে, মহেন্দ্রভূধরের শৃঙ্গসানুতে কন্দররূপ মন্দিরে পুষ্পলতারূপ ললনাগণের মনোহর নৃত্য সহকারে আমাদের পরিণয় সমাহিত হইবে। উঠুন, আত্মবিবাহের জন্য কাননকোটর হইতে রত্ন ও চন্দনপুষ্পসম্ভার আহরণ করি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, কুম্ভ এইপ্রকার কহিয়া, রাজার সহিত উত্থানপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নি ও মদনপূজার উপযোগী পুষ্প সকল সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর বিবাহের উপযুক্ত অন্যান্য বস্তু সকল আহরণ পূর্ব্বক মন্দাকিনীতে গমন করিয়া, উভয়ে উভয়কে স্নান করাইয়া দিলেন। পরে দেবগণ পিতৃগণের পূজা করিয়া ভোজনান্তে সিতবস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক বিবাহবেদীমূলে সমাগত হইলেন।

ইত্যবসরে দিবাকর অস্তমিত ও রজনী সমাগত হইলে, কুম্ভ রাজাকে বিচিত্র বসনভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া, স্বয়ং পীনোন্নত পয়োধরভার-মন্থরা অঙ্গনা হইয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন, রাজন্! উপ-

যুক্ত সময় উপস্থিত, অতএব আমাকে পতিত্বে পরিগ্রহ করুন ! আমি আপনার মদনিকানাম্নী দাসী চিরকাল পদসেবা করিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর তিনি লজ্জাবনত বদনে চঞ্চলকুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কহিলেন, মানদ ! আপনি প্রজ্ব-লিত অনলে হোম করিয়া, আমাকে গ্রহণ করুন।

ত্রিপঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (ইন্দ্রসমাগম)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সৌম্য ! বিবাহান্তে সেই দম্পতী, দীপ হইতে প্রভার ন্যায়, ক্ষণমাত্রও বিযুক্ত হইতেন না। তদবস্থায় উভয়ে পরম আনন্দ সহকারে বন কুঞ্জে, তমালজালখণ্ডে, মন্দরগহনে এবং মলয় ও লোকালোক পর্ব্বতাদির তটে বিচরণ করিতেন। এইরূপে তাঁহারা মহেন্দ্র পর্ব্বতে এক মাস, কল্পলতাগৃহে মাসদ্বিতয়, শুক্তিমান্ পর্ব্বত পৃষ্ঠে এক পক্ষ, দক্ষিণ দিকৃতটে দশ দিন, পারিজাতবনে ও জম্বুনদী তটে এক মাস, কুরুমণ্ডলে বিংশতি বাসর, উত্তর কৌশলে সপ্তবিংশতি দিন যাপন করিলেন। অনন্তর কতিপয় বাসর অতীত হইলে, স্বামীর চিত্ত ভোগে অনুরক্ত হয় কি না, পরীক্ষা করিবার মানসে চূড়ালা মায়াবলে বনভূমিতে গমন করিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ তথায় সমাগত হইলেন। শিখিধ্বজ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সমুচিত সপর্য্যাসহকারে কহিলেন, কিজন্য এখানে পদার্পণ রূপ পরি-শ্রম স্বীকার করিলেন, বলিতে আজ্ঞা হউক।

ইন্দ্র কহিলেন, আমরা আপনার সদ্গুণের পক্ষপাতী হইয়া, এখানে আসিয়াছি। উঠুন, এই পাদুকা ও খড়্গাদি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গে সমাগত হউন। তথায় সুরাঙ্গনারা আপনার প্রতীক্ষা করি-তেছেন। আপনার ন্যায়, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের জন্যই স্বর্গভোগ বিহিত হইয়াছে। সাধুগণ তিরস্কারপূর্ব্বক উপস্থিত সম্পদ প্রত্যা-খ্যান ও অনুপস্থিতেরও আশা করেন না।

শিখিধ্বজ কহিলেন, আমার সর্ব্বত্রই স্বর্গ। স্বর্গের সুখাদি সকলই আমার পরিজ্ঞাত আছে। আমার স্পৃহার লেশ নাই।

সেই জন্য আমি সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট এবং সর্ব্বত্র রমণ ও আনন্দ অনুভব করি। ফলতঃ স্বর্গ নরকে আমার বিশেষ নাই। এই জন্য আপনার আজ্ঞাপ্রতিপালনে সমর্থ নহি।

ইন্দ্র কহিলেন, আপনি এরূপ নিরপেক্ষ হইলে, আমি এস্থান ত্যাগ করিব না।

শিখিধ্বজ কহিলেন, আমি অদ্য স্বর্গে যাইবনা। তবে কালসহকারে আপনার প্রয়োজন হইলে, যাইতে পারি। বলিতে বলিতে দেবরাজ তৎক্ষণে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

চতুঃপঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (চূড়ালার স্বরূপ সমাধান)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, চূড়ালা এই রূপে ইন্দ্রসমাগম রূপ মায়ার উপসংহার করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, রাজার ভোগবাসনা নাই। ইনি ক্রিয়াশূন্য ও তজ্জন্য আকাশের ন্যায় সমভাবাপন্ন। অধুনা ইঁহার রাগদ্বেষাদি আছে কি না, পরীক্ষা করিব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি একদা রজনীতে চন্দ্র উদিত হইলে, মলয়ানিল প্রবাহিত হইলে, রাজা সন্ধ্যাবন্দনার জন্য নদীতীর প্রাপ্ত হইলে, অঙ্গনাবেশ ধারণ করিয়া, একজন অজাতশ্মশ্রু যুবাকে কণ্ঠদেশে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন।

নরপতি সন্ধ্যাবন্দনান্তে সমাগত হইয়া দেখিলেন, এক জন জার মদনিকার সহিত সুখে শয়ন করিয়া আছে। তাহাদের বদনে বদন ও অঙ্গে অঙ্গ পরস্পর সংলগ্ন। তাহারা তদবস্থায় সহাস্য আস্যে পরস্পরকে পুষ্পাঘাত করিয়া, আনন্দরস পান করিতেছে।

রাজা তদ্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তোমরা যথাসুখে বিহার কর। আমি তোমাদের কোন রূপ বিঘ্ন করিব না। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলে, চূড়ালা তৎক্ষণে এই মায়া সংবরণ করিয়া, শিখিধ্বজের সমীপে গমনপূর্ব্বক লজ্জাবনত বদনে মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কিজন্য উপস্থিত সুখের বিঘ্ন করিয়া, এখানে

আসিলে? দেখ, সকলই আনন্দের জন্য যত্নবান। অকৃত্রিম স্নেহও অতি দুর্লভ। বলিতে কি, আমাদের রাগ নাই, দ্বেষ নাই। অতএব তুমি যথেচ্ছ ব্যবহার কর।

মদনিকা কহিলেন, মহাভাগ! স্ত্রীজাতির স্বভাব অতি চঞ্চল। এবং পুরুষ অপেক্ষা কাম অষ্টগুণ। অতএব আপনি কুপিত হইবেন না। আপনি সন্ধ্যাবন্দনার্থ গমন করিলে, এই পুরুষ আমার কামনা করেন। আমি কি করি। পুরুষের অঙ্গসঙ্গেই স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য। সতীত্ব, লোকাপবাদ বা স্বামীর ক্রোধ কিছুই করিতে পারে না। আমি অবলা, বালা, মূঢ়া, অপরাধিনী হইয়াছি, মার্জ্জনা করুন। ক্ষমাই সাধুর স্বভাব। কেবল সাধ নিন্দাভয়ে তোমাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজা এই বলিয়া বিরত হইলে, চূড়ালা চিন্তা করিলেন, শিখিধ্বজ বাস্তবিকই আত্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য ইহাঁর ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই, রাগ নাই, সুখদুঃখবোধ নাই। অধুনা ইহাঁকে আত্মবৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি তৎক্ষণে মদনিকাবপু ত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্গা হইতে নির্গতার ন্যায়, চূড়ালারূপে রাজার সম্মুখে সমাগত হইলেন।

পঞ্চপঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (সৎসমাগম)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজা সেই প্রণয়পেশলা চূড়ালাকে দর্শন করিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বলিতে লাগিলেন, অয়ি সুন্দরি! তুমি কোথা হইতে আসিলে? আকার প্রকার দর্শনে তোমাকে আমার প্রিয়দয়িতা চূড়ালা বলিয়া বোধ হইতেছে।

চূড়ালা কহিলেন, আমি বাস্তবিকই চূড়ালা। আপনার প্রবোধ সম্পাদন মানসে মায়াবলে কুম্ভাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলাম। আপনি বিদিতবেদ্য, ধ্যান অবলম্বন করুন, সমুদায় সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

তখন শিখিধ্বজ ধ্যান আশ্রয় পূর্ব্বক সমুদায় দর্শন করিয়া হর্ষ-

ভরে অবসন্ন হইয়া, বাষ্পধারাকুল লোচনে প্রসারিত ভুজযুগলে পরম প্রিয়দয়িতা চূড়ালাকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে উভয়ের মনে যেপ্রকার ভাবোদয় হইল, তাহা বাসুকিও সহস্র জিহ্বায় বর্ণনা করিতে অক্ষম।

এইরূপে সেই পুলকপীবর দম্পতী বহুদিনের পর মিলিত হইয়া, মুহূর্ত্তকাল অনবরত ঘর্ম্মসলিল বর্ষণ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বাহুপাশ শিথিল হইয়া আসিল। আনন্দের আতিশয্য বশতঃ জড়-ভাব উপস্থিত হইল। অনন্তর রাজা কান্তার চিবুকে করন্যাসপূর্ব্বক মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়ে! তুমি আমার জন্য দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। আমি কিরূপ প্রত্যুপকার দ্বারা তোমার সন্তোষ সাধন করিব? তুমি অবিচলিত অধ্যবসায় সহায়ে আমারে অবরোধিত করিয়াছ। অথবা অত্যন্ত গহনে পতমান পতিকে উদ্ধার করা তোমার ন্যায়, কুলস্ত্রীগণের নিত্যব্রত। তাঁহারা স্বামীকে যেমন উদ্ধার করেন, গুরুমন্ত্র বা শাস্ত্রার্থ সেরূপ পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। কুলস্ত্রীরা স্বামীর সখা, সুহৃৎ সুখ, শাস্ত্র, আয়তন, ধন, ভ্রাতা, মিত্র, ভৃত্য, গুরু ও দাসী স্বরূপ। স্বর্গ ও মর্ত্তের যাবতীয় সুখ ঐ সকল রমণীতেই প্রতিষ্ঠিত সংসারসাগরের পারও তাঁহাদের হস্তগত এবং তাঁহারা সর্ব্বথা কৃতকৃত্য। আমি আর তাঁহাদের প্রত্যুপকার কি করিব? প্রিয়ে! তুমিই ধন্যা। যেহেতু, তুমি সৌজন্যাদি গুণোৎকর্ষচর্চ্চায় সকল রমণীকে পরাজিত করিয়াছ। অধুনা, আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ কর। প্রিয়ে! তুমি আমার যেরূপ শুভসাধন করিয়াছ, সকল কুলস্ত্রীই সেইরূপ করুন। এই বলিয়া শিখিধ্বজ প্রীতিভরে গাঢ় করে চূড়ালারে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন।

চূড়ালা পরমপ্রীতিমতী হইয়া কহিলেন, নাথ! আমি কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি। ইহাতে আবার আমার গৌরব কি? অধুনা, আপনি কিরূপ অনুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়াছেন, আজ্ঞা করুন।

রাজা কহিলেন, সুদতি! আমি নিরীহ, নিরংশ, নিস্পৃহ, ও

শান্তস্বরূপ। এবং সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। কিছুতেই তুষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হই না। আমি সত্যস্বরূপ। আমি স্থূল বা সূক্ষ্ম নহি। নিষেধ বিধি, ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই আমি জানি না। তোমার মতেই আমার মত। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর।

চূড়ালা কহিলেন, নাথ! যদি এই রূপই হয়, তাহা হইলে, আমি যাহা মনন করিয়াছি, শ্রবণ করুন! আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা উভয়ই সমান। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও মূর্খতার ক্ষয় হওয়াতে, আমরা আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল হইয়াছি। অধুনা, আমার অভিলাষ এই; আপনি পুনরায় রাজত্ব করুন। আমি পুরস্ত্রীবর্গের প্রধানা হই।

শিখিধ্বজ সহাস্য আস্যে উত্তর করিলেন, প্রিয়ে! আমার সহিত যদি ভোগ করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, স্বর্গে চল। স্বর্গ আমার আয়ত্ত। তথায় উভয়েই ইন্দ্রপ্রার্থিত ভোগ সম্ভোগ করিব।

চূড়ালা কহিলেন, ভোগে আমার বাসনা নাই; স্বর্গে বা রাজ্যাদিও আমার সুখের নিমিত্ত নহে। বলিতে কি, আপনার সহবাসে সকল স্থানেই আমার স্বর্গ।

রাজা কহিলেন, যথার্থ বলিয়াছ। আমরা সমবুদ্ধি সহায়ে সুখদুঃখদশাচিন্তা ত্যাগ ও মৎসর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যথাস্থিত অবস্থিতি করিব।

ষট পঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (শিখিধ্বজের নির্ব্বাণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! এই প্রকার কথোপকথনে সে দিবস অতীত হইলে, পর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, চূড়ালা স্বামীকে পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট ও সপ্তসাগরসলিলপূর্ণ কলসে অভিষিক্ত করিয়া, কহিলেন, অধুনা আপনি মুনিতেজ পরিহার ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণের তেজ ধারণ করুন।

শিখিধ্বজ কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে। অধুনা; তোমাকে

রাজ্ঞীপদে অভিশিক্ত করিব। এই বলিয়া, তাঁহাকে সরোবরে স্নান করাইয়া, রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর উভয়ে সংকল্পবলে সৈন্য সকল সংগ্রহ ও মুকুটাদি রাজবেশ পরিধান পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। এবং পতাকাসমূহে আকাশমণ্ডল নীরন্ধ্রিত, বিবিধ বাদিত্ররবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত ও মুকুটপ্রভায় তমঃপটল বিপাটিত করিয়া, বিবিধ দেশ, গ্রাম ও পত্তনাদি অতিক্রম করিয়া, স্বকীয় পুরে সমাগত হইলেন। প্রজাগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা জয়জয় শব্দে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া, সপ্ত দিন নৃত্যগীতাদিসহকৃত মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। উৎসবান্তে শিখিধ্বজ যথাবিধানে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশসহস্র বর্ষ অতীত হইলে, চূড়ালার সহিত বিদেহ-কৈবল্য সুখে প্রতিষ্ঠিত ও অপুনরাবৃত্তির নিমিত্ত স্নেহহীন দীপের ন্যায়, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ভয়, বিষাদ ও অভিমান বিগত, মাৎসর্য্য মথিত, ভোগবাসনা তিরস্কৃত, নিরতিশয় সমদৃষ্টি সঞ্চিত ও যথাপ্রাপ্ত স্থিতি সমাগত হইয়াছিল। তৎপ্রভাবে তিনি সকলের চূড়ামণিপদ পরিগ্রহ করেন। তুমিও শিখিধ্বজের ন্যায়, যথাপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুসারী, শোকহীন, সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হও।

সপ্তপঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ ! (কচের প্রবোধ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম। শিখিধ্বজ যেরূপে রাজ্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্যবহারপরায়ণ হইয়া, ভোগ মোক্ষের অধিকারী হও। বৃহস্পতির পুত্র কচও শিখিধ্বজের ন্যায়, সর্ব্বত্যাগ করিয়া, প্রবোধিত হইয়াছিলেন।

শ্রীরাম কহিলেন, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পদার্থতত্ত্বজ্ঞ কচ যৌবনে পদার্পণ করিয়া, পিতৃদেব বৃহস্পতিকে কহিলেন, আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ। কি উপায়ে সংসারসাগরের পারপ্রাপ্তি হইতে পারে, বলুন।

বৃহস্পতি বলিলেন, সর্ব্বত্যাগই পারপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় সাধন।

কচ এই কথায় সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক বনবাস আশ্রয় করিলেন। বৃহস্পতি তজ্জন্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা উদ্বিগ্ন হইলেন না। যেহেতু, সংযোগ ও বিয়োগ উভয়ই, মহাজনদিগের নিকট সমভাবাপন্ন। অনন্তর অষ্টবর্ষপর্য্যবসানে কচ সেই বিপিন মধ্যে পিতৃদেবকে প্রাপ্ত হইয়া, পূজা করিয়া, মনোহর বাক্যে কহিলেন, তাত! আজ আটবর্ষ হইল, আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি, তথাপি নির্ব্বাণলাভে সমর্থ হইলাম না। বৃহস্পতি উত্তর করিলেন, সকলই ত্যাগ কর। এইমাত্র কহিয়া তিনি আকাশে গমন করিলেন। কচ পিতৃবাক্যে বল্কলাদি সকলই ত্যাগ করিলেন। অনন্তর বর্ষত্রয়াবসানে কাননান্তরে গমন করিয়া, শান্ত শ্বসমান, শূন্যবপু ও ব্যথিত হৃদয় হইয়া, কোন দিগন্তে বাস করিতে লাগিলেন। পরে পিতৃদেবকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া, ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, সখেদে কহিতে লাগিলেন, আমি কন্থা ও কমণ্ডলু প্রভৃতি সকলই ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ নহি। কি করি! বৃহস্পতি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তাত! চিত্তত্যাগই সর্ব্বত্যাগ। তুমি চিত্তত্যাগ কর, সুখী হইবে।

এই বলিয়া, বৃহস্পতি আকাশপথে গমন করিলেন। কচ চিত্তত্যাগে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু চিত্ত কি, জানিতে পারিলেন না। তখন স্বর্গে পিতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তাত! চিত্ত কি? কি উপায়ে তাহা ত্যাগ করিব?

বৃহস্পতি বলিলেন, অন্তরস্থ অহম্ভাবকে চিত্ত বলে। কচ কহিলেন, অহম্ভাবের স্বরূপ কি? আমার মতে উহার পরিহার অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বৃহস্পতি কহিলেন, নয়ননিমীলন অপেক্ষাও চিত্তত্যাগ অতি সহজ ব্যাপার। পরমার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হওয়াই চিত্তস্থিতি। কেননা পরমার্থপরিজ্ঞানমাত্রেই চিত্তের লয় হয়। আদ্যন্তরহিত একমাত্র চিৎই আছেন। অতএব অহংভাবের সম্ভাবনা কোথায়? বৎস!

তুমি সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বার্থময় সর্ব্বকালোদিত চিত্তত্ত্বের অনুসারী হও; নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

অষ্টপঞ্চাশোত্তর শততম সর্গ। (অহঙ্কারস্বরূপবর্ণন।)

বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রামভদ্র! তখন কচ বৃহস্পতির উপদেশে অহংভাব ত্যাগ পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি লাভ করিলেন। তুমিও কচের ন্যায় অহংকারপরিহারপূর্ব্বক স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত একটী হাস্যজনক উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোন স্থানে মায়াযন্ত্রময়, বালমতি, মূঢ় ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন এক পুরুষ আছে। ঐ পুরুষ শূন্যে জন্মিয়াছে এবং শূন্যেই অবস্থিতি করে। সে ভিন্ন ঐ শূন্যে আর কেহই নাই। একদা সেই পুরুষ আপনাকে আকাশের উপজীবী ও আকাশকে আপনার উপজীব্য ভাবিয়া, সেই আকাশের ক্ষয় নিমিত্ত এক গৃহ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে আস্থাসহকারে বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর কালসহকারে গৃহ বিনষ্ট হইলে, সেই দুর্ম্মতি, হা, আমার গৃহ ভগ্ন হইল ও বিনষ্ট হইল! বারম্বার এই প্রকার কহিয়া, শোকপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর দুর্ম্মতি আকাশ রক্ষার্থ এক কূপাকাশ নির্ম্মাণ করিল। কালক্রমে সেই কূপও বিনষ্ট হইল। তখন সে কুম্ভাকাশ নির্ম্মাণ করিল। সেই কুম্ভাকাশও কালবশে ঐ রূপে বিনষ্ট হইল। তদ্দর্শনে সে কুণ্ডাকাশ প্রস্তুত করিল। অনন্তর কুণ্ডাকাশ বিনষ্ট হইলে, এক মহাচতুঃশালা নির্ম্মাণ করিল। এবং চতুঃশালা বিনষ্ট হইলে, এক বৃহদাকার কুসূল রচনা করিল। সেই কুসূলও কালবশে বিনষ্ট হইল। কুসূল বিনষ্ট হইলে, তাহার পরিতৃপ্তি লাভ হইল। বৎস! সেই মিথ্যাপুরুষ এই রূপে বিবিধ শোকান্তর অনুভব করিয়া, আত্মবুদ্ধি সহায়ে গগনগুহান্তে বাস করিতে লাগিল।

ঊনষষ্ঠ্যধিক শততম সর্গ। (অহঙ্কারবিনির্ণয়)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! সেই মিথ্যাপুরুষ কে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অহঙ্কারই ঐ মায়াযন্ত্রময় মিথ্যাপুরুষ। আকাশ হইতে ইহার উৎপত্তি এবং আকাশেই ইহার অবস্থিতি। এই জগৎ অহংকারেরই প্রভব। এই অনাত্মভূত অহংকার আত্মরক্ষার্থ বিবিধ দেহের কল্পনা করে। উল্লিখিত কুপ, কুম্ভ ও চতুঃশালাদি সমস্তই ইহার দেহ। ইহার সহস্র সহস্র নাম। তন্মধ্যে জীব, বুদ্ধি, মন চিত্ত ইত্যাদি এই কয়েকটী প্রসিদ্ধ। এই মিথ্যাপুরুষ অহংকার অহম্ভাব ত্যাগ করিলেই, ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়।

ষষ্ট্যধিক শততম সর্গ। (ব্রতত্রয় নিরূপণ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি অধুনা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মহাকর্ত্তা, মহাভোক্তা ও মহাত্যাগী হও।

শ্রীরাম কহিলেন, মহাকর্ত্তা, মহাভোক্তা ও মহাত্যাগী কাহাকে বলে?

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে দেবদেব মহাদেব ভৃঙ্গীশের নিকট এই ব্রতত্রয় যেরূপ কীর্ত্তন করেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা আত্মজ্ঞানবিহীন ভৃঙ্গীশ প্রণামপূর্ব্বক উমাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবদেবেশ! আমার তত্ত্ববিশ্রান্তি নাই। আমি এই তরঙ্গতরলতা সংসাররচনা দর্শন করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি। কি করিলে, বিগতজ্বর হইয়া এইজগৎ রূপ জীর্ণ গৃহে বাস করিতে পারি, উপদেশ করুন।

মহাদেব কহিলেন, তুমি শঙ্কা ত্যাগ ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মহাভোক্তা, মহাকর্ত্তা ও মহাত্যাগী হও।

ভৃঙ্গীশ কহিলেন, ভগবন্! মহাভোক্তা, মহাকর্ত্তা ও মহাত্যাগী কাহাকে বলে?

মহাদেব কহিলেন, যিনি নিঃশঙ্ক ও নিষ্কাম হইয়া, যথাপ্রাপ্ত ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা বলে। যিনি মৌনী, মুক্ত-

মৎসর, নিরুদ্বেগ ও নিরহঙ্কৃত হইয়া, কার্য্য করেন, তাঁহাকেই মহা-কর্ত্তা বলে। আমি ধার্ম্মিক বা আমি পাপী, এইপ্রকার কুৎসিত সন্দেহে যাঁহার মতি শুভাশুভ কার্য্যে লিপ্ত না হয় তাঁহাকেই মহা-কর্ত্তা বলে। যিনি নিঃস্নেহ ও নিস্পৃহ হইয়া, সর্ব্বত্র সাক্ষী রূপে কার্য্য করেন, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা বলে। যিনি সম ও স্বচ্ছ বুদ্ধি সহায়ে উদ্বেগ, আনন্দ, শোক ও উদয়ের আষয়ীভূত, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা বলে। যিনি অনাসক্ত চিত্তে প্রারব্ধমাত্রের অনুসরণ করেন, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা বলে। উদয়, অস্ত, জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি, বিনাশ এই সকলে যাঁহার সমচিত্ততা, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা বলে।

যিনি কাহারও দ্বেষ ও কিছুরই আশঙ্কা না করিয়া, প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্ত বস্তু ভোগ করেন, তিনিই মহাভোক্তা। যিনি নিত্যতৃপ্ত আত্মার দর্শনবশতঃ ভোগ করিয়াও, ভোগ করেন না, তিনিই মহা-ভোক্তা। যিনি নিস্পৃহ হইয়া সাক্ষীরূপে লোকব্যবহার দর্শন করেন, তিনিই মহাভোক্তা। যিনি সুখ দুঃখ, ক্রিয়াযোগ ও ভ্রান্তি-জনক ভাবাভাব ইত্যাদির বশীভূত নহেন, তিনিই মহাভোক্তা। যিনি জরা, মৃত্যু, আপদ, সম্পদ ও দরিদ্রতা ইত্যাদি সমস্তই রমণীয় জ্ঞান করেন, তিনিই মহাভোক্তা। যিনি সুখদুঃখে সমচিত্ত, কোন কালেই অহিংসা, সমতা ও সন্তোষ ত্যাগ করেন না, তিনিই মহা-ভোক্তা। কটু অম্ল, মৃষ্ট অমৃষ্ট, উত্তম অধম, সরস বিরস এই সকল যিনি সমভাবে ভোগ করেন, তিনিই মহাভোক্তা। ইহা ভোগ্য, ইহা অভোগ্য, এইরূপে বিকল্পত্যাগপূর্ব্বক যিনি নিরভিলাষ হইয়া ভোগ করেন, তিনিই মহাভোক্তা।

যিনি সমবুদ্ধি সহায়ে আপদ সম্পদ, সুখদুঃখ, সমুদায় ত্যাগ করেন, তিনিই মহাত্যাগী। যিনি সমস্ত কর্ম্ম, সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! তুমি স্বয়ং মহাদেবের কথিত এই জ্ঞান-মার্গ আশ্রয় করিয়া, বিগতজ্বর হও।

একষষ্ট্যধিক শততম সর্গ। (মুক্তিমার্গবর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, অহংকারের ক্ষয় হইলে, মনের কিরূপ অবস্থা হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনঘ! অহংকারই মন। অতএব অহংকারের ক্ষয় হইলে, মনেরও ক্ষয় হইয়া যায়। ইহারই নাম মুক্তিমার্গ। জ্ঞান দ্বারা মন বিগলিত হইলে, বাসনাগ্রন্থি ছিন্ন হয়, ক্রোধ ক্ষীণ হয়, মোহ মন্দীভূত হয়, কাম অবসন্ন হয়, লোভ অন্তর্হিত হয়, ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বল হয় এবং দুঃখ বিষাদ এককালেই লীন হয়। তুমি অতি সচ্চরিত্র। অতএব মনের ক্ষয় হইলে, দেবগণেরও অভিলষণীয় যে শান্তিসঞ্চার হয়, তোমার তাহাই হউক। অধিক কি, তোমার চিত্ত বিগলিত হইয়া, সংসাররূপ বিষম বিসূচিকারোগের নিবৃত্তি সহকারে তোমাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করুক। যাহারা জন্মমৃত্যুরূপ গ্রাহ সংকুল সংসাররূপ সাগর পারের অভিলাষী, আমি কে, এই জগৎ কি, পরমাত্মা রূপ পরম বস্তুই বা কি, ইত্যাকার বিচার দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে মনকে বিরত করাই, তাহাদের নিরতিশয়ানন্দপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায়।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম সর্গ। (মনু ও ইক্ষ্বাকু সংবাদ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তোমাদের আদিপুরুষ ইক্ষ্বাকু রাজ্যশাসন করিতে করিতে, একদা সহসা চিন্তা করিলেন, এই জগতে [illegible] ও সুখদুঃখাদির কারণ কি? অনেক ক্ষণ চিন্তার পর কিছুই বুঝিতে [illegible] পারিয়া, ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত মনুকে [illegible] [illegible]লেন, ভগবন্! এই সৃষ্টি কি? কোথা [illegible] এবং [illegible]

প্রশ্নে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও, এই সৃষ্টি কিছুই নহে, তুমিও কিছুই নহ, এই দৃশ্যজালও মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। যাহা কিছু, সমস্তই তিনি। তাঁহাতেই বদ্ধপদ হও; অনায়াসে মুক্ত হইবে। স্বর্গ নরক সমস্তই কল্পনামাত্র। বন্ধ মোক্ষও কিছুই নহে। অতএব তুমি ব্রহ্মমাত্রপরায়ণ হও।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম সর্গ। (প্রকৃততত্ত্বকথা)।

মনু কহিলেন, মোহ ও সুখদুঃখদশা মনেরই ধর্ম্ম; আত্মার নহে। আত্মা অনুভবমাত্রস্বরূপ। শাস্ত্র ও গুরুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে বিদিত হওয়া যায়। বুদ্ধি সত্ত্বস্থ হইলেই, আত্মাতে আত্মার দর্শনপ্রাপ্তি হয়। রাগদ্বেষবিমুক্ত মতিই আত্মদর্শনের সাক্ষাৎ উপায়। ইন্দ্রিয়দিগকে কখনও আদর করিবে না এবং উপবাসাদি দ্বারাও কদাচ ইহাদের পীড়ন করা কর্ত্তব্য নহে। আমি দেহ, এইপ্রকার বুদ্ধিই সংসার-নিবন্ধের হেতু। মুমুক্ষুরা এইপ্রকার বুদ্ধি পরিহার করেন। একমাত্র চিৎই আছেন, এইপ্রকার বুদ্ধি সংসারচ্ছেদনের অদ্বিতীয় সাধন। এই জগজ্জাল কালরূপ মহার্ণবের তরঙ্গিণী। বিবিধ ভূতগ্রাম তরঙ্গরূপে তাহাতে বারংবার উত্থিত ও লীন হইতেছে। আত্মা এই মহাসাগরের পানকর্ত্তা মহাগস্ত্য। তুমি তাঁহাকেই ভাবনা কর। লোকে এই আত্মার জন্য রোদন করিয়া থাকে। এবং তাহার প্রকৃতস্বরূপ পরিজ্ঞাত না হওয়াতে, মৃত্যু সময়ে এই বলিয়া বিলাপ করে, হায়, আমি মৃত হইলাম। বিনষ্ট হইলাম! অনাথ হইলাম! অজ্ঞানবশেই আত্মার নানাত্বদর্শন হইয়া থাকে। পুত্র তুমি আত্মাতে চিত্তস্থাপনপূর্ব্বক সর্ব্বসংকল্পবিরহিত ও ব্যবহারক্ষেত্রের অনুসরণ পূর্ব্বক সর্ব্বথা সুখী ও অব্যাকুল হইয়া, রাজ্যশাসন কর।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম সর্গ। (আত্মতত্ত্বযোগপদেশ)।

মনু কহিলেন, পুত্র! বিষয়বাহ্ জ্ঞানীর নিকট আত্মা নিরংশ ও সাবয়বরূপে প্রতীত হন। ফলতঃ, আত্মা সর্ব্বতোভাবে উন্মুক্ত ও

উদিত। অতত্ত্বজ্ঞেরা বিপরীত ভাবিয়া পদে পদে দুঃখ অনুভব করে। জ্ঞানযোগ না হইলে, অবিদ্যারূপ বিশ্ববিমোহিনী মায়া অতিক্রম করা যায় না। যিনি আত্মাকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া শান্ত ও নির্ম্মল হইয়া, অবস্থিতি করেন, তিনিই সুখী ও তিনিই ব্রহ্মকবচস্বরূপ। অহংভাব ত্যাগ করিয়া, সকলই আত্মস্বরূপ, এইপ্রকার চিন্তা করিবে। ইহা গ্রহ্য বা রমণীয়, এইপ্রকার বুদ্ধিই অনন্ত দুঃখের বীজ। বৎস! তুমি সর্ব্বদৃশ্যবিস্মৃতি ও পৌরষাতিশয় সহকৃত যত্ন, এই দুই অস্ত্র দ্বারা রম্যারম্যবিভাগিতা রূপ দারুণ পাশবন্ধন। অন্তর হইতে আশু ছেদন কর। এবং সমাধিরূপ অভাবনা দ্বারা ভাবনা সমুদায় নিরস্ত করিয়া, সর্ব্বথা আত্মময়, বিগতশোক, সর্ব্বসংকল্পবিরহিত, বিবেক-বিলাসবিভূষিত ও নিরস্তসংসারময় হইয়া, একমাত্র অভয়স্বরূপ চিৎ-স্বরূপে বিরাজমান হও।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম সর্গ। (শোকনাশের উপায়)।

ইক্ষ্বাকু কহিলেন, শোকনাশের উপায় কি, জানিতে ইচ্ছা করি।

মনু কহিলেন, তাত! যাহা আত্যন্তিক জীবন্মুক্ততা নামে অভিহিত, সেই স্বপ্রকাশপদাত্মিকা সপ্তমী ভূমিতে আরোহণ করিলে, শোকগ্রস্ত হইতে হয় না। আমি মৃতও নহি জীবিতও নহি; আমি আত্মারাম, এইপ্রকার ভাবনা সহকারে প্রবৃত্ত হইলে, শোকগ্রস্ত হইতে হয়না। অমি কিছুই নহি, আমি কিছুতেই লিপ্ত নহি, আমি অজর, অমর ও অমলচিৎস্বরূপ, ইত্যাকার ভাবনার সঞ্চার হইলে, শোকগ্রস্ত হইতে হয় না। আমি আদি অন্ত ও অবসান সকলেরই বহির্ভূত; আকাশে, অমরে, নরে, নাগে, তৃণাগ্রে, ফলতঃ সর্ব্বত্র যে সং বিরাজ করেন, আমি সেই সৎস্বরূপ, এইরূপ বিচারপরায়ণ হইলে শোকগ্রস্ত হইতে হয় না।

যাহার বাসনা আছে, সে সুখেরই সেবা ও অন্বেষণ করে। যাহা সুখের নিমিত্ত, তাহাই বিনাশসময়ে শোকের হেতু হইয়া থাকে। যাহার বাসনা নাই, তিনি কখনও শোক দুঃখ ও সুখ হর্ষের ক্রীড়াস্থল

হয়েন না। একমাত্র আত্মাই নিখিল বস্তুতে বিরাজ করেন। এই প্রকার ভাবনা দ্বারা তুমি সর্ব্বশোক পরিহার কর।

ষট্ষষ্ট্যধিক শততম সর্গ। (সম্প্রাপ্তির উপায়)।

মনু কহিলেন, বৎস! বিষয়ভোগের আশা বর্ত্তমান থাকিতে, কোনমতেই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। বিবেকবাণে আশার ক্ষয় হইলেই, অনাময় ব্রহ্মস্বরূপতানামক সম্প্রাপ্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি বারংবার ঊর্দ্ধাধোগমনপূর্ব্বক সংসাররূপ ঘটিযন্ত্রের রজ্জুস্বরূপ হইও না। আমি আমার, ইত্যাকার মোহভ্রমের বিষয়ীভূত হইলেই, অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয়। এবং অবিষয়ীভূত হইলে, ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারা যায়। স্বপ্রকাশ আত্মাকে আশ্রয় করিলে কোন কালেই ভয়ের সম্ভাবনা নাই। তুমি সর্ব্বত্র চিত্তের অখণ্ডিত রূপ দর্শন কর। ঐরূপ দর্শন করিতে পারিলেই, তোমার সংসার-পারপ্রাপ্তিরূপ পরম সম্প্রাপ্তি সঙ্করিত হইবে। যিনি চিত্তহীন ও পরমানন্দস্বরূপ হইয়াছেন, সংসারে তাঁহার উপমা নাই। তুমি আত্মাতে ন্যস্ত করিয়া, সর্ব্বথা শোকহীন হও। যিনি শাস্ত্রার্থবিচার-রূপ চপলতার বশীভূত, বিবিধ বাক্যকৌতুকের বিষয়ীভূত ও অশেষ বিকল্পের অধিকৃত নহেন, সেই শমশালী সনাতনাত্মা যোগী পুরুষই সুখী।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম সর্গ। (মহৎস্বরূপপরিকীর্ত্তন)।

মনু কহিলেন, উল্লিখিত যোগী যে কোন বস্ত্র পরিধান, যে কোন বস্তু ভোজন বা যে কোন স্থানে শয়ন করুন, সম্রাটের ন্যায় বিরাজ-মান হন। বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমাচার ও শাস্ত্রযন্ত্রণা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি সংসারপিঞ্জর হইতে নির্গত ও বিষয়াশা-বিবর্জ্জিত হইয়া, শরৎকালীন আকাশের ন্যায়, পরম শোভা বিস্তার এবং সর্ব্বথা পরমানন্দরসে মগ্ন হইয়া, আত্মাতেই রমণ করেন। নিত্যতৃপ্তি বশতঃ পাপ পুণ্য কিছুতেই তিনি লিপ্ত নহেন। এবং

কোনরূপ কর্ম্মফলেরও কামনা করেন না। এই দেহ প্রতিবিম্বস্বরূপ, এইপ্রকার জ্ঞানের উদয় প্রযুক্ত আহ্লাদ বা বিষাদ কখন তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব প্রযুক্ত তদীয় অন্তঃকরণ কর্ম্মফলে রঞ্জিত হয় না। তিনি সর্ব্বথা নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থিতি করেন। কখন স্তুতি নিন্দার বশীভূত নহেন। লোকে যেমন তাঁহা হইতে ভীত হয় না, তিনিও তেমনি তাঁহাদের হইতে ভীত হন না। তীর্থে বা চণ্ডালগৃহে অথবা অন্য যে কোন স্থানে দেহত্যাগ করুন, তিনি মুক্ত হয়েন। কেননা, তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। জ্ঞানপ্রাপ্তিমাত্র অহংভ্রান্তির ক্ষয় হয় এবং অহংভ্রান্তির ক্ষয় হইলেই, মুক্ত হওয়া যায়। তিনিই পূজ্য, তিনিই নমস্য, তিনিই দর্শনীয় এবং তিনিই অভিবাদ্য। যেহেতু, তিনি জ্ঞানবলে সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ ভক্তি দ্বারা যে অনাময় পরমপদ প্রাপ্ত হন, যজ্ঞ, দান বা তপস্যা দ্বারা সেরূপ লাভ করিতে পারেন না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাত্মা মনু এই বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ইক্ষ্বাকু তদীয় উপদেশে স্থিরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম সর্গ। (শ্রীরামের প্রশ্ন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ভগবন্! জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের খেচরত্বাদি সিদ্ধিরূপ যে অপূর্ব্বতা আছে, তাঁহা কীর্ত্তন করুন। জ্ঞানীরা পরমতত্ত্বাংশে যেরূপ অতিশয়িত বুদ্ধি নিয়োগ করেন, সংসারসিদ্ধি-বিষয়ে সেরূপ করেন না। তাঁহারা ঐরূপ তত্ত্ববিষয়িণী অতিশয়িত বুদ্ধিবলে নিত্যতৃপ্ত ও প্রশান্তাত্মা হইয়া, আত্মাতেই রমণ করেন। মন্ত্রসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি ও ভূরিতন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা খেচরত্বাদিসিদ্ধি হয় বটে; কিন্তু তাহাতে অপূর্ব্বতা কি? দেখুন, আত্মদর্শীরা অণিমাদি সিদ্ধিও লাভ করেন। তাহারা সর্ব্বত্র আস্থাহীন, আসক্তিহীন ও অনুরাগ-বিহীন হইয়া, নির্ম্মল ও অনিমগ্ন চিত্তে অবস্থিতি করেন। মূঢ়ের সহিত ইহাই তাঁহাদের বিশেষ।

ঊনসপ্তত্যধিক শততম সর্গ। (বিবিধ সদুপোদেশ)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! কর্ম্মই সুখদুঃখের কারণ। এবং সংকল্পই কর্ম্মের হেতু ও বন্ধের অদ্বিতীয় সাধন। অতএব তুমি সংকল্প ত্যাগ কর। সংকল্প ত্যাগই মোক্ষ। তুমি সংকল্পত্যাগের অভ্যাসপর হও। প্রার্থনা করি, আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত কোন বিষয়েই তোমার যেন অভিরুচি না হয়। কেন না, ঐরূপ অভিরুচিই সাক্ষাৎ বন্ধনস্বরূপ। তুমি দান বা হোম অথবা অন্য যাহা কিছু কর, তুমি তাহার কর্ত্তা বা ভোক্তা নহ। সাধুগণ অতীতের জন্য শোক ও ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করেন না; একমাত্র ব্রহ্মেরই অনুশীলন করেন।

তৃষ্ণা, মোহ ও মদাদি মনেরই ধর্ম্ম। জ্ঞানশালী পুরুষগণ এই-জন্য মনের ছেদন করিবেন। তুমিও বিবেকরূপ সুতীক্ষ্ণ অসি ধারণ করিয়া, বিবিধ ব্যাধির হেতুভূত মনকে ছেদন কর। এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ রূপ ত্যাগ করিয়া, যাহা পরম, তাহাই আশ্রয় কর। জীবের পানিপাদময় স্থূলদেহ ভোগার্থই কল্পিত হইয়া থাকে। যাহা সংকল্পময়াকার, তাহাই জীবের চিত্ত ও আতিবাহিক দেহ। আর, যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, কোনপ্রকার বিকল্প নাই; যাহা বিশ্বরূপ ও চিৎস্বরূপ, তাহাই জীবের পরম রূপ। তুমি এই ত্রিবিধ রূপ ত্যাগ করিয়া, চতুর্থরূপ অর্থাৎ তুর্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হও।

সপ্তধিক শততম সর্গ। (তুর্য্যপদবিনির্ণয়)।

শ্রীরাম কহিলেন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত তুর্য্যাবস্থা কাহাকে বলে? দেখুন, ঐ অবস্থাত্রয় পরিহার দ্বারাও শুদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহা শ্রুতিতে সদসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা ত্যাগ করিলে, যে সৎ স্বচ্ছ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহারই নাম তুর্য্যপদ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় যথাক্রমে ঘোর, শান্ত ও

মূঢ় নামে অভিহিত হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় স্বর্গ নরকাদির হেতুভূত পুণ্য পাপের সাধন হইয়া থাকে। এইজন্য উহার নাম ঘোর। চিত্ত এই অবস্থাত্রয় বিহীন হইলেই মৃত হয়। তখন সম সত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহারই নাম তুর্য্যপদ। যোগিগণ এই পদে অবস্থানপূর্ব্বক বিশ্রাম করেন।

---

১৭১ সর্গ। (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে বিবিধগতিবর্ণন)।

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! নির্ব্বাণের স্বরূপ কি, বলুন্।

বশিষ্ঠ কহিলেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে পুরুষ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যাহারা বিবিধ ভোগের আস্পদ সংসারকেই সার নিশ্চয় করিয়া, নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের নাম প্রবৃত্ত। ঐরূপ অসংখ্য প্রবৃত্ত পুরুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি বহুজন্মান্তে বিবেক সংগ্রহ ও তৎ প্রভাবে উদ্ধার লাভ করেন।

এই সংসার অতি অসার, আত্মাতে বিশ্রামই পরমপদ। আমি বিকার বিশিষ্ট হইলেও, কিরূপে সংসারসাগরের পার গমন করিব, যিনি এইপ্রকার বিচার পরায়ণ হইয়া ভোগবাসনাপরিহার জন্য প্রতিদিন বৈরাগ্য অভ্যাস করেন; যিনি চিত্তশুদ্ধির অনুকূল উপাসনাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে আমোদ অনুভব করেন; যিনি গ্রাম্য জড় চেষ্টার নিন্দা ও পরকীয় রহস্যদোষ অনুদ্ঘোষণ করেন; যিনি যম নিয়মাদি অনুদ্বেগকর কার্য্য সকলের পরিচর্য্যা ও পাপকে সাক্ষাৎ যমবৎ অতিমাত্র ভয় করেন; যিনি ভোগে নিরপেক্ষ হইয়া, সর্ব্বদা দেশ কালের উপযুক্ত স্নেহ-প্রায়-প্রীতিগর্ভ, উচিত বাক্য প্রয়োগ করেন; যিনি কায়, কর্ম্ম ও মন দ্বারা সাধুগণের সেবা করেন; এবং যিনি যে কোন স্থান হইতে জ্ঞানশাস্ত্রসংকলনপূর্ব্বক তাহা পরিদর্শন করেন, তিনিই নিবৃত্ত এবং তিনিই নির্ব্বাণ নামিকা প্রথমা ভূমিকায় প্রাপ্ত হয়েন। যাহারা উল্লিখিতসাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক

তাহারা কখন প্রথম ভূমিকা লাভ করিতে পারে না। ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট বলে।

বিচার নাম্নী যোগভূমিকা আশ্রয় করিতে অভিলাষ থাকিলে, শ্রুতিস্মৃতিসদাচার ধারণ ও যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে; গৃহপতি যেমন গৃহের সকলই জানেন, তদ্রূপ পদার্থের বিভাগ ও কার্য্যাকার্য্যবিনির্ণয় সর্ব্বতোভাবে অবগত হইবে এবং অভিমান ও লোভ একবারেই ত্যাগ করিবে।

অনন্তর অসংসঙ্গধাম তৃতীয়া ভূমিকা আশ্রয় করিয়া, শাস্ত্রার্থবাক্যে অচলা মতি স্থাপন, তাপসাশ্রমে বিশ্রাম, অধ্যাত্মপরিচর্য্যা, সংসারনিন্দা, বৈরাগ্য আশ্রয় ও শিলাশয্যায় শয়ন ইত্যাদি উপায়ে বিস্তৃত আয়ুকে জীর্ণ করিয়া, বনবিহারসহায়ে শান্ত চিত্তে কাল যাপন করিবে। সৎ শাস্ত্রের আলোচনা ও পুণ্যানুষ্ঠান এই বিবিধ উপায়ে পরমার্থদৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহি, বাধ্য বা বাধক নহি, এবং সুখদুঃখ সমুদয়ই ঈশ্বরাধীন, এইপ্রকার নিশ্চয়ের নাম অসংসঙ্গ। সামান্য ও শ্রেষ্ঠ ভেদে অসংসঙ্গ দ্বিবিধ। সুখই হউক, দুঃখই হউক, তাহাতে আমার কর্তৃত্ব কি? ভোগসকল মহারোগ ও সম্পদই সাক্ষাৎ বিপদ; বিয়োগের জন্যই সংযোগ, বুদ্ধির আধিই ব্যাধি, এইপ্রকার ভাবনার নাম সামান্য অসংসঙ্গ। আর, আমি কর্ত্তা নহি, ঈশ্বরই কর্ত্তা, আমার প্রাক্তন বা ইদানীন্তন কোন কার্য্যই নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, শব্দার্থভাবনাপরিহারপুরঃসর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিতি করাই শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ নামে অভিহিত হয়। যাহা অন্তরে, বাহিরে, অধঃ বা ঊর্দ্ধে নহে, সেই অজ নিত্য স্বপ্রকাশ চিদ্রূপই শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ। তত্ত্ববিজ্ঞানের সহিত মিলন ও পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা কাকতালীয় যোগে দৈবাৎ প্রথমা ভূমিকার উদয় হইয়া থাকে। যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিলে, অন্যান্য ভূমিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

...ধিক শততম সর্গ। (অজ্ঞানির উদ্ধারের উপায়)।

... কহিলেন, কামভোগে সংসক্ত, অসৎকুলে উদ্ভূত, যোদি... অধম মূঢ়দিগের উদ্ধারের উপায় কি?

... কহিলেন, জন্মান্তর রত বা সৎসঙ্গ দ্বারা প্রথমা ভূমিকা প্রাপ্ত না হইলে, মূঢ়দিগের সংসারনিবৃত্তি হয় না। সংসারে আসক্তি... উদয় হয় না। বৈরাগ্যের উদয় না হইলে, যোগভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যোগভূমি প্রাপ্ত জীবগণ চরমে সুরবিমানে, লোকপালপুরে ও সুমেরুর উপবন কুঞ্জে বিহার করেন। ... সুকৃত ও ভোগজালের ক্ষয় হইলে, যোগিরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।

যিনি যথাচার, যথাস্থিত, যথাশায় ও যথাচিত্ত হইয়া, কর্ত্তব্য ... অনুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের পরিহার করেন, তাঁহাকেই আর্য্য বলে। শুভেচ্ছা দ্বারা প্রথমা ভূমি অঙ্কুরিত, শ্রবণাদি প্রবৃত্তি দ্বারা দ্বিতীয় ভূমি বিকাসিত ও মনের একাগ্রতা দ্বারা তৃতীয়া ভূমি ফলিত হইলে, যোগীরা আর্য্যপদ প্রাপ্ত হন। ঐরূপ আর্য্যপদপ্রাপ্ত যোগী পুরুষ মরণান্তর চিরকালের জন্য যোগযুক্ত হইয়াই, জন্ম গ্রহণ করেন।

উল্লিখিত ভূমিকাত্রিতয় অভ্যস্ত বা আয়ত্ত হইলে, অজ্ঞানের ক্ষয় ও সম্যক জ্ঞানের উদয় সহকারে চতুর্থী ভূমি লাভ ও এই জগৎ আনন্দময় রূপে দৃশ্যমান হয়। তখন দ্বৈত নিবৃত্তি ও অদ্বৈতের স্থিতিপ্রাপ্তি রূপ পরম অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। পঞ্চমী ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে, সত্তামাত্র অবশিষ্ট ও অদ্বৈতপদে স্থিতি সমাগত হয়। এবং ... ভাবে আত্মা লেনয়, প্রবোধ সমুৎপন্ন ও সুবৃত্তি বিনিষ্পন্ন হইয়া ...। ... অবস্থায় লোকে বহির্বৃত্তিনিরত হইলেও অন্তর্মুখ ... ভাব পন্ন হইয়া, নিদ্রিতের ন্যায়, অবস্থিতি করে। এই ... ত্যাগ অভ্যস্ত হইলে, তুর্য্যধাম ষষ্ঠী ভূমিকা প্রাপ্ত ... এই ষষ্ঠী ভূমিতে অহং, অনহং কিছুই নাই। একমাত্র ... আকারে বিরাজমান। ... ই ভূমিকাস্থ ব্যক্তিগণ ... বহিঃশূন্য এবং অন্তঃপূর্ণ ও বহিঃপূর্ণ হইয়া অবস্থিতি

করেন। ইহার পর সপ্তমী ভূমিকা সাক্ষাৎ বিদেহ মুক্তি[illegible] এবং ইহাই ভবভূমির সীমা। ইহাকে কেহ শিব, কেহ [illegible] বা পুরুষ নির্দেশ করে। এই সপ্ত ভূমিকার অভ্যাস করিলে [illegible] শোকগ্রস্ত হইতে হয় না।

ত্রিসপ্ততাধিক শততম সর্গ। (ইচ্ছাবর্ণন)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, তাত! অতীবমদমত্তা এক [illegible] আছে তাহাকে নিহত করিতে পারিলে, এই সপ্ত ভূমিতে [illegible]

শ্রীরাম কহিলেন, এই [illegible]কারিণী কে, কোথায় থাকে [illegible] নিহত হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন, ইহা আমার, এইপ্রকার ইচ্ছাই [illegible] শরীররূপ কানন ইহার বাসস্থান। প্রমত্ত ইন্দ্রিয়[illegible] ইহার বৃংহতি ধ্বনি কর্ম্ম ইহার দশন। ধৈর্য্যরূপ [illegible] হাররূপ অঙ্কুশ সহায় হইলে, অনায়াসে ইহাকে [illegible] ইহার ধ্বংস না হইলে, কুসংসাররূপ উৎকট বিসূচিকা[illegible] ইহার উপশমই মোক্ষ এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির [illegible] ইচ্ছাই বিপ্লবগণের একমাত্র কারণ। অতএব সর্ব্বতোভাবে ইহার মূলোৎপাটন করা কর্ত্তব্য। ইচ্ছাবিরহিত হইলে [illegible] দুঃখ একবারেই অতিক্রম করে।

---

১৭৪ সর্গ। (ভরদ্বাজের প্রতি বাল্মীকির [illegible])।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! বিমল বুদ্ধি রাম [illegible] বশিষ্ঠের উপদিষ্ট জ্ঞানসার পুরাণ শ্রবণ করিয়া অন্য [illegible] করিয়াছিলেন? অথবা বিগতসন্দেহ, আত্মসুখপরিপূর্ণ [illegible] হইয়া, অবস্থিতি করিয়াছিলেন?

বাল্মীকি কহিলেন, কমললোচন রাম এই বেদান্তস[illegible] শ্রবণ করিয়া, চিত্তবৃত্তিতে নিত্য নিরতিশয়ানন্দ আত্মত[illegible] হওয়াতে, নির্ম্মল চিদ্ঘন চৈতন্য রূপে [illegible] আনন্দ[illegible]

হইয় ... যা উত্তর কিছুই না করিয়া, রোমাঞ্চিত কলেবরে চিন্মাত্র ... অবস্থিতি করিলেন। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের সমাগম ... মনোরথই তাঁহার তৃণবৎ প্রতীত হইল।

... কহিলেন, গুরো! আমরা পাপী ও মূর্খ, কিরূপে ঐরূপ ... হইব?

... কহিলেন, তাত! এই শ্রীরামচরিত আদ্যোপান্ত বুদ্ধি সহকারে বিচার করিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। এই জগৎপ্রপঞ্চ ... হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; ইহার কিছুতেই অণুমাত্র সমতা নাই। একমাত্র চিৎই আছেন; তদ্ভিন্ন কিছুই নাই। অতএব তুমি দেবাদির উপাসনা দ্বারা চিত্ত শোধন কর। কেননা, শুদ্ধচিত্ত ... নিরঞ্জন চিৎপ্রদীপ।

অজ্ঞান, জলধিস্বরূপ! অহং ইহার উর্ম্মি, অবিদ্যাবায়ুবশে সমুত্থিত ...। তুমি অদ্বৈতরূপ অমৃত সাগরে মগ্ন হও। জ্ঞানহীন ...রাই ঐরূপে শোক করে। বিবেকবিহীন ব্যক্তিরাই সহসা ... আচ্ছন্ন হয়।

এই জগৎ সর্ব্বদা অসার। অতএব ইহা থাকুক বা যাক্, তাহাতে ... কি? তুমি সেই জগদ্গুরু নিত্য সত্য পরমেশ্বরকে ভজনা করিয়া সকল ...কের পরিহার কর। যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাবৎ তুমি ... ভজনা করিবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে, নিরাকার পরম ... অকৃত্রিম প্রীতি সংঘটিত হইবে। তাত! ঈশ্বরোপাসনা শুদ্ধি-... এই ব্যাপারশক্তি পর্য্যুদস্ত করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে যোগধ্যানের অনুবর্ত্তী হও ... মরণমাত্র সমাধি সহায়ে প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করিয়া, তোমার বুদ্ধিরূপ অন্ধকাররজনীর অবসান হউক। তুমি ... উপায় অন্বেষণ করিয়া, বৃথা অবসন্ন হইও না। পুরুষ-... কর; ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভে সুখী হইবে।

... এই জগতীস্থ জীবজালকে কর্ম্মাদি দোলায় দোলায়িত ... ক্রীড়া করিতেছে। এবং জগতের পর জগৎ রচনা ও ... করিয়া, বিবিধ পর্য্যায় সহকৃত কৌতূহলভরে ভ্রমণ করি-

তেছে। দেবগণও এই কালরূপ অজগরের, ভক্ষ্য [illegible]
মনুষ্যের কথা কি বলিব? তুমি ধনাদিবিনাশ রূপ বিপ [illegible]
তেন্দ্রিয় হইয়া, নৃত্য করিও না; ক্ষণকাল স্থির হইয়া, সং [illegible]
দর্শন কর। এবং তাহা ত্যাগ করিয়া, মঙ্গলচিন্তা সং [illegible]
নন্দস্বরূপ আত্মাকে ভাবনা কর। ঈশ্বরের অনুগ্রহই [illegible]

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম সর্গ। (উপদেশসারস [illegible])

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! ভবদীয় অনুগ্রহে [illegible] নাম, বৈরাগ্য অপেক্ষা বদ্ধ ও সংসার অপেক্ষা [illegible] বশিষ্ঠ দেবের উপদেশসারসংগ্রহ শ্রবণ করিতে [illegible]

বাল্মীকি কহিলেন, তাত! শ্রবণ কর। যিনি [illegible] বহুরূপে বিরাজ করেন, সেই সচ্চিদানন্দকে নমস্কার। [illegible] তিতিক্ষু, শ্রদ্ধান্বিত ও কোমল আসনে আসীন হইয়া, [illegible] প্রণয় না হয়, তাবৎ ওঁকারে উচ্চারণ করিবে। [illegible] নিমিত্ত প্রাণায়াম করিয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে ক্রমে [illegible] করিবে। অনন্তর দেহ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও [illegible] হইতে [illegible]। বিদিত হইয়া, তৎসমস্ত [illegible] করিবে [illegible] ক্রিয়াদি [illegible] বিরাট্ এবম্প্রকার চিন্তাসহকারে [illegible] অবস্থিতি করিবে। পরে উকারে [illegible] বিরাটকে অর্পণ করিয়া, তাহাতে অবস্থিতি করিবে [illegible] হিরণ্যগর্ভের কারণভূত অব্যাকৃত মকারে অবস্থিত [illegible] সকল জগতের আদিকারণ অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপ ব্রহ্মে [illegible] অর্পণ করিয়া অবস্থিতি করিবে। পরে মাংসাদি [illegible] পৃথিবীতে, রক্তাদি জলীয় ভাগ জলে, তৈজসভাগ [illegible] বায়বীয় ভাগ বায়ুতে, নাভস ভাগ আকাশে, ইন্দ্রিয়সকল [illegible] এবং ইন্দ্রিয় দেবতাদিগকে দিক্ সমুদায়ের অধিষ্ঠাত্রী [illegible] করিবে। অনন্তর বিদ্যুতে ত্বক, আদিত্যবিম্বে চক্ষু [illegible]

[illegible]তে প্রাণ, অগ্নিতে বাক্য, ইন্দ্রে পাণি, বিষ্ণুতে পদ, মিত্রে [illegible] উপস্থ, চন্দ্রে মন, ব্রহ্মে বুদ্ধি, রুদ্রে অহংকার ও [illegible] অর্পণ করিবে। এইরূপে আত্মদেহ নিক্ষেপপূর্ব্বক, [illegible] ভাবনা সংস্কারে অবস্থিতি করিবে। আদ্য [illegible] ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর [illegible] আধার ও [illegible] সকলের পিতৃত্বপ্রযুক্ত অন্ন[illegible] ও [illegible] রূপে বিরাজ করেন। [illegible] দ্বিগুণ তেজ, তেজে দ্বিগুণ বায়ু [illegible] দ্বিগুণ [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] (তাহা) [illegible] (কর্ম) জ্ঞানিগণের কর্ত্তব্য ও [illegible] [illegible]

[illegible] কহিলেন, যাহার অনুষ্ঠানে শ্রবণাদির বিঘ্ন না ঘটে, [illegible] কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবেন। কদাচ নিষিদ্ধ কার্য্যের [illegible]। মানসিক সমুদায় গুণই ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্ম-[illegible] সর্ব্বথা বিধেয়। যখন জীব, সোহমস্মি, এইরূপ [illegible], তখনই তাহার মুক্তি হইয়াছে, জানিবে। কেননা, [illegible] ভোক্তৃত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার উপাধি ও সুখদুঃখের [illegible] হইয়া থাকে। জীব জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় অতিক্রম [illegible] দশায় উপনীত হইলে মুক্ত হয়। এই তুরীয় অব-[illegible] অবস্থিতি বলে। ঐরূপ অবস্থিতিতে একমাত্র

অখণ্ড সুখই সমুদ্ভূত ও অনুভূত হয়। এবং ঐরূপ অবস্থাকেই নিদিধ্যাসনরূপ যোগের পরিসমাপ্তি ও সাক্ষাৎ মহৎ সুখসংবেদন বলিয়া থাকে। মনের লয় হইলেই, তাদৃশ মহৎ সুখসংবেদন ... হওয়া যায়।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম সর্গ (বশিষ্ঠের রামশরীরে ...)।

ভরদ্বাজ কহিলেন, ভগবন্! ভগবান রাম সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ... মূর্ত্তিমান যোগস্বরূপ। কিজন্য তিনি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক ... হইয়াছিলেন?

বাল্মীকি কহিলেন, বৎস! মহাভাগ রাম স্বীয় স্বরূপে ... হইলে, ভগবান বিশ্বামিত্র মহামনা বশিষ্ঠকে কহিলেন, ... আপনি মহাভাগ রামচন্দ্রকে আত্মমন্ত্রের উন্মেষ দ্বারা ... পরিণত করিয়া, আমাদিগকে গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ... কৃপাপূর্ব্বক দর্শন, স্পর্শন ও শব্দ দ্বারা শিষ্যদেহে পরব্রহ্মের ... ব্রহ্মসন্নিবেশ সমাহিত করেন, তিনিই গুরু; এবং যিনি ... প্রকৃত মর্ম্মগ্রহে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। আপনারা ... যোগ্যভাবাপন্ন। যেহেতু, উভয়েই প্রকৃতজ্ঞানবিশারদ ... আপনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন; আমরা এখনও কার্য্য করিতেছি। অতএব আপনি আমার যজ্ঞসিদ্ধিরূপ কার্য্য স্মরণ করিয়া ... উপস্থাপিত করুন। আমি সেজন্য অতি কষ্টে দশরথের নিকট ... করিয়াছি, তাহা ব্যর্থ করিবেন না। দেবগণের কার্য্য ... তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহার পর রামচন্দ্র রাম ... আশ্রমে গমন, অহল্যার শাপমোচন, হরকোদণ্ড ভঙ্গ ... সীতার পাণিগ্রহণ, পরশুরামের পরলোকহরণ, পিতৃ পৈতামহ ... পূর্ব্বক বনবাসচ্ছলে দণ্ডকবাসী ঋষিগণের উদ্ধরণ, ... পবিত্রতাসাধন, সীতাহরণচ্ছলে রাবণাদি দুষ্টদল দমন, ... অগ্নিপরীক্ষাব্যপদেশে সর্ব্বলোকমনকে স্বকীয় ... জ্ঞান ও কর্ম্মাধিকারীদিগের ব্রহ্মলোকগতিবিধান ...

[illegible]কি কহিলেন, রাম ব্রহ্মে একতাপ্রাপ্ত ও বাহ্যরাগ[illegible] [illegible] হইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন এই কথার কোনরূপ উত্তর [illegible] না। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ দেব [illegible] তৎক্ষণে [illegible] [illegible] প্রবেশ করিয়া [illegible] তাঁহার [illegible] অবগাহন করিলেন [illegible] করিয়া, অঙ্কুর সমুৎপাদন করে [illegible] আকর্ষণ করিলেন। [illegible] মনঃশক্তি [illegible] হইলে, উহাদের [illegible] সমুদায় [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রবৃত্ত হইবে [illegible], গুরুবাক্যের [illegible], বিধিনিষেধবিচারণা[illegible] হইয়া, ভবদীয় [illegible] করাই বিধেয়। [illegible] বেদ ও আগমাদি শাস্ত্র [illegible] তাহাই [illegible] করিতে হইবে।

[illegible]কি কহিলেন, [illegible] মস্তকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, হে [illegible] আমাদের মঙ্গল হউক। আপনারা [illegible] উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। [illegible] শিবের নিকট সেই [illegible] নাই। ইহাই একমাত্র নিশ্চয়।

[illegible] কহিলেন, রামচন্দ্র! আপনার [illegible] আমাদের মনে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অধুনা, আপনি [illegible]। আপনাকে নমস্কার, [illegible] বশিষ্ঠের [illegible] স্বস্থানে প্রস্থান [illegible]।

[illegible] কহিলেন, [illegible] সকলে [illegible]

কর্ম্মের সম্যক্‌রূপ আচরণ, এবং স্বয়ং জীবন্মুক্ত ও নিস্পৃহ হইয়া [illegible] লোকসংগ্রহমানসে বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের সংসাধন ইত্যাদি [illegible] সকল সম্পাদন এবং উত্তরকালে স্বকীয় পরমপবিত্র চরিত্র শ্রবণ [illegible] দ্বারা [illegible]দিগকে [illegible] মুক্তি বিতরণ করিবেন। এই রূপে [illegible] ত্রৈলোক্যের উপকার বিধান করিবেন। আপনাদের মধ্যে [illegible] কে আছে, যিনি শ্রীরামের সমকক্ষ হইতে পারেন? অতএব [illegible] সারা [illegible] ইহাঁকে নমস্কার করুন।

বাল্মীকি কহিলেন, তদীয় এব বিধ বাক্য সভাস্থ [illegible] শ্রীরামে প্রীতি সহিত আস্থাবিশিষ্ট ও তাঁহার চরণপদ্মে [illegible] নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। তখন বশিষ্ঠ দেব পুনরায় বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে! এই [illegible] পূর্ব্ব জন্মে মানুষ কি দেবতা [illegible] বর্ণন করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন! এই রামই [illegible] সাক্ষাৎ পরমপুরুষ, [illegible] ত্রৈলোক্যে [illegible] পুরুষার্থ প্রদান করেন ইনি সর্ব্বদাই জাগরূক এবং [illegible] বিশ্বরূপ। অহো, রাম দর্শনেই ধন্য। [illegible] পুরুষ। আহা, এই ত্রিলোকই ধন্য! যেহেতু, [illegible] সেখানে বিরাজমান, স্বর্গও অদ্য ইহাঁর বিরহে [illegible] রাছে। এই রামই চিদানন্দ পরমাত্মা। যোগিগণই ইহাঁকে [illegible] আমরা ইহাঁকে কি জানিব? আপনি অদ্য অনুগ্রহ করিয়া [illegible] বাক্যে [illegible] বর্জ্জিত করুন।

বাল্মীকি কহিলেন, বিশ্বামিত্র এই বলিয়া [illegible] মহাভাগ বশিষ্ঠ মহাত্মা রামকে বলিতে লাগিলেন, হে মহা[illegible] হে চিন্ময়! ইহা তোমার বিশ্রান্তির সময় নহে [illegible] বিধান কর। যাবৎ লোকব্যবহার অতিক্রম করিয়া, [illegible] নির্লিপ্ত না হয়; তাবৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির ভাজন হওয়া [illegible] অতএব তুমি কিছু কাল রাজকার্য্য ও দেবকার্য্য করিয়া, সমাধি [illegible] নাথে সুখী হও।